বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিল পত্রঃ প্রথম খন্ড

পটভূমি
(১৯০৫-১৯৫৮)

সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রকাশক	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণায়ল-এর পক্ষে- গোলাম মোস্তফা হাক্কানী পাবলিশার্স বাড়ি # ৭, রোড # ৪ ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২ ফ্রাক্স : (৮৮০২)৯৬৬২৮৪৪ E-mail : info@paramabd.com
কপিরাইট	:	তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রথম প্রকাশ	:	নভেম্বর, ১৯৮২ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১০
পুনর্মুদ্রণ	:	জুন, ২০০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
প্রচ্ছদ	:	বকুল হায়দার
মুদ্রাকর	:	মোঃ আবুল হাসান হাক্কানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং সড়ক # ৯, লেইন # ২, বাড়ি # ১ ব্লক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE
DOCUMENTS, VOL-1

Published by : Golam Mustafa
Hakkani Publishers
House # 7, Raod # 4, Dhanmondi, Dhaka-1205
Tel : 9661141, 9662282, Fax : (8802) 9662844
E-mail : info@paramabd.com

On behalf of Ministry of Information
Government of the People’s Republic of Bangladesh

Copyright: Ministry of Information
Government of the People’s Republic of Bangladesh

Printed by: Md. Abul Hasan
Hakkani Printing & Packaging
Raod # 9, Lane # 2, House # 1
Block # A , Sec # 11, Mirpur, Dhaka-1216

First Published: November, 1982
Reprint: December, 2003
Reprint: June, 2009

ISBN : 984-433-091-2 (set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র''। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খন্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদকবৃন্দের আক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সর্ব মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমালা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'হাক্কানী পাবলিশার্স'কে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৩

(নাজমুল আলম সিদ্দিকী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯ তারিখঃ ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয় : ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খন্ড)'' পুনর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।

সূত্র : তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবার্চিত অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এতদ্সাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মতোবেক।

আপনার বিশ্বস্ত,

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ১৯৭৭ সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সনে ১৫ খন্ডে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং এর দুষ্প্রাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র** গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পণ করায় আমরা গৌরবান্বিত। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকান্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(গোলাম মোস্তফা)
স্বত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয় সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হাসান হাফিজুল রহমান বিস্তারিত বলবেন।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচন কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দলিলাদির পান্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলো সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলো প্রামার্ণকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের পর গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করেছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্ধকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে প্রকল্পের প্রধান বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে নিরলস ও অকাতর কর্মপ্রচেষ্টার জন্য জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমূদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিস্কৃত দলিলগুলো ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলো মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলো পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

১৪ সেপ্টেম্বর,
১৯৮২।

মফিজুল্লাহ কবীর
চেয়ারম্যান,
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খন্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী- যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়- তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খন্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্তও প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথাম খন্ডঃ	পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খন্ডঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খন্ডঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খন্ডঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খন্ডঃ	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খন্ডঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খন্ডঃ	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খন্ডঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খন্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খন্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খন্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খন্ডঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রুয়োদশ খন্ডঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চর্তুদশ খন্ডঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খন্ডঃ	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খন্ডঃ	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খণ্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্খার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকারণ, এই ভূখণ্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খণ্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদি সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খণ্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে- কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ণ না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগনের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি- এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খণ্ডেএকইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা য়ায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে- কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ার আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা

যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশাঙ্কা, তা আমাদের দলিল খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি- অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতাসংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ণ হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পার। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :

ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।

ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।

ডঃ কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।

ডঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জনাব হাসান হাফিজুল রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খণ্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তূপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খণ্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডেই নির্ঘন্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খণ্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খণ্ডের নির্ঘন্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খণ্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভুল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার- বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মুহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহির উদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরুদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকাণ্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদি সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকতার সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খণ্ডগুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খণ্ডগুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক- সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান

সম্পাদক

দলিল প্রসঙ্গঃ পটভূমি-১

'বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ১৯০৫ থেকে ১৯৫৮ সালের সময়সীমার অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের দলিলপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

১৯০৫ সালে বংগভংগ সংক্রান্ত সরকারী ঘোষণা এই খণ্ডে প্রথম দলিলরূপে স্থান পেয়েছে। এরপর সন্নিবেশিত হয়েছে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব সম্পর্কিত দলিল। তৃতীয় দলিলটি হলো শেরেবাংলা কর্তৃক লিয়াকত আলী খানকে লিখিত পত্র। এই পত্রে বংগীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সংগে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের চিত্র ফুটে উঠে।

এর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কর্তৃক ১৯৪০ সালে গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাব থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নির্বাচিত দলিলপত্র (পৃঃ ২ থেকে ৪৬ পর্যন্ত)। এতে একদিকে বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের চিত্র আছে, শেরেবাংলা কর্তৃক লিয়াকত আলী খানকে লিখিত পত্রে তা স্পষ্টরূপ লাভ করেছে; অন্যদিকে আছে বৃটিশ সরকার কর্তৃক উত্থাপিত কিছু প্রস্তাব এবং তাঁদের প্রদত্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আদেশের দলিল। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্ঠা সংক্রান্ত দলিলপত্রও এই অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে (পৃঃ ২২-৩৫)।

১৯৪৭ থেকে ১৯৪৮ সালের যেসব দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক (পৃঃ ৪৯, ৫৪, ৬৬-৭৮), মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বিভিন্ন ভাষণ (পৃঃ ৭৫-৯৩), পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকারের পক্ষে মাওলানা ভাসানীর একমাত্র সংসদীয় বক্তৃতা (পৃঃ ৭৪) এবং গণতান্ত্রিক যুবলীগ (পৃঃ ৯৪) ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিরোধী ভাবধারার রাজনৈতিক তৎপরতার দলিল (পৃঃ ১১৭-১৬৫)।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত যেসব রাজনৈতিক ঘটনা বা ধারা-উপধারা পরিলক্ষিত হয় তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে পৃষ্ঠা ১৩৪ থেকে ২২৭ পর্যন্ত। এই অংশে যেমন এসেছে পাকিস্তান গণপরিষদের অবজেকটিভ রেজুলিউশান (পৃঃ ১৩৭), মৌলিক অধিকার কমিটি রিপোর্ট (পৃঃ ১৫৬ থেকে ১৫৭), মূলনীতি সংক্রান্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসম্মেলন (পৃঃ ১৬০ থেকে ১৬৯)- তেমনি সংযোজিত হয়েছে হাজং বিদ্রোহ (পৃঃ ১৪৪ থেকে ১৪৫), নাচোল বিদ্রোহ (পৃঃ ১৫১), ১৯৬০ সালের দাংগাবিরোধী বক্তব্য (পৃঃ ১৫৩) সংক্রান্ত দলিল।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিলের মধ্যে রয়েছে নাজিমুদ্দিনের বক্তৃতা (পৃঃ ২২৮), তৎকালে প্রকাশিত ভাষা আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জী (পৃঃ ২৩০ থেকে ২৩৬), বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া (পৃঃ ২৩৭ থেকে ২৩৯) এবং প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনের বক্তব্য। গণপরিষদে বাংলা ভাষা সংক্রান্ত প্রস্তাব (পৃঃ ২৪৬ থেকে ২৫৯) এবং সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের দলিল দেওয়া হয়েছে ২৬০ থেকে ২৬৪ পৃষ্ঠায়।

২১শে ফেব্রুয়ারীতে ছাত্র-জনতার উপর গুলিবর্ষণ সম্পর্কে তদন্তের জন্য প্রতিষ্ঠিত এলিস কমিশন রিপোর্টটিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (পৃঃ ২৬৯ থেকে ৩০১)। সংযোজনী অংশে তৎকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনার আরও কিছু বিবরণ এবং রাজনৈতিক দলের প্রচারপত্র দেওয়া হয়েছে।

১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন (পৃঃ ৩৭১), ২১ দফা কর্মসূচী (পৃঃ ৩৭২), ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও অন্যান্য বিষয়ের দলিল রয়েছে ৩৭১ থেকে ৩৮৮ পৃষ্ঠায়। ৯২-ক ধারার মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিলের দলিল রয়েছে পৃঃ ৪০৩ থেকে ৪০৬ পর্যন্ত। ১৯৫৪ সালে গণপরিষদ বাতিল হবার (পৃঃ ৪০৭) পর থেকে ১৯৫৮ সালে

সামরিক আইন জারি হওয়া পর্যন্ত যেসব দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা যেমন বাংলাদেশের মানুষের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের পরিচয় বহন করে তেমনি পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক সরকার গঠনের প্রচেষ্টা (পৃঃ ৪২০, ৬৮১ ও অন্যান্য), পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাসাম্যের ব্যাপারে মারী চুক্তি (পৃঃ ৪২৬), এক ইউনিট গঠন, খসড়া শাসনতন্ত্র ইত্যাদির বিবরণ দেয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব, কাগমারী সম্মেলনে তার বিশিষ্টি প্রকাশ (পৃঃ ৫৯২-৬০২) এবং এই মূল ধরে ১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের (পৃঃ ৬১১) দলিলপত্র এবং পূর্ব বাংলার মানুষের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের বিবরণ পাওয়া যায় আওয়ামী লীগ মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের বক্তব্যে (পৃঃ ৬১৫)। এই রাজনৈতিক আবহাওয়ার প্রেক্ষাপটে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মীর্জা কর্তৃক সামরিক আইন ঘোষণা এবং ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দলিল পাওয়া যাবে যথাক্রমে ৬২৩ ও ৬৩৩ পৃষ্ঠায়।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সংবিধান রচনা, স্বায়ত্তশাসন, নির্বাচন প্রণালী, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন এবং পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবনতি সংক্রান্ত বিষয় সংসদীয় বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছিল। এই খণ্ডে সংসদীয় বিতর্ক থেকে গৃহীত দলিলের সংখ্যা তাই বেশী। বলাবাহুল্য, আমরা যেসব দলিল সংগ্রহ করতে পেরেছি, তার থেকে নির্বাচন করেই এই সংকলন তৈরী করা হয়েছে।

হাসান হাফিজুর রহমান

সম্পাদক

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Part II September 1, 1971, Page 503

Ministry of Information & Broadcasting

***   ***   ***

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং-তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১- স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-
আবদুস সোবহান
উপ-সচিব

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

No. 51/2/78-Dev/231 Dated 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members.

1.	Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University
2.	Professor Salahuddin Ahmed	Chairman, Department of History, Jahangirnagar University
3.	Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangladesh Studies. Rajshahi.
4.	Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum.
5.	Dr. K. M. Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
6.	Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University
7.	Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University
8.	Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D. History of Bangladesh War of Liberation Project

The following shall be the terms of reference of the Committee:

(a) To verity, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of documents are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Office.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

No. 51/2/78-Dev/10493/(25) Dated 13-2-1979

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231, dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir Pro-Vice Chancellor, Dacca University	Chairman
2.	Professor Salahuddin Ahmed Chairman, Department of History, Jahangirnagar University	Member
3.	Dr. Anisuzzaman Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University	Member
4	Dr. Safar Ali Akanda Director, Institute of Bangladesh Studies. Rajshahi.	Member
5.	Dr. Enamul Huq Director, Dacca Museum.	Member
6.	Dr. K. M. Mohsin Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University	Member
7.	Dr. Shamsul Huda Harun Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University	Member
8.	Dr. K.M. Karim Director, National Library and Archives, Dacca	Member
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman O.S.D. History of Bangladesh War of Liberation Project	Member-Secretary

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:

a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

b) To determine validity and price of documents are required for the committee.

M.A. Salam Khan
Section Office.

সূচীপত্র

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বংগভংগ প্রস্তাব সম্পর্কিত দলিল	স্ট্রাগল ফর ফ্রিডমঃ আর, সি, মজুমদার, পৃষ্ঠা-২০	১৯শে জুলাই, ১৯০৫

PARTITION OF BENGAL

[The news that Assam with Dacca, Chittagong and Rajshahi Divisions of Bengal would be constituted as a separate province first appeared in the Calcutta Press on 6 July 1905 and next day it was officially announced from Simla.]

The resulting changes are summed up in para 7 of the resolution which runs as follows:

"7. The effect of the proposals thus agreed upon, and now about to be introduced will be as follows:

A new province will be created with the status of a Lieutenant-Governorship, consisting of the Chittagong, Dacca and Rajshahi Divisions of Bengal, the district of Malda, the State of Hill Tipperah, and the present Chief Commissionership of Assam. Darjeeling will remain with Bengal. In order to maintain associations which are highly valued in both areas, the province will be entitled Eastern Bengal and Assam. Its Capital will be at Dacca with subsidiary headquarters at Chittagong. It will comprise an area of 106,540 square miles and a population of 31 millions, of whom 18 millions is Mohammadans and 12 millions Hindus. It will possess a Legislative Council and a Board of Revenue of tow members and the Jurisdiction of the High Court of Calcutta is left undisturbed. The existing province of Bengal diminished by the surrender of these large territories on the east and of the five Hindu States of Chhota Nagpur but increased by the acquisition of Sambalpur and the five Uriya States before mentioned, will consist of 141,580 square miles with a population of 54 millions of whom 42 million are Hindus and 9 million Mohammadans. In short the territories now composing Bengal and Assam will be divided into two compact and self-contained provinces, by far the largest constituents of each of which will be homogeneous in character, and which will possess clearly defined boundaries and be equipped with the complete resources of an advanced administration."

Foot-Note: The revised scheme of Partition was conveyed to the public in the form of a Government Resolution, dated 19 July and published in the Calcutta Press no the 20th July 1905 (The full text to the Resolution is given by Bengal, op.cit App.G.P.L)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লাহোর প্রস্তাব	পাকিস্তান মুভমেন্ট-হিস্ট্রিক ডকুমেন্টস, পৃষ্ঠা-১৭২	২৩শে মার্চ, ১৯৪০

Resolution adopted by the All-India Muslim League at Lahore in its twenty-seventh Annual Session on 23rd March 1940, commonly known as "Pakistan Resolution" :

While approving and endorsing the action taken by the Council and the Working Committee of the All India Muslim League, as indicated in their resolutions, dated 27th of August, 17th and 18th of September and 22nd of October 1939, and 3rd of February 1940 on the constitutional Issue, this Session of the All-India Muslim League emphatically reiterates that the scheme of federation embodied in the Government of India Act, 1935, is totally unsuited to, and unworkable in the peculiar conditions of this country and is altogether unacceptable to Muslim India.

It further records its emphatic view that while the declaration dated the 18th of October 1939 made by the Viceroy on behalf of His Majesty's Government is re-assuring in so far as it declares that the policy and plan on which the Government of India Act, 1939, is based will be reconsidered in consultation with the various parties, interests and communities in India, Muslim India will not be satisfied unless the whole constitutional plan is reconsidered de novo and that no revised plan would be acceptable to the Muslims unless it is framed with their approval and consent.

Resolved that it is the considered view of this Session of the All-India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles, viz., that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial re-adjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute "Independent States" in which the constituent units shall be autonomous and sovereign.

That adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the constitution for minorities in these units and in the regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them and in other parts of India where the Musalmans are in a minority adequate, effective and mandatory safeguards shall be specifically provided in the constitution for them and other minorities for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them.

This Session further authorizes the Working Committee to frame a scheme of constitution in accordance with these basic principles, providing for the assumption finally by the respective regions of all powers such as defence, external affairs, communications, customs, and such other matters as may be necessary.

Proposed by-	The Hon’ble Moulvi A K Fazlul Huqe. Premier of Bengal.
Seconded by-	Choudhuri Khaliquzzaman Saheb. M L A (U P.).
Supported by-	Maulana Zafar All Khan Saheb. M.LA. (Central).
"	Sardar Aurangzeb Khan Saheb. M L A (N. W. F Province)
"	Haji Sir Abdoola Haroon. M. L. A. (Central).
"	K B Nawab Ismail Khan Saheb. M L. C. (Bihar)
"	Qazi Mohammad Isa Khan Saheb, President of Baluchistan Provincial Muslim League
"	Abdul Hammed Khan Saheb. M L A (Madras).
"	I. I. Chundrigar Saheb. M L. A. (Bombay).
"	Syed Abdur Rauf Shah Saheb. M.LA. (C.P.)
"	Dr. Mohammed Alum, M. L. A. (Punjab).
"	Syed Zakir Ali Saheb. (U .P.).
"	Begum Sahiba Maulana Mohammad Ali.
"	Maulana Abdul Haimid Saheb Qadri. (U. P).
"	

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মনোভাব ও ভূমিকার প্রতিবাদে দল থেকে পদত্যাগের প্রশ্নে লিয়াকত আলী খানকে লিখিত ফজলুল হকের চিঠি	দৈনিক ষ্টেটসম্যান সূত্রঃ অমলেন্দু দে- পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক পৃঃ ১০৫ ও শীলা সেন, 'মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল'	৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১

ফজলুল হক লিয়াকত আলির নিকট লিখিত পত্রে যে দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করেন তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলঃ "But before I conclude I wish to record a most emphatic protest against the manner in which the interests of the Moslems of Bengal and the Punjab arc being imperiled by Moslem leaders of the Provinces where the Moslems are in a minority popularly known among Moslems as the minority provinces of India. Except in Bengal and the Punjab which together account for nearly 50 millions of Moslems and nearly 50 percent of the total Moslem population of India, the remaining 50 millions of Moslems are scattered throughout the continent in such a manner that they are in a most hopeless minority in the so-called minority provinces, in some cases the Moslem minority dwindling to about 4 or 5 per cent of the population. It is evident that these Moslem brethren of ours can never hope to be in the enjoyment of even an effective voice in the administration, leave alone the prospect of their ever being in power. It is conceivable that they cannot realize, nor even imagine, the advantages of the Moslem community being in a dominant position in the administration of Bengal and the Punjab. Nor do they realize the responsibilities of the Moslem premiers of those provinces. Naturally enough they think that just as all their own political prospects are bleak and barren, even so is the case with the Moslems of Bengal and the Punjab. Naturally, enough they do not care for the repercussions on the politics of the Moslems of Bengal and the Punjab of any decision they may take with regard to Moslem India as a whole. I would ask the Moslem leaders of the minority provinces to remember that if they meddle too much with the politics of the majority provinces, they will do so at the peril of the interest of the entire Moslem community of India. For my part, I will never allow the interest of 33millions of the Moslems of Bengal to be put under the domination of any outside authority however eminent it may be.

"At the present moment I have a feeling that Bengal does not count much in the counsels of political leaders outside our province, although we constitute more than 1/3rd of the total Moslem population of India. Even in this controversy, the leaders of the minority provinces never cared to take into in consideration my particular responsibilities and difficulties and wanted to drown my voice with meaningless slogans which may suit their own conditions of political helplessness, but which are utterly unsuited to the conditions prevailing in my province. I was condemned before I could put before the President my point of view."

Source: Letter of A.K Fazlul Huq, dated 8th September 1941, addressed to the Secretary of the All-India Muslim League. Vide statesman, 11 September, 1941

Fazlul Huq's Letter to Liaquat Ali Khan, Secretary, All-India Muslim League, dated 8 September, 1941.

Early in July Viceroy asked me through my Governor to serve on National Defense Council as Premier of Bengal representing this Province. 1 assented feeling this to be my duty. I knew I was selected in official capacity as Premier so no objection could possibly arise. I was surprised to read statement from League President as soon as personnel of Council was announced that he considered action of myself and other League members so objectionable that he must consider what action should be taken to express his disapproval of our conduct. I issued statement explaining position and contending that Premiers were selected in official capacity and therefore could not refuse to serve. I thought position was clear and clamour caused by President's statement would subside; but I was amazed to read President's statement dated 30th July declaring that it had been decided to take disciplinary action. There was no ambiguity in language and words used indicated accomplished fact. I maintain this action of President was highly unconstitutional. Despite Madras resolution he should never have done anything without hearing our explanation. I also maintain that his subsequent decision to refer matter to Working Committee was meaningless. Working Committee had no alternative but to endorse President's action as refusal would have amounted to vote of no confidence in President, contingency that Working Committee were not prepared to face. Committee therefore passed resolution calling upon me to resign unconditionally from National Defense Council.

2. President apparently received communication from Viceroy through Bombay Governor on 21st July intimating Premiers had been approached to serve on Defence Council in certain capacity. Whether we were selected as Premiers or as representative men, President knew of our selection at least one day before names were published. It was his clear duty to inform us by telegram or by telephone of his disapproval and that he would like us to resign from Defense Council; he might even have hinted that if we did not resign he would be obliged to take disciplinary action against us. But instead he waited till names were published and then announced decision to take disciplinary action; even ordinary courtesy required a warning before such announcement. His procedure placed us in extremely awkward position, he gave us an opportunity of explanation and took us unawares as if anxious to make public exhibition of his authority; he thus converted simple affair into complicated political problem.

3. I maintain that acceptance of membership of Defense Council in no way involves breach of League's principle or policy. League last year rejected Viceroy's offer to form expanded War Council composed of Indian states and representatives of various political parties but Defense Council consists of Indian states and representatives of various Provinces. This makes fundamental difference and membership of Defense Council therefore does not come within mischief of League resolution. Despite President's declaration that we were selected as Muslim representatives, I maintain that we were selected as Premiers. From this point of view also membership of Defense Council does not involve violation of League principles and policy. Further, since outbreak of war, I

have been taking keenest interest in promoting war efforts and using official and non- official position to induce people of Bengal to cooperate in support thereof. Hitherto President has not expressed disapproval of my extensive activities in aid of war efforts but has even allowed prominent Muslim League leaders to act likewise throughout India.

4. Having regard to my provincial war activities my membership of Defense Council pales into insignificance; I consider it absurd that I should be called upon to non- cooperate with Government of India at centre.. On merits I maintain President's action ratified by Working Committee was unjustified. I do not admit that my acceptance of membership of Council has disapproval of majority of Muslim community of India or of Bengal Muslims. Outside Province there is large volume of public opinion in my favor. President's action throughout has been unfair and unconstitutional and I have done nothing contrary to interests of Muslim community; charge that by accepting membership of Council I have created a situation which may lead to split in ranks of Muslim India is baseless. I therefore find no justification for resiling from my original decision to stick to membership of Council despite view of President and Working Committee.

5. But there are other matters to be taken into consideration. President's indiscreet and hasty announcement creating feeling in Muslim minds that we have accepted membership of Council from personal interests or to oblige high officials has produced most baneful consequences. Very few of present generation of Muslim politicians know services I have rendered to League of Muslim Community; without wishing to be boastful 1 have no cause to be ashamed of my record as a leader in cause of Islam and Indian Muslims. I emphatically declare that 1 am not being hampered in any way by high officials from exercising my independent judgment. I have been faced by embarrassing dilemma. I feel I ought to adhere to Council, but I also feel that continuance, therein especially after other Premiers have vacated their seats would lead to split in ranks of Indian Muslims. In such event I would be held responsible for situation and responsibility may also be thrown on other personage who have not had slightest desire to interfere in these matters but whose detachment is not within knowledge of public.

6. In these circumstances I feel that no useful purpose would be served by my being member of National Defense Council; I am therefore going to request Viceroy through Governor to give me leave to tender resignation. In taking this step I have had before me sole desire to avoid conflict in ranks not merely of Muslim League but also of Indian Muslim community. My reason for resignation thus differs from Sir Sikanders. He alleged to have resigned because he felt convinced he had acted under misconception of facts. I resign because though convinced I was right in accepting membership of Council, my continuance therein would jeopardize interests of community. Sir Sikander feels he was wrong and has rectified mistake; I feel I was right but cannot continue member in view of possible consequences. I am thus deliberately accepting position which militates against my own judgment, in desire to avoid greater evil of domestic feud at time when we should close our ranks for great task ahead of defending best interests of community and country.

7. I protest emphatically against manner in which Bengal and Punjab Muslim interests are being imperiled by Muslim leaders of ‘Minority Provinces'. Muslim brethren in minority provinces can never hope to enjoy effective voice in administration let alone

power. They cannot imagine advantages of dominant position of Muslim community in administration of Bengal and Punjab. They neither realize responsibilities of Muslim Premiers of these Provinces nor care for repercussions on politics of Bengal and Punjab Muslims of their decisions for Muslim India as a whole. They should not meddle too much with politics of majority provinces. At present I feel that Bengal does not count much in counsels of political leaders outside province, though we constitute more than one third of total Muslim population of India. My critics prejudge and condemn me without knowing facts and forgot my lifelong services to Muslim community. I confidently hope that political dictators in future will act with greater foresight so as to prevent creation of situation from which escape can be affected only by course of action which is revolting to sound sense or even conscience.

8. It follows that I cannot continue to be member of Working Committee of All India Muslim League. As mark of protest against arbitrary use of powers vested in President I resign from membership of Working Committee and Council of All India Muslim League. I cannot usefully continue to be member of body which shows scant courtesy to provincial leaders and arrogates to itself functions which ought to be exercised by provincial executive. In matters under discussion President should have referred question to decision of Provincial Muslim League. He has signally failed to discharge heavy responsibility of office in constitutional and reasonable manner. In tendering resignation I should like to enter caveat that recent events have forcibly brought home to me that principles of democracy and autonomy in All-India Muslim League are being subordinated to arbitrary wishes of single individual who seeks to rule as omnipotent authority even over destiny of 33 millions in Bengal who occupy key position in Indian Muslim politics.

Source: Government of India, Home Political File 17/4/41-Poll (1)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার্থে ফজলুল হকের ভূমিকা	পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক- অমলেন্দু দে পৃষ্ঠা-২৪৯	২০শে জুন, ১৯৪২

Resolutions adopted at the Hindu-Muslim Unity Conference held at Calcutta on 20 June, 1942:

1. India and more particularly Bengal and Assam are facing to-day the gravest of perils. Foreign aggression threatens not only our security but also our hearths and homes, our hopes and aspirations, our social, economic and cultural stability, in a word everything that we hold dear and inviolable. In view of the daily deterioration of the international situation it has become imperative to harness all our available forces to fight despair and defeatism and prevent a breakdown of our social and economic structure. For such consolidation of our resources of men and money, of intellect, character and energy and to hold ourselves ready against all contingencies, the first condition is the establishment of better communal relations and the creation of an atmosphere of mutual goodwill and co-operation. The need for unity and solidarity of the people of Bengal has never been so pressing and immediate as to-day and it is only on the basis of such unity that we can hope to overcome the perils which threaten to engulf us.

While conscious of the differences in political programme and outlook among the different sections of the people of the province, this conference of the Muslims and the Hindus of Bengal is, therefore, of opinion that the people must unite in the common task of safeguarding internal security and order storage and distribution of foodstuffs and other essentials, and the provision of medical and other relief irrespective of differences in caste, community, creed or political affiliations, and for the purpose carry on an intensive propaganda to stress the overwhelming identity of interests if the people in this crisis and also constitute peace brigades for dispatch to areas where there is any apprehension of communal trouble.

2. This conference is of opinion that in order to create an atmosphere of communal harmony and co-operation, work must be carried on both on a long-term and a short-term policy and for the purpose a permanent Trust Fund must be created for publicity[1] through speeches and pamphlets, creation of a literature of communal harmony and dissemination among the masses of greater knowledge of the common achievement of the communities in the fields of cultural and spiritual activities.

3. In order to carry on the work of creating an atmosphere of communal harmony and co-operation and the consolidation of .the people in the tasks of safeguarding internal security, storage and distribution of foodstuffs and other essentials and the provision of medical and other relief, resolved that a permanent non-party and unpolitical organisation be set up and for the purpose the council of the Hindu-Muslim Unity Association be formed with direction to frame the constitution and work out a plan and programme of action for the organisation.

[Published in the Hindustan Standard, 21 Jun, 1942.]

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি সংক্রান্ত দলিল	বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলনঃ মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ	১৯৪৩ সাল

বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন

(সাবেক) পাকিস্তান-পূর্বকালেই মুজীবুর রহমান খাঁ তাঁর ‘পাকিস্তান’ শীর্ষক গ্রন্থে পাকিস্তানের (সাবেক) রাষ্ট্র ভাষা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন। হাবীবুল্লাহ্ বাহার, তালেবুর রহমান প্রমুখের পাকিস্তান-সম্পর্কিত গ্রন্থে এবং আব্দুল হক, ফররুখ আহমদ প্রমুখ আরও অনেকের রচনায় বিভাগ-পূর্বকালেই (সাবেক) পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে ১৩৫০ সালে (১৯৪৩) একটি অত্যন্ত মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন আবুল মনসুর আহমদ। ১৩৫০ সালের কার্তিক সংখ্যা ‘মাসিক মোহাম্মদী’তে প্রকাশিত ‘পূর্ব পাকিস্তানের জবান’ শীর্ষক এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটিতে তিনি বিভাগ-পূর্বকালেই বলেনঃ

‘‘মুসলিম লীগ রাজনীতিতে ‘জাতীয়তা’ যে সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে, তাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত ও সম্ভব হয়ে উঠেছে।’’

এই প্রেক্ষিতে উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষারূপে চাপিয়ে দেবার বিপদ ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করে আবুল মনসুর আহমদ ১৯৪৩ সালেই বলেছিলেনঃ

‘‘এত করেও বাংলার চার কোটি বাঙলাভাষী মুসলিম জনসাধারণ হাজার বছরেও উর্দু-ভাষী হবে না... লাভের মধ্যে হবে একশ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। এদের সঙ্গে জনসাধারণের কোন যোগ থাকবে না, একথাও আগে বলেছি। কিন্তু এ’রা পশ্চিমাদের গলার সুর মিলিয়ে উর্দুর মাহাত্ম্য গেয়ে যাবেন। কারণ এরাই হবেন পশ্চিমাদের এ দেশী আত্মীয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শাসক শ্রেণী। শাসক শ্রেণীর ভাষা থেকে জনসাধারণের ভাষা পৃথক থাকার মধ্যে মস্ত বড় একটি সুবিধে আছে। তাতে অলিগার্কী ভেঙে প্রকৃত গণতন্ত্র কোনদিন আসতে পারেনা; সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রোকাওট হিসাবে রাজনৈতিক মতলবে এই অভিজাত শ্রেণী উর্দুকে বাঙলার ঘাড়ে চাপিয়ে রাখবেন। শুধু চাকরীতেই নয়, আইনসভার মেম্বরগিরিতেও যোগ্যতার মাপকাঠি হবে উর্দু-বাগ্মিতা। সুতরাং সেদিক দিয়েও এই ভাষাগত আবিজাত্যের স্টীলফ্রেম ভেঙে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না। উর্দুকে পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা করবার চেষ্টার বিপদ এইখানে।... অথচ উর্দু নিয়ে এই ধস্তাধস্তি না করে আমরা সোজাসুজি বাঙলাকেই যদি পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা ও জাতীয় ভাষরূপে গ্রহণ করি তবে পাকিস্তান প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মুসলিম বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেরাই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও শিল্পগত রূপায়ণে হাত দিতে পারবো। আমাদের নিজেদের বৃদ্ধি, প্রতিভা ও জীবনাদর্শ দিয়েই আমাদের জনসাধারণকে উন্নত, আধুনিক জাতিতে পরিণত করবে। জাতির যে অর্থ শক্তি, সময় ও উদ্যম উর্দু প্রবর্তনে অপব্যয় হবে, তা যদি আমরা শিক্ষা-সাহিত্য, শিল্পে-বাণিজ্যে নিয়োজিত করি, তবে পূর্ব পাকিস্তানকে আমরা শুধু ভারতের নয়, সমগ্র মুসলিম জগতের এমনকি গোটা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করতে পারবো।’’

(পূর্ব-পাকিস্তানের জবান, মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক, ১৩৫০)

'পূর্ব পাকিস্তানের জবান' শীষক এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটিতে তিনি বলেন, ''জিন্না-নেতৃত্বের বাস্তববাদী দূরদর্শিতার গুণে মুসলিম লীগ রাজনীতিতে 'জাতীয়তা'র যে সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে, তাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত ও সম্ভব হয়ে উঠেছে। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত রূপায়ণের ভাবী রূপ নিয়ে মুসলিম বাঙলার চিন্তানায়কদের মধ্যে এখন থেকেই আন্দোলন আলোচনা খুব স্বাভাবিকবাবেই শুরু হয়েছে।... পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক রূপায়ণ নিয়ে যথেষ্ট না হলেও অনেক আলোচনাই এরা করেছেন, আমরাও সে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা কি হবে, এ নিয়ে সোজাসুজি আলোচনা এঁরা আজো করেননি। করেননি বোধ হয় এই জন্য যে, পূর্ব পাকিস্তানের 'জাতীয় দৈনিক আজাদ' বাঙলা ভাষার কাগজ এবং এরাও তাই ধরে নিয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা যে বাঙলা হবে, এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েই আছে। হয়েই ছিল সত্য, বাঙলার মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলা হবে কি উর্দু হবে এ তর্ক খুব জোরেশোরেই একবার উঠেছিল। মুসলিম বাঙলার শক্তিশালী নেতাদের বেশীর ভাগ উর্দুর দিকে জোর দিয়েছিলেন, নবাব আবদুর রহমান মরহুম, স্যার আব্দুর রহিম, মৌঃ ফজলুল হক, ডাঃ আবদুল্লাহ, সোহরাওয়ার্দী, মৌলভী আবুল কাসেম মরহুম প্রমুখ প্রভাবশালী নেতা উর্দুকে বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মুসলিম বাঙলার সৌভাগ্য এই যে, উর্দুর প্রতি যাদের বেশী সমর্থন থাকার কথা সেই আলেম সমাজই এই অপচেষ্টায় বাধা দিয়েছিলেন। বাঙলার আলেম সমাজের মাথার মণি মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী উর্দু-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন। এঁদের প্রয়াসে শক্তি যুগিয়েছিলেন মরহুম নবাব আলী চৌধুরী সাহেব। সে লড়াইএ এঁরাই জয়লাভ করেছিলেন। বাঙলার উপর উর্দু চাপাবার সে চেষ্টা তখনকার মত ব্যর্থ হয়। কিন্তু নির্মূল হয়নি। বাঙলার বিভিন্ন শহরে বিশেষতঃ কোলতাকায় মাঝে মাঝে উর্দুওয়ালারা নিজেদের আন্দোলনকে জিইয়ে রেখেছিলেন। সম্প্রতি পাকিস্তান আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদ তাদের রাজনৈতিক আদর্শের বুনিয়াদে পরিণত হওয়ায় উর্দুওয়ালারা আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি 'মর্নিং নিউজ' ও 'স্টার অব ইন্ডিয়া' এ ব্যাপারে কলম ধরেছেন। জনকতক প্রবন্ধ লেখকও তাতে জুটেছেন। এরা বলেছেনঃ 'পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা স্বভাবতই উর্দু হবে'।

১৩৫২ সালে (১৯৪৪) রচিত ও 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত একটি ব্যঙ্গ কবিতায় ফররুখ আহমদ উর্দুপ্রেমিকদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ ও বিদ্রূপবাণ হেনে লিখেছিলেনঃ

দুই শো পশ্চিম মুদ্রা যে অবধি হয়েছে বেতন
বাংলাকে তালাক দিয়ে উর্দুকেই করিয়াছি নিকা,
(বাপান্ত শ্রমের ফলে উড়েছে আশার চামচিকা)
উর্দুনীল আভিজাত্যে (জানে তা নিকট বন্ধুগণ)।
খাটি শরাফতি নিতে ধরিয়াছি যে অজানা বুলি
তার দাপে চমকাবে একসাথে বেয়ারা ও কুলি
সঠিক পশ্চিমী ধাঁচে যে মুহূর্তে করিব তর্জন।

পূর্ণ মোগলাই ভাব তোর সাথে দু'পুরুষ পরে
বাবরের বংশ দাবী-জানি তা অবশ্য সুকঠিন
কিন্তু কোন লাভ বল হাল ছেড়ে দিলে এ প্রহরে
আমার আবাদী গন্ধ নাকে পায় আজো অর্বাচীন।
পূর্বোক্ত তালাক সূত্রে শরাফতি করিব অর্জন;
নবাবী রক্তের ঝাজ আশা করি পাবে পুত্রগণ

(উর্দু বনাম বাংলা)

''ভারতের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে বিদ্বজ্জনের আলোচনা' সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা যায় কিনা, এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা হয়। উপরোক্ত বিদ্বজ্জনের আলোচনা সভার বিবরণ ১৩৪৫ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ এটাই বাংলার রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে প্রথম দাবী। এখানে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হল।

''গত ১৯ শে ভারতের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ভবনে একটি সভার অধিবেশন হয়। সুপণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি এবং অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অর্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রফুল্লকুমার সরকার, সুন্দরী মোহন দাস ও দ্বিজেন্দ্র নাথ মৈত্র আলোচনায় যোগদান করেন। আলোচনাটি কলিকাতার অন্ততঃ একখানি দৈনিক কাগজে বিস্তারিতভাবে বাহির হওয়া উচিত ছিল। তাহা না হওয়ায় বাঙালী বিদ্বান ও সাহিত্যিকগণের এ-বিষয়ে মত ও যুক্ত সেদিন কি বিবৃত হইয়াছিল সে বিষয়ে অবাঙালীরা সাধারণতঃ অজ্ঞ থাকিবেন। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছিলঃ

১। এই সভার মতে বাংলা ভাষার বহুলতর প্রচারের জন্য নিম্নলিখিত ও অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা উচিতঃ

(ক) বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন বাঙালী মাত্রেরই দৈনন্দিন কার্য ও ব্যবহারে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা কর্তব্য।

(খ) বাংলাদেশে প্রবাসী অন্য ভাষাভাষী ব্যক্তিগণের সহিত যতদূর সম্ভব বাংলা ভাষায় কথোপকথন ও চিন্তার বিনিময় কর্তব্য ।

(গ) অ-বাঙালীর মধ্যে ও বাংলার বাহিরে যাহাতে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা কর্তব্য। যথা- পরীক্ষা গ্রহণ, পুরস্কার বিতরণ, বাংলা সাহিত্য আলোচনার প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও প্রতিযোগিতা নির্ধারণ প্রভৃতি।

২। এই সভার মতে ভারতীয় রাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ভাষা নির্ধারণের চেষ্টা কালোচিত নহে এবং অসমীচীন। ভারতবর্ষে পূর্ণ-স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ভাষা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

৩। বর্তমানে যদি রাষ্ট্রভাষা নির্দিষ্ট করিতেই হয়, তবে বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ ও সমৃদ্ধি এবং ঐ ভাষা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা দ্বারা প্রভাবান্বিত মনে রাখিয়া বঙ্গভাষাকেই রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে নির্ধারণ করা উচিত।

৪। এই সভা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন, মুসলিম সাহিত্য-সম্মেলন, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন ও অন্যান্য বঙ্গসাহিত্য-প্রতিষ্ঠানকে এ সম্বন্ধে একযোগে কার্য করিবার জন্য অনুরোধ ও আহবান করিতেছেন।

৫। উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিবার ভার নিম্নলিখিত ভদ্রলোকদিগকে লইয়া গঠিত কমিটির ওপর অর্পণ করা হইল। কমিটি প্রয়োজনমত সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেনঃ

সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। আহবানকারী শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ। সভ্যঃ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, পণ্ডিত অমূল্যচরণ

বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মাথ নাথ বসু ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ লাহা প্রমুখ।

বাংলার রাষ্ট্রভাষা হইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে বক্তাদের মধ্যে একমাত্র অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। এইজন্য তাঁহার বক্তৃতার তাৎপর্য নীচে দেওয়া হইলঃ

''ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, সাহিত্যের গৌরব থাকিলেই ভাষার প্রসার হয় না। ইংরেজ জাতির আত্মপ্রসারের শক্তির ফলে ইংরেজী ভাষার প্রসার হইয়াছে। কয়লাওয়ালা, চাউলওয়ালা, মুদী দারোয়ান প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোকের কথাবার্তার ভিতর দিয়া হিন্দী ভাষার প্রসার ঘটিয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস উহাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে সাহসী নহে। কারণ মুসলমানেরা কিছুতেই উর্দু ছাড়িবে না। সেই জন্য হিন্দুস্থানীর সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুস্থানী একাডেমী ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টায় অদ্ভুত হিন্দুস্থানী সৃষ্টি হইতেছে। তাহারা জোড়া জোড়া শব্দ ব্যবহার করিতেছে-একটি হিন্দু ও আর একটি উর্দু শব্দ। 'আন্তর্জাতিক' শব্দটির শেষের 'নৈতিক' শব্দের পরিবর্তে উর্দু 'কৌম' শব্দ দিয়া তাহারা হিন্দুস্থানী 'অন্তরাকৌম' শব্দের সৃষ্টি করিয়াছে। এই ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। বক্তা মনে করেন যে, বাঙালীদের এই সকল গোলমালে গিয়া কাজ নাই। কিন্তু যুক্ত প্রদেশ ও বিহারে বাংলা ভাষাকে দাবাইয়া রাখিবার যে চেষ্টা চলিয়াছে তাহার প্রতিবাদস্বরূপ বাংলাদেশেও হিন্দুস্থানী চালু করিবার চেষ্টার আপত্তি হওয়া উচিত। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন যে, গয়ার ভাষা ও মৈথিলী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার অনেক মিল আছে, কিন্তু লিখিবার সময় সেখানকার হিন্দুরা হিন্দী ও মুসলমানেরা উর্দু ভাষা ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে উর্দু ও হিন্দী ভাষা ছাড়া ভারতের সব ভাষার গতি ও প্রকৃতি এক। কারণ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশ হইতে যে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।''

''বাংলার স্বাতন্ত্রের এই ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি গঠিত হয়েছিল। রেনেসাঁ আন্দোলনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং চারিত্র্য সম্পর্কে ১৯৪২ সালে বলা হয়েছিলঃ

''পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি চায় পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীর বুদ্ধির মুক্তি তার চিন্তারাজ্যে অরাজকতার অবসান[১] আপনারা নিশ্চয়ই একথা অস্বীকার করবেন না যে, বুদ্ধির মুক্তি না ঘটলে এবং চিন্তারাজ্যের অরাজকতার অবসান না হলে, মানে আভ্যন্তরীণ মুক্তি না ঘটলে কোন জাতির বহিরাঙ্গিক মুক্তিও সাধিত হয় না। তাই পূর্ব পাকিস্তানের বহিরাঙ্গিক মুক্তি, মানে রাজনৈতিক আজাদী সত্যিকারভাবে আসতে পারে না। ততক্ষণ, যতক্ষণ না তার অধিবাসীর মনের মুক্তি, মানে চিন্তারাজ্যের অরাজকতা দূর হচ্ছে।

আমাদের সোসাইটি জাতির এই মনের মুক্তি আনবারই সাধনা করছে। এই যে মনের মুক্তি, এ হচ্ছে রেনেসাঁর ব্যাপার। জাতির চিন্তারাজ্যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সংঘনের নাম রেনেসাঁ। অতীতে প্রত্যাবর্তনের নাম রেনেসাঁ নয়, আবার অতীতকে সমূলে বর্জন করার কল্পনাও রেনেসাঁর নেই। অতীতের যা ভালো ও স্থায়ী তাই নিঃসন্দেহে রেনেসাঁর ভিত্তিভূমি। অতীতের এই ভিত্তিভূমির উপরে দাঁড়িয়ে বর্তমানে অভিজ্ঞতার আলোকে রেনেসাঁ ভবিষ্যতকে বরণ করে। তাই রেনেসাঁ চিন্তারাজ্যের বিপ্লব। আমরা পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) অধিবাসীর চিন্তারাজ্যে এই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনই চাই। তাই আমাদের সঙ্ঘের নাম 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'। জাতির রাজনৈতিক মুক্তির সর্বাঙ্গীণ জাতীয় আজাদী নয়। কাজেই জাতির রাজনৈতিক মনের মুক্তি বিজ্ঞানসম্মত পন্থা-নির্দেশই রেনেসাঁর একমাত্র কাজ নয়। তামদ্দুনিক, সাহিত্যিক, আর্থিক, শৈক্ষিক মুক্তি না ঘটলে শুধু রাজনৈতিক আজাদী লাভ করে কোনো জাতি সত্যিকার আজাদী লাভের অধিকারী হয় না। রেনেসাঁ

[১] বিভাগ-পূর্বকালেই ধরে নেয়া হয়েছিল যে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে 'পূর্ব পাকিস্তান' হবে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি । ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ভিতর দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সত্তা ও স্বাধীন সার্বভৌম অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাই সাহিত্য, তমদ্দুন, শিা, অর্থনীতি, শিল্প প্রভৃতি সম্পর্কেও জাতিকে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনে উদ্ধুদ্ধ করে।... পলাশীর বিপর্যয়ের পরে ভারতের এই পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এ যাবৎ ভুল পথেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। প্রথমে আমরা অতীতে প্রত্যাবর্তনের উৎকট প্রয়াস করেছিলাম। আমাদের সে চেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। কারণ অতীতে প্রত্যাবর্তনের বাণী সত্যকার আজাদীর কথা- রেনেসাঁর কথা নয়। সে ব্যর্থতার পরে আমরা গ্রহণ করেছিলাম অনুকরণের পথ। পরের দেখানো পথে আজাদী মেলে না। আমরা ভুল পথে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। এই সব ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা জাতিকে দিয়েছে সত্যিকার পথের সন্ধান। জাতির চিত্তলোক ফুঁড়ে উত্থিত হয়েছে পাকিস্তানের বাণী।[২] একমুহূর্তে জাতি আপন স্বচ্ছতা ফিরে পেয়েছে- পুরানুকরণের আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করে সে স্বকীয়তাকে বরণ করেছে। সাহিত্যেও প্রায় একই ব্যাপারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিজস্ব পুঁথি-সাহিত্য ও লোক-সাহিত্যের ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে আমরা অতীতমুখী হয়ে কিছু দিন বিজাতীয় উর্দু ভাষার মোহে কাটিয়েছি। তারপর শুরু হ'ল অনুকরণের পালা। সে অদ্ভুত কসরৎ এখনো চলছে। তবে সে কসরতের হাস্যকরতার উপলব্ধি ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে হচ্ছে। পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ-সোসাইটি আমাদের সাহিত্যে স্বচ্ছতা ও স্বকীয়তা আসবে না- কারণ ওটা অতীতে প্রত্যাবর্তনেরই কথা-রেনেসাঁর কথা নয়। তবে পুঁথি ও লোক-সাহিত্যের ভিত্তিতে আমাদের সাহিত্যকে দাঁড় করাতে হবে নিশ্চয়ই। সে ভিত্তির উপর বর্তমানের ব্যর্থ সাহিত্যক কসরতের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে আমাদের ভাবী সাহিত্যের সৌধ রচনা করতে হবে। তমদ্দুন, শিক্ষা, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও (সাবেক) পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীর স্বকীয় বিশিষ্টতাকে খুঁজে বার করতে হবে-তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পলাশীর বিপর্যয়ে জাতি হিসাবে জীবন্মৃত হয়ে পড়ার ফলে আমরা আত্মবিস্মৃত হয়েছিল। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের গৌরবময় অতীতের ইতিহাস, ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের তামদ্দুনিক বৈশিষ্ট্যের কথা, ভুলেছিলাম আমাদের শিক্ষানীতির গণতান্ত্রিক এবং অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির বিশিষ্টতার কথা। এসব ক্ষেত্রেও আমরা স্বকীয়তা হারিয়ে অনুকরণের বাঁদরে পরিণত হয়েছিলাম। কাজেই রেনেসাঁর সোনার কাঠির স্পর্শে আমাদের এ বাঁদরত্ব ঘোচাতে হবে।''

[আবুল কালাম শামসুদ্দীন, রেনেসাঁ সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ, মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৫১।]

দেশ বিভাগ এবং সাবেক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'র উদ্যোগে আয়োজিত **১৩৫১** সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত রেনেসাঁ-সম্মেলনে মূল সভাপতির অভিভাষণ দিতে গিয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ স্পষ্টতই বলেছিলেন:

''রাজনীতিকের বিচার (সাবেক) 'পাকিস্তানের' অর্থ যাই হোক না কেন সাহিত্যিকের কাছে তার অর্থ তমদ্দুনী আজাদী, সাংস্কৃতিক স্বরাজ, কালচারে অটনমী। রাজনৈতিক আজাদী ছাড়া কোনো জাতি বাঁচতে পারে কিনা সে প্রশ্নের জবাব পাবেন আপনারা রাষ্ট্র নেতাদের কাছে। আমরা সাহিত্যিকরা শুধু এই কথাটাই বলতে পারি যে, তমদ্দুনী আজাদী ছাড়া কোনো সাহিত্য-বাঁচাতো পরের কথা-জন্মাতেই পারে না। -পাকিস্তান (সাবেক) ও একটা বিপ্লব। এ বিপ্লব আনতে হলে সাহিত্যের ভেতর দিয়েই তা করতে হবে। কিন্তু কোথায় পাকিস্তানের সাহিত্য? (সাবেক) পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলা ও আসামের সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি, তা বিদ্যাসাগর- বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র যুগের সাহিত্যিকদের সাহিত্য। এটা খুবই উন্নত সাহিত্য। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ এ-সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে স্থান দিয়ে গিয়েছিলেন। তবুও এ-সাহিত্য পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য নয়। এ-সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোনো দান নেই। শুধু তা নয়, মুসলমানদের প্রতিও এ-সাহিত্যের কোনো দান নেই। অর্থাৎ এ সাহিত্য থেকে মুসলিম সমাজ-প্রাণ প্রেরণা পায়নি এবং পাচ্ছে না। এর কারণ

২ ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ও তৎকালীন 'পাকিস্তান পরিকল্পনা' অনুযায়ী 'পূর্ব পাকিস্তান' স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে, এটাই ছিল নিশ্চিত।

আছে। সে কারণ এই যে, এ-সাহিত্যের স্রষ্টাও মুসলমান নয়; এর স্পিরিটও মুসলমানী নয়; এর ভাষাও মুসলমানের ভাষা নয়। প্রথমঃ এ-সাহিত্যের স্পিরিটের কথাই ধরা যাক। এ-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ঠিকই তাঁরা করেছেন। নইলে ওটা জীবন্ত সাহিত্য হতো না- কিন্তু সত্যকথা এই যে, ঐ সাহিত্যকে মুসলমানেরা তাদের জাতীয় সাহিত্য মনে করে না। কারণ, ত্যাগ বৈরাগ্য ভক্তিপ্রেম যত উঁচুদরের আদর্শ হোক, মুসলমানের জীবনাদর্শ তা নয়। -সাহিত্যের স্পিরিট সম্বন্ধে যা' বলেছি, বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও তাই বলতে হয়। সাহিত্যের নায়ক-নায়িকা যদি আমরা না হলাম, সাহিত্যের পটভূমি যদি আমার কর্মভূমি না হলো, সাহিত্যের বাণী যদি আমার মর্মবাণী না হলো তবে সে সাহিত্য আমার সাহিত্য হয় কিরূপে? আমার ঐতিহ্য আমার ইতিহাস আমার ইতিকথা এবং আমার উপকথা যে সাহিত্যের উৎস নয়, সে-সাহিত্য আমার জীবন-উৎস হবে কেমন করে?... সব জাতীয় চেতনাই তার ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে। যতদিন সে ঐতিহ্যকে বুনিয়াদ করে সাহিত্য রচিত না হবে, ততদিন সে-সাহিত্য থেকে কোনো জাতি প্রেরণা পাবে না। একটা অতি আধুনিক নজীর দিচ্ছি। ইংরেজী সাহিত্য খুবই উন্নত ও সম্পদশালী সাহিত্য। ওটা মিলটন, শেক্সপিয়র, স্কট, শেলীর সাহিত্য। কিন্তু অত বড় সাহিত্যও আইরিশ জাতির প্রেরণা জাগাতে পারেনি। সুইফট, বার্কলে, গোল্ড স্মিথ ও বার্নার্ডশ'র মত অনেক প্রতিভাবান আইরিশ এই ইংরেজী সাহিত্যের সেবা করেছেন, বিশ্বজোড়া নামও করেছেন। কিন্তু তাদের সাহিত্যসেবা হয়েছে লন্ডনে বসে-আয়র্লন্ডের মাটিতে নয়। আয়র্লণ্ডবাসীর জাতীয় জীবনে সে সাহিত্য কোন স্পন্দন সৃষ্টিও করতে পারেনি। তাই পার্নলে, ড্যাভিট, রেড-মণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রনেতার বিপুল ত্যাগ, কঠোর সাধনা কিছুই আইরিশ জাতির মুক্তি আন্দোলন সফল করতে পারেনি। অথচ যেদিন আয়র্লন্ডের জাতীয় কবি ডব্লিউ বি, ইয়েটস ইংরেজী প্রভাবমুক্ত স্বাধীন আইরিশ সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, ইংরেজী কালচারের অনুকরণমুক্ত করে তিনি যেদিন আইরিশ সাহিত্যসাধনাকে কেলটিক সংস্কৃতির বুনিয়াদে নিজস্ব রূপদান করলেন, সেদিন আইরিশ গণ-মন নিজের হারানো ধন ফিরে পেল; নবজন্মের আনন্দে সে মেতে উঠলো; নিজের ভাগ্য-নির্মাণে সে কর্মোন্মত্ত হয়ে গেল, তার ফল হল এই যে, আইরিশ জাতির দু'শো বছরের ব্যর্থ স্বাধীনতা আন্দোলন ডিভেলেরার নেতৃত্বে কুড়ি বছরে জয়যুক্ত হলো।'

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুসলিম লীগ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের সভায় এক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব। প্রস্তাবকঃ শহীদ সোহরাওয়ার্দী	ইন রেট্রসপেকশান: আবুল হাসিম পৃষ্ঠা-১৭৯	৯ই এপ্রিল ১৯৪৬

The Delhi Resolution 1946*

(Text of the Resolution as adopted in the Legislators' Convention held at Anglo- Arabic College, Delhi, on April 9, 1946, popularly known as Delhi Resolution Mover: Mr. H. S. Suhrawardy of Bengal.)

"Whereas in this vast sub-continent of India 100 million Muslims are adherents of a Faith which regulates ever)' department of their life, educational, social, economic and political, which is not confined merely to spiritual doctrines and tenets or rituals and ceremonies, and which stands in sharp contrast to the exclusive nature of the Hindu Dharma and Philosophy which has fostered and maintained for thousands of years a rigid caste system resulting in the degradation of 60 million human beings to the position of untouchables, creation, if unnatural barriers between man and man and superimposition of social and economic inequalities on a large body of the people of the country, and which threatens to reduce Muslims, Christians and other minorities to the status of irredeemable Helots, socially and economically;

"Whereas the Hindu Caste System is a direct negation of nationalism, equality, democracy and all the noble ideals that Islam stands for:

"Whereas different historical backgrounds, traditions, cultures, social and economic orders of the Hindus and the Muslims made impossible the evolution of single Indian nation inspired by common aspirations and ideals and whereas after centuries they still remain two distinct major nations;

"Whereas soon after the introduction by the British of the policy of setting up political institutions in India on lines of Western Democracies based on a majority rule which means that the majority of the nation or society could impose its will on the majority of the other nation or society in spite of their opposition as amply demonstrated during the two and half years' regime of Congress Governments in the Hindu Majority provinces under the government of India Act 1935, when the Muslims were subjected to untold harassments and oppressions as a result of which they were convinced of the futility and ineffectiveness of the so called safeguards provided in the constitution and in the instrument of Instructions to the Governors and were driven to the irresistible conclusion that in a United India Federation, if established, the Muslims, even in Muslim majority provinces, could meet with no better fate and their rights and interests could never be adequately protected against the perpetual Hindu majority at the Centre;

* লাহোর প্রস্তাব 'States of Pakistan' বা একাধিক পাকিস্তানের কথা বলা হয়েছে। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে 'States' শব্দ পরিবর্তন করে 'State' বা একটি পাকিস্তান করা হয়।

"Whereas the Muslims are convinced that with a view to saving Muslim India from the domination of the Hindus and in order to afford them full scope to develop themselves according to their genius it is necessary to constitute a sovereign independent state comprising Bengal and Assam in the North Hast zone and the Punjab, North-West Frontier Provinces, Sind and Baluchistan in the North-West zone:

This convention of the Muslim League Legislators of India Central and Provincial, after careful consideration hereby declares that the Muslim nation will never submit to any constitution for a United India and will never participate in any single constitution- making machinery set up for the purpose and any formula devised by the British Government for transferring power from the British to the people of India, which does not conform to the following just and equitable principles calculated to maintain internal peace and tranquility in the country will not contribute to the solution of the Indian problem:

(1) That the Zones comprising Bengal and Assam in the North-East, and the Punjab, the NWFP, Sind and Baluchistan in the North-West of India, namely the Pakistan Zones, where the Muslims are a dominant majority, be constituted into one sovereign independent state and that an unequivocal undertaking be given to implement the establishment of Pakistan without delay.

(2) That two separate constitution-making bodies be set up by the people of Pakistan and Hindustan for the purpose of framing their respective Constitutions.

(3) That the minorities in Pakistan and Hindustan be provided with safeguards on the line of the All India Muslim League Resolution passed on the 23rd March, 1940 at Lahore.

(4) That the acceptance of the Muslim League demand for Pakistan and its implementation without delay are the ***sine-quanon*** for the Muslim League co-operation and participation in the formation of an interim Government at the Centre.

This convention further emphatically declares that any attempt to impose a constitution on a United India basis or to force any interim arrangement at the Centre, contrary to the Muslim demand will leave the Muslims no alternative but to resist such imposition by all possible means for their survival and national existence.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব	দি ইভল্যুশান অব ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান : সি, এইচ, ফিলিপস পৃষ্ঠা-৩৭৮	১৬ই মে ১৯৪৬

THE CABINET MISSION

16 May 1946

1. On the 15th March last, just before the dispatch of the Cabinet Mission to India, Mr. Attlee, the British Prime Minister, used these words:

> 'My colleagues are going to India with the intention of using their, utmost endeavors to help her to attain her freedom as speedily and fully as possible. What form of Government is to replace the present regime is for India to decide; but our desire is to help her to set up forthwith the machinery for making that decision……?
>
> I hope that the Indian people may elect to remain within the British Commonwealth. I am certain that she will find great advantages in doing so.......
>
> 'But if she does so elect, it must be by her own free will. The British Commonwealth and Empire is not bound together by chains of external compulsion. It is a free association of free peoples. If, on the other hand, she elects for independence, in our view she has a right to do so. It will be for us to help to make the transition as smooth and easy as possible.'

2. Charged in these historic words, we—the Cabinet Ministers and the Viceroy have done our utmost to assist the two main political parties, to reach agreement upon the fundamental issue of the unity or division of India After prolonged discussions in New Delhi we succeeded in bringing the Congress and the Muslim League together in conference at ***Simla***. There was a full exchange of views and both parties were prepared to make considerable concessions in order to try to reach a settlement, but it ultimately proved impossible to close the remainder of the gap between the parties and so no agreement could be concluded. Since no agreement has been reached, we feel that it is our duty to put forward what we consider are the best arrangements possible to ensure a speedy setting up of the new constitution. This statement is made with the full approval of His Majesty's Government in the United Kingdom.

3. We have accordingly decided that immediate arrangements should be made whereby Indians may decide the future constitution of India, and an interim Government may be set up at once to carry on the administration of British India until such time as a new constitution can be brought into being.

India, Statement by the Cabinet Mission and His Excellency, the Viceroy, Cmd-6821(1946)

We have endeavored to be just to the smaller as well as to the larger sections of the people and to recommend a solution which will lead to a practicable way of governing the India of the future, and will give a sound basis for defence and a good opportunity for progress in the Social, political and economic field.

4. It is not intended in this statement to review the voluminous evidence which has been submitted to the Mission; but it is right that we should state that it has shown an almost universal desire, outside the supporters of the Muslim League, for the unity of India.

5. This consideration did not, however, deter us from examining closely and impartially the possibility of a partition of India; since we were greatly impressed by the very genuine and acute anxiety of the Muslims lest they should find themselves subjected to a perpetual Hindu-majority rule. This feeling has become so strong and widespread amongst the Muslims that it cannot be allayed by mere paper safeguards. If there is to be internal peace in India it must be secured by measures which will assure to the Muslims a control in all matters vital to their culture, religion and economic or other interests.

6. We therefore examined in the first instance the question of a separate and fully independent sovereign state of Pakistan as claimed by the Muslim League. Such a Pakistan would comprise two areas: one in the North-West consisting of the provinces of the Punjab, Sind, North-West Frontier, and British Baluchistan; the other in the North-East consisting of the provinces of Bengal and Assam. The League were prepared to consider adjustment of boundaries at a later stage, but insisted that the principle of Pakistan should first be acknowledged. The argument for a separate state of Pakistan was based, first, upon the right of the Muslim majority to decide their method or government according to their wishes, and, secondly, upon the necessity to include substantial areas in which Muslims are in a minority, in order to make Pakistan administratively and economically workable.

The size of the non-Muslim minorities in a Pakistan comprising the whole of the six provinces enumerated above would be very considerable as the following figures show: North-Western Area:

North-Western Area:

Punjab ...	**Muslim**	**Non-Muslim**
North-West Frontier Province-	16,217,242	12,201,577
Sind-	2,788,797	249,270
British Baluchistan-	3,208,325	1,326,683
	438,930	62,701
	22,653,294	13,840,231
North-Eastern Area :		
Bengal	62.07 per cent	37.93 percent
Assam	33,005,434	27,301,091
	3,442,479	6,762,254
	36,447,913	34,063,345
	51.69 per cent	48.31 per cent

The Muslim minorities in the remainder of British India number some 20 million dispersed amongst a total population of 188 million.

These figures show that the setting up of a separate sovereign state of Pakistan on the lines claimed by the Muslim League would not solve the communal minority problem; nor can we see any justification for including within a sovereign Pakistan those districts of the Punjab and of Bengal and Assam in which the population is predominantly non- Muslim. Every argument that can be used in favor of Pakistan can equally, in our view, be used in favor of the exclusion of the non-Muslim areas from Pakistan. This point would particularly affect the position of the Sikhs.

7. We, therefore, considered whether a small sovereign Pakistan confined to the Muslim majority areas alone might be a possible basis of compromise. Such a Pakistan is regarded by the Muslim League as quite impracticable because it would entail the exclusion from Pakistan of (a) the whole of the Ambala and Jullundur divisions in the Punjab; (b) the whole of Assam except the district of Sylhet; and (c) a large part of Western Bengal, including Calcutta, in which city the percentage of the Muslim population is 23.6 per cent. We ourselves are also convinced that any solution which involves a radical partition of the Punjab and Bengal, as this would do, would be contrary to the wishes and interests of a very large proportion of the inhabitants of these provinces. Bengal and the Punjab each have its own common language and a long history and tradition. Moreover, any division of the Punjab would of necessity to divide the Sikhs, leaving substantial bodies of Sikhs on both sides of the boundary: We have therefore been forced to the conclusion that neither a larger nor a smaller sovereign state of Pakistan would provide an acceptable solution for the communal problem.

8. Apart from the great force of the foregoing arguments there are weighty administrative, economic and military considerations. The whole of the transportation and postal and telegraph systems of India have been established on the basis of a United India. To disintegrate them would gravely injure both parts of India. The case for a united defense is even stronger. The Indian Armed Forces have been built up as a whole for the defense of India as a whole, and to break them in two would inflict a deadly blow on the long traditions and high degree of efficiency of the Indian Army and would entail the gravest dangers. The Indian Navy and Indian Air Force would become much less effective. The two sections of the suggested Pakistan contain the two most vulnerable frontiers in India and for a successful defense in depth the area of Pakistan would be insufficient.

9. A further consideration of importance is the greater difficulty which the Indian States would find in associating themselves with a divided British India

10. Finally, there is the geographical fact that the two halves of the proposed Pakistan state are separated by some seven hundred miles and the communications between them both in war and peace would be dependent on the goodwill of Hindustan.

11. We are therefore unable to advise the British Government that the power which at present resides in British hands should be handed over to two entirely separate sovereign states.

12. This decision does not. However blind us to the very real Muslim apprehensions that their culture and political and social life might become submerged in a purely unitary India, in which the Hindus with their reality superior numbers must be a dominating element. To meet this the Congress have put forward a scheme under which provinces would have full autonomy subject only to a minimum of central subjects, such as foreign affairs, defense and communications.

Under this scheme provinces, if they wished to take part in economic and administrative planning on a large scale, could cede to the centre optional subjects in addition to the compulsory ones mentioned above.

13. Such a scheme would, in our view, present considerable constitutional disadvantages and anomalies. It would be very difficult to work a central executive and legislature in which some ministers, who dealt with compulsory subjects, were responsible to the whole of India while other ministers, who dealt with optional subjects, would be responsible only to those provinces who had elected to act together in respect of such subjects. This difficulty would be accentuated in the central legislature, where it would be necessary to exclude certain members from speaking and voting when subjects with whom their provinces were not concerned were under discussion. Apart from the difficulty of working such a scheme, we do not consider that it would be fair to deny to other provinces, which did not desire to take the optional subjects at the centre, the right to form themselves into a group for a similar purpose. This would indeed be no more than the exercise of their autonomous powers in a particular way.

14. Before putting forward our recommendations we turn to deal with the relationship of the India States to British India. It is quite clear that with the attainment of independence by British India, whether inside or outside the British Commonwealth, the relationship which has hitherto existed between the Rulers of the. States and the British Crown will no longer be possible. Paramountcy can neither be retained by the British Crown nor transferred to the new government. This fact has been fully recognized by those whom we interviewed from the states. They have at the same time assured us that the States are ready and willing to cooperate in the new development of India. The precise form which their co-operation will take must be a matter for negotiation during the building up of the new constitutional structure and it by no means follows that it will be identical for all the States. We have not therefore dealt with the States in the same detail as the provinces of British India in the paragraphs which follow.

15. We now indicate the nature of a solution which in our view would be just to the essential claims of all parties and would at the same time be most likely to bring about a stable and practicable form of constitution for All-India.

We recommend that the constitution should take the following basic form:

(1) There should be a Union of India, embracing both British India and the States, which should deal with the following subjects: foreign affairs, defense and communications: and should have the powers necessary to raise the finances required for the above subjects.

(2) The Union should have an executive and a legislature constituted from British Indian and States representatives. Any question raising a major communal issue in the legislature should require for its decision a majority of the representatives present and voting of each of the two major communities as well as a majority of all the members present and voting.

(3) All subjects other than the Union subjects and all residuary power should vest in the provinces.

(4) The States will retain all subjects and powers other than those ceded to the Union.

(5) Provinces should be free to form groups with executives and legislatures, and each group could determine the provincial subjects to be taken in common.

(6) The constitutions of the Union and of the groups should contain a provision whereby any province could by a majority vote of its legislative assembly call for a reconsideration of the terms of the constitution after an initial period of ten years and at ten-yearly intervals thereafter.

16. It is not our object to lay out the details of a constitution on the above programme but to set in motion machinery whereby a constitution can be settled by Indians for Indians.

It has been necessary, however for us to make this recommendation as to the broad basis of the future constitution because it became clear to us in the course of our negotiations that not until that had been done were there any hope of getting two major communities to join in the setting up of the constitution-making machinery....

We hope that the new independent India may choose to be a member of the British Commonwealth. We hope, in any event, that you will remain in close and friendly association with our people. But these are matters for your own free choice. Whatever that choice may be, we look forward with you to your ever increasing prosperity among the greatest nations of the world to a future even more glorious than your past.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার পক্ষে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রেস বিজ্ঞপ্তি	মর্নিং নিউজ, ২৮শে এপ্রিল ১৯৪৭। সূত্র: শীলা সেন, মুসলিম পলিটিক্স ইন বেংগল। পৃষ্ঠা-২৮১	২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৭

A. Extracts from the Press Statement of H. S. Suhrawardy, Chief Minister, in New Delhi, 27 April 1947

It must be a matter of greatest regret to all those who were eagerly looking forward to the welfare and prosperity of Bengal to find that an agitation for its partition is being vigorously pursued in some quarters. This cry would never have been raised had it not been due to a sense of frustration and impatience on the part of some Hindus inasmuch as the members of their community have not an adequate share in the Bengal Ministry in spite of their numbers in the province, their wealth, influence, education, participation in the administration of the province, their propaganda and their inherent strength.

This frustration is largely the result of a failure to realize that the present conditions in Bengal are not applicable to an independent sovereign state as I hope Bengal will be. Today we are in the midst of a struggle in India between contending factions of all-India importance each intent on enforcing its views on the other and neither willing to give way except at a price which the other is not prepared to pay.

Their disputes profoundly affect the politics of all the provinces and the problems are being treated as a whole. An entirely different state of circumstances will arise when each province will have to look after itself and when each province is sure to get practical, if not total, independence, and the people of Bengal will have to rely upon each other.

It is unbelievable that under such a set of circumstances there can exist a Ministry in Bengal which will not be composed of all the important elements of its society or which can be a communal party Ministry or where the various sections will not be better represented than they are now. I do not think that the fact that the Muslims will have a slight preponderance in the Ministry by virtue of their slender majority will be grudged by the Hindus as indeed this has hitherto been accepted by all as inherent in the nature of things in Bengal.

I have read the most fervid fulminations against the government of Bengal on its alleged treatment of the Hindu population. These denunciations have been built on the most slender and imaginary foundations. I by no means admit that the demand for the partition of Bengal is the demand of the majority of the Hindus even of West Bengal, let alone of the majority of the Hindus of Bengal.

The ties and culture of the Hindus of every part of Bengal are so much the same that it is not even to the advantage of the Hindus of one part of Bengal to sever those ties in the hope of grasping power.

Indeed by the same analogy the wishes of all the people of Bengal-Muslims, Hindus and Scheduled Castes and others ought to be ascertained on the question of partition of

Bengal which can only be undertaken if there is a substantial majority in its favour. It is these fundamental factors peculiar to Bengal which differentiate the question of partition of Bengal from the Muslim demand for the division of India, apart from such factors as economic integrity, mutual reliance and the necessity of creating a strong workable state.

The lead of partition has been taken by the Hindu Mahasabha which hopes that by whipping up agitation for the partition of Bengal, for the dismissal of the Bengal Ministry, imposition of Sec. 93, establishment regional ministries, by arousing fanaticism against the Muslims of Bengal, by creating disturbances through hartals and violence, they will be able to ingratiate themselves with the Hindu people and destroy the influence of the Congress. The Hindu Mahasabba wishes to stage a comeback, so do sundry politicians who have not been able to find an inch for themselves.

* * * *

But let us once more consider the validity of the demand itself. Why should the Bengalee Hindus demand a separate homeland?

Let me proceed on the assumption for the time being that the demand is not limited to a few but is put forward by all caste Hindus, Scheduled Caste and those who have not returned their castes. Nor has their culture, their religion, their language suffered under the present regime and how do they think that in a future set-up they will suffer so that they can only flourish and safeguard their culture and life if they have a small portion of Western Bengal. To my mind, I think, the demand is suicidal from the point of view of the Hindus. Even, if it did happen, an eventuality which I cannot conceive, that the rule passed solely into the hands of Muslims, and attitude which would combine the entire population of Hindus in opposition to Muslims, could such a policy possibly succeed or be put into effect, where any Government of Bengal would have to carry its own servants along with it and most of them belong to the Hindu community? Then again, the industry, business, the professions are in their hands. Their youths are well-advanced and know their rights and know how to achieve their claims. Not only is the present attitude due to sense of impatience, frustration, not only is it short-sighted but is a confession of a defeatism which one hardly expected from the great Hindu Community of Bengal.

Noakhali is constantly cited as an indication of what might happen in the future set-up of an independent state. I have already said that it would be ridiculous to draw conclusions for the future from the present set-up but let us pause here for a moment. Can Noakhali and the incident of that area be considered typical and an augury for the future, and are there not many other districts where the Muslims are in a convincing and overwhelming majority and yet has not peace been preserved in those districts and has not the Hindus carried on exactly as before with all their powers and privileges?

And let us pause for a moment to consider what Bengal can be if it remains united. It will be a great country, indeed the richest and the most prosperous in India capable of giving to its people a high standard of living, where a great people will be able to rise to the fullest height of their stature, a land that will truly be plentiful. It will be rich in agriculture, rich in industry and commerce and in course of time it will be one of the most

powerful and progressive states of the world. If Bengal remains united this will be no dream, no fantasy.

Anyone who can see what her resources are and the present state of its development will agree that this must come to pass if we ourselves do not commit suicide. I have visualized all along, therefore, Bengal as an independent state and not part of any union of India. Once such states are formed, their future rests with them. I shall never forget how long it took for the Government of India to realize the famine conditions in Bengal in the year 1943, how in Bengal's dire need it was denied food grains by the neighboring province of Bihar, how since then every single province of India has closed its doors, and deprived Bengal of its normal necessities, how in the councils of India Bengal is relegated to an undignified corner while other provinces wield undue influence.

No, if Bengal is to be great, it can only be so if it stands on its own legs and all combine to make it great. It must be master of its own resources and riches and its own destiny. It must cease to be exploited by others and shall Dot continue to suffer any longer for the benefit of the rest of India. ... To those, therefore, of the Hindus who talk so lightly of the partition of Bengal, I make an appeal to drop this movement so fraught with unending mischief. Surely, some method of government can be evolved by all of us sitting together which will satisfy all sections of the people and revivify the splendor and glory that was Bengal's.

---

*(SOURCE: Morning News, 28 April 1947. The Hindu, 29 April 1947).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পক্ষে বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক জনাব আবুল হাশিমের প্রেস বিজ্ঞপ্তি	মর্নিং নিউজ, ২৯শে এপ্রিল ১৯৪৭। সূত্র: শীলা সেন, মুসলিম পলিটিক্স ইন বেংগল। পৃষ্ঠা-২৮১	২৯ শে এপ্রিল, ১৯৪৭

B. The Press Statement of Abu! Hashim, Secretary, Bengal Provincial Muslim League, Calcutta, 29 April 1947.

Time has come when truth must be told. Surrendering to vulgar thinking for cheap popularity and opportunist leadership is intellectual prostitution. Only around 1905 Bengal was the thought-leader of India and successfully challenges the might of the then British Government. It is a pity that Bengal today is intellectually bankrupt and is begging and borrowing thought and guidance from alien heroes. I wonder what has happened to the Hindus of Bengal who produced men like Surendranath Banerjee, Rabindranath Tagore, Ashutosh Mukherjee, Chittaranjan Das and Subhash Chandra Bose.

The present revolutionary thinking of India owes its birth to Bengal. True revolution does not lie in internecine killing but in creating revolution in thinking and feeling Bengal must shake off her inferiority complex and defeatist mentality, revert to her past traditions, rise again to the heights of her genuine and mould her destiny. Sentiments and emotions have no place in serious thinking. Temporary insanity should not be allowed to influence our future decisions.

Bengal today is standing at the cross roads-one leading to freedom and glory and the other to eternal bondage and abounding disgrace. Bengal must make a decision here and now. There is a tide in the affairs of men which taken at the floods leads on to fortune. Opportunity once lost may come no more.

Cent per cent alien capital, both Indian and Anglo-American, exploiting Bengal is invested in West Bengal. The growing socialist tendencies amongst us have created fears of expropriation in the minds of our alien exploiters. They have the prudence to visualize difficulties in a free and united Bengal. It is in the interest of the alien capital that Bengal should be divided, crippled and incapacitated so that neither part thereof may have strength enough to resist it in future.

From the nature of the communal disturbances in Bengal I am of the opinion that these are being engineered and encouraged by Anglo-Indian vested interests and their Indian allies. In the ordinary course of business, respectable and reliable parties find it difficult to secure license for fire arms. But immense quantities of dangerous weapons of British and American origin, left over in India, are being lavishly distributed among the Hindu and Muslim hooligans, conscious and unconscious agents of the partition of Bengal. A big gun of Bengal, who has developed an obnoxious craze for the Premiership of Bengal, once remarked to me that since he has no future and his everything was past, he has thus justified his opportunism. Fossils of Bengal may find immediate gain in her partition but what has happened to her youth, whose entire destiny lies in the future? Are

the going to barter away their future for the benefit of handful of careerists placed at a position of vantage by circumstances?

Partition of Bengal bears no analogy to the partition of India. The lamentable perversion in thinking which suggests that the movement for the partition of Bengal is convenient counterblast to Pakistan arises out of a colossal ignorance of the contents and implications of the Lahore Resolution to which and which alone and not this or that interpretation thereof, Muslims of India owe allegiance. That resolution never contemplated the creation of any 'Akhand' Muslim State or any artificial Muslim majority either by forcible importation of alien elements as is being done in Palestine or by any mass transference of population as was done between Turkey and Greece.

It rarely demanded complete sovereignty for those countries which are known to the world as Muslim majority countries and by implication demands complete sovereignty and self determination of all the nations and countries of India. It gives Bengal and other cultural units of India complete sovereignty while keeping open the possibility of creating an international (sic) purely on a voluntary basis for the benefit of all.

Pakistan never postulates that in Bengal or the Punjab Muslims shall be the ruling race and others reduced to the status of a subject nation. Quaid-e-Azam after the failure of Jinnah Gandhi talks at Bombay had declared in clear and unequivocal terms that free Pakistan states shall be governed and administered by the will and consent of the entire people on the basis of universal adult suffrage. I will like to add by system of joint electorate if the minorities do not demand separate electorate for their own protection.

In the absence of outstanding leadership the country is being rack rented by vulgar fortune hunters. Youths of Bengal, both Hindu and Muslim, must unite, liberate their country from the shackles of extraneous influence and make a bid for regaining Bengal's lost prestige and an honourable place in the future comity of nations, both of India and the world. Let the youths of Bengal build their character from their past traditions and derive inspirations for their present struggle from the glories of the future.

Hindus and Muslims of Bengal, preserving their respective entities, had by their joint efforts, in perfect harmony with the nature and climatic influence of their soil, developed a wonderful common culture and tradition which compare favorably with the contribution of any nation of the world in the evolution of man.

In the free state of Bengal, Hindus and Muslims as such shall have no right exclusively reserved for them except the right of Muslims to govern their society according to their own "shariat" and the right of the Hindus to govern their own society according to their "Sastras". These rights give the Muslims their spiritual need for Pakistan and the Hindus a real homeland for the free development of their own ideology and material realization of their particular outlook on life. It is unthinkable that in free Bengal, the Hindus of Bengal who constitute nearly half of its population will be denied their legitimate share in administration and in the enjoyment of her material resources. Hindu-Muslim population of Bengal is almost balanced. Neither community is in a position to dominate the other. If Bengal is permitted to harness all her resources for the

exclusive service of the children of her soil, both Hindus and Muslims shall be happy and prosperous for many a century to come.

But in a divided Bengal, West Bengal is bound to be treated as far-flung province, possibly colony, of alien Indian imperialism. However high they may pitch their expectation on partition, it is crystal clear to me that the Hindus of Bengal shall be reduced to the status of daily wage-earner of an alien capitalism.

It will be a tragic mistake to visualize the future in the context of the vicious present bondage and slavery. Hindus of Bengal have developed a suspicious complex from 10 years of one party Muslim Ministry in Bengal. But it must be told to all fairness that neither the Bengal nor the All India Muslim League ever stood in the-pray of coalition with the real representatives of the Hindus of Bengal. The Muslim League party in the Legislature made persistent efforts to affect such a coalition but failed in the attempt due to the interference of the Congress High Command. Mr. Suhrawardy before the formation of his ministry made honest efforts to secure the co-operation of the Congress.

I distinctly remember that Mr. Gandhi in course of his talks with us at 40, Theater Road, on the eve of his departure for Noakhali, had said "I am not enamored of coalition. I believe in one party government. Therefore, I do not insist on coalition in Bengal." I might mention here that Bengal was then the only place which had a Muslim ministry. Any coalition here would have envisaged coalition ministries in the rest of India. Thus Hindu-Bengal was left in the lurch as were Muslim League elsewhere.

Hindus and Muslims of Bengal left to themselves and freed from the menace of Indianism can settle their affairs peacefully and happily. Unfortunately, the paramount interests of Muslim parliamentarians have always been in shuffling the ministry like a pack of cards. They could hardly concentrate on any policy and programme good, bad or indifferent.

I am unfortunate inasmuch as I fail to appreciate what is there in the wretched ministry under the Act of 1935. Since, reasonably or otherwise there is a suspicion on the part of the Hindus against them, it is now up to Muslims to clear the deck and convince them, not merely by sermons and press statements but by action that they do not mean to be unfair to them. The present unrest perverse thinking and suicidal moves constitute a disease of the social organism. Intense patriotism for the creation of a united and sovereign Bengal having all the attributes of an independent country is the remedy and not partition.

Mr. C. R. Das is dead. Let his spirit help us in moulding our glorious future. Let the Hindus and Muslims of Bengal agree to his formula of 50:50 enjoyments of political power and economic privileges. I again appeal to the youths of Bengal in the name of her past traditions and glorious future to unite, make a determined effort to dismiss all reactionary thinking and save Bengal from the impending calamity.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
হিন্দু মহাসভা কর্তৃক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার বিরুদ্ধাচরণের জবাবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী	লুক ইন্টু দি মিরর: সিরাজুদ্দিন হোসেন পৃষ্ঠা-৯৫	৮ মে, ১৯৪৭

[Text of H.S. Shurawardy's rejoinder to criticism of his move for United Independent Bengal by Hindu Mahasabhites and others. Published in the press 011 May 8,1947]

Mr. Shyama Prasad Mukherjee and various other leaders have come out with rejoinders to my plea for a united sovereign Bengal. In the rejoinders one senses a great deal of suspicion and distrust of Muslims and a great deal of hope that in. one portion at least of Bengal the Hindus will be 50 overwhelmingly large in number that they will be able to dominate over Muslim minority.

Petty Show

This dream appears to have dazzled them into driving away all sane logic, all desire for compromise and co-operation with Muslims. They seem unable to realise how their Bengal will be a petty little show that will be accorded a backseat in the councils of their divided India.

Mr. Shyama Prasad Mukherjee has in particular unburdened himself in violent language and hyperbolic abuses. By constant reiteration of what he designates as to helpless position of the Hindus in Bengal, Mr. Mukherjee will like to convince the world at large and not the least himself that the Hindus in Bengal are really unfortunates if Bengal remains united.

He even likens the position of the Hindus in Bengal to a hell, a hell, however, so privileged, so replete with wealth, power and influence, that the Muslims consider it their aims and ambition and would deem themselves unfortunate if they could but dwell in a semblance of it.

Hard words

What is the use of hard words and vituperations? What is the use of vilifying me, attacking my bonafides, expatiating on my sins of omission and commission and holding me responsible for all the ills in Bengal? They cannot after the nature of things, but merely excite the passions of persons who have been taught to imbibe readily abuse and hatred of the Muslims and to believe the worst of every Muslim.

He and those who think like him have absolutely overlooked the irrefutable fact that the future independent Bengal which will not rely either on the 1935 Act or on any extraneous power but will have to rely on the willing co-operation of the people, particularly of a people so dominantly situated as the Hindus are the province cannot but have different politics. What have the alleged shortcomings of the present government or ministry, what have even my own position and individuality to do with what the people of Bengal can achieve if they remain united and co-operate with each other?

Short-sighted View

It is not I who am offering them anything; it is for the people of Bengal to make and transmute their destiny by remaining together. It is a very short sighted view to adopt the present, with its tremendous limitations, as a guide to the shape of things to come in Independent Bengal.

Further, cannot Mr. Mukherjee visualize that there is a vast difference between the problem of Bengal and of India; that because Bengalees are one race and have one language and have many points in common and are capable of understanding each other, and working for the common good, it does not follow that persons living within the sub-continent of India also belong to one race, speak the same language, have the same interests or even have the same history? In India, as well as in most of the provinces the Hindus are in a considerable majority, whereas in Bengal the majority margin of the Muslims is narrow and will be narrower still in greater Bengal.

The Hindus of Bengal by virtue of their position and their status and their numbers hardly stand in need of any protection or safeguards, whereas in India the Muslims with their inferiority in numbers and resources do stand in need of such protection as is given by a partition. In Bengal the Hindus have their own language, their culture, their system of education and a free exercise of their religion. In India the language of the Muslims it being tampered with, their literature is being distorted, their education is being affected and in place after place laws have been framed which prohibit the full and free exercise of their religion.

Big Share For Hindus

In India and in most of the provinces the Muslims will have a negligible share if any at all, in the administration but in Bengal the share of the Hindus is bound to be considerable and about equal to the share of the Muslims. Hence if there is a partition of India for the purpose of giving protection to the Muslims of India, it does not follow that there should be a partition of Bengal for the purpose of giving protection to the Hindus of Bengal.

I need not stress these obvious differences any further. Mr. Mukherjee is of opinion that two areas predominantly Hindu on the one hand and predominantly Muslim on the other are a solution. Far from being a solution this overwhelming predominance will give rise to a sense of submission, which will retard the growth of the moral stature of the minority and affect their very culture and mode of life.

Is not the alternative which I propose, namely, complete co-operation which is bound to exist where the majority and minority communities are almost equal in number and where the influence of the minority community balances its minority status, as in an undivided Bengal, is not this far better than a sense of repression brought about in the minorities of the two sections? There can be no one party rule under the scheme which I propose. The desire that the Bengal state should be linked to the centre seems to have been prompted by the belief that if it is linked to the centre, which will be predominantly Hindu, the life and liberty and culture of the Hindus of Bengal will be saved, otherwise they will perish in a united Bengal.

Moral Weakness

Is this not a doctrine of defeatism and a confession of a terrible moral weakness that the Hindus of Bengal should stand in need of protection from a loose centre?

I ask them, is domination possible any more anywhere, and what have the Hindus to fear in Bengal of all places on earth? The idea of domination has to disappear and is disappearing. The British that have dominated India so long have had to confess that domination is outmoded and no one race or party can dominate over the other in the face of determination and a will to assert. Where the British have failed, is it possible that any other people in India can succeed?

Once more I find that some Hindu leaders of Bengal are succumbing lo the pressure of the Hindus of India and are playing their game that the Hindu leaders, although they know fully well that a partition of Bengal means the doom of Hindus and Muslims alike, have subscribed to this partition under pressure from Hindu leaders of other parts of India who want to utilise Bengal as a pawn in their game and who do not care what happens to the people of Bengal.

Indeed they know fully well that Bengal divided will mean Bengal a prey to the people of other parts of India, a Bengal waiting to be exploited for their benefit.

After everything is said and done I am charged with having issued threats in the concluding paragraph of my statement where I have referred to Calcutta merely because I have pointed out the dangers. I have only been realistic. I have merely stressed what is well recognised that the cry for partition of Bengal was nothing but an attempt to get the rich prize of Calcutta and they deprive the Muslims of trade and commerce.

But I have equally attempted to point out that a rich prize like this is not easily attained merely by brow-beating statements and if Calcutta becomes a bone of contention what will remain of it? In order that it should be the hub of the economic life of Bengal, it is necessary to have peace and security.

Somewhere I have read it remarked that I have parried questions regarding adult franchise and joint electorate. I have never assumed the role of an' autocrat with power enough to bind the people of Bengal. I have suggested that the future shape of Bengal will be a matter for negotiation between the Hindu and Muslim leaders to sit down together at a conference to give concrete form to their hopes and aims.

I still extend that invitation to all. I beg of them not to destroy Bengal, not to be blinded by wrath and prejudice, or consumed by their hatred for their fellow Bengalees but to look ahead and grasp this wonderful opportunity to make Bengal free and independent, master of its own destiny and its own wealth, capable of a free will to form unions and treaties and alliances with whomsoever it will, respected amongst the nations of the world, rich, powerful and a heaven for the common man.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
''স্বাধীন বাংলা'' অবাঙালী ও বৃটিশ কর্তৃক বংগভংগের উদ্যোগের বিরুদ্ধে লেখা সম্পাদকীয়	সাপ্তাহিক 'মিল্লাত'	৯ই মে ১৯৪৭

<u>সম্পাদকীয়</u>

স্বাধীন বাংলা

দুইশত বৎসর পরাধীনতার পর বাঙালী জাতি আজ স্বাধীন হইতে চলিয়াছে। আর তের মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ স্বাধীন হইবে। বহু ত্যাগ ও সাধনার পর বাঙালীর জীবনে আসিয়াছে এই পরম বাঞ্ছিত শুভক্ষণ।

কিন্তু কি হতভাগ্য এই বাংলাদেশ-বহু প্রতীক্ষিত এবং দীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ এমন একটি শুভক্ষণকে ব্যর্থ করিতে অবাঙালী কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্ররোচনায় এই বাংলাদেশেরই একদল স্বার্থান্ধ লোক অতি জঘন্য ষড়যন্ত্রে মাতিয়াছে। বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ইহার একটি খণ্ডিত অংশকে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের তাঁবেদারূপে বাঁধিয়া রাখিতে এই ষড়যন্ত্রকারীর দল তাহাদের সকল শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োজিত করিয়াছে।

সমগ্র ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে মজবুত করিয়া বাঁধিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট সৃষ্টি করিয়াছিল। আর, শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীই বা বলি কেন? বৃটিশের এদেশে আগমনের পূর্ব ভারতবর্ষ যখনই কোন সাম্রাজ্যবাদীর শাসনাধীনে আসিয়াছে তখনই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের লৌহ নিগড় ভারতের সকল দেশকে শৃংখলাবদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু ভারতের অন্যান্য সকল দেশকে শৃংখলাবদ্ধ করিলেও অতীতে একাধিক সাম্রাজ্যবাদী শত চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে নাই। আর্য্যদের সাম্রাজ্য মিথিলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বাংলাদেশ কখনও আর্য্যদের পদানত হয় নাই। এমন কি অত বড় বড় সব নামকরা সম্রাট মহারাজা অশোক, কনিষ্ক, সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য তাহারাও কেহ বাংলাদেশকে তাহাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন নাই। গুপ্ত আমল পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা কোন বিদেশীর স্পর্শে কলুষিত হয় নই।

পালবংশ ও সেনবংশের স্বাধীন রাজাদের শাসনাধীন স্বাধীন বাংলা সমগ্র ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া তাহার স্বীয় বৈশিষ্ট্যে রূপায়িত হইয়াছিল। মোহম্মদ বখতিয়ারের বংগ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাঙলার ইতিহাস বলিতে স্বাধীন বাঙলার ইতিহাসই বুঝায়।

তারপর বিদেশী মুসলমান বাংলাদেশ দখল করিয়া কালক্রমে ইহাকে যখন নিজের দেশ বলিয়া মানিয়া লইল তখন আবার শুরু হইল দিল্লীর কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের বন্ধন হইতে মুক্তির সংগ্রাম। দিল্লীর সুলতান কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পরই গোড়েশ্বররা দিল্লীর সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ শাসন করিতে শুরু করেন। সুলতান আলতামস দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করার পর 'বিদ্রোহী' বাংলাকে পুনরায় শৃংখলিত করিলেন বটে কিন্তু গিয়াসউদ্দীন বলবনের আমলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের নিগড় ভাংগিয়া তুগরল খাঁ আবার বাংলার স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া দিলেন। এই যে শুরু হইল দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত বাংলাদেশের সংগ্রাম, গোটা পাঠান আমল ও মোগল আমলের শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রাম নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলিল। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারানী বলিয়াছেন, ''বাঙলার অধিবাসীদের বিদ্রোহী হওয়ার একটা মজ্জাগত স্পৃহা আছে।'' কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়ার এই স্পৃহা বাস্তবিকই বাঙালী চরিত্রের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বাংলার স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিতে বাংলাদেশ বরাবর যে লড়াই করিয়াছে সেই লড়াইয়ের ইতিহাসই বাংলার ইতিহাস। দিল্লীর সাম্রাজ্যকে বাংলাদেশ কোনদিনই বরদাস্ত করিতে পারে নাই, আর দিল্লীর

সম্রাটরাও বাংলার স্বাধীনতাকে কোনদিই সহজ চিত্তে মানিয়া লইতে পারে নাই। তাই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট ও বাংলার মধ্যে চিরদিন বিরামহীন ও আপোষহীন লড়াই চলিয়াছে। এই লড়াইয়ে কখনও বা পরাজিত হইয়া কেন্দ্রের রাষ্টীয় বন্ধনে বাংলাদেশ বাঁধা পড়িয়াছে আর কখনও বা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টকে পরাজিত করিয়া বাঙলাদেশের স্বাধীন সত্তাকে সমগ্র দুনিয়ার সম্মুখে সে উঁচু করিয়া ধরিয়াছে। দিল্লীশ্বর বারবার পাশবিক শক্তিবলে বাংলার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু বাংলাদেশ যখনই সময় ও সুযোগ পাইয়াছে তখনই মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া দিল্লীর রাষ্ট্রীয় বন্ধন ছিঁড়িয়া বাঙলার আজাদীর পতাকা উড়াইয়াছে।

সমগ্র ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন তাহার একক স্বতন্ত্র একটি সত্তা আছে এই অনুভূতি বাংলার সহজাত অনুভূতি। এই অনুভূতির প্রেরণাতেই বাংলাদেশ দুনিয়ার ইতিহাসে এক গৌরবময় ট্র্যাডিশন সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লোভ তাহার মনে কখনও স্থান পায় নাই। অপরপক্ষে, লড়াইয়ে পরাজিত না করা পর্যন্ত ভারত সাম্রাজ্য পরাধীনতার শৃংখলে তাহাকে কখনও বাঁধিতেও পারে নাই।

বাঙালী যে সুমহান ট্র্যাডিশনের ধারক ও বাহক সেই ট্র্যাডিশনের প্রেরণাতেই বাংলার স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের বাসনা আজ তাহার মনে জাগিয়াছে। অতীতে পরাধীন বাংলা যখনই লক্ষ্য করিয়াছে, ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট দুর্বল হইয়া পড়িতেছে তখনই সে কেন্দ্রের তাঁবেদারী অস্বীকার করিয়া বাংলার সার্বভৌম স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। আজ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইতে চলিয়াছে। তাই ভারত হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির সংগে সংগে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া বাংলাদেশ তাহার ট্র্যাডিশনকে সমগ্র জগতের সম্মুখে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিতে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু অত্যন্ত লজ্জার কথা, এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী দেশদ্রোহীর ভুমিকায় অবর্তীর্ণ হইয়া বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ইহার একটি অংশকে বিদেশীর হাতে তুলিয়া দিতে গভীর ষড়যন্ত্র করিতেছে। অবাঙালীদের প্রতি বিদ্বেষের কথা বাড়ীর পাশে বিহার ও আসামে কংগ্রেস ওজারতীর আমলে প্রবাসী বাঙালীর উপর অত্যাচার ও অবিচারের কথা, অবাঙালী কর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে বাংলার ধন-দৌলত শোষণের কথা, নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস রাজনীতিতে উপেক্ষিত ও অবহেলিত বাঙালী হিন্দু নেতাদের অপমানের কথা-সব কথাই ষড়যন্ত্রকারীদের জানা আছে; তবু তাহারা বিদেশী ধনিক-বণিকদের প্রেরণায় বাংলাদেশের একটি অংশকে বিদেশীর উপনিবেশে রূপান্তরিত করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙালী হইয়াও যাহারা বাংলা দ্বিখণ্ডিত করার পক্ষে ও বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলিয়াছে তাহাদিগকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই। বাঙালীর রক্ত শোষণ করিয়া যাহারা বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছে তাহারা আজ অকস্মাৎ এমন পরোপকারী হইয়া উঠিল কেন? বংগভংগ আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে তাহারা দুই হাতে পানির মত অর্থ ব্যয় করিতেছে কেন? এই কেন'র কি কোন জওয়াব নাই ? জওয়াব আছে। আর সেই জওয়াবের ভিতরেই বংগভংগ আন্দোলনের সকল গূঢ় রহস্য নিহিত।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রবাসী বাঙালীদের উপর যে নির্যাতন চলিতেছে সেই নির্যাতনের বিরুদ্ধে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রবাসী বংগীয় সাহিত্য সম্মেলনে যে সব তীব্র মন্তব্য ও প্রস্তাবাদি পাশ করা হইয়াছে তাহা সবারই জানা আছে। কিন্তু সবকিছু জানিয়া-শুনিয়াও বাংলার ট্র্যাডিশনকে পদদলিত করিয়া অখণ্ড ভারতের তাঁবেদারূপে বাংলার একটি অংশকে বাঁধিয়া রাখার জন্য গুটিকয়েক কায়েমী স্বার্থবাদী বাঙালী আজ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের এই ক্ষেপামীর ফলে বাঙালীর জীবনে যে কি ভয়াবহ অভিশাপ দেখা দিতে পারে, সে সম্পর্কে আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাবিত কাঠামো	ইন রেট্রসপেকশন : আবুল হাশিম পৃষ্ঠা-১৫৮	২৩শে মে, ১৯৪৭

The following is the text of the tentative agreement signed by Sarat Chandra Bose and myself:

1. Bengal will be a free State. The free State of Bengal will decide its relations with the rest of India.

2. The Constitution of the free Bengal will provide for election to the Bengal Legislature on the basis of joint electorate and adult franchise, with reservation of seats proportionate to the population amongst Hindus and Muslims. The seats as between Hindus and scheduled caste Hindus will be distributed amongst them in proportion to their respective population or in such manner as may be agreed among them. The Constituencies will he multiple Constituencies and votes will be distributed and not cumulative. A candidate who gets majority of the votes of his own community cast during election and 25% of the votes of the other communities so caste will be declared elected. If no candidate satisfies these conditions, that candidate who gets the largest number of votes of his own community will be elected.

3. On the announcement by His Majesty's Government that the proposal of the free State of Bengal has been accepted and that Bengal will not be partitioned, the present Bengal Ministry will be dissolved and a new Interim Ministry brought into being consisting of an equal members of Muslims and Hindus (including scheduled castes Hindus) but excluding the Chief Minister. In this Ministry the Chief Minister will be a Muslim and the Home Minister a Hindu.

4. Pending the final emergence of a Legislature and a Ministry under the new Constitution, the Hindus (including scheduled castes Hindus) and the Muslims will have an equal share in the services including Military and Police. The services will be manned by Bengalees.

5. A Constituent Assembly composed of 30 persons, 16 Muslims and 14 Hindus, will be elected by Muslims and non-Muslim members of the Legislature respectively, excluding the Europeans.

I, Woodburn Park,
Calcutta,.
20th May, 1947

Sd. Sarat Chandra Bose
Sd. Abul Hashim.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মিঃ গান্ধী কর্তৃক শরৎ বোসকে লিখিত চিঠিতে প্রকাশিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার প্রতি কংগ্রেস নেতৃত্বের মনোভাব	ইন রেট্রসপেকশন : আবুল হাশিম পৃষ্ঠা-১৫৮	৮ই জুন, ১৯৪৭

Mr. Gandhi wrote to Mr. Sarat Chandra Bose on the 8th of June, 1947:

My dear Sarat,

I have gone through your draft. I have now discussed the scheme roughly with Pundit Nehru and Sardar. Both of them are dead against the proposal and they are of opinion that - it is merely a trick for dividing Hindus and Scheduled Caste leaders. With them it is not a suspicion but almost a conviction. They feel also that money is being lavishly expended in order to secure Schedule Caste votes. If such is the case you should give up the struggle at least at present. For the unity purchased by corrupt practices, would be worse than a frank partition, it being recognition of the established division of hearts and the unfortunate experiences of Hindus. I see also that there is no prospect of a transfer of power outside the two parts of India. Therefore, whatever arrangement is come to, has to be arrived at by a previous agreement between the Congress and the League. This as far as I can see, you cannot obtain. Nevertheless, I would not shake your faith unless it is founded on shifting sand consisting of corrupt practices and trickery alluded to above. If you are absolutely sure that there is no warrant whatsoever for the suspicion and unless you get the written assurance of the local Muslim League supported by the Centre, you should give up the struggle for unity of Bengal and cease to disturb the atmosphere that has been created for partition of Bengal.

Lovingly,
Bapu

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেণ্ডেন্স এ্যাক্ট	‘দি ইভাল্যুশন অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট পাকিস্তানঃ সি, এইচ, ফিলিপ্স পৃষ্ঠা-৪০৭	১৮ই জুলাই, ১৯৪৭

THE INDIAN INDEPENDENCE ACT [1]

18 My, 1947.

Be it enacted....as follows;-

I. (1) As from the fifteenth day of August, nineteen hundred and forty-seven, two independent Dominions shall be set up in India, to be known respectively, as India and Pakistan.

(2) The said Dominions are hereafter in this Act referred to as 'the new Dominions', and the said fifteen day of August is hereafter in this Act referred to as 'the appointed day*.

II. (1) Subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of this section, the territories of India shall be the territories under the sovereignty of His Majesty which, immediately before the appointed day, were included in British-India except the territories which, under sub-section (2) of this section, are to be the territories of Pakistan.

(2) Subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of this section, the territories of Pakistan shall be-

(a) the territories which, on the appointed day, are included in the Provinces of East Bengal and West Punjab, as constituted under the two following sections;

(b) the territories which, at the date of passing of this Act, are included in the Province of Sind and the Chief Commissioner's Province of British Baluchistan; and

(c) if, whether before or after the passing of this Act but before the appointed day, the Governor General declares that the majority of the valid .votes cast in the referendum which, at the date of the passing of this Act, is being or has recently been held in that behalf under his authority in the North West Frontier Province are in favor of representatives of that Province taking part in the Constituent Assembly of Pakistan, the territories which, at the date of the passing of this Act, are included in that Province.

(3) Nothing in this section shall prevent any area being at any time included in or excluded from either of the new Dominions, so, however, that-

(a) no area not forming part of the territories specified in sub-section (1) or, as the case may be, sub section (2), of this section shall be included in either Dominion without the consent of that Dominion; and

(b) no area which forms part of the territories specified in the said sub-section (1) or, as the case may be, the said sub-section (2), or which has after the appointed day been included in either Dominion, shall be excluded from that Dominion without the consent of that Dominion.

---

[1] 10 & 11 Geo. VI, ch. 30

(4) Without prejudice to the generosity of the provisions of sub-section (3) of this section, nothing in this section shall be construed as preventing the accession of Indian States to either of the new Dominions.

III. (1) As from the appointed day-

(a) the Province of Bengal, as constituted under the Government of India Act, 1935, shall cease to exist; and

(b) there shall be constituted in lieu thereof two new Provinces, to be known respectively as East Bengal and West Bangal.

(2) If, whether before or after the passing of this Act, but before the appointed day, the Governor-General declares that the majority of the valid votes cast in the referendum which, at the date of passing of this Act, is being or has recently been held in that behalf under his authority in the district of Sylhet are in favor of that District forming part of the new Province of East Bengal, then, as from that day, a part of the Province of Assam shall, in accordance with the provisions of sub-section (3) of this section, form part of the new Province of East Bengal.

(3) The boundaries of the new Provinces aforesaid and, in the event mentioned in sub- section (2) of this section, the boundaries after the appointed day of the Province of Assam, shall be such as may be determined, whether before or after the appointed day, by the award of a boundary commission appointed or to be appointed by the Governor-General in that behalf, but until the boundaries are so determined-

(a) the Bengal Districts specified in the First Schedule to this Act, together with, in the event mentioned in subsection (2) of this section, the Assam District of Sylhet, shall be treated as the territories which are to be comprised in the new Province of East Bengal;

(b) the remainder of the territories comprised at the date of the passing of this Act in the Province of Bengal shall be treated as the territories which are to be comprised in the new Province of West Bengal; and

(c) in the event mentioned in sub-section (2) of this section, the district of Sylhet shall be excluded from the Province of Assam.

(4) In this section, the expression 'award' means, in relation to a boundary commission, the decision of the chairman of that commission contained in his report to the Governor-General at the conclusion of the commission's proceedings.

IV. (1) As from the appointed day-

(a) The Province of the Punjab, as constituted under the Government of India Act, 1935, shall cease to exist; and

(b) there shall be constituted two new Provinces, to be known respectively as West Punjab and East Punjab.

(2) The boundaries of the said new Provinces shall be such as may be determined, whether before or after the appointed day, by the award of a boundary commission

appointed or to be appointed by the Governor-General in that behalf, but until the boundaries are so determined-

(a) the Districts specified in the Second Schedule to this Act shall be treated as the territories to be comprised in the new Province of West Punjab; and

(b) the remainder of the territories comprised at the date of the passing of this Act in the Province of the Punjab shall be treated as the territories which are to be comprised in the new Province of East Punjab.

(3) In this section, the expression 'award', means, in relation to a boundary commission the decisions of the chairman of that commission contained in his report to the Governor General at the conclusion of the commission's proceedings.

(4) For each of the new Dominions, there shall be a Governor-General who shall be appointed by His Majesty and shall represent His Majesty for the purpose of the government of the Dominions:

Provided that, unless and until provision to the contrary is made by a law of the Legislature of either of the new Dominions, the same person may be Governor-General of both new Dominions.

VI. (1) The Legislature of each of the Dominions shall have full power to make laws for that Dominion, including laws having extra-territorial operation.

(2) No law and no provision of any law made by the Legislature of either of the new Dominions shall be void or inoperative on the ground that it is repugnant to the law of England, or to the provisions of this or any existing or future Act of Parliament of the United Kingdom, or to any order, rule or regulation made under any such Act, and the powers of the Legislature of each Dominion include the power to repeal or amend any such Act, order, rule or regulation in so far as it is part of the law of the Dominion.

(3) The Governor-General of each of the new Dominions shall have full power to assent in His Majesty's name to any law of the Legislature of that Dominion and so much of any Act as relates to the disallowance of laws by His Majesty or the reservation of laws for the signification of His Majesty's pleasure thereon or the suspension of the operation of laws until the significance of His Majesty's pleasure thereon shall not apply to laws of the Legislature of either of the new Dominions.

(4) No Act of Parliament of the United Kingdom passed on or after the appointed day shall extend, or be deemed to extend, to either of the new Dominions as part of the law of that Dominion unless it is extended thereto by a law of the Legislature of the Dominion.

(5) No Order in Council made on or after the appointed day under any Act passed before the appointed day, and no order, rule or other instrument made on or after the

appointed day under any such Act by any United Kingdom Minister or other authority, shall extend, or be deemed to extend, to either of the new Dominions as part of the law of that Dominion.

....

VIII. (1) In the case of each of the new Dominions, the powers of the Legislature of the Dominion shall, for the purpose of making provision as to the constitution of the Dominion, be exercisable in the first instance by the Constituent Assembly of that Dominion, and references in this Act to the Legislature of the Dominion shall be construed accordingly.

(2) Except in so far as other provision is made by or in accordance with a law made by the Constituent Assembly of the Dominion under sub-section (1) of this section, each of the new Dominions and all Provinces and other parts thereof shall be governed as nearly as may be in accordance with the Government of India Act. 1935; and the provisions of that Act, and of the Orders in Council, rules and other instruments made there under, shall, so far as applicable, and subject to any express provisions of this Act, and with such omissions, additions, adaptations and modifications as may be specified in orders of the Governor-General.

XI. (1) The orders to be made by the Governor-General under the preceding provisions of this Act shall make provision for the division of the Indian armed forces of His Majesty between the new Dominions, and for the command and governance of those forces until the division is completed.

(2) As from the appointed day, while any member of His Majesty's forces, other than His Majesty's Indian forces, is attached to or serving with any of His Majesty's Indian forces-

(a) he shall, subject to any provision to the contrary made by a law of the Legislature of the Dominion or Dominions concerned or by any order of the Governor-General under the preceding provisions of this Act, have, in relation to the Indian forces in question, the powers of command and punishment appropriate to his rank and functions; but

(b) nothing in any enactment in force at the date of the passing of this Act shall render him subject in any way to the law governing the Indian forces in question.

XVIII. (3) Save as otherwise expressly provided in this Act, the law of British India and of the several parts thereof existing immediately before the appointed day shall, so far as applicable and with the necessary adaptations, continue as the law of each of the new Dominions and the several parts thereof until other provision is made by laws of the Legislature of the Dominions in question or by any other Legislature or other authority having power in that behalf.

....

XX. This Act may be cited as the Indian Independence Act, -1947.

SCHEDULES

FIRST SCHEDULE

BENGAL DISTRICTS PROVISIONALLY INCLUDED IN THE NEW PROVINCE OF EAST BENGAL

In the Chittagong Division, the districts of Chittagong, Noakhali and Tippera.

In the Dacca Division, the districts of Bakerganj, Dacca, Faridpur and Mymensingh.

In the Presidency Division, the districts of Jessore, Murshidabad and Nadia.

In the Rajshahi Division, the districts of Bogra, Dinajpur, Malda. Pabna, Rajshahi and Rangpur.

SECOND SCHEDULE

DISTRICTS PROVISIONALLY INCLUDED IN THE NEW PROVINCE OF WEST PUNJAB

In the Lahore Division, the districts of Gujranwala, Gurdaspur, Lahore, Sheikhupara and Sialkot.

In the Rawalpindi Division, the districts of Attock, Gujrat, Jhelum, Mianwali, Rawalpindi and Shahpur.

In the Multan Division, the districts of Dera Ghazi Khan, Jhang, Lyallpur, Montgomery, Multan and Muzaffargarh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মূল রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ব্যাখা করে মোঃ আলী জিন্নাহ'র গণপরিষদে প্রথম বক্তৃতা	কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহঃ স্পিচেজ এ্যাজ গভর্ণর জেনারেল অব পাকিস্তান, ১৯৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা-৬	১১ই আগস্ট, ১৯৪৭

1947

Quaid-i-Azam's inaugural address to the Constituent Assembly of Pakistan on 11th August 1947, in his capacity as its First President:

Mr. President, Ladies and Gentlemen,

I cordially thank you, with the utmost sincerity, for the honor you have conferred upon me-the greatest' honor that is possible for this Sovereign Assembly to confer-by electing me as your first President. I also thank those leaders who have spoken in appreciation of my services and their personal references to me. I sincerely hope that with your support and your co-operation we shall make this Constituent Assembly an example to the world. The Constituent Assembly has got two main functions to perform. The first is the very onerous and responsible task of framing our future Constitution of Pakistan and the second of functioning as a full and complete sovereign body as the Federal Legislature of Pakistan. We "have to do the best we can in adopting a provisional constitution for the Federal Legislature of Pakistan. You- know really that not only we ourselves are wondering but, I think, the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating and establishing two independent Sovereign Dominions in this sub-continent. As it is, it has been unprecedented; there is no parallel in the history of the world. This mighty sub-continent with all kinds of inhabitants has been brought under a plan which is titanic, unknown, unparalleled. And what is very important with regard to it is that we have achieved it peacefully and by means of an evolution of the greatest possible character.

Dealing with our first function in this Assembly, I cannot make any well-considered pronouncement at this moment, but I shall say a few things as they occur to me. The first and the foremost thing that I would like to emphasize is this remember that you are now a Sovereign Legislative body and you have got all the powers. It, therefore, places on you the gravest responsibility as to how you should take your decision. The first observation that I would like to make is this: You will no doubt agree with me that the first duty of a Government is to maintain law and order, so that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the State.

The second thing that occurs to me is this: One of the biggest curses from which India is suffering-I do not say that other countries are free from it, but, I think, our condition is much worse-is bribery and corruption. That really is a poison. We must put that down with an iron hand and I hope that you will take adequate measures as soon as it is possible for this Assembly to do so.

Black-marketing is another curse. Well, I know that black-marketers are frequently caught and punished. Judicial sentences are passed or sometimes fines only are imposed. Now you have to tackle this monster which today is a colossal crime against society in

our distressed conditions, when we constantly face shortage of food and other essential commodities of life. A citizen who does black-marketing commits, I think, a greater crime than the biggest and most grievous of crimes. These black-marketers are really knowing, intelligent and ordinarily responsible people, and when they indulge in black-marketing, I think they ought to be very severely punished, because they undermine the entire system of control and regulation of foodstuffs and essential commodities, and cause wholesale starvation and want and even death.

The next thing that strikes me is this: Here again it is a legacy which has been passed on to us. Along with many other things, good and bad, has arrived this great evil-the evil of nepotism and jobbery. This evil must be crushed relentlessly I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism or any influence directly or indirectly brought to bear upon me. Wherever I will find that such a practice is in vogue, or is continuing anywhere, low or high, shall certainly not countenance it.

I know there are people who do not quite agree with the division of India and the partition of the Punjab and Bengal. Much has been said against it, but now that it has been accepted, it is the duty of every one of us to loyally abide by it and honorably act according to the agreement which is now final and binding on all. But you must remember as I have said that this mighty revolution that has taken place is unprecedented. One can quite understand the feeling that exists between the two communities wherever one community is in majority and the other is in minority. But the question is, whether, it was possible or practicable to act otherwise than what has been done. A division had to take place. On both side, in Hindustan and Pakistan, there are sections of people who may not agree with it, who may not like it, but in my judgment there was no other solution and I am sure future history will its verdict in favor of it. And what is more it will be proved by actual experience as we go on that, which was the only solution of India's constitutional problem. Any idea of a United India could never have worked and in my judgment, it would have led us to terrific disaster. May be that view is correct; maybe it is not; that remains to be seen. All the same, in this division it was impossible to avoid the question of minorities being in one Dominion or the other. Now that was unavoidable. There is no other solution. Now what shall we do? Now, if we want to make this great State of Pakistan happy and prosperous we should wholly and solely concentrate on the well- being of the people, and especially of the masses and the poor. If you will work in co- operation, forgetting the past, burying the hatchest you are bound to succeed. If you change your past and work together .in a spirit that everyone of you, no matter to what community he belongs, no matter what relations he had with you in the past, no matter what is his color, caste or creed, is first second and last a citizen of this State with equal rights, privileges and obligations, there will be no end to the progress you will make.

I cannot emphasize it too much. We should begin to work in that spirit and in course of time all these angularities of the majority and minority communities-the Hindu community and the Muslim community-because even as regards Muslims you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis and so on and among the Hindus you have Brahmins, Vashnavas, Khatris, also Bengalees, Madrasis, and so on-will vanish. Indeed if you ask me this has been the biggest hindrance in the way of India to attain the freedom and independence and but for this we would have been free people long long ago. No power can hold another nation, and specially a nation of 400 million souls in subjection nobody

could have conquered you, and even if it had happened, nobody could have continued its hold on you for any length of time but for this. Therefore, we must learn a lesson from this. You are free; you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other places of worship in this State of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed-that has nothing to do with the business of the State. As you know, history shows that in England conditions, some time ago, were much worse than those prevailing in India today. The Roman Catholics and the Protestants persecuted each other. Even now there are some States in existence where there are discriminations made and bars imposed against a particular class. Thank God, we are not starting in those days. We are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community and another, no discrimination between one caste or creed and another. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one State. The people of England in course of time had to face the realities of the situation and had to discharge the responsibilities and burdens placed upon them by the government of their country and they went through that fire step by step. Today, you might say with justice that Roman Catholics and Protestants do not exist; what exists now is that every man is a citizen, as equal citizen of Great Britain and they are all members of the Nation.

Now, I think we should keep that in front of us as our ideal and you will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the State.

Well, gentlemen, I do not wish to take up any more of your time and thank you again for the honor you have done to me. I shall always be guided by the principles of justice and fair play without any, as is put in the political language, prejudice or ill-will, in other words, partiality or favouritism. My guiding principle will be justice and complete impartiality, and I am sure that with your support and co-operation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest Nations of the world.

I have received a message from the United States of America addressed to me. It reads:

> "I have the honor to communicate to you, in Your Excellency's capacity as President of the Constituent Assembly of Pakistan, the following message which I have just received from the Secretary of State of the United States:
> "On the occasion of the first meeting of the Constituent Assembly for Pakistan, I extend to you and to members of the Assembly, the best wishes of the Government and the people of the United States for the successful conclusion of the great work you are about to undertake."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিতকরণ ঘোষণাঃ র‍্যাডক্লীফ রোয়েদাদ	পাকিস্তান রেজোলিউশান টু পাকিস্তানঃ পৃষ্ঠা-২৬১	১২ই আগস্ট, ১৯৪৭

REPORT BY THE CHAIRMAN OF THE BENGAL BOUNDARY COMMISSION.

To

HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR-GENERAL

1. I have the honor to present the decision and award of the Bengal Boundary Commission, which, by virtue of section 3 of the Indian Independence Act, 1947, is represented by my decision as Chairman of that Commission. This award relates to the division of the Province of Bengal, and the Commission's award in respect of the District of Sylhet and areas adjoining thereto will be recorded in a separate report.

2. The Bengal Boundary Commission was constituted by the announcement of the Governor-General dated the 30th of June. 1947, Reference No. D. 50/7/47 R. The members of the Commission thereby appointed were-

   Mr. Justice Bijan Kumar Mukherjee,

   Mr. Justice C.C. Biswas,

   Mr. Justice Abu Saleh Mohammed Akram, and

   Mr. Justice S.A. Rahman.

I was subsequently appointed Chairman of this Commission.

3. The terms of reference of the Commission, as set out in the announcement were as follows:

   "The Boundary Commission is instructed to demarcate the boundaries of the two parts of Bengal on the basis of ascertaining the contiguous areas of Muslims and non-Muslims. In doing so, it will also take account other factors".

We were desired to arrive at a decision as soon as possible before the 15th of August.

4. After preliminary meetings, the-Commission invited the submission of memoranda and representations by interested parties. A very large number of memoranda and representations were received.

5. The public sittings of the Commission took place at Calcutta, and extended from Wednesday the 16th of July 1947 to Thursday the 24 of July 1947, inclusive, with the exception of Sunday, the 20th of July. Arguments were presented to the Commission by numerous parties on both sides, but the main cases were presented by counsel on behalf of the Indian National Congress, the Bengal Provincial Hindu Mahasabha and the New

Bengal Association on the one hand, and on behalf of the Muslim League on the other. In view of the fact that I was acting also as Chairman of the Punjab Boundary commission, whose proceedings were taking place simultaneously with the proceedings of the Bengal Boundary Commission, I did not attend the public sittings in person, but made arrangements to study daily the record of the proceedings and all material submitted for our consideration.

6. After the close of the public sittings, the remainder of the time of the commission was devoted to clarification and discussion of the issues involved. Our discussions took place in Calcutta.

7. The question of drawing a satisfactory boundary line under our terms of reference between East and West Bengal was one to which the parties concerned propounded the most diverse solutions. The province offers few, if any, satisfactory natural boundaries, and its development has been on lines that do not well accord with a division by contiguous majority areas of Muslim and non-Muslim majorities.

8. In my view, the demarcation of a boundary line between East and West Bengal depended on the answers to be given to certain basic questions which may be stated as follows:

(1) To which State was the City of Calcutta to be assigned, pr was it possible to adopt any method of dividing the City between the two States.

(2) If the City of Calcutta must be assigned as a whole to one or other of the States, what were its indispensable claims to the control of territory, such as all or part of the Nadia River system or the Kultirivers, upon which the life of Calcutta as a city and port depended?

(3) Could the attractions of the Ganges-padma-Madhumati river line displace the strong claims of the heavy concentration of Muslim majorities in the districts of Jessore and Nadia without doing too great a violence to the principle of our terms of reference?

(4) Could the district of Khulna usefully be held by a State different from that which held the district of Jessore?

(5) Was it right to assign to Eastern Bengal the considerable block of non-Muslim majorities in the districts of Malda and Dinajpur?

(6) Which States claim ought to prevail in respect of the Districts of Darjeeling and Jalpaiguri, in which, the Muslim population amounted to 2.42 per cent of the whole in the case of Darjeeling, and to 23.08 per cent of the whole in the case of Jalpaiguri, but which constituted an area not in any natural sense contiguous to another non-Muslim area of Bengal?

(7) To which State should the Chittagong Hill Tracts be assigned, an area in which the Muslim population was only 3 per cent of the whole, but which it was difficult to assign to a State different from that which controlled the district of Chittagong itself?

(8) After much discussion, my colleagues found that they were unable to arrive at an agreed view on any of these major issues. There were of course considerable areas of the Province in the south-west and north-east and east, which provokes no controversy on either side; but, in the absence of any reconciliation on all main questions affecting the drawing of the boundary itself, my colleagues assented to the view at the close of our discussions that I had no alternative but to proceed to give my own decision.

(9) This I now proceed to do: but I should like at the same time to express my gratitude to my colleagues for their indispensable assistance in clarifying and discussing the difficult question involved. The demarcation of the boundary line is described in detail in the schedule which forms Annexure A to this award, and in the map attached thereto, Annexure B. The map is annexed for purposes of illustration, and if there should be any divergence between the boundaries as described in Annexure A and as delineated on the map in Annexure B, the description in Annexure A is to prevail.

(10) I have done what I can in drawing the line to eliminate any avoidable cutting of railway communications and of river system, which are of importance to the life of the province: but it is quite impossible to draw a boundary under our terms of reference without causing some interruption of this sort, and I can only express the hope that arrangements can be made and maintained between the two States that will minimize the consequences of this interruption as far as possible.

New Delhi; (Signed) CYRIL RADCLIFFE
12th August, 1947.

THE SCHEDULE

ANNEXURE A

1. A line shall be drawn along the boundary between the thana of Phansidewa in the District of Darjeeling and the Thana Tetulia in the District of Jalpaiguri from the point where that boundary meets the Province of Bihar and then along the boundary between the thanas of Tetulia and Rajganj; the Thanas of Pachagar and Rajganj, and the Thanas of Pachagar and Jalpaiguri, and shall then continue along the northern corner of the Thana Debiganj to the boundary of the State of Cooch Behar. The District of Darjeeling and so much of the District of Jalpaiguri as lies north of this line shall belong to West Bengal, but the Thana of Patgram and any other portion of Jalpaiguri District which lies to the east or south shall belong to East Bengal.

2. A line shall then be drawn from the point where the boundary between the Thanas of Haripur and Raiganj in the District of Dinajpur meets the border of the Province of Bihar to the point where the boundary between the Districts of 24 Parganas and Khulna meets the Bay of Bengal. This line shall follow the course indicated in the following paragraphs. So much of the province of Bengal as lies to the West of it shall belong to

West Bengal. Subject to what has been provided in paragraph I above with regard to the Districts of Darjeeling and Jalpaiguri, the remainder of the Province of Bengal shall belong to East Bengal.

3. The line shall run a long the boundary the following Tbanas :-Haripur and Raiganj; Haripur and Hemtabad; Ranisankail and Hemtabad; Pirganj and Hemtabad; Pirganj and Kaliganj; Bochaganj and Kaliganj; Biral and Kaliganj; Biral and Kushmendi; Biral and Gangarampur; Dinajpur and Gangarampur; Dinajpur and Kumarganj; Chirirbandar and Kumarganj; Phulbari and Kumarganj, Phulbari and Balurghat. It shall terminate at the point where the boundary between Phulbari and Balurghat meets the north-south line of the Bengal Assam Railway in the eastern corner of the Thana of Balurghat. The line shall turn down the western edge of the railway lands belonging to that railway and follow that edge until it meets the boundary between the Thanas of Balurghat and Panchbibi.

4. From that point the line shall run along the boundary between the following Thanas:

5. The line shall then turn south-east down the River Ganges along the boundary between the District of Malda and Murshidabad; Rajshahi and Murshidabad; Rajshahi and Nadia; to the point in the north-western comer of the District of Nadia where the channel of the River Mathabanga takes off from the River Ganges. The district boundaries, and not the actual course of the River Ganges, shall constitute the boundary between East and West Bengal.

6. From the point on the River Ganges where the channel of the Riyer Mathabanga takes off, the line shall run along that channel to the northern most point where it meet the boundary between the Thanas of Daulatpur and Khairpur. The middle line of the main channel shall constitute the actual boundary.

7. From this point the boundary between East and West Bengal shall run along the boundaries between the Thanas of Daulatpur and Khairpur; Gangani and Karimpur; Meherpur and Karimpur; Meherpur and Tehatta; Meherpur and Chapra; Damurhuda and Chapra; Damurhuda and Krishnaganj; Chuadanga and Krishnaganj; Jibannagar and Krishnaganj, Jibannagar and Hanskhali; Maheshpur and Hanskhali: Maheshpur and Ranaghat; Maheshpur and Bongaon; Jhikargacha and Bongaon; Sarsa and Bongaon; Sars and Gaighata; Gaighata and Kalaroa; to the point where the boundary between those Thanas meet the boundary between the districts of Khulna and 24 Parganas.

8. The line shall then run southwards along the boundary between the Districts of Khulna and 24 Parganas to the point where that boundary meets the Bay of Bengal.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মসূচি	পুর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ	১৯৪৭

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংগঠনী কমিটি পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের খেদমতে নিম্নোক্ত কর্মসূচী পেশ করিয়াছেনঃ

ছাত্র লীগের আর্দশ ও উদ্দেশ্য

১। (ক) পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্নমুখী প্রতিভা সৃষ্টির উপযোগী পরিবেশ তৈয়ার করা (খ) বিভিন্ন রকমের কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করা। ২। পাকিস্তানকে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুদের কবলমুক্ত করা এবং সর্বশক্তি দিয়ে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। ৩। (ক) স্বার্থন্বেষী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম এবং ছাত্রসমাজকে তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্ররূপে চালিত হইতে না দেওয়া (খ) ছাত্রসমাজকে দলীয় রাজনীতি হইতে মুক্ত রাখা ৪। (ক) নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা (খ) ছাত্রসমাজকে পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে অবিচ্ছেদ্যভাবে একত্রীভূত করা (গ) ছাত্রসমাজের ন্যায্য দাবী-দাওয়াগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা (ঘ) ছাত্রসমাজকে কৃষ্টি ও আধুনিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্পর্শে আনিয়া নৈতিক ও চারিত্রিক বিপ্লবের সৃষ্টি করা (ঙ) জাতি ও দেশের কল্যাণের জন্য ছাত্রসমাজের বিক্ষিপ্ত কর্মশক্তিকে সুসংবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত করা ৫। ইসলামিক নীতির উপর ভিত্তি করতঃ জাতীয় দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সমতা আনয়ন করা ৬। পাকিস্তানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানাধিকারে ভিত্তিতে সৌহার্দ্য ও মিলনের পথ সুপ্রশস্ত করা ৭। জনসংখ্যার অনুপাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের ন্যায্য দাবী-দাওয়াগুলির সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মিলনকে সুদৃঢ় করা ৮। সরকারের জনকল্যাণকর কর্ম্মপদ্ধতিকে সমর্থন করা এবং গণস্বার্থবিরোধী কর্ম্মপন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ৯। প্রাপ্তবয়স্কদের সার্ববজনীন ভোটাধিকারের দাবী ১০। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, মুনাফাকারী ও চোরাকারবারীদের উচ্ছেদ সাধন এবং ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্র আন্দোলন পরিচালনার যে রেওয়াজ প্রচলিত আছে, তার ধ্বংস সাধন।

ছাত্রলীগের দাবী

১। আজাদী লাভের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পাঠ্য পুস্তকের আমূল পরিবর্তন ২। অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন ও বর্তমান শিক্ষাসঙ্কোচ নীতির প্রতিরোধ ৩। (ক) বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন (খ) পূর্ব্ব পাকিস্তানের যুবকদের বিমান, নৌ, স্থল প্রভৃতি সামরিক শিক্ষা প্রদানের জন্য অনতিবিলম্বে পূর্ব্ব পাকিস্তানে সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন (গ) পাকিস্তান নৌ বিভাগের সদর দফতর চট্রগ্রামে স্থানান্তরিতকরণ ৪। কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী, ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি প্রসারের অধিকতর সুবন্দোবস্তকরণ ৫। (ক) স্বল্পব্যয়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা (খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধিকতর সরকারী সাহায্য (গ) শিক্ষায়তনগুলিতে উপযুক্ত বেতন দিয়া উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ (ঘ) পল্লী অঞ্চলকে শিক্ষাকেন্দ্ররূপে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে মফস্বল শিক্ষায়তনগুলির জন্য অধিকতর ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠা (ঙ) গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য শিক্ষায়তন ও ছাত্রাবাসগুলিতে অধিকতর ফ্রি ষ্টুডেণ্ডশিপ এবং বৃত্তির সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা (চ) শিক্ষায়তনসমূহের পাঠাগারগুলিতে ইসলামিক কৃষ্টি ও ঐতিহ্যমুলক গ্রন্থের সমাবেশ (ছ) বিনাব্যয়ে ছাত্রদের চিকিৎসার উপযুক্ত

ব্যবস্থা ৬। নারীশিক্ষা প্রসারের উপযুক্ত ব্যবস্থা ৭। পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল কলেজসমূহে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান ও পরীক্ষা গ্রহণের আশু ব্যবস্থা ৮। শিক্ষায়তনগুলিকে স্বায়ত্তশাসনমূলক ক্ষমতা প্রদান ৯। শিক্ষায়তন ও ছাত্রাবাসগুলিতে স্বায়ত্তশাসনমূলক ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার ১০। শিক্ষায়তনসমূহে পুলিশের অন্যায় ও অযথা হস্তক্ষেপ বন্ধ করিয়া দিয়া শিক্ষায়তনগুলির পবিত্রতা রক্ষা করা।

নাইমউদ্দীন আহমদ
আহবায়ক
পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ*

ছাত্রাবাস ও একোমোডেশন সমস্যাযুক্ত স্কুল-কলেজের ছাত্রবন্ধুদের ''কেন্দ্রীয় একোমোডেশন কমিটি ও কমিটি অব একশনের'' সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ জানান হইতেছে।

* পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই বাংলাদেশ মুসলিম লীগের দুটি অংশ কাজ করতে থাকে। একটি অংশের নেতৃত্বে ছিলেন খাজা শাহাবদ্দীন ও খাজা নাজিমুদ্দীন এবং অন্যটির নেতৃত্ব ছিলেন আবুল হাশিম ও সোহরাওয়ার্দী। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ছিল হাশিম-সোহরাওয়ার্দী সমর্থক। পরবর্তীকালে এই সংগঠন থেকেই আওয়ামী লীগের বহু কর্মী সৃষ্টি হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলা ভাষার পক্ষে প্রকাশিত তমদ্দুন মজলিশের পুস্তিকা (অংশ)	পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ	১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?- তমদ্দুন মজলিশ*

১। বাংলা ভাষাই হবেঃ

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন। (খ) পূর্ব পাকিস্তানের আদালতের ভাষা। (গ) পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা।

২। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে দুটি- উর্দু ও বাংলা।

৩। বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের প্রথম ভাষা। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা একশতজনই শিক্ষা করবেন।

(খ) উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা। যারা পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে চাকরী ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হবেন তারাই শুধু ও-ভাষা শিক্ষা করবেন। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৫ হইতে ১০ জন শিক্ষা করলেও চলবে। মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীতে এই ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া যাবে।

(গ) ইংরেজী হবে পূর্ব পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা। পাকিস্তানের কর্মচারী হিসাবে যাঁরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চাকরী করবেন বা যাঁরা উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষায় নিয়োজিত হবেন তাঁরাই শুধু ইংরেজী শিক্ষা করবেন। তাদের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানের হাজারকরা ১ জনের চেয়ে কখনো বেশী হবে না। ঠিক একই নীতি হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদশেগুলিতে ওখানের স্থানীয় ভাষা বা উর্দু ১ম ভাষা, বাংলা ২য় ভাষা, আর ইংরেজী ৩য় ভাষার স্থান অধিকার করবে।

৪। শাসনকার্য ও বিজ্ঞান-শিক্ষার সুবিধার জন্য আপাততঃ কয়েক বৎসরের জন্য ইংরেজী ও বাংলার উভয় ভাষাতেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসনকার্য চলবে। ইতিমধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলা ভাষার সংস্কার সাধন করতে হবে।

---

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র ও অধ্যাপকের উদ্যোগে ১৯৪৭ সনের ২রা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতি সেবা। বাংলা ভাষার পক্ষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এদের ভূমিকা ছিল প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সাংগঠনিক প্রচারপত্র	পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ	১৯৪৭

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ
আপনি সদস্যভূক্ত হইয়াছেন কি?

প্রত্যেক পরাধীন জাতির মুক্তি সংগ্রামে ছাত্রসমাজ এক অপরিহার্য্য অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। পাকিস্তান হাসেলের পথে ছাত্রদের বলিষ্ঠ তৎপরতা, একনিষ্ঠ সাধনা, ত্যাগ ও প্রেরণা আজ ইতিহাসের বস্তু। জাতির ইতিহাস কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেই থাকিয়া যায় না। বস্তুতঃ ‘‘দেওয়ানী আজাদী’’ লাভের ভিতর দিয়াই নূতন ইতিহাস গড়িয়া উঠে। আর প্রত্যেক নাগরিককেই এই ঐতিহাসিক দায়িত্বভার বহন করিতে হয়। আমাদের অগ্রগামীদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ও ইনটেলিজেন্‌শিয়ার অভাববশতঃ ছাত্রসমাজের উপরেই আজ এই দায়িত্ব বর্ত্তাইয়াছে। একটা শিক্ষা-স্বাস্থ্যসম্পন্ন বলিষ্ঠ জাতি গঠন আমাদেরই দায়িত্ব।

একটা রাষ্ট্রের পত্তন যত না কঠিন, তাহার চেয়েও কঠিন সেই রাষ্ট্রকে গড়িয়া তোলা। তাহার জন্য চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও দৃঢ় সংগঠন। সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং দৃঢ় সংগঠনও সামর্থ্যের অভাবে ব্যর্থ হইয়া যায়। তাই সকল সমস্যার গোড়ার কথা হইতেছে সংগঠন। এক কথায় সংগঠনই শক্তি।

পূর্ব পাকিস্তানের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা আজ ভাঙ্গনের মুখে। ছাত্র আছে ছাত্রাবাস নাই, স্কুল-কলেজ আছে শিক্ষক নাই, শিক্ষা দপ্তর আছে শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা নাই। বরং শিক্ষা সঙ্কোচের উৎসাহে সরকারী মহলে সাজ সাজ রব পড়িয়াছে। আজাদীর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন দূরের কথা, শিক্ষাব্যবস্থায় গতানুগতিকতার প্রসার যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। যে অল্পসংখ্যক শিক্ষক আছেন, তাঁহাদেরও আবার জীবন ধারণের মত বেতন নাই। যে কয়েকটি স্কুল-কলেজ তাহারও আবার কিছু অংশ সরকারী কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। তাহার উপর দেশের অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য সংকট আজ গোটা সমাজকে বিশেষ করিয়া ছাত্রসমাজকে প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে।

এই সংকটে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-ছাত্রীদের সাড়া দিতেই হইবে। সংহতির আহ্বান জানাইয়া পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ছাত্রসমাজের সকল দাবী-দাওয়া আদায়ের ভার গ্রহণ করিয়াছে। স্কুল-কলেজ ডি-রিকুইজিশন, ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ও প্রদেশের বিভিন্ন ছাত্র সমস্যার সমাধানে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সুসংহত বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আজ ছাত্র সমাজের আস্থা অর্জন করিয়াছে। কিন্তু সমস্যা সকলের, কাজেই সহযোগিতাও সকলেরই চাই। আসুন আমরা সকলে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের পতাকাতলে জমায়েত হইয়া ছাত্রসমাজের দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য সক্রিয়া হইয়া উঠি।

আগামী ১০ই ডিসেম্বর বেলা ২ ঘটিকায় ছাত্রলীগের নিজস্ব অফিস ১৫০ নং মোগলটুলীতে ঢাকা সিটি কমিটির নির্বাচন হইবে। আপনারা ৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে আপনাদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাইমারী ইউনিট গঠন করিয়া ছাত্রলীগকে সুদৃঢ় করুন। আমাদের স্মরণ রাখিতেই হইবে যে, ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী বিধায় প্রদেশের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী আজ রাজধানীতে শিক্ষালাভের জন্য জমায়েত হইয়াছেন। গোটা পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমস্যা আজ রাজধানীতে পুঞ্জীভূত হইয়া দেখা দিয়াছে। আসুন আমরা আজ সকলে এই নির্বাচনী অভিযানকে সফল করিয়া ছাত্রলীগের পতাকাতলে জড় হই এবং ক্ষতদুষ্ট দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে

থাকিয়া ছাত্রসমাজের তথা গোটা সমাজের বৃহত্তর মঙ্গল সাধনে ঐক্যবদ্ধবাবে অগ্রসর হই। আবার বলি, চলার পথে সংগঠনের প্রয়োজন, সংগঠনই শক্তি।

আজীজ আহমদ
চেয়ারম্যান, ঢাকা সিটি সংগঠনী কমিটি

আবদুল ওয়াদুদ
ভাইস চেয়ারম্যান, ঢাকা সিটি সংগঠনী কমিটি
নূরুল কবীর
ও
কাজী গোলাম মাহবুব
যুগ্ম আহবায়ক, সংগঠনী কমিটি

বিঃ দ্রঃ- প্রত্যহ বৈকাল ৪টা হইতে ৭টা পর্যন্ত ছাত্রলীগ অফিসে নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করিবার জন্য ছাত্রবন্ধুদের অনুরোধ জানান হইতেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকায় গণপরিষদ অধিবেশন অনুষ্ঠানের প্রশ্নে বিতর্ক	পাকিস্তান গণপরিষদ	২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮

Prof. Raj Kumar Chakravarty (East Bengal: General).

...................Sir, ours is a democratic state and it is our duty to respect the feelings and wishes of the majority of the people or a good number of the people of the State. You know, Sir, Eastern Pakistan consists of the two-third of the people of this vast Pakistan State. It is natural on the part of the people of Eastern Pakistan to have some of the sittings of the Committees of this Assembly and the sessions of this Assembly in their own capital. This amendment has two points in its favor along with other points. It has got its Psychological effect. There is a feeling that in this set-up-new set-up of the Pakistan State-Eastern Pakistan is being neglected. If we have some of the meetings of the Assembly and the Committees in its capital, well, that feeling will be removed and hat misconception also will have no place. Then secondly Sir, my amendment, if it is accepted, will have its educative. The sessions of the Assembly or the meetings of the committees, if they are held in the Capital of Eastern Pakistan, will be conducive to the best interests of the people. It will educate them in the matter of parliamentary procedure and will give them some idea as to the way how the Government of the country is carried n and how they feel about it.

If the leaders of the Pakistan State visit the capital of Eastern Pakistan on such occasions, the people there will have opportunities to come in contact with them and will e inspired by their presence and the people will feel the entire letter. I, therefore, say. Sir, hat the educative value of my amendment should not be minimized. I anticipate there may be objections to my proposal on the ground of practical difficulties; but if there is will, there is a way. Before the partition of India, the sittings of the Central Assembly were held in Delhi and Simla, and the Sessions of some of the Provincial Assemblies were held at different places. There are undoubtedly, some difficulties—I have to confess them; but they should not stand in our way if we want to give effect to the proposal for reasons that I have stated just now. Sir, my amendment is a very modest one. The rule as adopted and placed before the House is that "the business of the Assembly shall be conducted at Karachi unless the President otherwise directs". So there is the right of the president to direct otherwise. If the House accepts my amendment the right of the President remains unimpaired, but the very acceptance of this amendment will have a great effect upon the psychology and otherwise as regards the people of Eastern Pakistan. It is a very modest amendment and I hope fervently that the feelings and wishes of the people of Eastern Pakistan will be considered and the House will kindly accede to my modest proposal.....................

Mr. Tamizuddin Khan: I have a good deal of sympathy with many of the observations made by the Honorable the mover of this amendment, but I think there will

*Speech not Corrected by the Honorable Member

be obvious, practical difficulties. The question of finance is an all important question. How difficult it will be for the Government to transfer all the paraphernalia necessary for holding a session there, I do not know. There may be a good deal of difficulty so far as that is concerned. On the other hand, I see that if a session is desirable to be held at Dacca, the President has always got the authority under this rule to give direction to that effect. I, would, therefore, think that even without this amendment the purpose that the Honorable the mover has in view can be very well served, if the president is convinced about the practicability and feasibility of holding a session there. I, therefore, think that this amendment is not very necessary.

Begum Shaista Suhrawardy Ikramullah (East Bengal: Muslim):

Sir, I do not think that the practical difficulties of members traveling from Western Pakistan to Eastern Pakistan could be greater than that of the Eastern Pakistanis coming to the West, for their number is greater.

As regards administration and accommodation, I am not suggesting any remote village in Eastern Pakistan but Dacca which, I presume has got sufficient arrangements to accommodate the House. Anyway, I think the psychological benefit for outweighs the practical difficulties. A feeling is growing among the Eastern Pakistanis that Eastern Pakistan is being neglected and treated merely as a "colony" of West Pakistan. We must do everything possible to eradicate this feeling. This narrow provincialism must be stated. Justified or unjustified, we must not give any province a chance of feeling that it is neglected. I have lived many years with the Western Pakistanis and I feel that they are grossly ignorant of the people of Eastern Pakistan. I, therefore, think that at least once a year a meeting should be held in Eastern Pakistan. At the moment, we are faced with far too many difficulties. So let there be a meeting of this House only in Western Pakistan now; later on when it becomes the Legislature only then let it meet at least once a year in Dacca.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলা ভাষাকে অন্তর্ভূক্তকরণের প্রশ্নে বির্তক	পাকিস্তান গণপরিষদ	২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮

Mr. Dliirendranath Datta. (East Bengal: General)

Mr. President, Sir, I move:

"That in sub-rule (1) of rule 29, after the word "English" in line 2, the words "or Bengalee" be inserted."

Sir, in moving this - the motion that stands in my name - I can assure the House that I do so not in a spirit of narrow Provincialism, but, sir, in the spirit that this motion receives the fullest consideration at the hands of the members. 1 know, Sir, that Bengalee is a provincial language, but, so far our state is concerned, it is the language of the majority of the people of the state. So although it is a provincial language but, as it is a language of the majority of the people of the state and it stands on a different footing therefore. Out of six crores and ninety lakhs of people inhabiting this State, 4 crores and 40 lakhs of people speak the Bengalee language. So, Sir, what should be the State language of the State? The State language of the state should be the language which is used by the majority of the people of the State, and for that, Sir, I consider that Bengalee language is a lingua franca of our State.

I know, Sir, I voice the sentiments of the vast millions of our State. In the meantime I want to let the House know the feelings of the vastest millions of our State. Even, Sir, in the Eastern Pakistan where the people numbering four crores and forty lakhs speak the Bengalee language the common man even if he goes to a Post Office and wants to have a money order form finds that the money order is printed in Urdu language and is not printed in Bengalee language or it is printed in English. A poor cultivator, who has got his son, Sir, as a student in the Dacca University and who wants to send money to him, goes to a village Post Office and he asks for a money order form, finds that the money order form is printed in Urdu language. He cannot send the money order but shall have to rush to a distant town and have this money order form translated for him and then the money order, Sir, that is necessary for his boy can be sent. The poor cultivator, Sir, sells a certain plot of land or a poor cultivator purchases a plot of land and goes to the Stamp vendor and pays him money but cannot say whether he has received the value of the money in Stamps. The value of the Stamp, Sir, is written not in Bengalee but is written in Urdu and English. But he cannot say, Sir, whether he has got the real value of the Stamp. These are the difficulties experienced by the Common man of our State. The language of the State should be such which can be understood by the common man of the State. The Common man of the State numbering four crores and forty millions find that the proceeding of this Assembly which is their mother of parliaments is being conducted in a language, Sir, which is unknown to them. Then, Sir, English has got an honored place, Sir, in Rule 29. I know, Sir, English has got an honored place because of the International Character.

But, Sir, if English can have an honored place in Rule 29 that the proceedings of the Assembly should be conducted in Urdu or English why Bangalee, which is spoken by four crores forty lakhs of people should not have an honored place, Sir, in rule 29 of the procedure Rules. So, Sir, 1 know I am voicing the sentiments of the vast millions of our State and therefore Bengalee should not be treated as a Provincial Language. It should be treated as the language of the State. And therefore, Sir, I suggest that after the word 'English', the words "Bengalee" be inserted in Rule 29...

Mr. Prem Hari Barma (East Bangal: General): Sir, I whole-heartedly support the amendment moved by my Hon'ble and esteemed friend, Mr. Dhirendra Nath Datta. Sir, this amendment does not seek to oust English or Urdu altogether but it seeks only to have Bengalee as one of the media spoken in the Assembly by the Members of the Assembly.

So, it is not the intention of the amendment altogether to oust English or Urdu, but to have Bengalee also as the ***lingua franca*** of the State, Sir, as my Honorable friend has told the House, the majority of the people of the State of Pakistan speaks Bengalee. Therefore, Bengalee must find a place as one of the media in which the Members can address the Assembly. Another difficulty will be that if any member speaks in his mother tongue, but if it is not one of the media in which the members can address the House, the true speech will not be recorded, but only a translation of the speech in the proceedings of the House will be recorded. Therefore, it is necessary for the majority of the people of the State that the speeches which will be delivered in Bengalee should be recorded in Bengalee. With these few words I support the amendment moved by Mr. Dhirendra Nath Datta.

The Hon'ble Mr. Liaquat Ali Khan (Prime Minister and Minister for Defence): Mr. President, Sir, I listened to the Speech of the Hon'ble the Mover of the amendment with very great care and attention. I wish the Hon'ble member had not moved his amendment and tried to create misunderstanding between the different parts of Pakistan. My Honorable friend has waxed eloquent and stated that Bengalee should really be the lingua franca of Pakistan. In other words, he does not want Bengalee only to be used as a medium of expression in this House, but he has raised indeed a very important question. He should realize that Pakistan has been created because of the demand of a hundred million Muslims in this sub-continent and the language of a hundred million Muslims is Urdu and, therefore, it is wrong for him now to try and create the situation that as the majority of the people of Pakistan belongs to one part of Pakistan, therefore the language which is spoken there should become the State language of Pakistan. Pakistan is a Muslim State and it must have as its lingua franca the language of the Muslim nation. My Honorable friend is displeased that Urdu should replace English. The intention is that instead of changing English as the State language which it has been so long, Urdu should be the State language, Sir, my honorable friend never minded it, never pressed for Bengalee as long as English was the State language. I never heard in the Central Assembly for years and years any voice raised by the people of Bengal that Bengalee should be the State language. I want to know why is this voice being raised today and I am sorry that he should feet if necessary to bring in this question. We do recognise the importance of Bengalee. There is no intention to oust Bengalee altogether from Bengal. As a matter of fact, it would be wrong for anyone to thrust any other language on the people of a province which is not their mother tongue, but, at the same time, we must

have a State language-the language which would be used between the different parts of Pakistan for inter-provincial Communications. Then, Sir, it is not only the population you have to take into consideration. There are so many other factors. Urdu can be the only language which can keep the people of East Bengal or Eastern Zone and the people of Western Zone joined together. It is necessary for a nation to have one language and that language can only be Urdu and no other language.

Therefore, Sir, I am sorry I cannot agree to the amendment which has been moved. As a matter of fact, when the notice of that amendment was given, I thought that the object was an innocent one. The object to include Bengalee was that in case there are some people who are not proficient in English or Urdu might express their views in that language, but I find now that the object is not such an innocent one as I thought it was. The object of this amendment is to create a rift between the people of Pakistan. The object of this amendment is to take away from the Mussalmans that unifying force that brings them together.

Mr. Bhupendra Kumar Datta (East Bengal: General): Sir, we press this amendment in no frivolous spirit of opposition. I am surprised at the speech the Honorable the Leader of the House has just made. I wish he had not made some of the remarks he chose to make. They will have unfortunate repercussions elsewhere even in certain sections in Pakistan. Therefore it is all the more necessary that this amendment should be pressed.

I tour frequently in the part of the country to which I belong and I know the strength of the feeling there over this matter. Bengalee is the language of the overwhelming majority there, it is the only language spoken and understood there. It is also the language of the overwhelming majority of the entire State of Pakistan. I find in this House, sometimes a tendency to emulate or to draw parallels to things that happen in the other Union. Even yesterday, when the discussion on the question of redistribution of seats was going on, my friend Mr. Datta, was interrupted and asked: "What was taking place in the Indian Dominion?" But in this vital matter there is departure. In the Indian Union, they have adopted the language of the largest single section of population.

Several voices: question, question.

Mr. Bhupendra Kumar Datta: But here we are adopting Urdu. Urdu is not the language of any of the provinces constituting the Dominion of Pakistan. It is the language of the upper few of Western Pakistan. This opposition to the amendment proves an effort, a determined effort on the part of the upper few of Western Pakistan at dominating the State of Pakistan...

This is certainly not a tendency towards democracy: it is a tendency towards domination of the upper few of a particular region of the State. We are not yet pressing it to be the lingua franca of the State. We are merely demanding that it to be included as one of the three languages to be permitted here. Even the language, which unfortunately I am speaking at the moment - the English language-which remains with us as a souvenir of slavery is given a place of honor, but not the language of the common people, the majority of the common people. That is pity...

The Honourable Khwaja Nazimuddin (East Bengal: Muslim): Sir, I feel it my duty to let the House know what the opinion of the overwhelming majority of the people of Eastern Pakistan over this question of Bengalee language is. I think, there will be no contradiction if I say that as far as inter communication between the provinces and the centre is concerned, they feel that Urdu is the only language that can be adopted. But there is a very strong feeling that the medium of instruction should be Bengali in Educational Institutions and as far as the administration of the province is concerned, the language used in administering the province should also be Bengalee. I am glad to find that the Hon'ble the Leader of the House has made it clear that there is no question of ousting Bengalee from the province and I am sure that the overwhelming majority of the people are in favor of having Urdu as the State Language for the Pakistan State as a whole.

There is another point which I would like to correct. The previous speakers who have supported this amendment have made out that Hindi is the language of the majority of the people in the other Dominion. That, I think, is not correct. As far as Madras. Bombay, CP., Orissa, are concerned, in these provinces, Hindi is not their mother tongue. I think, I can state that even in U.P., the majority of the people in that province speak Urdu and those who advocated Hindi, find it very difficult to make a fluent speech in Hindi in the Assembly or in public meetings. So, Hindi is not the mother tongue of all the provinces in the Indian Dominion and yet Hindi has been accepted as the state language there. Therefore, on that analogy, Sir, there is no ground for supporting theory that Bengalee should be the state language of Pakistan, but I do feel very strongly over the question of language as far as the province of Bengal is concerned.

I would raise the question in proper time and like to press the case that so far as general administration and Government business in the provincial sphere is concerned, the language to be used should be Bengalee within Bengal.

Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya (East Bengal: General): Mr. President, Sir, it pains me to hear the Hon'ble the Leader of the House when he says that Pakistan is a Muslim State. So long my idea was that Pakistan is the Peoples' State and it belongs to the Muslims as well as to the non-Muslims. If today the statement of the Honorable the Leader to the House is accepted that it is a matter of serious consideration for the non-Muslims whether they have any right to take any part in the framing of the constitution as well. That is really very important question because in that case, Muslims only, and it is desirable, should frame their own constitution. I have already told you and told this House that so long in my speeches I asserted to the people of my part of the country that the Pakistan is not merely a Muslim state but it is a state of the Muslims as well as that of non-Muslims, i.e., it is people's state. That is a matter, I desire the Honorable the Leader of the House to clarify so that in future we may decide our line of action and know our position also in the state.

Here the amendment says-it never said about the state language-how the proceedings of the House are to be conducted. There is mention of Urdu as well as English. He only wants to add Bengalee. If the House accepts, well and good but so far as ***lingua franca*** is concerned, it is not a point at issue today but even if it is made Urdu, I have no objection

to accept it but nobody knows Urdu. We learned English and now we shall learn Urdu, if necessary.

I myself tried to learn Urdu with my Honorable friend, Mr. Tamizuddin Ahmad, when we were in Jail, but out of jail I have forgotten it. (Laughter) So the conducting of proceedings of this House is quite a different thing from the selection of ***lingua franca***. His amendment is as to how the proceedings of this House are to be conducted? In Urdu, in English or in Bengali? That is the only point raised by this amendment, and I am sure that by moving this amendment, he has done nothing to incur the displeasure of the Honorable the Leader of the House. With these words, I supported the amendment.........

"Mr. Tamizuddin Khan: Sir, I have very little to add to what has already been said against the amendment moved by my Honorable friend, Mr. Datta. One thing that has been said by the Honorable the acting Leader of the Congress Party here seems to me to be of some importance. He said that the Honorable the Leader of the House in the course of his speech stated that this is a Muslim state and his apprehension is that if that is so, where the minorities are. So far as that question is concerned, you, Sir, made it clear on the very first day and it has been made clear from a thousand platforms that all minorities in Pakistan will enjoy equal rights with the majority. They will have the same rights as the majority has. That position, I think, remains unaltered. The Honorable the Leader of the House has called it a Muslim State. There are people who call India a Hindu State. We call Turkey a Muslim country and also Egypt a Muslim country. But does that mean that there are no non-Muslims in those countries? So far as America is concerned, till recently, all Indians, irrespective of the fact whether they were Hindus or Muslims or Parsees or Christians, were called Hindus. The substance of the thing does not depend upon the name. It is absolutely clear, as clear as anything can be, that every citizen of Pakistan, who is loyal to Pakistan, has the same rights and privileges.

So far as the other question is concerned, I do not want to add anything to what has already been said.

Sir, 1 cannot accept the amendment.

Mr. President: The question is: "That in sub-rule (1) of rule 29, after the word 'English' in line 2, the word 'Bengalee' be inserted."

The motion was negatived.

---

* Speech not Corrected by the Honorable Member.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রথম জাতীয় বাজেট আলোচনাকালে পূর্ব বাংলার দাবীদাওয়ার প্রশ্নে বিতর্ক	পাকিস্তান গণপরিষদ (আইন সভা)	১লা মার্চ, ১৯৪৮

THE GENERAL BUDGET-GENERAL DISCUSSION
Constituent Assembly (Legislature)
[1st March, 1948]
Constituent Assembly (Legislature) of Pakistan Debates
VOL. 1 of 1948

Prof. Rajkumar Chakravcrty (East Bengal: General):...... Sir, I congratulate the Honorable the Finance Member on his admirable speech with which he presented the Budget before this House. It was full of high sentiments and noble emotions for Pakistan which we all fully share. We have his assurance that not a single Pie would be spent so long as, according to the Finance Minister, it is an avoidable item of expenditure. We also learn that his maxim for the Finance Department is that inescapability must be the criterion of all future expenditure.

Sir, we fully share his difficulties also in presenting the first Budget of the Pakistan Government, as he has said that he has begun almost from scratch and he has to build up the future, worthy of Pakistan. But, Sir I cannot congratulate him on the contents of the Budget and the way in which he has presented the Budget before this House. The Budget lacks a sense of realism. I wish to add that in spite of his best intentions, he has not been able fully to avoid the old, outmoded way of presenting the Budget. The Budget should have been really a deficit Budget, but he has shown it to be a surplus one, and that too at the cost of poor men and the common men. Sir, the test of a Budget is not whether it is a deficit Budget or a surplus one. The test of the Budget lies in the fact whether it leads to the greatest good of the greatest member of people whether it has anything for the Common man and considered in that light the Budget has not came out as a successful one. Sir, the Honorable the Finance Member has continued the tax on the poor man's salt, which is a very essential commodity of the common man. He has increased the excise duty on hookah tobacco, which is the solace of the life of poor people. He has increased the rates of excise duty on betel nut which is another joy in the life of the Common man. He has increased the rates of the inland postcards which are very necessary in the life of the common man every day. He has increased the duty on kerosene, knowing very well that 99 per cent of the people of this land cannot do without kerosene and they have not got their houses electrically lit. He has increased the third class railway fares knowing very well that their journey is anything but comfortable while traveling in the third class. He has not only given no relief to the poor man and the common man, but he has hit them hard and he has kicked them too. The poor people will groan during the year to come under the measures of taxation he has proposed in the Budget. Sir, the Budget, he has presented follows the old bureaucratic method. He has

merely cut the t's and dotted the is. He has given up nothing new worth the name in any sphere of life, whether in the matter of education or medical relief or industry, but he has given us more promises and promises in abundance, but without any fulfillment. He has said that he has set up a development Board, but the Board has not developed anything. He has said that he has set up an Advisory Planning Board, but the Board has planned nothing as yet. He has proposed to set up an Industrial Finance Corporation, but it is yet to mature. He has stated that he is going to set up an Industrial Research Institute, but it is yet under consideration, and the Budget, therefore, Sir, is a Budget of speculation and of little actual performance. Six months have elapsed since the establishment of the free State of Pakistan and I regret to have to say that nothing has been done tangible in the way of Planning and time is essence of any Planning. He has pointed out, and we all know, that over 70 per cent of the produce of jute in this Sub-continent is from Pakistan and there no jute mills worth the name in Pakistan. While he has done nothing, he has not even taken any tangible steps to set up any jute mill to cope with the production of jute in Eastern Pakistan. He has told us, and you all know there are few cotton mills in Pakistan and the production of staple cotton there is a very large in quantity. I wish he did something to establish cotton mills or increase the number of cotton mills in Pakistan so that our resources might be better realized. These are, Sir, my first reactions to the Budget.

The next thing to which I take objection to in the Budget is -the encroachment on the rights of the Provincial Governments. He has proposed to take over in proceeds of the Estate duty from the Provinces. Sir, this raises very important issues, and on behalf of the Provincial Governments I think it is my duty to protest in this House against this encroachment by the Centre on the provincial sphere. Sir, we are going to have a Federation of the Autonomous States of Pakistan and these taxation proposals of the Honorable the Finance Minister strike at the very root of the autonomy of the federating units which we cannot look at with any sense of pleasure or equanimity. I must, therefore, sound a note of warning to the Central Government, that if they continue encroaching like this, the Provincial Government will took at these measures as a starting kick of the Honorable the Finance Minister and I hope he will consider the matter...

Mr. Abul Matin Choudhury (East Bengal: Muslim):. ... I congratulate, Sir, the Honourable the Defence Minister on the steps that he had already taken for the nationalization of the Pakistan Army, but I suggest to him. Sir, it in making recruit for the officers' rank in the Army, Navy and the Air Force of Pakistan, he should see to it, Sir, that the Eastern Pakistan makes the necessary contribution. Defence, Sir, is a responsibility common to all the citizens of the State and there is no dearth of suitable candidates from among the millions of people in the Eastern Pakistan for officer’s rank in the Army. When I speak of Eastern Pakistan, Sir, I do not speak in a spirit of provincialism. I hold the view, Sir, that interests of the State of Pakistan transcend every other consideration-sectional, parochial or provincial-and that we must suppress all disruptive in every sphere of life, if Pakistan is to survive as a compact and homogeneous State, but, Sir, that should not preclude as from ventilating the grievances of the part of the country with which we are familiar and about the conditions of which we have special knowledge.

Eastern Pakistan, Sir, is fortunate in having a large body of sea-faring population inhabiting the districts of Sylhet, Chittagong, Noakhali, Comilla, Dacca, Mymensingh and Faridpur. For years these districts have been supplying crew for all Ocean-going steams for the port of Calcutta, the Port of Bombay and even for the port of Mombassa. I hope, Sir, full opportunity should be taken of utilizing the services of these men in training for our Navy. Concentration, Sir, of the training Establishments in Karachi in my view, is hindrance, a drawback to the full utilization of our available manpower for the Navy. I hope. Sir, that in locating training centers, the Defence Department will bear all these considerations in mind..

Mr. Azizuddin Ahmed (East Bengal: Muslim) : . . . Sir, it is quite true that Pakistan as it is situated now requires a large defence force and a strong army, navy and also Air Force, and so the bulk of our revenue should go for Defence, but Sir, when I go into the Budget and find that nothing has been done for the isolated part of Pakistan, namely, the Eastern Bengal, which is surrounded on three sides by foreign Dominion and on the South by the Bay of Bengal. I feel really disappointed. Sir, it has been said that at one time Bengal was neglected and the other day our esteemed colleague, Begum Shaiesta Ikramullah, remarked that East Bengal is, if late, talked if patronizingly. It seems. Sir, that in the present scheme of things. East Bengal is really Very much neglected. Our friends over here who are in the compact area of Sind, N.W.F.P., Baluchistan and the Punjab do not give much time or thought, it seems, to the isolated position of East Bengal which is cut off from this part of Pakistan by at least 1,500 miles and surrounded on all sides by foreign, and even at times hostile, Dominion and the Bay of Bengal. Sir, I do not know what my friend, the Honourable the Defence Minister, may have to say - it may be a State Secret - for the defence of Eastern Pakistan, but. Sir, the people should be taken into confidence so that Eastern Pakistan may not be a sort of temptation to other people for aggression or for attack. So, Sir, this part of the Budget has been really very much disappointing to us, the people of Eastern Bengal.

Then, Sir, a lot of revenue of Pakistan certainly comes from the Jute Duty, but, Sir, in the present Budget we do not find any provision whatsoever for improving the port of Chittagong, so that this item of our duty might be increased. Jetties are there – they require a lot of improvement - but I feel, Sir, that the Honorable the Finance Minister altogether forgot Chittagong and its improvement for the purpose on exporting jute and to add additional revenue to our coffers.

Then, Sir, what is the provision we find in the Budget for improving the lot of the people who grow jute. The only luxury, Sir that they enjoy is hookah. They have got no Cinema, they have no theatre; no club life; the only luxury, Sir that these poor people enjoy is the hookah which also is being taxed...

Then, there is another luxury which the poor agriculturist enjoys and that is Pan. That, Sir, is also being heavily taxed, so that the poor man's lot is really unenviable. The poor men had already been faced with difficulties in getting kerosene and the heavy taxation which has been put on kerosene adds to them...

Then again, Sir, there is no provision whatsoever for any textile mills in Eastern Pakistan. Probably the Finance Minister sitting over here, 1,500 miles away, did not gather information regarding the shortage of cloth from which the poor people of East Bengal suffer. Whatever, my friend, Khwaja Nazimuddin, may say and give his good wishes and ***dooa*** for the masses and whatever Mr. Hamidul Huq Chowdhury, the Finance Minister of East Bengal, may say for his failure or for the matter of that he may throw the blame on somebody else in supplying their quota of cloth to the villagers, people really go naked. Now, Sir, if the difficulties were there before the advent of Pakistan, if the difficulties are now increased the common people, who have got no education, and for whom there is no provision for education in the Budget, would blame Pakistan all the more if they go naked, if they have got no cloth to cover their shame and even to bury their dead. These are instances in Eastern Pakistan where dead bodies have had to be buried without cloth...

So, Sir, I think this part of the Honorable the Finance Minister's Budget is also disappointing because there is no provision for giving us additional quota of cloth by having some sort of textile mills in Eastern Pakistan.

I am glad, Sir, that the Honorable the Finance Minister has put taxes on Cigars and Cigarettes, Motor cars and Wireless sets, but, Sir, I think that he could alleniate the difficulties and sufferings of the poor masses if he had also taxed cycles and bicycles. In Bengal, Sir, we have cycles and also rickshaws, but at the same time, Sir, I would request the, Honorable the Finance Minister, if he has this in his mind - to tax cycles also-not to make it a Central Subject. At least my friends from East Bengal have lost their sales-tax..

The Honourable Mr. Liaquat Ali Khan: No, Sir, you have not lost it. You are getting everything back.

Mr. Azizuddin Ahmed: But the compensation, Sir, would be so inadequate that it is as good as robbing Peter for paying Paul! So, Sir, if the sales-tax goes, if the income-tax goes, which was already out of the Province, and if the agricultural income-tax also goes what is to be done to improve the lot of these poor people and probably the Provincial Governments will have no more item to tax...

Mr. Ghyasuddin Pathan (East Bengal: Muslim):... Sir, while offering my sincere congratulations to the Honorable the Finance Minister for his honest efforts in strengthening and re-organizing the defence side, I should like to draw his attention to certain facts: There is no doubt that Pakistan needs complete re-organisation and strengthening of its defence in the context of new circumstances. It is needless to mention that of the two parts of the State, Eastern unit of Pakistan is surrounded by foreign countries on all sides. This is a plain country with not many natural barriers except at the time of rainy seasons when water serves the purpose of obstacles in the way of invasion. We have got the largest population both in number and in density. I will be borne out by pre-British History in India that Bengalis were a martial race and did win laurels in many battle fields. It was due to a mischievous policy of the British rulers that the raising of army from amongst the Bengalis was stopped. It must be admitted that in the freedom

movement Bengal was the first amongst other Indian provinces to plunge itself into the fight and this is one of the reasons for depriving the Bengalis from their right of participating in the Army. With the achievement of independence, the old outlook of our old masters has got to be changed. Besides, during the last war no difference was made between martial and non-martial races and the recruitment covered all the provinces of India including Bengal, which has contributed to the land and air forces. So far as Navy is concerned East Bengal is proud of having a sea-faring nation which has made name centuries ago. Indian Seamen which is mainly composed of East Bengal Seamen has entered every water on the globe, rough and smooth, and have got the appreciation and admiration of foreign admirals. It is, therefore, incumbent upon the Government to provide facilities immediately to the people of East Bengal for naval training and to develop Chittagong as a Naval Training Centre. As regards recruitment in the Air Force, East Bengal has been treated in a step motherly way. There are 6 or 7 recruiting centers in West Pakistan whereas there is only one in East Pakistan. This is not certainly giving equal facilities to all citizens of Pakistan. Again, no Training Centre has been opened in East Bengal and the Boys recruited there have got to travel at least two thousand miles to receive their first training. This is not encouraging. A training centre for Air Force must therefore be opened in East Bengal without further delay and though East Bengal is a part and parcel of the Pakistan State it must be developed into a self-sufficient unit on account of the great distance between East Pakistan and West Pakistan. In all matters of development and defense, East Bengal cannot be treated as a unit of the Pakistan State in its ordinary sense, applicable to West Punjab, Sind, Frontier and Baluchistan, because all these units in the West are a compact geographical area. East Bengal, physically situated as it is, must be regarded as a separate unit and defence and development should be made equally in the Eastern and Western zone of the Pakistan State. You must make East Bengal self-sufficient in every respect...

Sir, before I close discussion on defence, I must emphasize the immediate necessity of establishing an Ordnance Factory in the Eastern zone. It is foolish to think that in time of hostilities, Western part of the State will be able to help the Eastern counterpart with sufficient arms and ammunitions. Throughout the Budget speech recognition of the urgent necessity of East Bengal's defence is lacking. I am, however, glad to find that Pakistan Government contemplates starting a number of new training-institutions like the Military Academy, Technical and Administrative School, Electrical and Mechanical Engineering Centre and School and has provided a fairly good account for setting up machineries for certain essential factories during the next year. This will certainly include ordnance and ammunition depots. I must bring it to the notice of this House that some of these institutions must be set up in East Bengal for the reasons stated above. Such a step in my opinion will be an act of foresight and political sagacity. Difficulties, excuses or platitudes may be used for depriving East Bengal of the advantages already mentioned. But such a step will be most impolitic and may give rise to a sense of frustration amongst more than half the population inhibiting the State of Pakistan. The feeling is already there and the sooner the leaders at the helm of affairs realize and remedy the same, the better for all concerned...

Mr. Mahnuid Husain (**East Bengal: Muslim**) : ... To me, Sir, there are two things which are objectionable in the method by which the Budget has been balanced. One is very fundamental. And it is this that I find in it an encroachment upon the financial autonomy of the Provinces. It is a very fundamental question and a very large question and it requires very careful thought. I cannot possibly express fully on this subject within the short time available to me. But, Sir, the kind of Pakistan that I envisage consists of autonomous units. For reasons of geography, because of linguistic difference, because of racial differences, because we are many miles apart-1,500 miles divide Eastern Pakistan from Western Pakistan-and because even within Western Pakistan there are differences which cannot be ignored and which should not be ignored, I think, Sir, our future development should be on the lines of autonomous development of provinces, complete autonomy for Provinces. That is the only manner in which we can run Pakistan. That is fundamental. I think, Sir, in the Budget this principle has not merely not been observed but there are signs of encroachment upon the financial resources of the Provinces. It really does not help us, because all you do is that you take away some money from the provinces and spend it for the Centre. It does not really solve our economic problem. Our economic problem can be solved only when we can increase our national wealth. We can raise our standard of living not by just some sort of reshuffling of the sources of income, not by taking away some money from here and giving it there. It does not solve our economic problem. My complaint is. Sir that our economic problem has not been squarely faced by the Honorable the Finance Minister. He ought to have faced these difficulties and he ought to have produced a solution. He ought to have at lease made a beginning could have been made; at least he could have given us some idea that in future this was the kind of thing he was thinking of and this was the plan by which he was trying to solve our problem.......................

The Honorable Khwaja Nazimuddin (East Bengal; Muslim) [2nd March, 1948]:... Sir, I would point out that in the State where there are provinces, it is very necessary that the people of the provinces should develop and progress equally just as in the case of a carriage drawn by a pair of horses, it is no use if we have got one strong and powerful horse and the other lean and thin, the team never works. Similarly, provinces must develop and prosper together and if we are going to have one province which is economically and financially unsound, whose people are not wealthy, it is bound to affect the position of the whole state and purely from that point of view, I would like to place certain demands, if I may say so, suggestions before the Central Government. First and foremost among these is that as far as Eastern Pakistan is concerned, we must have a fair and proper share in the Armed Forces of Pakistan. This I consider very essential and it must be remembered that so long for various reasons the people of Eastern Pakistan have been almost kept out of the Armed Forces and if you are now going to place us in a position that we have got to get only a share of the new recruits, you can realize how long it will take for us to get anything like adequate representation. The Heads of the Armed Forces who have visited Eastern Pakistan have been impressed with the material that they have seen recruited in one or two battalions of the East Bengal Regiment...

They feel that there is a great possibility of East Bengal supplying a large number of people into the Armed forces of Pakistan. But unless special steps are taken to see that they get their fair and proper share, it will be difficult to ensure adequate representation of the people of Eastern Pakistan...

In conclusion, I would like again to congratulate the Finance Minister and would again ask him to remember that we in Eastern Pakistan are suffering from great handicaps. We are far away from the seat of the Central Government and we are apt to be forgotten. We are anxious to help in every possible manner to maintain the solidarity of the Pakistan State. We are mostly poor people and that is the special feature of the Pakistan State. The Pakistan State is for the poor people. It is a people's Government now and not the government of any other kind and their demands should receive the special attention of the Central Government.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাপ্তাহিক ‘নও বেলালে’ প্রকাশিত রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত সম্পাদকীয়	সাপ্তাহিক ‘নও বেলাল’। সূত্র: ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতিঃ বদরুদ্দীন উমর। পৃষ্ঠা-৬২	৪ঠা মার্চ, ১৯৪৮

এই পত্রিকাটিতে ৪ঠা মার্চ তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদের ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব এবং তার সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের উপর ‘রাষ্ট্রভাষা’ শীর্ষক একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নের সাথে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের ও সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করে তাতে বলা হয় :

পাকিস্তান লাভ করিবার পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীদের ধারণা ছিল যে তাহাদের সংস্কৃতি, তহজিব, তমদ্দুন সকল অবস্থায়ই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের এলাকাধীন বিভিন্ন প্রদেশের অধিকাংশ বাসিন্দা মুসলমান গতিকে, তাহাদের মধ্যে মজহাবী একতা ছাড়া ভাষাগত বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের নানাবিধ পার্থক্য রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদি এক ভাষার আধিপত্যে অন্য ভাষার প্রসার সংকুচিত হয় অথবা অন্য প্রদেশের সংস্কৃতি নষ্ট হইবার সূচনা দেখা যায় তাহা হইলে যে প্রদেশের ভাষার মর্যাদার হানি হইয়াছে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের তুলনা করে পত্রিকাটি বলেন :

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের আমলেও গভর্ণমেন্টের কারেন্সী নোটেও বাংলা ভাষার স্থান ছিল। পাকিস্তান সরকার বাংলাকে তুলিয়া ফেলিয়াছেন। পাকিস্তান সরকারের মনি অর্ডারের ফরম, ডাক টিকিট, পোষ্ট কার্ড ইত্যাদিতে বাংলার স্থান নাই।

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর উক্তি সম্পর্কে নওবেলাল বলেন :

এই প্রস্তাবের প্রসঙ্গে পাকিস্তানের উজিরে আজম জনাব লিয়াকত আলী যে অসংলগ্ন কথার অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে বাস্তবিকই মর্মাহত হইতে হয়। তিনি বলিয়াছেন পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র, তাই পাকিস্তানের ভাষা হইবে মুসলিমদের ভাষা উর্দু। এই সব অপরিণামদর্শী ভাষণের আলোচনাও এক দুঃখজনক ব্যাপার। তবে এই সব ঘোষণার প্রতিক্রিয়া যে মারাত্মক হইতে পারে সে সম্বন্ধে আমরা জনাব লিয়াকত আলী খানকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

খাজা নাজিমুদ্দিনের উক্তির সমালোচনা প্রসঙ্গে এতে বলা হয়:

এই প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের জনমতের উল্লেখ করিতে যাইয়া জনাব নাজিমুদ্দিন ও তমিজুদ্দিন খান যেসব অপ্রত্যাশিত মন্তব্য করিয়াছেন তার জন্য নিশ্চয়ই তাহাদিগকে একদিন পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিকট জবাবদিহি করতে হইবে। খাজা সাহেবের পারিবারিক ভাষা উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তাহাদের সাধারণ ভাষারূপে গ্রহণ করিতে চায় এই তথ্য কোথায় আবিষ্কার করিলেন?

গণপরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় বাঙালী সদস্যদের উদ্দেশে পত্রিকাটি বলেন:

এইভাবে আপনার মাতৃভাষার মূলে যাহারা কুঠারঘাত করিতেছেন, তাহারা কি একবার ভাবিয়াও দেখেন নাই যে ভাষার ভিতর দিয়াই জাতির আশা-আকাংখা, সুখ-দুঃখ, আর্দশ প্রভৃতি রূপ পাইয়া

> থাকে। ভাষা সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ না করিলে জাতির মেরুদণ্ড গঠিত হইয়া উঠিতে পারে না। কোন এক বিশেষ প্রভাবে পড়িয়া তাঁহারা হয়ত আপনাদের অস্তিত্বের বিলোপ করিতে পারেন, তবে পূর্ব পাকিস্তানের চারি কোটি চল্লিশ লক্ষ লোক কিছুতেই তাহাদিগকে ক্ষমা করিবে না। কিছুতেই তাহারা তাহাদের মাতৃভাষা বাংলার অবমাননা সহ্য করিবে না। তাই ইতিমধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধর্মঘট করিয়াছে এবং মিছিল সহকারে সর্বত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণই নহে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে। এই গনবিক্ষোভ যখন পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিবে তখন এইসব নেতাদের আসনও টলটলায়মান হইয়া পড়িবে।

সর্বশেষে পাকিস্তানের শান্তি এবং ঐক্য বজায় রাখার আবেদন জানিয়ে সম্পাদকীয়টিতে বলা হয় :

> তাই পূর্বাহ্নেই আমরা কর্তৃপক্ষ মহলকে অনুরোধ করিতেছি যদি পাকিস্তানের সংহতি, ঐক্য ও সর্বোপরি শান্তি বজায় রাখিবার জন্য তাহাদের মনে এতটুকু আগ্রহ থাকে তাহা হইলে অনতিবিলম্বে তাহাদের কর্মের সংশোধন করুন। পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলাকে গ্রহণ করুন। তাহা না হইলে স্বভাবতঃই পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতে থাকিবে যে পূর্ব পাকিস্তানের উপর যুক্ত প্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের লোকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বাংলাকে আস্তে আস্তে তার ন্যায্য আসন হইতে সরাইয়া ফেলা হইতেছে।*

---

* এই সময় ঢাকা থেকে কোন দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হোত না। সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ‘নও বেলাল’-এর ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল ও বাংলা ভাষার পক্ষে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১ই মার্চ ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত হরতাল সম্পর্কে সরকারী বক্তব্য	পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতিঃ বদরুদ্দীন উমর। পৃষ্ঠা-৮২	১২ই মার্চ, ১৯৪৮

১১ই মার্চের এই ঘটনাবলী সম্পর্কে পূর্ববঙ্গ সরকারের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় :

বাংলাকে কেন্দ্রের সরকারী ভাষা না করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ১১ই মার্চ আহূত সাধারণ ধর্মঘটকে কার্যকর করবার জন্যে আজ ঢাকাতে কিছুসংখ্যক অন্তর্ঘাতক এবং একদল ছাত্র ধর্মঘট করার চেষ্টা করে। শহরের সমস্ত মুসলিম এলাকা এবং অধিকাংশ অমুসলিম এলাকাগুলি ধর্মঘট পালন করতে অসম্মত হয়। শুধুমাত্র কিছু কিছু হিন্দু দোকানপাট বন্ধ থাকে। শহরের এবং আদালতের কাজকর্ম সম্পুর্ণ স্বাভাবিক ছিলো। রমনা এলাকায় অবশ্য ধর্মঘটকারীরা কিছু কিছু অফিসের লোকদেরকে কাজে যোগদানে বাধা দেয়। পিকেটিং করার উদ্দেশ্যে ছাত্রদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি দল সেক্রেটারিয়েট, হাইকোর্ট এবং অন্য কতকগুলি অফিসে সম্মুখে সমবেত হয়। এদের মধ্যে অনেককে শান্তভাবে স্থান ত্যাগ করতে সম্মত করা গেলেও অন্যান্যেরা আক্রমণোদ্যত হয়ে সেখানে অবস্থিত পুলিশ ও অফিস যোগদানে ইচ্ছুক কিছুসংখ্যক লোকজনের উপর ইটপাকেল ছোড়ে এবং অন্যান্য হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ শুরু করে। এর ফলে পুলিশ লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয় এবং ৬৫ জনকে গ্রেফতার করে। এক সময় দুবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ পর্যন্ত করতে হয়। বিক্ষোভ প্রদর্শন ও পুলিশ তৎপরতার ফলে মোট চৌদ্দ ব্যক্তি আহত হন এবং তাঁদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এঁদের মধ্যে কেউই গুরুতরভাবে অথবা গুলির আঘাতে আহত হননি। খানাতল্লাসীর ফলে যে সমস্ত প্রমাণাদি এখন সরকারের হস্তগত হয়েছে তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ এবং প্রশাসনিক হতবুদ্ধিতা সৃষ্টি করে পাকিস্তানকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভায় কার্য বিবরণীর একটি অংশ	প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা	১৫ই মার্চ, ১৯৪৮

*   *   *   *

Mr. Dhirendra Nath Dutta: স্যার, Assembly-র বাইরে খুব গোলমাল চলছে, ছেলেদের উপর কোন অত্যাচার হচ্ছে কিনা আমরা জানতে চাই।

Dr. Protap Chandra Guha Roy: সভাপতি সাহেব, যদিও আমাদের adjournment motion move করতে পারি নাই তাহলেও ঐ Adjournment সম্বন্ধে আমাদের House-এর Leader কোন statement দেবেন কি?

The Hon'ble Mr. Khwaja Nazimuddin: Sir, the reason why I was delayed is that I was meeting the members of the Committee of Action. An agreement was signed between us and I have given orders for release of these people. There was an understanding that they would not come near the Assembly Chamber and the Secretariat; but I find that evidently they have come very near the Assembly Hall and are making demonstration. I have withdrawn all the police, under the agreement and they left them in front of the Assembly and the Secretariat building. I do not know what has been happening and I think nothing untoward will happen. This is the position, Sir, since they did not come on the road adjoining the Assembly, I do not think they will be molested.

Dr. Protap Chandra Guha Roy : Sir, ১১ তারিখের ঘটনা সম্বন্ধে কোন Statement দিবেন কিনা?

The Hon’ble Mr. Khwaja Nazimuddin : এ সম্বন্ধে আলোচনা Parliamentary party meeting-এ হয়ে গিয়েছে এবং তার বিবৃতি করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা ভাল মনে করি না।

Mr. Provash Chandra Lahiri : মাননীয় সভাপতি সাহেব, House-এর বাইরে যে কি হচ্ছে এবং ছাত্র demonstrator-দের উপর কোন অত্যাচার হচ্ছে কিনা সেটা একবার দেখে এলে ভাল হোত।

The Hon’ble Mr. Khwaja Nazumuddin : With your permission, Sir, I would like to make a statement about what has happened (Interruption). Please listen to me. Please listen to what I have got to say (Interruption).

Mr. Speaker: I appeal to the members to follow the procedure of the House. The Hon’ble Leader of the House will make a statement on the subject and appeal to you all to listen to him.

Mr. Monoranjan Dhar : Sir, আমি নিজে দেখে এলাম এবং প্রধান মন্ত্রীর নিজে গিয়ে দেখা উচিত যে বাইরে কি হচ্ছে। সত্যই যদি এখানে ছাত্রদের উপর পুলিশের কোন অত্যাচার হয় তা হলে সেটা বড় দুঃখের বিষয় হবে।

The Hon'ble Mr. Khwaja Nazimuddin : Sir, since this morning I have been in consultation with the Committee of Action which represent various organizations who have started this movement. As a result of our discussion certain agreements were arrived at and they were given permission to go to jail and see who were there. They came back and signed the agreement. I gave order for release of all people who have been in jails. They wanted me to withdraw all the police. I gave orders for the withdrawal of the police except in front of the Assembly and the Secretariat. I assured them and also gave orders that the police will be withdrawn. They should not come before the Assembly. They can go anywhere else they like provided they do not come before the Assembly. They can go to Ramna or any other place. I do not know what has happened. Why they are making demonstrations here? Here is a copy of the agreement. All the police have been withdrawn except in front of the Secretariat and the Assembly. I think the Committee of Action has been disowned, or what has happened I do not know. (Noise).

If you like 1 can read out the copy of the agreement.

"After discussion with the members of the Joint State Language Committee of Action it was agreed as follows:

1. All those who have been arrested in connection with the Bengali language issue from the 29·h February, 1948, will be released immediately.
2. The Hon'ble the Prime Minister will enquire into the alleged excesses by the police and issue a statement within a month.
3. In the first week of April, 1948 on a day reserved for the unofficial business of the East Bengal Legislative Assembly a special motion will be moved recommending that Bengali should also be one of the State languages and given the same status as Urdu in Pak Assembly and in Central Govt. examinations.

In today's party meeting this question will be discussed.

4. An official resolution will be moved in the Assembly in April proposing that as soon as English is replaced it will be by Bengali as the official language of the province, and the medium of instruction will be in Bengali but in schools and colleges the mother tongue of the majority of the students will have preference.
5. No victimization of anyone who has taken part in this movement.
6. The ban on papers will be withdrawn.
7. Wherever section 144 has been imposed in East Bengal in connection with the language question with effect from the 29th of February will be withdrawn.
8. After discussion with the Committee of Action, I am satisfied that this movement was not inspired by the enemies of the State."

Dr. A.M. Malik : মাননীয় সভাপতি সাহেব, আমাদের House-এর Leader এখন যে বল্লেন সব জায়গা হতে Police তুলে নেওয়া হয়েছে কিন্তু আমি দেখে এলাম Police তুলে নিয়ে Military বসান হয়েছে।

Mr. Abu Taiyab Mazharul Haque : স্যার, আপনি নিজে গিয়ে দেখুন।

The Hon'ble Mr. Khwaja Nazimuddin : এখানে Military প্রথম থেকে বসান ছিল। The military was posted here from the beginning and the police have been withdrawn from other parts. They were all over Ramna, but from all those places the police have been withdrawn and no arrests have been made, nobody is being interfered with. The arrangement was that they would not come before the Assembly or go to the Secretariat, but they could go anywhere else they liked. (Great uproar in the House).

Mr. Mafizuddin Ahmed: Sir, ১১ তারিখে যে সমস্ত ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কি?

Mr. Abdul Momin: একজনে বললে ভাল হয়।

Mr. Shamsuddin Ahmed: Sir, আমরা যখন আসি তখন বহু জায়গায় পুলিশ দেখেছি। কি agreement হয়েছে আমি তা জানি না। যাই হউক তিনি যে agreement-টা পড়লেন ওটা বহু গণ্ডগোলের ব্যাপার, তিনি যদি ব্যাপারটা নিজে গিয়ে একবার দেখে আসেন তা হলে ভাল হয়।

Mr. Muhammad Ali: Sir, fresh developments must have arisen by this time It seems the demonstrators want to come to this place because this is the only forum where the representatives of the people ventilate their grievances. Therefore the matter should be taken in session of the House. I do not suggest that the Premier should personally present and see that what their grievances are. It is better that you, Sir, your representative should find out what the demonstrators want and what their grievances are, so that we may understand what is the position, and how far it possible to redress their grievances.

Mr. Masihuddin Ahmed : সভাপতি সাহেব, আমি এই House-কে একটা সংবাদ দিচ্ছি, আপনারা জানেন যে একটা agreement স্বাক্ষরিত হয়েছিল কিন্তু এখনই শুনতে পেলাম যে Mr. Gafur ইউনিভারসিটি প্রাঙ্গণে ঢুকে সেখানে মহিলা ছাত্রীদের উপর tear gas open করেছে, তার ফলে যে agreement হয়েছিল তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তারই জন্যে বাহিরে demonstration হচ্ছে, আমি আশা করি Leader of the House বাহিরে গেলে সব বুঝতে পারবেন। মিঃ গফুর এই situation create করেছে।

* * * * * *

Mrs. Anwara Khatun : Sir, আমার একটা বক্তব্য আছে।

Mr. A. K. Fazlul Huq : On a point of order. Sir, I suggest that the Leader of the House should go out and see what is happening outside. Unless that is done we will not allow the proceedings of the house to go on. Our feelings cannot be trampled like this. This is not ছেলে খেলা। The Leader of the House must go outside just now. He must go, must go, must go.

Anwara Khatun: Sir, আমার একটা বক্তব্য আছে।

Mr. Speaker : Mr. Fazlul Huq, I am very sorry to say that what you have spoken was not on any point of order. As an old parliamentarian, you should know what a point of order is and what not a point of order is. The Leader of the House made a statement in connection with the language question. After this I cannot ask him to take any action in the matter. He is quite aware of his duties. If you so like you can request him to take further action in the matter outside the house.

Mr. Dhirendra Nath Dutta: Mr. Speaker, Sir, Mrs. Anwara Khatun কিছু বলতে চাচ্ছেন।

Mrs. Anwara Khatun : স্যার, গত ১১ই মার্চ তারিখে যা হয়েছে, তা হয়েছে। আজ পুলিশ মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছে, গলা টিপে মেরেছে, তার প্রতিকার চাই। ঐ সমস্ত চোরামি এখানে চলবে না। আমরা চাই Chief Minister সেখানে গিয়ে দেখে আসুন।

* * * * *

Mr. Shamsuddin Ahmed : Sir, মেয়েদের গায়ে পুলিশ হাত তুলেছে। আমরা এর প্রতিকার চাই। এই মুহূর্তে সকলের resign করা উচিত।

Mr. Speaker: The House stands adjourned still 4.55 P.M.

* * * * *

After Adjournment

Mr. Mohammad Ali: Sir, I made a suggestion that you should take up the matter in your own hand as the demonstration is going on in front of the Assembly. Sir, this is the House of the representatives of the masses and when some people are demonstrating in front of us, we would like to know what are their grievances and how they can be redressed. You are the best person to take up the matter in your own hand by holding a conference in your Chamber with some of the members of the House and some representatives of the demonstrators. And then we would be in a position to know what are their grievances and whether it is within the competece of the House to redress them. I would, Sir, like to know what you propose to do with my suggestion.

Mr. Muhammad Rukunuddin : Mr. Speaker, Sir, ছেলেরা আমাদের প্রাণ; ছেলেদের শান্তি আমাদের শান্তি; তাদের অশান্তি আমাদের অশান্তি, গত ২/৩ দিন যাবৎ যা চলছে এবং আজও যা চলছে তা নিতান্তই অপ্রীতিকর। একটা compromise হওয়ায় আমরা আনন্দিত ও নিশ্চিত হয়েছিলাম। কিন্তু সে compromise ভঙ্গ হয়েছে। আমাদের দেখা দরকার কি জন্য কাদের উস্কানিতে এমন একটা সুন্দর compromise ভঙ্গ হল, একটা enquiry হওয়া উচিত এবং যারা এর জন্য দায়ী তাহাদের উপযুক্ত বিচার হওয়া উচিত।

* * * * *

Point of Information Regarding Language Question (17th March, 1948).

Maulana Abdul Hamid Khan : জনাব সদর সাহেব, এখানে যাঁরা সদস্য আছেন তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে এটা বাংলা ভাষাভাষীদের দেশ, এই Assembly-র যিনি সদর তিনিও নিশ্চয়ই বাংলাতেই বলবেন। আপনি কি বলেন আমরা তা' কিছুই বুঝিতে পারি না, আপনি যা বলেন তার সহিত সদস্যদের discussion-এর কোন সংস্রব থাকতে পারে না। আপনি যদি বাংলায় Ruling না দেন তা হলে আমরা আপনার আলোচনার শরীক হ'ব কি করে, আমি আশা করি আপনি ruling দিবেন যেন সবাই বাংলাতে বলেন এবং আপনিও বাংলাতে ruling দিবেন।

Mr. Speaker : মাননীয় মেম্বর যা বলছেন সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে এখন পর্যন্ত এই Assembly-তে ঠিক হয় নাই যে কোন ভাষায় এই Assembly-র কাজ হবে, তা নির্ভর করে এই Assembly-র সদস্যদের সিদ্ধান্তের উপর। এখনও এই রূপ কোন সিদ্ধান্ত এই Assembly-তে হয় নাই, যে পর্যন্ত এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত না হয় সে পর্যন্ত যিনি যে ভাষা জানেন তিনি সেই ভাষায় বলবেন, এটা Ruling-এর বিষয় নয়।

Moulana Abdul Hamid Khan : আপনি কোন ভাষায় বলবেন? সদর সাহেব, আমি আশা করি ইংরেজী বর্জ্জন করে বাংলা ভাষাতেই যাতে সকলে বলেন তার ব্যবস্থা করবেন।

* * * * *

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভায় বাজেটের ওপর বিতর্কে মওলানা ভাসানীর বক্তব্য	প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা	১৯ই মার্চ, ১৯৪৮

Maulana Abdul Hamid Khan : জনাব সদর সাহেব, দীর্ঘদিন যাবৎ সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ গভর্ণমেন্টের শাসন ও শোষণ হ'তে মুক্তি লাভ করে পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণ আশা করেছিল যে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করবে, স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবে, তাদের হারান গৌরব ফিরে পাবে, তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নতি লাভে সক্ষম হবে কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, বড় আফসোসের বিষয় যে এই হাউসে জনাব অর্থসচিব যে বাজেট পেশ করেছেন তা তিনি জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে করেননি। গভর্ণর জেনারেলের মনোনীত মেম্বর হিসাবে করেছেন। স্বাধীন দেশে, 'স্বাধীন পাকিস্তানে স্পেশাল পাওয়ারের মন্ত্রী দ্বারা বাজেট পেশ হবে তা আমরা কখনও আশা করিনি। জনসাধারণের মনের কথা, মনের দুঃখ ও বেদনা বুঝবার তাঁর শাক্তি নাই কারণ জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর আদৌ কোন সংশ্রব নাই। তিনি গভর্ণর জেনারেলের প্রেরিত প্রতিনিধি। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর মনের কোন মিল নাই। বিংশ শতাব্দীর এই গণতান্ত্রিক যুগে এই স্বাধীন দেশে গভর্ণর জেনারেল স্পেশাল পাওয়ার ব্যবহার করবেন এটা আমাদের ধারণার অতীত।

তারপর তিনি যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে আমলাতান্ত্রিক ভোগবিলাসের জন্য সব কিছুই করেছেন। কিন্তু দেশের মেরুদণ্ড কৃষক মজুর যারা দিবারাত্র হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে রাজস্ব যোগায়, তাদের জন্য কিছুই করেন নাই। শতকরা ৪ জন লোক শহরে বাস করে তাদের পানীয় জলের জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন কিন্তু ৪ কোটি ৬০ লক্ষ গ্রামবাসীদের পানীয় জলের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নাই। যুক্তবঙ্গে ১৯৪৩-৪৪ সালে পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল ৩ কোটি ২ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা আর আমাদের মাননীয় অর্থ সচিব যে বাজেট উপস্থিত করেছেন তাতে কেবল পূর্ব্ব পাকিস্তানের জন্য পুলিশের খাতে ব্যয় বরাদ্দ করেছেন ৩,০৩,৭৭,০০০ টাকা।

পূর্ব্ব পাকিস্তান যারা হাসিল করেছে তাদের উপরই ইহা রক্ষা করার দায়িত্ব। পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তা করতে বদ্ধপরিকর। পূর্ব্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যারা শত্রুতা করে ইহাকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করবে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের আবালবৃদ্ধবণিতা কৃষক, মজুর, সকলে সংগবদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়বে এবং পাকিস্তানকে রক্ষা করবে। পুলিশের ব্যয় বৃদ্ধি করে স্বাধীন পাকিস্তানকে রক্ষা করার চেষ্টা অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়।

দেশের শিল্প, কৃষি, নৈতিক চরিত্র ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতি নির্ভর করে শিক্ষার উপর। কিন্তু সেই শিক্ষার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র দুই কোটি কয়েক লক্ষ টাকা। আমি আশা করি মাননীয় অর্থ সচিব সাহেব পুলিশের ব্যয় সঙ্কোচ করে শিক্ষার খাতে যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ করবেন এবং এই বাজেট রহিত করে নূতন আকারে আনয়ন করবেন।

মাননীয় অর্থ সচিব সাহেব সেদিন বলেছেন যে জমিদারী প্রথা তাড়াতাড়ি উচ্ছেদ করলে এক কোটি লোক মারা যাবে বা তাদের জীবন বিপন্ন হবে। তাঁর ফিগার বুঝতে পারলাম না। পূবর্ব বাংলার মোট ৪ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ কৃষিজীবী। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করলে ১ কোটি লোক কি করে মারা যায়? এটা তিনি কি করে আবিষ্কার করলেন? গরীব কৃষকদের উপর জুট লাইসেন্স ফী বাবদ ২০ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। কিন্তু আপনারা জেনে অবাক হবে যে এই প্রদেশে জমিদারদের কাছে ২ কোটি টাকা সেস্ বাকি আছে। এক ময়মনসিংহ জেলায় ২৬ লক্ষ টাকা সেস্ বাকি। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সমস্ত দিন ঘুমান আর সন্ধার সময় গিয়ে দস্তখত করেন। এই বাকি সেস্ আদায়ের কোন ব্যবস্থা করছেন না। যে সমস্ত গরীব কৃষক কৃষিঋণ

নিয়েছে এবং শোধ করতে পারছে না, মাননীয় অর্থ সচিব সার্টিফিকেট দ্বারা তাদের বাড়ীঘর নীলাম এবং জোতজমি ক্রোক করে উক্ত ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু প্রবল প্রতাবশালী জমিদারদের হাতে কড়া লাগিয়ে ২ কোটি টাকা বাকি সেস আদায়ের ব্যবস্থা করতে পারেননি। এই হাউসে অনেক মিনিষ্টারের কাছেও লক্ষ লক্ষ টাকা সেস্ বাকি পড়ে আছে। স্বয়ং অর্থ সচিব মাননীয় হামিদুল হক সাহেবেরও হয়ত সেস বাকী আছে। (হাস্য...)। যদি মন্ত্রীরা গরীব কৃষকদের মেরে মন্ত্রীত্ব করতে চান তাহলে তাহারা আর বেশী দিন মন্ত্রীত্ব করতে পারবেন না।

The Hon'ble Mr. Hamidul Huq Chowdhury : Mr. Speaker, Sir, will you ask the honorable member to take personal responsibility for the statement he has made that a large amount of cess remains in arrear so far as I am concerned?

(At this stage there was uproar in the House).

Moulana Abdul Hamid Khan: যদি মরণাপন্ন কৃষকদের প্রতি এই ব্যবস্থা করা হয় তাহলে মন্ত্রীমণ্ডলীর সোনার চেয়ার ধ্বংস হবে। কৃষকদের উপর অত্যাচার করে মন্ত্রিত্ব করার অধিকার কারো নাই। আজ আর বৃটিশ শাসন নাই। আজাদ পাকিস্তানে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার। প্রত্যেক মানুষ চায় খাওয়া-পরা, রোগ ঔষধ, থাকার ঘর, চলাচলের রাস্তা, ও লেখাপড়ার সুব্যবস্থা এবং এগুলি তাদের সঙ্গত দাবী। আমি আশা করি মন্ত্রীমণ্ডলী জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে জনপ্রিয়তা লাভ করবেন।

Co-operative Department-এর ঋণদান সমিতি সুদের টাকা আদায় করতে কি অত্যাচার না করে? এই Department একটি Bogus Department। গভর্ণমেন্টের কত টাকা খরচ হচ্ছে কিন্তু বাস্তবিক কোন কাজ হচ্ছে না। এর চেয়ে Trade Society করে Share বিক্রি করে গ্রামে গ্রামে Industry গড়ে তুলবার ব্যবস্থা করলে অনেক ভাল হত।

বিনা বেতনে Civil Supply Department এ Superintendent-এর পদ পেলেও অনেকে দরখাস্ত করবে। আমি দেখেছি Civil Supply Department-এর ২০০ টাকার কর্মচারীর ঘরে Silk মশারী এবং দরজা জানালায় Silk-এর পর্দা। এরাই এই পাক পাকিস্তানকে নাপাকের Depot-তে পরিণত করেছে। এটা বড়ই আফসোসের কথা। এই নাপাকের Depot উচ্ছেদ করতে হবে। Civil Supply Deptt. দুর্নীতিপূর্ণ Department। এই Department-কে উচ্ছেদ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই house-এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। Muslim League-এর নির্দেশ অনুযায়ী দেশের জনসাধারণ লীগ মনোনীত কলা গাছকেও ভোট দিয়েছে। মুসলিম লীগ প্রার্থী ১ নয় ২ নয় শতকরা ৯৮টি আসন দখল করেছে। জনসাধারণ আপনাদের মুখপানে চেয়ে আছে-জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হবে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হবে, দূনীতিপূর্ণ কন্ট্রোল প্রথা উঠে যাবে।

এই পাকিস্তানে লক্ষ লক্ষ টাকার মদ বিক্রি হচ্ছে। মদ বিক্রি করে, হারাম বিক্রির রাজস্ব দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিচালনা হতে পারে না। মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ছাড়া পাকিস্তানের উন্নতি হতে পারে না। আপনারা জানেন বহু টাকা ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও আসাম গভর্ণমেন্ট মদ বিক্রি তুলে দিয়েছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আলহাজ, আশা করি পাকিস্তানে নাপাক ডিপো, মদ-গাজার দোকান, বেশ্যাবৃত্তি এবং দুনীর্তিপূর্ণ Control ব্যবস্থা রাখবেন না। পাকিস্তানে পাক মানুষ বাস করবে। পাক Department থাকবে। মেম্বরদের জন্য ১০ লক্ষ কয়েক হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে কিন্তু প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণ আজ ৮ মাস যাবৎ সামান্য ১৫ টাকা বেতনও পাচ্ছেন না। অথচ মন্ত্রীদের বেতন ঠিক মাস মাস আদায় হচ্ছে।

Mr. Speaker: আপনার সময় হয়েছে, আপনি বসুন।

Maulana Abdul Hamid Khan: দুটি কথা। প্রাদেশিক গর্ভণমেন্ট এই যে sales-tax Central গভর্ণমেন্টের সঙ্গে চুক্তি করে Central Government-Subject করে দিয়ে আসলেন এবং তাদের কাছ হতে মাত্র ১ কোটী টাকা নিবেন বলে স্বীকৃত হলেন, এটা মন্ত্রীমণ্ডলী কোন স্বাধীনতার বলে করলেন? Assembly-র member-দের সঙ্গে পরামর্শ না করে তাঁরা নিজেরা মোড়লী করলেন কোন অধিকারে? আমরা কি Central Government-এর গোলাম? বৃটিশ গভর্ণমেন্টের গোলামী করি নাই। ন্যায়সঙ্গত অধিকারের জন্য চিরকাল লড়াই করেছি, আজও করব। আমরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে পাট উৎপাদন করব অথচ Jute Tax, এমন কি Railway Tax, Income Tax, Sales Tax নিয়ে যাবে Central Govt. এই সব tax-এর শতকরা ৭৫ ভাগ প্রদেশের জন্য রেখে বাকি অংশ Central Govt. কে দেওয়া হোক। এই বাজেটে মোহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলী যাঁরা আজাদীর জন্য প্রাণ দিয়েছেন এবং কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যিনি পাকিস্তানের জন্য সমস্ত জীবন উৎসগ করেছেন তাদের memorial-এর জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। এই দিকে আমি গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১ই মার্চের ধর্মঘট সম্পর্কে ‘‘নও বেলালের’’ প্রতিনিধির বক্তব্য	পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতিঃ বদরুদ্দিন উমর। পৃষ্ঠা-৮৩	২৫শে মার্চ, ১৯৪৮

১১ই মার্চ কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক অমুসলমানদের দোকান বন্ধ ছিলো এবং ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও পাকিস্তানকে খর্ব করা, এই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রেস বিজ্ঞপ্তিটিতে সমগ্র আন্দোলনের একটা সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা সহজেই লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক ‘নও বেলালের’ ঢাকাস্থ প্রতিনিধি প্রেরিত একটি চিঠিতে বলা হয়ঃ

> ১১ই মার্চের এত বড় ঘটনার পর পূর্ববঙ্গ সরকার যে প্রেসনোট বাহির করেন তাহা পড়িলেই বুঝা যায় প্রকৃত সংবাদকে ব্ল্যাক আউট করার জন্য সরকার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রেসনোটে বলা হয় মাত্র কতিপয় বিভেদ সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রের দুশমন এই ধর্মঘটে যোগ দিয়াছিল। শহরের সমগ্র মুসলিম এলাকা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করিতে অস্বীকার করে অর্থাৎ সরকারের মতে মুষ্টিমেয় কম্যুনিষ্ট এবং কতিপয় হিন্দু ধর্মঘটে অংশ নিয়াছিল। অথচ কে না জানে ধর্মঘটকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য ঢাকার প্রত্যেকটি মুসলমান ছাত্র পুলিশের গুলি ব্যায়নেট ও লাঠির সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছিল। অথচ সরকারের মতে মুসলমানরা এই আন্দোলনে যোগ দেয় নাই। প্রচারণার কি অপূর্ব্ব নমুনা!

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও নাজিম উদ্দীনের মধ্যে স্বাক্ষরিত ভাষা ও রাজনৈতিক সুযোগ প্রদান সংক্রান্ত চুক্তি	পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতিঃ বদরুদ্দিন উমর। পৃষ্ঠা-৯০	১৫শে মার্চ, ১৯৪৮

সর্বসম্মত চুক্তিটির বিবরণ নিমণরূপঃ

১। ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮, হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা হইবে।

২। পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন।

৩। ১৯৪৮-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী আলোচনার জন্য যেদিন নির্ধারিত হইয়াছে সেইদিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষা দিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্যে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪। এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজী উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারী ভাষা রূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল-কলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দান করা হইবে।

৫। আন্দোলনে যাঁহারা অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৬। সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

৭। ২৯ শে ফেব্রুয়ারী হইতে পূর্ব বাংলার যে সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে সেখান হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

৮। সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতীয় সংহতি সম্পর্কে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বক্তব্য	কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ : স্পিচেস এ্যাজ গভর্ণর জেনারেল অব পাকিস্তান- ১৯৪৭-১৯৪৮ পৃষ্ঠা-৮২	২১শে মার্চ, ১৯৪৮

NATIONAL CONSOLIDATION

Speech at a public meeting
attended by over three lakhs of people at Dacca
on March 21,1948

Assalam-o-Alaikum! Assalam-o-AIaikum!! Assalam-o-Alaikum !!!

I am grateful to the people of this Province and, through you, Mr. Chairman of the Reception Committee, to the people of Dacca, for the great welcome that they have accorded to me. I need hardly say that it gives me the greatest pleasure to visit East Bengal. East Bengal is the most important component of Pakistan, inhibited as it is by the largest single bloc of Muslims in the world. I have been anxious to pay this Province an early visit, but unfortunately, other matters, of greater importance had so far prevented me from doing so.

About some of these important matters you doubtless know. You know, for instance, of the cataclysm that shook the Punjab immediately after Partition, and of the millions of Muslims who in consequence were uprooted from their homes in East Punjab, Delhi and neighboring districts and had to be protected, sheltered and fed pending rehabilitation in Western Pakistan. Never throughout history was a new State called upon to face such tremendous problems. Never throughout history has a new State handled them with such competence and courage. Our enemies had hoped to kill Pakistan at its inception. Pakistan has. on the contrary, arisen triumphant and stronger than ever. It has come to stay, and play its great role for which it is destined.

In your address of welcome you have stressed the importance of developing, the great agricultural and industrial resources of this province, of providing facilities for the training of the young men and women of this province for entering the Armed Forces of Pakistan, of the development of the port of Chittagong and of communications between this province and other parts of Pakistan, of development of educational facilities and finally you have stressed the importance of ensuring that the citizens of Eastern Pakistan get the due and legitimates share in all spheres of Government activity. Let me at once assure you that my Government attaches the greatest importance to these matters and is anxiously and constantly engaged in ensuring that Eastern Pakistan attains its full stature with the maximum of speed. Of the martial progress of the people of this province, history provides ample evidence and, as you are aware, Government have already taken energetic steps to provide facilities for the training of the youth of this province both in

the regular Armed Forces and as volunteers in the Pakistan National Guards. You may rest assured that the fullest provision shall be made for enabling the youth of this province to play its part in the defence of this State.

Let me now turn to some general matters concerning this province. In doing so, let me first congratulate you, the people of this Province and your Government, over the manner in which you have conducted yourselves during these seven months of trials and tribulations. Your Government and loyal, hardworking officials deserve to be congratulated on the speed and efficiency with which it succeeded in building up an ordered administration out of the chaos and confusion which prevailed immediately after Partition. On the 15th August, the Provincial Government in Dacca was a fugitive in its own home. It was faced with the immediate problem of finding accommodation for thousands of Government personnel in what was, after all, before Partition only a small mofussil town. Hardly had Government got to grips with administrative problems thus created when some seventy thousand Railways and other personnel and their families suddenly arrived in this Province, driven out of India partly by panic owing to the disturbances immediately following the Partition. There were further, owing to the wholesale departure of Hindu personnel, great gaps left in the administrative machinery and the entire transport and communication system had been disorganized. The immediate task that faced the Government, therefore, was hurriedly to regroup its forces and reorganise its administrative machine in order to avert an imminent administrative collapse.

This the Government did with extraordinary speed and efficiency. The administration continued to function unhampered, and the life of the community continued undisturbed. Not only was the administration speedily reorganized but the great administrative shortages were quickly made good, so that an impending famine was averted, and what is equally important, peace was maintained throughout the province. In this latter respect, much credit is due also to the people of this province, in particular to the members of the majority community, who showed exemplary calm and determination to maintain peace despite the great provocation afforded by the massacre and oppression of the Muslims in the Indian Dominion in the months immediately after Partition. Despite those horrible happenings, some forty thousand processions were taken out by the Hindu community during the last Puja in this province without a single instance of the breach of peace, and without any molestation from the Muslims of this province.

Any impartial observer will agree with me that throughout these troubles the minorities were looked after and protected in Pakistan better than anywhere else in India. You will agree that Pakistan was able to keep peace and maintain law and order; and let me tell you that the minorities not only here in Dacca but throughout Pakistan are more secure, more safe than anywhere else. We have made it clear that the Pakistan Government will not allow peace to be disturbed; Pakistan will maintain law and order at any cost; it will not allow any kind of mob rule. It is necessary to draw attention to these facts, namely, the building up of an orderly administration, the averting of an imminent famine and the maintenance of the supply of food to some forty million people in this

province at a time of overall food shortage and serious administrative difficulties, and the maintenance of peace, because there is a tendency to ignore these achievements of the Government and to take these things for granted.

It is always easy to criticize; it is always easy to go on fault-finding, but people forget the things that are being done and are going to be done for them, and generally they take those for granted without even realizing as to what trials, tribulations, difficulties and dangers we had to face at the birth of Pakistan. I do not think that your administration is perfect, far from it; I do not say that there is no room for improvement; I do not say that honest criticism from true Pakistanis is unwelcome. It is always welcome. But when I find in some quarters nothing but complaint, faultfinding and not a word of recognition as to the work that has been done either by your Government or by those loyal officials and officers who have been working for you day and night, it naturally pains me. Therefore, at least say some good word for the good that is done, and then complain and criticize. In a large administration, it is obvious that mistakes must be made not expect that it should be faultless; no country in the world can be so. But our ambition and our desire is that it should be as little defective as possible. Our desire is to make it more efficient, more beneficial, more smooth working. For what? What has the Government got for its aim? The Government can only have for its aim one objective - how to serve the people, how to devise ways and means of their welfare, for their betterment. What other object can the Government have and, remember, now it is your hands to put the Government in power or remove the Government from power; but you must not do it by mob methods. You have the power; you must learn the art to use it; you must try and understand the machinery. Constitutionally, it is your hands to upset one Government and put another Government in power if you are dissatisfied to such an extent.

Therefore, the whole thing is in your hands, but I advise you strongly to have patience and to support the men, who are at the helm of your Government, sympathize with them, try and understand their troubles and their difficulties just as they should try and understand your grievances and complaints and sufferings. It is by that co-operation and that good spirit and goodwill that you will be able not only to preserve Pakistan which we have achieved but also make it a great State in the world. Are you now, after having achieved Pakistan, going to destroy it by your own folly? Do you want to build it up? Well then for that purpose there is one essential condition, and it is this - complete unity and solidarity amongst ourselves.

But I want to tell you that in our midst there are people financed by foreign agencies who are intent on creating disruption. Their object is to disrupt and sabotage Pakistan. I want you to be on your guard; I want you to be vigilant and not to be taken in by attractive slogans and catchwords. They say that the Pakistan Government and the East Bengal Government are out to destroy your language. A bigger falsehood was never uttered by a man. Quite frankly and openly I must tell you that you have got amongst you a few communists and other agents financed by foreign help and if you are not careful, you will be disrupted. The idea that East Bengal should be brought back into the Indian Union is not given up, and it is their aim yet, and I am confident - I am not afraid, but it is better to be vigilant - that those people who still dream of getting back East Bengal into the Indian Union are living in a dream-land.

I am told that there has been some exodus of the Hindu community from this province. I have seen the magnitude of this exodus put at the fantastic figure often lakhs in the India Press. Official estimates would not put the figure beyond two lakhs at the utmost. In any case, 1 am satisfied that such exodus as has taken place has been the result not of any ill-treatment of the minority communities. On the other hand, the minority communities have enjoyed, and rightly so, greater freedom, and have been shown greater solicitude for their welfare than the minorities in any part of the Indian Dominion.

The causes of this exodus are to be found rather in the loose talk by some war-mongering leaders in the Indian Dominion of the inevitability of war between Pakistan and India; in the ill-treatment of the minorities in some of the Indian provinces and the fear among the minorities of the likely repercussions of that ill-treatment here, and in the open encouragement to Hindus to leave this province being sedulously given by a section of the Indian Press, producing imaginary accounts of what it calls the plight of the minorities in Pakistan, and by the Hindu Mahasabha. All this propaganda and accusations about the ill-treatment of the minorities stand belied by the fact that over twelve million non-Muslims continue to live in this province in peace and have refused to migrate from here.

Let me take this opportunity of repeating what I have already said: we shall treat the minorities in Pakistan fairly and justly. Their lives and property in Pakistan are far more secured and protected than in India and we shall maintain peace, law and order and protect and safeguard fully every citizen of Pakistan without distinction of caste, creed or community.

So far so good. Let me now turn to some of the less satisfactory features of the conditions in this province. There is a certain feeling, I am told, in some parts of this province, against non-Bengali Muslims. There has also lately been a certain amount of excitement over the question whether Bengali or Urdu shall be the State language of this province and of Pakistan. In this latter connection, I hear that some discreditable attempts have been made by political opportunists to make a tool of the student community in Dacca to embarrass the administration.

My young friends, students who are present here, let me tell you as one who has always had love and affection for you, who has served you for ten years faithfully and loyally, let me give you this word of warning: you will be making the greatest mistake if you allow yourself to be exploited by one political party or other. Remember, there has been a revolutionary change. It is our own Government. We are a free, independent and sovereign State. Let us behave and regulate our affairs as free men: we are not suppressed and oppressed under the regime of a foreign domination; we have broken those chains, we have thrown off those shackles. My young friends, I look forward to you as the real makers of Pakistan do not be exploited and do not be misled. Create amongst yourselves complete unity and solidarity. Set an example of what youth can do. Your main occupation should be-in fairness to yourself, in fairness to your parents, in fairness to the State - to devote your attention to your studies. If you fritter away your energies now,

you will always regret. After you leave the portals of your universities and colleges then you can play your part freely and help yourself and the State. Let me warn you in the clearest terms of the dangers that still face Pakistan and your province in particular as I have done already. Having failed to prevent the establishment of Pakistan, thwarted and frustrated by their failure, the enemies of Pakistan have now turned their attention to disrupt the State by creating a split amongst the Muslims of Pakistan. These attempts have taken the shape principally of encouraging provincialism.

As long as you do not throw off this poison in our body politic, you will never be able to weld yourself, mould yourself, galvanize yourself into a real true nation. What we want is not to talk about Bengali, Punjabi, Sindhi, Baluchi, Pathan and so on. They are of course units. But I ask you: have you forgotten the lesson that was taught to us thirteen hundred years ago? If I may point out, you are all outsiders here. Who were the original inhabitants of Bengal - not those who are now living? So what is the use of saying "we are Bengalis, or Sindhis, or Pathans, or Punjabis". Now we are Muslims.

Islam has taught us this, and I think you will agree with me that whatever else you may be and whatever you are, you are a Muslim. You belong to a Nation now; you have now carved out a territory, vast territory, it is all yours; it does not belong to a Punjabi or a Sindhi, or a Pathan, or a Bengali; it is yours. You have your Central Government where several units are represented. Therefore, if you want to build up yourself into a Nation, for God's sake give up this provincialism. Provincialism has been one of the curses; and so is sectionalism - Shia, Sunni, etc.

It was no concern of our predecessor Government; it was no concern of theirs to worry about it; they were here to carry on the administration, maintain law and order and to carryon their trade and exploit India as much as they could. But now we are in a different position altogether. Now I give you an example. Take America. When it threw off British rule and declared itself independent, how many nations were there? It had many races: Spaniards, French, Germans, Italians, English, Dutch and many more. Well, there they were. They had many difficulties. But mind you, their nations were actually in existence and they were great nations; whereas you had nothing. You have got Pakistan only now. But there a Frenchman could say 'I am a Frenchman and belong to a great nation', and so on. But what happened? They understood and they realized their difficulties because they had sense, and within a very short time they solved their problems and destroyed all this sectionalism and they were able to speak not as a German or a Frenchman or an Englishman or a Spaniard, but as Americans. They spoke in this spirit: I am an American' and 'we are Americans'. And so you should think, live and act in terms that your country is Pakistan and you are a Pakistani.

Now I ask you to get rid of this provincialism, because as long as you allow this poison to remain in the body politic of Pakistan, believe me, you will never be a strong nation, and you will never be able to achieve what I wish we could achieve. Please do not think that I do not appreciate the position. Very often it becomes a vicious circle. When you speak to a Bengali, he says: 'Yes you are right but the Punjabi is so arrogant'; when you speak to the Punjabi or non-Bengali, he says 'Yes, but these people do not want us

here, they want to get us out'. Now this is a vicious circle, and I do not think anybody can solve this Chinese puzzle. The question is, who is going to be more sensible, more practical, more states man-like and will be rendering the greatest service to Pakistan? So make up your mind and from today put an end to this sectionalism.

About language, as I have already said, this is in order to create disruption amongst the Mussalmans. Your Prime Minister has rightly pointed this out in a recent statement and I am glad that his Government have decided to put down firmly any attempt to disturb the peace of this province by political saboteurs or their agents. Whether Bengali shall be the official language of this province is a matter for the elected representatives of the people of this province to decide. I have no doubt that this question shall be decided solely in accordance with the wishes of the inhabitants of this province at the appropriate time.

Let me tell you in the clearest language that there is no truth that your normal life is going to be touched or disturbed so far as your Bengali language is concerned. But ultimately it is for you, the people of this province, to decide what shall be the language of your province. But let me make it very clear to you that the State Language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. Anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. Without one State Language, no Nation can remain tied up solidly together and function. Look at the history of other countries. Therefore, so far as the State Language is concerned, Pakistan's language shall be Urdu.' But, as I have said, it will come in time.

I tell you once again, do not fall into the trap of those who are the enemies of Pakistan. Unfortunately, you have fifth-columnists - and I am sorry to say they are Muslims-who are financed by outsiders. But they are making a great mistake. We are not going to tolerate sabotage anymore; we are not going to tolerate the enemies of Pakistan; we are not going to tolerate quislings and fifth-columnists in our State, and if this is not stopped, I am confident that your Government and the Pakistan Government will take the strongest measures and deal with them ruthlessly, because they are a poison. I can quite understand differences of views. Very often it is said, "why cannot we have this party or that party"? Now let me tell you, and I hope you will agree with me; that we have as a result of unceasing effort and struggle ultimately achieved Pakistan after ten years. It is the Muslim League which has done it. There were of course many Mussalmans who were indifferent; some were afraid, because they had vested interests and they thought they might lose; some sold themselves to the enemy and worked against us, but we struggled and we fought and by the grace of God and with His help we have established Pakistan which has stunned the world.

Now this is a sacred trust in your hands, i.e., the Muslim League. Is this sacred trust to be guarded by us as the real custodians of the welfare of our country and our people, or not? Arc mushroom parties led by men of doubtful past to be started to destroy what we have achieved or capture what we have secured? I ask you one question. Do you believe in Pakistan? (Cries of yes, yes). Are you happy that you have achieved Pakistan? (Cries

of yes, yes). Do you want East Bengal or any part of Pakistan to go into the Indian Union? (No, no). Well, if you are going to serve Pakistan, if you are going to build up Pakistan, if you are going to reconstruct Pakistan, then I say that the honest course open to every Mussalman is to join the Muslim League Party and serve Pakistan to the best of his ability. Any other mushroom parties that are started at present will be looked upon with suspicion because of their past, not that we have any feeling of malice, ill-will, or revenge. Honest change is welcome, but the present emergency requires that every Mussalman should come under the banner of the Muslim League, which is the true custodian of Pakistan, and build it up and make it a great State before we think of parties amongst ourselves which may be formed later on sound and healthy lines.

Just one thing more. Do not feel isolated. Many people have spoken to me that East Bengal feels isolated from the rest of Pakistan. No doubt there is a great distance separating the East from the West Pakistan; no doubt there are difficulties, but I tell you that we fully know and realize the importance of Dacca and East Bengal. I have only come here for a week or ten days this time, but in order to discharge my duty as the Head of the State I may have to come here and stay for days, for weeks, and similarly the Pakistan Ministers must establish closer contact. They should come here and your leaders and members of your Government should go to Karachi which is the capital of Pakistan. But you must have patience. With your help and with your support we will make Pakistan a mighty State.

Finally, let me appeal to you-keep together, put up with inconveniences, sufferings and sacrifices, for the collective good of our people. No amount of trouble, no amount of hard work or sacrifice is too much or to be shirked if you individually and collectively make a contribution for the collective good of your Nation and your State. It is in that way that you will build up Pakistan as the fifth largest State in the world not only population as it is but also in strength, so that it will command the respect of all the other nations of the world. With these words I wish you God-speed.*

Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad.

---

* এটিই ছিল মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহর বাংলাদেশের একমাত্র সফর

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতি গঠনে ছাত্রদের ভূমিকা সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ	কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ : স্পিচেস এ্যাজ গভর্ণর জেনারেল অব পাকিস্তান- ১৯৪৪-১৯৪৮ পৃষ্ঠা-৮২	২৪শে মার্চ, ১৯৪৮

STUDENT'S ROLE IN NATION-BUILDING
Speech at the Dacca University Convocation
on 24th March, 1948.
(Recorded by Radio Pakistan, Dacca)

Mr. Chancellor, Ladies and Gentlemen,

When I was approached by your Vice-Chancellor with a request to deliver the Convocation Address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which this University deals, such as arts, history, philosophy, science, law and so on. I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion, and it is fulfillment of that promise that I will address you now.

First of all, let me thank the Vice-Chancellor for the flattering terms in which he referred to me. Mr. Vice-Chancellor, whatever I am, and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty which is incumbent upon every Mussalman to serve his people honestly and selflessly.

In addressing you I am not here speaking to you as Head of the State, but as a friend, and as one who has always held you in affection. Many of you have today got your diplomas and degrees and I congratulate you. Just as you have won the laurels in your University and qualified yourselves, so I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. Many of you have come to the end of your scholastic career and stand at the threshold of life. Unlike your predecessors, you fortunately leave this University to enter life under a sovereign, independent State of your own. It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. We have broken the shackles of slavery; we are now a free people. Our State is our own State. Our Government is our own Government, of the people, responsible to the people of the State and working for the good of the State. Freedom, however, does not mean license. It does not means that you can now behave just as you please and do what you like, irrespective of the interests of other people or the State. A great responsibility rests on you and, on the contrary, now more than ever, it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. What is now required of us all is constructive spirit and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a Government. Let me tell you something of the difficulties that we

have overcome and of the dangers that still lie ahead. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turned their attention to findings ways and means to weaken and destroy us. Thus, hardly had the new State come in to being when the Punjab and Delhi holocaust came. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered and millions were uprooted from their homes. Over fifty lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees, stricken in body and in soul, presented problems which might well have destroyed many a well- established State. But those of our enemies who had hoped to kill Pakistan at its very inception by these means were disappointed. Not only has Pakistan survived the stock of that upheaval, but it has emerged stronger, more chastened and better equipped than ever.

There followed in rapid succession other difficulties such as withholding by India of our cash balances, of our share of military equipment and lately, the institution of an almost complete economic blockade of your Province. I have no doubt that all right-thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change, but it is essential that you should take note of these developments. They stress the importance of continued vigilance on our part. Of late, the attack on your province, particularly, has taken a subtler form. Our enemies, among whom I regret to say, there are still some Muslims, have set about actively encouraging provincialism in the hope of weakening Pakistan and thereby facilitating the reabsorption of this province into the Indian Dominion. Those who are playing this game are living in a Fool's Paradise, but this does not prevent them from trying. A flood of false propaganda is being daily put forth with the object of undermining the solidarity of the Mussalmans of this State and inciting the people to commit acts of lawlessness. The recent language controversy, in which I am sorry to make note, some of you allowed yourselves to get involved even after your Prime Minister had clarified the position, is only one of the many subtle ways whereby the poison of provincialism is being sedulously injected into this province. Docs it not strike you rather odd that certain sections of the Indian Press to whom the very name of Pakistan is anathema, should in the matter of language controversy, set themselves up as the champion of what they call your "just rights"? Is it not significant that the very persons who in the past have betrayed the Mussalmans or fought against Pakistan, which is after all merely the embodiment of your fundamental right of self-determination, should now suddenly pose as the saviors of your just rights and incite you to defy the Government on the question of language? I must warn you to beware of these fifth-columnists. Let me restate my views on the question of a State language for Pakistan. For official use in this province, the people of the province can chose any language they wish. This question will be decided solely in accordance with the wishes of the people of this province alone, as freely expressed through their accredited representatives at the appropriate time and after full and dispassionate consideration. There can however, be only one lingua franca, that is, the language for inter-communication between the various provinces of the State, and that language should be Urdu and cannot be any other. The State language, therefore, must obviously be Urdu, a language that has been nurtured by a hundred million Muslims of this sub-continent, a language understood throughout the length and breadth of Pakistan and above all, a language which, more than any other

provincial language, embodies the best that is in Islamic culture and Muslim tradition and is nearest to the language used in other Islamic countries. It is not without significance that Urdu has been driven out of the Indian Union and that even the official use of the Urdu script has been disallowed. These facts are fully known to the people who are trying to exploit the language controversy in order to stir up trouble. There was no justification for agitation but it did not suit their purpose to admit this. Their sole object in exploiting this controversy is to create a split among the Muslims of this State as indeed they have made no secret of their efforts to incite hatred against non-Bengali Mussalmans. Realizing, however, that the statement that your Prime Minister made on the language controversy, on return from Karachi, left no room for agitation, in so far as it conceded the right of the people of this province to choose Bengali as their official language if they so wished, these persons changed their tactics. They started demanding that Bengali should be the State language of the Pakistan Centre and since they could not overlook the obvious claims of Urdu is the official language of a Muslim State; they proceeded to demand that both Bengali and Urdu should be the State languages of Pakistan. Make no mistake about it. There can be only one state language, if the component parts of this State are to march forward in unison, and that language, in my opinion, can only be Urdu. I have spoken at some length on this subject so as to warn you of the kind of tactics adopted by the enemies of Pakistan and certain opportunist politicians to try to disrupt this state or to discredit the Government. Those of you who are about to enter life, be on your guard against these people. Those of you, who have still to continue your studies for some time, do not allow yourselves to be exploited by any political party or self seeking politician. As I said the other day, our main occupation should be in fairness to yourselves, in fairness to your parents and indeed, in fairness to the State, to devote your attention solely to your studies. It is only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you. Only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your State. Only thus, can you assist it in solving the great social and economic problems that confront it and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nations of the world.

My young friends, I would, therefore, like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. Firstly, beware of the fifth-Columnists among ourselves. Secondly, guard against and weed out selfish people who only with to exploit you so that they may swim. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the State who wish to serve the people with heart and soul and support them. Fourthly, consolidate the Muslim League Party which will serve and build up a really and truly great and glorious Pakistan. Fifthly, the Muslim League has won and established Pakistan and it is the Muslim League whose duty it is now, as custodian of the sacred trust, to construct Pakistan. Sixthly, there may be many who did not lift their little fingers to help us in our struggle, May even opposed us and put every obstacle in our great struggle openly and not a few worked in our enemy's camp against us, who may now come forward and put their own attractive slogans, catch-words, ideals and programmes before you. But they have yet to prove their bonafides or that there has really been an honest change of heart in them, by supporting and joining the League arid working and pressing their views within the League Party organisation and not by starting mushroom parties, at this juncture of very great and grave emergency when you

know that we are facing external dangers and are called upon to deal with internal complex problems of a far-reaching character affecting the future of seventy millions of people. All this demands complete solidarity, unity and discipline. I assure you, "Divided you fall. United you stand".

There is another matter that I would like to refer to. My young friends hitherto you have been following the rut. You get your degrees and when you are thrown out of this University in thousands, all that you think and hanker for is Government service. As your Vice-Chancellor has rightly stated the main object of the old system of education and them system of Government existing, hitherto, was really to have well-trained, well-equipped clerks. Of course some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well qualified Clarks Civil service was mainly staffed by the Britons and the Indian element was introduced later on and it went up progressively. Well, the whole principle was to create a mentality, a psychology, a state of mind that an average man, when he passed his B. A. or M. A. was to look for some job in Government. If he had it he thought he had reached his height. I know and you all know what has been really the result of this. Our experience has shown that an M. A. earns less than a taxi driver and most of the so-called Government servants are living in a more miserable manner than many menial servants who are employed by well-to-do people. Now I want you to get out of that rut and that mentality and especially now that we are in free Pakistan. Government cannot absorb thousands. Impossible. But in the competition to get Government service most of you get demoralized. Government can take only a certain number and the rest cannot settle dawn to anything else and being disgruntled are always ready to be exploited by persons who have their own axes to grind. Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels and other avenues and field that are open to you and will increasingly become so. There is no shame in doing manual work and labor. There is an immense scope in technical education for we want technically qualified people very badly. You can learn banking, commerce, trade, law, etc; which provide so many opportunities now. Already you find that new industries arc being started, new banks, new insurance companies, new commercial firms are opening and they will grow as you go on. Now these are avenues and fields open to you. Think of them and divert your attention to them, and believe me, you will thereby benefit yourselves more than by merely going in for Government service and remaining there, in what I should say, circle of clerkship, working there from morning till evening, in most dingy and uncomfortable conditions. You will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry and will thus be helping not only yourselves but also your State. I can give you one instance. I know a young man who was in Government service. Four years ago he went into a banking corporation in two hundred rupees, because he had studied the subject of banking and today he is Manager in one of their firms and drawing fifteen hundred rupees a month-in just four years. These are the opportunities to have and I do impress upon you now to think in these terms.

Finally, I thank you again Mr. Chancellor and particularly you, Mr. Vice-Chancellor, for the warm welcome you have given me and the very flattering references made by you. I hope, may I am confident that the East Bengal youth will not fail us.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে প্রদত্ত ভাষার দাবী বিষয়ক স্মারকলিপি	পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতিঃ বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা-১২১	২৪শে মার্চ, ১৯৪৮

এই সাক্ষাৎকারের সময় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে জিন্নাহর কাছে নিম্নলিখিত স্মারকলিপিটি* পেশ করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের একমাত্র মুসলমান যুবকদের লইয়া গঠিত এই কর্মপরিষদ মনে করেন যে, বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কারণ প্রথমতঃ তাঁহারা মনে করেন যে, উহা পাকিস্তানের সমগ্র জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভাষা এবং পাকিস্তান জনগণের রাষ্ট্র হওয়ার অধিকাংশ লোকের দাবী মানিয়া লওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ আধুনিক যুগে কোন কোন রাষ্ট্রে একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত কয়েকটি দেশের নাম করা যায়ঃ বেলজিয়াম (ফ্লেমিং ও ফরাসী ভাষা), কানাডা (ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা), সুইজারল্যাণ্ড (ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয় ভাষা), দক্ষিণ আফ্রিকা (ইংরেজী ও আফ্রিকানারা ভাষা), মিসর (ফরাসী ও আরবী ভাষা), শ্যাম (থাই ও ইংরেজী ভাষা), এতদ্ব্যতীত সোভিয়েট রাশিয়া ১৭টি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ এই ডোমিনিয়নের সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে একমাত্র বাংলা ভাষাই রাষ্ট্রভাষার স্থান অধিকার করার পক্ষে উপযুক্ত। কারণ, সম্পদের দিক বিবেচনায় এই ভাষাকে পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম স্থান দেওয়া হইয়াছে।

চতুর্থতঃ আলাওয়াল, নজরুল ইসলাম, কায়কোবাদ, সৈয়দ এমদাদ আলী, ওয়াজেদ আলী, জসিমউদ্দীন ও আরো অনেক মুসলমান কবি ও সাহিত্যিক তাঁহাদের রচনাসম্ভার দ্বারা এ ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে।

পঞ্চমঃ বাংলার সুলতান হুসেন শাহ সংস্কৃত ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও এই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিলেন, এবং এই ভাষার শব্দ সম্পদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ পারসিক ও আরবী ভাষা হইতে গৃহীত।

উপসংহারে আমরা বলিতে চাই যে, যে কোন পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক নাগরিকের কয়েকটি মৌলিক অধিকার আছে। কাজেই যে পর্যন্ত না আমাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সে পর্যন্ত বাংলা ভাষার জন্যে এই আন্দোলন চালাইয়া যাওয়া হইবে।

---

* এই স্মারকলিপিটির খসড়া তৈরী করেন কমরুদ্দীন আহমদ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিদায়-পূর্ব ভাষণ	কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ: স্পিচেজ এ্যাজ গভর্নর জেনারেল অব পাকিস্তান, ১৯৪৭-৪৮। পৃষ্ঠা-১০৭	২৮শে মার্চ, ১৯৪৮

FAREWELL MESSAGE TO EAST PAKISTAN

Broadcast Speech from Radio Pakistan, Dacca on 28th March, 1948

During the past nine days that I have spent in your province, I have been studying your local conditions and some of the problems that confront East Bengal. Tonight, on the eve of my departure, I want to place before you some of my impressions. Before I do this, however, let me first cordially thank you for the great warmth and affection with which you have received me everywhere in your midst during my stay here.

From the administrative point of view, East Bengal perhaps more than any other province of Pakistan, has had to face the most difficult problems as a result of Partition. Before August 15, it existed merely as an hinterland to Calcutta, to whose prosperity it greatly contributed but which it did not share. On August 15, Dacca was merely mofussil town, having none of the complex facilities and amenities which are essential for the capital of a modern Government. Further, owing to Partition, the province's transport system had been thrown completely out of gear and the administrative machinery seriously disorganized at a time when the country was threatened with a serious food shortage. The new province of East Bengal thus came into being in the most unfavorable circumstances which might easily have proved fatal to a less determined and less tenacious people. That the administration not only survived but even emerged stronger from such setbacks as the Chittagong cyclone, is a striking tribute both to the sterling character of the people as well as to the unremitting zeal of the Government of the province. The position now is that the initial difficulties have to a great extent been overcome and, though there is no ground for complacency, there are at least reasons for quite confidence in the future. Though now undeveloped, East Bengal possesses vast potentialities of raw materials and hydro-electric power. In Chittagong you have the makings of a first-class port which in time should rank among the finest ports in the world. Given peaceful conditions and the fullest co-operation from all sections of the people, we shall make this province the most prosperous in Pakistan.

It is a matter for congratulation that despite the massacre and persecution of Muslims in the Indian Dominion in the months immediately following Partition, peaceful conditions have throughout prevailed in this province, and I have seen the minority community going about its normal day-to-day avocation in perfect security. Some migration of Hindus to the Indian Dominion there unfortunately has been, though the estimates mentioned in the Indian Press are ridiculous. I am satisfied, at any rate, that whatever movement there has been, has not in any way been due to their treatment here,

which under the circumstances has been exemplary, but rather to psychological reasons and external pressure. Indian leaders and a section of the Indian press have indulged freely in war-mongering talks against Pakistan. There has been persistently insidious propaganda by parties like the Hindu Mahasabha in favor of an exchange of population and disturbances in the Indian Dominion, in which Muslims have been persecuted, have not unnaturally given rise to fears in the mind of the minority community lest unpleasant repercussions should occur in East Bengal, even though such apprehensions have no foundation for they have been belied by actual facts. Over and above all these factors, the recent declaration by the Indian Dominion on Pakistan as a foreign country for customs and other purposes has involved the Hindu business community in serious economic difficulties and brought pressure to bear on many Hindu businessmen to remove their business to the Indian Dominion. I find that the Provincial Government have repeatedly given assurances and have at all times taken whatever steps were possible for the protection and well-being of the minority community and have done their best to dissuade them from leaving their ancestral homes in East Bengal for an unknown fate in the Indian Union.

I would like now to offer a word of advice to the people of this province. I notice a regrettable tendency on the part of a certain section of the people to regard their newly-won freedom, not as liberty with the great opportunities it opens up and the heavy responsibilities it imposes, but as license. It is true that, with the removal of foreign domination, the people are now the final arbiters of their destiny. They have perfect liberty to have by constitutional means any Government that they may choose. This cannot, however, mean that any group may now attempt by any unlawful methods to impose its will on the popularly elected Government of the day. The Government and its policy may be changed by the votes of the elected representatives of the Provincial Legislative Assembly. Not only that, but no Government worthy of the name can for a moment tolerate such gangsterism and mob rule from reckless and irresponsible people, but must deal with it firmly by all the means at its disposal. I am thinking particularly of the language controversy which has caused quite unnecessary excitement and trouble in certain quarters in this province and if not checked it might lead to serious consequences. What should be the official language of this province is for your representatives to decide.

But this language controversy is really only one aspect of a bigger problem-that of provincialism. I am sure you must realize that in a newly formed State like Pakistan, consisting moreover as it does of two widely separated parts, cohesion and solidarity amongst all its citizens, from whatever part they may come is essential for its progress, nay for its very survival. Pakistan is the embodiment of the unity of the Muslim nation and so it must remain. That unity we, as true Muslims, must jealously guard and preserve. If we begin to think of ourselves as Bengalis, Punjabis, Sindhis etc, first and Muslims and Pakistan's only incidentally, then Pakistan is bound to disintegrate. Do not think that this is some abstruse proposition: our enemies are fully alive to its possibilities which I must warn you they are already busy exploiting. I would ask you plainly, when political agencies and organs of the Indian press, which fought tooth and nail to prevent the

creation of Pakistan, were suddenly found with a tender conscience for what they call the 'just claims' of the Muslims of East Bengal, do you not consider this a most sinister phenomenon? Is it not perfectly obvious that, having failed to prevent the Muslims from achieving Pakistan, these agencies are now trying to disrupt Pakistan from within by insidious propaganda aimed at setting Brother Muslim against brother Muslim? That is why I want you to be on your guard against this poison of provincialism that our enemies wish to inject into our State. There are great tasks to be accomplished and great dangers to be overcome: overcome them we certainly shall but we shall do so much quicker if our solidarity remains unimpaired and if our determination to march forward as a single united nation remains unshaken. This is the only way in which we can raise Pakistan rapidly and surely to its proper, worthy place in the comity of nations.

Here I would like to address a word to the women of Eastern Pakistan. In the great task of building the nation and maintaining its solidarity, women have a most valuable part to play, as the prime architects of the character of the youth that constitutes its backbone not merely in their own homes but by helping their less fortunate sisters outside in that great task. I know that in the long struggle for the achievement of Pakistan, Muslim women have stood solidly behind their men. In the bigger struggle for the building up of Pakistan that now lies ahead, let it not be said that the women of Pakistan had lagged behind or failed in their duty.

Finally, I would address a special word to Government servants, both Central and Provincial-that great body of pioneers, many of whom have been working under very difficult conditions in this province. Yours is a great responsibility. You must ensure that this province is given, not merely the ordinary routine services that you are bound to perform, but rather the very last ounce of selfless endeavour that you are capable of producing for your State. In the great task of building up this State, you have a magnificent opportunity. You must continue to face the future, handle your jobs with the same courage, confidence and determination as you have so far displayed. Above all, do not allow yourselves to be made the pawns of mischievous propagandists and self-seeking agitators who are out to exploit both you and the difficulties with which a new-State is inevitably faced. The Government of Pakistan and the Provincial Government have been anxiously devising ways and means whereby your housing and other difficulties, inescapable in a period of such rapid transition, may be relieved and I trust that these difficulties will soon disappear. You owe it to the great State to which you belong, to the people whom you serve and, indeed, to yourself not to be daunted by any difficulties, but to press on and go forward and maintain sustained efforts with single-minded devotion. Pakistan has a great future ahead of it. It is now for us to take the fullest advantage of what nature has so abundantly provided us with and build up a glorious and mighty State. Pakistan Zindabad !

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দাবী সম্বলিত গণতান্ত্রিক যুবলীগের পুস্তিকা	পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ	সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮

গোড়ার কথা

গত ১৯৪৭ সালে ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার এক মাস পরে সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনে মিলিত হইয়া পাকিস্তান সংগ্রামে যাহারা পুরোভাগে ছিল সেই যুব সমাজ গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠন করিয়া পাকিস্তানকে স্বাধীন, সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। যুবসমাজ দাবী করে সুখী ও স্বাধীন পাকিস্তান গঠনের জন্য বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে আসিয়া পূর্ণ আজাদী ঘোষণা করিতে হইবে, পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা, রাজনৈতিক এবং আর্থিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং জনগণের সহযোগিতাতেই পাকিস্তান গড়িয়া তুলিতে হইবে। যুবলীগ সরকারের সহযোগিতায় কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ে। বিগত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও খাদ্যসংকট সমাধান আন্দোলনে যুবলীগের নেতৃত্বে যুবসমাজ বিপুলভাবে সাড়া দিয়াছে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যুবসমাজ পুরোভাগে আগাইয়া আসিয়াছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এক বছর পার হইয়া গিয়াছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের ৭ কোটি জনসাধারণের উন্নতির জন্য যুবসমাজ কতটুকু করিতে পারিয়াছে এবং স্বাধীন সুখী পাকিস্তান গঠনের প্রতিজ্ঞা কতখানি সফল হইয়াছে যুবসমাজ তাহা আজ খতাইয়া দেখিবে।

পাকিস্তান আজও বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে আসিয়া পূর্ণ আজাদী ঘোষনা করে নাই। পাকিস্তানে ব্যক্তিস্বাধীনতার কবর দেওয়া হইয়াছে। সভা সমিতির অধিকার হরণ, বিনা বিচারে আটক, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ এবং অর্ডিন্যান্স রাজের স্টীমরোলার আজ পাকিস্তানে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। রাজনৈতিক এবং আর্থিক গণতন্ত্র অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষকের ভাগ্যে জমি মিলে নাই। মজুরের মজুরী বাড়ে নাই। ছাঁটাইয়ের কবলে পড়িয়া লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকাহীন হইয়া পড়িয়াছে। খাদ্য সংকট গভীর হইয়া দেখা দিয়াছে। কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত সকলের জীবনেই সংকট গভীর হইয়া দেখা দিয়াছে। স্বাধীন পাকিস্তানে খাইয়া পরিয়া বাঁচিবার আকাঙ্খা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, পূর্ণ আজাদী, গণতন্ত্র এবং সুখী জীবনের পরিবর্তে নূতন দাসত্ব এবং অনাহারের শৃংখলে জনগণ শৃংখলিত হইতেছে।

মুষ্টিমেয় লোক অগণিত জনসাধারণকে অস্বীকার করিয়া নিজেদের ভোগ বিলাসের জন্য পাকিস্তানকে ব্যবহার করিতেছে। মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থবাদীর স্বার্থকে পাকিস্তান এবং ইসলামের স্বার্থ বলিয়া সরকারী নীতি নির্ধারণ করা হইতেছে। পাকিস্তানের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি আজ মেহনতকারী মানুষের বিরুদ্ধে নির্ধারিত হইতেছে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পরিবর্তে ধনিক দাসত্বই জনগণের জীবনে চরম সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুখী পাকিস্তান গঠনের জন্য জনগণের সহযোগিতার আকাঙ্খা এবং যুবসমাজের পবিত্র প্রতিক্ষা আজ মেশিনগানের সামনে রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সহযোগিতার আকাঙ্খাকে পাকিস্তানের দুশমনী বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু যুবসমাজ তাহাদের পবিত্র প্রতিজ্ঞা কার্য্যকরী করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যুবসমাজ জানে কোন একজন ব্যক্তির কৃতিত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের সংগ্রামেই এই পাকিস্তান আসিয়াছে এবং সুখী পাকিস্তান গঠনের অধিকার তাহাদেরই, কোন শক্তিই জনসাধারণের পথ রোধ করিতে পারিবে না। জনসাধারণের শক্তিতে অটল বিশ্বাস লইয়াই যুবসমাজ অগ্রসর হইবে।

ঢাকায় প্রতিজ্ঞা লইবার এক বছর পরে রাজশাহী বিভাগের যুবকেরা ঈশ্বরদীতে বিভাগীয় সম্মেলনে মিলিত হইয়া সমস্ত অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়াছে। ধনিক শ্রেণীর ষড়যন্ত্রকে বানচাল করিয়া সুখী পাকিস্তান গঠনের জন্য নূতনভাবে প্রতিজ্ঞা লইয়াছে। সম্মেলনে আন্দোলনের জন্য একটা ইস্তাহার এবং কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কৃষক-মজুরকে তাহাদের শ্রেণী সংগঠন সংঘবদ্ধ করিয়া জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিবার জন্য যুবসমাজ প্রতিজ্ঞা লইয়াছে। খাদ্য সংকট প্রতিরোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, ছাঁটাই বন্ধ, জমিদারী উচ্ছেদ, চিকিৎসার পূর্ণ ব্যবস্থা এবং সংকটের হাত হইতে শিক্ষাব্যবস্থা রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তাব লওয়া হইয়াছে। সম্মেলনে গৃহীত ইস্তাহার এবং প্রস্তাবাদী কার্য্যে পরিণত করিতে যুবসমাজ আপোষহীন সংগ্রাম করিবে। পূর্ণ আজাদী এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করিতে যুবলীগ যুবসমাজকে আহ্বান জানাইতেছে। দিকে দিকে যুব সংগঠন করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুবসমাজকে সংঘবদ্ধ হইবার জন্য যুবলীগ আবেদন জানাইতেছে।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ হয় নাই। জনগণের মুক্তি জন্য আমরা বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি। বৃটিশের শোষণের বিরুদ্ধেই ছিল আমাদের সংগ্রাম। আজও শোষণ বন্ধ হয় নাই। নূতনভাবে শোষণ আরম্ভ হইয়াছে। দেশী বিদেশী কোন শোসককেই আমরা বরদাস্ত করিব না। সমস্ত রকমের শোষণ ধ্বংস করিয়া গণআজাদী প্রতিষ্ঠার জন্যই যুবসমাজ সংগ্রাম করিয়াছে। গণআজাদী প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত যুবসমাজ থামিবে না। পূর্ণ আজাদী এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুবসমাজ যে প্রতিজ্ঞা নিয়াছিল সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণভাবে পালনে করিবেই। কোটি কোটি মজলুম মানুষের জন্য পূর্ণ আজাদী হাসিল করিবেই। গণতান্ত্রিক যুবলীগ তাই এই পবিত্র প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যুবসমাজকে উদাত্ত আহ্বান জানাইতেছে।

মোঃ একরামুল হক
প্রকাশক

ইস্তাহার

গত বৎসর পূর্ব পাকিস্তানের সাতশত যুবক কর্মীর সহযোগিতা ও চেষ্টার মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক ''যুবলীগ'' জন্মলাভ করে। যুবলীগের গঠনের পিছনে মূল প্রেরণা ছিল পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন, সুখী ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে গড়িয়া তোলা। সেই জন্য গত যুব সম্মেলনে প্রগতিশীল আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া একটি ''গণদাবীর সনদ'' রচিত ও গৃহীত হয়, সেই আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলিবার জন্য যুবশক্তির নিকট আহ্বান জানান হয় এবং এই পথে রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলিবার কাজে সরকারকে সকল রকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

যুবলীগ প্রতিষ্ঠার পরে পুরা এক বছর চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের মজুর কৃষক, মধ্যবিত্ত প্রভৃতি সকল শ্রেণীর যুবকদের মধ্যে আজ প্রশ্ন জাগিয়াছে গত যুব সম্মেলনে যে গণদাবীর সনদ রচিত হইয়াছিল, যে প্রেরণা ও চেতনা লইয়া যুবকগণ পাকিস্তান রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিল গত এক বছরে তাহার কতটুকু সফলতা লাভ করিয়াছে? আমরা কি পূর্ণ স্বাধীনতা, সুখ ও গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইতেছি, না ক্রমেই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের পাকে জড়াইয়া পড়িতেছি, দেশবাসীর জীবনে দুঃখ-দুর্দশা কমিতেছে না আরও বাড়িয়া চলিয়াছে।

আমাদের বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দশা, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ও বৃটিশ আধিপত্যের জন্য দায়ী কে এবং কোন পথেই বা ইহার আবসান হইতে পারে, ইহাই আজ প্রত্যেক গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন যুবকের মনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। যে ''গণদাবীর সনদ'' আমরা গত ঢাকা সম্মেলনে গ্রহণ কায়িছিলাম তাহা কোন অবস্থার মধ্যে কার্য্যকরী হওয়া সম্ভব, বর্ত্তমান সরকার দ্বারা ঐ সনদকে কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব কিনা এবং তাহা সম্ভব না হইলে কোন কর্ম্মপন্থার ভিত্তিতে আমরা অগ্রসর হইব এই সকল মূল প্রশ্ন এড়াইয়া যাওয়ার ফলেই আমাদের ''গণদাবীর সনদ'' একটি আদর্শ পরিকল্পনাই মাত্র রহিয়া গিয়াছে, ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সংগ্রাম আজও গড়িয়া উঠে নাই। ইহার ফলে প্রথম কিছুটা কর্ম্মচাঞ্চল্যের পরেই যুবলীগ ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। আমাদের এই ঝিমাইয়া পড়া অবস্থার কারণ ইহাই নয় যে পাকিস্তানের যুবলীগ আজ নির্জীব ও অকর্ম্মণ্য বরং একথা খুব জোরের সাথেই বলা চলে যে বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দশা আজ কৃষক, মজুর ও মধ্যবিত্ত যুবককে যত বেশী চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, যত বেশী কর্ম্মপ্রেরনা সৃষ্টি করিয়াছে অতীতে কোনদিনই এরূপ হয় নাই। যুবকগণ আজ একথা বুঝিয়াছে যে শুধুমাত্র একটা আদর্শ প্রোগ্রাম হাজির করিলে বা তাহাকে প্রচার করিলেই চলিবে না। তাহাকে কার্য্যকরী করিবার জন্য সক্রিয় কর্ম্মপন্থাও গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের গত সম্মেলন সে সম্বন্ধে কোনও নির্দেশ দিতে পারে নাই সে জন্যই আজ পাকিস্তানের যুবশক্তি বিপুল কর্ম্মক্ষমতা লইয়াও বর্ত্তমান অবস্থার নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র হইয়া রহিয়াছে। অতীতে দেখা গিয়াছে যখনই তাহাদের কাছে সংগ্রামের আহ্বান আসিয়াছে তখন তাহাতে সাড়া দিতে একটুকুও দ্বিধাবোধ করে নাই।

গত বাংলা ভাষা আন্দোলন দুটি সত্য আমাদের সম্মুখে খুলিয়া ধরে। প্রথমতঃ একথা পরিষ্কার ধরা পড়ে যে আমাদের গণদাবীর সনদের সর্ব্বনিম্ন দাবী বাংলা ভাষার অধিকার অর্জন করিতেও যুবশক্তি বর্ত্তমান শাসক শ্রেণীর কাছ হইতে লাঠি, গুলি, কাঁদুনে গ্যাস ও জেল পাইয়াছে। ইহাতেই দেখা যায় আমাদের সনদের অন্যান্য মূলদাবী আদায় করিতে হইলে আমাদিগকে কি বিরাট বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ইহাও দেখা যায় যে, পাকিস্তানের যুবশক্তি বর্ত্তমান শাসক শ্রেণীর সকল আঘাত উপেক্ষা করিয়াও আন্দোলনের আহ্বানে কিভাবে সাড়া দিয়াছে।

''বাংলা ভাষা আন্দোলনের'' শিক্ষা আমরা ঠিকমত বুঝিয়া সময়মত নেতৃত্ব না দিবার ফলেই বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের যুব আন্দোলনে ভাটা পড়িয়াছে। আমাদের গণদাবীর সনদ শুধুমাত্র কাগজপত্রের থাকিয়া গিয়াছে।

যুব আন্দোলনকে নূতন ও উচ্চস্তরে আগাইয়া লইয়া যাইতে হইলে অবিলম্বে প্রয়োজন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর গত এক বছরের রাজনৈতকি ও অর্থনৈতিক অবস্থা ভালভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া নূতন কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করা। সামান্য প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন করিলেই ‘‘গণদাবীর সনদই’’ যুব আন্দোলনের মূল প্রোগ্রাম হিসাবে এখনও গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে কিন্তু মুহূর্ত্তের প্রয়োজন হইল উক্ত প্রোগ্রামকে কার্যকরী করিবার আন্দোলন গড়িয়া তোলার সম্বন্ধে কর্ম্মপন্থা নির্ধারণ করা।

১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ হইতে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৮-আমরা কি চাহিয়াছিলাম এবং কি পাইয়াছি

গত ঢাকা সম্মেলনে যে ‘‘গণদাবীর সনদ’’ গৃহীত হয় তাহাতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, আর্থিক গণতন্ত্র, কৃষি পুনর্গঠন, শিল্প বিপ্লব প্রভৃতি মূলদাবীর কথা বলা হইয়াছে। এই সনদের অর্থই হইল পরাধীন দেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নূতন বুনিয়াদের উপর দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করা। কিন্তু বর্ত্তমান সরকার পুরাতন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই কায়েম রাখিতে যে বদ্ধপরিকর গত এক বছরের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিলেই তাহা ধরা পড়ে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র?

আমাদের দাবী ছিল পাকিস্তান বৃটিশ সাম্রাজের বাহিরে একটি স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম গণরাষ্ট্র হোক অথচ ১৯৪৮ সালের জুন মাসে বর্ত্তমান শাসকমণ্ডলী সার্বভৌম ঘোষণা না করিয়া ইংরাজ রাজার জন্ম দিবস পালন করিল। কায়েদ-এ-আজম পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছেন যে বৃটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে থাকাই তাঁহার ব্যক্তিগত মত। এখনও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক কার্য্যে ইংরাজ গভর্ণর, উপদেষ্টা ও বড় বড় অফিসার নিযুক্ত থাকিয়া গরীব দেশের কোটি কোটি টাকা লুটিতেছে, আমাদের রাষ্ট্রের উপর তাহাদের প্রভাব বজায় রাখিতেছে। ইহাই কি স্বাধীনতা? এই সকল ঘটনা হইতেই পরিস্কার বোঝা যায় বর্ত্তমান প্রকৃত স্বাধীনতা নয়, মেকি স্বাধীনতা মাত্র।

আমরা দাবী করিয়াছিলাম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রদেশকে আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হউক। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব জনগণের উপর ন্যস্ত থাকিবে। অথচ বর্ত্তমান শাসক শ্রেণী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বদলে সমগ্র ক্ষমতা কেন্দ্রীয়করণের উপর জোর দিতেছে। খুশীমত যে কোন প্রদেশের অধিকার হরণ করিতেছে (সিন্ধু হইতে করাচীকে বিচ্ছিন্ন করা) সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা হরণ করিবার এমন কি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভার হাত হইতেও ক্ষমতা কাড়িয়া সমস্ত ক্ষমতা বড় লাটের হাতে কেন্দ্রীভূত করিতেছ। ইহাই কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নমুনা?

মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার?

আমাদের সনদে দাবী করা হইয়াছিল প্রত্যেক বয়স্ক লোকের ভোটাধিকার চাই কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সকল নির্ব্বাচনই ইংরাজ মার্কা পদ্ধতিতেই চলিয়াছে। অর্ডিন্যান্স করিয়া জনগণের অধিকার হরণ করা চলে কিন্তু অধিকার দান করা চলে না।

আমরা দাবী করিয়াছিলাম ব্যক্তিস্বাধীনতা চাই অর্থাৎ মতামত প্রকাশের, সভা ও সমিতি, শোভাযাত্রা, সংগঠন গঠনের, পত্রিকা ও প্রকাশের, বিক্ষোভ ও প্রদর্শন ও ধর্ম্মঘটের, বিনা বিচারে আটক না রাখার স্বাধীনতা চাই। কিন্তু গত এক বছরের অভিজ্ঞতার ফলে একথা জোরের সাথেই বলা যায় যে, আজ যেভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করা হইতেছে এবং সকল রকমের বিরোধিতা ও সমালোচনার টুটি টিপিয়া বন্ধ করা হইতেছে, ইংরাজ আমলেও ইহার চাইতে বেশী কিছু করা সম্ভব হয় নাই। পুলিশ, গোয়েন্দা ও কায়েমী স্বার্থের দল হাত ধরাধরি

করিয়া আজ সকল রকম প্রগতিশীল আন্দোলন ধ্বংস করিতেছে এবং তাহারাই পাইতেছে শাসকমণ্ডলীর পূর্ণ সমর্থন। খুশীমত ১৪৪ ধারা জারী করিয়া সভা সমিতি বন্ধ করা, যে কোন রকম মজুর কৃষক আন্দোলনকেই বে-আইনী কাজ হিসাবে দমন করা, যথেচ্ছাভাবে খানাতল্লাশী চালানো, গোয়োন্দা বিভাগের অঙ্গুলী হেলনে যে কোন ব্যক্তিকে যত দিন খুশী বিনা বিচারে আটক রাখা বা প্রদেশ হইতে বহিষ্কৃত করা আজ প্রতিদিনের ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শত শত বৎসরের লড়াই ও ত্যাগের মধ্য দিয়া যতটুকু ব্যক্তিস্বাধীনতা আমরা অর্জন করিয়াছি বর্ত্তমান শাসকমণ্ডলীর হাতে তাহাও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ''পঞ্চম বাহিনী'', ''রাষ্ট্রের শত্রু'', ''কমিউনিষ্ট'' প্রভৃতি মামুলী আখ্যা দিয়া চরম দমননীতি প্রয়োগ করিয়া বর্ত্তমানে মন্ত্রীসভা সমস্ত ক্ষমতা নিজের মুষ্ঠির মধ্যে আনিয়া পুলিশ, গোয়েন্দা ও ধনিক শ্রেণীর খেয়ালের উপর পূর্ব্ব পাকিস্তানের পৌনে পাঁচ কোটি লোকের ভাগ্য ছাড়িয়া দিয়াছে। জমিদার, জোতদার, মিল মালিক প্রভৃতি ধনিক গোষ্ঠীর স্বার্থে আঘাত লাগে এরূপ যে কোন আন্দোলনকেই দমন করা ও রাষ্ট্রের শত্রু আখ্যা দেওয়ার মধ্য দিয়াই রাষ্ট্রের বর্ত্তমান কর্ণধারগণের স্বরূপ ধরা পড়ে। বাংলা ভাষা আন্দোলনের উপর নির্ম্মম আঘাত হানার মধ্যে দিয়া ইহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারবিরোধী মনোভাবও প্রকাশ পাইয়াছে।

এক কথায় বলিতে গেলে যে মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার আমরা দাবী করিয়াছিলাম বর্ত্তমান শাসকমণ্ডলী তাহার কোন মর্য্যাদাই দেয়া নাই।

আর্থিক গণতন্ত্র?

কোন দেশের রাজনৈতিক কাঠামো কিরূপ তাহা ভালবাবে বুঝিতে হইলে সেই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রথমে লক্ষ্য করিতে হয়। যে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শোষণ ও জুলুমের ভিত্তিতে গঠিত অর্থাৎ দেশের শতকরা ৯৫ জন লোককে শতকরা মাত্র ৫ জন লোকের স্বার্থেই খাটিয়া মরিতে হয়, যে দেশে বড় বড় মোটা বেতনের আমলা পুষিয়া গরীব কেরানী ও মজুরকে ছাঁটাই করা হয়- এ কথায় বলিতে গেলে যে দেশে অর্থনৈতিক সাম্য বলিয়া কোন জিনিষ নাই সে দেশে রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলিয়াও কিছু থাকিতে পারে না। ইংরাজ সরকার তাহার শোষণ ও শাসন বজায় রাখিবার জন্য আমাদের দেশে একদিকে জমির উপর একদল পরগাছা সৃষ্টি করিয়াছে অপর দিকে শিল্পের দিক দিয়া আমাদের দেশকে অনগ্রসর করিয়া রাখিয়াছে। মুষ্টিমেয় জমিদারের স্বার্থে কোটি কোটি কৃষককে শোষণ করা হইতেছে এবং অপর দিকে বেকারের দল সৃষ্টি হইয়াছে। সেইজন্য আমাদের আজাদীর লড়াইয়ের মূল কথাই ছিল ইংরাজের তৈরী অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া সেই স্থলে নূতন গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরী করা। আমাদের নূতন অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল ভিত্তিই হইবে বিনা খেশারতে জমিদারী প্রথা ধ্বংস করিয়া কৃষককে জমির মালিক বলিয়া ঘোষণা করা এবং যে সকল ক্ষেত্রে একজন লোকের হাতে অধিক পরিমাণে আবাদী জমি একীভূত হইয়াছে সে সকল ক্ষেত্রে সমস্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহা গরীব কৃষক ও দিনমজুরদের মধ্যে বিতরণ করা। যাহারা চাষের হাল-বলদ কিনিতে পারিতেছে না, জমিতে সার দিতে পারিতেছে না তাহাদিগকে সরকার হইতে সাহায্য করা। অথচ বর্তমান সরকার জমিদারী উচ্ছেদের যে বিল আনিয়াছে তাহাতে ''শিশু রাষ্ট্রের'' পকেট হইতে ৪০ কোটি টাকা খেসারত ব্যবস্থা হইয়াছে, জোতদারকে ২০০ শত বিঘা জমি রাখিতে দেওয়া হইয়াছে, জমিদারের ঋণ লাঘবের ব্যবস্থা হইয়াছে, জমিদার জোতদারের জন্য সকল রকমেরই রক্ষাকবচের ব্যবস্থা হইয়াছে কিন্তু এই বিলের ফলে কৃষক কি পাইবে, আধিয়ার ও দিনমজুরের ভাগ্যের কি পরিবর্ত্তন হইবে শুধু সেইটাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এক কথায় বলিতে গেলে এই বিল কৃষকের স্বার্থে রচিত হয় নই- জমিদারের স্বার্থেই রচিত।

কর্ম্মচারী, কেরানী, শিক্ষক প্রভৃতি সম্বন্ধে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক নীতির অর্থ এই যে, যে দেশের কোটি কোটি লোকের পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই, ঘরে বাতি নাই সে দেশের মন্ত্রী বা উচ্চ অফিসারদের কখনও মাহিনা, ভাতা প্রভৃতি দিয়া চার-পাঁচ হাজার টাকা মাসিক আয় বরদাশত করা চলে না। যাহারা একজন রেলমজুরকে ও একজন প্রাইমারী শিক্ষককে ১৫/২০ টাকা মাহিনা দিতে লজ্জা বোধ করে না তাহারা নিজেরাই বা

পাঁচ হাজার টাকা লয় কিভাবে ও ইংরাজ আমলের অত্যাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের হাজার হাজার টাকা বেতন দিয়া পুষিতেছে কিভাবে? বর্ত্তমান অবস্থায় কোন মজুর ও কর্ম্মচারীর বেতন ও ভাতা ১০০ টাকার কম হইতে পারে না এবং কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীই বেতন ৫০০ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়। অথচ আমাদের সরকার মুখে ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা বলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ইংরাজ আমলের শোষণ ও অসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই কায়েম রাখিতেছে। ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা বৃটিশ আমলকেও লজ্জা দেয়।

শিল্প বিস্তারের ব্যাপারে সরকার মজুর ও জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করিয়াছে, অপরদিকে তেমনি মুষ্টিমেয় ধনিকের হাতে না জমিয়া কোটি কোটি টাকা সরকারের হস্তগত হইয়াছে, যাহা দিয়া নূতন শিল্প গড়িয়া তোলা, পুরাতন শিল্পকে প্রসার করার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। এই পথেই তাহারা জনসাধারণের আয় বাড়াইয়াছে, জিনিষের দর কমাইয়াছে এবং বেকার সমস্যার সমাধান করিয়াছে। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে মুষ্টিমেয় ধনিক, রাজা, জমিদার ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী তাহাদের শত্রু হইয়াছে বটে কিন্তু দেশের কোটি কোটি মজুর, কৃষক ও মধ্যবিত্ত রাশিয়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করিয়াছে, রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছে। সেই জন্যই দেখা যায় যুদ্ধের নিদারুন ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করা সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশিয়া ও নয়া গণতান্ত্রিক দেশসমূহ কেবলমাত্র নিজ শক্তির উপর ভরসা করিয়াও পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করিয়া অতি দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আর মার্কিন ধনকুবেরগণের সাহায্য লাভ করিয়া পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ, চিয়াংকাইশেকের চীন প্রভৃতি কেবল সম্মেলন করিয়া বেড়াইতেছে ও অর্থনৈতিক সংকটে হাবুডুবু খাইতেছে।

যাহারা নিজের দেশের ধনিকদের তোষণ ও লালপালন করে অর্থের জন্য তাদেরই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে হাত পাতিতে হয় এবং তদ্বারা অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও বিদেশী প্রভুদের হস্তক্ষেপ ডাকিয়া আনিতে হয়। এইভাবেই অর্থনৈতিক গোলামী হইতে রাজনৈতিক গোলামীর সৃষ্টি হয়।

সেইজন্য পাকিস্তান সরকার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ধনিক তোষণ ও কৃষক মজুর আন্দোলনে ধ্বংসের পথ গ্রহণ করিয়াও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে বৃটিশ ও আমেরিকার লেজুড়ে পরিণত হইয়াছে। ইহার ফলেই নেতারা বৃটিশ সম্পর্কোচ্ছেদের বদলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিবার কথা বলিতেছেন, রাজার জন্মদিবস পালন করিতেছেন। ইহা আজাদীর পথ নয়, গোলামীর পথ, শিল্প বিস্তারের পথ নয়, বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থে দেশের শিল্পবিস্তার বন্ধ রাখার পথ ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বদলে অর্থনৈতিক দাসত্বের পথ।

সত্যিকারে, আজাদীর শিল্প বিস্তার ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথে বর্তমানে শাসকমণ্ডলী অগ্রসর হইতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে কৃষক, মজুর ও গরীব মধ্যবিত্তের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করিয়া মিল মালিক, জমিদার, জোতদার, বিদেশী পুঁজিপতি, মুনাফাখোর, বড় ব্যবসায়ী ও মোটা বেতনের দেশী-বিদেশী অফিসারদের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করিতে হইবে। দুই নৌকায় পা দিয়া চলা আজ অসম্ভব। হয় ধনিকের শাসন ধ্বংস করিয়া মেহনতকারী জনসাধারণকে বাঁচাইতে হইবে আর না হয় মেহনতকারী জনসাধারণকে বুভূক্ষু রাখিয়া ধনিকের ধন-দৌলত বাড়াইতে হইবে। কোন দেশ কোন পথে যাইবে তাহা নির্ভর করে সেই দেশের শাসক শ্রেণী কোন দলের প্রতিনিধি তাহার উপর। সোভিয়েট রাশিয়া ও নয়া গণতান্ত্রিক দেশসমূহে কৃষক, মজুর ও গরীব মধ্যবিত্ত রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করিয়াছে সেই জন্যই সেখানকার জনগণ আজ খাঁটি আজাদী গণতন্ত্র ও সুখ ভোগ করিয়াছে, আর উন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে। গত এক বৎসরের কার্য্যকলাপের ফলে একথা ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে পাকিস্তানের শাসক শ্রেণী ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবেই কাজ করিতেছে এবং সেই জন্যই দেশবাসীর জীবনে দুঃখ-দুর্দশা নামিয়া আসিয়াছে। সরকার বলে ‘‘সময় দাও’’ কিন্তু আমাদের প্রশ্ন যে এক বৎসর সময় আমরা দিলাম তাহা কাহার স্বার্থে কিভাবে ব্যবহার করা হইল? এই এক বৎসরে কি তাহারা বৃটিশ সম্পর্কোচ্ছেদ, ধনিক শ্রেণীর উচ্ছেদ, চোরাকারবারী ও মুনাফাখোরী ধ্বংস ও কৃষক মজুর মধ্যবিত্তের উন্নতির

কাজে ব্যয় করিয়াছে, না দেশী বিদেশী ধনিক তোষণ ও গরীব হত্যার কাজে ব্যয় করিয়াছে? সময় পাইলেই যদি ধনিক শ্রেণীর উচ্ছেদ হইত, জনসাধারণ পেটে ভাত, পরনে কাপড় পাইত তাহা হইলে আমেরিকা ও ইংলেণ্ডে আজ কোটিপতিরা দেশের মালিক কেন? সেখানকার মজুরদেরও মজুরী বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট করিতে হয় কেন? আর মাত্র ২/৩ বৎসর সময়ের মধ্যে আলবেনিয়া, হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশ তাহাদের ভাগ্য পরিবর্তন করিতে পারিল কেন?

সময় পাইলেই সব ঠিক হইবে একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সরকারী কর্তৃপক্ষ কাহার স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনা করিতেছে-ধনিকের না গরীবের? এটাই হইল আসল প্রশ্ন। যে সরকার ধনিকের স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাহাকে সময় দেওয়ার অর্থ ধনিকের শক্তিবৃদ্ধি করিতে সুযোগ দেওয়া মাত্র।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা-

যে রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রের স্থান নাই; সেই রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা আশা করা বৃথা।

আমরা দাবী করিয়াছিলাম সকলের কাজ করিবার অধিকার চাই, গ্রামে গ্রামে বিনা বেতনে শিক্ষা দিবার স্কুল চাই, প্রতি ইউনিয়নে সরকারী ডাক্তার চাই। বলা বাহুল্য যে, ইহার কোনটাই আমরা পাইতেছি না এবং পাইবার কোন সম্ভাবনাও দেখিতেছি না। প্রত্যেকের কাজের অধিকারের বদলে পাইতেছি বেকার সমস্যা; গ্রামে গ্রামে স্কুলের পরিবর্তে বর্ত্তমানে সামান্য কয়টি স্কুল ও সরকারী শিক্ষা বিভাগের খেয়ালমত ভাঙ্গা গড়া ইত্যাদি। স্বাস্থ্যের উন্নতি দূরের কথা সরকারী খরচে মাত্র যে কয়জন Health Assistant টিকা, ইনজেকশন দিবার জন্য রাখা হইয়াছে তাহাদেরও বরখাস্তের বন্দোবস্ত হইতেছে। শ্রমিক, কৃষক, নারী জাতি প্রভৃতির জন্য আমরা যে সকল অধিকার দাবী করিয়াছিলাম, একটি সুখী সমাজ ব্যবস্থা গড়িবার যে আর্দশ, যে কর্মপন্থা আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম বর্তমান শাসকমণ্ডলীর দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে। গত এক বছরে নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা দূরে থাকুক পুরাতন জরাজীর্ণ ব্যবস্থাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে নূতন অধিকার দানের বদলে পুরাতন অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমান শাসক শ্রেণী খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছে না অথচ খবরের কাগজে বিবৃতি দিতেছে যে দেশে খাদ্য সমস্যা নাই। কোন জিনিষেরই দর কমাইতে পারিতেছে না। সকল রকমের কুটির শিল্প ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। ছাঁটাই প্রভৃতির ফলে বিরাট আকারে বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে লোকের আয় ক্রমেই কমিতেছে আর ব্যয় বহুলাংশে বাড়িয়া চলিয়াছে, অথচ সরকারী কর্তৃপক্ষ ইহার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নাই। কিন্তু রেল শ্রমিক, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি যখন নিজ নিজ ইউনিয়ন মারফত বর্তমান ব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য আন্দোলন, ধর্মঘট প্রভৃতির দিকে আগাইয়া আসে তখন সরকার ইউনিয়ন নেতাদের গ্রেপ্তার, বরখাস্ত, বদলী, ১৪৪ ধারা জারী প্রভৃতি দ্বারা ইহার জবাব দেয়। কাপড় ও চিনির কলের মালিকরা যখন উৎপাদক মজুর শ্রেণী, ক্রেতা ও মধ্যবিত্ত ও কৃষক শ্রেণীকে শোষণ করিয়া কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুট করে তখন সরকার নিরপেক্ষ দর্শকের ন্যায় সবই মুখ বুজিয়া সহ্য করে। অথচ মজদুর শ্রেণী যখন বাধ্য হইয়া জীবন ধারণের উপযোগী মজুরী, ছুটি প্রভৃতির দাবী লইয়া আন্দোলন ও ধর্মঘটের পথে অগ্রসর হয় তখন সরকার মিল মালিকের পক্ষেই হস্তক্ষেপ করাকে পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করে। আমরা আজাদী পাইয়াছি, কিন্তু এখনও রেল শ্রমিক ও যাত্রীদের শোষণ করিয়া কোটি কোটি টাকা ইংরাজ পূঁজিপতিদের জন্য বিলাতে পাঠাইতে হয়। যে সকল ইংরাজ অফিসার আমাদের দেশে চাকুরী করার নামে শোষণ ও শাসনের যন্ত্র হিসাবে কাজ করিয়াছে, আমাদের দেশের স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের বুকের রক্ত দিয়া হাত রাঙ্গাইয়াছে, সেলামীস্বরূপ তাহাদের পেনসনের টাকা বিলাতে পাঠাইতে হয়। অথচ আমাদের দেশেরই গরীব মজুর ও শিক্ষকের দল না খাইয়া থাকে।

আমরা দাবী করিয়াছিলাম অর্থনৈতিক গণতন্ত্র, শোষণমূলক ব্যবস্থার অবসান। অথচ আমরা পাইতেছি একদিকে মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থের অর্থনৈতিক একাধিপত্য, মোটা বেতনভোগী, ভোগ-বিলাস ও অপরদিকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন কঙ্কালসার দরিদ্র জনসাধারণ- ইহাই কি ইসলামী সমাজতন্ত্র? না সমাজতন্ত্রের নামে প্রবঞ্চনা?

শিল্প বিপ্লব

গত এক বছর হইল সরকারীমহল হইতে আশার বাণী শুনান হইতেছে যে পাকিস্তানে শিল্প বিস্তারের সম্ভাবনা প্রচুর। এক বিশেষ কমিটি গঠিত হইতেছে, ইংরাজ বিশেষজ্ঞদিগকেও মোটা টাকা দিয়া পরামর্শ দিবার জন্য আনা হইতেছে, কিন্তু অবস্থার একচুলও পরিবর্ত্তন হয়নি। বাস্তব কর্মপন্থা ভিত্তিতে একটি কাজও শুরু হয়নি। আমাদের সরকার যতদিন বৃটিশ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীদের তোষণ করিয়া পাকিস্তানের শিল্প বিস্তারের চেষ্টা করিবে ততদিন পর্যন্ত বর্ত্তমান অবস্থাই চলিতে থাকিবে। কারণ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজ স্বার্থে যতটুকু প্রয়োজন তার চাইতে একধাপও অগ্রসর হইবে না। পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রয়োজনের চেয়ে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনই তাহাদের কাছে ঢের বড় কথা এবং এইদিকে নজর রাখিয়াই তাহারা সব কিছু করিবে। মার্শাল পরিকল্পনা মারফৎ পশ্চিম ইউরোপের শিল্পপ্রধান দেশগুলিকে যেভাবে পদানত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে এই সাম্রাজ্যবাদী ধুরন্ধরেরা পাকিস্তানের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিতে মোটেই ছাড়িবে না। অথচ আমাদের কর্তৃপক্ষ তাহাদেরই দুয়ারে ধর্ণা দিতেছে। আমেরিকার কাছ হইতে তাহাদের শর্ত্তে টাকা ধার করা বা আমেরিকার পুঁজিপতিগণকে দেশে শিল্প বিস্তারের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যে খাল কাটিয়া কুমীর আনিবারই শামিল হইবে একথা যে কোন সাধারণ লোকেই বুঝিতে পারে। অথচ চোখের উপরই দেখিতেছি পূর্ব্ব ইউরোপের নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ সাম্রাজ্যবাদীদের দাসত্বসুলভ শর্তে দেওয়া ঋণ ঘৃণায় প্রত্যাখান করিয়া নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই অনেক দ্রুতগতিতে শিল্প বিস্তার করিতেছে। ১৯৭১ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে সোভিয়েট রাশিয়া আমাদের দেশের মত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে মাথা বিকাইয়া না দিয়া নিজ শক্তির উপর ভরসা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা যদি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরোধিতা সত্ত্বেও অতি দ্রুত শিল্প বিস্তার করিতে পারে তাহা হইলে আমাদের সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের তোষণ করিয়াও গত এক বছরে এক ধাপও অগ্রসর হইতে পারেন নাই কেন?

সোভিয়েট রাশিয়া পরাধীন দেশ শোষণ করিয়া বা সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ হইতে ঋণ করিয়া শিল্প বিস্তারের টাকা জোগাড় করে নাই। তাহারা টাকা জোগাড় করিয়াছে সকল কলকারখানা, খনি, যানবাহন, ব্যাঙ্ক ও আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য ধনিক শ্রেণীর হাত হইতে দখল করিয়া রাষ্ট্রের হাতে আনিয়া জারের আমলের সকল ধার-দেনা অস্বীকার করিয়া। দেশী ও বিদেশী ধনিকদের হাতে মুঠা হইতে অর্থনৈতিক আধিপত্র কাড়িয়া লওয়ার ফলে একদিকে যেমন শ্রমিক শ্রেণীর মজুরী বাড়িয়াছে ও জিনিষের দর কমিয়াছে- এককথায় বলিতে গেলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল দিক দিয়াই আমরা যেন আরও পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হইতেছি। অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ জোর করিয়া আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে- ইহাই হইল আমাদের গত এক বছরের অভিজ্ঞতা।

গণপরিষদ

স্বাধীন দেশের গঠনতন্ত্র রচনার ফলে যে মুষ্টিমেয় লোকের ভোটে এবং পরোক্ত নির্বাচন দ্বারা গণপরিষদ গঠিত হইয়াছিল এক বছরে একমাত্র পতাকা নির্ধারণ ছাড়া তাহা কোন কাজই করে নাই। জনসাধারণকে ভুলাইবার জন্য নামেমাত্র একটি গণপরিষদ খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমাদের গণপরিষদের অগণতান্ত্রিক ভিত্তি ও স্থবিরতা একটি লজ্জার বিষয় হইয়াছে। এইরূপ একটি গণপরিষদের কাছ হইতে আমরা বিপ্লবী পরিবর্তন আশা করিতে পারি কিভাবে? সকলের মনেই আজ এ প্রশ্ন জাগিতেছে বর্ত্তমান পরিষদ কি কালের দাবীর সহিত তাল মিলাইয়া পুরাতন বৃটিশ

রচিত সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া আমাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিপ্লবী পরিবর্ত্তন আনিতে পারিবে? একথা আজ লজ্জার সাথে স্বীকার করিতেই হইবে যে বর্ত্তমান গণপরিষদ পাকিস্তানবাসীকে সকল দিক হইতেই নিরাশ করিয়াছে।

আমাদের ভবিষ্যৎ

গত এক বছরের অভিজ্ঞতা আগামীকালের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মোটেই আশান্বিত করিয়া তুলিতেছে না। বরং এই আশংকাই আমাদের মধ্যে প্রবল যে, বর্তমান অবস্থার গতিরোধ করিতে না পারিলে আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক ঘোরতর বিপর্যয় দেখা দিবে। মাত্র কয়েকজন লোকের স্বার্থে পাকিস্তানের কোটি কোটি জনসাধারণের সকল অধিকার হরণ করিয়া একটিমাত্র গোষ্ঠীর একনায়কত্ব জাঁকিয়া বসিবে। ইহাদেরই স্বার্থে এবং খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের সকলের স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাদেরই সুখ বৃদ্ধির জন্য আমাদের সকলের সুখ বিসর্জন দিতে হইবে। ইহাদের অধিকার কায়েম রাখিতে আমাদের সকলের অধিকার হরণ করা হইবে। পাকিস্তানের যুবসমাজ শাসকমন্ডলীর এই গণবিরোধী নীতি, গণতন্ত্রের প্রতি উপেক্ষা ও শোষকমূলক ব্যবস্থা কখানো মুখ বুজিয়া মানিয়া লইতে পারে না। সরকার যদি মনে করিয়া থাকে একমাত্র দমন নীতির সাহায্যে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন স্তব্ধ করিয়া দিব, কৃষক, মজুর, ছাত্র ও যুব সংগঠন ধ্বংস করিয়া দিব, তাহা হইলে তাহারা চরম ভুল করিয়াছে; ইতিহাস হইতে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করে নাই। লাঠি ও জেলখানার সাহায্যে কখনও গণআন্দোলন ধ্বংস করা যায় নাই। হিটলার-মুসোলিনী হইতে শুরু করিয়া পৃথিবীর কোন দেশের শাসক শ্রেণীই যে কাজে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই পাকিস্তান সরকারের সেই চেষ্টা করা বৃথা। পাকিস্তান সরকার যেন এ কথা না ভুলে যে, আজ যাহারা গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছে তাহাদেরই এক বিরাট অংশ বর্ত্তমান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য দায়ী। শুধুমাত্র 'পঞ্চম বাহিনী', 'রাষ্ট্রের শত্রু' প্রভৃতি আখ্যা দিয়া লোক চক্ষে তাহাদের হেয় করিবার চেষ্টা বৃথা। যে প্রেরণা লইয়া আমরা একদিন পাকিস্তান হাসেল করার আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়িয়াছিলাম যদি প্রয়োজন হয় তাহার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহ লইয়াই বর্ত্তমান শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে পাকিস্তানের যুবশক্তি ঝাঁপাইয়া পড়িবে। সরকারের কোন হুমকি তাহাকে সফলচ্যুত করিতে পারিবে না।

যুবসমাজের প্রতি

বর্ত্তমান সরকারের সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা নীতি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ, কৃষক-মজুর আন্দোলন ও তাহাদের সংগঠন ধ্বংস করা ও জমিদার, মিল মালিক তোষণ, ছাঁটাই ও বেতন বৃদ্ধি না করা প্রভৃতি কার্যের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করিবার জন্য আমরা পাকিস্তানের যুব সমাজের কাছে উদাত্ত আহবান জানাইতেছি, এমন আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইবে যাহার ফলে সরকার তাহার গণবিরোধী নীতি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবে। না হয় মজুর, কৃষক, গরীব, মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিত্বমূলক নূতন সরকার বর্ত্তমান সরকারের স্থান গ্রহণ করিবে। যে সরকার গণবিরোধী কার্য্যের দ্বারা আস্থা হারাইয়া ফেলে যে সরকার দেশের লোকের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা না করিয়া শুধু লাঠি ও জেলখানার সাহায্যে দেশ শাসন করে গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী তাহার একদিনও টিকিয়া থাকিবার অধিকার নাই।

যুবসমাজই জাতির মেরুদন্ড। সেইজন্য তাহাদের কাছে আমাদের আহবান আপনারাই আগাইয়া আসিয়া আন্দোলনে নেতৃত্ব দিন। কৃষক, মজুর, ছাত্র, কর্ম্মচারী প্রভৃতির যে সকল নিজস্ব শ্রেণী, প্রতিষ্ঠান তাহার সাথে যুবলীগের কোন বিরোধিতা নাই বরং তাহাদের সহযোগিতাতেই একমাত্র প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে। যুবলীগের মধ্যে থাকিয়াও যেন কৃষক সমিতি ও মজুর ইউনিয়নের সভ্যভূক্ত হন এবং কৃষক সমিতি ও মজুর ইউনিয়নের সংগে সহযোগিতা করেন। তাহাদের দাবী-দাওয়া লড়াই করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কৃষক-মজুরের আন্দোলনকে বাদ দিয়া কোন সত্যিকারের গণতান্ত্রিক আন্দোলনই গড়িয়া উঠিতে পারে না। কোন

দেশ কতটা গণতান্ত্রিক তাহার প্রকৃত প্রমাণ মিলে সেই দেশের শাসক শ্রেণীর কৃষক-মজুরের দাবী-দাওয়া ও তাহাদের আন্দোলনের প্রতি মনোভাবের মধ্য দিয়া। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের ন্যায় মুখে গণতন্ত্রের বুলি ও কার্যে নিগ্রো নির্যাতন ও কৃষক-মজুর শোষণ কখনো গণতন্ত্রের নীতি হইতে পারে না।

পাকিস্তানে এমন শক্তিশালী গণতান্ত্রিক যুব আন্দোলন গড়িয়া উঠুক যাহা দুনিয়ার প্রগতিশীল যুব আন্দোলনের পাশে সমমর্য্যাদা লইয়া দাঁড়াইতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে প্রতি গ্রাম, বন্দর ও কলকারখানায় যুবলীগের শাখা গঠন করিতে হইবে। তাহাদের দাবী-দাওয়া লইয়া আন্দোলন করিতে হইবে। নিম্নলিখিত কার্যসূচীর ভিত্তিতে আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য যুব সমাজের প্রতি আহবান জানানো যাইতেছেঃ

১। অবলিম্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ আজাদী ঘোষণা করিতে হইবে। আগামী অক্টোবরের বৃটিশ উপনিবেশ সম্মেলনে যোগদান করা চলিবে না। বৃটিশ আমলের কোন ইংরাজ অফিসারের পেনসনের খরচ পাকিস্তান সরকার বহন করিতে পারিবে না। ১৯৪৮ সালের মধ্যেই পাকিস্তানের ষ্ট্রালিং পাওনা কড়ায় গন্ডায় বুঝিয়া লইতে হইবে- কোন রকম দীর্ঘ-মেয়াদী চুক্তি করা চলিবে না।

২। প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবিলম্বে নূতন গণপরিষদ মারফৎ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে।

৩। ভাষার ভিত্তিতে স্বয়ং শাসন অধিকার সম্পন্ন প্রদেশ গড়িবার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লইতে হইবে।

৪। সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকারর স্বীকার করিতে হইবে।

৫। জনগণের স্বার্থে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে হইবে।

৬। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিয়া কৃষককে জমির মালিক করিতে হইবে। কৃষকের ঋণ মকুব করিতে হইবে। ক্ষেত-মজুরদের ন্যায্য মজুরী দিতে হইবে।

৭। বড় বড় শিল্প, বড় ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলি জাতীয়করণ করিতে হইবে। শ্রমিকদের খাটুনির সময় আট ঘন্টা বাঁধিয়া দিতে হইবে এবং বাঁচার মত মজুরীর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮। ব্যাঙ্ক, চা বাগান, খনি ইত্যাদি বড় বড় ব্যবসায় নিয়োজিত বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে। মার্শাল প্লান অথবা অন্য কোন বিদেশী মূলধন জাতীয় স্বার্থবিরোধী শর্তে গ্রহণ করা চলিবে না।

৯। বিনা ব্যয়ে শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালূ করিতে হইবে।

১০। রাষ্ট্রের খরচে স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১১। জনগণকে সামরিক শিক্ষা দিতে হইবে এবং জনগণের সামরিক বাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে।

১২। নারীদের সমান গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করিতে হইবে।

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের রাজশাহী বিভাগীয় আঞ্চলিক কমিটির সেক্রেটারী মোহাম্মদ একরামূল হক কর্তৃক এই ইস্তাহার উত্থাপিত হয় এবং উপস্থিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।

যুবসম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

১। খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াও
আমলাতান্ত্রিক গাফিলতির মুখোশ খুলিয়া দাও
জনগণের প্রতিরোধ গড়িয়া তোল

পূর্বপাকিস্তানে খাদ্যসমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়া যশোহর জেলায় ৪০ টাকা, খুলনায় ৩৮ টাকা, পাবনা নদীয়ায় ৩৫ টাকার উপরে চাউলের দর চলিতেছে। ২২/২৪ টাকার নীচে কোন জেলাতেই চাউল পাওয়া সম্ভব নয়। এক কথায় বলিতে গেলে পূর্ব্ব পাকিস্তানে খাদ্যের মূল্য জনসাধারণের নাগালে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইহা দ্বিতীয় খাদ্য সংকট।

এই সংকট সমাধানে সরকারের তরফ হইতে এক বিবৃতি দেওয়া ছাড়া অন্য কোনই চেষ্টা হইতেছে না। খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ সম্পর্কে সরকারী নীতি খাদ্য সংকটকে আরও প্রকট করিয়া তুলিতেছে। এখন পর্য্যন্ত খাদ্য সংগ্রহের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নাই। বড় জোতদার ও মজুতদারদের স্পর্শ না করিয়া সাধারণ কৃষকের নিকট হইতে ধান চাউল সংগ্রহ করাই সরকারের নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মজুতদার ও জোতদারকে তোষণ করিয়া কৃষকের ধান 'সীজ' করিবার নীতিতে খাদ্য সংগ্রহ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীরও কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। যে খাদ্য বর্ত্তমানে সরকার সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাও সঠিকভাবে সরবরাহ হইতেছে না।

খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ এইরূপ চলিতে থাকায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের পূর্ব পাকিস্তান আজ এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সামনে উপস্থিত হইয়াছে।

রাজশাহী বিভাগীয় যুব সম্মেলন ভয়াবহ উদ্বেগের সঙ্গে এই পরিস্থিতি লক্ষ করিতেছে। খাদ্য সমস্যার আশু সমাধানের জন্য অবিলম্বে নিম্নলিখিত কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিবার জন্য এই সম্মেলন সরকারের নিকট দাবী করিতেছেঃ

১। কৃষকদের নিকট হইতে জবরদস্তিমূলকভাবে ধান কাড়িয়া লওয়া চলিবে না। অবিলম্বে সমস্ত জোতদার ও মজুতদারদের বাড়তি খাদ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে হইবে।

২। ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমঝোতা করিয়া খাদ্য আমদানীর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। সরকার কর্তৃক সংগৃহীত খাদ্য কালবিলম্ব না করিয়া ঘাটতি এলাকায় সস্তা দরে সরবরাহ করিতে হইবে।

৪। প্রত্যেক শহরে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে এবং রেশনিং এলাকায় নিয়মিতভাবে সস্তা দরে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫। যে সমস্ত লোক দুস্থ হইয়া পড়িয়াছে এবং খাদ্যক্রয়ে অক্ষম তাহাদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিলির ব্যবস্থা করিতে হইবে। বন্যাপীড়িত অঞ্চলে দ্রুত সরবরাহ পাঠাইতে হইবে।

৬। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য কমাইইতে হইবে।

৭। কৃষকের ক্রয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য অর্থকারী ফসল যেমন পাট ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি করিয়া সর্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন দর মণ প্রতি ৪০ টাকা বাঁধিয়া দিতে হইবে।

৮। মজুর ও মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের মাহিনা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৯। জিন্নাহ তহবিল হইতে দুই-তৃতীয়াংশ অর্থ পূর্ব্ব পাকিস্তানের দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য বরাদ্দ করিতে হইবে।

উপরোক্ত পদ্ধতি যাহাতে অবিলম্বে কার্য্যকরী করা হয় তজ্জন্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য পূর্ব্ব পাকিস্তানের যুব সমাজ ও জনসাধারণের নিকট এই সম্মেলন আহবান জানাইতেছে।

২। জমিদারী উচ্ছেদের ভাঁওতা দিয়া কৃষক উচ্ছেদ চলিবে না। বিনা খেসাতে জমিদারী উচ্ছেদ ও কৃষককে জমির মালিক করিতে হইবে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী নিজের শাসন ও শোষণ কায়েম করিবার জন্য জমিদারী প্রথার সৃষ্টি করিয়া আমাদের দেশের জনসাধারণের অর্থননিতক জীবন পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। দেশে চিরস্থায়ী খাদ্যসমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট এই ঘৃণ্য প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকের আন্দোলন বহুদিনের আন্দোলন। আজাদী পাইলে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া কৃষককে জমির মালিক করা হইবে-ইহাই ছিল নেতাদের ওয়াদা। আজাদ পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকার জমিদারী উচ্ছেদের এক বিলও উত্থাপন করিয়াছে। কিন্তু এই বিলে যে সমস্ত ধারা রহিয়াছে তাহা সমস্তই কৃষক স্বার্থের বিরোধী। এই বিলের মূলধারাগুলি হইতেছেঃ

(১) জমিদারদের জন্য ৪০ কোটি টাকারও অধিক ক্ষতিপূরণ।
(২) জোতদারদের জন্য জমি।
(৩) জমিদারদের ঋণ মকুব।
(৪) ওয়াক্‌ফ্‌ ও দেবোত্তর সম্পত্তির সুবিধা ইত্যাদি।

এই সম্মেলনের মতে উপরোক্ত সমস্ত ধারাগুলি কৃষক স্বার্থবিরোধী এবং বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া কৃষককে জমির মালিক করিবার মূল দাবী গৃহীত হয় নাই। এই বিল পাশ হইলে জমিদারী উচ্ছেদের পরিবর্ত্তে কৃষক উচ্ছেদেরই ব্যবস্থা হইবে। জমিদারী উচ্ছেদের নামে এইরূপ কৃষক বিরোধী বিল উত্থাপন করিয়া সরকার পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনমতের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। এই সম্মেলনে প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং অবিলম্বে এই বিল প্রত্যাহার করিয়া বিনা ক্ষতিপূরণে ও ''কৃষকই জমির মালিক'' এই নীতির ভিত্তিতে জমিদারী উচ্ছেদের দাবী জানাইতেছে।

এই সম্মেলন মনে করে যে তুমুল আন্দোল ব্যতীত সরকার কৃষকের দাবী অনুযায়ী জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিবে না। কৃষকের শ্রেণী সংগঠনকে জোরদার করিয়াই এই অন্দোলন সফল হইতে পারে। এই সম্মেলন পূর্ব্ব পাকিস্তানের যুব সমাজকে কৃষকের শ্রেণী সংগঠনকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়া জমিদারী উচ্ছেদকে সফল করিবার জন্য আহবান জানাইতেছে।

৩। রেল শ্রমিকের বাঁচিবার লড়াইয়ে সাহায্য করিব। আসন্ন রেল ধর্মঘটকে কামিয়াব করেত সর্বপ্রকার সহযোগিতা দিব।

পাকিস্তান সরকারের শ্রমনীতি পাকিস্তানের রেল মজুরদের ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। পাকিস্তান রেলওয়েতে প্রায় ১৬,০০০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাইয়ের মুখে। পে কমিশনের রায় চালু, গ্রেনশপের পাকা ব্যবস্থা,

বাসস্থান ইত্যাদি শ্রমিকদের কোন দাবীই সরকার পূরণ করে নাই উপরন্তু রেল শ্রমিক আন্দোলনের উপর ব্যাপক দমননীতি প্রয়োগ করা হইতেছে। তাই রেলশ্রমিকরা বাধ্য হইয়া নিম্নলিখিত পাঁচটি মূল দাবীর ভিত্তিতে সাধারণ ধর্ম্মঘটের প্রস্তুতির জন্য ষ্ট্রাইক ব্যালট গ্রহণ করিতেছেঃ

(১) পুরাতন পে কশিশনের রায় চালু করিতে হইবে।
(২) ছাঁটাই বন্ধ করিতে হইবে।
(৩) গ্রেনশপের তালিকাভূক্ত দ্রব্য পূর্ণ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।
(৪) বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।
(৫) দমননীতি বন্ধ করিতে হইবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে।

এই সম্মেলন রেল শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া ন্যায্য বলিয়া মনে করে এবং দাবী আদায়ের জন্য শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্তকে পূর্ণভাবে সমর্থন করিতেছে এবং তাহাদের সংগ্রাম সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতির প্রতিশ্রুতি দিতেছে। রেল ধর্ম্মঘটকে সাফল্যমন্ডিত করিবার জন্য এই সম্মেলন বিভিন্ন রেলশ্রমিক প্রতিষ্ঠানকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করিবার আহবান জানাইতেছে।

৪। ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য লড়ো

আজাদ পাকিস্তানে ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ চরম পর্য্যায়ে উঠিয়াছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণে পাকিস্তান সরকার সাম্রাজ্যবাদীদেরও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। সভা, শোভাযাত্রা করিবার অধিকার ব্যাপকভাবে খর্ব্ব করা হইতেছে। ১৪৪ ধারার যথেচ্ছ প্রয়োগ, বিনা বিচারে আটক, অন্তরীণ ও বহিস্কার আদেশ, গ্রেপ্তারী পরওয়ানা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দমননীতি, পুলিশ জুলুম ও অর্ডিন্যান্স-রাজ পাকিস্তানবাসী জনসাধারণের জীবনে বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছে।

এই সম্মেলন ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর সরকারী আক্রমণ এবং দমননীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং অবিলম্বে সমস্ত বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি, ১৪৪ ধারা, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা, অন্তরীণ ও বহিস্কার আদেশের আশু প্রত্যাহার দাবী করিতেছে।

দমননীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এই সম্মেলন দলমত নির্ব্বিশেষে সমস্ত যুবক ও জনসাধারণকে আহবান জানাইতেছে।

৫। যুব আন্দোলনের উপর হামলা বরদাস্ত করা হইবে না।

এই সম্মেলন গভীর উৎকন্ঠার সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, পাকিস্তান সরকার ‘গণতান্ত্রিক যুবলীগ’ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে ইহার উপর হামলা শুরু করিয়াছে। সম্প্রতি ঢাকায় যুবলীগের কেন্দ্রীয় অফিস খানাতল্লাশী করা হইয়াছে। যুবলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত মিঃ আতাউর রহমানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হইয়াছে এবং প্রাদেশিক কমিটির সদস্য মিঃ আবদুল আওয়ালের উপর ময়মনসিংহ জিলা হইতে বহিস্কার আদেশ জারী করা হইয়াছে।

এই সম্মেলন, যুবলীগের প্রতি সরকারী দমননীতির তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং অবিলম্বে মিঃ আতাউর রহমানের উপর হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার এবং মিঃ আব্দুল আউয়ালের উপর হইতে বহিস্কার আদেশ উঠাইয়া লইবার দাবী জানাইতেছে।

৬। ব্যাপক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াও

এই সম্মেলন বিশেষ উৎকণ্ঠার সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, পাকিস্তান সরকারের ছাঁটাই-নীতি দেশের মধ্যে এক ভয়ানক বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। ছাঁটাই নীতির কবলে পড়িয়া হাজার হাজার দরিদ্র কর্ম্মচারী ও মজুরের সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে। এই সম্মেলন সরকারের এই ছাঁটাই নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে এবং সম্মেলন মনে করে যে, এইরূপে সমস্যা বাড়িবে কিন্তু কমিবে না। সুতরাং সম্মেলনের দাবী যে, ছাঁটাই নীতি অবিলম্বে বন্ধ করিতে হইবে এবং যাহাদিগকে ছাঁটাই করা হইয়াছে তাহাদিগকে পুনর্নিয়োগ করিতে হইবে।

৭। ধ্বংসমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচাও

পূর্বপাকিস্তানে শিক্ষা ব্যবস্থায় ভীষণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়াছে। চট্রগ্রাম, ঢাকা, রংপুর প্রভৃতি জেলায় বিদ্যালয়ে সরকারী দপ্তর স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সংঘবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন দ্বারাই সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। পাকিস্তান লাভের আগে রাজশাহী জেলায় প্রাইমারী স্কুল ছিল ১২০০ শত, বর্ত্তমান সরকার তাহাকে ৮০০ শতে নামাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রাইমারী শিক্ষকগণের মাহিনা প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিঃৎকর কিন্তু তাহাও নিয়মিত পাইতেছে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সিলেবাস অনুযায়ী নূতন পুস্তক এখনও পর্য্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে বাজারে বাহির না হওয়ার জন্য ছাত্রদের পড়াশুনা ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে এবং বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষাগুলি বন্ধ রহিয়াছে।

ছাত্রদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য খাতা, পেন্সিল, কাপড়, কেরোসিন প্রভৃতির অভাবে ছাত্র জীবন বিপন্ন কিন্তু সরকারের তরফ হইতে কোন প্রকার সাহায্য তো করা হয় নাই বরং যাহারা নিত্য প্রয়োজনীয় দাবী লইয়া আন্দোলন করিতেছে তাহাদের উপর সরকারী দমননীতি নগ্নরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আজ শিক্ষা জীবনে যে সংকট দেখা দিয়াছে তাহা রোধ করিবার জন্য অবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি কার্য্যকরী করিবার জন্য এই সম্মেলন সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে; এবং এই সমস্ত দাবী সরকার যাহাতে কার্য্যকরী করেন তাহার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য ছাত্রসমাজকে আহবান জানান যাইতেছেঃ

(১) কোন প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা হাই স্কুল তুলিয়া দেওয়া চলিবে না।
(২) শিক্ষকগণকে মানুষের মত বাঁচিবার উপযোগী বেতন দিতে হইবে।
(৩) বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে চালু করিতে হইবে।
(৪) বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

(৫) ছাত্রদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস খাতা, পেন্সিল, বই, কেরোসিন ইত্যাদি নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য কলেজে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষকের যে সমস্ত পদ খালি রহিয়াছে তাহার পূরণ করিতে হইবে।

(৭) শিক্ষালয়ে পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে ইউনিয়ন চালু করিতে হইবে।

৮। জনস্বাস্থ্যের প্রতি সরকারী উদাসীনতার প্রতিকার চাই

পূর্বপাকিস্তানে জনস্বাস্থ্য বিপন্ন হইয়াছে। জনসংখ্যার তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা নগণ্য। ঔষধপত্র বাজারে দুস্প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাও আসিতেছে অগ্নিমূল্যের জন্য জনসাধারণের আয়ত্তের বাহিরে। ঔষধপত্র

আমদানীর কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। ডাক্তারী শিক্ষার জন্য মেডিক্যাল স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীদের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। স্বাধীন পাকিস্তানে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নূতন ব্যবস্থা হওয়া দূরের কথা যেটুকু ব্যবস্থা আছে সরকারের অবহেলায় তাহাও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সরকারী হাসপাতালগুলিতে ঔষধ নাই, দুর্নীতিতে পূর্ণ। পল্লীর জনস্বাস্থ্য রক্ষার যেটুকু ব্যবস্থা ছিল তাহাও জনস্বাস্থ্য কর্ম্মচারীদের ছাঁটাই করিয়া ধ্বংস করিবার পরিকল্পনা চলিতেছে। এই সম্মেলন সরকারের জনস্বাস্থ্যবিরোধী মনোভাবের তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং অবিলম্বে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি কার্য্যকরী করিবার দাবী জানাইতেছে এবং এই ব্যবস্থাগুলি যাহাতে সরকার কার্য্যকরী করেন তার জন্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে এই সম্মেলন জনসাধারণ এবং যুবসমাজকে আহবান জানাইতেছেঃ

(১) হাসপাতালগুলিতে ঔষধ সরবরাহ করিয়া সক্রিয় ও দুর্নীতিমুক্ত করিতে হইবে।
(২) প্রতি ইউনিয়নে হাসপাতাল খুলিয়া বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ, জি, হাসপাতালগুলিকে পুনর্জীবিত করিতে হইবে।

(৩) মেডিক্যাল স্কুল-কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে।
(৪) জনস্বাস্থ্য বিভাগকে রাষ্ট্রীয়করণ করিতে হইবে এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হেলথ্ এ্যাসিসটেন্টদের চাকুরী স্থায়ী করিতে হইবে।

সাংগঠনিক প্রস্তাবাবলী

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি ছাড়া সম্মেলনে নিম্নলিখিত বিষয়ে চারিটি সাংগঠনিক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছেঃ

- রাজশাহী বিভাগীয় আঞ্চলিক কমিটি গঠন।
- রাজশাহী শহরে আঞ্চলিক অফিস স্থাপন।
- আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ হইতে ‘যুব অভিযান’ নামে পাক্ষিক প্রচারপত্র প্রকাশ।
- প্রাদেশিক যুবলীগ সম্মেলন আহবানের জন্য প্রাদেশিক কমিটিকে অনুরোধ।
-

যুব অভিযান

গণতান্ত্রিক যুবলীগের রাজশাহী বিভাগীয় আঞ্চলিক কমিটির তরফ হইতে ‘যুব অভিযান’ নামে একখানা পাক্ষিক প্রচারপত্র বাহির করিবার সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে। এই প্রচার পত্রিকার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। রাজশাহী বিভাগের প্রত্যেক জেলা, মহকুমা এবং প্রাথমিক যুবলীগ কমিটিগুলিকে অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার জন্য আবেদন করা যাইতেছে। কেহ সরাসরি সাহায্য পাঠাইলেও সাদরে গৃহীত হইবে। যুব আন্দোলনকে বেগবান করিতে হইলে প্রচারপত্রের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তাহা বলা বাহুল্য।

বিভিন্ন যুবলীগ কমিটি কতখানি ‘যুব অভিযান’ লইতে চান তাহা অবিলম্বে জানাইবেন। যেখানে যুবলীগ গঠিত হয় নাই সেখানকার কোন যুবকর্মী ব্যক্তিগতভাবে ‘যুব অভিযান’ লইতে ইচ্ছুক থাকিলে বিভাগীয় অফিসে জানাইবার জন্য আবেদন করা যাইতেছে।

অর্থ পাঠাইবার ঠিকানাঃ মাহবুব আহম্মদ খান (কোষাধ্যক্ষ),
পোঃ ঈশ্বরদী, পাবনা।

---

* ১৯৪৭ সনে পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই ঢাকা রাজশাহী ও ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন জেলায় এর শাখা খোলা হয়, কিন্তু তীব্র পুলিশী নির্যাতন ও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের গুন্ডাদের অত্যাচারের ফলে ১৯৪৮ সালের শেষ দিকে এই সংগঠনের বিলুপ্তি ঘটে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে ভাষার স্বাধীনতার পক্ষে ডঃ শহীদুল্লাহ	‘‘শহীদুল্লাহ সম্বর্ধনা গ্রন্থ এবং বদরুদ্দীন উমরের পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’’	ডিসেম্বর, ১৯৪৮

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন ঢাকা অধিবেশনে মূল সভাপতির অভিভাষণ
৩১-১২-১৯৪৮ইং

সমবেত সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক বন্ধুগণ,

দয়াময় খোদাতায়ালার অসংখ্য ধন্যবাদ, আমরা আজ এক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রাদেশিক রাজধানীর বুকে মুক্ত আকাশের নীচে মুক্ত-মানুষরূপে সমবেত হতে সক্ষম হয়েছি। জাহাঙ্গীর, শায়েস্তা খান ও ইসলাম খান আযীমুশ শানের স্মৃতিবিজড়িত জাহাঙ্গীরনগর ঢাকা আজ আযাদ পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। ঢাকার নিকটবর্ত্তী পূর্ববঙ্গের এলাকাধীন রাজধানী সোনারগাঁও ন্যায়বান বাদশাহ গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের পুণ্য স্মৃতি আজও বুকে ধরে আছে। স্মৃতি আমাদের নিয়ে যায় ঢাকার অদূরবর্ত্তী বিক্রমপুরে সেন রাজাদের শেষ রাজধানীতে, যেখানে একদিন লক্ষণ সেন, কেশব সেন ও মধু সেন রাজত্ব করেছিলেন। দূর স্মৃতি আমাদের টেনে নিয়ে চলে বিক্রমপুরের সন্নিকট রাজা রামপালের স্মৃতিচিহ্ন রামপালে এবং বৌদ্ধ মহাপন্ডিত শীলভদ্র, কমলশীল ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের স্মরণপূত অধুনা-বিস্মৃত জন্মভূমিতে। এই অঞ্চল যেমন বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমানের স্মারকলিপি হয়ে আছে, প্রার্থনা করি তেমনই এ যেন নূতন রাষ্ট্রের জাতি বর্ণ ধর্ম্ম নিবির্বশেষে সকল নাগরিকের মিলনভূমি হয়। আমীন!

পূর্ব বাংলার বিশেষ গৌরব এই যে, এই প্রদেশের প্রাচীন নাম বাঙ্গাল থেকে সমস্ত দেশের নাম হয়েছে বাঙ্গালা বা বাংলা। এই বঙ্গাল নাম পাই আমরা রাজেন্দ্র চোড়ের তিমরুলৈ লিপিতে (১০২৩ খ্রীঃ অব্দে)। বৌদ্ধযুগের কবি ভুসুকু একটি চর্য্যাগীতিতে বলেছেন-

‘‘বাজ-ণাব পাড়ী   পউআঁ খালেঁ বাহিউ।
অদ্বয় বঙ্গাল দেশ লুড়িউ’’।।

-বজ্রযানরূপ নৌকায় পাড়ি দিয়ে পদ্মার খালে বাইলাম। অদ্বয়-রূপ বঙ্গাল দেশ লুট করলাম। -এতে বুঝতে পারি যে পদ্মা নদীর পারেই হ’ল বঙ্গাল দেশ। ‘‘বাঙাল’’ আমাদের নিন্দার কথা নয়, এই দেশবাসীর প্রাচীন নাম। শীরাযের অমর কবি হাফিয সোনারগাঁওয়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহকে যে গযল কবিতা উপহার পাঠিয়েছিলেন, তাতে বলেছেন-

‘‘শক্কর-শিকন শওন্দ হমা তূতীয়ানে হিন্দ।
যে কন্দে পারসী কে ব-বঙ্গালা মী রওদ।।’’

-ভারতের তোতা হবে চিনি খেকো সকলি।
পারসীর মিছরী এই যে বাঙ্গালায় চলিছে।

কেবল হাফিয নন, মিথিলার বিদ্যাপতিও বাংলার এই সুলতানকে প্রশংসা করেছেন- ‘‘মহলম যুগপতি চিরজীব জীবথু গ্যাসদীন সুরতান’’।

মালব, কর্ণাট প্রভৃতি দেশের নামের ন্যায় এই বঙ্গাল দেশও সঙ্গীত শাস্ত্রের এক বিশেষ রাগের নামকরণ করেছে। ভুসুক একটি চর্য্যাগীতি এই বঙ্গাল রাগে রচনা করেছেন।

পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ গৌরব এই যে, এই দেশ থেকেই বাংলা সাহিত্য এবং নাথপন্থের উৎপত্তি হয়েছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ যেমন বাংলার আদিম লেখক, তেমনি তিনি নাথপন্থের প্রবর্তক। তাঁর নিবাস ছিল ক্ষীরোদ সাগরের তীরে চন্দ্রদ্বীপে, বর্ত্তমানে সম্ভবতঃ যাকে সনদ্বীপ বলে। ৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাজা নরেন্দ্র দেবের রাজত্বকালে নেপালে উপস্থিত হন। তাঁর একটি কবিতা তাঁর পরদশন থেকে আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ের টীকায় উদ্ধৃত হয়েছে-

"কহন্তি গুরু, পরমার্থের বাট
কর্ম্মকু রঙ্গ সমাধিক পাট।
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা
কমল মধু পিবিবি ধোকই ন ভমরা।।"

অর্থ-কহনে গুরু পরমার্থের বাট।
কর্ম্মের রঙ্গ সমাধির পাট।।
কমল বিকসিল কহিওনা জোংড়াকে (শাযুককে)।
কমল মধু পান করিতে ভুল করে না ভোমরা।।

এর শেষ দুই পদের সঙ্গে তুলনা করুন-

"গুণিনি গুণজ্ঞো রমতে নাগুণশীলস্য গুণিনি পরিতোষঃ।
অলিরেতি বনাৎ কমলং নহি ভেকেত্বেকবাসোহপি।।"
(হিতোপদেশ)

মৎস্যেন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে কানু পা, কুক্কুরীপা, ডোম্বী, সরহ, শবরী প্রভৃতি বহু সিদ্ধাচার্য্য চর্য্যাগীতি বা পারমার্থিক গান রচনা করেন। তার কতকগুলি আমরা পেয়েছি। এই গানগুলির একটি বিশেষত্ব- পদের শেষে ভণিতা। যেমন ধরুন-

"সরহ গুঁণন্তি বর সূন গোহালী কি মো ডুঠ বলদেঁ
একেলে জগা নাসিঅ রে বিহরহুঁ সুচ্ছন্দেঁ।।"

-সরহ ভণেণ বরং শূন্য গোয়াল, কি মোর দুষ্ট বলদে।
একেলা জগৎ নাশিয়া রে আমি বিহার করি স্বচ্ছন্দে।।

এই ভণিতার রীতি প্রাচীন বাংলা থেকে সংস্কৃতে যায়। যেমন জয়দেবের গীতগোবিন্দে। সমস্ত মহাজন পদাবলী চর্য্যাগীতির বৈঞ্চব সংস্করণ। নাথপন্থের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চর্য্যাগীতির রীতি পঞ্জাব পর্য্যন্ত উত্তর ভারতের পারমার্থিক গানে চলতে তাকে। পঞ্জাব থেকে এই রীতি পারস্যে যায়। পারসী গজল আরবীর অনুকরণে নয়। তা চর্য্যাগীতিরই অনুকরণে। আরবীতে রুসাদী আছে গযল নেই।

ত্রিপুরার মেহেরকুলের রাজা গোপীচন্দ্র গুরু জালন্ধরী পার নিকট নাথপন্থে দীক্ষিত হয়ে বৈরাগী হয়ে যান। নাথপন্থের সঙ্গে সঙ্গে এই আখ্যান ভারতময় বিভিন্ন ভাষার কবিতার উপজীব্য হয়ে ওঠে। সুদূর হিমালয়ের কাংড়া উপত্যকায় যে গোপীচাঁদের গান প্রচলিত আছে, আমি তার প্রথম চার চরণ উদ্বৃতি করছি-

''চনন চৌকী বো রূপী ঝাড়িয়াঙ রাজা গোপীচন্দ নহাএ।
তা অম্বর ভোলা বো অঘ্ণা চান্দী বর্ণা ঠন্ডী বুন্দ কতৌও আএ।
তা সজ্জে বো বৈঠী মাতা নৈনবন্তী নৈন-ভরী ভরী টোএ।
তা ফিরী উপড়হূঙ হেরে রাজা গোপীচন্দ তা মাতা নৈনবন্তী রোএ।।''

-চন্দনের চৌকিতে রূপার ঘড়ায় রাজা গোপীচাঁদ করে।
আকাশ পরিস্কার চাঁদীবর্ণ, ঠান্ডা বৃষ্টিবিন্দু কোথা থেকে আসে?
বারান্দায় বসে মা ময়নামতী চোখ ভ'রে ভ'রে কাঁদে।
তখন ফের উপর দিকে চেয়ে দেখে রাজা গোপীচাঁদ,
মা ময়নামতী কাঁদে।

এই পূর্বাঞ্চলের ভীম, দিব্বোক, ঈসা খান, চাঁদ রায়, কেদার রায় প্রভৃতি বীরেরা সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। পূর্ববঙ্গের সাহসী সন্তানেরা শুধু আজ নয়, প্রাচীন কাল থেকে সমুদ্রযাত্রায় নির্ভীক। এরাই একদিন সুমাত্রা, জাভা, বালিদ্বীপ, কম্বোডিয়া এবং বর্ণিও পর্য্যন্ত সাগরে পাড়ি দিত। মহাকবি কালিদাস নৌ বিদ্যায় দক্ষ বঙ্গবাসীর উল্লেখ করেছেন। কবিকঙ্কণ প্রচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করেই ধনপতি সদাগরের জাহাজের মাঝি-মাল্লাদিগকে পূর্ব্ববঙ্গবাসী বলে বর্ণনা করেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এবং পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বাংলার ছাপ রয়েছে। বাংলার উপকথা এখনও সেখানে প্রচলিত আছে। বাংলার রক্ত যে তাদের রক্তের সঙ্গে মেশেনি, তা কে বলতে পারে? জাভার বরবুদুরের স্থাপত্য উত্তর বঙ্গের পাহাড়পুরের মঠের স্থাপত্যের অনুকরণে।

প্রাচীন রাঢ়, বরেন্দ্র এবং বঙ্গ নিয়েই আমাদের বাঙ্গালা দেশ। রাঢ় ব্রাক্ষণ্য ধর্ম্মকে আঁকড়ে ছিল। সেখানে শূর বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। এই বংশের আদিশূর বাইরে থেকে ব্রাক্ষণ আমদানী করে হিন্দুত্বকে বাঁচিয়ে রাখেন। শূর বংশের পর সেন বংশ এই রাঢ় থেকেই রাজত্ব বিস্তার করেন। তাঁরাও গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। বল্লাল সেন কৌলীণ্য প্রথা চালিয়ে আদিশূরের ধারাকেই স্থায়ী করেন। তুর্কিদের বাংলা বিজয়ের সূত্রপাত রাঢ় থেকে হলেও এখানে ইসলাম তেমন বিজয়ী হতে পারিনি। বরেন্দ্র ও বঙ্গ মুসলিম আক্রমণের প্রাক্কালে বৌদ্ধ বা নাথপন্থী ছিল। তারা সনাতন পন্থীদের দ্বারা নির্য্যাতিত হচ্ছিল। এমন সময়ে আসে তুর্কিদের হামলা। তারা এই বিদেশীদের রক্ষাকর্তা মনে ক'রে বোধ হয় সাহায্য করেছিল এবং পরে সাম্যবাদী ইসলাম ধর্মের শীতল ছায়ার আশ্রয় নিয়েছিল। তাই আজ পূর্ব পাকিস্তান হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। নাথপন্থীদের একটি ছড়ায় এই যুগের অহিন্দু জনসাধারনের মনের ছাপ রয়েছে-

''জাজপুর পুরবাদি সোল সঅ ঘর বেদি
বেদি লয় কেবোল দুর্জন
দখিন্যা মাগিতে জাঅ জার ঘরে নাহি পাঅ
সাঁপ দিয়া পুড়ান ভুবন।।
* * *
বেদ করে উচ্চারণ বেরাাঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সভাই কম্পমান
মনেত পাইঅ মম্ম সভে বোলে রাখ ধম্ম
তোমা বিনে কে করে পরিত্তান

****

ধম্ম হৈল্যে জবনরূপি মাথাএত কাল টুপি
হাথে সোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভূবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম।।
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলে তদম্বদার।
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেত পরিল ইজার।।

* * *

জতেক দেবতাগণ হয়্যা সবে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড়া পাখড় বোলে বোল।
ধরিআ ধর্ম্মের পায় রামাঞ্চি পন্ডিত খায় রঙ্গে
ই বড় বিষম গন্ডগোল।।'''' (শূন্য পুরাণ)

পরবর্ত্তীকালে কিছু কিছু হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করলেও পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলমান যে বৌদ্ধ বংশজাত তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলার বৌদ্ধ ও নাথ পন্থীদের প্রধান উপাস্য ছিল শূন্যমূর্ত্তি নিরঞ্জন। কানুপা তাঁর দোহায় বলেছেন-

''লোঅহ গবব সমুব্বহই হউঁ পরমত্থে পবীন।
কোড়িহ মঙেঝ এক্কুজই হোই নিরংজন লীন।''

অর্থাৎ- লোকগর্ব বয়ে বেড়ায় যে আমি পরমার্থে প্রবীণ।
কোটির মধ্যে একজন যদি নিরঞ্জনে লীন হয়।।

প্রাচীন মুসলমান লেখকেরা কেহই ঈশ্বর বা ভগবান আল্লাহের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করেননি। কিন্তু তাঁরা নিরঞ্জন শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এটি বৌদ্ধ উৎপত্তির একটি বলবৎ প্রমাণ। ইসলাম জাত পাত মানে না। মানুষ মাত্রেই আদমের সন্তান এবং সমান। কুরআনের বাণী ''ইন্না আকরামাকুম্ ইন্দাল্লাহি আতক্বাকুম''- নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যে সকলের চেয়ে বেশি ধার্ম্মিক, সেই আল্লাহের নিকট সকলের চেয়ে বেশি সম্মানিত। কাজেই আমরা বংশ দেখি না, আমরা দেখি গুণ। বাংলার মুসলমান যদি গুণে শ্রেষ্ঠ হতে পারে, তবে আরব, পারস্য, তুর্কী, হিন্দুস্থান প্রভৃতি পৃথিবীর যে কোন মুসলমানের চেয়ে সে কেন নিকৃষ্ট হবে? কবি হাফিজ কেমন সুন্দর বলেছেন-

''তাজে শাহী তলবী গওহরে যাতী বু-নামা।
ওয়ার খোদ আয় তুখ্মাএ চম্শীদ ও ফরীর্দু বাশী।''

অর্থাৎ- রাজার মুকুট চাও যদি নিজ গুণের প্রকাশ কর।
হও ফরীদুন জম্শীদের বা যদি বংশধরও।

স্বাধীন পূর্ব বাংলার স্বাধীন নাগরিকরূপে আজ আমাদের প্রয়োজন হয়েছে সর্বশাখায় সুসমৃদ্ধ এক সাহিত্য। এই সাহিত্যে আমরা আজাদ পাক-নাগরিক গঠনের উপযুক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের অনুশীলন চাই। এই সাহিত্য হবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়। পৃথিবীর কোন জাতি জাতীয় সাহিত্য ছেড়ে বিদেশী ভাষায় সাহিত্য রচনা করে যশস্বী হতে পারেনি। ইসলামের ইতিহাসের একেবারে গোড়ার দিকেই পারস্য আরব কর্তৃক বিজিত হয়েছিল, পারস্য আরবের ধর্ম্ম নিয়েছিল, আরবী সাহিত্যের চর্চা করেছিল। কিন্তু তাঁর নিজের সাহিত্য ছাড়েনি। তাই রুদাগী ফিরদৌসী, নিযামী, সাদী, হাফিয, উর্ফি, খাকানী, বুআলী সীনা, গাযালী, খায়্যাম প্রমুখ কবি, ভাবুক সুফী ও দার্শনিক লেখকগণের রচনায় পারস্য সাহিত্য গৌরব-সমুজ্জ্বল। বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা আমাদের মধ্যে আজ নূতন নয়। বাংলাদেশ যখন দিল্লীর অধীনতা-নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে গৌড়ে এক স্বাধীন সুলতানত প্রতিষ্ঠা করে, তখন থেকেই বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির দিকে রাজার মনোযোগ পড়ে। ইউসুফ শাহ্ হোসেন শাহ্, নসরত শাহ্, ফিরোয শাহ্, নিযাম শাহ্শূর, ছুটী খাঁ, পরাগল খাঁ প্রভৃতি রাজা ও রাজপুরুষগণ বাংলা সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। হিন্দু কবিরা মুক্তকণ্ঠে তাদের যশ কীর্তন ক'রে গেছেন। কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এক গৌড়েশ্বর। তাঁর প্রশংসায় কবি বলেছেন-

''পঞ্চ গৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা।''

এই গৌড়েশ্বর খুব সম্ভবতঃ রাজা গণেশ নন; কিন্তু তাঁর পুত্র উত্তরাধিকারী জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্। রাজা গণেশের রাজত্বকাল অল্প এবং অশান্তিপূর্ণ ছিল। আমরা তাঁকে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে কোথাও দেখি না। অন্যপক্ষ জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ দীর্ঘকাল শান্তিতে রাজত্ব করেন (১৪১৯-১৪৩১ খ্রীঃ)। তিনি ভরত মল্লিককে নানা উপহাসহ বৃহস্পতি ও রায়মুকুট এই দুই উপাধি দিয়েছিলন। কৃত্তিবাস স্বধর্ম্মত্যাগী বলে বোধ হয় এই গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেননি।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর সুলতান আলীউদ্দীন হোসেন শাহের প্রশংসায় বলেছেন-

''কলিযুগ অবতার গুণের আধার
পৃথিবী ভরিয়া যাঁর যশের বিস্তার।
সুলতান আলাউদ্দিন প্রভু গৌড়েশ্বর
এ তিন ভুবনে যাঁর যশের প্রসার।''

শ্রীকর নন্দী নসরত শাহের প্রশংসায় বলেছেন-

''নসরত শাহ্ নামে তথি অধিরাজ
রাম সম প্রজা পালে করে রাজ-কাজ।''

কবি শেখর এই নসরত শাহের প্রশংসায় বলেছেন-

''কবি শেখর ভণ অপরূপ রূপ দেখি
রায় নসরত শাহ্ ভজলি কমলমুখী''।

(মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান হিন্দু অপেক্ষা কম নয়।)

পল্লীগীতিকায় মুসলমানের দান অতি মহৎ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসাহায্যে জ্যেষ্ঠ সহোদরকল্প। পরলোকগত দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে ও উৎসাহে যে গাথাগুলি সংগৃহীত হয়েছে, তা ছাড়া আরও বহু পল্লী-কবিতা পূর্ব্ববঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ব্ববঙ্গের সরকার কি এদিকে মনোযোগ দিবেন? এহৈ পল্লীকাব্য সম্বন্ধে দীনেশবাবু বলেছেন, ''এই বিরাট সাহিত্যের সূচনা আমি যেদিন পাইয়াছিলাম, সেদিন আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন। আমি সেদিন দেশ-মাতৃকার মোহিনীমূর্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, আমাদের বাংলা ভাষার শক্তি ও প্রসার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম এবং হিন্দু ও মুসলমানের যে যুগলরূপ দেখিয়াছিলাম-

তাহাতে চক্ষু জুড়াইয়া গিয়াছিল।'' এ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৫টি পল্লীগাথা প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে ২৩টি মুসলমান কবির রচিত।

গত ব্রিটিশ যুগের ও বর্ত্তমানের সাহিত্য সাধনার কথা সকলের সুবিদিত। সুতরাং এখানে বলা নিস্প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজন আছে আদিকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বাংলার মুসলমানের সাহিত্যে সাধনার বিস্তৃত ইতিহাস লেখা এবং প্রাচীন মুসলিম লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশ করা। আমাদের সাহিত্যিক বন্ধুরা কি এ দিকে অবহিত এবং অগ্রসর হবেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য পূর্ববাংলার সকল স্থান থেকে পুঁথি, পল্লীগীতি, পল্লীকাব্য ও উপকথা সংগ্রহ করে রক্ষা করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিবিভাগকে আর সমৃদ্ধ করতে হবে। মোটকথা আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ব্ববঙ্গের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে দেখতে চাই, সরকারী নওকরখানারূপে নয়। এখানে আমি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ''নুরনামার'' লেখক নোয়াখালির সন্দ্বীপ নিবাসী আবদুল হাকিমের একটি কথা আমাদের দেশের একশ্রেণীর লোককে শুনিয়ে রাখছি-

''যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি।।
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
দেশীভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।।
দেশীভাষা বিদ্যা যার মনে না জুরায়।
নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না যায়।।

যেমন আমরা বাংলার হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এক মিশ্রিত জাতি, আমাদের ভাষা বাংলাও তেমনি এক মিশ্রিত ভাষা। বাংলার উৎপত্তি গৌড় অপভ্রংশ থেকে। সংস্কৃতের সঙ্গে তার সম্পর্কটা অতিদূরের। তবুও যেমন কেউ বড় মানুষের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আবিস্কার বা উদ্ভাবন করেন আত্মগৌরবের জন্য, তা তিনি মেসো মশায়ের খুড়তুত বোনের মামাশ্বশুরের পিসতুত ভাই হোন না কেন, সেই রকমই আমরা বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের কুটুম্বিতা পাতাই। কথাটা কিছু অতিরঞ্জিত হ'ল বটে। বিশেষ করে সংস্কৃতের ঋণ বাংলা ভাষার আপাদমস্তক এমন ভারাক্রান্ত করেছে যে, সম্পর্কটা স্বীকার না করেই অনেকে পারেন না। ভাষাতত্ত্বামোদীদের জন্য একটা উদাহরণ দেই- ''তোমরা ঐ গাছটা দেখ''। এর গৌড় অপভ্রংশ হবে ''তুমহেলোআ ওহি গচ্ছং দেক্‌খহ''; এর সংস্কৃত হচ্ছে ''যূয়ং অমুং বৃক্ষং পশ্যত।'' যূয়ং- তোমার, অমুং- ঐ, বৃক্ষং- গাছ, পশ্যত- দেখ, -বাংলার কোন শব্দই সংস্কৃত থেকে আসেনি। তবে বাংলার গোড়ায় যে আর্য্যভাষা, তা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।

সেই আর্য্যভাষার সঙ্গে মিশেছে আদি যুগে কোল, মধ্যযুগে পারসী ও পারসীর ভিতর দিয়ে কিছু আরবী ও যৎসামান্য তুর্কি এবং পরবর্ত্তী যুগে পর্ত্তুগীজ আর ইংরেজি। দু'চারটা দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয়, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি ভাষার শব্দও বাংলায় আছে। মিশ্রভাষা বলে আমাদের কিছু লজ্জা নেই। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা চলতি ভাষা ইংরেজির প্রায় দশ আনা শব্দসমষ্টি বিদেশী। পশ্চিমবঙ্গের পরিভাষা-নির্ম্মাণ-সমিতি খাঁটি সংস্কৃতভাষার পরিভাষা রচনা করেছেন। পাঠ্যপুস্তকে এরূপ খাঁটি আর্য্যভাষা চলতে পারে; কিন্তু ভাষায় চলে না। বহুদিন পূর্ব্বে রেলওয়ের স্থানে লৌহবর্ত্ম, টেলিগ্রাফের স্থানে তাড়িতবার্ত্তাবহ প্রভৃতি সংস্কৃত প্রতিশব্দ সৃষ্টি করা হয়েছিল; কিন্তু সেগুলি পোরাণিক বিশ্বামিত্রের সৃষ্টির মতই অচল হয়ে গেছে। আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষার ক্ষেত্রে গোঁড়ামি বা ছুঁমার্গের কোনও স্থান নেই।

ঘৃণা ঘৃণাকে জন্ম দেয়। গোড়ামি গোড়ামিকে জন্ম দেয়। এক দল যেমন বাংলাকে সংস্কৃত-ঘেঁষা করতে চেয়েছে, তেমনি আর একদল বাংলাকে আরবী-পারসী ঘেঁষা করতে উদ্যত হয়েছে। এক দল চাচ্ছে খাঁটি বাংলাকে 'বলি' দিতে, আর এক দল চাচ্ছে 'জবে' করতে। একদিকে কামারের খাঁড়া, আর একদিকে কসাইয়ের ছুরি।

নদীর গতিপথ যেমন নির্দেশ করে দেওয়া যায় না, ভাষারও তেমনি। একমাত্র কালই ভাষার গতি নির্দিষ্ট করে। ভাষার রীতি (Style) ও গতি কোন নির্দ্দিষ্ট ধরাবাঁধা নিয়মের অধীন হতে পারে না। ফরাসী ভাষার বলে Le style c'est I homme- ভাষার রীতি সেটা মানুষ- অর্থাৎ মানুষে মানুষে যেমন তফাৎ, প্রত্যেক লোকের রচনাতেও তেমনি তফাৎ থাকা স্বাভাবিক। এই পার্থক্য নির্ভর করে লেখকের শিক্ষাদীক্ষা, বংশ এবং পরিবেষ্টনীর উপর। মোট কথা, ভাষা হওয়া চাই সহজ, সরল এবং ভাষার রীতি (Style) হওয়া চাই স্বতঃস্ফূর্ত্ত, সুন্দর ও মধুর। এ সাধনার ধন। ঘসে-মেজে রূপ আর ধরে-বেঁধে পীরিত যেমন, নিয়ম বেঁধে ভাষার রীতি শেখানও তেমন। অবশ্য প্রয়োজনবোধে (খামখেয়ালিতে নয়) সংস্কৃত, আরবী, পারসী, ইংরেজি, জার্ম্মান, রুশ যে কোন ভাষা থেকে আমাদের শব্দ ধার করতে হবে। কিন্তু আমাদের দু'টি কথা স্মরণ রাখা উচিত- ভাষা ভাব প্রকাশের জন্য ভাব গোপনের জন্য নয়; আর সাহিত্যের প্রাণ সৌন্দর্য্য, গোঁড়ামি নয়।

কিছু দিন থেকে বানান ও অক্ষর সমস্যা দেশে দেখা দিয়েছে। সংস্কারমুক্তভাবে এগুলির আলোচনা করা উচিত এবং তার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পরামর্শ সমিতি গঠন করা আবশ্যক। যাঁরা পালী, প্রকৃত ও ধ্বনিত্তর সংবাদ রাখেন, তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, বাংলা বানান অনেকটা অবৈজ্ঞানিক, সুতরাং তার সংস্কার দরকার। স্বাধীন পূর্ববাংলায় কেউ আরবী হরফে, কেউ বা রোমান অক্ষরে বাংলা লিখতে উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু বাংলার শতকরা ৮৫ জন যে নিরক্ষর, তাদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান বিস্তারের জন্য কি চেষ্টা হচ্ছে? যদি পূর্ববাংলার বাইরে বাংলা দেশ না থাকত আর যদি গোটা বাংলা দেশে মুসলমান ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় না থাকত, তবে এই অক্ষরের প্রশ্নটা এত সঙ্গীন হত না। আমাদের বাংলাভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না। পাকিস্তান রাষ্ট্র ও মুসলিম জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি। তার উপায় আরবী হরফ নয়; তার উপায় আরবী ভাষা। আরবী হরফে বাংলা লিখলে বাংলার বিরাট সাহিত্য ভান্ডার থেকে আমাদিগকে বঞ্চিত হতে হবে। অধিকন্ত আরবীতে এতগুলি নূতন অক্ষর ও স্বরচিহ্ন যোগ করতে হবে যে বাংলার বাইরে তা যে কেউ অনায়াসে পড়তে পারবে, তা বোধ হয় না। ফলে যেমন উর্দু ভাষা না জানলে কেউ উর্দু পড়তে পারে না, তেমনই হবে বাংলা।

বিদেশীর জন্য অক্ষর জ্ঞানের পূর্বে ভাষাজ্ঞান- এমন অদ্ভুত কল্পনা এ বৈজ্ঞানিক যুগে খাটে না। মীম-য়া-নুন এই বানান মেঁ, মাঁয়, মিয়ন, মুয়িন, মুয়ুন, মীন, মেন, মুয়ন এই রকম বহুরূপেই পড়া যেতে পারে। যদি কোন বৈজ্ঞানিক অক্ষর নিতে হয়, তবে International Phonetic Script ব্যবহার করতে হয়। অক্ষর সম্বন্ধে বিবেচনা করতে হলে ছাপাখানা, টাইপ-রাইটার, শর্টহ্যান্ড এবং টেলিগ্রাফের সুবিধা ও অসুবিধার কথা মনে করতে হবে। বিশেষ করে আজ যখন বাংলাকে প্রাদেশিক রাষ্ট্র ভাষারূপে গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণেরও সম্ভাবনা রয়েছে, তখন বাংলা ভাষায় রাজনৈতিক সম্ভাবনা ও উপযোগিতার কথা চিন্তা করারও প্রয়োজন রয়েছে। জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য Basic English-এর মত এক সোজা বাংলার বিষয় আমাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যদি ৮৫০টি ইংরেজী কথায় সমস্ত প্রয়োজনীয় ভাব প্রকাশ করতে পারা যায়, তবে বাংলায় তা কেন সম্ভব নয়?

আমরা পূর্ববাংলার সরকারকে ধন্যবাদ দেই যে তাঁরা বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করে বাংলা ভাষার দাবীকে আংশিকরূপে স্বীকার করেছেন। কিন্তু সরকারের ও জনসাধারণের এক বিপুল কর্ত্তব্য সম্মুখে রয়েছে। পূর্ববাংলা জনসংখ্যায় গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি, স্পেন, পর্ত্তুগাল, আরব, পারস্য, তুর্কি, প্রভৃতি দেশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই সোনার বাংলাকে কেবল জানে নয়, ধনে-ধান্যে, জ্ঞানে-গুণে, শিল্প-বিজ্ঞানে পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের সমকক্ষ করতে হবে। তাই কেবল কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভুতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিভাগে বাংলাকে উচ্চ আসন নিতে ও দিতে হবে। তার জন্য শিক্ষার মাধ্যমে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আগাগোড়া বাংলা করতে হবে।

বিট্রিশ আমলে অনুমোদিত ওল্ড স্কীম, নিউ স্কীম ও সাধারণ- এই তিন বিভিন্ন ধারার শিক্ষা-পদ্ধতিকে একই সাধারণ ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে। ধর্ম্মে যেমন আমরা একত্ববাদী, শিক্ষায়ও আমাদিগে একত্ববাদী হতে হবে। এজন্য নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি পরামর্শ সভার আশু প্রয়োজন হয়েছে। আযাদ পাকিস্তানে আমাদের অবিলম্বে শিক্ষা-তালিকার সংস্কার করতে হবে। এই নূতন তালিকায় রাষ্ট্র-ভাষা উর্দ্দুকে স্থান দিতে হবে। যারা এতদিন রাজ-ভাষারূপে ইংরেজির চর্চ্চা করেছে, তাদের উর্দ্দু শিখতে কি আপত্তি থাকতে পারে? দেশে গণশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা ও বয়স্কদের শিক্ষার বিস্তার করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা, ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা এবং সামরিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

আমাদিগে একটি একাডেমী (পরিষদ) গড়তে হবে, যার কর্তব্য হবে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ বাংলায় প্রকাশ। এজন্য একটি পরিভাষা-সমিতির প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে আরবী, পারসী এবং উর্দ্দু ভাষা থেকে ইসলাম, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বইগুলির অনুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। মুখে 'পাকিস্তান জিন্দাবাজ' বলেই পাকিস্তান জীবিত থাকবে না; তাকে ধর্ম্মে ও জ্ঞানে, চরিত্রে ও দৈহিক শক্তিতে উন্নত করে কৃষি ও শিল্পে, বাণিজ্যে ও রণকৌশলে, সাহিত্যে ও কলায় মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করতে হবে। যে দিন সে দিন হবে, সে দিন আমরা দ্বিধামুক্ত অযুত কণ্ঠে বলতে পারব-

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

---

* আমরা হিন্দু বা মুসলমান সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গী-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।

** ভাষনের শেষ যে অংশটি (তারকা চিহ্নিত) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি তা এখানে বদরুদ্দিন উমরের গ্রন্থ থেকে উদ্বৃত হলো।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শামসুল হক কর্তৃক আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম প্রস্তাবিত ম্যানিফেস্টো	পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি : বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা-২৪১	২৪শে জুন, ১৯৪৯

শামসুল হকের প্রস্তাব ও আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম ম্যানিফেস্টো*

পুর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে বিবেচনার জন্যে শামসুল হক 'মূলদাবী' নামে একটি ছাপা পুস্তিকাতে লিপিবদ্ধ তাঁর বক্তব্য পাঠ করেন। পুস্তিকাটির মুখবন্ধের প্রারম্ভে তিনি বলেনঃ

ইং ১৯৮৯ সনের ২৩শে ও ২৪শে জুন তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ''পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন'' মনে করে যে, সর্বকালের, সর্বযুগের সর্বদেশের যুগ প্রবর্তক ঘটনাবলীর ন্যায় লাহোর প্রস্তাবও একটি নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি করিয়াছে। বিরুদ্ধ পরিবেশে মানবের দেহ, মন ও মস্তিস্কের উন্নতি ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। মানুষ পরিবেশের দাস এ কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করেন। বিরুদ্ধ পরিবেশে পূর্ণ ইসলামিক মনোভাব এবং সমাজ বিধান গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। ভারতের মুসলমানগণ বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা হইতে এই মহা সত্য উপলব্ধি করিয়াই বিরুদ্ধ পরিবেশে বা দারুল হরবের পরিবর্তে ইসলামিক পরিবেশ বা দারুল ইসলাম কায়েম করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র হইলেও শুধু মুসলমানের রাষ্ট্র বা শুধু মুসলমানের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিবার এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা প্রভাবান্বিত ইসলামবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী, ধনতান্ত্রিক ও আত্মকেন্দ্রিক পরিবেশ গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা তাহাদের ছিল না।

রব বা স্রষ্টা হিসেবেই সৃষ্টির বিশেষ করিয়া সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সাথে আল্লাহ সবচাইতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বস্তুতঃ রব বা স্রষ্টা, পালন বা পোষণকর্তা হিসাবে, বিশ্ব ও সৃষ্টিকে ধাপের পর ধাপ, স্তরের পর স্তর, পরিবর্তনের পর পরিবর্তনের ভিতর দিয়া কতকগুলি স্থায়ী ও সাধারণ ক্রমবিকাশ ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতরূপে চরম সুখ, শান্তি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে আগাইয়া নিবেন। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে আল্লাহ শুধু মুসলমানের নয়- জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবের। রবই আল্লাহ সত্যিকার পরিচয়। রব হিসাবে রবুবিয়াৎ বা বিশ্ব-পালনই তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ। সুতরাং দুনিয়ার উপর আল্লাহর খলিফা বা প্রতিভূ হিসাবে মানব এবং খেলাফৎ হিসাবে রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান কাজ ও কর্তব্য হইল আল্লাহর উপায় ও পদ্ধতি অনুসারে বিশ্বের পালন করা এবং জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সামগ্রিক সুখ, শান্তি, উন্নতি, কল্যাণ ও পূর্ণ বিকাশের জন্য চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করা।

মুসলিম লীগ সম্পর্কে শামসুল হক পুস্তিকাটিতে বলেনঃ

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কখনও দল বিশেষের প্রতিষ্ঠান ছিল না; ইহা ছিল ভারত উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের জাতীয় প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চ। ইহার উদ্দেশ্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর, পাকিস্তানের মূল নীতিগুলিকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে প্রয়োজন নতুন চিন্তাধারা, নতুন নেতৃত্ব এবং নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতি ও কর্মসূচী এবং মুসলিম লীগকে মুসলিম জনগণের সত্যিকার জাতীয় প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চ হিসাবে গড়িয়া তোলার।...

---

* ১৯৪৮ সালের ২৩শে জুন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি মওলানা ভাসানী, সম্পাদক শামসুল হক এবং যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ও খোন্দকার মোশতাক আহমেদ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান পকেট লীগ নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত কর্মপন্থা অনুসরণ না করিয়া তাঁদের নিজেদের কায়েমী স্বার্থ এবং প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য লীগের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা ভাঙ্গাইয়া চলিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যেই তাহারা মুসলিম লীগকে দলবিশেষের প্রতিষ্ঠান করিয়া ফেলিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, মানবের প্রতি আশীর্বাদস্বরূপ ইসলামকেও ব্যক্তি, দল ও শ্রেণীবিশেষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যায় এবং অসাধুভাবে কাজে লাগান হইতেছে। কোনও পাকিস্তান প্রেমিক এমন কি মুসলিম লীগের ঝানু কর্মিগণ পর্যন্ত নীতি ও কর্মসূচী সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে অথবা প্রস্তাব করিতে পারে না। কেহ যদি এইরূপ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহাদিগকে পাকিস্তানের শত্রু বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন মনে করে যে, মুসলিম লীগকে এইসব স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয় লোকদের পকেট হইতে বাহির করিয়া সত্যিকার জনগণের মুসলিম লীগ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে, মুসলিম লীগকে সত্যিকার শক্তিশালী মুসলিম লীগ বা মুসলিম জামাত বা মুসলিম জাতীয় প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চে পরিণত করিতে হইলে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমকে ইহার সদস্য শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে, অন্যথায় মুসলিম লীগকে পাশ্চাত্য সভ্যতা, গণতন্ত্র ও সাংগঠনিক নীতি প্রভাবান্বিত দলবিশেষের পার্টি বলিয়া ঘোষণা করিয়া অপরাপর সবাইকে সাধ্যমত দল গঠন করিবার সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার দিতে হইবে। মুসলিম লীগের ভিতর প্রত্যেক ব্যক্তি, দল ও উপদলের স্বাধীন মতামত, আদেশ, নীতি ও কর্মসূচী ব্যক্ত এবং তার পিছনে সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার দিতে হইবে। তদুপরি ছাত্র, যুবক, মহিলা, চাষী, ক্ষেতমজুর, মজদুর প্রভৃতি শ্রেণীসংঘ গড়িয়া তুলিবার স্বাধীনতা থাকিবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ সম্পর্কে তাতে বলা হয়ঃ

১। পাকিস্তান খেলাফৎ অথবা ইউনিয়ন অব পাকিস্তান রিপাবলিক্স বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে একটি স্বাধীন সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্র হইবে।
২। পাকিস্তানের ইউনিটগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার দিতে হইবে।
৩। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর প্রতিভূ হিসাবে জনগণের উপর ন্যস্ত থাকিবে।
৪। গঠনতন্ত্র হইবে নীতিতে ইসলামী, গণতান্ত্রিক ও আকারে রিপাবলিকান।

কৃষি পুনর্গঠন প্রস্তাবে বলা হয়ঃ

১। জমিদারী প্রথা ও জমির উপর অন্যান্য কায়েমী স্বার্থ বিনা খেসারতে উচ্ছেদ করিতে হইবে।
২। সমস্ত কর্ষিত ও কৃষি উপযোগী অকর্ষিত জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে হইবে।
৩। তাড়াতাড়ি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া ‘তেভাগা’ দাবী মানিয়া লইতে হইবে।
৪। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে অবিলম্বে সমবায় ও যৌথ কৃষি প্রথা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।...
৫। নিম্নলিখিত বিষয়ে কৃষকদের অবিলম্বে সাহায্য করিতে হইবেঃ

(ক) সেচ ব্যবস্থা সুবিধা ও সার প্রস্তুতের পরিকল্পনা।
(খ) উন্নত ধরনের বীজ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি।
(গ) সহজ ঋণদান ও কৃষিঋণ হইতে মুক্তি।
(ঘ) ভূমি-করের উচ্ছেদ না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভূমিকর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমানো।
(ঙ) ভূমি-করের পরিবর্তে কৃষি আয়কর বসানো।
(চ) খাদ্যশস্য প্রভৃতি জাতীয় ফসলের সর্বনিম্ন ও সর্ব-উর্ধ্ব দর নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে এবং পাটের সর্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিতে হইবে।

(ছ) খাদ্যশস্যের ব্যবসা সরকারের হাতে একচেটিয়া থাকা উচিত। পাট ব্যবসা ও বুনানীর লাইসেন্স রহিত করিতে হইবে।

(জ) সকল রকমের সমবায় সমিতিগুলিকে সাহায্য ও উৎসাহ দিতে হইবে।

৬। কালে সমস্ত ভূমিকে রাষ্ট্রের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে এবং সরকারের অধিনায়কত্ব ও তত্ত্বাবধানে যৌথ ও সমবায় কৃষিপ্রথা খুলিতে হইবে।

দেশীয় শিল্পকে নানা বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মূল দাবীতে নিম্নলিখিত কর্মসূচীর উল্লেখ করা হয়ঃ

১। প্রাথমিক শিল্পগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে যেমনঃ যুদ্ধ শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা, যানবাহন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, খনি, বন-জঙ্গল ইত্যাদি; এবং অন্যান্য ছোটখাটো শিল্পগুলিকে পরিকল্পনার ভিতর দিয়া সরাসরি রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে আনিতে হইবে।

২। পাট ও চা শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইবে এবং পাট ও চা ব্যবসা সরকারের হাতে একচেটিয়া থাকিবে।

৩। কুটির শিল্পগুলিকে সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিতর দিয়া বিশেষভাবে সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে।

৪। বিল, হাওর ও নদীর উপর হইতে কায়েমী স্বার্থ তুলিয়া দিয়া সরকারের কর্তৃত্বাধীনে মৎস্যজীবীদের মাঝে যৌথ উপায়ে বন্টন করিয়া দিতে হবে এবং সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্যের চাষ ও মৎস্য ব্যবসার পত্তন করিতে হইবে। ফিশারী বিভাগের দ্রুত উন্নয়ন করিয়া এই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা প্রসার করিতে হইবে ও উন্নত ধরনের গবেষণাগার খুলিতে হইবে।

৫। শিল্প ও ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত একচেটিয়া অধিকার থাকিবে না।

৬। বৃটিশের নিকট হইতে স্টার্লিং পাওনা অবিলম্বে আদায় করিতে হইবে এবং তাহা দ্বারা যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে হইবে ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৭। দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার ভার রাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। সমস্ত বৃটিশ ও বৈদেশিক ব্যবসাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে।

৯। শিল্পে বৈদেশিক মূলধন খাটানো বন্ধ করিতে হইবে।

১০। শিল্পে মুনাফা হার আইন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

মানবতার চূড়ান্ত মুক্তি সংগ্রাম যাতে বিলম্বিত না হয়, সেজন্য জনতাকে তাহাদের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং দলগত বিভেদ বিসর্জন দিয়া এক কাতারে সমবেত হইতে মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন আবেদন জানাইতেছে। সাম্রাজ্যবাদী সরীসৃপের ফোঁস-ফোঁস শব্দ আজ সমাজের আনাচে-কানাচে সর্বত্র শোনা যাইতেছে- সেই ফোঁস-ফোঁস শব্দই যেন এই যুগের সঙ্গীত। আমাদের কওমী প্রতিষ্ঠান এই সরীসৃপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া তাহাদের বিষদাঁত উৎপাটন করিতে বদ্ধপরিকর। হজরত আবু বকর সিদ্দিকী (রাঃ) বলিয়াছিলেন : 'যদি আমি ঠিক থাকি, তবে আমাকে অনুসরণ কর, আর যদি আমি ভ্রান্ত হই, আমাকে সংশোধন কর।' সেই অমর আদর্শকেই সামনে ধরিয়াই কওমী প্রতিষ্ঠান সমস্ত দেশবাসীকে সমতালে আগাইয়া আসিতে আহবান জানাইতেছে; আসুন আমরা কোটি কোটি নর-নারীর সমবেত চেষ্টায় গণ-আজাদ হাসিল করিয়া সোনার পূর্ব পাকিস্তানকে সুখী, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গড়িয়া তুলি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম ঘোষণা ও গঠনতন্ত্র	পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ	১৯৪৯

Draft

CONSTITUTION AND RULES
OF THE

EAST PAKISTAN AWAMI MUSLIM LEAGUE

NAME

This Association shall be called "THE EAST PAKISTAN AWAMI MUSLIM LEAGUE", and shall be affiliated with the All Pakistan Awami Muslim League in due course.

Why Awami Muslim League was formed
ITS AIMS AND OBJECTS

All-India Muslim League struggled for Independence and its main issue was the
achievement of Pakistan. After Pakistan came into being, the leaders decided to dissolve the organization and in its stead brought into existence Pakistan Muslim League.

At the inception, Muslims of Pakistan accepted this organization as the successor of the All-India Muslim League which fought for Pakistan; but as days passed by, they were disillusioned. It became clear to them that, the Pakistan Muslim League which pretended to inherit all the glories of its predecessor was in fact not meant to be a popular organization but a party whose sole aim was to maintain the Ministry in power. People who actually sacrificed their everything in the struggle for freedom could not enter the organization, thanks to the machination by the organizers, while a large number of erstwhile 'nationalists' and anti-Pakistan elements and opportunists power-loving people became Muslim leaguers overnight and formed what is called 'Muslim League' by a coterie.

The burning problems of the country remained unsolved and for these long years Muslim League did not do anything to alleviate the distress of the people. The party proved to be completely Governmental machinery and in course of time turned into a Sarkari league. Voice of opposition was gagged and measures under various Safety Acts and Ordinances were adopted to incarcerate the real and natural leaders of the people who demanded just and legitimate rights.

The country has not progressed mainly because of the attitude of the Muslim League. Education of the people collapsed, refugees have not been rehabilitated. Industry has not been developed, by-election in the seats vacant for over two years have not been held; the

quality of administration almost in every branch has deteriorated and the list of safety acts is becoming bigger every day.

In this context, it was proposed to form an organisation of the people-the common
man, with the object of mobilising public opinion and ensuring economic freedom to the poverty-stricken masses and for trying to get all grievances redressed by the strength of popular will. The organisation is for all the people - the Awam - as opposed to the pocket or the Sarkari League, which is subservient to the present rulers. Awami Muslim League is distinctly a separate organisation.

Aims and Objects

The aims and objects of the East Pakistan Awami Muslim League shall be. inter alia, as follows:

1. To preserve the Sovereignty, integrity, dignity and stability of Pakistan.

2. To ensure that the constitution and the laws of Pakistan are founded on the principles of true democracy.

3. To promote and maintain the religious, cultural, social, educational and economic interests of the Muslims of Pakistan and to ensure similar rights to other non-muslim citizens of Pakistan.

4. To secure the basic necessities of life for every citizen of Pakistan namely, food, shelter, clothes, education, medical aid and the scope to earn an honest and honorable competence.

5. To improve the lot of the common man to raise his standard of living and to procure for him full remuneration for his labour.

6. To relieve sufferings, propagate knowledge, promote equality and justice, banish oppressions, eradicate corruptions, elevate moral and material standard of the people by organizing social service on the basis of self-help and co-operation.

7. To separate the judiciary from the Executive and maintain the independence of the Judiciary and the Public Service Commission's; to provide Judicial trial before any detention unless in emergencies, such as war or mutiny.

8. To safeguard civil liberties, such as individual and collective freedom of belief, expression, association and organisation.

9. To strengthen the bonds of brotherhood amongst Muslims all over the world; to establish and strengthen friendly and economic relationship with the neighboring countries as well as with the Muslim countries all over the world.

10. To disseminate true knowledge of Islam and its high moral and religious principles among the people.

11. To promote peace in International affairs.

Immediate Programme

1. Abolition of the system of Zamindary without compensation and equitable distribution of land among the tillers of the soil.

2. To nationalize the key Industries, essential to the life of the nation; to establish Industries on Govt. initiative and also to organise, expand and encourage cottage industries, etc.

3. To introduce free and compulsory primary education; to reorganise secondary and higher education on modern and scientific basis.

4. To eradicate corruption, favouritism, nepotism, and all other kinds of anti-social evils from the administration and social life.

5. To take bold and swift measures to rehabilitate the Muhajereen in the life of the country and make them useful citizens.

6. To utilise to the fullest advantage-JUTE-the golden fiber, in the interest of the State and to ensure the highest price for the GROWERS and to establish sufficient number of mills to assure proper market for Jute.

7. To adopt austerity measures and to curtail the expenses of administration to the necessary minimum and provide for honest living of the lowly-paid officers.

8. To provide a net-work of Govt. charitable dispensaries to afford free medical aid all over the country.

9. To fix a just and fair apportionment of all revenues between the Centre and the Provinces.

10. To eradicate the evil of begging and make provision for establishment of 'Work houses' and to undertake the maintenance education of the destitute orphans to make them useful citizen.

11. To improve the means of communication by roads, railways and river navigation.

Composition of the Organisation

3. The organisation of the East Pakistan Awami Muslim League shall consist of:-

(i) The Annual and Special Sessions of the Provincial Awami Muslim League.

(ii) The Council of the Awami Muslim League as constituted under section 9.

(iii) The Working Committee of the Provincial Awami Muslim League as constituted under section 11.

(iv) The District Awami Muslim Leagues as constituted under section 28 and affiliated to the East Pakistan Awami Muslim League.

(v) The Sub-Divisional Awami Muslim Leagues and City Leagues.

(vi) Primary Leagues.

Membership of the Awami Muslim League

4. Every member of a primary branch of the East Pakistan Awami Muslim League must be (a) a Muslim, (b) a citizen of East Bengal, and (c) not less than 18 years of age, provided that a candidate for membership who does not fulfill all or any of the above conditions, may be exempted from all or any of the said conditions by the Working Committee of the East Pakistan Awami Muslim League.

5. Every member of a primary League shall declare in writing that he/she adhere to the objects and rules of the League mentioned herein. A member shall cease to be a member unless he/she renews his/her membership by signing membership form for the next following year within two months.

Office Bearers of the East Pakistan Awami League

6. There shall be the following office-bearers of the East Pakistan Awami Muslim League:-

(a)	President	1
(b)	Vice Presidents	5
(c)	Hony. General Secretary	1
(d)	Hony. Treasurer	1
(e)	Permanent Secretary	1
(f)	Asst. Secretaries	3

7. The office-bearers of the Provincial Awami Muslim League shall be elected every year by the Council of the Provincial Awami Muslim League from amongst its members at the first meeting, hitherto referred to as the annual meeting, to be held after the annual election to the Council by the different District Leagues and its reconstitution in accordance with Section 9 and they shall hold office until the next annual election but shall be eligible for re-election.

8. No person shall be an office-bearer of the East Pakistan Awami Muslim League unless he/she is a member of some primary branch of the organisation.

The Council of the East Pakistan Awami Muslim League

9. There shall be a Council of the East Pakistan Awami Muslim League constituted under the following rules:-

(i) The Council shall consist of 1043 members elected annually by the District Leagues from amongst the members of the Primary Leagues (other than

elected members of the legislature), who shall hold office till the next annual election to the Council by the District Leagues and shall be eligible for re-election. The District Awami Leagues shall, on giving fifteen days notice, elect their representatives at least one month before annual election of the office-bearers of the Provincial Awami League.

(ii) (a) The number of Council members from each District shall be fixed as follows:

Bakerganj	72	Khulna	32
Bogra	32	Mymensingh	135
Chittagong City	20	Kushtia	32
Chittagong District	40	Noakhali	50
Dacca City	50	Pabna	45
Dacca District	80	Rajshahi	45
Dinajpur	30	Rangpur	60
Faridpur	48	Saidpur City	10
Narayanganj City	10	Tippera	85
Jessore	40	Sylhet	50

(b) Over and above the numbers so fixed, all the elected Muslim members of the East Bengal Legislature and the elected Muslim members of the Central Legislature from East Bengal shall be Ex-officio members of the Council of the League, provided they are members of the East Pakistan Awami Muslim League.

(c) The elected and the ex-officio members shall, at the first annual meeting of the Council, co-opt 20 persons who are members of some primary branch of the East Pakistan Awami Muslim League.

(iii) In case a District Awami League fails to elect within the prescribed time its quota of members, the Working Committee of the East Pakistan Awami Muslim League shall have power to nominate the requisite quota to represent the said District. Such nominated members shall be entitled to attend, to take part, and vote at meetings of the Council until the next annual meeting of the Council or the next annual election to the Council by the District for which they have been nominated.

(iv) The Council shall not be deemed to have been improperly constituted merely by reason of any defect in the election, nomination or cooption of members or for similar reasons.

10. Every member of the Council shall pay an annual subscription of Rs.2/- to the Provincial Awami Muslim League within one month from the date of notice by the East Pakistan Awami Muslim League. In any event the subscription must be paid before the

annual general meeting of the council. An ex-officio or co-opted member shall not be entitled to attend any meeting of the Council, if he or she has not paid the annual subscription of Rs. 2/-, but an elected or nominated member, who has not paid the said subscription within the above time limit, shall cease to be member of the Council. The Working Committee shall have power to nominate members to the Council in the vacancies created by the non-payment of subscription.

THE WORKING COMMITTEE OF THE EAST PAKISTAN
AWAMI MUSLIM LEAGUE

11. There shall be a Working Committee of the East Pakistan Awami Muslim League consisting of 35 members, besides the President, the Secretary and the Treasurer, the Permanent Secretary and Assistant Secretaries, who shall be ex-officio members as well as office-bearers of the Working Committee. Of the 35 members 30 will be elected by the Council members from amongst themselves, and 5 will be nominated by the President from amongst the members of the Council of the League. In case, of any vacancy occurring amongst the members elected by the Council, the same will be filled by election by the Working Committee, and in case of a vacancy occurring from amongst those nominated by the President, the same shall be filled by the President by nomination.

Sessions of the East Pakistan Awami Muslim League.

12. The Annual and Special sessions of the East Pakistan Awami Muslim League shall be held at such suitable times and places as the Working Committee of the League may determine.

13. The Working Committee may convene a Special session of the League when it considers it necessary so to do, and shall convene within two months such a session when not less than 100 members of the Council of the League shall call in writing on the Hony. Secretary of the League to hold such a session.

14. The President of the Annual or Special Session of the Provincial Awami Muslim League shall be elected by the Council of the East Pakistan Awami Muslim League from amongst those who have been nominated by the different District Awami Muslim Leagues. The Working Committee may, instead of convening a meeting of the Council for this purpose, obtain in its discretion, the votes in writing of the members of the Council.

15. The quorum of the Annual and Special sessions of the League shall be 125.

16. (a) As the Annual and Special sessions of the League the members of the Council of the East Pakistan Awami Muslim League and delegates of all affiliated District Awami Leagues shall be entitled to attend take part and vote on payment of a fee of Rs.,2/- each for every such session.

(b) The delegates for such sessions shall be elected by each District League in numbers not exceeding three times the quota fixed for the Council from that particular

district. The District Leagues shall, in so doing, equitably distribute the numbers allotted to them among the sub-divisions. Where representatives of a District have been nominated to the Council by the Working Committee, the Working Committee shall be entitled to nominate the delegates to the sessions in accordance with the above principles.

17. The Council of the East Pakistan Awami Muslim League, together with such persons not exceeding 50 in number as the President may nominate from amongst the delegates, shall act as the Subjects Committee to frame and adopt the resolutions to be put forward at the Annual or Special sessions of the League. All resolutions that may be moved at the annual or special sessions of the League must be placed before the Subjects Committee. Only such resolutions may be moved in the open session as have been approved of by the Subjects Committee.

Meetings of the Council of the East Pakistan Awami Muslim League

18. Meetings of the Council of the League shall be held from time to time at the discretion of the Hony. Secretary with the approval of the President, but the Council shall meet at least twice a year. Besides on a written requisition by ICO members of the Council a Special meeting of the Council shall be convened within 30 days of the receipt of such requisition by the Hony. Secretary.

19. Forty members shall form the quorum of all meetings of the Council, provided that the requirement of a quorum shall not apply to adjourned meetings.

20. The Secretary shall issue to each member a notice with the agenda, stating the time and place of the meeting, not less than 15 days previous lo ordinary meetings and seven days previous to special meetings.

21. The meetings of the Council shall be held under the Chairmanship of the President and in his absence under one of the Vice-Presidents. In the absence of the President and the Vice-Presidents- the Council shall elect its own Chairman from amongst the members present, for the purpose of carrying on the business of that particular meeting.

Meetings of the working Committee

22. The Working Committee shall meet at least once a month or as frequently as may be necessary.

23. (a) Seven members shall form the quorum of the meeting of the Working Committee.

(b) The Secretary not less than seven days previous to an ordinary meeting, shall issue to each member a notice with the agenda stating the time and place of the meeting. Emergency meetings may be called at shorter notice.

24. All resolution of the Working Committee shall be placed before the Council of the League for approval.

Functions of the Council

25. The Council shall exercise the under mentioned functions:

(a) To elect office-bearers as provided for in Section 7;

(b) To elect a President for the Annual or Special Session of the League as provided for in Section 14;

(c) To consider and pass resolutions in regard to all matters relating to the object of the League;

(d) To take all necessary steps for giving effect to the resolution passed at the Sessions of the East Pakistan Awami Muslim League or at the meeting of the Council of the Provincial Awami Muslim League;

(e) To control and regulate the expenditure of the funds of the Provincial Awami Muslim League;

(f) To appoint Auditors;

(g) To appoint Sub-Committee for carrying out its duties and exercising its powers with such limitations and conditions as it may deem fit to impose;

(h) To affiliate and disaffiliate Branch Leagues;

(i) To pass the Annual Budget;

(j) To elect members for the Council of the All Pakistan Awami Muslim League for the Province of East Pakistan (when affiliated);

(k) To take disciplinary action against members of the League and against Branch Leagues;

(1) To frame Rules for:

(i) Regulating the conduct of the Sessions of the East Pakistan Awami Muslim League and the meeting of the Council;

(ii) Regulating the conduct of the Sub-committees appointed under clause (g);

(iii) Such other and further matters necessary for carrying out the objects of the League:

Provided that no rule framed by the Council shall be valid if it is inconsistent with the principles embodied herein.

26. The Council may delegate one or more of its powers to the Hony. Secretary of the East Pakistan Awami Muslim League with such limitation and conditions as it may deem tit to impose.

Functions of the working Committee.

27. The Working Committee shall exercise the following functions:-

(a) To prepare the Annual Budget for the approval of the Council and to authorize payments in accordance with it;

(b) To sanction all payment exceeding Rs. 50 not included in the Budget;

(c) To employ and dismiss employees;

(d) To appoint Sub-Committees for carrying out its duties and powers, with such limitations and conditions as it may deem fit to impose;

(e) To remove the name of such member of the Working Committee who absents himself from four consecutive meetings without sufficient grounds satisfactory to the Committee;

(f) Convene Annual and Special sessions at such suitable times and places as it may determine;

(g) To ascertain the views of the members of the Council regarding the election of the President of the Annual or Special session;

(h) To nominate representatives of the District on the Council where it has failed to elect its representatives;

(i) To nominate delegates from a District to the Annual or Special Session where the District has failed to elect representatives to the council;

(j) To perform all functions necessary to carry out the objects of the Awami League;

(k) To perform all functions of the Council except the powers conferred on the Council by Sections 7, 11, 14, 17, 25(f) (g) (i) (j) unless otherwise decided by the Council.

BRANCHES OF THE PROVINCIAL AWAMI MUSLIM LEAGUE
DISTRICT LEAGUE

28. There shall be a District League in each District, which shall be constituted as follows:-

(a) 25 members elected by each Sub-Divisional League within the District.

(b) 25 members elected by each City League Vide Sec. 31 (ii).

(c) 5 members per Sub-division and City co-opted by members elected under (a) and (b) before the Annual election of office-bearers.

(d) The quorum for a meeting of the District League shall be one-fifth of the total number of members of the District League.

29. Each member of the District League shall pay an Annual subscription of Re. 1/- to the District Fund. Members of the District League who have not paid such subscription

within one month of the receipt of notice from the office of the District Awami League calling upon them to pay their subscriptions, may be declared by the Executive Committee to have vacated their office as members of the District Awami League and the Executive Committee shall have power to fill up the vacancies so created.

30. (a) The District Awami League shall elect the following Office bearers :-

President .... one

Vice Presidents .... five

Secretary .... one

Permanent Secretary .... one

Assistant Secretaries .... three

Treasurer .... one

The number of office-bearers may be altered after obtaining the previous consent of the Working Committee of the East Pakistan Awami Muslim League.

(b) The Office-bearers and 18 members elected from amongst them by the members of the District Awami League shall form the Executive Committee of the District League. The quorum of the Executive Committee shall be seven.

Sub divisional Awami League

31. (i) Every Subdivision shall have a Sub divisional Awami League, which shall be constituted as follows:

(a) Six members from each Union League.

(b) 20 members from each municipality within the Sub-division having less than 10,000 Muslim inhabitants.

(c) 20 members from each Sub-divisional Head Quarters which have no municipality.

(d) Ten members co-opted by the above elected members, before the annual election of office-bearers.

(e) The quorum for a meeting of the Sub-divisional Awami League shall be one-fifth of the total number of members of the Sub-divisional League.

(f) The following shall be the office-bearers of die Sub divisional League:-

President ... . one

Vice Presidents .... five

Secretary ... ... one

Permanent Secretary ... one

Asstt. Secretaries . … three

Treasurer …one

The Working Committee of the East Pakistan Awami Muslim League shall have power to alter the number of Office-bearers for any Sub divisional League.

(g) Each Sub divisional Awami League shall have Executive Committee which shall be composed of office bearers and 18 members, elected from amongst members provided for in Section 31 (a) (b) (c) (d).

The quorum of the Executive Committee shall be seven. Each member of the Sub divisional League shall pay an annual subscription of As. -|8|- (eight) to the Sub divisional Awami League Fund.

City Awami League

(ii) Every Municipality having a population of more than 10,000 Muslim inhabitants shall have a City League of a constitution similar to that of a Sub divisional League. Every Ward within the municipality shall have the constitution of a Union and the Ward Leagues shall be governed by the rules governing Union Leagues, except that each such Ward League will be entitled to elect 20 representatives to the City League.

(b) The City Leagues will be composed of 20 representatives from each Ward League and will be entitled to send 25 representatives to the District Awami League. The subscription payable by each member of the City League to the City League Fund shall be As. -|8|- per year.

Union Awami League

32. (a) (i) Every union shall have a Union League, and shall be entitled to elect an Executive Committee of not more than 50 members, exclusive of Office-bearers. The quorum for a meeting of the Executive Committee shall be one-fifth of the members of the Committee.

(b)Every member of the Executive Committee of the Union League shall pay an annual subscription of As. -|2|- to its fund.

(c) Where the Working Committee of the East Pakistan Awami Muslim League is of opinion that two or more unions shall be amalgamated into a unit for purposes of better organisation, it shall, in consultation with the District and Sub divisional Awami League, create such a unit which shall be governed by all the rules which govern a Union League.

(d) The Office-bearers of the Union League shall be as follows:-

President	... one
Vice-Presidents	... five
Secretary	.. . one
Permanent Secretary	... one
Asst. Secretaries	.. . three
Treasurer	. . . one

It will be open to the Executive Committee of a District Awami Muslim League to alter the number of office-bearers for any particular Union League, within its jurisdiction in consultation with the Sub divisional Awami League.

(e) Every Sub divisional Head-quarter without a municipality, and every Municipality having less than ten thousand Muslim inhabitants, shall have a League which shall be called a Town and a Municipal League respectively. A Town or municipal League shall be governed by the rules governing a Union League, and shall be constituted accordingly but shall be entitled to send 20 representatives to the Sub divisional Leagues.

(f)In any place where there is no Union Board, the area of a Union League Committee shall be co-extensive with its Panchait Committee.

Primary Awami League

33. The following shall be deemed to be Primary League:-

(a) Union League.

(b) Town or Sub divisional Head quarters Leagues.

(c) Municipal Leagues, with less than 10,000 Muslim inhabitants.

(d) Ward Leagues under City Leagues.

(e) Ward Leagues of Municipalities in the cities of Dacca & Chittagong.

FUNDS OF THE AWAMI MUSLIM LEAGUE

Primary League Fund

34. The Primary League Fund will be constituted as follows:- Donations and annual subscription by executive members.

Sub divisional or City Awami League Fund

35. The Sub divisional or City League Fund will be constituted as follows:-

(a) Special subscriptions at the rate of annas -|8|- paid by each members of the Sub divisional League.

(b)Affiliation fee Rs. 2 by each Union League.

(c) Donations.

District Awami League Fund

36. The District League Fund shall be constituted as follows:-

(a) Special subscriptions at the rate of Re. 1 paid by each member of the District League.

(b) Affiliation fee Rs.20 by each Sub divisional and City Leagues.

(c) Donations.

Central League Fund

37. The Central League Fund will be constituted as follows:-

(a) Special subscription at the rate of Rs.2 paid by the members Council of the Awami Muslim League as provided for in section 10(a).

(b) Monthly subscriptions paid by the ex-officio members of the Council of the East Pak. Awami League as provided for in Section 10(b).

(c) Affiliation fee at Rs. 30 by District Leagues.

(d) Donations.

38. Each of the above Funds shall be known as the Primary League Fund, the Sub divisional or City League Fund, the District League Fund and the Central League Fund, as (he case may be. The Funds shall be kept in the Post Office Savings Banks or any Scheduled Bank approved by the Working Committee of the Central Awami League in the joint names of the Treasurer and the Secretary.

39. The account of each Fund shall be audited at least once a year.

40. (a) The Funds deposited in the Banks shall be operated on the joint signatures of the Treasurer and the Secretary of the respective branch Leagues. In case of the Central Fund also the same rule shall apply.

(b) The Secretary of the Provincial or of a branch League shall be entitled to keep in his personal custody any sum of money for necessary expenses as may be decided by the Working Committee of the Provincial League or the Executive Committee of the branch League as the case may be.

POWERS AND DUTIES OF THE OFFICE-BEARERS

41. The Honorary Secretary shall exercise all the powers delegated to him by the Council of the Provincial Awami League or which may be entrusted to him by the Working Committee.

42. The Honorary Secretary shall exercise all the powers and discharge all duties laid down by, and incidental to the enforcing of these rules and generally to his Office.

43. The Honorary Secretary shall have power to appoint, punish, dismiss or grant leave of absence with or without pay to the paid employees of the Awami League, subject to the sanction of the Working Committee.

Assistant Secretaries

44. The Assistant Secretaries shall assist the Honorary Secretary and perform their duties under his guidance and instructions. The permanent Secretary will be in-charge of the Central Secretariat.

45. (a) The Office-bearers of the East Pak Awami Muslim League may attend and take part in discussions at meetings of the District and the Sub divisional or City Leagues, and their Executive Committees.

(b) The Office-bearers of the Provincial Awami Muslim League shall have power to examine the records, papers and accounts of all the branch Leagues in the Province.

GENERAL PROVISIONS

46. All casual vacancies arising in the ranks of the office-bearers or members of the Council shall be filled up by the Council by election.

47. The elections of the different Awami Leagues shall be held generally according to the following timetable:-

(a) All Primary Leagues will ordinarily hold the election of their respective Office-bearers and Executive Committees, and their representatives to the Sub divisional or City League in the month of January to March every year.

(b) All Sub divisional or City Leagues will ordinarily, hold the election of their respective Office-bearers and Executive Committees, and their representatives to the District Awami League (or Provincial Awami League) in the mondi of April every year.

(c) All District Leagues will ordinarily hold the election of their Office bearers and Executive Committees, and their quota of members to the Council of the Provincial Awami Muslim League in the month of May every year.

(d) The Council of the East Pak. Awami Muslim League will ordinarily elect its Office-bearers, and the Working Committee shall also be formed, in the month of June or July every year.

48. In exceptional cases any branch League may be granted temporary affiliation or recognition by the Working Committee for better organisation of the League in the Province.

49. (a) (i) Primary Leagues within the jurisdiction of a Sub divisional or a City League shall be granted affiliation by the Sub divisional or the City League as the case may be.

(ii) The sub divisional or the City Leagues shall be granted affiliation by the District League.

(iii) The District Leagues shall be granted affiliation by the East Pak. Awami Muslim League;

Provided that the Working Committee of the Provincial Awami Muslim League shall have power to grant direct affiliation to any branch League.

(b) All affiliated branch Leagues shall be deemed to be branches of the East Pakistan Awami Muslim League.

50. All disputes of branch Leagues relating to League matters shall be decided by the immediate Superior League with right of appeal to the next higher League.

It will, however, be open to the Working Committee of the East Pakistan Awami Muslim League to admit and decide any appeal or dispute.

Rules for the guidance of branch Awami Leagues

51. (a) The Office-bearers of the District League may attend, and take part in discussions at any meeting of the Sub divisional or City Leagues and their Executive Committees; and the Office-bearers of the Sub divisional or City Leagues shall have similar powers in respect of the meetings of their branch Leagues.

(b) The President and the Secretary of a District. Sub divisional or a City Awami League shall have similar powers with respect to all its subordinate branch Leagues as under section 45 (b).

52. The quota of members to be elected to the Council of the East Pak. Awami Muslim League by each District League should, as far* as practicable, be equitably distributed amongst the Subdivisions.

53. Where a Sub divisional or a City Awami League has failed to elect its quota of members to the District League, the Executive Committee of the District League shall have power to nominate the quota from amongst the League members of that particular Subdivision.

54. A District or a Sub divisional or City League shall meet at least twice a year. Besides, on a written requisition by 30 members of the District, Sub divisional or City League, a special meeting of the League concerned shall be called within 30 days of the receipt of such requisition by the Secretary.

55. The Executive Committee of the District, the Sub divisional or the City League shall meet at least once a month. Besides, on a written requisition by 10 members, the Secretary shall call a meeting of the Executive Committee of the League concerned within 15 days of the receipt of such requisition.

56. (a) Notice of meetings of the District, Sub divisional or City Leagues:- Section 20 of this constitution shall apply to all meetings of the District, the Sub divisional or the City Awami Leagues.

(b) At least 7 days' clear notice shall be given for ordinary meetings of the Executive Committees of the District, Sub divisional or the City Leagues.

57. All resolutions passed by the Executive Committee of the District and the Sub divisional or City Leagues shall be placed before the respective District and Sub divisional or City Leagues for approval.

58. Casual vacancies in the District League or in the District League Executive Committee shall be filled up by the Executive Committee by election, but vacancies in the ranks of office-bearers shall be filled up by the District Awami League. This rule shall apply *mutatis mutandis* Sub divisional and City Leagues.

59. (a) At District, Sub divisional or City League Conferences the members of the District or the Sub divisional or the City Leagues as the case may be, and the delegates shall attend, take part and vote on payment of a fee of Re. 1 each.

(b) The delegates, for the District, Sub divisional or City Awami Muslim League conferences shall be, elected by their respective branch Leagues, but the number of such delegates shall not exceed 5 times their quota of representatives fixed for the District, the Sub divisional or the City Leagues, as the case maybe.

(c) The members of the District Sub divisional or City Leagues shall form the Subjects Committee of the District and the Sub divisional or City League Conferences respectively with power to the President to nominate 10 members from amongst the delegates to the Subject Committee.

60. At conferences of the District, Sub divisional or City Leagues, the members of the Council of the East Pak. Awami Muslim League belonging to the respective District or Subdivision or City, shall be *ex-officio* delegate and members of the Subjects Committee.

61. Notices of the meetings of Primary Leagues:-

(a) Rule 56 shall apply to all ordinary meetings of the Primary Awami Leagues.

(b) In case of requisition meetings of Primary Leagues Rule 55 shall apply except that such requisition shall be signed by at least 20 members.

62. All vacancies in the ranks of office-bearers and members of the Primary League Executive Committees shall be filled up by the Executive Committees by election.

63. All branch Leagues shall submit quarterly reports of their activities to their respective immediate superior Leagues.

64. The Executive Committee of the District League shall have power to take disciplinary action against any member within its jurisdiction, who violates the decisions of the League or acts in contravention of the principles and policies of the League. Such members, against whom disciplinary action has been taken, shall have the right of appeal to the Working Committee of the Provincial Awami League and the decision of the Working Committee shall be final.

N. B.- this is a provisional constitution, which will be finally adopted at the first meeting of the elected Council of the East Pakistan Awami Muslim League, with such alterations, addition or modification as may- be deemed necessary by the said Council.*

❖ ,

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লিয়াকত আলী খান কর্তৃক উত্থাপিত অবজেকটিভ রিজোলিউশন ও তার উপর বক্তৃতা	পাকিস্তান গণপরিষদ	মার্চ, ১৯৪৯

Speech of Liaquat Ali Khan on Objectives Resolution

"In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful"

Whereas sovereignty over the entire universe belongs to God Almighty alone and the authority which He has delegated to the State of Pakistan through its people for being exercised within the limit prescribed by Him is a sacred trust;

This Constituent Assembly representing the people of Pakistan resolves to frame a constitution for the sovereign independent State of Pakistan;

Wherein the State shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people;

Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed;

Wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accord with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and the *Sunna;**

Wherein adequate provision shall be made for the minorities freely to profess and practise their religions and develop their cultures;

Whereby the territories now included in or in accession with Pakistan and such other territories as may hereafter be included in or accede to Pakistan shall form a Federation wherein the units will be autonomous with such boundaries and limitations on their powers and authority as may be prescribed;

Wherein shall be guaranteed fundamental rights including equality of status of opportunity and before law, social, economic and political justice, and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association, subject to law and public morality;

Wherein adequate provision shall be made to safeguard the legitimate interests of minorities and backward and depressed classes;

Wherein the independence of the judiciary shall be fully secured;

Wherein the integrity of the territories of the Federation, its independence and all its rights including its sovereign rights on land, sea and air shall be safeguarded;

---

* Tradition of the Holy Prophet

So that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place amongst the nations of the World and make their full contribution towards international peace and progress and happiness of humanity."

Sir, I consider this to be a most important occasion in the life of this country, next in importance only to the achievement of independence, because by achieving independence we only won an opportunity of building up a country and its polity in accordance with our ideals. I would like to remind the House that the Father of the Nation, Quaid-i-Azam, gave expression to his feelings on the matter on many an occasion, and his views were endorsed by the nation in unmistakable terms. Pakistan was founded because the Muslims of this Sub-continent wanted to build up their lives in accordance with the teachings and traditions of Islam, because they wanted to demonstrate to the world that Islam provides a panacea to the many diseases which have crept into the life of humanity today. It is universally recognized that the source of these evils is that humanity has not been able to keep pace with its material development, that the Frankenstein Monster which human genius has produced in the form of scientific inventions, now threatens to destroy not only the fabric of human society but its material environment as well, the very habitat in which it dwells. It is universally recognized that if man had not chosen to ignore the spiritual values of life and if his faith in God had not been weakened, this scientific development would not have endangered his very-existence. It is God-consciousness alone which can save humanity, which means that all power that humanity possesses must be used in accordance with ethical standards which have been laid down by inspired teachers known to us as the great Prophets of different religions. We, as Pakistanis, are not ashamed of the fact that we are overwhelmingly Muslims and we believe that it is by adhering to our faith and ideals that we can make a genuine contribution to the welfare of the world. Therefore, Sir, you would notice that the Preamble of the Resolution deals with a frank and unequivocal recognition of the fact that all authority must be subservient to God. It is quite true that this is in direct contradiction to the Machiavellian ideas regarding a polity where spiritual and ethical values should Play no part in the governance of the people and, therefore, it is also perhaps a little out of fashion to remind ourselves of the fact that the State should be an instrument of beneficence and not of evil. But we, the people of Pakistan, have the courage to believe firmly that all authority should be exercised in accordance with the standards laid down by Islam so that it may not be misused. All authority is a sacred trust, entrusted to us by God for the purpose of being exercised in the service of man, so that it does not become an agency for tyranny or selfishness. I would, however, point out that this is not a resuscitation of the dead theory of Divine Right of Kings or Rulers, because, in accordance with the spirit of Islam, the Preamble fully recognizes the truth that authority has been delegated to the people, and to none else, and that it is for the people to decide who will exercise that authority.

For this reason it has been made clear in the Resolution that the State shall exercise all its powers and authority through the chosen representatives of the people. This is the very essence of democracy, because the people have been recognized as the recipients of all authority and it is in them that the power to wield it has been vested.

Sir, I just now said that the people are the real recipients of power. This naturally eliminates any danger of the establishment of a theocracy. It is true that in its literal sense, theocracy means the Government of God; in this sens6, however, it is patent that the entire universe is a theocracy, for is there any corner in the entire creation where His authority does not exist. But in the technical sense, theocracy has come to mean a Government by ordained priests, who wield authority as being specially appointed by those who claim to derive their rights from their sacerdotal position. I cannot over-emphasize the fact that such an idea is absolutely foreign to Islam. Islam does not recognize either priesthood or any sacerdotal authority; and, therefore, the question of a theocracy simply does not arise in Islam. If there are any who still use the word theocracy in the same breath as the polity of Pakistan, they are either laboring under a grave; misapprehension, or indulging in mischievous propaganda.

You would notice, Sir that, the Objectives Resolution lays emphasis on the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice, and further defines them by saying that these principles should be observed in the constitution as they have been enunciated by Islam. It has been necessary to qualify these terms because they are generally used in a loose sense. For instance, the Western Powers and Soviet Russia alike claim that their systems are based upon democracy, and yet, it is common knowledge that their policies are inherently different. It has, therefore, been found necessary to define these terms further in order to give them a well-understood meaning. When we use the word democracy in the Islamic sense, it pervades all aspects of our life; it relates to our system of Government and to our society with equal validity, because one of the greatest contributions of Islam has been the idea of the equality of all men. Islam recognizes no distinctions based upon race, color or birth. Even in the days of its decadence. Islamic society has been remarkably free from the prejudices which vitiated human relations in many other parts of the world. Similarly, we have a great record in tolerance, for under no system of Government, even in the Middle Ages, have the minorities received the same consideration and freedom as they did in Muslim countries. When Christian dissentients and Muslims were being tortured and driven out of their homes, when they were being hunted as animals and burnt as criminals-even criminals have never been burnt in Islamic society-Islam provided a haven for all who were persecuted and who fled from tyranny. It is a well-known fact of history that, when anti-Semitism turned the Jews out of many a European country, it was the Ottoman Empire which gave them shelter. The greatest proof of the tolerance of Muslim peoples lies in the fact that there is no Muslim country where strong minorities do not exist, and where they have not been able to preserve their religion and culture. Most of all, in this Sub-continent of India, where the Muslims wielded unlimited authority, the rights of non-Muslims were cherished and protected. I may point out, Sir that it was under Muslim patronage that many an indigenous language developed in-India. My friends from Bengal would remember that it was under the encouragement of Muslim rulers that the first translations of the Hindu scriptures were made from Sanskrit into Bengali. It is this tolerance which is envisaged by Islam, wherein a Minority does not live on sufferance, but it respected and give every opportunity to develop its own thought and culture, so that it may contribute to the greater glory of the entire nation. In the matter of social justice as well, Sir, I would point out that Islam has a distinct contribution to make, Islam envisages a society in

which social justice means neither charity nor regimentation. Islamic social justice is based upon fundamental laws and concepts which guarantee to man a life free from want and rich in freedom. It is for this reason, that the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice have been further defined by giving to them a meaning which, in our view, is deeper and wider than the usual connotation of these words.

The next clause of the Resolution lays down that Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accord with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and the ***Sunna.*** It is quite obvious that not non-Muslim should have any objection if the Muslims are enabled to order their lives in accordance with the dictates of their religion. You would also notice. Sir, that the State is not to play the part of a neutral observer, wherein the Muslims may be merely free to profess and practice their religion, because such an attitude on the part of the State would be the very negation of the ideals which prompts the demand of Pakistan, and it is these ideals which should be the corner-stone of the State which we want to build. The State will create such conditions as are conducive to the building up of a truly Islamic society, which means that the State will have to play a positive part in this effort. You would remember, Sir, that the Quaid-i-Azam and other leaders of the Muslim League always made unequivocal declarations that the Muslim demand for Pakistan was based upon the fact that the Muslims had a way of life and a code of conduct. They also reiterated the fact that Islam is not merely a relationship between the individual and his God, which should not in any way, affect the working of the State. Indeed, Islam lays down specific directions for social behavior, and seeks to guide society in its attitude towards the problems which confront it from day to day. Islam is not just a matter of private beliefs and conduct. It expects its followers to build up a society for the purpose of good life-as the Greeks would have called it, with this difference, that Islamic "good life" is essentially based upon spiritual values. For the purpose of emphasizing these values and to give them validity, it will be necessary for the State to direct and guide the activities of the Muslims in such a manner as to bring about a new social order based upon the essential principles of Islam, including the principles of democracy, freedom, tolerance and social justice. These I mention merely by way of illustration; because they do not exhaust the teachings of Islam as embodied in the Quran and the ***Sunna.*** There can be no Muslim who does not believe that the word of God and the life of the Prophet are the basic sources of his inspiration. In these there is no difference of opinion amongst the Muslims and there is no sect in Islam which does not believe in their validity. Therefore, there should be no misconception in the mind of any sect which may be in a minority in Pakistan about the intentions of the State. The State will seek to create an Islamic society free from dissensions, but this does not mean that it would curb the freedom of any section of the Muslims in the matter of their beliefs. No sect, whether the majority or a minority, will be permitted to dictate to the others and, in their own internal matters and sectional beliefs, all sects shall be given the fullest possible latitude and freedom. Actually we hope that the various sects will act in accordance with the desire of the

Prophet who said that the differences of opinion amongst his followers are a blessing. It is for us to make our differences a source of strength to Islam and Pakistan, not to exploit them for narrow interests who will weaken both Pakistan and Islam. Differences of opinion very often lead to cogent thinking and progress, but this happens only when they are not permitted to obscure our vision of the real goal, which is the service of Islam and the furtherance of its objects. It is, therefore, clear that this clause seeks to give the Muslims the opportunity that they have been seeking, throughout these long decades of decadence and subjection of finding freedom to set up a polity, which may prove to be a laboratory for the purpose of demonstrating to the world that Islam is not only a progressive force in the world, but it also provides remedies for many of the ills from which humanity has been suffering.

In our desire to build up an Islamic society we have not ignored the rights of the non-Muslims. Indeed, it would have been un-Islamic to do so, and we would have been guilty of transgressing the dictates of our religion if we had tried to impinge upon the freedom of the minorities. In no way will they be hindered from professing or protecting their religion or developing their cultures. The history of the development of Islamic culture itself shows that cultures of the minorities, who lived under the protection of Muslim States and Empires contributed to the richness of the heritage which the Muslims built up for themselves. I assure the minorities that we are fully conscious of the fact that if the minorities are able to make a contribution to the sum total of human knowledge and thought, it will redound to the credit of Pakistan and will enrich the life of the nation. Therefore, the minorities may look forward, not only to a period of the fullest freedom, but also to an understanding and appreciation on the part of the majority which has always been such a marked characteristic of Muslims throughout history.

Sir, the Resolution envisages a federal form of government because such is the dictate of geography. It would be idle to think of a unitary form of Government when the two parts of our country are separated by more than a thousand miles. I, however, hope that the Constituent Assembly will make every effort to integrate the units closer and forge such ties as would make us a well-integrated nation, I have always advocated the suppression of provincial feelings, but I want to make it clear that I am not an advocate of dull uniformity. I believe that all the areas and units, which form Pakistan, should contribute to the richness of our national life. I do, however, want to make it clear that nothing should be permitted which, in any sense, tends to weaken national unity; and provision should be made for bringing about a closer relationship amongst the various sections of our population that exists today. For this purpose the Constituent Assembly will have to think a new as to what will be the best method for the distribution of subjects between the Centre and the units, and how the units should be defined in our new setup.

Mr. President, it has become fashionable to guarantee certain fundamental rights, but I assure you that it is not our intention to give these rights with one hand and take them away with the other. I have said enough to show that we want to build up a truly liberal Government where the greatest amount of freedom will be given to all its members.

Everyone will be equal before the law, but this does not mean that his personal law will not be protected. We believe in the equality of status of justice. It is our firm belief and we have said this from many a platform that Pakistan does not stand for vested interests or the wealthy classes. It is our intention to build up an economy on the basic principles of Islam which seeks a better distribution of wealth and the removal of want. Poverty and backwardness-all that stands in the way of the achievement of his fullest stature by man-must be eradicated from Pakistan. At present our masses are poor and illiterate. We must raise their standards of life, free them from the shackles of poverty and ignorance. So far as political rights are concerned, everyone will have a voice in the determination of the policy pursued by the Government and in electing those who will run the State, so that they may do so in the interests of the people. We believe that no shackles can be put on thought and therefore, we do not intend to hinder any person from the expression of his views. Nor do we intend to deprive anyone of his right of forming associations for all lawful and moral purpose. In short, we want to base our polity upon freedom, progress and social Justice. We want to do away with social distinctions, but we want to achieve this without causing suffering or putting fetters upon the human mind and lawful inclinations.

Sir, there are a large number of interests for which the minorities legitimately desire protection. This protection the Resolution seeks to provide. The backward and depressed classes are our special charge. We are fully conscious of the fact that they do not find themselves in their present plight for any fault of their own. It is also true that we are not responsible by any means for their present position. But now that they are our citizens, it will be our special effort to bring them up to the level of other citizens, so that they may bear the responsibilities imposed by their being citizens of a free and progressive State, and share them with others who have been more fortunate than themselves. We know that so long as any sections amongst our people are backward, they will be a drag upon society and, therefore, for the purpose of building up our State we must necessarily look to the interests of these sections.

Mr. President, in the end we firmly believe that by laying the foundations of our constitution on the principles enunciated in this Resolution, we shall be able to put Pakistan on the path of progress, and the day is not far distant when Pakistan will become a country of which its citizens, without distinction of class or creed, will be proud. I am confident that our people have great potentialities. Through their unparalleled sacrifices and commendable sense of discipline, displayed at the time of a grave disaster and crisis, they have earned the admiration of the world. Such a people, I am sure, not only deserves to live, but is destined to make a contribution to the welfare and progress of humanity. It is essential that it should keep alive its spirit of sacrifice, and its adherence to its noble ideals, and Destiny itself will lead it to its place of glory in the affairs of the world, and make it immortal in the annals of humanity. Sir, this people has traditions of great achievement to its credit; its history is replete with deeds of glory; in every sphere of life it has contributed its full measure of achievement; its heroism adorns the pages of military chronicles; its administrators created traditions which have withstood the ravages of time; in creative art, its poetry, architecture and sense of beauty have won their tribute

of appreciation; in the matter of spiritual greatness it has few parallels. It is this people which is again on the march, and given the necessary opportunities, it will surpass its previous record of glorious achievement. This Objectives Resolution is the first step in the direction of the creation of an environment which will again awaken the spirit of the nation. We, whom Destiny has chosen to play a part, howsoever humble and insignificant, in this great drama of national resurrection, are overwhelmed with the magnitude of the opportunities which are before us. Let us use these opportunities with wisdom and foresight, and I have not the least doubt that these humble efforts will bear fruit far in excess of our wildest expectations, through the help of a Providence which has brought Pakistan into existence. It is not every day that great nations come into their own; it is not every day that peoples stand on the threshold of renaissance; it is not every day that Destiny beckons the down-trodden and the subjugated to rise and greet the dawn of a great future. It is the narrow streak of light heralding the brilliance of the full day that we salute in the form of this Resolution.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
হাজং বিদ্রোহের ওপর সংবাদপত্রের প্রতিবেদন ও সরকারী প্রেস নোট	পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতিঃ বদরুদ্দীন উমর	ফেব্রুয়ারী- মার্চ, ১৯৪৯

৪ঠা ফেব্রুয়ারীতে লেঙ্গুরা হাটের সামনে যে কৃষক-সিপাহী সংঘর্ষ হয় সে বিষয়ে ময়মনসিংহ থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারী প্রেরিত দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিবরণটি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্যঃ

জানা গিয়াছে যে, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মোমেনশাহী জেলার আসাম-পূর্ব্ববঙ্গ সীমান্তবর্তী এলাকাবাসী হাজং ও আদিবাসীগণ লাঠি, তীর, ধনুক, বর্শা ও রামদা লইয়া লেঙ্গুরাস্থিত পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করে। হাজংদের মধ্যে কম্যুনিষ্ট প্রভাব বলিয়া প্রকাশ। তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পুলিশদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু পুলিশের পাল্টা আক্রমণ ও গুলি চালনার ফলে হটিয়া যায়। গুলিবর্ষণের ফলে ১০ জন হাজং নিহত ও আরও কয়েকজন আহত হইয়াছে। পরে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করা হয় এবং অবস্থা আয়ত্তাধীন আসিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পুলিশ হাজংদের কয়েকটি গ্রামে হানা দিয়া ২৮ জনকে গ্রেফতার করিয়াছে এবং বহু তীর, ধনুক ও বর্শা উদ্ধার করিয়াছে। জানা গিয়াছে যে, হাজংরা কিছুকাল যাবৎ সরকারের টঙ্ক ও কর সংগ্রহ পরিচালনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে। 'টঙ্ক' ব্যবস্থা অনুসারে নগদ টাকার পরিবর্তে উৎপন্ন শস্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ জমিদারগণকে দিতে হয়।

প্রকাশ যে, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঘটনার পূর্বে উক্ত একই এলাকার অন্তর্গত বালিগঞ্জে সীমান্ত বাহিনীর একজন সৈন্য নিহত হয়।

ময়মনসিংহ থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারী প্রেরিত এবং 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে ৯ই ফেব্রুয়ারী দুটি ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়ঃ

জানা গিয়াছে, গত ৯ই ফেব্রুয়ারী মোমেনশাহী জেলার পূর্ব পাক-আসাম সীমান্তবর্তী উত্তর এলাকার গারো হাজং কমিউনিষ্টগণ লাঠি, তীর, ধনুক, বর্শা ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দুর্গাপুর থানার নিকটস্থ 'সেঙ্গু' এবং হালুয়াঘাট থানার উপকণ্ঠস্থ 'পুলিশ ক্যাম্প' আক্রমণ করিলে, পুলিশ বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করিয়া গুলি চালায়। ফলে, হালুয়াঘাট থানার নিকটস্থ ঘটনা কেন্দ্রে কমিউনিষ্ট পক্ষের ১ জন নিহত এবং ৬ জন আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। লেঙ্গুরাস্থ ঘটনা কেন্দ্রের হতাহতের খবর এখনও পাওয়া যায় নাই। প্রকাশ, পূর্ব প্রকাশিত সরকারের টঙ্ক ও খাদ্য সংগ্রহনীতির বিরুদ্ধাচারনই এই সমস্ত সংঘর্ষের মূল কারণ। আর এক খবরে প্রকাশ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হালুয়াঘাট, নলিতাবাড়ী এবং শ্রীবর্দী থানাত্রয়ে ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন। আরও প্রকাশ, অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী এবং ই, বি, রেজিমেন্ট রাইফেলস্ উক্ত অঞ্চলে প্রেরণ করা হইয়াছে। বর্তমান অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত।

ময়মনসিংহের হাজং অঞ্চলে কৃষক-সিপাহী সংঘর্ষ এবং সিপাহীদের কৃষক নির্যাতন সম্পর্কে এই সময় কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'হিন্দুস্তান ষ্ট্যান্ডার্ড' ইত্যাদি পত্রিকায় মন্তব্যসহ কিছু কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই সব সংবাদের প্রতিবাদ করে পূর্ব বাঙলা সরকার ১৬ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রেসনোট জারী করেনঃ

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্তান ষ্ট্যান্ডার্ড'-এ প্রকাশিত ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়ার একটি খবরের প্রতি পূর্ববঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। মোমেনশাহী জেলার আংশিক বহির্ভূত এলাকায় সাম্প্রতিক গোলযোগ সম্পর্কে উক্ত সংবাদ মিথ্যা বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে ।

যে, বাধ্যতামূলক ধান্য সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান দিতে অস্বীকার করায় প্রায় একশত জনেরও অধিক কৃষককে গুলি করিয়া নিহত করা হইয়াছে। প্রকৃত ঘটনাটি এইরূপঃ

উক্ত এলাকার হাজংদের আন্দোলন প্রায় স্থানীয় বৈশিষ্ট্যস্বরূপ : ১৯৪৬ সালে একবার তাহাদের আন্দোলন এত ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল যে, অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনিতে বাংলা সরকারকে পুলিশ প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। জনসাধারণের অনুন্নত অবস্থার সুযোগে টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে পুরাতন আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ করা হইয়াছে। কম্যুনিষ্টদের নেতৃত্বে হাজংরা কয়েকটি সভা ও শোভাযাত্রায় টঙ্ক প্রথা, খাজনা ও ধান্য সংগ্রহের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে। তাহারা বর্শা, দাও প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। কয়েকবার তাহারা ধানও লুট করে। ২৮শে জানুয়ারী সীমান্ত পুলিশ দলের জনৈক নায়েক তাহাদের হস্তে নিহত হয়। একজন পুলিশ কনষ্টেবলকেও হাজংরা বেদম প্রহার করে। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কম্যুনিষ্ট হাজংদের এক বিরাট জনতা বর্শা ও দাও প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া লেঙ্গুরা থানার পুলিশ ক্যাম্পটি পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে। পুলিশ তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিতে অসমর্থ হইয়া গুলি চালায়। দুই ঘন্টা পর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আরেকটি জনতা ঐ স্থানে জমায়েত হয়। পুলিশ তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য আবার গুলি চালায়। ৯ই ফেব্রুয়ারী দুর্গাপুর ও হালুয়াঘাট থানায় দুইটি স্থানেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ বারবার সাবধান করে। জনতা যখন ভীতি প্রদর্শন করে এবং অবস্থা যখন আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়, তখনই পুলিশ গুলি করে। এ পর্য্যন্ত মোট ১৩ জন নিহত হইয়াছে। বর্তমানে অবস্থা শান্ত।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ছাত্র ফেডারেশনের* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ময়মনসিংহের হাজং কৃষকদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও কৃষক হত্যার প্রতিবাদে ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি ছাত্রসভা আহবান করে। মোহাম্মদ বাহাউদ্দীনের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হওয়ার পরই দেখা যায় একদল ছাত্র জোরপূর্বক সভা ভেঙ্গে দিতে বদ্ধপরিকর। এদের মধ্যে একজন 'সভা কে আহবান করেছে' সেটা জানতে চায় এবং সভাপতির হাত ধরে টেনে তাঁকে চেয়ার থেকে ফেলে দেয় এবং অন্য একজন সভাপতির চেয়ারটি পার্শ্ববর্তী পুকুরে নিক্ষেপ করে। এরপর সেই গুন্ডা ছাত্রদল সভাটির উদ্যোক্তাদের উপর ইচ্ছেমত কিল, চড়, ঘুষি ইত্যাদি চালাতে থাকে। ফলে সভাস্থলে এক দারণ হট্রগোল গন্ডগোলের সৃষ্টি হয় এবং সভার কাজ চালানো আর সম্ভব হয় না। এই গুন্ডামির বিরুদ্ধে অবশ্য সভাস্থলেই একদল ছাত্র তীব্র প্রতিবাদ জানান। এঁদের একজনের একটি পত্র নওবেলালে প্রকাশিত হয় এবং তাতে তিনি বলেনঃ

সবাই বুঝিতে পারেন, যাহারা গুন্ডামি করিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দেন তাহারা শুধু ছাত্র ফেডারেশনেরই শত্রু নন, তাহারা প্রত্যেকটি গণতন্ত্রকামী ছাত্র আন্দোলনেরই দুষমন। এরাই বাংলা ভাষা আন্দোলনে সরকারের দালাল সাজিয়েছিলন। এরাই জমিদারী উচ্ছেদ ব্যাপারে সরকারের জমিদার পোষণ নীতির সমর্থন করেন। সর্বোপরি এরা হাজং চাষীদের উপর গুলিবর্ষণ নীতির দিক দিয়া সমর্থন করেন।***

---

* দেশ বিভাগের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিষ্ট প্রভাবাধীন একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারী ও বেসরাকরী প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণে এমই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তার অস্তিত্ব রক্ষা করা আর সম্ভব হয় না এবং অল্পকাল পরেই তার বিলুপ্তি ঘটে। ব,উ।

** এই ধরনের ছাত্র প্রতিষ্ঠান তখন ঢাকাতে একটিই ছিল। তার নাম নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। সরকার ও মুসলিম লীগের পৃষ্ঠপোষকতার এই সংগঠনের ছাত্ররাই বিরোধী দলের সভাগুলিতে সুপরিকল্পিতভাবে গুন্ডামি করতো। এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেই দবিরুদ্দিন, নঈমুদ্দীন, আহমদ, আজিজ আহমদ, আবদুর রহমান চৌধুরী, শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুল মতিন প্রভৃতি 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ' নামে একটি নতুন ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

*** সিলেট ও ময়মনসিংহ এলাকার হাজং আন্দোলনের সূত্রপাত হয় জমিদারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই হাজংদের আন্দোলন আবার নতুন করে দানা বেঁধে ওঠে ধানের ওপর সরকারী লেভী ও টঙ্ক (ধানের মাধ্যমে খাজনা) প্রথার বিরোধিতার মাধ্যমে। এটি সর্বশেষে সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ নেয় এবং হাজংদের ওপর ব্যাপক অত্যাচারের ফলে এই আন্দোলনের বিলুপ্তি ঘটে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন কমিউনিষ্ট পার্টি সর্মথিত কৃষক সমিতি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত লিফলেট	পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ	জুন, ১৯৪৯

অতি বামপন্থী বিভেদকারীদের সম্পর্কে হুঁশিয়ারী

ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিবাদে ঢাকা- তথা পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ ১৭ই এপ্রিল থেকে যে আন্দোলন শুরু করেছেন, বর্ত্তমানে তা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্য্যায়ে উপনীত হয়েছে। সংগ্রাম পরিষদ বরাবরই এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান চেয়েছে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের ভ্রান্তনীতি ও অপরিণামদর্শী পদক্ষেপের জন্যে সমাধানের দুয়ার বারবার রুদ্ধ হয়েছে। কর্ত্তৃপক্ষের রাইফেলের গুলিতে আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন; তারা ভেবেছিলেন যে ছাত্র নেতাদের কারা-প্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ করে রাখলেই সংগ্রাম থেকে যাবে। কিন্তু সংগ্রামী ছাত্রসমাজ কোন জুলুমের মোকাবেলায়ই স্তব্ধ হয়ে যায়নি- বরঞ্চ নাগরিকদের স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন ও সহযোগিতায় তাদের আন্দোলন শতগুণ শক্তিশালী হয়েছে। চরম প্রতিকূল পরিবেমের মধ্যেও ছাত্রসমাজ মাথা উচু করে রেখেছে- তারা কোনক্রমেই আত্মসমর্পণ করেনি। সংগ্রাম পরিষদে লক্ষ্য ছিল- সমস্ত ছাত্রসমাজকে সমবেত করে শৃঙ্খলার সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে সংগ্রাম পরিষদ সফল হয়েছে। কর্ত্তৃপক্ষের দালালরা ছাত্র সংহতির মধ্যে ভাঙ্গন ধরাতে বহু চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা ছাত্রসমাজের ঐক্য এতটুকু ক্ষুন্ন করতে পারেনি। বরঞ্চ জনগণের সম্মুখে ঐ দালালদের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবেই উদঘাটিত হয়েছে।

কিন্তু আজ এক নতুন আপদ এসে জুটেছে। এটা হচ্ছে কম্যুনিষ্ট অধ্যুষিত ছাত্র ফেডারেশন। আলস সংগ্রামের সময় গা ঢাকা দেওয়া এবং সুযোগ বুঝে মাটির তলা থেকে গলাটা বের করে দু'টারটি ''অতিবিপ্লবী'' বুলি কপচানই যাদের পেশা। ''অতিবিপ্লব'' যে ''প্রতিবিপ্লব''-এরই সামিল তা অবশ্য এরা নিজেরাও জানেন। এই অদলীয় ফেডারেশন নেতারা প্রতিটি বলিষ্ঠ ছাত্র আন্দোলনে অনুপ্রবেশ করতে চেষ্টা করেন এবং ঘোড়ার আগে গাড়ীজুড়ে বরাবরই আন্দোলনকে সাবোটাশ করেন। বলিষ্ঠ আন্দোলনের চেয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিই যাদের কাম্য, তারাই সাবোটাশ নীতি গ্রহণ করেন।

গতবার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেও এই ''অতিবিপ্লবী'' অদলীয় নেতারা উড়ে এসে জুড়ে বসে আন্দোলনটিকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু ছাত্রসমাজের দৃঢ়তা ও সতর্কতায় তাদের অপচেষ্টা সফল হয়নি। এবারকার আন্দোলনেও এরা অনুপ্রবেশ করতে চেষ্টা করেছিলেন- কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের সতর্কতায় এর সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। তাই এই অর্ব্বাচীন বামপন্থীরা এবার কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ এবং পূর্ব্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযান শুরু করেছেন। সম্প্রতি এক ইশতাহারে এরা বলেছেন- ''পূর্ব্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ বারে বারে ছাত্রসমাজের সংগ্রামী জোয়ারে রাশ টেনেছে, নিখিল পূর্ব্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের সঙ্গে এক সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে এবং বস্তুতঃপক্ষে পূর্ব্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান খোলাখুলিভাবে নিখিল পূর্ব্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সঙ্গে হাত মিলাতে চান'' ইত্যাদি।

যে পূর্ব্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রিকুইজিশন বিরোধী আন্দোলন, হোষ্টেল-কমনরুম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, দমননীতি রিরোধী আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং সাম্প্রতিক সাধারণ ধর্ম্মঘট পরিচালিত হয়েছে, দমননীতির চক্রতলে নিষ্পেষিত প্রায় জনমতকে যারা পূর্ব্ব পাকিস্তানে এখনও জিয়ায়ে রেখেছ, প্রতিটি সংগ্রামের পুরোভাগে থেকে যারা পুলিশের লাঠি, গুলি এবং কাঁদুনে গ্যাসের মোকাবেলা করেছে, যারা দলে দলে

অকাতরে কারাবরণ করেছে (কিন্তু পেছন দুয়ার দিয়ে পালিয়ে গিয়ে মাটির তলায় আত্মগোপন করেনি) তাদের বিরুদ্ধে এই সব অপপ্রচার যে কতখানি হীন এবং উদ্দেশ্যমূলক তা বলাই বাহুল্য। যে সবার আগে কারাবরণ করেছে এবং আজও যে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ আছে সেই মুজিবুর রহমান নিখিল পূর্ব্ব-পাক মুসলিম ছাত্রলীগের মত ভূইফোঁড়, প্রতিক্রিয়াশীল, দালাল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাত মেলাতে ব্যস্ত এরূপ প্রলাপোক্তি ফেডারেশনের ''আত্ম-প্রতারিত মুখরাই'' করতে পারেন এবং তারাই এটা বিশ্বাস করতে পারেন। ফেডারেশনী চমুবা এমনি ধরনের অনেক প্রলাপোক্তিই করেছেন। আমরা জানি ছাত্রসমাজ সেগুলোকে উপেক্ষাই করবেন। কিন্তু এই সব অপপ্রচারের মধ্যে ফেডারেশনের যে বিভেদ সৃষ্টিকারী রূপ প্রকাশিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজকে আমরা সতর্ক করে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছি।

- এই বিভেদ সৃষ্টিকারীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ হুঁশিয়ার হউন।
- বিশৃঙ্খলাকামী তথাকথিক 'বামপন্থীদের' স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে বলিষ্ঠ আন্দোলনকে চালু রাখুন।
- সমবেত কণ্ঠে ছাত্র বন্দীদের মুক্তি এবং শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহারের দাবী করুন।
- জুলুম, অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুন।
- পূর্ব্ব পাকিস্তানের পতনোন্মুখ শিক্ষা ব্যবস্থাকে অযোগ্য কর্ত্তৃপক্ষের কবল থেকে রক্ষা করুন।
- সুশৃঙ্খল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পূর্ব্ব পাকিস্তানকে গড়ে তোলার শক্তি সঞ্চয় করুন।

পাকিস্তান- জিন্দাবাদ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ- জিন্দাবাদ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উর্দ্দুর পক্ষে লেখা বাঙালীদের তাত্ত্বিক বক্তব্য	মাহে নও (আজাদী সংখ্যা)	১৪ই আগস্ট, ১৯৪৯

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার নাম

মীজানুর রহমান

দুনিয়ার প্রত্যেক আজাদ রাষ্ট্রের নিজস্ব রাষ্ট্রভাষা রয়েছে এবং থাকা দরকার। এই বিষয়ে তর্ক-তকরারের গোনজায়েশ নাই।

তিক্‌সিমের পর ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা হয়েছে নাগরী হরফে লেখা হিন্দী বা হিন্দুস্থানীকে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার সওয়াল স্বাভাবিকভাবে উঠেছিল। কায়েদে আজম নির্দেশ দিয়ে গেছেন- উর্দ্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

কায়েদে আজমের নির্দেশ যুক্তিসংগত। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবার কবেলিয়াত উর্দ্দুর রয়েছে। এই সমস্যার সমাধানের বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে গেছে। আনজামের এনতেজাম শুধু বাকী।

সমাধানের বিষয়গত আলোচনার দরকার নেই। তবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার নাম নিয়ে আমরা কিছু সোপারেশ রয়েছে। এই সোপারেশটুকু পেশ করার জন্যই আজকের আলোচনা।

রাষ্ট্র বা জাতির নামানুসারেই হয়ে থাকে রাষ্ট্রভাষার নাম। হওয়াও সংগত এবং সুবিধাজনক। এই হিসাবে আমার মতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার নাম হওয়া উচিৎ পাকিস্তানী। উর্দ্দু ভাষাকে ‘‘পাকিস্তানী’’ বলে অভিহিত করাই আমার প্রস্তাব।

‘‘উর্দ্দু মানে সামরিক ছাউনি (মিলিটারী ক্যাম্প) উর্দ্দু কেবল মুসলমানের ভাষা নহে। মুসলমান ও অমুসলমানদের সমবেত প্রচেষ্টাতেই উর্দ্দু বিকশিত হয়েছে। উর্দ্দুর নামের সহিত মুসলিম তাহজীব তমদ্দুনের খাছ কোন তায়ালুক নেই। মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আলীর কথায়- ‘‘উর্দ্দু ইসলামের তোহফা নহে। আরবী-ফারসী-তুর্কী জবান হতেও উর্দ্দুর উৎপত্তি নহে... আরবী-ফারসী জবানের কতকগুলি আলফাজই উর্দ্দু ভাষায় মুসলমানদের নিজস্ব।... আরবী কোন দিনই ভারতের মুসলমানদের কথ্য ভাষা ছিলনা। ফারসী এবং তুর্কী এককালে ভারতের মুসলমানদের কথ্য ভাষা ছিল।

“Although the Court Language of the Muslims remained Persian. Hindustani had to come the vernacular of daily use long before the Mughals lost the rule of Delhi. It is this language which is called Urdu and in the advocacy of which Muslims are sometimes so vehement. To use the sneer or Mr. Lioyd George, it is not only Mr. Balfour who is hatching the Cuckoo’s egg for even though the Muslims of India know that it is not their own they are now as much attached to Urdu as they were attached to Persian before, and far more than they were ever attracted to Arabic”.

উর্দ্দু দৈনিক ‘হামদর্দের’ সম্পাদক এবং মশহুর উর্দ্দু কবি মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আলীর পক্ষে উর্দ্দু হামদর্দীই স্বাভাবিক। তথাপি সত্যের খাতিরেই মওলানা উপরের মন্তব্য করেছেন। উর্দ্দুর বিকাশে মুসলমানের

দান অবশ্য প্রচুর। নিজস্ব শক্তি সৌন্দয্য এবং সাবলীলতার কল্যাণেই উর্দ্দু ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে এতটা প্রসার লাভ করেছিল।

মুসলিম হুকুমাতের মারকাজ দিল্লীর সামরিক ছাউনীতেই উর্দ্দুর পয়দায়েশ। রাজনীতিক কারণে বেচারা উর্দ্দুকে আজ জন্মভূমি হতে হিজরত করে আসতে হয়েছে পাকিস্তানে। পাকিস্তানের নানা প্রদেশে উর্দ্দু অবশ্য অপরিচিত নহে। বর্ণমালা ও ইসলামী অবধারার কল্যাণে এবং নিজস্ব শক্তি ও সৌন্দর্য্যের দওলতে উর্দ্দু মুসলমানদের নিকট খুবই আদরণীয়।

মাগরেবী পাকিস্তানের বাসিন্দাগণের নিকট উর্দ্দুর মকবুলিয়াৎ সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর নাই। মাশরেকী পাকিস্তানেরও উর্দ্দুর কদরদামী ব্যাপক। মুসলমানী বাংলা এবং মুসলমানী উর্দ্দু শব্দ সম্পাদকে বলতে গেলে খালাতো ভাই। মাশরেকী পাকিস্তানের মুসলমান সমাজে নিত্য প্রচলিত শব্দসমূহের শতকরা ৬০-৭০টি শব্দ উর্দ্দু ভাষাতেও প্রচলিত বলে আমার বিশ্বাস। সাহিত্যিক বাংলার কথা অবশ্য আলাহিদা। তথাকথিত সাহিত্যিক বাংলা মাশরেকী পাকিস্তানের সাধারণ মাতৃভাষা নহে তাহা অবশ্যই স্বীকার্য। মোকামী জবান এবং আদাবী জবানের পার্থক্য সকল দেশেই বর্তমান। মোকামী জবানই আসলের মাদেরী জবান।

মুসলমানী বাংলা এবং মুসলমানী উর্দ্দুর আসল পার্থক্য লিখন প্রণালীতে। মাশরেকী পাকিস্তানের বাংলা জবানের লিখনরীতি পরিবর্তনের কথা উঠছে। আরবী হরফে লিখিত হলে মুসলমানী বাংলা এবং মুসলমানী উর্দ্দুর বর্তমান পাথক্য কালক্রমে বিলোপ পাওয়া বিচিত্র নহে। পাকিস্তানের কল্যাণে আমাদের জীবন অনেক কিছু পরিবর্তন এসেছে এবং আরও আসবে। রাজনৈতিক আবর্তন বিবর্তনের সহিত ভাষার আবর্তন বিবর্তন বিশেষভাবে বিজড়িত। ভাব প্রকাশের জন্যই ভাষা। ভাবধারার পরিবর্তনের সংগে সংগে ভাষার পরিবর্তনও অবশ্যাম্ভাবী।

মুসলিম জাতীয়তা ভৌগোলিক সীমারেখায় সীমাবদ্ধ নহে। ভৌগোলিক জাতীয়তার সহিত ইসলামী জাতীয়তার মৌলিক মোখলেকাৎ ভৌগোলিক ব্যবধান যাহাই হোক না কেন, সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানদের এক খোদা, এক নবী, এক মযহাব, এক মিল্লাত, একই তাহজীব-তমাদ্দুন। সুতরাং ভৌগোলিক ব্যবধানে মুসলিম মিল্লাতের সত্যিকার ভাবধারা বিভিন্নমুখী হতে পারে না। যেহেতু ভাবধারার উৎস এক, ভাবের বাহন ভাষাও মোটামুটি এক-কেন্দ্রিক হওয়াই স্বাভাবিক।

আগেই বলেছি রাষ্ট্র-ভাষার নাম দেশ বা জাতির নামানুসারেই হয়ে থাকে। এবং হওয়াও সংগত। পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষার স্বাভাবিক নাম ''পাকিস্তানী''। উর্দ্দু নাম বদল করে পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষাকে ''পাকিস্তানী'' বলাই আমার মতে সঙ্গত। পাকিস্তানী গৃহীত হলে আমার বিশ্বাস মুসলমানী বাংলা এবং মুসলমানী উর্দ্দু Ultimate fusion-এর পথ অধিতর প্রশস্ত হবে। মুসলমানী বাংলা এবং মুসলমানী উর্দ্দু সমবায়ে গঠিত হবে Common Script-এ লেখা পাকিস্তানী। মাশরেকী ও মাগরেবী পাকিস্তানের জবানী সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এই পথে।

স্বাভাবিকভাবেই সওয়াল হতে পারে উর্দ্দু যখন হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা তখন উহার নাম বদলের দরকার কি? দরকার রয়েছে। পাকিস্তানের সবচেয়ে সমুন্নত ভাষা উর্দ্দু এবং বাংলা। অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষা বাংলার ন্যায় একটা বিকশিত নহে। মাশরেকী পাকিস্তানের মুসলমানী বাংলার সহিত উর্দ্দুর সামঞ্জস্যের কথা বলেছি। পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষার নাম পাকিস্তানী রাখা হলে মাশরেকী ও মাগরেবী পাকিস্তানের ভাষাগত সমন্বয়ের পথ সহজ ও কোশাদা হবে। পাকিস্তানী কথাটায় পাকিস্তানের বাশিন্দাগণের প্রাণে যতটা অনুপ্রেরণার সঞ্চার করবে অন্য কোন নামে তাহা সম্ভবপর নহে। অনুপ্রেরণার কথাটা বিশেষভাবে কাবেলে কদর।

নাম পরিবর্তনের উর্দ্দুর অন্তর্নিহিত ও সাবলীলতা ব্যাহত হবে না। আবশ্যক সংস্কার এবং পরিবর্তনের পর মাশরেকী পাকিস্তানের বাংলা ভাষার নাম পরিবর্তনেরও কথা উঠেছে। মুসলমানী বাংলার নাম পরিবর্তন করে

পাকিস্তানী হতে পারে। পাকিস্তানী বাংলা ও পাকিস্তানী উর্দ্দু স্বাভাবিকভাবেই চলবে ইসলামী তাহজীব-তমদ্দুনের পথে। ভারতীয় উর্দ্দু এবং পশ্চিম বাংলার বাংলা ভাষা চলবে অন্য পথে। দুই বিভিন্নমুখী ভাষার এক নাম অসংগত নহে কি? এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলেও পাকিস্তানী বাংলা ও পাকিস্তানী উর্দ্দুর নাম পরিবর্তনের আবশ্যকতা অনুভূত হবে।

Common Script এবং Common ideology সোনার কাঠির পরশে Common Language-evaluation খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক। পাকিস্তানী হওয়া উচিৎ উক্ত Common Language-এর নাম। পাকিস্তানের সামগ্রিক কল্যাণ কামনায় Common Language তৈরী করার প্রচেষ্টা শুধু সংগত নহে, জরুরী। ইনশাআল্লাহ্ পাকিস্তান স্থায়ী হবার জন্যই এসেছে Common Language হবে পাকিস্তানের স্থায়ীতের অন্যতম সোনালী বন্ধন। নাম পরিবর্তনের উর্দ্দু ভাষার আসল হাস্তি বজায় থাকবে। অথচ নতুন নামের দওলতে পাকিস্তানের সকল প্রদেশের কাছে খাছ করে মাশরেকী পাকিস্তানের বাশিন্দাগণের নিকট রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা এবং আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি পাবে। কারণ আগেই বয়ান করেছি।

একথা সত্য যে, উর্দ্দু সাধারণভাবে পাকিস্তানের কোন প্রদেশেরই মাদেরী জবান নহে যদিও উর্দ্দু পাকিস্তানের প্রচলিত জবানসমূহের মধ্যে পাকিস্তানের হুকুমতী জবান হবার পক্ষে অধিকতর মোমতাহেক। রাজনৈতিক আবর্তনে উর্দ্দু নিজ বাসভূমে পরাবাসী হতে বসেছে। হিন্দুস্থানের ইউ,পি, দিল্লী প্রভৃতি প্রদেশেই ছিল উর্দ্দুর শক্তিশালী আস্তানা। নাগরী হরফে লেখা হিন্দীর হামলায় উর্দ্দু সাবেক আবাস হতে বহিস্কৃত হচ্ছে। পাকিস্তানী নামের বরকতে উর্দ্দু ভাষা পাবে পাকাপোক্ত আস্তানা এবং উচ্চতর আসন পাকিস্তানের পাক মাটিতে।

নাম বদলের প্রস্তাব পেশ করেছি বলে কেউ যেন মনে না করেন যে আমি উর্দ্দুর মোখালেফ। বাংলা আমার মাদেরী জবান হলেও আমি বরাবর উর্দ্দু ভাষার অধিকতর চর্চার পক্ষপাতী। পাকিস্তানের সামগ্রিক কল্যাণ কামনায়ই আমি নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব পেশ করেছি। আমার প্রস্তাবে কায়া বজায় থাকবে, বদল হবে কেবল ছায়া। ছায়ার চেয়ে কায়াই আসলে কাম্য।

Common Script-এ লেখা Common Language রাষ্ট্রের পক্ষে নেহায়েত জরুরী ব্যাপার। ভাবালুতা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ও মংগলের জন্য আমাদিগকে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। পাকিস্তানের স্বচ্ছ দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি, পাক গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষা প্রস্তাব গ্রহণ করবার কালে প্রস্তাবিত ‘‘পাকিস্তানী’’ নাম অনায়াসে গৃহীত হতে পারে। পাক-বাংলা, এবং পাক-উর্দ্দুর সমন্বয় সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা সেরাতুল মোস্তাকীম, পাকিস্তানী।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নাচোল অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহের নেত্রীর উপর পুলিশী নির্যাতনের অভিযোগ সম্বলিত বক্তব্য	পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতিঃ বদরুদ্দীন উমর	ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০

HOW HUMANITY ATTACKED UNDER

LIAKAT-NURUL AMIN REGIME?

Below in the statement of Sm. Ila Mitra made before the court at Rajshahi with regard to inhuman treatment meted out to a lady, only because she holds a political opinion other than that of Liakat-Nurul Amin Feudal class :

Sm. Ila Mitra in her Statement Pleading "not guilty' to the charges said, I know nothing about the case. On 7-1-50 last I was arrested in Rahanpur and taken to Nachole the next day. The police guards assaulted me on the way and thereafter I was taken inside a cell. The S. I. threatened to make me naked if I did not confess everything about the murder. As I had nothing to say all my garments were taken away and I was imprisoned inside the cell in stark naked condition.

No food was given to me, not even a drop of water. The same day in the evening the sepoys began to beat me on the head with butt ends of their guns, in the presence of the S. I. I was profusely bleeding through the nose. Afterwards my garments were returned to me, and at about 12 midnight I was taken out of the cell and read possibly to the quarters of the S.I., but I was not certain.

In that room where I was taken they tried brutal methods to bring out confession. My legs were pressed between two sticks, and the people around.

I was being administered a 'Pakistani injection'. When this torture was going on they tied my mouth with a napkin. They also pulled off my hairs, but as they could not force me to say anything, I was taken back to the cell carried by the sepoys, as after the torture it was not possible for me to walk.

Inside the cell again the S. I ordered the sepoys to bring four hot eggs, and said, now she will talk. Thereafter four or five sepoys forced me to lie down on my back, and one pushed a lot egg through my private parts. I was feeling like being burnt with fire, and became unconscious.

When I came back to my senses in the morning of 9-1-50 the S. I and some sepoys came into my cell and began to kick me on the belly with boots on. Thereafter a nail was pierced through my right heel. I was then lying half conscious, and heard the S. I. muttering: we are coming again at night, and if you do not confess, one by one the sepoys will ravish you. At dead of night, the S. I. and his sepoys came back and the threat was repeated. But as I still refused to say anything, three or four men got hold of me, and a sepoy actually began to rape me. Shortly afterwards I became unconscious.

Next day on 10-1-50 when I became conscious again I found that I was profusely bleeding and my cloth was drenched in blood. I was in that state taken to Nawabganj from Nachole. The sepoys in Nawabganj jail gate received me with smart blows.

I was at that time in a prostate condition and the Court Inspector and some sepoys carried me to a cell. I had high fever then and I was still bleeding. A doctor, possibly from the Govt. Hospital at Nawabganj had noted the temperature of my body to be 105°. When he heard from me of the profuse bleeding I had he assured me, I would be treated with the help of a woman nurse. I was also given some medicines and two pieces of rugs.

On 11-1-50 the woman nurse of the Govt. Hospital examined me. I do not know what report she gave about my condition. After she came, the bloodstained piece of cloth I was wearing was changed for a clean one. During all this time, I was in a cell of the Nawabganj P. S. under the treatment of a doctor. I had high fever and profuse bleeding, and was unconscious from time to time.

On 16-1-50 a stretcher was brought before my cell in the evening and I was told that I would have to go elsewhere for examination. On my protest that I was too ill to move about, I was, struck with a stick and forced to get on the stretcher after which I was carried on it to another house. I told nothing there, but the sepoys forced me to sign a blank paper. I was at time in a semi-conscious state with high fever. As my condition was going worse, I was next day transferred to the Nawabganj Govt. Hospital, and on 21-1-50when the state of my health was still very precarious, I was brought from Nawabganj to Rajshahi Central Jail, and was admitted to the Jail Hospital.

I had not under any circumstances said anything to the police, and I have nothing more to say than I have stated above.*

ইলা মিত্রের জবানবন্দী। এই জবানবন্দীই ইস্তাহার আকারে পূর্ব বাংলার সর্বত্রই ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে বিলি করা হয়। পৃষ্ঠা ২৯২-৯৪।

---

*১৯৪৭ সালে তেভাগা আন্দোলন শেষ হয়ে গেলেও এর প্রভাব বাংলাদেশের রাজশাহীর নাচোল এলাকায় স্তিমিত হয়নি। যার ফলে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত এই এলাকায় নতুন করে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। এই সব কৃষক প্রধানতঃ ছিলেন সাঁওতাল এবং এঁদের নেতা ছিলেন মাতলা সরদার। এই এলাকায় সরকারী প্রভাব প্রায় বিলুপ্তি হয়ে যায়। ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে সাঁওতাল কৃষক ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে উভয় পক্ষে অসংখ্য হতাহত হয়। এর পর সমগ্র এলাকায় পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারের ফলে আন্দোলন ধ্বংস হয়ে যায়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের যৌথ বিবৃতি	পূর্ব বাংলার ভাষার আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতিঃ বদরুদ্দীন উমর	ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০

পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকগণের নিকট আবেদন

ভ্রাতৃগণ,

আল্লাহ্ তা'আলার অসীম অনুগ্রহে দুইশত বৎসরের গোলামীর পরে আমরা আজাদী লাভ করিয়াছি। এই আজাদী জিহাদের প্রধান সেনানী কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মরহুম আমাদিগকে বলিয়াছেন, ''আমি পাকিস্তানের ভিত্তি পত্তন করিলাম, তোমরা পাকিস্তানের নাগরিকগণ ইহার উপর ইমারত গঠন করিবে''। এই গঠন কার্য্যের জন্য অত্যাবশ্যক দেশে শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির সমুন্নতি সাধন। ইহার জন্য সর্বাগে প্রয়োজন দেশের শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করা। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় পশ্চিম বঙ্গে কতিপয় স্থানে বিশেষত কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কারণে অথবা অন্য যে কনে কারণেই হউক আমাদের এই সুন্দর শান্তিপূর্ণ পূর্ব বাঙ্গালাতেও অশান্তি দেখা দিয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের সংখ্যালঘুদের প্রতি উৎপীড়ন যেমন আমরা ঘৃণা করি, পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের প্রতি উৎপীড়ন আমরা সেইরূপই ঘৃণা করি। আমাদের মহামান্য কায়েদে আজম মরহুম, পাকিস্তানের বড় লাট মাননীয় জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন, প্রধান মন্ত্রী মাননীয় জনাব লিয়াকত আলী খান, পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় জনাব নূরুল আমীন, পূর্ব পাকিস্তানের জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি মৌলানা আতাহার আলী প্রভৃতি গণ্যমান্য মহোদয়গণ অন্য রাষ্ট্রের মুসলমানগণের প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ আমাদের রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু নিঃসহায় শান্ত জনগনের উপর লওয়ার প্রবৃত্তিকে একবাক্যে নিন্দা করিয়াছেন। আমরা আমাদের মুসলমান ভাইগণকে সবিনয়ে দৃঢ়ভাবে বলিব যে, এই প্রকার কার্য্যের দ্বারা পরোক্ষভাবে ও অজ্ঞাতসারে তাঁহারা ভারতের ৪ (চারি) কোটি মুসলমানের ধনপ্রান বিপন্ন করিয়া তুলিতেছেন এবং পাকিস্তানের অশেষ ক্ষতি সাধন করিতেছেন। এ প্রকার কার্য্যের ফলে আকস্মিক লোক বিনিময়ে রাষ্ট্রের উপর এমন চাপ পড়িবে যে, তার ফলে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গি পড়িবে। উচ্ছৃংখল কার্য্যকলাপের ফলে, শিল্প-বাণিজ্য এবং স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হইয়া উভয় রাষ্ট্রই অচল হইয়া পড়িবে যার ফলে আমাদের এই সাধের আজাদী বিপন্ন হইবে।

আল্লাহতা'আলা ধর্ম্মবিশ্বাসী মুমনিগণকে বলিতেছেন, ''ওহে ধর্ম্মবিশ্বাসী মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর কথা মান, রসুলের, এবং তোমাদের মধ্যে আজ্ঞাদাতা নেতাদের কথা মান''। (কুরআন, সুরা নিসা, রুকু ৮)। আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, ''যে ব্যক্তি হত্যাকারী কিংবা পৃথিবীতে উৎপাতকারী ভিন্ন অন্য কোনও প্রাণকে হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মনুষ্য জাতিকে হত্যা করে''। (কুরআন মাইদাঃ রুকু ৫)। হজরত রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ''উৎপীড়িত (মজলুম) যদিও বিধর্ম্মী হয়, তাহার আর্তনাদ হইতে সাবধান হও''। তিনি আরও বলিয়াছেন, ''যে ব্যক্তি কোন জিম্মীকে (মুসলমান রাজ্যের অমুসলমানকে) কষ্ট দেয়, সে নিশ্চয়ই আমাকে কষ্ট দেয়''।

পাকিস্তানের প্রত্যেক মুসলমানের মনে রাখা উচিৎ যে কলিকাতা বা হিন্দুস্তানের কোন অংশে হিন্দুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কোন অন্যায়ের জন্য এদেশের হিন্দুদের কিছুতেই দায়ী করা চলে না। মুসলমনাদের ন্যায় তাহারাও স্বাধীন পাকিস্তানের নাগরিক এবং পাকিস্তান সরকার যখন তাহাদের নাগরিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তখন জান-মালের নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদের ন্যায় তাহাদেরও রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ দাবী আছে। একথা প্রত্যেক

মুসলমানের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, পাকিস্তানের হিন্দুরা হিন্দুস্থানের মুসলমানদের বিনিময়ে জামানত হিসাবে বাস করিতেছে না। তাহারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকারের বলেই বাস করিতেছে। অতএব একজন মুসলমানের যে তারই মত একজন পাকিস্তানের স্থানীয় নাগরিক এমন একজন হিন্দু উপর কোন অবস্থাতেই অন্যায় উৎপীড়ন করার অধিকার নাই। প্রত্যেক শিক্ষিত ও বিবেচক মুসলমানের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, পশ্চিম বঙ্গের দাঙ্গার প্রতিবাদে এখানে নিরপরাধ হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার করিলে তাহাতে হিন্দুস্থানের মুসলমানদের কোনই উপকার হইবে না। বরং বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর প্রভৃতি প্রদেশে এখনও যেসব কোটী কোটী মুসলমান হিন্দুদের সঙ্গে সুখে-শান্তিতে বাস করিতেছে তাহাদের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িবে। দেশে শান্তি রক্ষার দ্বারা পাকিস্তানের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার দ্বারাই একমাত্র হিন্দুস্থানের মুসলমানদের আপনারা সত্যিকার উপকার করিতে পারেন।

হিন্দু ভাইগণকে আমরা বলিব, আপনারা "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" সেই জন্মভূমিকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সহসা পরিত্যাগ করিবেন না। আপনারা মহাত্মা গান্ধীর আর্দশ অনুসরণে হিন্দু-মুসলমানদের মিলনমন্ত্র গ্রহণ করিয়া ক্ষমতা দ্বারা ক্রোধকে জয় করুন এবং সাহজ সহকারে বিপদ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করুন। আপনারা নিশ্চয় জানিবেন রাষ্ট্রের সর্বাধিক সাহায্য ও সহানুভূতি সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে সকল সময় আপনারা পাইবেন। পাকিস্তানের দৃঢ় অথচ সদয় বাহু সর্ব্বদা আপনাদিগকে সাহায্য ও রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছে এবং রাষ্ট্রের সমস্ত হিতকামী নাগরিক ও ধর্ম্মনিষ্ঠ মুমিন মুসলমান আপনাদের সহিত আছেন। ইহার প্রমাণ আপনারা বর্তমানে পাইয়াছেন এবং আশাকরি ভবিষ্যতেও পাইবেন। আপনারা লক্ষ্য রাখিবেন, আপনাদের মধ্য হইতে আত্মীয়স্বজন ফেলিয়া যাঁহারা পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম প্রভৃতি ভারতীয় রাজ্যে চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহারা যেন সেখানে যাইয়া অতিরঞ্জিত কোন কথা না বলেন বা উত্তেজনামূলক কোন গুজব না রটান, অথবা এখান হইতে কেহ কোন মিথ্যা সংবাদ সংবাদপত্রে কিংবা চিঠি-পত্রের মারফতে কাহারও নিকট না পাঠান। কারণ, তাহাতে সেখানে উত্তেজনার সৃষ্টি হইলে এখানেও হইতে পারে এবং তার ফলে উভয় রাজ্যেই অশেষ অঘটন ঘটিতে পারে যদি কেহ তাহা করেন, তবে নিজের আত্মীয়-গোষ্ঠীরই অনিষ্ট করিবেন। সকলের মঙ্গলের জন্য শান্তির পথই একমাত্র পথ।

আমরা আমাদের হিন্দু-মুসলমান ভাইগণকে এই বলিয়া সর্তক করিয়া দিতে চাই যে, অতীতে পরস্পরের প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ প্রচার ও ঘৃণা প্রদর্শনের ফলে আমরা বহু কষ্ট পাইয়াছি, বর্ত্তমানেও পাইতেছি, অনেক হইয়াছে, আর নয়। আমরা স্বাধীন হইয়াছি। স্বাধীনতার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। সুতরাং এ বিষয়ে সকলকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, কেন যেন দায়িত্বহীন সংবাদপত্রের প্রচারণায় কিংবা লোকের গুজব কথায় বিশ্বাস করিয়া আতঙ্কগ্রস্ত বা উত্তেজিত না হন। সকল সময়ে আপনারা আমাদের সরকারের অনুমোদিত সংবাদের উপর নির্ভর করিবেন এবং আমাদের নেতাদিগের নির্দ্দেশের অনুসরণ করিবেন।

আমরা পুনরায় আমাদের দেশবাসী ভাইগণের নিকট আমাদের সবিনয় আরজ জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন সকলেই এখন হইতে নিজদিগকে পাকিস্তানী বলিয়া বিবেচনা করেন এবং পরিচয় দেন এবং ইংরেজের বিভেদাত্মক ভাবের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকেন। আমরা আরও জানাইতেছি যে, অন্য রাষ্ট্রে যাহাই ঘটুক না কেন আমরা পাকিস্তানে অখন্ড শান্তি বিরাজমান দেখিতে চাই যাহাতে আমাদের প্রিয় পাকিস্তান সর্ব্বপ্রকারে পৃথিবীর একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রেসিডেন্ট)
সূর্য্যকুমার বসু (ঢাকেশ্বরী কটন মিল)
ডঃ এস, এন, রায়
মীর্জা আবদুল কাদের

হামিদুল হক চৌধুরী এম.এল.এ		আলমাছ আলী
আলি আহমদ খান	,, (সম্পাদক)	এম, এ. আউয়াল (প্রচার সম্পাদক)
বসন্ত কুমার দাস	,,	এম, এ, ওয়াদুদ (সহ-সম্পাদক)
ফরিদ আহমদ চৌধুরী	,,	কে, জি, মাহবুব (সহ-সম্পাদক)
আনোয়ারা খাতুন	,,	
আবদুল খালেক	,,	তফাজ্জল হোসেন (অফিস সম্পাদক)
খয়রাত হোসেন	,,	খালেক নেওয়াজ খান (ই,পি,এম,এস,এল)
আবদুল হাকিম	,,	এম,এ, আজিজ
সামছুদ্দিন আহমদ চৌধুরী	,,	আজিজুল হাকিম
(প্রিন্সিপাল) এব্রাহিম খান (সদস্য)	পাক গণপরিষদ	উষা রায় (আনন্দবাজার)
ভবেশচন্দ্র নন্দী	,,	আবদুল ওহাব (ষ্টেটসম্যান)
আতাউর রহমান, এডভোকেট	(প্রচার সম্পাদক)	এস, কে, চ্যাটার্জিং (অমৃত বাজার)
		এন, সি, সাহা
মুঃ নুরুল হুদা	,,	পি, কে, ব্যানার্জি
কফিল উদ্দিন চৌধুরী	,,	জাফর করিম
আলী আমজাদ খান	,,	ক্ষেত্র মোহন বণিক
		রাধা বল্লভ সাহা
(খানবাহাদুর) আরফান খান	কোষাধ্যক্ষ	সামছুলক
(রায়বাহাদুর) আর, পি, সাহা	কোষাধ্যক্ষ	

পূর্ব-বঙ্গ শান্তি ও পূর্ণবসতি কমিটির পক্ষে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের নাগরিক ও সংখ্যালঘুদের বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্নে মৌলিক অধিকার কমিটির রিপোর্ট	পাকিস্তান গণপরিষদ	৬ই অক্টোবর, ১৯৫০

REPORT OF THE COMMITTEE ON FUNDAMENTAL RIGHTS OF CITIZENS OF PAKISTAN AND ON MATTERS RELATING TO MINORITIES.

(As adopted by the Constituent Assembly of Pakistan on the 6Ut October, 1950).

FUNDAMENTAL RIGHTS OF CITIZENS OF PAKISTAN

PART I

CITIZENSHIP

1. Citizenship at the date of commencement of the Constitution-At the dale on which this Constitution comes into force every person shall be deemed to be a citizen of Pakistan.

(a) Who or cither of whose parents or grand-parents was born in the territory comprising Pakistan and who after the fourteenth day of August. 1947, has not been permanently resident in any foreign State; or

(b) Who or cither if those parents or grand-patents was born in the territories which on the 31" March, 1937, comprised India and who has his domicile in Pakistan as described in Part II of the Indian Succession Act, 1925, had the provisions of the Part been Applicable to him:

Provided that in case of his having, before the date of the commencement of this Constitution, acquired the citizenship of any foreign State, he has renounced such citizenship by depositing a declaration in writing to this effect with an authority appointed for that purpose.

2. Legislature to regulate the Right of Citizenship-The Legislature of Pakistan may make further provision in respect of acquisition and loss of citizenship and all other matters pertaining thereto.

PART II

FUNDAMENTAL RIGHTS

1. Protection of life and personal liberty and equality before law-(*1*) (a) All citizens are equal before law; and

(2) No person shall be deprived of life or liberty, save in accordance with law.

2. **Protection in respect of conviction of offence-** No person shall be punished in respect of an act the doing of which was not punishable at the time when it was done.

3. Right to move High Court for writ of habeas corpus-The right of a citizen to move the High Court for a writ of habeas corpus shall not be suspended, except in case of an external or internal threat to the security of the State or other grave emergency.

4. **Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste or sex-** There shall be no discrimination on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth with regard to access to places of public entertainment, recreation, welfare or utility:

Provided that nothing in this Article shall derogate from the powers of the State to make special provision for the benefit of women and children:

Provided further that the provisions of this Article shall not apply to places of religious worship, shrines or other similar sacred premises.

5. **Prohibition of slavery and forced labor.-** (l) No one shall be held in slavery or servitude.

(2) All forms of forced labor are declared unlawful:

Provided that the State shall not be prevented from imposing compulsory service for public purposes.

(3) No one shall be subjected to torture or to cruel inhuman treatment or

punishment.

6. **Prohibition of employment of children in factories, etc.-** The Employment of children under fourteen years of age in a factory or a mine, or in occupations involving danger to life injury to health, is prohibited.

7. **Equality of opportunity in matters of public employment-** Every duly qualified citizens shall be eligible to appointment in the service of the State irrespective of religion, race, caste, sex, descent or place of birth:

Provided that it shall not be unlawful to make provision for the reservation of posts in favor of any minority or backward section of citizens in order to give them adequate representation :

Provided further that it shall be lawful to prescribe that only a person belonging to a particular religion or denomination shall be eligible to hold office in connection with any religions or denominational institution or governing body thereof.

8. **Compulsory acquisition of property-** (/) No person shall be deprived of his property except in accordance with law.

(2) No property shall be requisitioned or acquired for public purposes under any law authorizing such requisition or acquisition unless the law provides for adequate compensation.

Nothing in this clause shall affect the provisions of any existing law or the provisions of any law which may hereafter be made for the purpose of imposing or levying any tax or for the promotion of public health or for the prevention of danger to life or property.

9. Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.-(l) Every citizen of Pakistan is guaranteed:

(a) freedom of speech, expression, association, profession, occupation, trade or business, acquisition and disposal of property and peaceful assembly without arms;

(b) the right to move freely throughout Pakistan and to reside or settle in any part thereof;

(c) the right to equal pay for equal work.

(2) Nothing in this Article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law relating to libel, slander, defamation, sedition or any other matter which offends against decency or morality or undermines the authority or foundation of the State; or from restricting or regulating, in the public interest or in the interest of public order, morality or health, any freedom or right guaranteed by this Article.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক এবং সামগ্রিক পরিবেশ সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশকৃত প্রশ্নমালার স্মারকলিপি	গণতান্ত্রিক ফেডারেশন	৩রা নভেম্বর, ১৯৫০

Will Janab Liaquat Ali Khan answer the following Questions?

1. In view of the fact that the Historic Lahore Resolution is the basis of Pakistan envisaging autonomous and sovereign states in different regions, why have the principles thereof been completely ignored in the recommendations of the B. P. C.?

2. Don't you admit that East Pakistan being separated from the other wing by two thousand miles of foreign territory must have complete autonomy in all its affairs for its stability and prosperity?

* 3. It has been stated in the Objective Resolution that the Sovereignty of Pakistan belongs to its people. Has not the provision of suspension of the constitution by the Head of the State nullified the very basis of the Objective Resolution and made the people Subservient to the whims of the Head of the State?

4. Don't you admit that the power to suspend the constitution is fraught with grave danger to the rights and liberties of the people as it is calculated to create a positive tendency in the Executive to lapse into dictatorship?

5. What is the idea behind creating an Upper House-the relic of medieval feudalism and of giving equal powers to both the houses of legislature? Is it not designed to curve the majority into a minority and to retard all progressive legislations?

6. Is it not absolutely arbitrary and in flagrant violation of the demand of sixty-two percent of the population to recommend Urdu as the only State language whereby the claim of Bengali has been completely turned down?

7. Is it not absolutely undemocratic to make provincial ministry responsible to the central cabinet instead of to the provincial legislatures?

8. Don't you admit that the suspension of the right of Habeas Corpus for persons detained without trial in court is absolutely incompatible with any concept of democracy?

9. Don't you admit that the usurpation of the control by the centre of the affairs of the East Pakistan for the last three years has caused disastrous consequences on the economic and cultural life of the people in the following amongst others?

(i) (a) Abnormal fall in the income of Jute-l14 crores in 1948, 75 crores in 1949 and only 35 crores in 1950?

(b) Fall in the price of jute available to the growers, much below the fixed minimum due to the bungling of the jute Rs.12 per maund in East Bengal, whereas it sells at Rs.55 on the other side of the border.

(c) Does not the Jute Board serve the only interest of the Ispahanis. Haroons and the Adamjees as against that of the growers?

(ii) Fall in the price of betelnut from Rs.75 to Rs.10 per maund whereas it sells at Rs.90 in the Indian Union.

(ii i) Complete collapse of the Primary, Secondary and University education for the inability of the provincial government to finance due to the taking over of all the sources of Revenue of East Bengal by the centre-whereas a number of Universities are being opened in West Pakistan at the cost of the Central Government.

(iv)Non-development of once-flourishing cottage industries such as hosiery, comb, conch and button manufacturing and brass and bell-metal wares due to the wrong Import and Export policy of the Government.

(v) Negligence in the development of Chittagong Port kept East Bengal subservient to Indian Union which seriously affected the industrial and commercial life of the people.

Central Committee of Democratic Federation.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসম্মেলনে গৃহীত মূলনীতি প্রস্তাবসমূহ	গণতান্ত্রিক ফেডারেশন	ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০

CONSTITUTION OF PAKISTAN

BASIC PRINCIPLES

AS ADOPTED IN
GRAND NATIONAL CONVENTION

THE PREAMABLE

Whereas this Grand National Convention of the people firmly believes that the Sovereignty of the heavens and the earth belongs only to Allah who out of His mercy created Pakistan for His people who are His true and real representatives on earth to rule over this territory and to enjoy all rights, comforts and amenities conferred by Him on the people of Pakistan; and

Whereas in the year 1940, the All-India Muslim League Council at its Session at Lahore passed a Resolution which contained the Basic Principles of the Constitution of Pakistan and the creation of Sovereign and Autonomous States in different regions having territorial contiguity; and

Whereas the Sub-committee of the Constituent Assembly of Pakistan has drafted the Basic Principles of the Constitution in flagrant and deliberate violation of the principles of the aforesaid Lahore Resolution which are the very Basis of the conception of Pakistan; and

Whereas in the opinion of this Convention the Basic Principle so formulated are clearly undemocratic and un-Islamic and tending towards the establishment of an autocratic form of Government in Pakistan which means the end of sovereignty of the people as representatives of Allah; and

Whereas the ultimate right to frame its constitution is inherently vested in the people and the members of the Basic Principle Sub-committee of the Constituent Assembly having lamentably failed to give just and proper Basic Principles of Constitution and fundamental rights: and

Whereas this Grand National Convention representing the voice of the entire people with a view to the implementation of the principles of the Lahore Resolution and establishment of real and true democracy based on the principles of Islamic justice and equity have assembled together for deliberations and drafting of the Basic Principles of the Constitution now therefore this Grand National Convention by and with the authority

of the people does hereby formulate the general outline of the basic principles and fundamental rights as follows :—

The name and character

1. The State should be called the United States of Pakistan.

2. The United States of Pakistan should consist of two regions.

3. There should be no area within the State as excluded, partially excluded, and centrally administered or any princely state. All areas in any one of the above forms should merge with the contiguous province or provinces or form into province or provinces themselves in accordance with feasibility of such merger and formation and according to the wish of the people concerned expressed by a referendum.

4A. United States of Pakistan shall be a Sovereign Socialist Republic.

The Head of the State

4. There should be a Head of the State of the U. S. P.

5. The executive power of the U. S. P. should vest in the Head of the State to be exercised by him in accordance with the Constitution and the Law.

6. The term "Head of the State" should mean except where it is provided that he should act in his individual judgment or discretion the Head of the State acting on the advice of the Cabinet.

Election of the Head of the State

7. The Head of the State should be elected by the Central Parliament by an absolute majority. But he should not be a member of the House.

8. The Head of the State should be elected not earlier than 60 days and not later than 30 days before the expiry of the term of the out-going Head of the State.

Tenure of office

9. The term of the office of the Head of the State should be five years from the date of his assumption of the office.

10. In case of vacancy in the office of the Head of the State as a result of death, resignation, incapacity or removal, the term of office of the new Head of the State should be five years.

Removal of the Head of the State

11. The Federal Parliament should be entitled to remove the Head of the State by a two-thirds majority of the total strength of the House, on grounds of treason and misdemeanor.

12. The Speaker of the House should assume the office of the Head of the State in case of vacancy caused by his removal, death, resignation, incapacity or otherwise, till the election of the new Head of the State.

13. The new Head of the State should be elected within ninety days of the falling of vacancy in the Head of the State.

Powers and functions of the Head of the State

14. The Head of the State should have power of clemency.

15. The Head of the State should have command on the Armed Forces of the United States of Pakistan.

16. He should appoint Election Commissioner, Judges of the Supreme Court and the Auditor-General of the U. S. P. in his individual judgment.

17. He should appoint as Prime Minister a person who commands the confidence of a majority in the House. Other ministers should be appointed by him on the advice of the Prime Minister.

18. He should accredit foreign diplomats, receive ambassadors, and represent the State on all ceremonial occasions.

Organisation of the Government of the U.S.P.

19. The Parliament of the U. S. P. should consist of one House.

20. The Parliament should sit alternately at the Federal capital and the capital of the Eastern Region.

21. The members of the Parliament should be elected by the people on the basis of equal representation from each region on universal adult suffrage and joint electorate system.

22. The life of the Parliament should be four years.

23. The members of Parliament should be liable to be recalled by Electoral College.

24. Not less than two sessions should be held every year and not more than six months should elapse between the last day of last session and the first day of next session.

25. The session of the Parliament should be called within three months of the appointment of the Prime Minister.

26. The Parliament should be prorogued by the Head of the State.

27. The Head of the State should give assent to all Money Bills within three days of the receipt of the same from the Parliament. Assent to other Bills should be given within thirty days.

28. The Election Commissioner, Judges of .the Supreme Court and the Auditor-General of Pakistan may be removed by the Parliament by a two-thirds majority on grounds of treason and misdemeanor.

29. Members of the Legislature shall not hold office of profit under the Government.

Note.-Office of profit does not include the remuneration of the members received as members of Parliament.

Speaker and Deputy Speaker

30. The Speaker and the Deputy Speaker should be elected in the first session of the Parliament.

31. The Speaker on his assuming the office of the Head of the State in case of vacancy should not lose his membership which should be kept suspended during the period he acts as the Head of the State.

Dissolution of the Parliament

32. The Parliament should be dissolved by the Head of the State on the advice of the cabinet to elicit the opinion of the people through General Elections on certain grave and important National issues.

33. If a contingency arises wherein no ministry as can command the majority of the Parliament can be formed the Head of the State should be entitled to dissolve the Parliament in his discretion and hold fresh election.

34. After the dissolution of the Parliament, General Elections should be completed with 45 days from the date of the seat or seats fall vacant.

The Cabinet

35. The members of the Cabinet should be jointly and severally responsible to the Parliament.

36. Any citizen who is a member of the Parliament may be appointed as a minister provided he is elected as member of the Parliament within six months of the date of his appointment as a Minister. This period of six months should not be extended under any device or pretence or legal fiction.

The Supreme Court

37. There should be a Supreme Court for the United States of Pakistan.

38. The Supreme Court should sit alternately at the Federal Capital and the Capital of the Eastern Region.

39. The Supreme Court should be Guardian of the Constitution.

40. There should be a Standing Election Committee of the Supreme Court for all electoral disputes of the General Legislature.

State Language

41. Bengali and Urdu should be the two State Languages of the U.S.P.

Central Subjects

42. (1) Foreign Affairs, (2) Defence : Provided that—

(a) There should be two units of Defence Forces with two Regional General Officers commanding in the East and the West under Supreme command at the Federal Capital.

(b) The Regional Defence Force should be raised from and manned by the people of the respective Regions.

(c) There should be a Regional Foreign Affairs office in Eastern Region.

(d) All other powers should be dealt with by the Regions.

Revenue of the U.S.P. Government

43.The Federal Government should be entitled to levy taxes on certain specified Subjects and Items only. New items or subjects for taxation may be added with the consent of the Regions to make up the deficit, if any.

Amendment of the Constitution

44. The Constitution should be the Supreme Law of the land.

45. The Constitution so far as it relates to the Federal Government or powers vested in the Federal Legislature, may be amended by a 2/3rd majority of the Federal Legislature; amendments affecting the relationships between the Federal and any or all of the Regional Government may only be made if a proposal to that effect is made by a resolution in the Regional Parliament or Parliaments concerned by 2/3rd majority of the respective legislatures and then passed by the Federal legislature by a 2/3rd majority. All other amendments to the constitution may only be made by the Regional Legislatures concerned by 2/3rd majority.

Suspension of the Constitution

46. There should be no power given to any authority to suspend the Constitution or any part thereof.

Regional Government of the East

47. There should be a Head of the Region.

48. The executive power of Region shall vest in the Head of the Region to be exercised by him in accordance with the Constitution and the Law.

49. The term "Head of the Region" should mean except where it is provided that he should act in his individual judgment or discretion the Head of the Region acting on the advice of his cabinet.

50. The Head of the Region should be elected by the Parliament of the Region by an absolute majority.

51. The Head of the region should be elected not earlier than sixty days before the expiry of the term of the out-going Head of the Region.

Term of Office

52. The term of the Head of the Region should be five years.

53. In case of a vacancy in the office of the Head of the Region as a result of death, resignation, incapacity, removal or otherwise, the term of the office of the new Head of the Region should be five years.

Removal of the Head of the Region

54. The Regional Parliament should be entitled to remove the Head of the Region by a two-thirds majority of the total strength of the House on grounds of treason and misdemeanor.

55. The Speaker of the Regional Parliament should assume the office of the Head of Region in case of vacancy caused by his death, resignation removal, incapacity or otherwise, till the election of the new Head of the Region.

56. The new Head of the Region should be elected within ninety days of the falling vacancy in the office of the Head of the Region.

Powers and Functions of the Head of the Region

57. The Head of the Regions should have powers of clemency.

58. The Head of the Region should appoint Election Commission, Judges of the Regional High Court and the Auditor-General of the Region in his individual judgment.

59. He should appoint as Prime Minister a person who commands the confidence of the majority in the Parliament. Other ministers should be appointed by him on the advice of the Prime Minister.

Organisation of the Government of the Region

60. The Parliament of the Region should consist of one House.

61. The members of the Parliament should be elected by the people on universal adult suffrage and on joint electorate system.

62. The life of the Parliament should be four years.

63. Not less than three sessions should be held every year and not more than four months should elapse between the last session and the first day of the next session.

64. The session of the Parliament should be called within three months of the appointment of the Prime Minister.

65. The Parliament should be prorogued by the Head of the Region.

66. The Head of the Region should give assent to all Money bills within three days of the presentation thereof. Assent to other bills should be given within thirty days.

67. The Election Commission, Judges of the High Court and the Auditor-General may be removed by the Parliament by a two-thirds majority of the total strength of the House on grounds of treason and misdemeanor.

Speaker and Deputy Speaker

68. Speaker and Deputy Speaker should be elected in the first session of the Parliament.

69. The Speaker on his assuming the office of the Head of the Region should not lose his membership which should be kept suspended during the period he acts as the Head of the Region.

Dissolution of the Parliament

70. The Parliament should be dissolved by the Head of the Region on the advice of the cabinet to elicit opinion of the people through general elections on certain grave and important issues.

71. If a contingency arises where no ministry as can command the majority of the Parliament can be formed the Head of the Region should be entitled to dissolve the Parliament in his discretion and hold fresh elections.

72. After the dissolution of the Parliament general elections should be completed within sixty days of the date of dissolution.

73. Casual vacancy of a member of the Parliament should be filled up within forty-five days from the date of the seat falling vacant.

Cabinet

74. The members of the cabinet should be jointly and severally responsible to the Parliament.

75. Any citizen who is not a member of the Parliament may be appointed as a minister provided he is elected as a member of the Parliament within six months of the date of his appointment as minister. This period of six months should not be extended under any circumstances.

Regional High Court

76. There should be Regional High Court of the Region.

77. The High Court should have original as well as appellate jurisdictions.

78. There should be a Standing Election Committee of the High Court to decide all election disputes of the Regional Legislature.

Regional Government of the West

Whereas the Western Region consists of administrative multi-units the Constitution of the Region should be different from that of the Eastern Region in some particulars.

It is therefore suggested that a Convention of the people of the Western Region should meet and decide the nature of the Government they would like to have for their regions in addition, modification, or alteration of the Government of the Eastern Region.

Fundamental Rights of Citizens

A. (1) All citizens are equal in the eye of Law.

(2) There should be no detention of a person without trial in a court of Law.

(3) Every citizen on attaining the age of 18 years and not being of unsound mind should become a voter and should be eligible for election as a member of Parliament on attaining the age of 21 years.

(4) There should be no provision for the suspension of the right of Habeas Corpus. B. Every citizen should have right to—

(1) Life.

(2) Education-with free and compulsory education up to a certain stage.

(3) Work and employment.

(4) Medical relief.

(5) Shelter.

(6) Wage in accordance with cost of living.

(7) Form Trade Unions and Trade Secretariat and to strike for collective bargaining.

C. The State should guarantee to its citizen the following:—

(1) Social, economic and political rights including freedom of speech, press movement, thought, action, association, expression, worship and conscience.

(2) Equality of status and opportunity.

(3) Dignity of individual.
(4) Old age provisions.
(5) Maternity Benefit.

(6) Forces of production shall be socialized.

(7) No Legislature shall enact any law which can contribute to any exploitation of labor, peasantry and common man.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মূলনীতি কমিটির অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট	পাকিস্তান গণপরিষদ	৭ই নভেম্বর, ১৯৫০

To

THE CONSTITUENT ASSEMBLY OF PAKISTAN,
KARACHI.

In accordance with the provisions of Rule 72 (1) of the Constituent Assembly Rules 1 submit herewith the Interim Report of the Basic Principles Committee regarding the Federal and Provincial Constitutions and Distribution of Powers.

The Basic Principles Committee was appointed on March 12, 1949, by a Resolution of the Constituent Assembly to report, in accordance with the motion adopted by the Assembly on Aims and Objects, on the main principles on which the Constitution of Pakistan is to be framed; the text of the Resolution is given in Annexure I. The Chief Ministers of the Provinces of East Bengal, Sind and N. W. F. P. and the Honorable Mr. Justice Abdur Rashid were co-opted as Members.

The Basic Principles Committee appointed a Steering Sub-Committee to report on the scope, functions and procedure of the Committee, and in pursuance of its report the following three Sub-Committees were appointed to make recommendations embodying the main principles with regard to the subjects assigned to them:

(i) Sub-Committee on Federal and Provincial Constitutions and Distribution of Powers.

(ii) Sub-Committee on Franchise.

(iii) Sub-Committee on Judiciary.

It was also decided to set up a Board of Talimaat-i-Islamia consisting of five members to advice on matters arising out of the Objectives Resolution and on such matters as may be referred to them by Basic Principles Committee or any other Committee or Sub-Committee.

The Board of Talimaat-i-Islamia began functioning in September, 1949, with four members. The Chairman, AI-Haj Maulana Sulaiman Nadvi, has not taken charge as yet. A Special Committee of the Sub-Committee on Federal and Provincial Constitutions held discussions with the Board of Talimaat-i-Islamia and their report along with the recommendations of the Board of Talimaat-i-Islamia was considered by the Sub-Committee.

The Federal and Provincial Constitutions and Distribution of Powers Sub-Committee submitted its report on the 11th July, 1950, and the Committee considered this report during its meetings held on August 5, 9, 10 and 11, 1950. The reports of the other two Sub-Committees on Franchise and on Judiciary have not yet been submitted.

The Committee has not been able to finalize its recommendations in regard to several other matters, such as financial allocations, nomenclature, qualifications of the Head of the State, etc.

The recommendations of the Basic Principles Committee are accordingly presented to the Assembly in the form of an interim report. As envisaged in the terms of reference of this Committee, only the basic principles have been dealt with.

The recommendations of the Committee are given in Annexure II and III. The recommendations given in Annexure II cover the following field:

(1) Type of Federation;

(2) General features of the Federal Constitution;

(3) Powers and functions of the Legislatures;

(4) The Head of the State, his power and functions;

(5) Provision for residuary powers;

(6) Provision in case of conflict of Legislation; and

(7) Division of administrative, including financial powers.

Annexure III deals with the distribution of various subjects amongst the Centre and the Provinces for the purpose of Legislation and comprises the following lists, namely:

(1) List of powers to be assigned to the Federal Legislature;

(2) List of powers to be assigned to the Legislatures of the Provinces;

(3) Concurrent List.

The Committee has appointed Mr. Zahid Husain, Governor of the State Bank of Pakistan, as an expert to examine the question of financial allocations between the Centre and the Provinces.

The Basic Principles Committee has also appointed a special Committee consisting of Dr. Mahmud Hussain as convener and Dr. I. H. Qureshi and Dr. Maulvi Abdul Haq as members to report on appropriate nomenclature.

TAMIZUDDIN KHAN.
Chairman,
Basic Principles Committee.

KARACHI,
September 7, 1950.

ANNEXURE I

RESOLUTION

That this Assembly resolves that a Committee consisting of the President and the following Members, namely:

(1) The Hon'ble Sir Muhammad Zafrulla Khan,

(2) The Hon'ble Mr. Ghulam Mohammed,

(3) The Hon'ble Sardar Abdur Rab Khan Nishtar,

(4) The Hon'ble Khwaja Shahabuddin,

(5) The Hon'ble Pirzada Abdus Sattar,

(6) The Hon'ble Mr. Fazlur Rahman,

(7) The Hon'ble Mr. Jogendra Nath MandaJ,

(8) Dr. Omar Hayat Malik,

(9) Maulana Shabbir Ahmed Osmani,

(10) Dr. Ishtiaq Husain Qureshi,

(11) Mr. Kamini Kumar Datta,

(12) Begum Jahan Ara Shah Nawaz,

(13) Malik Mohammad Firoz Khan Noon,

(14) Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya,

(15) Mian Mumtaz Muhammad Khan Daultana.

(16) Maulana Mohd. Akram Khan,

(17) Mian Mohammad Iftikharuddin,

(18) Khan Sardar Bahadur Khan,

(19) Dr. Mahmud Hussain,

(20) Begum Shaista Suhrawardy Ikramullah,

(21) Mr. Prem Hari Barma,

(22) Mr. Nazir Ahmad Khan.,

(23) Shaikh Karamat Ali, and

(24) the mover (The Hon'ble Mr. Liaquat Ali Khan)

be appointed, with powers to co-opt not more than ten Members who need not be Members of the Constituent Assembly, to report as early as possible in accordance with the motion adopted by this Assembly on Aims and Objects, on the main principles on which the Constitution of Pakistan is to be framed.

The presence of at least seven Members shall be necessary to constitute a meeting of this Committee.

ANNEXURE II

MEMORANDUM ON FEDERAL AND PROVINCIAL CONSTITUTIONS AND DISTRIBUTION OF POWERS

PART I

DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY

1. The Objectives Resolution

The Objectives Resolution should be incorporated in the Constitution as a Directive Principle of State Policy, subject to the provision that this will not prejudice the incorporation of Fundamental Rights in the Constitution at the proper place.

2. Education

Steps should be taken in many spheres of governmental activities to enable the Muslims, as laid down in the Objectives Resolution, to order their lives in accordance with the Holy Quran and the Sunna.

It is not possible to enumerate the details of such activities in the Constitution. The incorporation of the Objectives Resolution, however, as a Directive Principle of State Policy would guide the Governments of the Centre and the Units in this respect.

An important point in this connection is the provision of facilities for the Muslims to understand what life in accordance with the Holy Quran and the Sunna means and, therefore, the Committee, among other things, lays particular emphasis on the compulsory teaching of the Holy Quran to the Muslims.

3. Wakfs and Mosques

Wakfs and mosques should be organized on proper lines.

PART II

THE FEDERATION AND ITS TERRITORIES

4. Name and Territories of the Federation

The name of the State should be Pakistan, which should be a Federation of the Governors' Provinces, the Chief Commissioner's Province, the Capital of the Federation and such States as have acceded or may accede to the Federation.

All other territories not specified above which form part of Pakistan on thp dale of the enforcement .of this Constitution should be included in the territories of Pakistan.

5. Alteration of Boundaries and Names of Provinces

The Central Legislature may by law—

(a) increase the area of any Province;

(b) diminish the area of any Province;

(c) alter the boundaries of any Province; and

(d) alter the name of any Province:

Provided that no Bill for the purpose should be introduced in either House of the Central Legislature except by the Government of Pakistan and unless-

(A) *either-(i)* a representation in that behalf has been made to the Head of the Stale by a majority of the representatives of the territory in the Legislature of the Province from which the territory is to be separated or excluded; or

(ii) a resolution in that behalf has been passed by the Legislature of any Province whose boundaries or name will be affected by the praposal to' be contained in the Bill; and

(B) where the proposal contained in the Bill affects the boundaries or the name of any Province, the views of the Legislature of the province both with respect to the proposal to introduce the Bill and with respect to the provisions thereof have been ascertained by the Head of the State.

6. Establishment of New Provinces

The Central Legislature may, from time to time, by law, admit into the Federation or establish new Provinces on such terms and conditions as it thinks fit.

PART III

THE FEDERATION

CHAPTER I

THE EXECUTIVE

7. The Head of the State

(1) There should be a Head of the State.

(2) The executive of the Federation should vest in the Head of the State to be exercised by him in accordance with the Constitution and the law.

(3) Except in those cases where it is provided that the Head of the State should act in his discretion or, unless there is something to the contrary in the context, the term "Head of the State" means the Head of the State acting on the advice of the Ministry.

8. Election of the Head of the State

(1) The Head of the State should be elected by a joint session of both the Houses of the Central Legislature and should not be a member of either House.

(2) A Member of either House, if elected Head of the State, should cease to be a member after his election.

9. Term of Office of the Head of the State

The term of office of the Head of the State should be five years from the date of his assumption of office. In case of a vacancy in the office of the Head of the State as a result of death, resignation, in capacity or otherwise, the term of office of the new Head of the State should be five years.

10. Eligibility for Reelection

No person should be allowed to hold the office of the Head of the State consecutively for more than two full terms.

11.Deputy Head of the State

There should be no Deputy Head of the State.

12.Casual Vacancy in the Office of the Head of the State

(1) In case of any casual vacancy in the office of the Head of the State the following persons should act as Head 'of the State till such time as a new Head of the State is elected and assumes office in the order given below:
(i) the President of the House of Units/
(ii) the President of the House of People.
(iii) the senior most Governor of a Province present in Pakistan.

(2) As long as the President of the House of Units acts as the Head of the State, he should not act as the President of the House of Units, or in any other way take part in its proceedings. He should not, however, on account of his acting as, Head of the State, lose his seat or hrs office in the House of Units. The same rule should apply mutatis mutandis to the President of the House of People or the senior most Governor if either of them has to act as Head of the State.

13.Oath by the Head of the State

The Head of the State should take oath of allegiance to the Constitution of Pakistan as well as oath of office and secrecy in the form and manner to be prescribed.

14.Discharge of the functions of the Head of the State in certain contingencies

The Central Legislature should be entitled to make provision for the discharge of functions of the Head of the State in certain contingencies not provided for in the Constitution.

15.Special Powers of the Head of the State

The Head of the State should possess special powers, such as running elections, and should be given authority to take all necessary steps to ensure free and impartial elections.

16.Supreme Command of the Armed Forces

The Supreme Command of the Armed Forces should vest in the Head of the State.

17.Appointment of Commanders-in-Chief and Officers of the Armed Forces

The Commanders-in-Chief of each of the three Armed Forces, the Supreme Commander of the Armed Forces, if any and officers in the Armed Forces should be appointed by the Head of the State.

---

* The Committee has preferred to name the Upper House, i.e., the House representing Provincial! Legislatures at the Centre as the House of Units'. In all other respects, the words "Province" and' 'Provincial" have been retained; the word "Unit" therefore, means Province.

18. Discretionary Powers of the Head of the State

The following powers should be exercised by the Head of the State in his discretion:

(1) powers of clemency, and

(2) appointment of Election Tribunals.

Explanation-Wherever the words "special powers" or "special responsibility" are used, they should mean the exercise of power by the Head of the State or the Head of the Province, as the case may be, in his discretion.

19. Pay and Allowances of the Head of the State

Suitable provision should be made for fixing the pay and allowances of the Head of the State according to his status and dignity.

The Committee accepted the principle that a reasonable sum in the form of pension or allowance may be allowed to the Head of the State for his life after his retirement. This allowance or pension will be deemed as suspended while he is holding any office of profit.

If the Head of the State is removed in accordance with the Constitution for misconduct, he should not be entitled to any allowance or pension.

20. Protection for the Head of the State

(1) The Head of the State should not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of these powers and duties.

(2) No criminal proceedings whatsoever should be instituted or continued against the Head of the State in any court as long as he holds office.

(3) No process for the arrest, imprisonment or appearance of the Head of the State should issue from any court as long as he holds office.

(4) No civil proceedings in which relief is claimed against the Head of the State should be instituted during his term of office in respect of any act done or purporting to be done by him in his personal capacity whether before or after he entered upon his office as Head of the State until the expiration of 60 days next after notice in writing has been sent to the Head of the State, or left at his office stating the nature of the proceedings, the cause of action therefore, the name, description and place of residence of the party by whom such proceedings are to be instituted and the relief which he claims.

21. Bar against impeachment of the Head of the State and Others

No prevision should be made in the Constitution for the impeachment of the Head of the State or the Heads of Provinces, the Ministers of the Central and Provincial Governments and the Members of the Central and Provincial Legislatures.

22. Removal of the Head of the State

The Central Legislature should be entitled to remove the Head of the State from his office provided a requisition was received from a majority of the Members of each House to that effect and the resolution passed by a joint session of both the Houses of the Legislature by a majority of not less than two-thirds of the total strength, and not merely of the Members present and voting.

Further a month's notice would be necessary for the removal of the Head of the State.

COUNCIL OF MINISTERS

23. Council of Ministers to aid and advice the Head of the State

The Head of the State should appoint as Prime Minister a person who, in his opinion, commands the confidence of the majority of both the Houses of the Central Legislature jointly. The other Ministers should be appointed on the advice of the Prime Minister.

24. Other Provisions as to Ministers

Provision should be made for appointing as a Minister a person who is not a Member of either House, provided that a person should cease to be a Minister unless he gets elected within a period of six months from the date of his appointment.

25. Joint Responsibility to the Legislature

The Ministers in the Centre should be jointly responsible to the Legislature.

26. Oath of Ministers

The Ministers should be required to take oaths of allegiance office and secrecy.

THE ADVOCATE-GENERAL FOR PAKISTAN

27. Advocate-General for Pakistan

There should be an Advocate-General for Pakistan appointed by the Head of the State. The Advocate-General should be one who is qualified to' become a Judge of the Federal Court. There should be no age limit in his case.

CONDUCT OF GOVERNMENT BUSINESS

28. Conduct of Business of the Government of Pakistan

Provision should be made in the Constitution for framing rules by the Head of the State for the conduct of Government business.

29. Duties of Prime Minister as respects furnishing of information to the Head of the State.

Provision should be made whereby the Head of the State should be kept informed of all the decisions of the Council of Ministers and the proposals for legislation. The Head of the State should also be furnished with such information relating to the administration of the affairs of the State and the proposals for legislation as he might call for.

CHAPTER II
THE CENTRAL LEGISLATURE

30. Constitution, Powers and Functions of the Central Legislature

There should be a Central Legislature consisting of two Houses:

(1) The House of Units representing Legislatures of the Units.

(2) The House of People elected by the people.

31. Representation of Provinces

The existing Provinces, including Baluchistan, should have equal representation in the House of Units (Upper House).

32. Representation of the Centrally-Administered Areas

Although the centrally-administered areas cannot be given representation in the House of Units, for the reason that they are not Provinces, the Committee recommends that they must be represented in the House of People (Lower House) on the same basis as other Provinces.

33. Disqualification for Membership

No person should be entitled to remain at the same time a Member of-

(1) both the House of the Central Legislature, or

(2) any House of the Central Legislature and a Provincial Legislature.

34. Duration of the Houses of the Central Legislature

The life of either House of the Central Legislature should be five years.

35. Summoning of the Houses of the Central Legislature

(1) The Head of the State should summon the Legislature.

(2) Not less than two sessions should be held every year, and not more than six months should elapse between the last day of the last session and the first day of the next session.

(3)A session of the Legislature should be called within three months from the date of appointment of the Prime Minister.

36. Summoning of Joint Session of the Houses of the Central Legislature

Power to convene a joint session should vest in the Head of the State. A joint should be summoned in the following cases:

(1) Conflict between the Houses of Legislature.

(2) Election and removal of the Head of the State.

(3) Consideration of the Budget and other money Bills.

(4) Consideration of a motion of no-confidence in the Cabinet.

37. Prorogation of the Central Legislature

The Central Legislature should be prorogued by ail order of the Head of the State.

38. Dissolution of the Central Legislature

(1) The first dissolution of the Legislature should be on the advice of the Prime Minister.

(2) No dissolution should take place on the advice of the Caretaker Ministry which functions between the date of the dissolution of the Legislature and the formation of a new Ministry after fresh elections.

(3) If a contingency arises wherein no such Ministry as can command the confidence of the Legislature can be formed, the Head of the State should be authorized to dissolve the Legislature in exercise of his discretionary powers and hold fresh elections.

Explanation—As the Committee recommended that the Ministry should be responsible to both the Houses of the Legislature, it is necessarily implied that under the Constitution the dissolution of both the Houses should take effect simultaneously.

39. Powers of the two Houses inter se and provision for Conflict

The two Houses of the Central Legislature should have equal powers and, in case of dispute on any question, a joint session of both the Houses should be called for taking a decision thereon.

The Budget and other money Bills should be considered jointly by both the Houses.

40. Right of Ministers and the Advocate-General as respects the Central Legislature

The Ministers and the Advocate-General should have the right to address any House of the Legislature even though they' may not be Members of that House. The Advocate General should have no right of vote as he will not be a Member of the Legislature.

A Minister should not vote in the House of which he is not a Member.

41. The Chairman and the Deputy Chairman of the Central Legislature

Each House should have a Chairman and a Deputy Chairman.

Provision should be made in the Constitution regarding the election and the removal of the Chairman and the Deputy Chairman on the following lines:

(i) Each House of the Central Legislature should, as soon as may be, choose two Members of the House to be respectively Chairman and Deputy Chairman thereof and, so often as the office of Chairman or Deputy Chairman becomes vacant, the House concerned should choose another Member to be Chairman or Deputy Chairman as the case may be.

(ii) A Member holding office as Chairman or Deputy Chairman of any of the Houses should vacate his office, if he ceases to be Member of the House, and

may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the Head of the State and may be removed from his office by a resolution of the House passed by a majority of all the then Members of the House, but no resolution for the purpose of this sub-para should be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution.

(iii) While the office of the Chairman is vacant, the duties of the office should be performed by the Deputy Chairman, or if the office of the Deputy Chairman is also vacant, by such Member of the House as the Head of the State may appoint for the purpose. During the absence of the Chairman from any sitting of the House, the Deputy Chairman or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the House, or if no such person also is present, such other person as may be determined by the House should act as Chairman.

(iv) The same rule should apply mutatis mutandis to the office of the Deputy Chairman. While acting as Chairman of the House concerned, the Deputy Chairman should exercise similar powers as the Presiding Officer. There should also be provision for the delegation of powers by the Chairman to the Deputy Chairman or to the person who acts as Chairman of the meeting in the absence of the Chairman or the Deputy Chairman.

(v) In joint sessions the Chairman of the House of Units should preside. In his absence the Chairman of the House of people should preside and in case both of them are absent, such other person as may be determined by rules should preside.

42. The Secretariat of the Central Legislature

The Committee unanimously held the view that the Secretariat of each of the Houses of the Central Legislature should be absolutely independent and should be under the House as such. Also there was unanimity on the point that the Finance Committee of each House should scrutinize all the financial proposals relating to the expenditure of its respective House and thereafter the Budget should be presented to the House.

The Chairman of each House should be the Chairman and the Finance Minister as ex officio Member of its Finance Committee; the Finance Committee of each House should exercise similar power of control and direction in matters relating to the finances of each House of the Central Legislature as are exercised by the Standing Finance Committee with regard to Government expenditure.

In view of the special nature of the work rules should be framed by the Finance Committee to secure to itself closer contact and effective voice in regulating the finances of the House to which it relates.

43. Oath to Members: Failure or Refusal to take Oath

The Members of the Central Legislature should be required to take an oath of allegiance. No Member should take his seat in the House as long as he has not taken the

prescribed oath. Provision should be made that where a Member fails or refuses or declines to take the oath of allegiance within a period not exceeding six months from the date of the first meeting of the Legislature, his seat should be declared vacant, provided that before the expiry of the above mentioned period the Chairman may on good cause shown extend the period.

44.Voting in Houses and Quorum

Except for cases in which a specific majority is provided such as the removal of the Head of the State, all decisions in each of the Houses of the Central Legislature should be taken in accordance with rules framed by the House concerned. The presiding officer of any House of the Legislature should not exercise any vote except the casting vote in case of a tie. The Houses of the Legislature should be entitled to conduct their business even if there as a vacant seat and the proceedings should not be invalidated on that account.

The quorum for a meeting of each House, or for a joint meeting of both the Houses, should be one-seventh of the total number of the Members of each House or of both the Houses as the case may be.

45.Ordinances by the Head of the state

Ordinances passed by the Head of the State during the period the Legislature is not sitting should be laid before the Legislature at its next meeting. Some period should be fixed to restrict the operation of ordinances.

46.Joint Sittings of both Houses

Rules for joint sittings of the two Houses should be framed by a joint sitting of both Houses.

47.Assent to Bills

(1) When a Bill has been passed by the Central Legislature it should be presented to the Head of the State for his assent.

(2) The Head of the State should, within ninety days of the presentation of a Bill, either declare his assent or return the Bill, with or without message, to the Legislature concerned. In case the Legislature passes the Bill again, with or without any amendment, it should be assented to within thirty days.

(3) In the case of money Bills the Head of the State should either assent or return them for reconsideration to the House within three days. If the House sends them back, his assent must be given within three days.

48. Annual Financial Statement

There should not be any formal recommendation by the Head of the State regarding the annual financial statement. Such proposal should be placed before the Legislature only at the instance and on behalf of the Government.

49.The Budget

In view of the fact that the Committee has recommended that the Budget and certain financial matters should be placed before the joint session of both the Houses of the Legislature, the Committee further recommends that a special procedure should be laid down in the Constitution to deal with financial matters, the Budget and the way in which it should be presented to the Legislature.

50.Authentication of the Schedule of Expenditure

The Head of the State should authenticate the Schedule of Expenditure.

51.Rules of Procedure

Each House should determine its own rules of procedure for transacting business. Pending the framing of the new rules the existing rules, with such adaptions as may be necessary, should be applicable. Machinery should be provided for effecting such adaptations.

AUDIT AND ACCOUNTS AND APPOINTMENT OF
AUDITORS-GENERAL

52. Auditor-General of Pakistan

Provisions should be incorporated in the new Constitution on the following lines:

(1) There should be an Auditor-General of Pakistan, who should be appointed by the Head of the State and should only be removed from office in like manner and on the like grounds as a Judge of the Federal Court.

(2) The conditions of service of the Auditor-General should be such as may be prescribed by an order of the Head of the State, and he should not be eligible for further office under the State after he has ceased to hold office:

Provided that neither the salary of an Auditor-General nor his rights in respect of leave of absence, pension or age of retirement should be varied to his disadvantage after his appointment.

(3) The Auditor-General should perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Federation and of the Provinces as may be Prescribed by, or by rules made under, an order of the Head of the State, or by any subsequent Act of the Central Legislature varying or extending such an order:

Provided that no Bill, or amendment for the purpose aforesaid should be introduced or moved without the previous sanction of the Head of the State.

(4) The salary, allowances and pension payable to or in respect of an Auditor-General should be charged on the revenues of the Federation, and the salaries, allowances and pensions payable to, or in respect of, members of his staff should be paid out of those revenues.

53. Provincial Auditor-General

The appointment and removal of the Provincial Auditor-General should be in the same manner and by the same authority as in the case of the Auditor-General of Pakistan.

(1) If after the expiry of ten years from the date of the enforcement of the new Constitution a Provincial Legislature passes an Act charging the salary of the Auditor-General for the Province on the revenues of the Province, an Auditor-General for the Province may be appointed by the Head of the Province to perform the same duties and to exercise the same powers in relation to the audit of the accounts of the rovince as would be performed and exercised by the Auditor-General of Pakistan, if an Auditor-General of the Province had not been appointed.

(2) The provisions relating to the Auditor-General of Pakistan should apply to the Auditor General of a Province and his staff, subject to the following modifications, that is to say:

(a) A person who is, or has been, Auditor-General of a Province should be eligible for appointment as Auditor-General of Pakistan;

(b) in sub-paras (2) and (3) of the paragraph relating to the Auditor-General of Pakistan for the reference to the Central Legislature there should be substituted a reference to the provincial Legislature, and far the reference to the Head of the State there should be substituted a reference to the Head of the Province; and

(c) in sub-para (4) of the paragraph relating to the Auditor-General of Pakistan for the reference to the revenues of the Federation there should be substituted a reference to the revenues of the Province:

Provided that nothing in the preceding part of this paragraph should derogate from the power of the Auditor-General of Pakistan to give such directions in respect to the accounts of the Provinces as are mentioned in the succeeding part of this paragraph.

54.Power of Auditor-General of Pakistan to give directions as Accounts

The accounts of the Federation should be kept in such form as the Auditor General of Pakistan may, with the approval of the Head of the State, prescribe and, in so far as the Auditor-General of Pakistan may, with the like approval, give any directions with regard to the methods or principles in accordance with which any accounts of Provinces ought to be kept, it should be the duty of every Provincial Government to cause accounts to be kept accordingly.

55.Audit Reports

The report of the Auditor-General of Pakistan relating to the accounts of the Federation should be submitted to the Head of the State, who should cause them to be laid before the Central Legislature, and the reports of the Auditor-General of Pakistan or of the Auditor-General of the Province, as the case may be relating to the accounts of a Province should be submitted to the Head of the Province, who should cause them to be laid before the Provincial Legislature.

PART IV
THE PROVINCES

CHAPTER I
THE EXECUTIVE

56. Heads of the Provinces

There should be a Head of the Province for each Province.

57. Executive Power of the Province

The executive power of a Province should be exercised on behalf and in the name of the Head of the Province in accordance with the Constitution and law.

Except in those cases where it is provided that the Head of the Province should act in his discretion and unless there is something to the contrary in the context, the term "Head of the Province" means "Head of the Province acting on the advice of the Ministry".

In matters where the Head of the Province is to exercise his discretion and in matters of appointment and dismissal of Ministers, the Head of the Province should be under the supervision, control and direction of the Head of the State.

58. Appointment of the Head of the Province

The Head of the Province should be appointed by the Head of the State.

59. Term of Office of the Head of the Province

The Head of the Province should hold office during the pleasure of the Head of the State.

60.Oath of the Head of the Province

The Head of the Province should be required to take oaths of allegiance office and secrecy.

61. Discharge of the functions of the Head of the Province in certain contingencies.

The Provincial Legislature should have the power to make provision for the discharge of functions of the Head of the Province in certain contingencies not provided for in the Constitution.

62.Power of the Head of the Province to grant Pardon, Reprieve, etc.

The power to grant pardon, reprieve, etc., should vest in the Head of the Province to be exercised by him in his discretion.

(The Honorable Khan Abdul Qaiyum Khan dissented.)

63. Assumption of Powers by the Head of the Province

The Head of the Province should possess the same powers in an emergency as the Head of the State at the Centre, but those powers should be exercised by the Head of the Province under the direction and control of the Head of the State.

64. Special and Ordinary Powers of the Head of the Province

The running of elections within the Province should be a special responsibility of the Head of the Province and he should be empowered to take all necessary steps to ensure free and impartial elections.

The appointment of Election Tribunals should vest in the Head of the Province in the exercise of his discretion.

65. Protection for the Head of the Province

(1) The Head of the Province should not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers and duties.

(2) No criminal proceedings whatsoever should be instituted or continued against the Head of the Province in any court as long as he holds office.

(3) No process for the arrest, imprisonment or appearance of the Head of the Province should issue from any court as long as he holds office.

(4) No civil proceedings in which relief is claimed against the Head of the Province should be instituted during his term of office in respect of any act done or purporting to be done by him in his personal capacity whether before or after he entered upon his office as Head of the Province until the expiration of 60 days next after notice in writing has been sent to the Head of the Province or left at his office stating the nature of the proceedings, the cause of action therefore, the name, description and place of residence of the party by whom such proceedings are to be instituted and the relief which he claims.

COUNCIL OF MINISTERS

66. Council of Ministers to aid and advice the Heads of Provinces

The Head of a Province should appoint as Chief Minister a person who, in his opinion, commands the majority in the Provincial Legislature.

The other Ministers should be appointed by the Head of the Province on the advice of the Chief Minister of the Province.

In matters of appointment and dismissal of Ministers, the Head of the Province should act under the supervision and control of the Head of the state.

67. Oath of Ministers

The Ministers in the Provinces should be required to take oaths of allegiance office and secrecy.

68. Joint Responsibility of Ministers to the Provincial Legislature

The Ministers in the Provinces should be jointly responsible to their respective Legislatures.

69. Protection in respect of the act of choosing Ministers

The action of the Head of Province in appointing or dismissing a Minister should not be called in question in any court of law.

70. Conduct of Business of the Government of a Province

Provision should be made in the Constitution for the framing of rules by the Head of the Province for the conduct of Government business in the Province.

71. Duties of a Chief Minister as respects the furnishing of information to the Head of Province

Provision should also be made whereby the Head of the Province should be kept informed of all the decisions of the Council of Ministers and the proposals for legislation. The Head of the Province should also be furnished with such information relating to the administration of the affairs of the Province and the proposals for legislation as he might call for.

THE PROVINCIAL ADVOCATE-GENERAL

72. The Provincial Advocate-General

The Advocate-General of a Province should be appointed by the Head of the Province. He should be a person qualified to become a judge of the High Court. There should be no age limit.

THE PROVINCIAL LEGISLATURE

73. Constitution of the Provincial Legislature

There should be one House of Legislature in each Province elected by the people.

74. Life of Provincial Legislature

The life of a Provincial Legislature should be five years.

75. Summoning of the Provincial Legislature

(1) The Head of the Province should summon the Provincial Legislature on the advice of the Cabinet.

(2) Not less than two sessions should be held every year, and not more than six months should lapse between the last day of the last session and the first day of the next session.

(3) A session of the Provincial Legislature should be called within three months from the date of appointment of the Chief Minister of the Province.

76. Prorogation of the Provincial Legislature

The Provincial Legislature should be prorogued by an order of the Head of the Province.

77. Dissolution of the Provincial Legislature

(1) The first dissolution of the Provincial Legislature should be on the advice of the Chief Minister of the Province.

(2) No dissolution should take place on the advice of the Caretaker Ministry which functions between the date of the dissolution of the Provincial Legislature and the formation of a new Ministry after fresh elections.

(3) If a contingency arises wherein no such Ministry as can command the confidence of the Provincial Legislature can be formed, the Head of the Province should be authorized to dissolve the Provincial Legislature in exercise of his emergency powers and hold fresh elections.

78. Right of Ministers and the Advocate-General as respects Provincial Legislature

(1) Provision should be made for appointing as a Minister a person who is not a Member of the Provincial Legislature, provided that a person will cease to be a Minister unless he gets elected within a period of six months from the date of his appointment.

(2) The Ministers and the Advocate-General of the Province should have the right to address the Provincial Legislature even though they may not be Members of the Provincial Legislature. The Advocate-General should have no right of vote as he will not be a Member of the Provincial Legislature. Any Minister who is not a Member of the Provincial Legislature should also have no right of vote.

79. The Chairman and Deputy Chairman of the Provincial Legislature

Provision should be made for the election of a Chairman and a Deputy Chairman of the Provincial Legislature on the following lines:

(1) Every Provincial Legislature should, as soon as may be, choose two Members of the Provincial Legislature to be respectively Chairman and Deputy Chairman thereof and so often as the office of Chairman or Deputy Chairman becomes vacant the Provincial Legislature should choose another Member to be Chairman or Deputy Chairman, as the case may be.

(2) A Member holding office as Chairman or Deputy Chairman of a Provincial Legislature should vacate his office if he ceases to be a Member of the Provincial Legislature and may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the Head of the Province and may be removed from his office by a resolution of the Provincial Legislature passed by a majority of all the then Members of the Provincial Legislature, but no resolution for the purpose of this sub-para should be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution:

Provided that whenever the Provincial Legislature is dissolved, the Chairman should not vacate his office until immediately before the first meeting of the Provincial Legislature after the dissolution.

(3) While the office of Chairman is vacant, the duties of the office should be performed by the Deputy Chairman, or if the office of Deputy Chairman is also vacant, by such Member of the Provincial Legislature as the Head of the Province may appoint for the purpose. During the absence of the Chairman from any sitting of the Provincial Legislature the Deputy Chairman, or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Provincial Legislature, or if no such personal so is present, such other person as may be determined by the Provincial Legislature should act as Chairman.

80. The Secretariat of the Provincial Legislature

The Secretariat of the Provincial Legislature should be absolutely independent and should be under the Provincial Legislature itself. The Finance Committee of the Provincial Legislature should scrutinize all the financial proposals relating to the expenditure of the Provincial Legislature and thereafter the Budget should be presented to the Provincial Legislature.

The Chairman of the Provincial Legislature should be the Chairman and the Finance Minister of the Province, an ex officio Member of the Finance Committee. The Finance Committee of the Provincial Legislature should exercise similar powers of control and direction in matters relating to the finances of the Provincial Legislature as are exercised by the Standing Finance Committee of the Provincial Legislature with regard to Government expenditure.

In view of the special nature of the work rules should be framed by the Finance Committee to secure to itself closer contact and effective voice in regulating the finances of the Provincial Legislature.

81. Oath of Members

The Members of the Provincial Legislature should be required to take an oath of allegiance. No Member should take his seat in the Provincial Legislature as long as he has not taken the prescribed oath. Provision should be made that where a Member fails or refuses or declines to take the oath of allegiance within a period not exceeding six months from the date of the first meeting of the Provincial Legislature, his seat should be declared vacant: provided that before the expiry of the above-mentioned period the Chairman may, on good cause shown, extend the period.

82. Voting and Quorum

Except for cases in which a specific majority is provided all decisions in the Provincial Legislature should be taken in accordance with rules framed by the Provincial Legislature concerned. The presiding officer of the Provincial Legislature should not exercise any vote except the casting vote in case of a tie. The Provincial Legislature should be entitled to conduct its business even if there is a vacant seat and the proceedings should not be invalidated on that account.

The quorum for a meeting of the Provincial Legislature should be one-seventh of the total number of the Members of the Provincial Legislature.

83. Powers, Privileges and Immunities of the Provincial Legislature and of the Members and Committees thereof.

The Provincial Legislature should be entitled to legislate about privileges and immunities of its Members subject to the Rules and Standing Orders regulating the procedure of the Provincial Legislature. Freedom of speech and immunity from any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by a Member of the Provincial Legislature or a Committee thereof should be provided and no person should be liable in respect of publication by or under the authority of the Provincial Legislature concerned of any reports, paper, vote or proceedings. Similar privileges should be provided for those who, though not Members of the Provincial Legislature are authorized under the Constitution to attend, address and participate in the proceedings of the Provincial Legislature and its Committees.

Pending the passage of legislation with regard to such matters, the privileges and immunities enjoyed by the Members of the House of Commons in the United Kingdom should be enjoyed by the Members of the Provincial Legislature.

84. Assent to Bills

A Bill which has been passed by the Provincial Legislature should be presented to the Head of the Province and the Head of the Province should declare either that he assents to the Bill in the name of the Head of the State or that he withholds assent there from or that he reserves the Bill for the consideration of the Head of the State.

When a Bill is reserved by the Head of the Province for the consideration of the Head of the State, the Head of the State should declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent there from, provided that the Head of the State may, if he thinks fit, direct the Head of the Province to return the Bill to the Provincial Legislature together with a message and, when a Bill is so returned, the Provincial Legislature should reconsider it accordingly, and if it is again passed by the Provincial Legislature, with or without amendment, it should be presented again to the Head of the State for his consideration:

Provided that if the Head of the State thinks that he should not give his assent to the Bill for the reason that Central legislation is necessary on the subject he may withhold his assent until the said legislation is passed during the next session of the Central Legislature.

In the case of money Bill the Head of the Province should either assent or return them for reconsideration to the Provincial Legislature within three days. If the Provincial Legislature sends them back, his assent must be given within three days.

85. Annual Financial Statement

There should not be any formal recommendation by the Head of the Province regarding the annual financial statement. Such proposal should be placed before the Provincial Legislature only at the instance and on behalf of the Government.

86. Authentication of the Schedule of Expenditure

The Head of the Province should authenticate the Schedule of expenditure

87. Rules of Procedure

Every Provincial Legislature should determine its own rules of procedure for transacting its business. Pending the framing of new rules, the existing rules, with such adaptations as may be necessary, should be applicable. Machinery should be provided for effecting such adaptations. This machinery should also decide about the rules of procedure of any House which may be created under the present Constitution in any province where no Legislature exists at present.

88. Power of the Head of the Province to promulgate Ordinances during the recess of the Provincial Legislature

Provision should be made to empower the Head of the Province to promulgate ordinances during the recess of the Provincial Legislature, but these powers should be exercised under the direction and control of the Head of the State. Some period should be fixed to restrict the operation of the ordinances.

PART V

RELATION BETWEEN FEDERATION AND ITS UNITS

89. Subject-matter of Laws to be made by the Central Legislature and by the Provincial Legislatures

The Committee has prepared three comprehensive Lists of Subjects for the purpose of legislation

(1) exclusively by the Central Legislature;

(2) exclusively by the Provincial Legislatures; and

(3) both by the Central and the Provincial Legislatures.

These three lists-the Federal, the Provincial and the Concurrent-will be found in Annexure III.

The residuary powers of legislation should vest in the Centre.

90. Planning and Co-ordination in respect of matters in the Provincial and the Concurrent Lists

Provisions should be made for planning and co-ordination by the Centre in respect of matters in the Provincial and the Concurrent Lists, and the Central Legislature should be competent to legislate regarding this.

91. Power of the Central Legislature to legislate for one or more Provinces by consent and adoption of such legislation by any other Province.

If it appears to the Legislature or Legislatures of one or more Provinces to be desirable that any of the matters with respect to which the Central Legislature has no power to make laws for the Province or Provinces, except legislation in respect to any matter in the Provincial List in case of proclamation of emergency, should be regulated in such Province or Provinces by Central Legislature, by law, and a resolution or resolutions to that effect is or are passed by the Legislature of the Province or of each of the Provinces it should be lawful for the Central Legislature to pass an Act for regulating that matter accordingly, and any Act so passed should apply to such Province or Provinces and to any other Province by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the Legislature of that Province.

92. Repeal of the Laws made by the Centre

Any Act passed under the preceding paragraph by the Central Legislature may be amended or repealed by an Act of the Central Legislature passed or adopted in like manner but should not, as respects any Province to which it applies, be amended or repealed by an Act of the Legislature of that Province.

93. Inconsistency between Laws made by the Central Legislature and Laws made by the Provincial Legislatures

Provision should be made for the Federal Laws to prevail over the Provincial Laws in the case of a conflict.

94. Power to declare a Provincial Law ultra vires

The Head of the State should not possess powers to declare a Provincial Law ultra vires. The Federal Court alone should be given this power under the Constitution.

95. Delegation of Powers

Provision should be made authorizing the Centre to delegate its powers to a Province or some officer thereof, with the consent of that Province.

Provision should also be made authorizing the Centre to take legislative or executive action at the request of more than one Province with regard to matters that are in the Provincial List.

Notwithstanding anything in this list of recommendations the Head of the State may, with the consent of the Government of a Province or the Ruler of a Federal State, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or Ruler, or to their respective officers, functions in relation to any matter to which the executive authority of the Federation extends.

An Act of the Central Legislature may, notwithstanding that relates to a matter with respect to which a Provincial Legislature has no power to make laws, confer powers and impose duties or authorize the conferring of powers and the imposition of duties upon a Province or officers and authorities thereof.

An Act of the Central Legislature which extends to a Federal State may confer powers and

impose duties or authorize the conferring of powers and the imposition of duties upon the State or officers and authorities thereof to be designated for the purpose by the Ruler.

Where by virtue of this provision, powers and duties have been conferred or imposed upon a Province or Federated State or officers or authorities thereof there shall be paid by the Federation to the Province or the State such sum as may be agreed, or, in default of agreement, such sum as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of Pakistan in respect of any extra costs of administration incurred by the Province or the State in connection with the exercise of those powers and duties.

96. Legislation in respect of any matter in the Provincial List in case of Proclamation of Emergency

Provision should be made authorizing the Centre to legislate in respect of any matter in the Provincial List in case of Proclamation of Emergency.

97. Machinery for the Adjustment of Boundaries

Provision should be made for the setting up of machinery for the adjustment of the boundaries of various Provinces.

Explanation—Adjustment of boundaries does not mean the abolition of any of the existing Provinces.

98. Obligation of Provinces and Federation and Control of Federation over Provinces in certain cases

(1) The executive Power of every Province should be so exercised as to ensure compliance with the laws made by the Central Legislature and any existing laws which apply to that Province and the executive power of the Federation should extend to the giving of such directions to a Province as may appear to the Government of Pakistan to be necessary for that purpose.

(2) The executive power of every Province should be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Federation and the executive power of the Federation should extend to the giving of such directions to a Province as may appear to the Government of Pakistan to be necessary for that purpose.

(3)The executive power of the Federation should also extend to the giving of directions to a Province as to the construction and maintenance of means of communications declared in the directions to be of national or military importance;

Provided that nothing in this sub-para, should be taken as restricting the power of the Central Legislature to declare highways or waterways to be national highways or national waterways or the power of the Federation with respect to the highways or waterways so

declared or the powers of the Federation to construct and maintain means of communication as part of its functions with respect to naval, military and air force works.

(4) The executive power of the Federation shall extend to the giving of directions to a Province as to the measures to be taken for the protection of railways within the Province.

(5) "Where, in carrying out any direction given to a Province under sub-para (3) as to the construction or maintenance of any means of communication or under sub-para (4) as to the measures to be taken for the protection of any railway, costs have been incurred in excess of those which would have been incurred in the discharge of the normal duties of the Province if such direction had not been given, there should be paid by the Government of Pakistan to the Province such sum as may be agreed, or in default of agreement, such sum as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of Pakistan in respect of the extra costs so incurred by the Province.

99. Disputes regarding interpretation of Constitution

A dispute with regard to the interpretation of the Constitution between the Provinces inter se or between the Centre and one or more of the Provinces should always be referred to the Federal Court for decision.

100. Disputes in General

All other disputes between the Centre and the Provinces or the Provinces inter se should be settled by a Tribunal to be set up by the Chief Justice of Pakistan at the request of any party. The report of the Tribunal should be submitted to the Chief Justice of Pakistan to see that the purpose for which the Tribunal was set up has been carried out. The report should then be sent to the Head of the State for implementation.

101. Inter-Provincial Councils

The Head of the State should have the authority to set up one or more Councils for dealing with matters of common interest between more than one Province or the Provinces and the Centre with the consent of the parties concerned.

102. Borrowing by Government of Pakistan

The Centre should be competent to borrow money on its own credit for a Province if it likes.

103. Borrowing by Provinces

So far as borrowing by a Province on its own credit through the agency of the Centre is concerned, no provision is necessary.

PART VI

SERVICES UNDER THE FEDERTION AND FROVINCES

104. Protection of Services

Protection against suits, etc., should be provided to the public servants on the following lines:

No Bill or amendment to abolish or restrict the protection afforded to certain servants of the State in Pakistan by section 197 of the Code of Criminal Procedure, 1898, or by sections 80-82 of the Code of Civil Procedure, 1980, should be introduced or moved in the Central Legislature without the previous sanction of the Head of the State or in a Provincial Legislature without the previous sanction of the Head of the Province.

Where a civil suit is instituted against a public officer, within the meaning of that expression as used in the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of any act purporting to be done' by him in his official capacity, the whole or any part of the costs incurred by him and of any damages or costs ordered to be paid by him should, if the Head of the State so directs in the case of a person employed in connection with the affairs of the Federation, or if the Head of the Province so directs in the case of a person employed in connection with the affairs of a Province, be defrayed out of and charged on the revenues of the Federation or of the Province as the case may be.

105. Public Service Commissions for the Federation and for the Provinces

There should be a Public Service Commission at the Centre and a Public Service Commission in each of the Provinces provided that it may be permissible to set up a Joint Public Service Commission for two or more Provinces.

106. Appointment of Chairman and Members of Public Service Commissions

The appointment of the Chairman and the Members of the Public Service Commission at the Centre as well as in the Provinces should be made in accordance with the procedure which may be laid down for the appointment of the Judges of the High Courts.

PART VII

EXCLUDED AND PARTIALLY EXCLUDED AREAS

107. Excluded and Partially Excluded Areas

The expressions 'excluded area' and ''Partially excluded area' mean respectively such areas as were excluded or partially excluded areas immediately before the establishment of the Federation, or such areas as may henceforth be declared by the Head of the State to be excluded or partially excluded areas.

(1) The executive authority of a Province extends to excluded and partially excluded areas therein, but notwithstanding anything in the Constitution, no Act of the Central Legislature or of the Provincial Legislature should apply to an excluded area or a partially excluded area, unless the Head of the Province by public notification so directs, and the Head of the Province in giving such a direction with respect to any Act may direct that the Act should in its application to the area, or to any specified part thereof, have effect subject to such exceptions or modifications as he thinks fit.

(2) The Head of the Province may make regulations for the peace and good government of any area in a Province which is for the lime being an excluded area, or a

partially excluded area, and any regulation so made may repeal or amend any Act of the Central Legislature or of the Provincial Legislature or any existing law, which is for the time being applicable to the area in question. Regulations made under this sub-para shall be submitted forthwith to the Head of the State, and until assented to by him, should have no effect.

PART VIII
EMERGENCY PROVISIONS

108. Proclamation of Emergency

In case the State is threatened on account of external aggression or internal disturbances an emergency may be declared.

109. Power of the Head of the State to suspend Constitution in case of emergency or threat to the security of the State

In case of emergency or of threat to the security of the State or failure of the Constitution, the Head of the State should have power to suspend the whole or part of the Constitution, if he thinks necessary.

110. Power of the Head of the State to suspend Constitution or part of Constitution in case of failure of constitutional machinery in a Province.

In case of a failure of the Constitution in a Province the Head of the State should have the power to suspend such part of the Constitution as may be necessary for the purpose of carrying on the administration, but such power should not extend to the suspension of the Federal Court or the High Court itself or the powers that are vested in the Federal Court and the High Court's by the Constitution.

111. Power of the Head of the State to take necessary steps in case of threat to the economic life of the country.

The Head of the State should have power in all emergencies to take necessary steps in case the stability or the economic life of the country or any part thereof is threatened.

112. Power of Supervision, Direction and Control in case of threat to Financial Stability.

Authority should vest in the Head of the State to exercise the powers of supervision, direction and control with regard to matters that may be essential for the financial stability or the credit of the State or any part thereof.

113. Exercise of certain Powers by the Centre

The Centre should possess power to legislate in respect of any matter in the Provincial List in case of proclamation of an emergency.

Provision should be made to empower the centre to issue directions to the Provinces with regard to certain important matters when an emergency arises.

The Head of the State should have the power to legislate subject to the ultimate control of the Central Legislature.

In case it is not possible for the Legislature to sanction the Budget in time, a provision should be made authorizing the Head of the State to certify the expenditure.

114. Laying of Proclamation of Emergency before the Central Legislature

Provision should be made making it compulsory on the part of the Head of the State to lay the Proclamation of Emergency issued by him before the Central Legislature in case the Legislature is in existence and can meet.

PART IX

MISCELLANEOUS

115. Titles and Decorations

No titles should be granted by the State of Pakistan; no citizen of Pakistan should accept any title of any kind whatsoever from any King, Prince or Foreign State. This should not, however, bar the award by the Head of the State of decorations in recognition of service in its Defence services, Police and other similar organizations, or decorations for velour.

116. Treaty-Making Powers

All the treaties should be signed and ratified by the Head of the State.

All treaties except of those categories which might specifically be excluded from the operation of this clause should be subject to ratification by the Central Legislature. The treaties excluded may be ratified by the Government. The Committee is of the view that certain treaties may be of such an important nature that they should go for ratification to each House of the Central Legislature sitting separately. In the case of a difference, the matter may be considered in a joint session of both the Houses.

As a large number of treaties relating to day-to-day administration have to be excluded, the matter should be investigated by an Expert Sub-Committee of officer and a list of such categories of treaties should be prepared as soon as possible, and they should be included in a schedule to be attached to the Constitution Act.

117. Power to receive Diplomats

The Head of the State should have power to receive diplomats.

118. Power to declare war

The power to declare war should vest in the Head of the State.

119. Jurisdiction of the Federation in relation to Territories outside Pakistan

Suitable provision should be included in the Constitution for legislative executive and judicial jurisdiction of an extra-territorial nature.

120. Language of the State

Urdu should be the national language of the State.

121. Nomenclature

Nomenclature should be in the national language with English translation in the English version of the Constitution.

The Committee has appointed a special Committee consisting of Dr. Maulvi Abdul Haq, Dr. I. H. Qureshi and Dr. Mahmud Husain to suggest appropriate nomenclature.

122. Oaths

Wherever under the Constitution oath is required to be taken, the Muslims should lake it in the name of God and in the case of non-Mulsims it should be open to them either to take oath in the name of God or make an affirmation.

123. Interpretation of the Constitution

The interpretation of the Constitution should be left to the Judiciary. But while framing the details, care should be taken that the final interpretation by the highest Court in Pakistan is not unnecessarily delayed.

PART X

AMENDMENT OF THE CONSTITUTION

124. Procedure for Amendment of the Constitution

The Committee is of the view that the process of amending the Constitution should be made difficult. It is accordingly decided that the following procedure should be recommended.

If a notice is received signed by not less than one-third of the Members of a House seeking permission for the circulation of their motion for amendment of the Constitution amongst the Provinces for opinion, it should be placed on the agenda of the House concerned and considered. In case it is passed by a majority, the matter should be referred to the other House for consideration for the same purpose. When permission is granted by the second House, the proposal should be circulated to the Provinces by the Chairman of the House in which it is initiated. The Chairman of the Legislature of every Province, by whom the proposal is received for consideration, should convey the decision of the respective Legislature to the Chairman who circulated the proposal. The decision in the Central as well as the Provincial Legislature should be taken by majority of votes. If a majority of the Provinces support the consideration of the motion, it should be placed on the agenda of the originating House for consideration. In case it is passed by the House with two-thirds majority of the Members present and voting, it should be referred to the other House for similar action. If the latter House also passes the proposal by a like majority, the amendment should be deemed to have been passed.

PART XI

TRANSITIONAL PROVISIONS

125. Provision during the Transitional period

(1) Special provision should be made to enable the administration of the country to be run. as far as possible, in accordance with the present Constitution from the time of passage of the new Constitution till its implementation.

(2) Provision should be made to enable the existing administration to take all suitable steps towards the enforcement of the new Constitution.

ANNEXURE III

LIST I (Federal)

1. All matters necessary for ensuring the defence of the State in peace and war.

2. The raising, training, maintenance and control of naval, military and airforces and their employment for the defence of Pakistan and enforcement of the laws of Pakistan and its Provinces and any other force which may be needed for the protection of, and service on, the border.

3. Preventive detention in the territory of Pakistan for reasons connected with defence, external affairs or the security of Pakistan,

Persons subjected to preventive detention under the authority of the Federation.

4. Defence industries and atomic energy.

5.All work connected with services set up under Nos. 1 and 2 and Local Self-Government in Cantonment areas, powers and functions within such areas of Cantonment authorities, control of house accommodation in such areas and the delimitation of such areas.

6. Foreign affairs, all matters which bring Pakistan into relation with any foreign country.

7. Diplomatic, consular and trade representation.

8. International organizations, participation in International conferences, associations and other bodies and implementing of decisions made thereat.

9. War and peace and making of treaties and implementation thereof.

10. Foreign and extra-territorial jurisdiction.

11. Trade and commerce with foreign countries.

12. Foreign loans.

13. Citizenship, naturalization and aliens.

14. Extradition.

15. Passport and visas.

16. Piracies and offences against the law of Pakistan and offences against the law of nations committed on the high seas and in the air.

17. Admission into, and emigration and expulsion from the territory of Pakistan.

18. Pilgrimages to places beyond Pakistan.

19. Pilgrimages by foreigners to places inside Pakistan.

20. Inter-Provincial and port quarantine, seamen's and marine hospitals and hospitals connected with port quarantine.

21. Import and export across customs frontiers as defined by the Government of Pakistan.

22. Communications which shall include the control of railways, airways, shipping, navigation on sea and air, national highways declared to be such by Central Legislature by law, national ports declared to be such by or under the law made by Central Legislature, posts and telegraphs, telephones, wireless, broadcasting and television.

Maritime shipping and navigation, including shipping and navigation on tidal waters; provision of education and training for the mercantile marine and civil aviation and regulation of such education and training provided by the Provinces and other agencies.

22A. Airways, aircraft and air navigation; provision for aerodromes; regulation and organization of air traffic and of aerodromes; provision for aeronautical education and training and regulation of such education and training provided by Provinces and other agencies.

Shipping and navigation 011 inland waterways, declared by Central Legislature by law to be national waterways, as regards mechanically-propelled vessels, and the rule of the road on such waterways; carriage of passengers and goods on such waterways.

23. Ancient and historical monuments declared by law to be of national importance, archaeological sites and remains, libraries and museums not financed by the Provinces.

24. Federal agencies and institutes for research, for professional or technical training or for the promotion of special studies.

25. Federal surveys and Federal meteorological organizations.

26. State Bank of Pakistan, banking, currency, foreign exchange, coinage, legal tender, cheques, bills of exchange, promissory notes, and other like instruments.

27. Insurance.

28. Company Laws.

29. Copyrights, designs, patents, inventions, trade and merchandise marks.

30. Development of industries, when development under Federal control is declared by Federal law to be expedient in the public interest.

31. Iron, steel, coal, petroleum and mineral and any other such commodities, the control of which is declared by Federal law to be of national interest.

Regulation of mines and oil fields and mineral development to the extent to which such regulation and development under Federal control is declared by Federal law to be expedient in the public interest.

32. Industrial disputes concerning the regulation of labor and safety in mines and oilfields.

33. Regulation of Inter-provincial trade and commerce.

34. Standards of weight and measure.

35. Opium so far as regards cultivation and manufacture or sale for export.

36. Constitution, organization, jurisdiction and powers of the Federal Court and fees.

37. Census.

38. Inquiries and statistics for the purpose of any matters in this List.

39. Central Intelligence Bureau.

40. Federal Public Service and Federal Public Service Commission.

41. Election to Central Legislature and of the President and all other Federal elections.

42. Fishing and fisheries beyond territorial waters.

43. Salt.

44. Provision for dealing with emergencies in any part of the territory.

45. Offences against laws with respect to any of the matters in this list.

46. Corporation, that is to say, the incorporation, regulation and winding up of trading corporations, including banking, insurance and financial corporation's other than Universities, co-operative societies and municipal corporations.

47. Inter-Provincial migration with Pakistan.

48. Acquisition and requisitioning of land or property for the purposes of the Federation.

49. Property of the Federation and the revenue there from, but as regards property situated in a Province subject always to legislation by the Province save in so far as Central Legislature by law otherwise provides.

50. Public debt of the Federation; borrowing of money on the Federal credit.

51. Zakat.

52. Decoration and titles of honor.

53. Intoxicating liquors and narcotic drugs.

54. Sanction of cinematograph films for exhibition.

55. Arms, firearms, ammunitions and explosives.

56. Post Office Saving Bank.

57. Admiralty jurisdiction.

58. Lighthouses, including lightships, beacons, and other provision for the safety of shipping and aircraft.

59. Petroleum and other liquids and substances declared by Federal law to be dangerously inflammable, so far regards possession, storage and transport.

60. The salaries of the Central Ministers and Deputy Ministers and of the Chairman and Deputy Chairman of the Central Legislature, the salaries, allowances, and privileges of the Members of the Central Legislature and the punishment of persons who refuse to give evidence or produce documents before Committees of the Legislature.

61. The enforcement of attendance of persons for giving evidence or producing documents before Committees of Central Legislature.

62. The development of waterways for purposes of flood control, irrigation navigation and hydro-electric power when such development is required for the benefit of more than one Province.

63. Stock exchanges and future markets.

64. Extension of the jurisdiction of a High Court having its principal seat in any Province to an area outside that Province and exclusion of the jurisdiction of any such High Court from any area outside that Province.

65. Jurisdiction and powers of all Courts, other than the Supreme Court, with respect to any of the matters in this list.

66. Extension of the powers and jurisdiction of members of a police force belonging to any Province to any other area in Pakistan, but not so as to enable the police of one Province to exercise powers and jurisdiction elsewhere without the consent of the Government of the area concerned.

67. All other matters not enumerated in Lists II and III.

LIST II (Provincial)

1. Public order (but not including the use of armed forces in aid of civil power), administration of justice, constitution and organisation of all courts except Federal Court, and fees taken in preventive detention for reasons connected with maintenance of public order.

2. Prisons, Reformatories, Borstal institutions and other institutions of a like nature and persons detained therein, arrangements with other Provinces for the use of prisons and other institutions.

Police.

3. Jurisdiction and powers of all courts except the Federal Court with respect to any of the matters in this List, procedure in rent and revenue courts.

4. Public debt of the Province.

5. Provincial pensions, i.e., payable by a Province.

6. Provincial Service and Provincial Public Service Commission.

7. Works, lands and buildings vested in or in the possession of a Province.

8. Acquisitioning and requisitioning of land or property for the purposes of Provinces or when so required for the Federation.

9. Universities, libraries, museums and other similar institutions controlled or financed by the Provinces.

10. Public health, sanitation, hospitals, registration of births and deaths.

11. Burials and burial grounds.

12. Election of Provincial Legislatures, salaries and allowances of Ministers, Chairmen, etc., the punishment of persons who refuse to give evidence or produce documents before Committees of Legislatures.

13. Local Government, i.e., municipalities, improvement trusts, district boards, mining settlement authorities and other local authorities for the purpose of local self-government.

14. Pilgrimages within the Province.

15. Education.

16. Communications, that is to say, roads, bridges, ferries and other means of communication not covered by List I, municipal tramways; ropeways; inland waterways and traffic thereon subject to the provisions of List III with regard to such waterways, ports subject to the provisions in List I with regard to national ports; vehicles other than mechanically-propelled vehicles.

17. Water supplies, irrigation and canals, drainage and embankment, water storage.

17A. Water power.

18. Agriculture, including agricultural education and research, protection against pests and prevention of plant diseases; improvement of stock and prevention of animal diseases; veterinary training and practice; pounds and the prevention of cattle trespass.

19. Land, rights in or over land, land tenures, relations of landlords and tenants, collection of rent; transfer, alienation and devolution of agricultural land, land improvement and agricultural loans; colonization; courts of wards; encumbered and attached estates; treasure trove; jagirs and inams chargeable to Provincial revenues.

20. Forests, protection of wild birds and animals.

21. Gas and gas works.

22. Regulation of mines and oilfields and mineral development subject to the provisions of List I.

23. Fisheries.

24. Control of inns and innkeepers, shops and saloons.

25. Trade and commerce in the Province, fairs and markets.

25A. Money-lending and money-lenders.

26. Production, supply and distribution of goods, development of industries subject to List I.

27. Adulteration of foodstuffs and other goods.

28. Intoxicating liquors and narcotic drugs subject to List 1.

29. Poor relief, unemployment, charities, charitable institutions, charitable and religious endowments.

30. The incorporation, regulation and winding up of corporations specified in List I or Universities; unincorporated trading, literary, scientific, religious and other societies and associations excepting those of Muslims; co-operative societies.

31. Betting and gambling.

32. Theatres, dramatic performances and cinemas excluding sanction of cinematograph films for exhibition,

33. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters in this List.

34. Offences against laws with respect to any of the matters in this List.

35. Walks and mosques.

LIST III (concurrent)

1. Criminal law, including all matters included in the Indian Penal Code at the date of the passing of this Act, but excluding offences against laws with respect to any of the matters specified in List I or List II and excluding the use of naval, military and air forces in aid of the civil power.

2. Criminal procedure, including all matters included in the Code of Criminal Procedure at the date of the passing of this Act.

3. Removal of prisoners and accused persons from one Province to another.

4. Civil procedure, including the law of limitation and all matters, included in the Code of Civil Procedure at the date of the passing of this Act; the recovery in a Province of claims in respect of taxes and other public demands, including arrears of land revenue and sums recoverable as such arising outside that Province.

5. Evidence and oath; recognition of laws, public acts and records and judicial proceedings.

6. Marriage and divorce; infants and minors; adoption.

7. Wills, intestacy, and succession, save as regards agricultural lands.

8. Transfer of property other than agricultural land; registration of deeds and documents.

9. Trusts and trustees.

10. Contracts, including partnership, agency, contracts of carriage and other special forms of contract but not including contract relating to agricultural land.

11. Arbitration.

12. Bankruptcy and insolvency; administrators-general and official trustees.

13. Stamp duties other than duties or fees collected by means of judicial stamps, but not including rates of stamp duty.

14. Actionable wrongs, save in so far as included in laws with respect to any of the matters specified in List I or List II.

15. Jurisdiction and powers of all courts except the Federal Court with respect to any of the matters in this List.

16. Legal, medical and other professions.

17. Newspapers, books and printing presses.

18. Lunacy and mental deficiency, including places for the reception or treatment of lunatics and mental deficient’s.

19. Poison and dangerous drugs.

20. Mechanically-propelled vehicles.

21. Boilers.

22. Prevention of cruelty to animals.

23. Vagrancy, nomadic, criminal and migratory tribes.

24. Factories.

25. Welfare of labor; conditions of labor; provident funds; employer's liability and

workmen's compensation; health insurance, including invalidity pensions; old age pensions.

26. Unemployment and social insurance.

27. Trade unions; industrial and labor disputes.

28. The prevention of the extension from one Province to another of infections or contagious diseases or posts affecting men, animals or plants.

29. Electricity.

30. Shipping and navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels, and the rule of the road on such waterways, carriage of passengers and goods on inland waterways.

31. The principles on which compensation is to be determined for property acquired or requisitioned for the purposes of the Federation or a Province.

32. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters in this List.

33. Fees in respect of any of the matters in this List.

34. Interest.

35. Higher technical education.

36. Scientific and industrial research.

37. Muslim religious societies excluding mosques and wakfs.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মূলনীতি কমিটির অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট বিবেচনা স্থগিত রাখার প্রস্তাব	পাকিস্তান গণপরিষদ	২১শে নভেম্বর, ১৯৫০

MOTION RE: POSTPONEMENT OF CONSIDERATION OF INTERIM REPORT OF THE BASIC PRINCIPLES COMMITTEE

The Hon'ble Mr. Liaquat Ali Khan (East Bengal: Muslim): Sir, I beg to move:

"That with a view to give full opportunity to those who may be interested in offering suggestions regarding the basic principles of the constitution, the Constituent Assembly resolves not to take consideration during this session the Interim Report of the Basic Principles Committee, in order to enable the Committee to consider any concrete and definite proposals that are in conformity with the Objectives Resolution, which may be received by the office of the Constituent Assembly by the 31st of January, 1951, and to make such further recommendations as may be found necessary."

Mr. President, Sir, since the presentation of the Report of the Basic Principles Committee to this House and its publication, a large number of comments have been appeared in the press as well as from platform. These comments can be ‘classed into three categories. Some of them arc based on ignorance and inadequate appreciation of the recommendations contained in the Report. Some are deliberately intended to mislead people and create confusion. Some have been made with a genuine desire to see our constitution based on the principles laid down in the Objectives Resolution. Sir, when this House adopted the Objectives Resolution, I have no hesitation in stating that it did so without any mental reservations. It has been our earnest desire throughout to frame our future constitution in conformity with the principles that are laid down in the Objectives Resolution

...Mr. President, it is stated in the motion that this postponement is desired for the purpose of enabling the Basic Principles Committee to examine and consider any concrete and definite suggestions that may be sent by the people with regard to the basic principles of the constitution. I am fully aware of the fact that it means some delay, but there is no other alternative, if we are anxious and desirous to do our best in this direction.

Sir, a number of people while offering criticism on the Report have just stated that it is not in accordance with the Objectives Resolution and that there are a number of principles that should have been embodied in the Report. It is an invitation and an opportunity to those people to make concrete and definite suggestions with regard to the report as to which of its provisions are not in conformity with the Objectives Resolution and what are the reasons for their saying so. In the same manner, it is to ask people to tell us what other principles are there, which are in conformity with the Objectives Resolution, which have been left out and which can be and should be embodied in the

Principles which are laying down for the framing of our future constitution. I do hope that those who are genuinely and honestly interested in framing the kind of constitution we all desire will take the fullest opportunity that is being afforded to them. It is not in the nature of a challenge that I have moved this motion; it is with the desire for seeking co-operation from all those who have a genuine desire that we should have a constitution which is the best

Mr. Shahoodul Haquc (East Bengal: Muslim): Mr. President, Sir, I rise to lend my wholehearted support to this motion and to heartily felicitate Mr. Liaquat Ali Khan for the wisdom and sagacity he has displayed by initiating this opportune motion which I am sure will be welcomed and warmly appreciated by all sections of the people not only in this House but also outside, bearing possibly those who wanted to create disaffection and fish in troubled waters and were dreaming of getting into power, taking advantage of the widespread storm of discontent that raged all over Pakistan in its western as well as in its eastern wing over the widely resented Interim Report of the Basic Principles Committee. While this motion recognizes the fact that this House does not like to pose as the only repository of juristically wisdom on knowledge, nor its members of the Basic Principles Committee as the infallible constitutionalists, it offers a real opportunity to all those *people-bona fide* jurists, constitutionalists and well-versed Ulema-to offer concrete and definite proposals in connection with the basic principles keeping view the letter as well as the spirit of the Objectives Resolution that was adopted by this House. Let us hope they will all make good use of this opportunity.

* * * * * *

Mr. Nur Ahined (East Bengal: Muslim): Sir, I rise to extend my hearty congratulations to the leader of the House for bringing in this motion. The great leader of Pakistan, whom I call a man of destiny, has once more proved himself a true and great leader of humanity.

Unfortunately, with the Publication of the Interim Report of the Basic Principles Committee, there has been a great agitation and very hostile comments even against the Leader of Pakistan. Sir, in some quarters these principles enunciated in the Report, have been ascribed as most undemocratic, un-Islamic and most reactionary. It has been said that the principle disclose a picture of a constitution whereby dictatorship will be established in Pakistan. Sir, it has been said in some quarters that if these principles are implemented, there will be no democracy and no Islamic constitution in Pakistan. It has also been said that Provincial autonomy will disappear-there will be a Unitary Central Government in Pakistan.

Sir, in East Bengal there is a growing belief-I must say that it is wrong impression-that there are principles in the Report which, if adopted, will reduce the majority of East Bengal into a minority and it will turn East Bengal into a colony of Pakistan.

Sir, I must say, most of these criticisms are based on wrong impression and uninformed information of those who have not seriously studied the principles and have not applied their mind to them. They have only read the newspaper reports and comments

and unfortunately some newspapers have made comments which are not borne out by the Report. These comments have been made with some ulterior motives to create disintegration in Pakistan. Sir, from what I know of East Pakistan, I find that almost all of them have been told that the Provincial autonomy was to be abolished and that they will be made a colony of Pakistan. I have tried to wash off that feeling from the minds of the people of East Pakistan and have told them that there is no such intention of the Constituent Assembly and not this was the intention of the members of the Basic Principles Committee. Their intention was to draw up a constitution for Pakistan which will be Islamic and wherein everybody irrespective of caste, creed and race will be a free citizen. The centre will be only a guiding factor; Centre will regulate if necessary in case of emergency, but will, in no case and at no time, act against the best interest of the country.

Sir, the constitution when framed will be the best constitution in the world. Sir, by the motion that the Honorable the Leader of the House has moved, the agitation that is going on will disappear. I think the motion is a welcome measure and it will silence those critics who are now agitating or saying things to misguide the People of Pakistan. Sir, by this motion they are being asked to give their suggestions and if they fail, they will not be able to blame us. Sir, I support very strongly the motion under consideration.

Sayed Abul Basher Mahmud Husain: *(East Bengal: Muslim)*: Sir, I feel I am voicing the feeling of the whole House when I heartily welcome this motion and I am confident that the people of Pakistan would not only welcome it but congratulate the Honorable Mr. Liaquat Ali Khan for his gesture in respecting their views.

Sayed Abul Basher Mahmud Husain: (East Bengal: Muslim): Sir, I feel I am voicing the feeling of the whole House when I heartily welcome this motion and I am confident that the people of Pakistan would not only welcome it but congratulate the Honorable Mr. Liaquat Ali Khan for his gesture in respecting their views.

In a state like Pakistan whose fundamental basis is on Islam, the views of the people must deserve consideration even when the people have entrusted their works to be done by their representatives. It is such a healthy move that the disaffection that was sought to be created by interested parties likely to be quelled through it and this certainly a democratic stand. It appears some stalwarts who consider themselves as the mouthpiece of at least four and half crores of Pakistanis gave out that there would have been no agitation in whatever form the basic principles of the constitution are adopted.

I am afraid, if the problems of Pakistan are not approached on the basis of population, no solution can be arrived at for the good of the people…………… it may be good for a section only but that would be disastrous.

When an opportunity is given for offering suggestions regarding the basic principles of the constitution. I would request those who are interested in offering suggestions should come forward and put forth constructive suggestions in no time……..

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের ঘোষণাপত্র	পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ	১৭ই মার্চ, ১৯৫১

পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ
ঘোষণাপত্র
উদ্দেশ্য ও কার্য্যসূচি
[প্রচার দপ্তর কর্তৃক ৪৩/১ নম্বর যোগীনগর লেন, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা হইকে প্রকাশিত।]

ভূমিকা

দল-মত নির্বিশেষে পাকিস্তানের যুবশক্তি যাহাতে একটি সংগঠনে সমবেত হইয়া নিজেদের ও দেশের উন্নতির জন্য একটি প্রগতিশীল যুব আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারে তাহার জন্য আমরা ঢাকায় গত ২৭শে ও ২৮শে মার্চ, ১৯৫১তে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ নামে এক যুবসংঘ গঠন করিয়াছি। আমাদের এই সংঘ দল, মত ও ধর্ম নিরপেক্ষ। যে কোন ধর্মের যুবক-যুবতী ইহাতে যোগদান করিতে পারেন। আমাদের এই সংঘের উদ্দেশ্য ও কার্যসূচি দেশের যুবসমাজের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

আমরা কি চাহিয়াছিলাম এবং কি পাইয়াছি?

আমরা পাকিস্তানের যুব-সমাজ আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিষম সংকটের সম্মুখীন হইয়াছি। প্রথম যেদিন পাকিস্তান কায়েম হয় সেদিন আমরা সমস্ত যুবক-যুবতী তরুণ-তরুণী আশা করিয়াছিলাম যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুই শত বছরের লুণ্ঠন ও অত্যাচারে ধ্বংসপ্রাপ্ত আমাদের সোনার দেশ আবার শিল্পে, শিক্ষায়, ধনে, সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে আমাদের সমাজের অর্থনীতি বৃটিশ পুঁজির কলংকময় দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। এবং বৃটিশ সৃষ্ট জমিদারী প্রথার অবসান হইবে, কৃষক জমি পাইবে, এবং আমাদের সমাজ জীবনে নূতন প্রাণের জোয়ার আসিবে।

কিন্তু পাকিস্তান কায়েম হওয়ার প্রায় সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পরেও আমরা গভীর লজ্জার সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, আমাদের দেশ এখনও বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর শিকলে বাঁধা। এখনও পাকিস্তানের ধন-সম্পদ, যেমন- পাট, চা প্রভৃতি ব্যবসার উপর সেই বৃটিশ পুঁজির কর্ত্তৃত্ব অব্যাহত। আজও মুষ্টিমেয় বিদেশী ও দেশী ধনিক আমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া ভোগ-বিলাসে কাল কাটাইতেছেন।

আমরা পাকিস্তানের যুবসমাজ গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে আজও আমাদের শিল্পের বিন্দুমাত্র উন্নতি হয় নাই। আমাদের দেশের বাজার বিদেশী মালপত্রে ছাইয়া গিয়াছে; এবং মুষ্টিমের ধনিকের সহায়তায় বিদেশী বণিকগণই আমাদের দেশের বাজারের উপর কর্ত্তৃত্ব এবং একাধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

কৃষক যুবক

আমাদের দেশের অর্থনীতি এখনও রহিয়াছে সেই অনগ্রসর ঔপনিবেশিক অর্থনীতির পর্য্যায়ে। আমাদের দেশের যুবসমাজের শতকরা ৮০ ভাগ গ্রামের কৃষক। দেশের যুবশক্তির এই প্রধান অংশ আজও সামন্তবাদী জমিদারী প্রথার নিষ্পেষণে পিষ্ট। সরকার নামেমাত্র জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিয়াছে। কার্য্যত জমিদারী হস্তান্তর হইয়াছে মাত্র; চাষী জমির স্বত্ব পায় নাই। দেশের প্রাণ এই যুবসমাজ আজও শিক্ষা হইতে বঞ্চিত, জমি হইতে

বঞ্চিত। নিজেদের জীবনকে সুখী ও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলার কোন পথই তাহাদের সম্মুখে নাই। এক মুঠা পেটের ভাতের জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, চাকুরীর আশায় এদিক-ওদিক ছুটাছুটি, পরের বাড়ীর গোলামী এবং অকালে মৃত্যু, ইহাই আজ পাকিস্তানের গ্রাম্য-যুবশক্তির ভাগ্য। আমাদের অবস্থা উন্নত করার কোন চেষ্টাই বর্তমান সরকারের নাই। অর্থনৈতিক শোষণে, শিক্ষার অভাবে দেশের প্রাণ এই গ্রাম্য-যুবশক্তি দিনদিন হীনবল হইয়া পড়িতেছে। আমরা আশায় বুক বাঁধিয়া পাকিস্তানের জন্য লড়িয়াছিলাম- জমি পাইব, শিক্ষা পাইব; কিন্তু বর্তমান মুসলিম লীগ সরকারের কল্যাণে আমাদের কৃষক যুবশক্তির সেই আশায় ছাই পড়িয়াছে।

শ্রমিক যুবক

আমরা যুবসমাজের যে অংশ রেলে কাজ করিয়া, চট্টগ্রাম ডকে গতর খাটিয়া, সূতাকল চালাইয়া, রিকশা চালাইয়া বা অনুরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়া দিন-মজুর হিসাবে জীবিকা অর্জন করি- আমরা সেই যুবসমাজ আশা করিয়াছিলাম যে পাকিস্তানে আমরা জীবন-ধারণের উপযুক্ত মজুরী পাইব, পাইব চাকুরীর স্থায়িত্ব এবং শিক্ষা। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমাদের আসল মজুরী কমিতেছে, খাটুনি বাড়িতেছে। শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। বেকারী ও ছাঁটাইয়ের বিভীষিকা আমাদের সম্মুখে। অথচ আমাদিগকে শোষণ করিয়াই মুষ্টিমেয় ধনিক টাকার পাহাড় জমাইতেছে।

মধ্যবিত্ত যুবক

আমরা মধ্যবিত্ত যুবসমাজ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম- পাকিস্তানে আমরা চাকুরী পাইব, ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশের সুযোগ পাইব, গৃহ পাইব, পাইব উন্নত সংস্কৃতি ও উন্নততর জীবন-ধারনের মান। কিন্তু বাস্তবতার নিষ্ঠুর আঘাতে সে স্বপ্ন আমাদের ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অভাবের তাড়নায় আমরা জর্জরিত, শহরের বাসস্থানের অভাব আমাদের এক বিরাট সমস্যা। তদুপরি আজ আমরা ১৫ লক্ষের বেশী বেকার এক মুঠা ভাতের জন্য এখানে সেখানে ধর্ণা দিতেছি, আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতেছি।

মোহাজের যুবক

আমরা, মোহাজের যুবকেরা, পাকিস্তানের জন্য আমাদের সর্বস্ব হারাইয়াছি। কিন্তু আজ পাকিস্তানে আমাদের কোন ভবিষ্যৎ নাই। সরকার আমাদিগকে কেবল মৌখিক সহানুভূতি এবং খবরের কাগজের মারফৎ সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু আমাদের পুনর্বসতি ও পুনর্জীবন-যাত্রার কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাই তাহারা করেন নাই। বাস্তুহারা হইয়া পাকিস্তানে আসিয়া আমাদিগকে বেকার হইয়া, গৃহহারা হইয়া, অন্নহারা হইতে হইতেছে, এমনকি আত্মহত্যা পর্য্যন্তও করিতে হইতেছে।

নারী যুব-সমাজ

আমরা নারী যুব-সমাজ আশা করিয়াছিলাম যে পাকিস্তানের সরকার আইন করিয়া আমাদিগকে সামাজিক অত্যাচার হইতে মুক্তি দিবেন, শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন এবং দিবেন জীবনের প্রতিক্ষেত্রে পুরুষের সহিত সমান মর্যাদা ও অধিকার। কিন্তু আজও আমরা নিগৃহীতা এবং শিক্ষা ও সভ্যতার সামান্যতম অংশ হইতেও বঞ্চিতা। আমরা গভীর লজ্জার সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, পাকিস্তান হওয়ার পর আট বছর অতীত হইতে চলিল, দেশের সমগ্র যুবসমাজের অর্ধেক এই নারী-যুবশক্তির শতকরা একজনও লিখিতে-পড়িতে পারে না। তদুপরি সিলেট মেয়ে কলেজ ও কামরুন্নেসা মেয়ে কলেজ, ইডেন স্কুল, বরিশালের একমাত্র ছাত্রী নিবাস, জগন্নাথ কলেজে মেয়েদের অধ্যয়নের ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে সরকার এক বিরাট অভিযান চালাইতেছে। অথচ আলবেনিয়ার ন্যায় মুসলিম রাষ্ট্রের ১৯৪৫ সনে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হওয়ায় ১৯৪৬ সালের শেষে একমাত্র পেশার জেলায় শতকরা ৭৫ জনের নিরক্ষরতা দূর হইয়া যায়। স্কুটারী জেলায় ১৯৪৬-এর মাঝামাঝি ২৩,০০০ মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িতে আসে। এই রূপে বিভিন্ন

স্বাধীন দেশে আমাদের বোনেরা যখন শিক্ষাদীক্ষার উন্নত হইয়া দেশের ও সমাজের উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করিতেছে, তখন আমাদের, পাকিস্তানের নারী সমাজের ভাগ্যে জুটিতেছে অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও সামাজিক দাসত্ব।

অর্থনৈতিক সংকট

পূর্ববঙ্গ তথা পাকিস্তানের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হইতেছে কৃষি। পাকিস্তানের শতকরা ৯২ জন অধিবাসীই কৃষক। যে পাট তাহারা গড়ে ৩০ টাকা দরে বিক্রয় করিতে তাহা আজ ১২ টাকায়, যে সুপারি গড়ে ৭৫ টাকা দরে বিক্রয় করিত তাহা আজ ১০ টাকা দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। তদুপরি সুপারির উপর প্রতি মণে ১০ টাকা। /০ আনা শুল্ক ধার্য্য হওয়ায় সুপারি বিক্রয়ই হয় না। এভাবে পাকিস্তানের অধিবাসীদের নগদ আয়ের পথ ভীষণভাবে সঙ্কুচিত হইতেছে, অন্যদিকে দৈনন্দিন ব্যবহারের দ্রব্যাদি তাহাদিগকে অগ্নিমূল্যে ক্রয় করিতে হইতেছে। বিগত কয় বছরে দ্রব্যমূল্য মানের সূচকসংখ্যা (**ওহফবী হঁসনবৎ**) হইতে এই তথ্য সহজেই জানা যায়।

১৯৩৯ সনে দ্রব্যের গড়পড়তা মূল্য ছিল ১০০

১৯৪৮ সনে দ্রব্যের গড়পড়তা মুল্য ছিল ৩৭৪ } পাকিস্তান পার্লামেন্টে প্রদত্ত
১৯৪৯ সদে দ্রব্যের গড়পড়তা মূল্য ছিল ২১৪ } অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতা হইতে

আজ একদিকে পাট, সুপারি, তামাকের দাম দ্রুত কমিয়া কৃষকের আয় ভয়ানকভাবে হ্রাস পাওয়ায় ও অপরদিকে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পাকিস্তানের অধিবাসীগণ আজ তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

আমরা পাকিস্তানের যুবসমাজ আশা করিয়াছিলাম যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে সরকার সমস্ত দেশে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার প্রচলন করিয়া বৃটিশ আমলের কুশিক্ষা ও অজ্ঞতা দূর করিবেন কিন্তু তার পরিবর্তে আজও দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ১১ জন। প্রাইমারী স্কুল বাড়াইবার পরিবর্তে সরকার শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ স্কুল- এক মাত্র চট্রগ্রাম জেলায় ৮৪৪টি, নাটোরে ৪০০টি- উঠাইয়া দিয়া শিক্ষাব্যবস্থার সংকোচ করিতেছেন। সরকার আজ শিক্ষা খাতে ৫.৬ ভাগ ব্যয় বরাদ্দ করিয়া যুদ্ধ খাতে দেশের সম্পদের শতকরা ৭২ ভাগ ব্যয় করিতেছেন।

তদুপরি সরকার পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের মাতৃভাষার দাবীকে উপেক্ষা করিয়া আমাদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করিতেছেন। বিশেষত অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পাকিস্তানের শতকরা ৬২ জনের মাতৃভাষা বাংলা ভাষার দাবীকে উপেক্ষা করিয়া উর্দু চাপাইতেছে এবং আরবী হরফে বাংলা শিখার উদ্ভট পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য অজস্র অর্থের অপচয় করিতেছেন। আমরা বিশ্বাস করি উর্দূ ও বাংলা একত্রে রাষ্ট্রভাষা হইলে পাকিস্তান দুর্ব্বল হইবে না। এবং আমরা আরও বিশ্বাস করি যে আরবী হরফে বাংলা লিখার ব্যবস্থাকে আমাদের উপর চাপাইয়া দিলে আমরা দেশের যুবক সমাজ চিরদিনের জন্য অজ্ঞতা ও অশিক্ষার অন্ধকার ডুবিয়া যাইব; আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি পথ রুদ্ধ হইবে।

স্বাস্থ্য

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে বর্তমান সরকার দেশের যুবসমাজের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই, যুবসমাজের জন্য ব্যায়মাগার, ক্লাব, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার খাতে টাকা খরচ না করিয়া মিলিটারী, পুলিশ ও বিদেশ ভ্রমণে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছেন। কুখাদ্য ও ভেজাল খাদ্য খাইয়া এবং কঠোর

পরিশ্রমের দরুন পাকিস্তানের যুবশক্তি আজ দৈহিক দিক দিয়া হীনবল, অকালমৃত্যু আমদের ভাগ্য। আমাদের গড়পড়তা আয়ু আজও ২৬ বছর। অর্থাৎ আমরা পরিণত যৌবন লাভ করার পূবের্বই মৃত্যুবরন করি।

দমননীতিতে বিভীষিকা

আমরা যুবসমাজ আশা করিয়াছিলাম পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু আজ যখনই আমরা নিজেদের কোন দাবী বা সমাজের উন্নতির জন্য কোন আন্দোলন বা সংগঠনে সমবেত হই, তখনই সরকার আমাদের উপর দমন নীতি প্রয়োগ করেন। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, পাকিস্তান পুলিশের ধর্মঘট, লাহোর বাটা শ্রমিকের ধর্মঘট, করাচী ডালমিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর শ্রমিক ধর্মঘট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নতম বেতনভোগী কর্মচারীদের সমর্থনে ছাত্রদের ধর্মঘট, মেডিকেল ছাত্রদের ধর্মঘট প্রভৃতি ন্যায্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর সরকারী দমন নীতির তীব্র কশাঘাত আমরা পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তানের যুবসমাজ আজও ভুলি নাই। মেডিকেল ছাত্রদের ও ডাক্তারদের দাবীর প্রতি সরকারের অনমনীয় মনোভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি ''ভুখা'' চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের বরখাস্তের ব্যাপারও গভীর ক্ষোভের সহিত আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

সরকারের দমন নীতির কোপে পড়িয়া আজ পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রবাদী শত শত যুবক-যুবতী কারাগারে আবদ্ধ। সরকারী দমন নীতির দরুন স্বাধীনভাবে সভা-সমিতি করার বা সংগঠন গড়ার অধিকার আমাদের নাই। নিষ্ঠুর সরকারী দমন নীতির ফলে আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা আজ বিপর্য্যস্ত। তাই আজ আমাদের পাকিস্তানের যুবসমাজের জীবনে সামাজিক অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও দৈহিক এই চতুবির্বধ সংকট নামিয়া আসিতেছে। আমাদের সমাজের অর্থনীতিতে বিদেশী পুঁজির প্রাধান্য আজও অব্যাহত। আমাদের গ্রাম্য অর্থনীতিতে জমিদারী প্রথার নাগপাশ আজও অক্ষত। আমাদের দেশের শিল্প নাই, গণতান্ত্রিক অধিকার নাই। বেকারীর দুঃসহ জালায় আমরা জর্জরিত ও আমাদের দেহ মন স্বাস্থ্য আজ হীনবল। বর্তমান সরকারের নীতিই আমাদের দেশের যুবশক্তির এই মহা সংকটের কারণ।

যুদ্ধ সংকট ও আমলা

উপরন্তু আমরা গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে সাম্রাজ্যবাদী সংকট এড়াইবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ দুনিয়াব্যাপী আর এক মহাযুদ্ধ বাধাইতে সচেষ্ট। নিষ্ঠুর যুদ্ধের আঘাতে কোরিয়া আজ বিধ্বস্ত। প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সারা এশিয়াতে এবং দুনিয়াব্যাপী এই যুদ্ধের আগুন ছড়াইয়া দিতে চায়। তাহারা দুনিয়াকে গ্রাস করিতে চায়। আমরা গভীর আতঙ্কের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহও আমাদের দেশকে এই যুদ্ধে জড়াইতে চাহিতেছে। আমাদের যুবসমাজের বেকারীর ও দুর্দ্দশার সুযোগ লইয়া প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা আমাদিগকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের খোরাক হইবার জন্য সৈন্যদলে চাকুরীর লোভ দেখাইতেছে।

আমরা পূর্ববঙ্গ তথা পাকিস্তানের যুবসমাজ নিজেদের দেশের স্বাধীনতার জন্য সবর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমরা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে আমরা কখনও কামানের খোরাক হইব না। আমরা জানি যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ফল, সেই ৫০ সনের মন্বন্তরে হইতেও ভয়াবহ মন্বন্তর যে মন্বন্তরে আমরা আমাদের ৩৫ লক্ষ মা-ভাই-বোনকে হারাইয়াছি। আমরা জানি যুদ্ধের অর্থ আমাদের স্কুল-কলেজে আবার মিলিটারীর আস্তানা, আমরা জানি, যুদ্ধের অর্থ ৫০ সনের মত আমাদের শত শত নারীর ইজ্জতহানি, আমরা জানি, এবার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে গুলি ও বোমার আঘাতে আমাদের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির ধ্বংস হইবে। যুদ্ধের এই বিপদ সম্পর্কে আমরা যুবক সমাজ সচেতন হইয়াছি। আমরা পাকিস্তানের যুবসমাজ চাই স্বাধীনতা; শান্তি, সুখ ও উন্নত জীবন।

সরকারী আত্মরক্ষা বর্ম

অথচ জাতীয় জীবনের এই সমুদয় পুঞ্জীভূত সমস্যা ও সংকট সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন তুলিলেই সরকার আত্মরক্ষার একাধিক প্রকারের বর্ম পরিধান করিয়া থাকেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল শিশুরাষ্ট্রের দোহাই। কিন্তু

সেই দোহাই এর স্বরূপ আজ জনসাধারণের কাছে উদঘাটিত হইয়াছে। তাই আজ ''শিশু রাষ্ট্রের'' কথা আমরা শুনিতে পাই না। আজ আবার নূতন ধরনের বুলি তাহারা আওড়াইতেছেন। আমরা দেশের কোন সমস্যার কথাতুলিতে গেলেই আমাদিগকে আখ্যা দেওয়া হয়- ''রাষ্ট্রের শত্রু বা রাষ্ট্রদ্রোহী''। কোন প্রকার সমস্যার সমাধান হইতে বিলম্ব ঘটিতেছে কেন, এইরূপ প্রশ্ন করিলেই তর জওয়াব স্বরূপ সরকার হইতে বলা হয় ''ইসলামী শরিয়তের বিধান মতে ইহা করিতে হইবে সে কারণে দেরী হইতেছে''। (এইখানে একটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছো করিঃ ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী এই কি রাষ্ট্রনায়কের কর্তব্য যে ভুখা কর্ম্মচারী তাহাদের ক্ষুধার কথা জানাইলে তিনি তাহাদের ক্ষুধা কমাইবার চেষ্টা না করিয়া ক্ষুধা বাড়াইবার চেষ্টা করিবেন?) পাকিস্তানের গঠনতন্ত্রের ব্যাপারে একাধিক সরকারী মুখপাত্র হইতে আমরা অনুরূপ জওয়াবই পাইয়াছি। তদুপরি রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতক নাজিমউদ্দিন কায়েদে আজমের দোহাই দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে ছাড়েন নাই।

ইসলামের নামে আজ আট বৎসর যাবৎ আমাদের নেতারা জনসাধারণকে, অনেক ভাওতা দিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের রাজনৈতিক কাজকর্ম্ম, তাহাদের ''প্রোগ্রামে'' তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের সাথে যোগাযোগ কতটুকু তাহা দিন দিনই আমাদের দেশবাসীর নিকট পরিষ্কার হইয়া পড়িতেছে। ইসলামের প্রতি জনসাধারণের যে ভালবাসা আছে তাহা আমাদের নেতারা জানেন, তাই তাহারা ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই বারংবার ইসলামের বুলি আওড়াইতেছেন, অর্থাৎ ''ইসলাম'', ''রাষ্ট্রদ্রোহী'', ''রাষ্ট্রের শত্রু'' প্রভৃতি বুলি সরকার যে কোন আন্দোলনের মুখে আত্মরক্ষার বর্মরূপে এবং গণদাবীকে চাপা দেওয়ার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা পাকিস্তানের যুবসমাজ স্পষ্ট ভাষায় গোষণা করিতে চাই যে আমাদের রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে, আত্মসর্বস্ব নেতাদের বাগাড়ম্বর দ্বারা নয়। পাকিস্তানের যে রঙ্গিন স্বপ্ন আমরা দেখিয়াছিলাম নেতাদের কার্য্যকলাপ তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার দায়িত্ব আমাদের যুবসমাজকেই লইতে হইবে।

আমরা ইতিহাসের ধারা হইতে ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে দেশের যুবসমাজ তথা দেশের জনসাধারণ কোন দিন দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় নাই। বরং মুষ্টিমের প্রতিক্রিয়াশীর সুবিধাবাদী নেতাদের এক অংশ বহিঃশত্রুদের হাতে দেশকে তুলিয়া দিয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধে আমরা দেখিয়াছি ঐ সমুদয় লোকই দেশের স্বাধীনতাকে ফ্যাসিবাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। অপরদিকে দেশের যুবসমাজ তথা দেশের জনসাধারণ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিয়া আজাদী প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মিশর, পারস্য, তিউনিসিয়ার সংগ্রামী যুবসমাজ এই কথারই প্রমাণ দিবে।

আমাদের ঘোষণা ও দাবী

আমরা তাই ঘোষণা করিতেছি যে

১। আমরা যুদ্ধ চাই না। দুনিয়ার যুবসমাজ আজ যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিতেছে। তাহাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিব। সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের কামানের খোরাক হইব না। আমরা দাবী করিতেছি যে আমাদের সরকার যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াক।

এ কথাও আমরা ঘোষণা করিতে চাই- এটম অস্ত্র হইতেছে আক্রমণের অস্ত্র, মানুষকে ব্যাপকভাবে নিশ্চিহ্ন করার অস্ত্র। তাই আমরা দাবী করিতেছি এটম অস্ত্রকে বিনাশর্তে অবৈধ ঘোষণা করা হউক এবং এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরী করার জন্য তারপর কঠোর আন্তর্জতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হোক।

যে সরকার প্রথম কোন দেশের বিরুদ্ধে এটম অস্ত্র ব্যবহার করিবে, সেই সরকার মানবজাতির শত্রুতা করিবে, আমরা তাহাকে যুদ্ধ অপরাধে অপরাধী মনে করিব।

আজ আমরা ইহাও লক্ষ্য করিতেছি যে দুনিয়ার গুটিকয়েক রাষ্ট্র এশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি মানুষকে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং ঐপনিবেশিক দেশগুলির আজাদীয়র আন্দোলন ভীত সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা মারমুখো হইয়া ঐ সব দেশে রক্তের স্রোত বহাইয়া দিতেছে। আমরা এই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে দৃঢ় আওয়াজ তুলিতে চাই এবং আজাদী সংগ্রামে নিযুক্ত আমাদের কোটি কোটি ভাই-বোনদের অভিনন্দন ও অকুণ্ঠ সমর্থন জানাই।

২। আমরা চাই পাকিস্তান বৃটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ করুক এবং পাকিস্তানে স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কায়েম হউক, যাহাতে প্রত্যেকটি ভাষাভাষী প্রদেশ পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ভোগ করিবে; প্রত্যেকটি উপজাতি পাইবে কৃষ্টির স্বাধীনতা ও স্থানিয় স্বায়ত্তশাসন; জাতি-ধর্ম্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি নাগরিক ভোগ করিবে সমান নাগরিক অধিকার এবং আরবী হরফহীন বাংলা হইবে রাষ্ট্রভাষা।

৩। আমরা চাই বেকারীর অবসান এবং জাতি-ধর্ম্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক যুবক-যুবতীর চাকুরী ও সৎভাবে জীবিকার্জনের নিশ্চয়তা, বেকারদের জন্য সরকারী ভাতা।

৪। আমরা চাই প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার ও যুক্ত নির্বাচন।

৫। আমরা চাই দেশের নিরক্ষতা দূরীকরণ, শিক্ষার উন্নতি যুদ্ধ খাতে ব্যয় কমাইয়া শিক্ষার জন্য বর্দ্ধিত হারে ব্যয় বরাদ্দ, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, প্রয়োজন অনুসারে মেয়েদের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ও প্রাপ্তবয়স্ক অশিক্ষিত যুবসমাজের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা, স্কুল-কলেজের উন্নতি, ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসস্থল বৃদ্ধি ও ছাত্র-বেতন হ্রাস।

৬। আমরা চাই যুবসমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য শহরে ও গ্রামে সরকার কর্ত্তৃক প্রচুর পরিমাণে পাঠাগার, ক্লাব ও খেলাধূলার ব্যবস্থা এবং বর্তমানে যে সমস্ত পাঠাগার ও ক্লাব আছে সেইগুলিতে সরকারী সাহায্য, মেয়েদের জন্য পাঠাগার ও ক্লাবের ব্যবস্থা।

৭। আমরা চাই জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সরকার কর্ত্তৃক প্রভূত পরিমাণে ব্যয় বরাদ্দ- শহরে ও গ্রামে প্রচুর চিকিৎসালয় ও ব্যায়মাগার স্থাপন।

৮। আমরা চাই বিনা খেসারতে জমিদারী, জায়গীরদারী প্রথার উচ্ছেদ ও কৃষকের হাতে জমি।

৯। আমরা চাই শ্রমিকের জীবনধারণের উপযোগী মজুরী, দৈনিক ৮ ঘন্টা হিসাবে সপ্তাহে ৪৪ ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারণ। শ্রমিক যুবকদের জন্য খেলাধূলা, পাঠাগার ও ক্লাবের ব্যবস্থা।

১০। আমরা চাই সমস্ত বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্তকরণ, বড় বড় শিল্পগুলির জাতীয়করণ।

১১। আমরা চাই যুবসমাজের জন্য সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও অস্ত্র বহন করিবার অধিকার।

১২। আমরা চাই সমস্ত দাসত্বমূলক আইনের প্রত্যাহার, বিনা বিচারে আটক রাখার কানুন নাকচ, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণীর- শ্রমিকের, কৃষকের, মধ্যবিত্তের, ছাত্রদের, মেয়েদের, চাকুরেদের নিজ নিজ সংগঠন গড়ার, সভাসমিতি করার ও মত প্রকাশের পূর্ণ ও অবাধ অধিকার। প্রত্যেকটি দলের নিজ মতানুযায়ী কাজ ও মত প্রকাশ করিবার বৈধ অধিকার।

১৩। আমরা চাই দেশের প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্ম পালন করার পূর্ণ অধিকার, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্ম ও অন্যান্য অধিকার রক্ষার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা।

১৪। আমরা চাই সকল প্রকার প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান।

উপরোক্ত দাবী দল-মত-ধর্ম-নির্বিশেষে পাকিস্তানের প্রত্যেকটি যুবক-যুবতীর দাবী। উপরোক্ত মৌলিক দাবীগুলি কায়েম করিতে পারিলে দেশের সমস্ত যুবসমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির নিশ্চয়তা হইবে এবং পূর্ববাংলা তথা সারা পাকিস্তান ধনে, জনে, শিল্পে, শিক্ষায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।

ঐক্য ও প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা প্রয়োজন

আমরা জানি যে, দেশের যুবসমাজের তথা সমস্ত সমাজের উন্নতির জন্য মূল প্রয়োজন- রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সরকারী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন ও মৌলিক পুনর্গঠন। সেই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপরোক্ত কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে দল-মত-ধর্ম-নির্বিশেষে পাকিস্তানের সমগ্র যুবসমাজ যুবলীগে যোগদান করিয়া পাকিস্তানের সর্বত্র শক্তিশালী যুব আন্দোলন গড়িয়া তুলুন।

আমরা জানি যে, আমাদের পথ সহজ নয়। বহু বাধা, কায়েমী স্বার্থের রক্ষচক্ষু ও অত্যাচার আমাদের এই জয়যাত্রার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে কিন্তু দেশের যুবসমাজ অসাধারণ শক্তির অধিকারী। মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত ও ঐক্যবদ্ধ যুবশক্তি অসাধ্য সাধন করিতে পারে। তার জন্য চাই যুবসমাজের ঐক্য ও প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা।

দুনিয়ার যুবশক্তি ও আমরা

দুনিয়ার দেশে দেশে আজ যুবশক্তির অতুলনীয় অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। দেহে অমিত শক্তি ও মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া তাহারা আজ আগাইয়া চলিয়াছে স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। আসুন আমরা পাকিস্তানের যুবসমাজ দল-মত-ধর্ম-নির্বিশেষে তাহাদের সাতে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া অগ্রসর হই। আমাদের জীবনের সর্ববিধ উন্নতি ও পাকিস্তানকে স্বাধীন, সুখী ও সমৃদ্ধশালী করার জন্য আমরা চাই স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতন্ত্র। আমরা চাই দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান।

পাকিস্তানের যুবশক্তি জিন্দাবাদ।

পাকিস্তানের যুবশক্তি ঐক্যবদ্ধ হউন।

বিশ্বের যুব আন্দোলন দীর্ঘজীবী হউক।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলা ভাষার বিভিন্ন সরলীকরণ প্রচেষ্টার একটি নমুনা ও তার প্রতিক্রিয়া	নও বাহার (সাপ্তাহিক)	মার্চ, ১৯৫১

সম্পাদকীয়ঃ

গণ-শীকখা পরীশদঃ*

আর কিছু হউক না হউক দুর্নীতি দমন বিভাগের ডি,আই,জি জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেবের কল্যাণে পূর্ব-পাকিস্তানে ভাষা, হরফ এবং বানানের সংস্কার খুব দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। 'উশ্রী' জলপ্রপাতের মতই এই সংস্কারের ধারা গৈরিক নিস্রাবে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য ও সংস্কৃতির শ্যামল ক্ষেত্রের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। 'উশ্রীরৎ পাদদেশই সম্প্রতি ''গণ-শীকখা পরীশদ'' স্থাপিত হইয়াছে। ভাষা, হরফ এবং বানানের সংস্কার শেষ হইয়া যাওয়ার পর জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেব এখন ''গণ-শীকখা'' লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছেন। এই পরীশদ হইতে তিনি নিম্নলিখিত এশতেহার জারী করিয়াছেন।

USREE, Ramna
DACCA

To

The Manager,
Presidency Printing Works
Dacca.

Dear Sir,

Kindly send 3 or 4 intelligent Compositors of yours to attend the evening classes at the headquarters of Council of Mass Education at 7-17 P.M. to get lessons from us regarding the use of the reformed Bengali Script. It is expected that if they attend these classes for only 3 days, the compositors will be able to compose correctly any matter in old Bengali by themselves.

This is very necessary as your press is on the way and work of the fortnightly, Kajer Katha, will start straightary-(?)

Yours faithfully,
Sd. ABUL HASANAT
Joint Secretary.
Council of Mass Education.

Copy forwarded to the Editor. Nao Bahar. with reference to your request in our request in our Memo, dated 7-3-51 and to the resolutions of the meetings requesting them to print at least some matter regularly in their papers or journals. It is requested that they should also send their compositors for lessons like-wise so that some columns of their papers or journals may be composed in reformed script.

Sd. ABUL HASANAT
Joint Secretary.
Council of Mass Education.

অন্য আর একটি এশতেহারে তিনি বলিতেছেন :

15-3-1951.

Dear Sir.

I'm quoting here-under copy of a report on two meetings of leading intellectuals and public men and Resolutions passed by them. I would request the favor of your lending support to the noble cause in all ways possible Your Co-operation will inspire us to go ahead.

The NEW SCRIPT may kindly be given a trial in columns of newspapers, journals, etc owned, edited or supported by you with IMMEDIATE FFFF.CT as per Resolution No. 2.

Further literature on our activities is also enclosed.

Yours faithfully.
Sd. ABUL HASANAT
7-3-1951.

পূর্ব পাকিস্তানে কে রাজা, কে প্রজা, কে শাসক, কে শাসিত- কিছুই বুঝা যায় না। গত ১৯৪৯ সালে গভর্ণমেন্ট একটি ভাষা-কমিটি (লেংগুয়েজ কমিটি) নিযুক্ত করেন, প্রায় দেড় বৎসর পর এই কমিটি নাকি তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেব সেই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। কমিটির রিপোর্ট এখনো সরকারের বিবেচনাধীন। কাজেই এই সম্বন্ধে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। দেশের কবি-সাহিত্যিক এবং অন্যান্য চিন্তাশীল মনীষীরাও কমিটির সুপারিশগুলি সম্বন্ধে একমত নহেন। অথচ এই অবস্থায় জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেব তাঁর এই খেয়ালী ভাষা, হরফ এবং নূতন বানান চালু করিয়া দিতেছেন এবং সরকারী হুকুমের ঢং-এ সমস্ত পত্রিকা ও প্রেসকে নূতন হরফে এবং নূতন বানান পদ্ধতিতে ছাপা শুরু করিতে আদেশ দিতেছেন। ভাষা-সংস্কার কমিটির সুপারিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত হইলে সরকারই তখন তাহা চালু করিবার জন্য চেষ্টিত হইবেন। তাহার আগেই কোন ব্যক্তিবিশেষ এরূপ নির্দেশ দিতে পারেন, ইহা আমাদের জানা ছিল না। এরূপ কার্য্য শাসনতন্ত্রের নিয়মানুবর্তিতার বরখেলাফ। রিপোর্ট দাখিল করিবার সংগে সংগে ভাষা-কমিটির মেম্বারদিগের কার্য্য খতম হইয়াছে। বাকী কাজ গভর্ণমেন্টের। জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেবের এইসব নির্দ্দেশের পিছনে গভর্ণমেন্টের কোন সম্মতি আছে কিনা, আমরা জানিতে চাই। যদি না থাকে, তবে আমরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি।

জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেব কলিকাতা এবং ঢাকার প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। সেই লাইব্রেরী হইতে নাকি পাক্ষিক পত্র ''কাজের কথা'' বাহির হইবে। এই সব কর্ম-তৎপরতার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি, বুঝা যাইতেছে না। একটা খামখেয়ালীর ভাব সর্বত্র বিরাজমান। উপরের উদ্ধৃত ইংরেজী অংশগুলির ভাষা, শব্দ-বিন্যাস এবং ব্যাকরণ রীতির মধ্যেও যথেষ্ট চন্দ্রালোকের ছাপ পড়িয়াছে। আবুল হাসানাৎ সাহেব বাংলা ব্যাকরণকে মানেন না বলিয়া ইংরাজী ব্যাকরণকেও বৃদ্ধাংগুলি দেখাইয়াছেন দেখিতেছি, প্রথম চিঠির শেষোক্ত প্যারাই তার প্রমাণ। তাঁর মত বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা অধিকতর শালীনতা আশা করি।

এই প্রসংগে পূর্ব-পাক গভর্ণমেন্টের নিকটও আমাদের আরজ, জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেবকে পুলিশের ডি,আই,জি, পদ হইতে অপসারিত করিয়া ভাষা সংস্কারে ও গণশিক্ষার ডি,আই,জি, পদে নিযুক্ত করুন। তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা যখন এই দিকেই রহিয়াছে, তখন তাঁহাকে কেন অনর্থক ডি,আই,জি পদের গুরুদায়িত্ব দিয়ো আটক রাখা হয়? ইহার ফলে তাঁহার নিজের সরকারী কাজও তিনি ভালভাবে করিতে পারেন না। তবে গভর্ণমেন্টের পলিসী যদি এমন হয় যে, এক পদে থাকিয়া অন্য পদের কাজ যিনি যত করিতে পারিবেন, তিনি ততই সুযোগ্য কর্ম্মচারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাহা হইলে আমাদের আর কোন আপত্তির কারণ রহিবে না। তখন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি লেখাপড়া জানেন না। শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারীর কাজ হইবে নাটক লেখা, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাজ হইবে সাহিত্য ও কাব্য লইয়া রসালাপ করা, ইনকামট্যাক্স অফিসারের কাজ হইবে মাসিক পত্র বাহির করা, আর পুলিশের কাজ হইবে ভাষা সংস্কার করা। সেই রূপ পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট-এর কাজ হইবে কোন কিছু পাবলিশ না করা। এরূপ হইরে আমাদের কিছুই বলিবার নাই।

গভর্ণমেন্টের নিকট আমরা জানিতে চাই জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেবের এই সব কার্য্যের পশ্চাতে তাঁহাদের কোন সম্মতি (চেংসান) আছে কিনা। যদি থাকে, তবে নিশ্চয়ই আমরা জনাব হাসানাৎ সাহেবের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিব এবং অচিরেই ২-৪ জন কম্পোজিটার পাঠাইয়া দিব- যাহাতে নূতন হরফে ও বানান অনুযায়ী মাত্র তিন দিন কম্পোজিং শিখিয়া আসিয়াই নির্ভুলভাবে পূরাতন রীতি অনুসারেই তাহারা কম্পোজ করিতে পারে। কি অপূর্ব তেলেছমাৎ, কিন্তু আমাদের মনে হয়, কম্পোজিটারেরা ইহাতে রাজী হইবে না। ভুল বানান নির্ভুলভাবে শিখিবার ভুল তাহারা কেন করিবে?

*** পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলা ভাষার উপর বিভিন্ন ধরনের আঘাত হানা হয়। ভাষাকে সরলীকরণ বা আরবী হরফে বাংলা পরিবর্তনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে। এখানে এই প্রচেষ্টাটিকে নমুনা হিসেবে দেওয়া হয়েছে।**

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উর্দূ ভাষাকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার পক্ষে বক্তব্য	মাহে নও	জুলাই, ১৯৫১

উর্দূর ভূমিকা
ফজলুর রহমান

উর্দূ বিভিন্ন ভাষার উপাদানের একটা সংমিশ্রণ এবং যারা উর্দূকে মাতৃভাষা বলে দাবী করেননি তাঁরাও উর্দূর তরাক্কীর পথে অনেক খোরাক জুগিয়েছেন। পাক-ভারত উপমহাদেশের ভাষার ক্ষেত্রে উর্দূ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণকে এক গ্রন্থিতে সংযুক্ত করেছে। বিরোধী সমালোচকরা যাই বলুক না কেন প্রথম উর্দূর মধ্যেই এই উপমহাদেশের আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হয়েছিল। বিভিন্ন ভাষা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে যে উর্দূ তার সার্বজনীন গ্রহণ ক্ষমতা দ্বারাই ইহা সম্ভবপর হয়েছে। উর্দূ সাহিত্যে যদিও কিছুটা আভিজাত্যের ছাপ আছে, তবু উর্দূ ভাষার দেশের জনগণের সংগে অতি নিকট সম্পর্ক রয়েছে। তার জন্যই উর্দূ কৃতিত্বের সংগে ও হিন্দু শাসকদের মারাত্মক আক্রমণের মোকাবেলা বৃটিশ ও জনগণের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে।

আমাদের এই গোলযোগপূর্ণ ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর আমাদের ভাবী বংশধরগণ কতকগুলো অপূর্ব অবদানের জন্য পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসের এই মুসলমান যুগটিকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।

প্রথমতঃ- স্থায়ী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার জন্য দায়ী এই আদর্শ শাসন ব্যবস্থার ফলে দেশের পৃথক পৃথক অংশগুলো একই গ্রন্থিতে সংযোজিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ- দুনিয়ার কতকগুলো অতি সুন্দর স্থপতি শিল্পের জন্য।

তৃতীয়তঃ- উর্দূ ভাষার ক্রমবিকাশের জন্য এই ভাষা আঞ্চলিক বাধা বিদূরিত করে দূর-দূরান্তের জনগণের নৈকট্য সাধন করেছে ও স্বাধীনভাবে আলাপ-আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদান করার সুযোগ দিয়েছে। শেষোক্ত দানটি প্রথমোক্ত দুইটার চাইতে অধিক স্থায়ী, কারণ শেষ পর্যন্ত বস্তুগত অলংকার অপেক্ষা সাহিত্য এবং কৃষ্টিই মনুষ্যজীবনে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যায়। বস্তুগত অলংকার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়; কিন্তু আদর্শ ও ভাবধারা বেঁচে থাকে।

ভাষা স্বতন্ত্রভাবে সমৃদ্ধশালী হয় না। ব্যবহারকারী জনগণের বাণীই ভাষা। কাজেই মুসলমানদিগকে একটা জাতি হিসাবে টিকে থাকার সংগ্রাম আর উর্দূকে জিইয়ে রাখার সংগ্রাম একই কথা। লক্ষ লক্ষ অমুসলমানের ভাষা ছিল এই উর্দূ কিন্তু দেশ বিভাগের পূর্বে তারা উর্দূর দাবীকে প্রকাশ্যভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করতে থাকে ও ইহার মর্যাদাহীন করতে প্রবৃত্ত হয়। এই সংগ্রামে উর্দূই এই উপমহাদেশের মুসলিম তমদ্দুন ও তাহজীবের সাহিত্য ভাণ্ডাররূপে পরিগণিত হয়েছিল। যে সকল মুসলমান উর্দূকে তাদের মাতৃভাষা বলে দাবী করেননি, তাঁরাও এ বিষয়টা উপলব্ধি করেছিলেন এবং উর্দূই তাঁদের জাতিত্ববোধের অন্যতম সহায়ক হয়েছিল।

ইতিহাস আজ উর্দূকে বিবিধ ভুমিকায় গ্রহণের ইশারা দিচ্ছে। উর্দূ আজ পাকিস্তান ভারতের মধ্যে মৈত্রী বন্ধনের সেতু নির্মাণ করছে এবং পাকিস্তান তার নিজের তরফ থেকেও এই সেতু অটুট রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমরা আশা করি, অপর দিক থেকে শুভেচ্ছাকারীরাও উর্দূর ঐতিহাসিক ও তামুদ্দুনিক বিশেষত্বের প্রশংসা করবেন।

পাকিস্তানে উর্দূর মাধ্যমেই আন্তঃপ্রাদেশিক আলাপ-আলোচনা ও সংবাদাদি আদান-প্রদান চলবে। উর্দূ যদিও এদেশের লোকের মাতৃভাষা নয়; তথাপি ইহা তাঁদের মৌলিক ভাবধারার উপরই প্রতিষ্ঠিত। এক দলের মতে পাঞ্জাব এবং অন্য দলের মতে সিন্ধু উর্দূর উৎপত্তি স্থান। সে যাই হোক, উর্দূ সর্বদাই আমাদের দেশের শিক্ষিত

লোকদের নিকট নিজ ভাষারূপে প্রিয় হয়ে রয়েছে। যুগ যুগ ধরে লাহোর ও ঢাকা উর্দূকে সমৃদ্ধিশালী করে রেখেছে। দেশ বিভাগের বহু পূর্ব হতে একমাত্র সিন্ধু ব্যতীত পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র স্কুল পর্যায় পর্যন্ত উর্দূকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। সিন্ধু প্রদেশেও উত্তরোত্তর উর্দূর জনপ্রিয়তা বেড়ে যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দূকে তাদের দ্বিতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে এবং আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, উর্দূ এবং বাংলা পরস্পরের সংমিশ্রণে উভয় ভাষাকেই সমৃদ্ধিশালী করবে।

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার অব্যবহিত পরে ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে করাচীতে পাকিস্তান এডুকেশনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে উর্দূকেই আমাদের দেশের জাতীয় ভাষা বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৮ সালের প্রথম ভাগে বাবায়ে মিল্লাৎ মরহুম কায়েদে আজম পূর্ব বংগে শুভাগমন করেন এবং তিনিও এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। পাকিস্তান এডুকশেনাল কনফারেন্স এবং এডুকেশন এডভাইজারী বোর্ড আরো সুপারিশ করেন যে, যে সকল এলাকায় উর্দূকে অবশ্য পঠনীয় বিষয়রূপে গ্রহণ করতে হবে। পূর্ব বংগ ও সিন্ধু প্রাদেশিক সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করেছেন এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করার কাজও আরম্ভ করে দিয়েছেন। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সমর্থনানুসারে শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইংরেজীর পরিবর্তে উর্দূকে শিক্ষার বাহন করার জন্যও সুপারিশ করেছন।

এ প্রসংগে আমি এ কথা বলতে চাই যে, প্রত্যেক ভাষাই তার নিজস্ব গতিশীলতা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং প্রত্যক ভাষার মান নির্ণীত হয় সাহিত্য এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে তার অবদান দ্বারা। সাহিত্যের প্রসার বিরাট হলেই চলবে না। মানুষের আত্মার সংগে সংযোগ স্থাপনের জন্য তার গভীরতার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া বিশ্ব সভ্যতার উন্নয়নের জন্য তার দান থাকা উচিত।

আমাদের আজাদী লাভের পর থেকেই উর্দূর উপর নতুন দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। উর্দূকে এই 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করতেই হবে। সর্বকালে গ্রহণীয় প্রাচীন উর্দূ সাহিত্য রক্ষার্থে আমাদের অনতিবিলম্বে যত্নবান হওয়া উচিত। পাকিস্তানেই প্রাচীন সাহিত্য পর্যায়ক্রমে মুদ্রিত হওয়া উচিত। আমার বিশ্বাস যে, আমাদের সাহিত্য প্রতিষ্ঠানগুলো এবং প্রকাশকগণ এই মহৎ কার্য্যে সহযোগিতা করবেন।

বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মাপকাঠি দিয়েই অতীতের রূপ নির্ণয় করতে হবে। সাহিত্যকেও ঐতিহ্যপূর্ণ হতে হলে তা পারিপার্শ্বিকতাকে এবং বর্তমানকালকে অতিক্রম করে বহু ঊর্ধ্বে উঠতে হবে অথচ তাদের সংগে সম্বন্ধও রক্ষা করতে হবে। ভাষাকে প্রগতিশীল হতে হলে জনগণের অনুভূতির বাহন হতে হবে। উর্দূর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে গোটা পাক-ভারত উপমহাদেশের একাধিক ভাষা থেকে শব্দ সঞ্চয়নের দ্বারা। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, উর্দূর মাধ্যমে পাকিস্তানের জনশিক্ষা প্রসারের সংগে সংগে তাতে বাংলা, সিন্ধি ও পোশত ভাষার শব্দেরও ছাপ থাকবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যারা উর্দূর শুভাকাঙ্খী তারা উর্দূর এই সার্বজনীনতাকে সম্ভাষণই জানাবেন। আমি আশা করি, আমাদের দেশের লেখক এবং বুদ্ধিজীবীগণ পাকিস্তানের বিভিন্ন আশা-আকাঙ্খা এবং সমস্যা দ্বারা প্রভাবান্বিত হবেন এবং উর্দূ সাহিত্যের তরক্কী সাধনে ব্রত হবেন।

আঞ্জুমানে তরক্কীয় উর্দূ ও ইহার অধ্যবসায়ী সভাপতি মৌলবী আবদুল হক সাহেবকে শুকরিয়া আদায় করে আমি আমার বক্তব্যের ইতি করতে চাই।

কথিত আছে যে, কোন একটা প্রতিষ্ঠান একটি ব্যক্তিত্বের প্রতিবিম্বস্বরূপ। আঞ্জুমান ও মৌলবী আবদুল হক সাহেবের মধ্যে যে সম্পর্ক সে সম্পর্ক এই স্বতঃসিদ্ধ পুরোপুরিভাবেই প্রযোজ্য। এই আঞ্জুমানের মারফত উর্দূর তরক্কীর জন্য তিনি আজীবন যে সেবা করেছেন, তা আমাদের সাহিত্য ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তার যোগ্য পরিচালনায় উর্দূ কনফারেন্স উর্দূ ভাষা ও সাহিত্যের তরক্কীর জন্য নতুন পথের সন্ধান দেবে।

১৯৫১ সালের ১৫ই এপ্রিল করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান উর্দূ কনফারেন্সে পাকিস্তান সরকারের বাণিজ্য ও শিক্ষাসচিব মাননীয় ফজলুর রহমানের উদ্বোধনী বক্তৃতা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব বাংলার লবণ সংকট	দৈনিক আজাদ ও পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার কার্যবিবরণী	অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৫১

১৯৫১ সনের লবণ সঙ্কট সম্পর্কে ঢাকা বণিক সমিতির সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন-এর বিবৃতিঃ

পূর্ব পাকিস্তানের লবণের দুষ্প্রাপ্যতার জন্যে প্রদেশের সর্বত্র গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। লবণের অভাবের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মহল বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কিন্তু সাধারণভাবে ইহার আসল কারণ কাহারও জানা নাই। তবে করাচী হইতে অপর্যাপ্ত সরবরাহই যে ইহার মূল কারণ তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সরকার নিযুক্ত লোভী আড়তদারদের অতিরিক্ত মুনাফা লোভই সম্ভবতঃ বর্তমান পরিস্থিতির কারণ। সরকারী হিসাব মতে পূর্ব পাকিস্তানে বার্ষিক ৭৫ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের বাসিন্দাগণ সাধারণতঃ সামুদ্রিক লবণ ব্যবহার করে না। তথায় বৎসরে মাত্র ৬ লক্ষ মণ লবণ খরচ হয়। ইহাও সর্বজনবিদিত যে, সরকার দেশী শিল্পকে উৎসাহ দানের জন্যে বাহির হইতে লবণ আমদানী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়ার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ৫টি লবণের কারখানা রহিয়াছে এবং তাহাতে বৎসরে ৫২ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও সেরূপ নামকরা কারখানা নাই। সুতরাং দেশে যে লবণ উৎপন্ন হয় তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত প্রয়োজন অপেক্ষা বৎসরে ৩৯ লক্ষ মণ লবণ ঘাটতি পড়ে। অর্থাৎ দেশের প্রয়োজনের তুলনায় পাকিস্তানে লবণ উৎপাদনের পরিমাণ খুবই কম। সুতরাং উপৎপাদন বৃদ্ধি বা বিদেশ হইতে লবণ আমদানী ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে দেশের প্রয়োজন মিটানো সম্ভবপর নয়।

সরকার কর্তৃক লবণ আমদানী বন্ধ হওয়ার পর হইতেই আমি লবণের নিশ্চিত ঘাটতি অনুমান করিয়াছিলাম। আমি সরকারকে ভারত এবং অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্র হইতে লবণ আমদানীর অনুমতি দানের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমার প্রস্তাব অনুযায়ীই গত এপ্রিল মাসে বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নয়ন পরিষদ বিদেশ হইতে লবণ আমদানীর অনুমতি দানের সোপারিশ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সরকার এ সম্পর্কে এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। ঢাকা বণিক সমিতি প্রায় একই সময় খাদ্য মন্ত্রীর নিকট অনুরূপ সোপারিশ জানাইয়াছিল। কিন্তু এ সম্পর্কেও এখন পর্য্যন্ত কিছু করা হয় নাই।

উৎপাদনের স্বল্পতা ছাড়া প্রদেশে লবণের বিলি ব্যবস্থাও যথেষ্ট ভালই রহিয়াছে। চট্রগ্রাম বন্দরে লবণ খালাস ও তাহা হইতে অন্যত্র চালান দেওয়ার ভার একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া।

এ সম্পর্কে আমি আরও জানাইতে চাই যে, পশ্চিম পাকিস্তান চা ও পানের অভাব থাকায় তথাকার বাসিন্দাগণকে বিদেশ হইতে এই উভয়বিধ দ্রব্য আমদানীর অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

স্বদেশী দ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে যাইয়া পূর্ববঙ্গের অধিবাসীগণকে এক সের লবণের জন্য যখন ২.০০ টাকা হইতে ৩.০০ টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে, তখন পশ্চিম পাকিস্তানের অদিবাসীগণ কোন যুক্তিতে বিদেশ হইতে পান ও চা আমদানী করিয়া নিজেদের ঘাটতি পূরণের অনুমতি পাইতেছে? একই পরিপস্থিতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নীতি গৃহীত হইতে পারে কিরূপে? এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, করাচীতে বর্তমানে মাত্র দুই আনা সের দরে লবণ বিক্রয় হইতেছে। [দৈনিক আজাদ, ২২-১০-১৯৫১]

গদী ছাড়

এইবার লবণের দুর্ভিক্ষ চরম আকার ধারণ করিয়াছে। সারা পূর্ববঙ্গ জুড়িয়াই লবণের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু চড়াদর ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। সের প্রতি দুই টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থানবিশেষে ষোল টাকায় পর্য্যন্ত লবণ

খরিদ করিতে লোক বাধ্য হইতেছে। এই অত্যাবশ্যকীয় এই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে জনসাধারণের দুর্দ্দশার অবধি নাই। তাই চারদিক হইতে কিছু কিছু সোরগোল উঠিয়াছে। আমাদের আফজল মন্ত্রী আবার বিবৃতি ঝাড়িয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকারে শৈথিল্য ও অব্যবস্থার জন্যই নাকি এই বিড়ম্বনা। [সাপ্তাহিক নও বেলাল- এ প্রকাশিত সম্পাদকীয়, ১-১১-১৯৫১]

Special motion regarding salt situation in the Province [2nd Nov., 1951]

The Hon'ble Mr. S. M. Afzal: Sir, I beg to move that this Assembly is of opinion that the salt situation in the province of East Bengal be taken into consideration.

Mr. Chairman, Sir, it was in August, 1950 that the Provincial Government noticed a rise in the price of salt. The rise in price appeared to be due to the monopolistic tendencies of the merchants supplying salt from Karachi. In order to counteract their activities the Provincial Government decided to promulgate statutory order to keep the price of salt at a reasonable level. Accordingly the East Bengal Salt Control Order was promulgated on the 30th August, 1950. The order provided for the fixation of wholesale prices and empowered the local dealers to distribute salt at prices fixed by Government, if this became necessary. The retail trade was excluded from the purview of this order on the ground that salt trade was being carried on by a very large number of persons of limited supplies in all the markets and hats of the province and that any attempt to control salt transactions may result in widespread corruption amongst the minor officials of the Civil Supplies Department. The above measure was considered by it self to be adequate. The Provincial Government, therefore, proposed that the Centre should increase the supply of salt within the Province and they should import salt on Government account. This could not be given effect to because the Central Government decided to trade in salt themselves. They promulgated the Sea Salt Control Order on the 13th November, 1950, under which the sale, purchase or procurement of salt came to be controlled by the Central Government.

Its import from foreign countries was also licensed. On the 14th December 1950, the Central Government launched the scheme for the monopoly procurement of sea-salt by them and for its shipment to East Bengal on their account. They also asked the Provincial Government not to take any action that the latter might be contemplating with respect to the supplies of salt to East Bengal. It was explained that there was a large accumulation of sea-salt in the Karachi Salt Works which was sufficient to meet the demand of East Bengal. We protested against the monopoly scheme because we were of the view that it was not a wise policy to supplant private importers altogether and assume the entire responsibility for supply. This was not heeded to.

Since December, 1950, the Provincial Government have been watching dispatches of salt from Karachi with considerable anxiety. During the period from January to May, 1951, 9,70,942 maunds of salt were received from Karachi against estimated requirement of 25 lakh maunds. This deficiency was brought to the notice of the Central Government in the middle of May and they were asked to plan dispatches in such a way that supplies exceeded 5 lakh maunds per month so that something was left over as reserve. Due, however, to difficulties in getting shipping space the Central Government could not speed up dispatches The deficiency noticed in May had been aggravated by July and

the Hon'ble Minister, Civil Supplies, accompanied by the Director-General personally discussed the matter with the Central Ministry and pressed for placing salt on O.G.L. Urgent reminders were sent to the Central Government to expedite dispatches from Karachi and to import from abroad. This was continued in September and the Central Government were asked again to place salt on O.G.L. The Director-General went to Karachi again in September to apprise the Central Government of the deteriorating position. Our suggestions for foreign import were turned down in the first week of October on the ground that foreign salt may not be cheaper and that the capacity for discharging the cargo at Chittagong and Chalna ports was strictly limited. They also informed us that arrangements were being made to charter foreign ships for the carriage of salt from Karachi to East Bengal even by paying higher freight.

Apart from departmental efforts the Hon'ble Prime Minster took up to question with the Central Government very strongly during his visit to Karachi. Salt ships began to arrive from the middle of October when the price of the commodity had already gone out of control. From the middle of October, we have been receiving salt ships in quick: succession and before the month was over we had 4 ships in Chittagong and 1 at Chalna with altogether 7,46,429 maunds of Karachi salt. We have also been informed that 6 other ships are sailing by middle of November with another 8,87,000 maunds. In addition, the Central Government are understood to be planning to import 10,00.000 maunds of salt from foreign countries and have assured the Province a regular supply of 7,00,000 maunds per month. According to this programme we will have received 16,33,000 maunds during the period of 6 weeks, from the 15th of October to the 30th November against a requirement of 9 to 10 lakh maunds. So we expect to have a reserve of over 5 lakh maunds by the end of November, 1951.

Meanwhile what supplies had been received in the month of October, 1951 were rushed to all the areas in the Province and the local officers were instructed to distribute salt at controlled prices. Some local officers had already been doing this others started distribution on receiving supplies. In all towns supplies were given through ration shops at prices ranging between As. 4 to As. 5 per seer and in rural areas supplies were sent through selected retailers and prices ranging between As. 4 to As. 6.were fixed. Due to the haste in which the distribution had to be organised there have been reports of black marketing even by merchants working under Government control. Every such case coming to the notice of Government was pursued and the offender punished.

Two employees of a wholesaler of Pirojpur have been arrested for selling salt in violation of the order issued by the Sub divisional Controller. Another wholesaler of Pirojpur was arrested for stealthily disposing of part of his stocks. Many more arrests had been made at other places. One wholesaler of Dacca who was found issuing salt on short weight has been blacklisted. Similar action has been taken in Mymensingh and other districts. All the officers have been instructed to take action against hoarders and have been told that good work done in this connection will be specially recognized by Government.

Apart from these measures action is being taken under the Public Safety Ordinance against merchants selling salt at scandalously high prices. We take the opportunity of

warning ail merchants against their unsocial activities and would inform the public that Government contemplate to take very strong action against black marketers.

We have now the latest reports received from Sub divisional Officers and Sub divisional Muslim Leagues. According to these reports nowhere the free market price was above Rs. 6 per seer. Now the situation is almost under control. I would like to take the indulgence of the House to read out the prices reported by some agencies.

This was when the price was very high but now the price has gone down.

Name of places.	*Price per seer*
Narayanganj...	Rs.2
Munshiganj..	Rs. 4 to 6.
Manikganj	Rs. 3 to 4.
Cox's bazar...	Rs. 6 to 8.
Rangamati...	Rs. 4 to 5.
Noakhali...	Rs.2
Feni..	Rs. 3 to 5.
Tippera...	Rs. 3 to 5.
Chandpur..	Rs. 3 to 4
Brahmanbaria..	Rs. 2 to 2-8.
Mymensingh town..	At the controlled rate.
Netrokona...	Rs. 4 to 5.
Jamalpur..	Rs. 2 to 4 or 5.
Tangail...	Rs.2 to 4.
Iswarganj...	Rs.2 to 2-8.
Sunamganj...	No report.
Habiganj..	Rs. 2 to 3.
Barisal...	No report
Pirojpur...	Rs. 3.
Patuakhali..	Rs. 2 to 5.
Faridpur...	Rs. 1-4 to 2-8.
Madaripur..	Rs. 6
Gopalganj..	No report.
Goalundo...	Rs.2.
Kushtia..	As. 4 to. Rs. 2.

Chuadanga..	As. 12 to. Re. 1.
Meherpur..	No. report.
Jessore..	As. 12.
Magura...	As. 6.
Jhenidah...	Re. 1-4.
Khulna..	As. 12 to. Re. 1.
Satkliira..	As. 10.
Bagerhat...	No. report.
Rajshahi..	Re. 1.

From Bogra I have not received any report. Rajshahi-Re. 1. Naogaon-12 annas. Natore-12 annas to. Re. 1, Chapai-Nawabganj 4 annas to.7 annas. Dinajpur-6 annas to. Re. 1. Rangpur-14 annas. Nilphamari-7 annas to 8 annas. Gaibandha-8 annas to Rs. 2. Kurigram-Re, 1, Pabna-4 annas to. Rs 2. Serajganj-Rs.2 to. Rs. 2-8. Bogra-8 annas to. Re.l. I asked the Subdivisional Officers and the Secretaries of the Muslim League to inform me as to the highest price of salt in their areas. They have said that now at the present moment the prices is under control and in every town control has been introduced and in the rural areas also this control system is going to be introduced. It has been suggested that the Provincial Government were responsible for distributing-salt that was supplied from Karachi. We do not shirk this responsibility. Supply was, however, so far below the requirement and so there was little salt available for distribution. During the months, January to September, we have received 25 lakh 78 thousand maunds against the minimum requirement of 45 lakh maunds per human consumption alone. With this meagre supply distribution could not possibly make salt available to all. With a view to increasing supplies further and to provide a reserve we have established Letter of Credit in Calcutta far the impart of 4 lakh maunds of salt from India. Unfortunately, however, export of salt from that country is under license and this is causing delay. We are also planning to import 15 lakh maunds of salt from foreign countries, an our own account, addition to Central Government's imports and, for that purpose, we are in touch with the Central Government.

Mr. Mir Ahmed Ali: Mr. Chairman, Sir, এত অল্প সময়ের মধ্যে ১৫ই অক্টোবর তারিখে কায়েদে মিল্লাতের শাহাদাতের পর আমাদের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেল সেটা সবাই জানেন। সেটা গোপনীয় কথা নয়। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্য্যন্ত লবণের দাম এই রকম হয় নাই। গ্রামে গরীবদের দূর্দ্দশার সীমা নাই। তাদের বুক ভেঙ্গে গেছে। তাদের কান্না যে কেউ শোনে না সে কথা বলাই বাহুল্য। আগুনে ঝাঁপ দিলে যে পরিমাণ না জলে দুঃখীর আর্তনিনাদ তার চেয়ে বেশী জ্বলে। ১৬ টাকা সের লবণ বিক্রয় হ'ল তাতে গরীবের কোটি কোটি টাকা সর্বনাশ হয়ে গেল।

আমি বলতে চাই যে, ঐ সময় আমার Premier সুযোগ্য Nurul Amin সাহেব করাচীতে চলে গেলেন। তিনি ৭/৮ লক্ষ মণ লবণের যোগাড় করে এসেছেন। সে জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু তাঁকে বলতে হবে যে কেন এই লবণ সঙ্কট হ'ল। এই Ministry গরীবের ministry, এটা বড় লোকের ministry নয়। গরীবকে কেন ১৬ টাকা সেরে লবণ কিনতে হ'ল? কেন সময়মত লবণ আমদানী করা হ'ল না। লবণ ত

আমাদের বিদেশ থেকে আনতে হয় না। নিজ দেশের লবণ কেন সময় মত আনা হ'ল না। যখন লবণ কমে আসছিল তখন Civil Supply Minister সাহেব কোথায় ছিলেন? করাচীতে এই ব্যাপার সম্বন্ধে **বহয়ঁরৎু** হওয়া দরকার। বাঙ্গালী লবণ অভাবে মরে নাই তবে কষ্ট হয়েছে যথেষ্ট।

রসুলুল্লাহকে আল্লাহ বলেছেনঃ ''হে মোহাম্মদ, পাল্লা ঠিক রাখ।'' নেকি বদি পাল্লায় ওজন হবে। লবণের সের ১৬ টাকা হ'ল। আমার প্রধান মন্ত্রী পাগল হয়ে চলে গেলেন করাচীতে। আমি বলি আমার দেশে প্রচুর লবণ আছে। Search করুন। লবণ বের হবে। পুলিশ লাগিয়ে দিন। আমি প্রধান মন্ত্রী ও Civil Supply Minister সাহেবকে বলব যে লবণ Control করলে চলবে না। যেখানে control সেখানে অভাব। আমার কথা হচ্ছে যে, আপনারা ঈমান ঠিক রেখে প্রাণপণ চেষ্টা করুন। আপনারা চাষীর মন্ত্রী, গরীবের মন্ত্রী। আপনারা প্রাণপণ চেষ্টা করুন। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবকে force করুন। আমি চাই যারা এই সমস্ত neglect করেছে তাদের সরিয়ে দিন Department থেকে। তাদের থাকবার দরকার নাই। তাদের জন্য আপনার বদনাম হয়। আমি জানি Civil Supply Minister সাহেব অনেক অফিসারকে punishment দিয়েছেন। কেন আজ দোষী অফিসারদের ছেড়ে দেওয়া হ'ল? কেন ৫০ লক্ষ মণের জায়গায় ৫ লক্ষ মণ লবণ আসল?

যখন লিয়াকত আলী খানসাহেবের মৃত্যু হ'ল তখন লবণের মূল্য ১৬ টাকা সের হ'ল। সত্যিকারের বিপদ পাকিস্তানে হচ্ছে। ভয় করবেন না। আপনি ভয় করবেন না। এ বিপদ কেটে যাবে। লবণের অভাব দূর করুন। tax বাদ দিন। যাতে লোকে কম মূল্যে লবণ পায় সেই চেষ্টা করুন। এই আমার নিবেদন।

Mr. Benode Chandra Chakraborty : Mr. Chairman, Sir, আমাদের সরবরাহ সচিব লবণ সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা শুনে বাস্তবিকই আমার মনে হ'ল যেন তিনি ব্যর্থতার এক করুণ কাহিনী বর্ণনা করছেন। তিনি লবণের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, Central government-এর অব্যবস্থার দরুন এই সংকট উপস্থিত হয়েছে। তাঁর এই কৈফিয়ৎ শুনে দেশের লোক সুখী হতে পারবে না। এই দেশের কর্ত্তৃত্বভার যাঁদের উপর ন্যস্ত রয়েছে, তাঁদের দায়িত্বও কম নয়। এই বিরাট পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের সুখ, দুঃখ অভাব অভিযোগ সমস্ত কিছু দেখাশুনা দায়িত্বভার যাঁরা গ্রহণ করেছেন, আজ তাঁদের এই করুন কাহিনী শুনে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হতে পারবে না। লবণ সঙ্কট সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা পূর্বের্ব যখন সরবরাহ সচিবকে বলেছিলাম তখন তিনি warning অগ্রাহ্য করে বলেছিলেন যে লবণের সরবরাহ ব্যবস্থা তাঁরা যেভাবে টিক করলেন তাহা না করলে লবণ সঙ্কট দূর হবে না। আজ Central Government-কে দায়ী করলেও আমি বলতে বাধ্য যে Central এবং Provincial Government-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার দায়িত্ব Provincial Government-এরই উপর। সেজন্য আমি বলব যে Provincial Government তার দায়িত্ব পালনের অক্ষম হয়েছে। এই দারুণ লবণ সঙ্কটের দিনেও আমরা সরবরাহ সচিবের কোন **ঝঃধঃবসবহঃ** ইতিপূবের্ব পাই নাই- কাজেই বলতে হয় যে তিনি তার দায়িত্ব এ যাবৎ এড়িয়ে গিয়েছেন। সমস্ত দোষ Central Government-এর উপর চাপান সত্ত্বেও স্বভাবত এই কথাই মনে হয় যে Provincial Government-ও তার দায়িত্ব পালন করতে পারে নাই। পূর্ব বঙ্গে প্রতি বৎসর কত লবণের প্রয়োজন তা সরবরাহ সচিবের নিশ্চয়ই জানা আছে। আমরা দেখছি অনবরত এটা না একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আছি। কোন সময় চাউলের অভাব, কোন সময় চিনির অভাব, আবার কোন সময় তেলের অভাব একটা না একটা অভাব লেগেই আছে। আমাদের অভাবের জন্য দায়ী কে? অনেক লোভী ব্যবসায়ী এই লবণের অভাবের সময় উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে অনেক অর্থলাভ করেছে। গভর্ণমেন্ট তাদের নিবৃত্ত করতে কোন চেষ্টা করেন নাই। গভর্ণমেন্টের হাতে Public Safety Ordinance রয়েছে, যা তাঁরা সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারেন। তাছাড়া গভর্ণমেন্টের হাতে আরও অনেক ক্ষমতা রয়েছে যার দ্বারা ইচ্ছা করলেই এইসব অতি লোভীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু তা তাঁরা করেন নাই লবণ আমদানীর কথা অনেকদিন হইতে শুনছি কিন্তু লবণ আজও এসে পৌঁছায়নি। আমরা বুঝতে পারছি না লবণের দাম আরও বাড়বে কিনা। দেশে রীতিমতো প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ না করতে পারলে যে উদ্দেশ্যে¨ Civil Supply Department সৃষ্টি করা হয়েছে তা ব্যর্থ হয়েছে। আমার মনে হয়

Civil Supply Department– এর কর্মচারীদের দুর্নীতিমুক্ত করতে না পারলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমবে না এবং অভাবও কখনও মিটবেনা। আমরা অনেক সময় দেখি, যে সব শহরে চিনির Rationing ব্যবস্থা রয়েছে সেই সব শহরেও সময় সময় চিনির অভাব হয়, এমন কি ক্রমান্বয়ে ২/৩ সপ্তাহ চিনি পাওয়া যায়না। শহরেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে গ্রামাঞ্চলের কথা সহজেই বুঝতে পারেন। যে জিনিষ Civil Supply-এর আওতায় নেওয়া হয় সেই জিনিষেরই অভাব হয়, এর অর্থ আমরা বুঝতে পারিনা। Civil Supply Department-এর দ্বারা লবণ সরবরাহের ব্যাবস্থা করলে লবণের অভাব শীঘ্র মিটবে না। বরং যে পরিমাণ লবণ পূর্ব বঙ্গের জন্য প্রয়োজন তা পূর্বাহ্নে আমদানী করে বাজারে ছেড়ে দিলে ফল ভাল হবে। এতে জনসাধারণের হয়রানিও কমবে এবং গভর্ণমেন্টেরও কোন অসুবিধা ভোগ করতে হবে না। আজ মাসাধিককাল যাবৎ লবণ সঙ্কটের দরুন দেশের সকল শ্রেণীর লোককেই কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। আজ যদিও দেশে জনসাধারণ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে তাহলেও এমন একদিন আসবে যখন তারা চুপ করে থাকবে না। এখন হয়তো জনসাধারণের সংঘবদ্ধ হবার শক্তি নাই; কিন্তু এমন দিন চিরকাল থাকবে না। দেশের এই সঙ্কটকালে বর্তমান সরকার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন নাই। তাঁরা যে যুক্তি দিয়েছেন তাতে জনসাধারণ তুষ্ট হতে পারে নাই। গভর্ণমেন্ট জনসাধারণকে এমনভাবেই চেপে রাখতে চান যাতে কোন প্রকার অসুবিধাতেও তার মাথা যেন না তুলতে পারে। আজ লবণ সঙ্কটের দিনে যাদের হাতে কিছু টাকা আছে তারা, Black marketing করে বহু টাকা রোজগার করছে। এখনও শুনেছি অনেক স্থানে মুসলিম লীগের কোন কোন President এবং Vice-President- রাও Black marketing করেছে।

Mr. Chairman (Al- haj Janab Sharfuddin Ahmad): MR. Chakraborty, in course of your speech you cannot mention any political party. You need not say anything about Muslim League.

Mr. Benode Chandra Chakraborty: যা সত্য কথা, আমি তা বলেছি। আপনার চক্ষে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যই আমি এই কথা বললাম। গলদ যা আছে তা আপনারা শোধরাবার ব্যাবস্থা করুন। আমি Muslim League Organization- এর দোষ দেই নাই। আমি বলেছি এমন অনেক লোক আছেন যারা এই লবণ সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে বহু টাকা লাভ করেছেন। আমি জানি লবণ সঙ্কট চিরদিন থাকবে না। কিন্তু যদি জনসাধারণ নিষ্ক্রিয় হয়েই বসে থাকে তাহলে লবণ সঙ্কট পার হয়ে গেলে আবার নতুন এক সঙ্কট এসে উপস্থিত হবে। প্রাদেশিক সরকার যদি দেশের লোকের খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহ করতে না পারেন তা'হলে তাঁদের এ দায়িত্বভার ত্যাগ করে যারা সক্ষম তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। এমনভাবে আর অধিককাল দেশের নিরীহ জনসাধারণকে কষ্ট দেবার কোন অধিকার তাঁদের নাই।

Mr. Chairman (Al- haj Janab Sharfuddin Ahmad): Mr. Lahiri, will you able to finish within 5 minutes?

Mr. Provas Chandra Lahiri: No. Sir.

The Hon'ble Mr. Nurul Amin: If Mr. Lahiri cannot finish his speech within 5 minutes, he may finish it within 10 minutes. We may wait for another minutes at best.

Mr. Provas Chandra Lahiri: জনাব চেয়ারম্যান সাহেব, সরবরাহ সচিব লবণ সম্পর্কে যে বিবৃতি দিলেন তা আমরা শুনলাম। ব্যাপার দেখা যায় যে রাষ্ট্রের দুই প্রান্ত থেকে দুইজন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি দুই রকম কথা বলছেন। আমাদের সরবরাহ সচিব বলছেন যে, আমাদের যেটুকু লবণের প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকার সে পরিমাণ লবণ সরবরাহ করেনি। লবণ সরবরাহে পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার হাতে নিয়েছেন অথচ সরবরাহ করতে পারেননি। ৩১শে অক্টোবর তারিখের পাকিস্তান অবজারভারে আছে Mr. Fazlur Rahman, Pakistan's Minister for Commerce told the *Pakistan Observer* about the shortage of salt

in East Bengal and its prices are very exaggerated. He said that the Central Government had a placed salt in a large quantity at the disposal of the Provincial Government for distribution. It is the responsibility of the provincial Government to arrange the fair and proper distribution of the salt in the Province, he added."

জনাব ফজলুর রহমান Press Reporter- দের কাছে এই বিবৃতি দিয়েছেন । যদি এই বিবৃতি সত্য হয় তাহলে সম্পূর্ণ দায়িত্ব পূর্ববঙ্গ সরকারের। তিনি বলেছেন যে যথেষ্ট পরিমাণ লবণ সরবরাহ করা হয়েছে, পূর্ববঙ্গ সরকার Fair distribution করতে পারেননি, তাঁদের গাফিলতির জন্য দাম বেড়েছে। আর একটা কথা তিনি বলেছেন লবণের দাম exaggerate করা হয়েছে। একথা যদি সত্য হল তাহলে ফজলুর রহমান সাহেব এখানে উপস্থিত থাকলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম যে দাম কি পরিমাণ বাড়লে সেটাকে exaggerate বলা যেতে পারে। সরবরাহ সচিবের বিবৃতিতে সর্বোচ্চ মূল্য রয়েছে ৬ টাকা সের। যে লবণ দুই আনা ১০ পাই হতে চার আনা সের দরে বিক্রি হ'ত তার দাম যদি ৬ টাকা হয় তাহলে কত গুণ হয়েছে? সরবরাহ সচিব তাঁর বিবৃতিতে রাজশাহীতে লবণের সের ১ টাকা বলেছেন, আর নবাবগঞ্জে লবণের সের আট আনা বলেছেন। অনুসন্ধান করে দেখুন যে Border এলাকায় দাম কত, কারণ সেইসব জায়গায় লবণ অন্য রাষ্ট্র থেকে smuggled হয়ে আসে। রাজশাহী বা নবাবগঞ্জে দাম কম বলে মন্ত্রী মহাশয় আনন্দ প্রকাশ করেছেন; রাজশাহী বা নবাবগঞ্জে চোরাকারবারীরা smuggle করে এনে লবণ বিক্রি করছে, তাই দাম সস্তা। এতে যদি আমরা আনন্দ প্রকাশ করি তাহলে চোরাকারবারীদের সমর্থন করা হবে। অন্য জায়গা থেকে চোরাকারবার করে লবণ আনছে তারা অসাধু, তাদের যদি প্রশ্রয় দেন তাহলে তারা যখন অর্থের বিনিময়ে দেশের সমস্ত জিনিষ পার করে দেবে, তখন তাদের অসাধু বলার আর মুখ থাকবেনা।

সংবাদপত্রে দেখা যায় নানা জায়গায় লবণের দর ভীষণভাবে বেড়ে গিয়েছে। বেশী দূর নয় এই নরায়ণগঞ্জে লবণ ১৫/১৬ টাকা সের। শুনলাম নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে ২জন লোক লবণ খেয়ে মারা গিয়েছে- প্রকাশ হয়েছে লবণের ভিতর Bone dust মিশানোর ফলেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। (Voice: কোথায়?) এ ঘটনা হয়েছে বেশী দূর নয় এই নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে। গর্ভণমেন্ট একটু খোঁজ করলেই জানতে পারবেন। আজ চট্টগ্রাম থেকে খবর এসেছে যে সেখানে ভেজাল লবণ খেয়ে লোকে পেটের অসুখে ভুগছে। সরবরাহ সচিবের দেশ বরিশালের রির্পোট সেখানে লবণের সঙ্গে চিনি মিশান হচ্ছে। এই উপলক্ষে আমার একটি গল্প মনে পড়ে গেল। এক জায়গায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সেখানে এক ঠাকুর মহাশয় থাকতো, খেতে পেতো না। তার এই অবস্থা দেখে তার এক শিষ্য তাকে বললো ''ঠাকুর মহাশয়, আপনি আমাদের দেশে চলুন সেখানে জিনিষপত্র সস্তা।'' এই কথায় ঠাকুর মহাশয় তার শিষ্যের বাড়ীতে গেল। শিষ্য বাজারে গিয়ে ঠাকুর মহাশয়ের জন্য নানা রকম জিনিষ কিনে আনলো। ঠাকুর মহাশয় শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলো এসব জিনিষের দাম কত। শিষ্য উত্তর দিল যে এখানে সব জিনিসের দাম এক আনা। চা'ল মুড়ি ও মুড়কি সব জিনিসের এক আনা দাম। ঠাকুর মহাশয় তো এই কথা শুনে তল্পীতল্পা গুটিয়ে রওনা হলেন। শিষ্য জিজ্ঞাসা করলো যাচ্ছেন কেন? ঠাকুর মহাশয় বলল যে যেখানে মুড়ি মুড়কির দাম একদর সেখানে থাকবো না। সেই অবস্থা দাঁড়িয়েছে আমাদের এখানে-লবণে ভেজাল চিনি আর চিনিতে ভেজাল লবণ এবং গর্ভমেন্টকে গালাগালি করে লাভ নেই। আমার এই সম্পর্কে প্রস্তাব হচ্ছে যে ২টি scheme নিতে হবে। একটি short term আর একটি long- term । প্রথমে short- term নেওয়া দরকার, পরে long- term scheme হবে। short-term scheme বিষয়ে বলতে চাই যে, immediately পশ্চিমবঙ্গ হতে, ভারত হতে directly আনা হোক এবং পশ্চিম বঙ্গে লবণ এখানে আনতে গেলে করাচী হয়ে জাহাজ তারপর এখানে আসবে, এ নীতি বন্ধ করুন। সরাসরি লবণ আমদানীর ব্যবস্থা করুন। আর স্বরাষ্ট্র সচিবের হাতে পুলিশ আছে। কার ঘরে লবণ মজুত আছে তা তাঁর জানা উচিত। পুলিশ দিয়ে মজুত লবণ বের করে জনসাধারণের মধ্যে যাতে বিলি হয় তার বন্দোবস্ত করা উচিত। long- term scheme সম্বন্ধে বলবো যে, এই পূর্ববঙ্গে লবণ তৈরীর ব্যবস্থা করুন। এ সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে বারবার বাজেট বক্তৃতায় বলে

আসছি। Proceedings তোলা ছাপা হয় না। (হচ্ছে, ছাপা হচ্ছে) কয় বৎসরের হয়েছে? বাজেট অধিবেশনে আমরা যে প্রস্তাব করি তা তো আপনারা আর দেখেন না। আমরা যে সব প্রস্তাব দিয়েছি সেই অনুসারে লবণ তৈরীর ব্যবস্থা করুন। নোয়াখালীতে বা সমুদ্র তীরে অনেক লবণ তৈরী হ’ত। কায়েদে মিল্লাত লিয়াকত আলী খান যখন ভারতের অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন তখন তিনি লবনের উপর tax তুলে দিয়েছিলেন; জানি না কে আবার tax বসান হয়েছে। Income- tax ইত্যাদির জন্য নোয়াখালী, চট্রগ্রাম ইত্যাদি জায়গায় যে, লবণ তৈরী হ’ত তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেগুলো receive করে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ লবণ তৈরী হতে পারে বা সরবরাহ হতে পারে তার ব্যবস্থা করুন এবং সে জন্য long- term scheme করুন। সর্ব্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকারের control ভেঙ্গে দিন। আপনারা শক্ত হ’ন। আপনারা পূর্ববঙ্গের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বলুন যে আমাদের প্রয়োজনীয় লবণ তৈরীর জন্য তোমাদের লবণের উপর ট্যাক্স রহিত করতে হবে এবং লবণ decontrol করতে হবে। লবণের পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

আজ লবণের সমস্যা দেখা দিয়েছে; এরপর সরিষার তেল, কেরোসিন তেল এবং নারিকেল তেলের সমস্যা এসে পড়লো বলে। সরিষা তেলের দাম দিন দিন বাড়ছে। পরিষদের অধিবেশন আর থাকবে না। তখন আপনারা একভাবে না একভাবে চালিয়ে যাবেন। প্রকাশ্যভাবে বাইরে আমাদের কিছু বলবার উপায় নাই; Special Power Ordinance ঘাড়ের উপর ঝুলছে। আপনারা হয়ত নির্ব্বিবাদে চালিয়ে যাবেন, কিন্তু তার বিষময় ফলের চিন্তা করবেন।

Mr.Chairman (Al-haj Janab sharfuddin Ahmed): The house stands adjourned till 3 p.m. tomorrow.

ADJOURNMENT

The Assembly was then adjourned at 8-10 p.m. on Saturday, the 3rd November, 1951.

.

শিরেনাম	সূত্র	তারিখ
নাজিমউদ্দিনের ভাষা সংক্রান্ত বক্তৃতা	দৈনিক আজাদ	২৮শে জানুয়ারী, ১৯৫২

ভেদাভেদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে রাষ্ট্রের খেদমতে আত্মনিয়োগ করুন

পল্টন ময়দানের জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর আহবান। প্রদেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা বর্ণনা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

‘‘আজও সীমান্তপারের হুমকির অবসান হয় নাই। পাকিস্তানকে নিরাপদ ও শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে সর্বপ্রকার ভেদাভেদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।’’

গতকল্য অপরাহ্নে পুরানা পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খওয়াজা নাজিমুদ্দিন দেড় ঘন্টাব্যাপী বক্তৃতায় জনসাধারণের প্রতি উপরোক্ত আহবান জানান।

খওয়াজা নাজিমউদ্দিন মরহুম কায়েদে আযমের বাণী উদ্ধৃত করিয়া ঐক্য, বিশ্বাস ও শৃংখলার মধ্য দিয়ে সকলকে জাতি ও দেশ গঠনের আহবান জানান।

প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমীন এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা বেতারে প্রচার করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী জনাব খওয়াজা নাজিমউদ্দিন তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, কায়েদে মিল্লাত মরহুম লিয়াকত আলীর মৃত্যুর পর আমার স্কন্ধে যে গুরুদায়িত্ব আরোপিত হইয়াছে সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে হইলে পাকিস্তানের জনসাধারণের সহযোগিতাই আমার একমাত্র কাম্য। যাঁহারা পূর্ব পাকিস্তানকে সুদৃঢ় করিতে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন,যাঁহারা আমার সকল সময়ের সাথী হিসেবে আমার সহিত কাজ করিয়াছেন এবং যাঁহাদের উপদেশে আমি উপকৃত হইয়াছি আজও আমি তাহাদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করি। আমার সহিত তাঁহারাও যে জাতির ও দেশের খেদমতের জন্য সবসময় প্রস্তুত আছেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক পাকিস্তানী যদি স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে থাকিয়া দেশ ও জাতির খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন, আমার গুরুদায়িত্বভার অনেকখানি লাঘব হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানে এ যাবৎ যে সমস্ত উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিবার পূর্বে জনাব খওয়াজা নাজিমুদ্দিন দৃঢ়তার সহিত বলেন,‘‘প্রাদেশিক সরকার প্রদেশে জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ করিয়া মোসলেম লীগের নির্বাচনী ওয়াদা পালন করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গ সরকারকে এ জন্য আমি মোবারকবাদ জানাইতেছি।’’

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘এ যাবৎ পূর্ব পাকিস্তানের কোনই উন্নতি সাধিত হয় নাই বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, এমনকি কোন কোন সংবাদপত্রেও এইরূপ সমালোচনা হইয়া থাকে। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নতির কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেনা। এমনকি সফরে আগত বিদেশী প্রতিনিধিরাও পূর্ববঙ্গের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রদেশের উন্নতির জন্য সরকারী সাহায্য

অতঃপর প্রধানমন্ত্রী বলেন যে এই প্রদেশের উন্নতিকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার বর্ত্তমান বৎসরে বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। পূর্ববংগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে

প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে জনাব খওয়াজা নাজিমুদ্দিন বলেন, পাকিস্তানকে আমরা এছলামী রাষ্ট্ররূপে গঠন করিতে যাইতেছি এবং যে এছলামে কোনরূপ কুসংস্কার বা ভেদাভেদ নাই সেই রাষ্ট্রে কেমন করিয়া প্রাদেশিকতার বীজ বপন করা চলিতে পারে?

তিনি বলেন যে, মরহুম কায়েদে আযম বলিয়াছেন যে প্রাদেশিকতাকে যে বা যাহারা প্রশ্রয় দেয় তাহারা পাকিস্তানের দুশমন।

পাকিস্তানের ভাষা সম্পর্কে জনাব খওয়াজা নাজিমুদ্দীন মরহুম কায়েদে আযমের বক্তৃতা উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, প্রদেশের ভাষা কি হইবে তাহা প্রাদেশবসীই স্থির করিবে কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে উর্দূ। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, একাধিক রাষ্ট্রভাষা থাকিলে কোন রাষ্ট্রভাষা শক্তিশালী হইতে পারে না। সভার প্রারম্ভে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমীন পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি নর-নারীর পক্ষ হইতে প্রধানমন্ত্রী জনাব খওয়াজা নাজিমুউদ্দিনকে সংবর্ধিত করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
একুশে ফেব্রুয়ারী: আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জী	একুশে ফেব্রুয়ারী (সংকলন)	ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

একুশের ইতিহাস
কবির উদ্দিন অহমদ

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে ১৯৪৮ সনে ঢাকার অগ্রণী ছাত্রসমাজ ও সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবীরা প্রথম আওয়াজ তুলেছিল। তখন থেকেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সেদিনও ছাত্র সমাজ যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, সরকারের চূড়ান্ত দমননীতি নেমে এসেছিল তাদের উপর। ছাত্র জনতার দুর্বার শক্তির সন্মুখে বিশ্বাসঘাতক নাজিমুদ্দিন সরকার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। তিনি পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীকে স্বীকার করে প্রস্তাব পাশ করেছিলেন ও গণপরিষদের কাছে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা আন্দোলনে ধৃত সকল বন্দীদের মুক্তি দিয়ে এবং অন্যতম কর্মী ও নেতৃবৃন্দের উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করে ঢাকার অবাঞ্চিত পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়েছিলেন।

১৯৪৮ সনের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের পর প্রায় চার-চার বছর (১৯৫২) কেটে গেছে। কিন্তু রাষ্ট্রভাষার দাবীকে সর্ম্পূণ ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে, নাজিমুউদ্দিন সরকার তার নিজের প্রতিশ্রুতিও ভঙ্গ করেছে। লীগ সরকারের এমনি বিশ্বাসঘাতকতাই জনসাধারণের মনে পুঞ্জীভূত অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল।

২৬ শে জানুয়ারী

পাকিস্তানের রাজনৈতিক আবর্তের প্রবাহচক্রে নাজিমুউদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন। ১৯৫২ সনে পূর্ববঙ্গ সফরকালে ২৬শে জানুয়ারী পল্টন, ময়দানে এক জনসভায় তিনি পুনরায় নির্লজ্জের মত ‘‘উর্দূই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র-ভাষা হবে’’ বলে ঘোষণা করলেন। এই বক্তৃতা প্রদেশের অসন্তোষ-ভরা জনমনকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ঢাকায় এবং প্রদেশের সর্বত্র তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সভা-সমিতির মধ্য দিয়ে সংঘটিত প্রতিবাদ উঠতে লাগলো দিকে দিকে।

৩০শে জানুয়ারী

নাজিমুদ্দিনের স্বৈরাচারী ঘোষণার প্রতিবাদে ঢাকার ছাত্র-সমাজ সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলবার সংকল্প গ্রহণ করলো। ৩০শে জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পূর্ণ ধর্মঘট ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র সভা করে রাষ্ট্রভাষা বাঙলার দাবীকে সামগ্রিক কণ্ঠে পুনরুত্থান করল। এই পুনরুত্থাপনের নেতৃত্ব গ্রহণ করল ‘‘ বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র-ভাষা কমিটি’’। ১৯৪৮ সনের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের নির্যাতিত ছাত্র-কর্মীরা নাজিমুদ্দিনের বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ উপলদ্ধি করতে পেরে ভাষা আন্দোলনকে জীইয়ে রাখার জন্যে জনাব আবদুল মতিনকে আহবায়ক করে ‘‘বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি’’ গঠন করে। এই রাষ্ট্রভাষা কমিটিই প্রতি বৎসর ১১ই মার্চ ‘‘রাষ্ট্রভাষা দিবস’’ উদযাপন করতে এবং এই কমিটিই ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনকে প্রথম সংগঠিত রূপ দেয়।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ

সেই ৩০শে জানুয়ারী বৈকালে বার লাইব্রেরী হলে ঢাকার ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহবায়ক নিযুক্ত করে একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠন করা হয়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী

এই সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হবার পর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে প্রায় ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর এক সুদীর্ঘ মিছিল বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে করতে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। বৈকালে কর্মপরিষদের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জননেতা মওলানা ভাসানী, আবুল হাশেম ও অন্যান্য রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতারা লীগ সরকারের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার তীব্র নিন্দা করেন এবং বাংলা ভাষার দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম সংগ্রাম চালাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সেই দিনই, ২১শে ফেব্রুয়ারী অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার দাবীতে প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহবান দেওয়া হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রস্তুতি

৪ঠা ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সাধারণ ধর্মঘটের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচার প্রস্তুতি চলতে থাকে। ঢাকার রাজনৈতিক আবহাওয়াকে কেন্দ্র করে সমগ্র প্রদেশের জনমনে তখন বিক্ষোভের আগুন জ্বলতে থাকে। স্বরাজোত্তর কালে সরকার বিভিন্ন উৎপীড়নমূলক নীতির মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে যে প্রাণধ্বংসী ক্ষয়ক্ষতির ভয়াবহতা সৃষ্টি করেছিল, তারই প্রত্যক্ষ আঘাতের ফলে জনসাধারণে সৃষ্টি খুলে গেছে, অন্ধ মোহ কেটে গেছে। এমনি পরিস্থিতিতে ভাষার কণ্ঠরোধ করার নতুন ষড়যন্ত্র তাদের অসন্তোষকে দ্বিগুণতর করে দিয়েছে। সমগ্র প্রদেশ তখন প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে। দিন দিন অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

একদিকে ২১শে ফেব্রুয়ারীর জন্য জনসাধারণের ধর্মঘটের প্রস্তুতি অন্যদিকে ঐদিনই পূর্ববঙ্গ সরকারের বাজেট অধিবেশন উপলক্ষে গণ-শক্তির ভয়ে ভীত সরকার নিজেদের অসহায় মনে করে ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি থেকে ক্রমাগত এক মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারী করল।

সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা শহরের আবহাওয়ার অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দিল। রিক্সাওয়ালা, গাড়ীওয়ালা, দোকানদার থেকে শুরু করে ছাত্র, কেরাণী, অফিসার ও রাজনৈতিক মহল পর্যন্ত সর্বত্র প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হলো। সকল মহলেই ১৪৪ ধারার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, সারা শহরময় একটা থমথমে ভাব বিদ্যমান থাকে।

একদিকে চূড়ান্ত সরকারী দমননীতি অন্যদিকে জনসাধারণের তীব্র অসন্তোষ-এমতাবস্থায় কর্তব্য নির্ধারণের জন্য ''সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের'' এর জরুরী সভা আহবান করা হল। সঙ্গে সঙ্গে সলিমুল্লাহ হলের ছাত্ররাও এক জরুরী বৈঠক সমবেত হয়ে পরিস্থিতির ব্যাপক পর্যালোচনা করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সংগ্রামের কৌশল নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সদস্যদের মধ্যে তুমুল বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। জনাব ওলী আহাদ পরিস্থিতির সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিলেন যে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলনে অগ্রসর না হলে ভাষা আন্দোলনের এখানেই অনিবার্য মৃত্যু ঘটবে, আর সরকারী দমননীতির নিকটও বশ্যতা স্বীকার করা হবে, সর্বোপরি জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। ইতিমধ্যেই সলিমুল্লাহ হলের ছাত্রদের সভা থেকে দুইজন প্রতিনিধি সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সভায় এসে উক্ত হলের ছাত্রসাধারণের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সর্বসম্মত অভিমত জানিয়ে দেয়। এতদসত্ত্বেও উক্ত সভার অধিকাংশ সদস্যই সরকারী দমননীতিকে মেনে নেওয়ার পক্ষে মন্তব্য করেন এবং অবশেষে ১১-৪ ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, যদি ছাত্র ও জনসাধারণের কোন অংশ সর্বদলীয় কর্মপরিষদের এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলন চালিয়ে যায় তবে স্বাভাবিকভাবেই এই সর্বদলীয় কর্মপরিষদ বাতিল হয়ে যাবে বলে ধরে নেওয়া হবে।

২১শে ফেব্রুয়ারী

এই দিন সকাল থেকেই শহরের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একটা চরম ঘৃণা ও ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। কর্মীদের প্রবল প্রচারকার্যের ফলে জনসাধারণের মধ্যে আগে থেকেই ধর্মঘটের অনুকূলে মনোভাব সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। কর্মীদের প্রচেষ্টায় শহরের সকল অঞ্চলের দোকান-পাট, গাড়ী-ঘোড়া, যানবাহন ও স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। বেলা ১২টার মধ্যে সকল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এসে হাজির হলো। প্রায় সাড়ে ১২টার সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জনাব গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠীত হল। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহবায়ক জনাব আবদুল মতিন আন্দোলনের পূর্বাপর পর্যায়ও ১৪৪ ধারা প্রবর্তনের ফলে উদ্ভূত বিশেষ সঙ্কটজনক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেন এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মতামতের উপরই ১৪৪ ধারা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন।

তখনই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে জনাব শাসমসুল হক ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করে শান্তি পূর্ণভাবে আন্দোলন চালাবার জন্য বৃক্ততা দিলেন। কিন্তু ছাত্রদের আন্দোলন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখে বিপর্যস্ত হয়ে তিনি তাঁর সহকর্মীগণসহ সভা থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। অতঃপর ব্যাপকতম পর্যালোচনার পর ভাষার দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরিস্থিতির মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ছাত্ররা সৃদৃঢ় আত্মচেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে সংহত অভিমত ঘোষণা করল।

সঙ্গে সঙ্গে সভা ভঙ্গ করে ''দশজনী মিছিল'' বের করার জন্য ছাত্ররা শ্লোগন দিতে দিতে গেটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। গেটের বাইরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল আইবি ও পুলিশ বাহিনী। ছাত্রদের প্রথম 'দশজনী মিশিল' শ্লোগান দিয়ে বের হতেই পুলিশ এসে গ্রেফতার করে তাদের ট্রাকে ভর্তি করে। দেখতে দেখতেই অসংখ্য ছাত্রকে গ্রেফতার করে অনেকগুলি ট্রাকে ভরে তাদের লালবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এত গ্রেফতারের পরও ছাত্রদের দমন করতে না পেরে তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ তখন কাঁদুনে গ্যাস ছুড়ল রাস্তার পাশে আর বিশ্ববিদ্যায়ের প্রাঙ্গণে। উপর্যুপরি কয়েকবার কাঁদুনে গ্যাস ছোড়ার পর ছাত্ররা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুরে ঝাঁপ দিতে থাকে। অনেকেই আবার কাঁদুনে গ্যাসে আহত হয়ে পড়ে রইল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। ছাত্ররা তখন উত্তেজনা আর যন্ত্রণায় অধিকতর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

প্রায় বেলা ২টা পর্যন্ত মিছিল করে ছাত্ররা বীরত্বের সঙ্গে গ্রেফতারী বরণ করতে থাকে, আর ধীরে ধীরে তারা মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল, মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেটে গিয়ে জমায়েত হতে থাকে। দলবদ্ধ হয়ে শ্লোগান দিয়ে বের হতেই উদ্ধত পুলিশ বাহিনী এসে তাড়া করে। বেলা প্রায় সোয়া তিনটি সময় এম,এল,এ ও মন্ত্রীরা মেডিক্যাল কলেজের সামনে দিয়ে পরিষদ ভবনে আসতে থাকে। ছাত্ররা যতই শ্লোগান দেয় আর মিছিলে একত্রিত হয় ততই পুলিশ তাদের ওপর বেপরোয়া হানা দিতে থাকে। কয়েকবার ছাত্রদের উপর কাঁদুনে গ্যাস ছুড়ে তাড়া করতে করতে মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেলের ভেতর ঢুকে পড়ে। হোষ্টেল প্রাঙ্গণে ঢুকে ছাত্রদের উপর আক্রমণ করায় এরপর ছাত্ররা বাধ্য হয়ে ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। একদিকে ইট-পাটকেল আর অন্যদিক থেকে তার পরিবর্তে কাঁদুনে গ্যাস আর লাঠিচার্জ আসে। পুলিশ তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই আবদুল জববার ও রফিকউদ্দিন আহম্মদ শহীদ হন, আর ১৭ জনের মত গুরুততভাবে আহত হন। তাঁদের হাসপাতালে সরানো হয়। তাঁদের মধ্যে রাত আটটায় সময় আবুল বরকত শহীদ হন।

গুলীচালনার সাথে সাথেই পরিস্থিতির অচিন্ত্যনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন ছাত্র-ছাত্রীদের চোখে-মুখে যেন ক্রোধ আর প্রতিহিংসার আগুন ঝরতে থাকে। মেডিক্যাল হোষ্টেলের মাইক দিয়ে তখন পুলিশী হত্যাকান্ডের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। আইন পরিষদের সদস্যের প্রতি ছাত্রদের উপর গুলী চালাবার প্রতিবাদে অধিবেশন বর্জন করার দাবীও জানান হয়। ১৪৪ ধারার নাম-নিশানাও তখন আর পরিলক্ষিত হয় না। গুলীচালনার সংবাদ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে শহরের প্রান্তে প্রান্তে। তখনই অফিস-আদালত, সেক্রেটারিয়েট ও বেতার কেন্দ্রের

কর্মচারীরা অফিস বর্জন করে বেরিয়ে আসে। শহরে সমস্ত লোক তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে মেডিক্যাল হোষ্টেল প্রাঙ্গণে এসে হাজির হতে থাকে। রাস্তায় আর অলিতে-গলিতে যেন ঢাকার বিক্ষুব্ধ মানুষের ঝড় বয়ে চলে প্রবল বেগে। মেডিক্যাল হোষ্টেলের ব্যারাকে ব্যারাকে শহীদদের রক্তরঞ্জিত বস্ত্রের পতাকা উত্তোলিত হয়েছে। মাইক দিয়ে যখন শহীদানের নাম-ঠিকানা ঘোষণা করা হচ্ছিল তখন সমস্ত মানুষের মন থেকে যেন সমস্ত ভয়-ত্রাস মুছে গেছে, চোখে- মুখে সমস্ত প্রাণশক্তি দিয়ে বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিরোধের দুর্জয় শপথ প্রকাশিত হয়ে উঠেছে প্রতিটি মুখের রেখায় রেখায়।

বাইরের এমনি তুমুল পরিস্থিতির ঢেউ এসে লেগেছে পরিষদ কক্ষে। পরিষদের বিরোধী দলের সদস্যরা নূরুল আমিনের কাছে ছাত্রদের উপর গুলীচালনার কৈফিয়ৎ দাবী করেন এবং পরিষদ মুলতুবি রাখার দাবী জানান। নূরুল আমিন সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, ‘‘কয়েকজন ছাত্র গুরুতররূপে আহত হয়েছে শুনে আমি ব্যথিত হয়েছি, তাই বলে আমাদেরকে ভাবাবেগে চালিত হলে চলবে না।’’ পরিষদ কক্ষেই এমনি জঘন্য মনোবৃত্তির তীব্র প্রতিবাদ উঠলো। লীগ পরিষদ দলের জনাব তর্কবাগীশ বলে উঠলেন, ‘‘আমাদের ছাত্রগণ যখন শাহাদাত বরণ করেছেন তখন আমরা আরামে পাখার হাওয়া খেতে থাকব তা আমি বরদাশত করব না।’’ -এই বলেই তিনি পরিষদ কক্ষ বর্জন করে এসে ছাত্রদের মাইকে পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদে ও আন্দোলনের সপক্ষে বক্তৃতা করলেন।

রাত্রে পূর্ব হতে জারীকৃত সান্ধ্য আইন আর ১৪৪ ধারার বিন্দুমাত্র চিহ্নও কোথাও রইল না। শহর আর শহরতলীর হাজার হাজার মেয়ে-পুরুষ সেই রাত্রে মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেল প্রাঙ্গণ দেখতে আসে। দেখে মনে হল যারা শহীদ হলো তারা যেন মৃত্যুহীন, তারা যেন বাংলার সকল ধর্মের সকল মতের মানুষের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছে এই বধ্যভূমিকে।

২২শে ফেব্রুয়ারী

এই দিন ভোর থেকেই সলিমুল্লাহ হল, মেডিক্যাল কলেজ, ফজলুল হক হল, মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল, জগন্নাথ কলেজের মাইকগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। সকল কর্মী আর ছাত্রদের আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ সাধনের জন্য আহবান জানান হয়।

সকাল বেলা সংবাদপত্রে দেখা গেল মাত্র ৩ জন নিহত, ৩০০ জন আহত ও ১৮০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ছাত্রদের উপর গুলীচালনার সংবাদ শুধু শহরেই নয়, দূর-দূরান্তের গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে। শহরের সমস্ত দোকান-পাট, গাড়ী-ঘোড়া, অফিস-আদালত, যান-বাহন বন্ধ করে শ্রমিক-মজুর-কেরানী ও কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘটে এগিয়ে এসেছে। শহীদদের লাশগুলিকে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মেডিক্যাল হোষ্টেলের ভেতর ‘গায়েবী জানাজা’ পড়া হলো। এদিন সমস্ত শহর মিলিটারীর হাতে দেয়া হয়েছে। তবুও দেখতে দেখতে অসংখ্য মানুষ জানাজায় এসে শরিক হলেন। ইমাম সাহেব মোনাজাত করলেন, ‘‘হে আল্লাহ, আমাদের অতি প্রিয় শহীদানের আত্মা যেন চিরশান্তি পায়। আর যে জালিমরা আমাদের প্রাণের প্রিয় ছেলেদের খুন করেছে তারা যেন ধ্বংস হয়ে যায় তোমার দেওয়া এই দুনিয়ার বুক থেকে।’’

জানাজা শেষে জনসাধারণকে নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব ওলী আহাদ পরিস্থিতির সামগ্রিক গুরুত্ব বিচার ও কর্মপন্থা ঘোষণা করে বক্তৃতা করলেন। তাঁর মুখ থেকে এক-একটি কথা যেন আগুনের ফুলকির মত বেরুল। সভা শেষ করেই লক্ষাধিক জনতার বিশাল মিছিল বেরোয়। এই শোভাযাত্রার মধ্যখানে হঠাৎ লাঠিচার্জ করার পরও জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে না পেরে গুলী চালায়। এখানে হাইকোর্টের কেরানী সফিউর রহমান শহীদ হন। ছত্রভঙ্গ জনতা তখন হাইকোর্ট আর কার্জন হলের চত্বরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। শোভাযাত্রার প্রথম অংশ তবুও ষ্টেশন ও নবাবপুর হয়ে এগুতে থাকে। শোভাযাত্রার এই অংশ সদরঘাট এলে পুনরায় তাদের

উপর লাঠিচার্জ করা হয়। অনেকেই আহত হয়ে পড়ে রইলো রাস্তায় দু'পাশে। মিছিলটি মিটফোর্ড হয়ে চকবাজার দিকে মেডিক্যাল হোষ্টেলে গিয়ে শেষ হয়।

অন্যদিকে সকাল ৯টায় জনসাধারণের এক বিরাট অংশ 'মর্নিং নিউজ' অফিস জ্বালিয়ে দেয় এবং 'সংবাদ' অফিসের দিকে যেতে থাকে। সংবাদ অফিসের সম্মুখে মিছিলের উপর মিলিটারী বেপরোয়া গুলী চালায়। অনেকেই হতাহত হয় এখানে।

এইদিন জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ শহরের বিভিন্ন অঞ্চলেও দলবদ্ধ হয়ে শোভাযাত্রা বের করে, আর ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। গ্রাম থেকে গাড়ীওয়ালা, মাঝি-মাল্লা, আর কৃষক-মজুর ছাত্র-শিক্ষকের এসে শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। এইদিন সমস্ত অফিস-আদালত, কারখানা, স্কুল-কলেজ, দোকান-পাট, যানবাহন বন্ধ করে তারা মিছিলে যোগ দিয়েছে। শহরের সকল প্রান্ত থেকে জনসাধারণ নিজেরাই মিছিল সংগঠিত করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের রেলওয়ে কারখানায় ধর্মঘট ঘোষিত হয়েছে। কারখানার শ্রমিকরাই রেলের চাকা বন্ধ করতে এগিয়ে এসেছে। প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত রেল চলাচল একদম বন্ধ থাকে। সবদিক থেকে ব্যাপকতম ধর্মঘটের চাপে সরকার সেদিন বিকল হয়ে পড়েছিল। তারই চাপে পড়ে সেদিন পরিষদে লীগ সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার এবং তার জন্য গণপরিষদের কাছে সুপারিশ করার প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন গুলীচালনার প্রতিবাদে লীগ পার্লামেন্টারী দল বর্জন করেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী

গত দুই দিন ধরে পুলিশ-মিলিটারী নিরস্ত্র জনতার উপর বেপরোয়া গুলী চালিয়েছে। শহীদদের লাশগুলি নিয়ে পর্য্যন্ত সরকার ছিনিমিনি খেলেছে। লাশগুলি কোথায় নিয়ে গেছে তার কোন হদিসই মেলেনি। জনসাধারণের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে- তাদের মনের ক্ষত আরো দ্বিগুণতর হয়ে গেল। শহীদদের লাশ নিয়ে এ দুর্ব্যবস্থা দেখে 'দৈনিক মিল্লাত' সেদিন সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলল, ''ইসলামী বিধান অনুসারে মুসলমানের লাশ অতি পবিত্র এবং অত্যন্ত তাজিমের সহিত দাফন কার্য সম্পন্ন করা বিধেয়। কিন্তু দুই দিনের পুলিশ জুলুমের ফলে শাহাদাতপ্রাপ্ত লাশগুলি ইহাদের অভিভাবকদের ফেরত দেওয়া হয় নাই। শরিয়ত মোতাবেক তাহাদের শেষকৃত্য যদি সমাপন না করা হইয়া থাকে তাহা হইলে সরকারকে গোনাহের ভাগী হইতে হইবে। ইসলামী রাষ্ট্র বলিয়া জাহির করার পরও পাকিস্তানে এইরূপ ঘটিতে দেওয়া অত্যন্ত আপত্তিকর। মুসলমান জনসাধারণের মনের ক্ষতে ইহার দ্বারা লবণের ছিটা দেওয়া হইয়াছে বলা যাইতে পারে।''

সকাল বেলা সংবাদপত্রে দেখা গেল ৫ জন নিহত, ১৫০ জন আহত ও ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রদেশের সর্বত্র ঢাকার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সংগঠিত বিক্ষোভ প্রদর্শিত হচ্ছে। ধর্মঘট-শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে সর্বত্র গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি হচ্ছে। সরকার ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করেছে জেলায় জেলায়।

ঢাকায় পূর্ণ ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়েছে এদিনও। নিরস্ত্র জনতার উপর নাজিরাবাজার ও রেল ষ্টেশনে লাঠিচার্জ করা হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেলের মাইকটি মিলিটারী এসে জোরপূর্বক দখল করে নিয়ে যায়।

মেডিক্যাল হোষ্টেলের গেটের পাশেই ছাত্ররা নিজেরাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলে। শহীদ শফিউর রহমানের পিতা এই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন করেন। এইদিন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদকে আন্দোলন চালানোর জন্য আবার পূর্ণ কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। সভায় ৯ দফা দাবী স্থিরীকৃত হয় এবং নূরুল আমীনের জঘন্য মিথ্যা বিবৃতির প্রতিবাদে পাল্টা বিবৃতি দেওয়া হয় আর প্রদেশের ও কেন্দ্রের আন্দোলনে যোগসাধনের জন্য সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়।

ঢাকার শত সহস্র মানুষকে এক একটি মাইকের সম্মুখে বসে বসে সারা দিন বক্তৃতা শুনতে দেখা যায়। রাত্রে আজিমপুর কলোনীর মেয়েরা এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় যোগদানের জন্য সেই আমলের সুদূর কমলাপুর থেকেও মেয়েরা আসেন। কয়েক হাজার মহিলা এই প্রতিবাদ সভায় একত্রিত হয়ে সরকারের বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান।

২৪শে ফেব্রুয়ারী

যতই সরকার দমননীতি চালাচ্ছিল ততই জনসাধারণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংগঠিত হচ্ছিল। একটানা ৪ দিন তুমুল আন্দোলন চলেছে ঢাকা শহরে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের সকল শ্রেণীর মানুষ এসে যোগ দিয়েছে সেই প্রতিরোধ আন্দোলনে। সমস্ত অফিস-আদালত, কল-কারখানা, যানবাহন, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেছে। এক মিলিটারী ছাড়া আর কোন শক্তিই তখন সরকারের হাতে ছিল না। প্রত্যেকটি মুহূর্তেই সরকারের পতনের আশঙ্কা ছিলো। এমনি পরিস্থিতি দেখে গভর্নর অনন্যোপায় হয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য আইন পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের উপর গুলী চালানোর জন্য তীব্র নিন্দা করেন এবং তারই প্রতিবাদে ২৫শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন।

মিলিটারী বাহিনী ফজলুল হক হল, জগন্নাথ কলেজ, মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও সলিমুল্লাহ হলের মাইকগুলি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সলিমুল্লাহ হলের পশ্চিম দিকস্থ দরজা ভেঙ্গে মিলিটারী বাহিনী প্রায় ৮০ জনের মত কর্মীকে গ্রেপ্তার করে এবং সলিমুল্লাহ হলের ভিতরে আন্দোলনকারীদের যে সেক্রেটারিয়েট বসেছিল তার সমস্ত কাগজপত্র হস্তগত করে নেয়। সন্ধ্যাবেলা মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেলের স্মৃতিস্তম্ভটি মিলিটারী এসে ভেঙ্গে ফেলে।

জটিলতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে সর্বদলীয় কর্মপরিষদ আবার সভা আহবান করে। সরকারকে ৭৫ ঘন্টার চরমপত্র দেয়া হয় এবং ৫ই মার্চ প্রদেশব্যপী ''শহীদ দিবস'' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়; আর আন্দোলনে সর্বমোট ৩৯ জন শহীদ হয়েছেন বলে দাবী করা হয়। ৯ দফা দাবীর ভিত্তিতে সরকারের নিকট নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন দাবী করা হয়।

২৫ শে ফেব্রুয়ারী

আন্দোলনের চাপে পড়ে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন এবং ছাত্রছাত্রীদের হল পরিত্যাগ করে চলে যাবার জন্য নির্দেশ দেন। তখন আন্দোলনের সমস্ত প্রচারযন্ত্র সরকার কেড়ে নিয়েছে। আন্দোলনকারীদের উপর একপক্ষীয় আক্রমণের ফলে চরম সন্ত্রাসের ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল সারা শহরময়। দেখতে দেখতেই আন্দোলনের মূল ৯ জন কর্মকর্তার উপর গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়ে গেল। সরকার যথেচ্ছ গ্রেফতার শুরু করল ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীদের। সংবাদপত্রগুলিও সম্পূর্ণরুপে সুর বদলিয়ে আন্দোলনকারীদের রাষ্ট্রের শত্রু বলে আখ্যা দিতে লাগল। শহরে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। ফলে আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই আপাতত স্তব্ধ হয়ে গেল।

২৭শে ফেব্রুয়ারী

রাত্রে পুলিশ এক বাড়ীতে হানা দিয়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ৯ জন আত্মগোপনকারী নেতার মধ্যে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করে নেয়।

৫ই মার্চ ঢাকা শহরে শহীদ দিবস সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। অসংখ্য মিলিটারী সারা শহরের অলি-গলি বেষ্টন করে রেখেছিল। তবে মফস্বলে ৫ মার্চ শহীদ দিবস পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

সরকার সারা প্রদেশের দাবীকে অস্বীকার করতে না পেরে এক ভূয়া তদন্ত কমিশন বসান। কিন্তু যেহেতু আন্দোলনের নেতাদের বন্দী করে রেখে সরকারী লোক দিয়েই সে কমিশন গঠিত হয়েছিল, সে জন্য সর্বদলীয় কর্মপরিষদ তা বর্জন করে। ভাষা আন্দোলন এমনি চূড়ান্ত সরকারী দমননীতি চাপে আপাততঃ স্তব্ধ হয়ে গেলেও প্রদেশের জনসাধারণ তাকে ভোলেনি। তার প্রমাণ **১৯৫৩** সনের **২১**শে ফেব্রুয়ারী ঐতিহাসিক সাফল্য। সারা প্রদেশের মানুষ এই দিন শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে **১৯৫২** সনের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসছে। **১৯৬৩** সনের **২১**শে ফেব্রুয়ারী এবং তৎপরবর্তী গণ-আন্দোলনের ধারা তারই সাক্ষ্য বহন করে আসছে।

ভাষা আন্দোলনের ধৃত সকল রাজবন্দীকে অবিলম্বে ছেড়ে দেবেন বলে সরকার কর্তৃক বার বার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী, জনাব ওলী আহাদ, জনাব তোয়াহা, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও অধ্যাপক অজিত গুহকে দীর্ঘদিন কারাভোগ করতে হয়। একুশে ফেব্রুয়ারী ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তাদের শক্রু-গোষ্ঠীর চেহারা চিনে নিয়েছে। আর অমর বীর শহীদরা প্রত্যেকটি মানুষের মনে এক একটি স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে রয়েছে চিরকালের জন্য। এই স্মৃতিস্তম্ভই সকল প্রতিবন্ধকতার প্রচীর ধ্বংস করে নতুন জীবন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এদেশের মানুষের মনে দুর্জয় প্রেরণার সঞ্চার করে চলেছে।*

*** মার্চ ১৯৫৩**

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আবুল কালাম শামসুদ্দীন কর্তৃক লিখিত দৈনিক আজাদে প্রকাশিত সম্পাদকীয়	দৈনিক আজদ	২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২

‘‘গত দুই দিন ধরিয়া ঢাকা শহরের বুকে যেসব কাণ্ড ঘটিয়াছে, সেসবকে শুধু শোকাবহই নয়, বর্বরোচিতও বলা চলে। জনাব নূরুল আমিন পুলিশি জুলুম সম্বন্ধে তদন্তের কথা বলিয়াছিলেন এবং ১৪৪ ধারা জারির যৌক্তিকতা সম্বন্ধেও ইতস্ততার ভাব প্রকাশ করিয়ছিলেন। কিন্তু সে তদন্তের কোন ব্যবস্থা হইল না এবং ১৪৪ ধারাও বলবৎ রহিয়াছে। ফলে গুলীতে মানুষ হতাহত হইতেছে এবং মানুষের রক্তে পথ রঞ্জিত হইতেছে। নূরুল আমিন মন্ত্রীসভার ব্যর্থতা চরমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা এই মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করিতেছি।... ছাত্রেরা বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানাইয়াছে, এ দাবী জানাইবার তাদের পূর্ণ অধিকার আছে। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু।... এই গণতান্ত্রিক দাবী অস্বীকার করার ক্ষমতা কারো নাই। পূর্ব পাকিস্তানের আইনসভার সদস্যগণকে তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিতে হইবে। এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যুক্তভাবে জানাইয়া দিয়া বাংলার দাবী প্রতিষ্ঠা করার ভার তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

গভর্ণরের কাছে প্রদত্ত তাঁর পদত্যাগপত্র

গভর্ণর ও পরিষদের স্পীকারের কাছে পাঠানো পদত্যাগপত্রে তিনি লিখেনঃ

‘‘বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করায় ছাত্রদের উপর পুলিশ যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার প্রতিবাদে আমি পরিষদের আমার সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিতেছি। যে নূরুল আমিন সরকারের আমিও একজন সমর্থক- এ ব্যাপারে তাহাদের ভূমিকা এতদূর লজ্জাজনক যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে এবং পরিষদের সদস্য হিসাবে বহাল থাকিতে আমি লজ্জাবোধ করিতেছি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভাষা বিতর্কের ওপর লেখা তৎকালীন সময় প্রচারিত প্রবন্ধ	নও বাহার	ফেব্রুয়ারী ১৯৫২

সকল ভাষার সমান মর্যাদা

আলী আশরাফ

[ভাষা আন্দোলন কিভাবে লক্ষ্যহারা হইয়া নানা পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এই প্রবন্ধে তাহার সুন্দর প্রমাণ মিলিবে। প্রবন্ধটি ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ''নও বেলাল'' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে ইহা ''পূর্ব-বাংলা'' নামক সাপ্তাহিক পত্রের ১৩ই ফাল্গুন সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হইয়ছে। ''নও বেলাল'' ও ''পূর্ব-বাংলা'' প্রগতিশীল তরুণ দলের মুখপাত্র। বাংলা ভাষার ইহারা পূর্ণ সমর্থক। কাজেই এই দুইখানি সংবাদপত্রে নূতন কথা শুনায় আমরা সত্যই বিস্মিত হইয়াছি। লেখক যে গতানুগতিক চিন্তা-ধারায় ভাসিয়া যান নাই এবং সমস্যাটির উপর যে কিছুটা নূতন আলোকপাত করিতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা প্রবন্ধটির অংশবিশেষ সংকলিত করিয়া দিলাম]

....পাকিস্তানের ''রাষ্ট্রভাষা'' হবে বাংলা ও উর্দু- এ মতই বর্তমানে প্রগতিশীল মহলে প্রচলিত। এবং এ মতবাদ থেকেই দাবীও জানানো হচ্ছে যে (যেমন আওয়ামী লীগ নেতারা জানাচ্ছেন) পূর্ববঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে ভাবে উর্দূকে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে, সেভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাংলাভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হোক।

''অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'' এই দ্ব্যর্থবোধক আওয়াজই আজ বিকশিত হয়ে ''বাংলা ও উর্দু রাষ্ট্রভাষা চাই''-এই সুস্পষ্ট আওয়াজেরই রূপ ধারণ করেছে। প্রগতিশীল মহল সাধারণভাবে ভাবছেন যে, এটাই হলো পাকিস্তানের ''রাষ্ট্রভাষার'' সমস্যা সমাধানের পথ। কিন্তু সত্যই কি তাতে সমস্যার পরিপূর্ণ ও গণতন্ত্রসম্মত সমাধান হবে? ২১শে ফেব্রুয়ারী যে গৌরবময় সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল, বাংলা ও উর্দু এ দুটি ভাষা পাকিস্তানের ''রাষ্ট্রভাষা'' হলেই কি সে সংগ্রামের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হবে এটাই কি গণতন্ত্র? না, এতে সমস্যার সমাধান হবে না, এটা গণতন্ত্রও নয়। কারণ, যে নীতি অনুসারে আমরা আমাদের মাতৃভাষার অধিকার চাইছি, সে নীতি অনুসারেই অন্যান্যকেও তাঁদের ভাষার অধিকার দিতে হবে। পাকিস্তানের জনগণ শুধু বাংলা ও উর্দু এ দুটি ভাষায় কথা বলে না। পাকিস্তানে শুধু যে বাংলা ভাষাভাষী জনগণই রয়েছে তা নয়, এ রাষ্ট্রের অধীনে আরো রয়েছে সিন্ধি ভাষাভাষী, পাঞ্জাবী ভাষাভাষী, পুস্ত ভাষাভাষী, বেলুচ ভাষাভাষী ও গুজরাটী ভাষাভাষী জনগণ। এছাড়া রয়েছে কয়েকটি উপজাতি- যাদের রয়েছে স্থানীয় ডায়লেক্ট, মুসলিম লীগ সরকারও বাংলা, উর্দু, সিন্ধি, পাঞ্জাবী, পুস্ত, বেলুচী ও গুজরাটী- এই সাতটি ভাষাকে পাকিস্তানের জনগণের ভাষা বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। বস্তুতঃ পাকিস্তানের রয়েছে পাঁচটি প্রধান প্রধান জাতি- বাঙালী, সিন্ধি, পাঞ্জাবী, পাঠান ও বেলুচী। এদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট, স্থায়ী, অবিচ্ছিন্ন বাসভূমি আছে, প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটি অর্থনৈতিক জীবন আছে, প্রত্যেকের নিজস্ব মানসিক গঠন ও কৃষ্টি রয়েছে এবং প্রত্যেকের রয়েছে নিজ নিজ মাতৃভাষা।

মুসলিম লীগ এই বাস্তব সত্য অস্বীকার করে এক জাতি, এক তমদ্দুন, এক ভাষার প্রতিক্রিয়াশীল যুক্তির অবতারণা করে উর্দুকে ''রাষ্ট্রভাষা'' করতে চাইছেন। এই পরিস্থিতিতে যদি গণতন্ত্রী কর্মীরাও শুধু বাংলা ও উর্দূকে ''রাষ্ট্রভাষা'' করতে চান, তা'হলে সিন্ধিভাষী পুস্তভাষী, পাঞ্জাবীভাষী, বেলুচীভাষী ও গুজরাটীভাষী জনগণের উপর ঐ দুটো ভাষা চালিয়ে দেয়া হবে। এটাও স্বৈরাচার ও গণতন্ত্রবিরোধী কাজেই ''বাংলা ও উর্দূ রাষ্ট্রভাষা হোক''- এ দাবী কখনোই পরিপূর্ণ গণতন্ত্রসম্মত নয়। ''অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই''- এই দ্ব্যর্থবোধক আওয়াজ, যে আওয়াজ থেকেই শুধু বাংলা ও উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী এসেছে, সেই আওয়াজ

আজ পরিত্যাজ্য আন্দোলনের প্রথমস্তরে জনগনের সে আওয়াজ প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু মহান একুশে ফেব্রুয়ারীর এক বৎসর পর যখন জনগনের অভিজ্ঞতা ও গনতান্ত্রিক চেতনা আরও বেড়ে গেছে, তখন আন্দোলনের মূল দাবীরুপে ঐ দ্ব্যর্থবোধক আওয়াজের কোন আন্দোলনের ব্যপকতা বৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে বাধা হচ্ছে। তার প্রমাণ হলো, সে আওয়াজ সিন্ধিভাষী, প্রভৃতি জাতির গণতান্ত্রিক দাবীকে আমল না দিয়ে শুধু বাংলা ও উর্দুকে ''রাষ্ট্রভাষা''র আসনে বসাতে চাইছে এতে ভাষা আন্দোলনের পিছনে সিন্ধিভাষী, পুস্তুভাষী, বেলুচীভাষী, পাঞ্জাবীভাষী প্রভৃতি সারা পাকিস্তানের সাধারন জনতাকে সমাবেশ করা যাচ্ছে না। বরং তারা এর বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠবে। উর্দুকে পূর্ববঙ্গে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলাকে বাধ্যতামূলক করার দাবীও অগণতান্ত্রিক। কোন ভাষাভাষী জনগনের উপর অন্য ভাষাকে বাধ্যতামূলক ভাবে চাপিয়ে দেওয়াটা স্বৈরাচারের অভিব্যক্তি। এভাবে, এক ভাষা অপরের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করলে জনগনের শিক্ষা ব্যাহত হয় ও জাতিগত বিরোধ সৃষ্টি হয়। পূর্ববঙ্গে উর্দু ও পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলা বাধ্যতামূলক করার আওয়াজ দিয়ে প্রকৃতপক্ষে জাতিগত বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই, এ আওয়াজ পরিত্যাজ্য।

বহু ভাষাভাষী জনগণের অর্থাৎ বহু জাতির মিলনক্ষেত্র পাকিস্তানের ভাষা সমস্যার গণতন্ত্রসন্মত সমাধানের জন্য আমাদের আন্দোলনের মূলনীতি হবেঃ ছোট- বড় প্রত্যেকটি ভাষাভাষী জনগণের প্রত্যেকটি ভাষাকে সমান মর্য্যাদা ও সমান অধিকার দেয়া। বিভিন্ন ভাষাভাষী সাধারণ জনগণ যাতে রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে ও শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ পায়, তার জন্য এ আন্দোলনের দাবী হবে নিম্নরূপঃ

(ক) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সমস্ত আইন, ঘোষণা, দলিল, প্রভৃতি বাংলা, উর্দু, সিন্ধি পাঞ্জাবী, পুস্ত ও বেলুচী ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। গুজরাটী ভাষাভাষী জনসংখ্যা যদি যথেষ্টসংখ্যক হয়ে থাকে তবে সে ভাষায়ও প্রকাশ করতে হবে।

(খ) কেন্দ্রীয় আইন সভায় প্রত্যেক সভ্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় নিজ নিজ মাতৃভাষায় নিজ বক্তব্য বলতে পারবেন ও দোভাষীরা সেগুলি বিভিন্ন ভাষায় তর্জমা করে দেবেন। (জাতিসংঘে ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এ ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে চলছে।)

(গ) প্রত্যেক ভাষাভাষী জনগণের নিজ নিজ বাসভূমির (অর্থাৎ বিভিন্ন প্রদেশের) রাষ্ট্রকার্য্য, আইন আদালতের কার্য্য সে প্রদেশের ভাষায় চলবে। বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত অন্য ভাষাভাষীরা (যেমন পূর্ববঙ্গের উর্দূভাষীরা বা পাঞ্জাবের বাঙালীরা) সে সব প্রদেশের আইন- আদালতে নিজ নিজ মাতৃভাষায় নিজ বক্তব্য বলতে পারবে।

(ঘ) বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে সেসব উপজাতীয় ভাষায় আইন-আদালতের কাজ চলবে।

(ঙ) ছোটু বড় প্রত্যেক ভাষাভাষী জনসমষ্টি ও বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যালঘুরাও নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করার অধিকার ভোগ করবে।

এই সমস্ত দাবীগুলির সারমর্ম নিয়ে আমাদের আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তিরূপে মূল শ্লোগান বা আওয়াজ হবে।

''সকল ভাষার সমান মর্যাদা চাই''

আলী আশরাফ নামটি ছদ্মনাম। লেখকের আসল নাম খোকা রায়। তিনি তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্দোলনে সরকারী আচরণ সমর্থন করে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য	পাকিস্তান প্রচার বিভাগ	৩রা মার্চ, ১৯৫২

ভাষা আন্দোলনের অন্তরালে
নূরুল আমীন

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য জনসাধারণের নিয়মতান্ত্রিক দাবী দমাইয়া রাখার প্রশ্নই উঠে না। ২১শে ফেব্রুয়ারীর মাত্র এক পক্ষকাল পূর্বে এই সম্পর্কে ঢাকায় এবং প্রদেশের অন্যান্য স্থানে সভা ও শোভাযাত্রা করা হয়; স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাহাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি আসল প্রশ্ন নয়, ইহার পশ্চাতে সরকারকে বানচাল করার জন্য বিদেশী দালাল ও অন্যান্যদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র নিহিত আছে। আইন অমান্যের উদ্যোক্তাদের যদি ভাষার দাবী প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য না থাকিতে তবে ব্যবস্থা পরিষদে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গণপরিষদের নিকট সুপারিশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হওয়াতেই তাহারা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইত।

কিন্তু আমরা কি দেখিলাম....।

গত ৩রা মার্চ রাত্রে পাকিস্তান রেডিওর ঢাকা হইতে জনসাধারণের উদ্দেশে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমীনের বেতার বক্তৃতাঃ

দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে আজ আপনাদের উদ্দেশে কয়েকটি কথা বলিতেছি। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় যেসব ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হইয়াছি। আমি আপনাদেরই একজন, আপনারাই আমাকে একজন খাদেম হিসাবে আপনাদের খেদমত করার সুযোগ ও গৌরব দিয়াছেন। আমার বিবেকবুদ্ধি মতে আমার সাধ্যমত আপনাদের খেদমত করাই আমার কর্তব্য। এই কথা হয়তো না বলিলেও চলে যে, প্রত্যেক পাকিস্তানীর জীবন- সে ছাত্রই হউক বা অন্য অন্য কেউ হউক- আপনাদের কাছে যেমন প্রিয় আমার কাছে ঠিক তেমনি প্রিয়। প্রত্যেকটি পাকিস্তানীর জীবন পাকিস্তানের জাতীয় সম্পদ, তাই ঢাকায় দুর্ঘটনায় যে পাঁচজনের জীবন নাশ হইয়াছে তাহাতে আমি জাতীয় ও আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি বলিয়াই মনে করি। ঢাকার সাম্প্রতিক দূর্ঘটনায় যাহারা ভুক্তভোগী তাহাদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ঢাকার গুলী চালানো সংক্রান্ত ঘটনাবলী যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে এবং এ সম্পর্কে কেহ দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

যেহেতু অবস্থা ক্রমেই স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে এবং গত কয়দিনের ঘটনার স্থানে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ক্রমেই প্রকাশিত হইতেছে, এখন এ বিষয়ে ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। রাষ্ট্রের স্বার্থে আমার আগের বক্তৃতায় আপনাদের কাছে অনেক কিছুই খুলিয়া বলিতে পারি নাই। এখন আরও কিছু তথ্য প্রকাশ করিতে চাই এবং তাহা হইতে আপনারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, সরকার এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন যেখানে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। কম্যুনিষ্ট, বিদেশী চর এবং হতাশ রাজনৈতিকদের ধ্বংসাত্মক চক্রান্ত অংকুরেই বিনষ্ট হইয়াছে। এই চক্রান্তের পটভূমি, স্বরূপ এবং চক্রান্তকারীদের পন্থা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখন আপনাদিগকে অবগত করান আমার কর্তব্য। এ সমস্ত ব্যাপারে পর্দার আড়ালে থাকিয়া যে সকল শক্তি কাজ করিতেছিল তৎসম্পর্কে আমার পূর্ব বক্তৃতায় কিছু কিছু ইংগিত করিয়াছিলাম।

পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র

২১ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব হইতেই সরকার সংবাদ পাইতেছিলেন যে, যাহারা পাকিস্তান পরিকল্পনাকে একটি অভিসম্পাত বলিয়া বিবেচনা করিত, পাকিস্তান অস্তিত্বকে যাহারা পথের কাঁটা বলিয়া মনে করিত এবং পাকিস্তান ধ্বংস করার চিন্তা যাহারা কখনও ত্যাগ করে নাই তাহারা পুনরায় তৎপর হইয়া উঠিয়াছে । এই দল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও কাজ করিতেছিল এবং কিছুসংখ্যক ছাত্রকে ভুল পথে পরিচালিত করিতেছিল। দেশে উচ্ছৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া শাসনব্যবস্থাকে জবরদস্তিক্রমে বানচাল করিয়া দিবার জন্য ইহারা ব্যাপক পরিকল্পনা করিতেছিল। তাহারা শধু সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। কায়েদে আজম ও কায়েদে মিল্লাতের জীবদ্দশায় ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপে লিপ্ত এই সকল লোক নীরব ছিল। কায়েদে মিল্লাতের শাহাদাতের পর তাহারা সুযোগের সন্ধান পায়। বাংলাভাষা প্রশ্নটি স্বভাবতঃই সকলের ভাবাবেগ আকর্ষণ করে বলিয়া উহার আড়ালে এই সকল লোক তাহাদের হীন প্রচেষ্টা লুক্কায়িত রাখিবার সুযোগ পায়।

সবদিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই কথাই সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে যে, প্রাদেশিক আইন সভার অধিবেশনের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া যত দিন দরকার হয় তত দিন গোলমাল বাধাইয়া রাখিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। সরকার খবর পাইয়া সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী করেন। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য জনসাধারণের নিয়মতান্ত্রিক দাবীকে দাবাইয়া রাখিবার কোন প্রশ্নই ইহার মধ্যে ছিল না। ঘটনার মাত্র পক্ষকাল পূর্বেও ঢাকায় এবং অন্যান্য জায়গায় এই সম্পর্কে সভার অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রা বাহির করা হইয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোথাও কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই। ১৪৪ ধারা জারি করিয়া এ ধরনের সভা ও শোভাযাত্রা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয় নাই। জেলা কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া উহা করা যাইত। কিন্তু কেহ এইরুপ কোন অনুমতি চান নাই। ইহার পরবর্তী ঘটনাবলী হইতে সরকারের প্রাপ্ত সংবাদেরই সুস্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায় যে, যে সকল লোক গোলযোগ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করিতেছিল, রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি তাদের এই হীন ষড়যন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের সমর্থন লাভের একটি হাতিয়ার ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ভাষা-বিতর্ক

পাকিস্তানের অন্যান্য শুভাকাঙ্খীদের মত আমিও আশা করিয়াছিলাম যে আমাদের দেশবাসী তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, ইসলাম-প্রীতি ও পাকিস্তানের প্রতি দরদবোধে নিজেদের আভ্যন্তরীণ বাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া যাইবেন এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে ঐক্যবদ্ধ ঢাকায় সাম্প্রতিক গোলযোগের মত জাতীয় বিপদের প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইবেন। ইসলাম ও পাকিস্তানের শত্রুরা সাময়িকভাবে হইলেও কিছুটা সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং আমাদের কোমলমতি যুবক ও জনসাধারণের মধ্যে কিছু লোককে বিভ্রান্ত করিতে পারিয়াছে দেখিয়া আমি দুঃখিত। ঢাকার সাম্প্রতিক গোলযোগের পিছনে যাহারা আছে তাহাদের কর্মপদ্ধতি ও তাহারা যেভাবে নিজেদের ইচ্ছা জনগণের উপর চাপাইয়া দিতে চাহিয়াছিল, তাহা হইতে অতি সহজেই বুঝা যায় তাহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল। জনসাধারণের অনেকেই রাষ্ট্রের দুশমনদের চক্রান্ত বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের ফাঁকে পড়িয়াছিলেন বলিয়া আমি মর্মাহত হইয়াছি। আরো বহুদিন পর্যন্ত ইংরেজী ভাষা পাকিস্তানে চালু থাকিতে বাধ্য বলিয়া রাষ্ট্রভাষায় আশু মীমাংসা অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয় নাই। এই অবস্থায় যথা সময়ে স্বাভাবিক অবস্থা বিবর্তনের ভিতর দিয়া এই সমস্যা সমাধান করাই সংগত বিবেচিত হইয়াছিল। আপনারা জানেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ায় আমাদের জাতীয় জীবনে নবীন প্রাণধারা ও নূতন অবস্থার সঞ্চার হইয়াছে এবং ফলে উর্দূ বাংলা উভয় ভাষারই নিত্যপরিবর্তন ঘটিতেছে। উর্দূভাষী ও বাংলাভাষী লোকদের পারস্পরিক মিলনের ফলে দুইটি ভাষার সমৃদ্ধ হইতে এবং এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় ব্যবহৃত হইতে থাকায় দুই ভাষাভাষী নাগরিকদের ব্যবধান ক্রমেই দূর হইতেছে। এই জন্যই মরহুম কায়েদে আজম এবং কায়েদে মিল্লাত অযথা তাড়াতাড়ি করিয়া এ সম্পর্কে গণপরিষদের নিকট হইতে কোন সিদ্ধান্ত করানের প্রয়োজন মনে করেন নাই। বাংলাভাষা যথাসময়ে এই প্রদেশের সরকারী ভাষা হইবে, ইত্যবসরে ইহা স্বীকার করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিভা ও সংস্কৃতির উপযোগী করিয়া তোলার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাকে সরকার উৎসাহ প্রদান করেন।

যাহা হউক, গত ২১ শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্বব হয় তৎপ্রতি লক্ষ রাখিয়া আমি ভাষা বিতর্ককে রাজনীতি হইতে পৃথকভাবে বিবেচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং আমার ধারণা অনুযায়ী প্রমাণ করিতে চাই যে ভাষার প্রশ্নটা মোটেই আসল প্রশ্ন নয়, বরং ভাষা বিতর্কের অন্তরালে একটি নিগূঢ় দুরভিসন্ধি রহিয়াছে। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া সরকারকে ধ্বংস করার জন্য শত্রুর চর এবং দুশমনেরা একটি পরিকল্পনা করিয়াছিল। ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখেই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গণপরিষদের নিকট সোপারেশ করিয়া আমি ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করি। আমার প্রস্তাব পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। যাহারা আইন অমান্যের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল ভাষা সমস্যা ছাড়া অন্য কোন বিশেষ মতলব তাহাদের যদি না থাকিত তাহা হইলে এ ব্যবস্থায় তাহারা নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইত।

ভীতি প্রদর্শন ও উচ্ছৃঙ্খলতা

কিন্তু আমি দেখিলাম, যাহারা হাংগামার সূত্রপাত করিয়াছিল তাহারা উক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার সংগে সংগেই অন্যান্য দাবী উত্থাপন করিতে শুরু করিল। ক্রমে ইহা সবারই নিকট পরিষ্কার হইয়া উঠিল (অবশ্য ইহা শুরু হইতেই সরকারের জানা ছিল) যে, ক্ষমতায় সমাসীন সরকারকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, ভীতি প্রদর্শন ও ষড়যন্ত্র দ্বারা বানচাল করা ব্যতীত হাংগামাকারীদের আর কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। উপরন্তু সরকারকে হিংসাত্মক উপায়ে ধ্বংস করিয়া তৎস্থলে নিজেদের মতলব হাসিলের উপযোগী একটি তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠিত করিতে চক্রান্তকারীরা চাহিয়াছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, গোলযোগের সময় নারায়ণগঞ্জে একটি শোভাযাত্রায় বিক্ষোভকারীরা খোলাখুলি ‘যুক্ত বাংলা চাই’ বলিয়া ধ্বনি তুলিয়াছিল। দেশ বিভাগের পর এই সর্বপ্রথম অকস্মাৎ তাহারা এইরুপ ধ্বনি উত্থাপন করিতে সাহসী হইল, ইহা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। সরকারের নিকট চক্রান্তকারীদের পরিকল্পনা সংক্রান্ত যেসব তথ্য আছে সেইগুলির সংগে ইহাদের পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা অভিনব পন্থা গ্রহণ করে। ইহা সকলেই জানেন যে, তাহারা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণকে ভীতি প্রদর্শন করে এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে দৈহিক নির্যাতনের ভয় দেখাইয়া কিছুসংখ্যক সদস্যকে মুসলিম লীগ পার্টি হইতে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। নিজেদের কার্যকলাপের সমর্থনের জন্য স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির প্রতিও অনুরুপ ভীতি প্রদর্শন করা হয়। অন্যান্য সংবাদপত্রগুলিকে ভয় দেখাইবার জন্য পরিকল্পনানুযায়ী "মর্নিং নিউজ” পতিকার ছাপাখানা সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করা হয়। শাসনব্যবস্থা ব্যাহত করিবার জন্য অনেক সরকারী কর্মচারীকেও অনুরূপভাবে ভয় দেখাইয়া কাজে যোগদানে বিরত করা হয়। হুমকি প্রদর্শন দ্বারা অথবা বলপূর্বক সাধারণ যানবাহন ও দোকান-পাট প্রায় তিনদিন বন্ধ করিতে বাধ্য করা হয়। রেডিও পাকিস্তানের কাজকর্ম বন্ধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা চলে।

টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা এবং ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়। পরিশেষে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার খাতিরে বাধ্য হইয়া সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বদ্ধপরিকর হন। সুতরাং বিত্তশীল ব্যক্তিগণের নিকট ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা প্রকৃত প্রশ্ন মোটেই ঠিল না, বরং সরকার একদল লোককে দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা বিপন্ন করিতে দিবেন কিনা তাহাই ছিল সত্যিকারের প্রশ্ন। এমতাবস্থায় সরকারের কি করা উচিত ছিল তাহাই বিবেচ্য। এইরূপ হীন ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হইয়া পৃথিবীর কোন দায়িত্বশীল সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন? অতি নগণ্যসংখ্যক লোক জনগণের প্রতিনিধি ব্যবস্থা পরিষদের মুসলিম সদস্যদিগকে ভয় দেখাইয়া বাধ্য করা এবং এইভাবে মুসলিম লীগ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নিজেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার জন্য চেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহা ঘটিতে দিলে আমরা জনসাধারণের নিকট বিশ্বাস ভংগের অপরাধে দোষী হইতাম। যদি দৃঢ়তার সংগে এই অরাজকতা দমনে আমি ও আমার সহকর্মীগণ অগ্রসর হইতে না পারিতাম, তাহা হইলে জনগণও ইসলামের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনের আমরা আপনাদের সামনেও আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সামনে নিশ্চয়ই অপরাধী সাব্যস্ত হইতাম। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারের পতন ঘটান যাইতে পারে। কেবলমাত্র আইনসভার সদস্যগণই নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় ভোট দিয়া সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারেন। আইনসভার সদস্যগণ যাহাতে ধীরস্থির ও স্বাধীনভাবে এই ব্যাপারে নিজেদের মতামত প্রকাশ

করিতে পারেন, তাহার জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন যেন সর্বপ্রকার ভয়ভীতির বাহিরে থাকয়িা তাহারা কাজ করিতে পারেন। এই রূপ পরিবেশ সৃষ্টি না হইলে গণতান্ত্রিকতার বিলোপ হইয়া উচ্ছৃঙ্খল জনতার শাসনই কায়েম হয়। ভয় দেখাইয়া ও উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিয়া দেশের শান্তিশৃঙ্খলা বিপন্ন করিবার এই যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, সরকারের অবলম্বিত ব্যবস্থা ফলে যদিও সাময়িকভাবে সে বিপদের অবসান হইয়াছে তথাপি আমাদের আজাদীর বিরুদ্ধে যে বিপদ দেখা দিয়াছিল এখনও তাহা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। প্রদেশের শান্তি ও নিরাপত্তা যেমন করিয়াই হউক আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। আমি আশা করি এই ব্যাপারে সরকার দেশপ্রেমিক সকল পাকিস্তানীরই পূর্ণ সমর্থন পাইবেন। আমি সকল পাকিস্তানীর কাছে আবেদন করিতেছি, সরকারের হাত মজবুত করিতে আগাইয়া আসুন, সমগ্র প্রদেশে আইন ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিতে সরকারকে সাহায্য করুন- দৃষ্কৃতকারীদের আতংক সৃষ্টি, মিথ্যা গুজব প্রচারণা এবং জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ করুন।

ইসলামের আদর্শ

দেশবাসীর খেদমতে আমার আরও আরজ, আপনারা সীমান্তের ওপারে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুন বর্তমানে আমরা কি সংকটের সম্মুখীন হইয়াছি। শুধু পাকিস্তান নয়-বরং ইসলামই আজ নিদারুণ সংকটের সম্মুখীন। আমরা দাবী করিয়া থাকি, জাতিগত, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও ভাষাগত ব্যবধান দূর করিয়া ইসলাম একদিন যে স্বর্ণযুগের সূচনা করিয়াছিল, বর্তমানেও ইসলাম তাহা করিতে সক্ষম-যাহার ফলে মানব জাতির জীবনে আসিবে অশেষ সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি। আমরা পাকিস্তানে ইসলামের এই আদর্শই বাস্তবে রূপায়িত করতে চাই। লক্ষ লক্ষ লোকের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পাকিস্তান হাসিল করিয়াছি শুধুমাত্র ইসলামকে কায়েম রাখিবার জন্যই। বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক অদ্যাবধি ভৌগোলিক বৈচিত্র্যপূর্ণ আমাদের এই পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশকে ইসলাম এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের সংহতি ও সংঘবদ্ধতা শত্রুমিত্র সকলকেই বিস্মিত করিয়াছে। পাকিস্তান সমগ্র মুসলিম জাহানে নবজীবন আনয়ন করিয়াছে এবং সর্বত্রই ইসলামের এই নবজীবন স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। দুনিয়ার নিকট আমাদিগকে প্রতিপন্ন করিতে হইবে যে, যদিও আমাদের পথ প্রদর্শন করার জন্য কায়েদে আজম ও কায়েদে মিল্লাত আজ আর নাই, তথাপি ইসলাম আমাদের ঐক্যবদ্ধ রাখিয়া আমাদিগকে সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম। এই ব্যাপারে আমাদের দায়িত্বই বেশী। কারণ, এখানে যত মুসলমানের বাস দুনিয়ার আর কোথাও এক জায়গায় এত মুসলমান বাস করে না। সুতরাং বিশ্ব মুসলিমের সংহতি রাখার দায়িত্ব বিশেষভাবে আমাদেরই। মুসলিম জাহানের এই সংকট মুহূর্তে আমরা কি পাকিস্তান ও ইসলামের প্রতি এই গুরুদায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইব? পাকিস্তানের ও মুসলিম জাহানের প্রতি আমাদের পবিত্র কর্তব্য সম্পাদনে আমরা কোন দিনই পশ্চাৎপদ হইব না।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

(পূর্ব পাকিস্তানের উজীরে আলা জনাব নূরুল আমীনের বেতার বক্তৃতা। ৩রা মার্চ ১৯৫২) *

*** ভাষণটি 'মাহে নও''-এর ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৫২ থেকে উদ্ধৃত।**

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব দাবী দিবস উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের রাজনৈতিক ঘোষণা	পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ	২৭শে মার্চ, ১৯৫২

‘‘যুব দাবী দিবসে’’
পূর্ব পাক যুবলীগের ঘোষণা

আমরা পাকিস্তানের যুবসমাজ আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিষম সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছি। পাকিস্তান কায়েম হইবার পর আমরা পাকিস্তানের সকল শ্রেণী যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী আশা করিয়াছিলাম যে, ইংরেজ শোষকদের হাত হইতে মুক্ত হইয়া আমাদের সোনার দেশ আবার ধনেধান্যে শিক্ষায়-শিল্পে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে, আজ সাড়ে চারি বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিতেছি সে আশা সম্পূর্ণ ধুলিসাৎ হইয়াছে। এই সঙ্কটময় জীবনের অবসানকল্পে সমাজের সকল শ্রেণীর যুবক-যুবতীদের নিম্নলিখিত ১৪ দফা দাবীর ভিত্তিতে পূর্ব-পাক যুবলীগ ঐক্যবদ্ধ করার সঙ্কল্প নিয়াছে। ঠিক এক বৎসর পূর্বে সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানের যুবসমাজকে এক সংস্থায় সংঘবদ্ধ করার আহবান নিয়া যুবলীগের জন্ম হয়। আজিকার ‘‘যুব দাবী দিবসে’’ আমরা যুবলীগের সেই ১৪ দফা দাবীগুলিই জনসম্মুখে পেশ করিতেছিঃ

১। সর্বপ্রথম আমরা দুনিয়ার যুবসমাজের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া ঘোষণা করিতেছি, আমরা মানবতাবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ চাই না; এবং সকল প্রকার মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের ধ্বংস দাবী করি। আমাদের সাধের পাকিস্তানকে শান্তির মধ্যেই উন্নত করিতে পারিব। তাই দুনিয়ার মানুষের উন্নতিকে ব্যাহত করিবার ও তাহাদের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করিবার যে সাম্রাজবাদী চক্রান্ত তাহাকে আমরা যে কোন মূল্যেই প্রতিহত করার শপথ লইতেছি।

২। আমরা চাই পাকিস্তান বৃটিশ কমনওয়েলথ হইতে মুক্ত হইয়া একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হউক এবং প্রত্যেকটি ভাষাভাষী প্রদেশের অধিবাসীদের স্বায়ত্তশাসন এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা কায়েম হউক এবং বাংলাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা দেওয়া হউক।

৩। আমরা চাই, বেকারীর অবসান, এবং প্রত্যেকের সৎভাবে জীবিকার্জনের নিশ্চয়তা।

৪। আমরা চাই, প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং যুক্ত নির্বাচন।

৫। আমরা চাই, সমস্ত নারী ও পুরুষের নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং যুদ্ধ খাতে ব্যয় কমাইয়া শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধিকরণ।

৬। আমরা চাই যুবসমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন এবং যুবক-যুবতীদের জন্য প্রচুর ক্লাব, লাইব্রেরী ও খেলাধুলার সুবন্দোবস্ত।

৭। আমরা চাই জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সরকার কর্তৃক প্রচুর ব্যয় বরাদ্দ ও যথেষ্ট চিকিৎসালয় ও ব্যায়মাগার নির্মাণ।

৮। আমরা চাই বিনা খেসারতে জমিদারী, জায়গীরদারী প্রথার উচ্ছেদ ও কৃষকের হাতে জমি।

৯। আমরা চাই শ্রমিকের জীবিকা ধারণের উপযুক্ত মজুরী ও ৮ ঘন্টা হিসাবে সপ্তাহে ৪৪ ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারণ।

১০। আমরা চাই সমস্ত বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্ত ও বড় শিল্পগুলির জাতীয়করণ।

১১। আমরা চাই যুবসমাজের জন্য সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও অস্ত্র রাখার অধিকার।

১২। আমরা চাই সমস্ত দাসত্বমূলক আইনের প্রত্যাহার, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সভাসমিতি ও মতামত ব্যক্ত করার ভিত্তিতে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধিকার।

১৩। আমরা চাই, সকলের নিজ নিজ ধর্ম পালন করার পূর্ণ অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা।

১৪। আমরা চাই, পাকিস্তান হইতে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার অবসান।

উপরোক্ত দাবীগুলি পাকিস্তানের দলমত নির্বিশেসে প্রত্যেকটি যুবক-যুবতীর দাবী। উপরোক্ত মৌলিক দাবীগুলি কায়েম করিতে পারিলেই দেশের সকল প্রকার যুবসমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির নিশ্চয়তা হইবে এবং পূর্ববঙ্গ তথা সারা পাকিস্তান ধনে, জনে, শিল্পে ও শিক্ষায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।

পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ

৪৬/১, যুগীনগর লেন, ঢাকা।
তারিখ: ২৭শে মার্চ, ১৯৫২।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন	পাকিস্তান গণপরিষদ	১০ই এপ্রিল, ১৯৫২

MOTION RE: BENGALI BEING ONE OF THE STATE LANGUAGES IN THE CONSTITUENT ASSEMBLY OF PAKISTAN, 10TH APRIL, 1952.

Mr. Nur Ahmed (East Bengal: Muslim): Sir, I move: "That the Assembly is of opinion that Bengali language shall be made the State Language of Pakistan."

Sir, my resolution is self-evident and clear to every Honorable Member of this House. I would not take the valuable time of the House by inflicting a speech in support of my motion.

Mr. President (to Mr. Nur Ahmed): Do you want to speak?

The Honourable Mr. Nurul Amin (East Bengal: Muslim): He has spoken.

Sardar Shaukat Hyat Khan (Punjab:Muslim): An official is stopping him from speaking.

Mr. President: Motion moved:

"That this Assembly is of opinion that Bengali language along with Urdu language shall be made the State language of Pakistan."

The Honourable Pirzada Abdus Sattar Abdur Rahman (Sind: Muslim): Sir, I

move:

"That in view of the fact that no decision has yet been taken in the matter of the State language and there being no immediate necessity of taking a decision thereon, be it resolved that the question be decided by this Assembly when it comes up before it in due course."

Sir, the Amendment is very clear and it does not need any further clarification.

Mr. President: Motion moved:

"That in view of the fact that no decision has yet been taken in the matter of the State language and there being no immediate necessity of taking a decision thereon, be it resolved that the question be decided by this Assembly when it comes up before it in due course."

Sardar Shaukat Hyat Khan: 'Sir, I am both pained and surprised to see that one of the Government party's Members is first allowed to bring the resolution and then Government itself tries to postpone it. We have seen during the past two months that this language issue has taxed the minds of the people or our brethren in East Bengal.

* Speech not corrected by the Honorable Member.

The issue was then raised after the speech of no less a person than the Prime Minister of Pakistan and then after that there were trouble, there agitation, there were shootings', there were killings and there was lot of agitation, seeing which no less a person than the Chief Minister of East Bengal got up in his Legislature where he holds a majority to pass a resolution in keeping with the feelings of the people of East Bengal. Unless he was then in harmony with the ideas of the people of East Pakistan, he could not have passed that resolutions or was it only a political way in which he wanted to get out of the difficult situation? I would ask the Honorable Chief Minister from East Bengal, what was the reason that he passed that resolution in the Legislature of East Bengal. If there was no need for it then, there was no need for bringing this resolution here. If there was a need for that resolution to be passed, if there was a public feeling which had led him to pass that resolution in East Bengal Assembly, then surely, Sir, that need has not been done away with and therefore this issue should not be put in cold storage.

I being to a province where we have nurtured and brought up Urdu in the last 30 years or 40 years or more and Punjab is really proud for nurturing that language which was not its own. Then, Sir, after all these years we have been speaking that language and improving that language, in spite of the fact, I am today with the fullest responsibility standing here to support the issue of Bengali and I say that let us have Bengali as one of the State Languages, because it is the language of 4 crore and 9 lakhs of our people living in East Bengal. If we, from West Pakistan, are going to oppose that urge, of the people of East Pakistan, we will be responsible for starting trouble in East Pakistan, which may damage the very fabric of my country and my nation. Sir, I am one of those, therefore, who, though loving Urdu language, though speaking Urdu language, are today on their legs to support this issue with all sincerity and all seriousness because we do not want that by opposing the cause of the people of East Pakistan, we are going to do no good. Instead, by postponing the issue, by postponing the evil day once again, we will be starting trouble, which may result in the complete disruption of Pakistan. Therefore, Sir, in the interests of Pakistan, in the interests of our people, in the interests of our solidarity, in the interests of our future ties, in the interests of our future children and in the interests of our posterity, I am going to support the issue of Bengali. Let us not waste any time; let us support the resolution of Chief Minister of Bengal; let us have the Bengali language as one of our State languages. If we can have English, if English could be spoken here, if English could be treated as a language in which we can communicate with each other why cannot the Bengali language, the spoken language of 4 crores of people, be the State language. I am sure, Sir, that Urdu is neither so weak, nor Bengali language so weak, that by having them both as State languages, we are going to kill one or the other language. It is just trying to put oil on fire and this fire would spread, I assure you, Sir, if we do not take up this issue seriously and if we do not get over this petty Provincialism, if we keep on going; on Provincial lines of sentiments on which we have lived for past so many years, we, we are going to destroy this country. Sir, sentimentalism should be apart. We have been sentimental too long. We have been emotional too long. Let us be rational, let us ask 'ourselves, ask searching questions to yourselves.; I ask the Prime Minister here, let him ask a searching question to himself: Is it really the desire of East Pakistan people that they should have Bengali language as one of the State languages? If it is not, then for

God's sake get up and tell us that it is fraud, it is not the voice of the people, it is only the call of a few people and I will take back all my words which I have spoken in favour of Bengali. But if on the other hand, this is certain that this is the urge of people, this is the desire of the majority of the people of Pakistan, then I do not see any reason why you are putting back the issue and why you are adding to the troubles of the Government and the people of Pakistan. Sir we know and all of us know that here are countries in within there are three languages spoken. Take Switzerland, there is German, there is French and there is Italian spoken. Take the question of Canada. There is French and English both. Take the question of our country; why cannot we have two languages? Why should we oppose it? We, who have been speaking English for the last 200 years, we are going to oppose that language, the language of the majority of the people of this country? I have got no hesitation. Sir, in saying that we, in the Punjab, and we people who think sensibly about the future of Pakistan, we have got no desire to float the language issue and otheraspiration's of the people of East Pakistan.

Sir, I am sure, if we have Bengali as one of the State languages, it will lead to stronger ties and stronger friendship between the two wings of Pakistan. There will be people here in West Pakistan who will be learning Bengali and there will be people in Bengal who will be learning Urdu so that by this interchange of languages, by this compulsory learning of the languages of both wings of Pakistan, we are going to forge ties which it will be impossible to break by an artificial manner. Therefore, Sir, if we are going to have stronger ties and friendship and brotherhood between the two wings of Pakistan, we should give up this motionalism and came forward with open hands and say that we are accepting your language, not that you are in a majority but because we want to make Pakistan-stronger and our brotherhood stronger and a real and effective thing. We are coming forward to accept the language of your country as at par with Urdu which is the spoken language of certain people in West Pakistan. Sir, if we do not do that, if we do not come to rationalism, if we keep on being emotional, if we keep on putting it away for political reasons, then, Sir, I assure my friends opposite that they are not today shelving, the issue Bengali language, but they are shelving the very foundation of Pakistan being laid on a proper basis. By trying to put off this issue they are going to create trouble in the mind of the East Bengal people who might think-and think wrongly- that we, in West Pakistan, are trying to dominate them. We have got no desire whatever to dominate any one part or any Province or any people of this country. We want all the people and all the Province to get up together and with proper co-operation and friendship with each other, we should grow into a mighty nation which is our right to be.

Therefore, Sir, in the interest of Pakistan's solidarity, in the interest of our people, in the interest of Bengal, Punjab, Sind, Frontier and Baluchistan, I am going to ask my friends in the Government, do not keep on shelving these issues, do not keep on putting off the real issues of the country, do not keep on putting off the need of the day. Be brave, be the worthy followers of Quaid-i-Azam, the worthy successors of Quaid-i-Azam, behave like true successors of Quaid-i-Azam and get up and do as he would have done in a different situation like this and accept this language issue. Do not do a thing which is going to disrupt the very strength of our nation.

Sir, it is very well saying that when the Constitution is made, then we will take up this issue. Even, Sir, only yesterday a resolution was brought in about Islamic research. Many resolutions every day are brought in, some are about elections, some about amending the Government of India Act. When these small things can be discussed in this House and passed, why cannot these major issues, when they arise, be discussed and passed to that here is no trouble in the country, so that we can live happily, so that there is no inferiority complex any where that people here are conspiring against them or people there are trying to dominate the people in West Pakistan. Sir, with these few words, these inadequate words, I am going to once again appeal to the people to be sensible, do not try to be emotional and do not try to put off these issues. Let us go and help the Bengali culture to grow and if necessary, if you think and I am sure the people in East Bengal and people in West Pakistan may agree that we may try to have a common script so that Urdu and Bengali languages can be understood and read easily by the people of West Pakistan and East Pakistan. Therefore, Sir, with this prayer that you should coolly and calmly consider this issue and settle at once as all and take up the issue of the script and let us see if we can have a common script. Let us have this Quranic script which is understood by both the people in East Bengal and people in West Pakistan. This may be the common script of the two languages. Therefore, Sir, with these words and with these suggestions, I appeal to the House for God's sake give up your ideas of Provincialism of which you are accusing your opposition and rise above the present level and see that you are the real Statesmen of Pakistan and that you are going to preside over its funeral.

*　　*　　*　　*　　*　　*

Mr. A.K. Fazlul Iluque (East Bengal: Muslim):* Sir, while I had been listening to this debate, I felt it my duty to put forward my views before the House. I do not claim to be an orator. Nor can I claim to possess the vehemence of language with which my friend Mr. Shaukat Hyat Khan, can carry a motion before the House, but, Sir, I claim, through God's grace, to have had something of parliamentary experience. I have outlined three parliamentary generations in the whole of India and I know, Sir, what it is. When a question of the utmost importance to the State is being discussed, how people can play to the gallery and not look to the essential importance of the question itself. I do not for a moment impute to any of my friends here the charge that they do not realize the importance of the question itself. I do not for a moment impute to any of my friends, here the charge that they do not realize the importance of the motion, but I do say that they are not in a possession of all facts. Not only have I derived experience, Sir, of my thirty years either as a politician or as a member of the Bar. I am in close touch with the people from the mofussil who come to me on professional work. After my work is done, I just indulge in conversation with them to find out the real feelings of the people in connection with my burning question of the day. Now, Sir, I say it without any fear of contradiction that whatever the reasons may be, the feelings of the people of East Pakistan at the present moment are that Bengali should be at the least be given a place in the recognized State languages of Pakistan. Sir, I do not think there is any inhabitant of Eastern: Pakistan at present that can be expected to vote for Urdu only as the State language of Pakistan. It is not for me to say whether that feeling is well-founded or not. I am not saying that. Now,

---

* Speech not corrected by the Honorable Member.

Sir, at present the question that has come up before the House has not been the unseating of Government. Government did nothing, but some of our Members have tabled resolutions to the effect that Bengali should be recognized as one of the State languages of Pakistan. My friend, Mr. Nur Ahmed, who will pardon me if I say that he is a machine for turning out resolutions at the rate of 100 per hour and amendments at a similar rate. He could not have left this occasion to go without tabling a resolution. Moreover, being an inhabitant of Chittagong, for the feelings of the most violent character he has only done his duty in bringing this motion before the House. So let us now understand the position. What is that the Government have decided? Government have fully realized that there is behind this demand of Bengali being one of the State languages, the 'Voice of 90 million of the 'people of Pakistan. At the same time, the question can be looked at from various point of view. It takes time to consider and come to a definite decision. All that the Government proposes is that the question should not be decided here and now by the mere majority of votes, but that time should be taken into consideration to see that question is gone into in all its aspects and decided finally as to what should be the language or the languages of Pakistan. I do not very much like the phrase [4]in due course'. As things at present stand, I feel that; 'due course* may not come in the near future. It may be that the English language may continue to be the State language for five or eight years. We do not know what will happen, but whatever the reasons, if the Government motion is held today. We will not allow Government to sleep over this question. We will face an issue the next time when the Assembly meets. All this time we will have ample opportunities of mobilizing the public opinion in East Pakistan and if we succeed in showing to the world that the people of East Pakistan have not only got a very good case; but also they have got public opinion behind their demand, I am sure the Government will have to look into it, whatever may be any personal views in this matter.

Mr. President: I may remove a misconception. Here the Government is not represented. All members represent themselves.

Mr. A.K. Fazlul Haque: "Sir, that is theory. So whatever it may be, the remarks I make here apply to Honorable Pirzada. Whatever may be case, I am placing certain facts. I am saying that after coming to Karachi I looked at this question from various points of view. At present my estimate is that Government has got a majority in the House. If we force a decision we are likely to lose and if we lose we lose this cause for ever, because It is not only the members of the Constituent Assembly, but a member, of that section of the Constituent Assembly who dealt with the situation. But if we allow this question to remain open, get an opportunity of considering this question along Members of Government and have not a decision to the question we desire, I submit, Sir, then we will have great apprehensions. I do not wish to get a definite decision today, but I wish to have an opportunity of mobilizing public opinion there and inducing Government to accept our point of view. There is a beautiful couple that says: He who fights and runs away lives to fight another day, if that may be the position then that is to our advantage. Instead of taking a defeat just now, whatever may be the reasons, it is much better that the question should remain open and Government may have an opportunity of considering the questions from all its aspects and then coming to a decision.

---

* Speech not corrected by the Honorable Member.

Now, Sir, I will be very frank. The discussions that have taken place and the discussion that will take place will show that the Members of this Assembly from Eastern Pakistan-and If we will have the Members who come from Eastern Pakistan-will be put in a very awkward position, because their own feelings are that Bengali should be declared straight away here and now as one of the State languages of Pakistan.

Sardar Shaukat Hyat Khan : Why do not you say so?

Mr. A.K. Fazlul Haque: "Well, I want it. But I want to have proper initiative. Sir, I want to be frank. As I have said, I do not want to break it. I feel that if a division is taken in the present circumstances, we will lose, whatever reasons may be. I do not want to lose but I want to get an opportunity and as a matter of fact I do not want to shelve the question but I want to put off the defeat and see if I can get successfully out of unfortunate circumstances.

Sardar Shaukat Hyat Khan: Who can defeat you?

Mr. A.K. Fazlul Haque: *I cannot for a moment answer my friend's questions in the way he desires because it is not for me to change facts. I am not saying these things from the point of views of any particular section of the House. I am not holding any brief for anybody but I am only putting before the House the question from practical point of view. Does the amendment of Honorable Abdus Sattar go to this length that this question can never come before this House to consideration? It may be postponed for six months or eight months. These are all matters of procedure. So, Sir, I submit that it is not fair politics because some of the Members here have been placed in a very awkward position because there is a conflict between their duty towards their constituencies and the circumstances with which we are faced in this House today. I am only appealing to the House not to make provocative speeches but allow the Government to consider this question coolly and calmly and I feel sure that the time will come when we will be able to convince that the importance of Bengali must be properly weighed

Before I sit down I convey my grateful thanks to my friend Sardar Shaukat Hyat for the manner in which he has espoused the cause of Bengali I wish I had delivered that speech and not he. (Applause)

*   *   *   *   *   *

Shri Dhirendra Nath Dutta : Mr. President, Sir,...........today, it is rather difficult for me to speak as it has been enhanced by the fact that I am to speak after the Honorable and most learned friend, Mr. A.K. Fazlul Huq. I have the honor of being his colleague for a long period and I know the difficulty of speaking after him. He can place any case with abounding arguments. He has got that capacity. I shall confine myself to one fort only and that is this: Whether there is a necessity for postponing the consideration of this issue. It is now agreed. Sir, and it has been agreed by my Honorable and most esteemed friend, Mr. A.K. Fazlul Huq, that the claim of the Bengali language is genuine and it has got the opinion and the backing of all the population of

---

* Speech not corrected by the Honorable Member

East Bengal. If we look, Sir. to the resolution that have been tabled in this House, we shall find it. Not only Mr. Nur Ahmed, who has got a knack of moving resolution, and who comes from Chittagong. has moved this resolution but the resolutions have been moved by Mr. Shahoodul Haq coming from my place in the district of Tipperah and if you look to the resolution itself, it says that in view of the general opinion prevailing in East Bengal over the question of State language and also in view of the unanimous resolution of the East Bengal Assembly passed at its last session recommending adoption of Bengali as one of the State languages of Pakistan, the Constituent Assembly resolves to adopt Bengali as one of the State languages of Pakistan.

So, it has been said in the resolution itself that there is the general opinion prevailing on the question of State language and there is unanimous resolution of the East Bengal Assembly. Sir, I happen to be a Member of the East Bengal Assembly. I know, Sir, the leader of the East Bengal Assembly, I mean the Honorable the Chief Minister of East Bengal, himself moved that resolution. He himself got up and got it passed that the East Bengal Assembly recommends that the Bengali language shall be one of the State languages of Pakistan. Then, Sir, we get the resolution of Mr. Abdullah-al Mahmood who comes from Pabna who also says that Bengali be declared as one of the State languages. Then Mr. Abul Kasem Khan who also comes from Chittagong also say that. Then Moulvi Ebrahim Khan who, is the President of the Secondary Education Board of East Bengal, and who was the Principal of a College in the District of Mymensingh also says in his resolution that Bengali should be one of the State languages. So, Sir, it i's agreed and it cannot be denied that there is the backing of the whole population of Eastern Bengal that Bengali shall be one of the State languages. I have got the opportunity of mixing with children in the Districts. The children who can barely speak, they utter the slogan: "Bengali shall be a State language." ....

Sir, it is most regrettable that silence has been imposed upon my friends who come from East Bengal. Mr. Nur Ahmed has only moved the resolution and has not spoken a few words in favor of the resolution. Other Members, Sir, are also keeping mum. So, Sir, it is clear that the silence has been imposed upon them by the persons in authority and by the present ruling group. Then, Sir, Mr. A.K. Fazlul Huque says that it should be postponed and a better day shall come. In these matter. Sir, which have been agitating for the last 4 years and in which they have been silenced, no further mobilization is necessary. It is well known. Sir, and I do not understand how the present ruling group do not attach any importance to it. Let us decide it once for all. It is useless to ignore facts. I have paid due attention to the arguments that have been advanced by Mr. A.K. Fazlul Haq that the matter shall improve if the consideration is postponed. He has declared that he wants that Bengali shall be one of the State languages of Pakistan. But he has not given any argument in favor of the postponement of the consideration. But, I know. Sir, the reason for postponement. The reason is to shelve the matter today. It is clear, Sir, that a silence has been imposed upon member of East Bengal Legislative Assembly who role East Bengal, I mean my Muslim brethren. Silence has been imposed upon them and silence will be imposed upon the people and, therefore, it is not prudent today to postpone the consideration. The matter is of such importance that it cannot be shelved. Is it not a fact that the feelings of the Bengalis are not known to our Prime Minister who

happen to be a Bengali? My Chief Minister is present today, sitting up quite silent and mum. He knows the real situation. But he does not venture and the members of the Eastern Bengal, my Muslim brethren, do not venture today to utter an expression in favor of the Bengali language. I know their feelings and I know the feelings of the people of Eastern Bengal. Whatever may be said, but they have been compelled to be silent today. Face the question bravely and courageously. The demand that Bengali should be one of the State languages of Pakistan is in the interest of Pakistan. For the interest of Pakistan and for the integrity of Pakistan, the Eastern wing and the Western wing should be connected and they can be connected if my friend from Western Pakistan start to learn Bengali and we learn Urdu

Shri Sris Chandra Chattopadhyaya (East Bengal: General): Mr. President, I rise to support the resolution moved by Mr. Nur Ahmed and oppose the amendment which has been moved by Mr. Pirzada with trepidation.

The first cause of my trepidation in this debate is that when Mr. Nur Ahmed brought this resolution before this House the words uttered by him looked to me like some Mantras on a Sradh ceremony. I know that Mr. Nur Ahmed, even when he gets up without moving any Resolution, talks much and it is always difficult for the President to stop him within time, but what did he do today? He got up and read the resolution like Mantras on a Shradh ceremony without a word in support. I think really, he was gagged…….

My second point is this that when there was an agitation in East-Bengal personally I do not know anything about that because I was absent from East Bengal at that time-the Chief Minister of East Bengal hurriedly went to the East Bengal Assembly and himself moved a Resolution supporting the Bengali Language and promising that he would see that it is accepted as one of the State languages or something like that.

The Honorable Mr. Nurul Amin (East Bengal: Muslim): Where did you get it from?

Shri Sris Chandra Chattopadhyaya: Did you not support it?

The Honorable Mr. Nurul Amin: Why do you put in a Sentence which was not uttered by me?

Shri Sris Chandra Chattopadhyaya: Did you move the Resolution or not?

The Honorable Mr. Nurul Amin: I said something else:

Shri Sris Chandra Chattopadhyaya: What is the Resolution which you moved?

The Honorable Mr. Nurul Amin: You can read yourself.

Shri Sris Chandra Chattopadhyaya: I was not there; I was not a Member of your Assembly. I did not get a copy but I saw it in newspaper.

The Honorable Mr. Nurul Amin: Then why do you quote me; why do you tread on the subject if you have not read the Resolution?

Shri Sris Chandra Chattopadhyaya: You moved that Resolution, and it is reported that you said that you would come here and have that Resolution supported by this Assembly.

Sardar Shaukat Hyat Khan: You are treading on his pet corn.

Shri Sris Chandra Chattopadhyaya: I know that. However, I had accepted that being the leader of the House in the East Bengal Assembly and having moved that Resolution, it would have been proper on his part himself to bring that Resolution beforethe House. I find, as he did not move the Resolution, nor has he said anything in support of the Resolution, that he may be against the Bengali language being made a State language. That is the second reason for my trepidation; so that it may not be said here after that there was a talk over the language question in the Assembly but it came more from the Hindu side and therefore it was only a Hindu agitation-and it may be circulated thereafter that it was merely a Hindu agitation-as I find, there is already the allegation that the language agitation in East Bengal was engineered by the Hindus-the dhotiwalas and others-and not by the Muslims and handy Safety Act was used against some of them. That is my difficulty. Then, Sir, my old friend, who was my colleague once-Mr. A.K. Fazlul Haq-in his old age is a very different man.

Mr. A.K. Fazlul Haq: You are senior to me.

Shri Sris Chandra Chattopadhyaya: Mr. Fazlul Haq has asked for time. Sir, he who once wanted the Britishers to leave the shores of India, not giving them even 24 hours to do that, today comes forward to say that, though he knows this is an urgent matter, still be silent now and some time may come-it may be after the doomsday-when Bengali will become a State language.

Now, who has nurtured this agitation; who was responsible for this agitation? There was an agitation in 1948. There was no agitation afterwards in Bengal, until there was speech-somebody may say you are misquoting-but there was a speech by some big man in which he said Urdu was to be the State language and no other language. I was not there, but that set the ball rolling and that brought together all Muslim Students-Students of Fazlul Haq Hall and Salimullah Hall-who came forward and started that agitation, it is stated that they were going on with this agitation months before the 21st February. If it was in their knowledge that they were agitating about the language issue, why did Mr. Nurul Amin rush to the House on the 22nd at nightfall to move his Resolution? If he had moved that Resolution on the 20th the whole agitation would have fizzled out. There would have been no provocation for that agitation.. .

Mr. President: Mr. Chattopadhyaya, which is not the issue before us. You can speak in respect of the resolution and the amendment.

Shri Sris Chandra Chattopadhyaya: I am on the amendment. I do not agree with these words of the amendment, these words, "that there being no immediate necessity of taking a decision here and now." I do not agree with that. I say it is a very urgent matter. Already people are in temper in East Bengal. Therefore, the sooner it is decided, one-way or the other, it is better at least for the people of East Bengal. Because in that case they

will not be back into the agitation and they will not give opportunity to the Government of East Bengal to use their Safety Act and other laws for terrorizing the people and it will not be necessary for them to use firing squads against the youth and boys, that would be very wrong for them to do. But if it is postponed in this way without a final decision that will give cause for fresh agitation and will not stop the people of East Bengal from pressing their claims for recognition of Bengali as a State language. I am afraid of this. Again they will say it is being engineered by Hindus. I think, in that case our only course would be to leave the town of Dacca for some time so that nobody can say Hindu are doing all this. Hindus had not taken part in agitation and will also remain aloof from any future movement on language question. We do not want to take any part in this agitation. We do not agitate for Bengali language outside this House. This House is our only forum. We have tabled motions and we support this issue here and we had agitated for Bengali in this House before; and there it ended. We do not go outside to agitate. Many things have been stated and said in support of Bengali language. In this connection 12 Muslim Editors of East Bengal issued a statement, one of them is the Editor of the Azad of which my friend, Maulana Akram Khan, is the proprietor, strongly supporting the demand for Bengali as a State language.. .

... I expected the mover to have spoken some words in support of his resolutions. I expected some of our Muslim members of this House from East Bengal would have spoken either way-either supporting or rejecting it. By keeping mum people there will understand they are not supporting the Bengali language. The people of East Bengal will be misled thereby.

The Honourable Mr. Nurul Amin: I rise to speak a few words more for giving a personal explanation on account of certain mis-statements made by no less a person than Mr. Chattopadhyaya who is the leader of the Opposition in the Legislature...

(Interruption)

I understand he is leader in the Constituent Assembly, as well, that puts him to a position of much higher responsibility than being a leader in the Legislature. When I heard certain provocative statements coming down from his lips-mis-statements, incorrect facts-I thought that it was not the Bengali language which has created a loss of balance in him but it was something else which was in his mind and which was coming up before the House. This is a bill which is going to be moved with regard to the arrangements that will be made in East Bengal for the coming general elections on the basis of separate electorates. As for myself, I did not speak because I thought the amendment which has been made by the Honorable member Mr. Abdus Sattar was not inconsistent with the resolution moved by me in the Bengal Provincial Legislative Assembly or with any of the motions tabled by my esteemed friends from East Bengali. But there was another reason for which I did not speak. I wanted to see how far the Honorable members sitting on my right can go to create a cleavage between us; what are the arguments, what are the provocations, what are the appeals to our sentiments, in which they are part-masters, by which they want to create a cleavage. In that I hope I have been successful in exposing them to the best. This was not such a motion on which such lengthy and emphatic speeches would have been made. It was not the denial of the

desire of the people of East Bengal; it was not the shelving of the question, but is was a very simple proposition by which it is expected that better results may emerge. There has been a demand from East Bengal for Bengali language, no doubt. The people of Bengal also want that people on this side-their brethren on this side should be educated and acquainted with their feelings, logic and justification. So, Sir, this postponement, to my mind, seems for the better and not for the worse as has been interpreted by my honorable friends on the opposition. Each one of them has spoken in the strain that they are the only advocates, fathers and forefathers of Bengali language; and the Muslims coming from East Bengal have no claim on Bengali language and have no love for that language. This is not their monopoly. They arrogate to themselves in certain matters to show to the world that they are the monopolists in these matters-in the matter of preservation of right in a democratic country; in giving rights to the people; in giving rights to the people for the freedom of speech and all that. But they should understand that we who are sitting here, who have got the responsibility to run the administration of the country, have got to be more responsible than those

(Interruption)

........Sir, what was the resolution that I moved in the East Bengal Assembly to

which several honorable members on this side, including the Leader of the Opposition, have referred. This is a simple resolution:

"The reason for moving this resolution is that there has been a good deal of confusion among a section of the members of the public that the action that was taken by the Government yesterday was on account of the demand by the students for Bengali to be one of the State languages. The issue have been confused because so far as that demand is concerned, the students brought out two peaceful processions on two occasions and the Government did not interfere."

That was the occasion on which this resolution was moved. Then there was an amendment by a member of that Assembly-Begum Anwara Khatoon-to the effect.

"That it should be finally decided in the next session of the Constituent Assembly of Pakistan."

That was the amendment and my reply was:

"Coming to the amendment of Begum Anwara Khatoon there also I find that it is not acceptable because we are not the persons, we are not the authority to decide whether this matter will be taken up in the next session of the Constituent Assembly or not."

So this amendment was also voted down. It was not accepted. So what I meant by this resolution-and I still stand by that-was that this resolution should be forwarded to the proper authority, the President of the Constituent Assembly, who will deal with this matter according to the rules governing such matters in the Constituent Assembly, and this has been sent to the President. I do not know what will happen to that, but when this matter comes up before this House in due time, certainly I will mention the resolution

passed by the Legislative Assembly of East Bengal. This is not the proper time. This matter has come up before this House because certain motions have been moved by some members of this House and there has been an amendment to that motion, and I do not see how the amendment is contradictory to any of the resolutions which has asked Bengali to be one of the State languages in Pakistan. So long as the question of Bengali language remains pending, so long as the demand of East Bengal is not decided adversely, I do not see any fear in that. Rather I am hopeful that better results may come out of it. 'But there are members in this House who want to fish in troubled waters when they get a certain opportunity, and this is one of them .. .

.... Sir, I have confined myself to the issue. Sir, the resolution is of the East Bengal Assembly there. I have read out the wording of the resolution of the East Bengal Legislative Assembly, as also its intention. So it is not the question why I do not move that resolution here A motive has been imputed by the Honorable the Leader of the Opposition. So there should not be a confusion which has been sought to be created amongst our people by the gentleman speaking from that side. I do not touch the points raised by Sardar Shaukat Hyat Khan who has spoken from the Bench over there, because I know that his party being so small, he has got to be in the lap of my friend Mr. Chattopadhyaya...

Mr. President: I am first putting the amendment to vote.

The question is :

That for the original motion the following be substituted:

"That in view of the fact that no decision has yet been taken in the matter of the State language and there being no immediate necessity of taking a decision thereon' be it resolved that the question be decided by this Assembly when it comes up before it in due course."

(The House then divided)

A YES-41

i. Mr. Abdulla-al Mahmood.

2. Maulana Md. Abdullah-el Baqui.

3. Maulana Md. Akram Khan.

4. The Hon'ble Mr. Azizuddin Ahmad.

5. Moulavi Ebrahim Khan.

6. The Hon'ble Mr. Fazlur Rahman.

7. Mr. Ghayasuddin Pathan.

8. Mr. Shahoodul Huque.

9. The Hon'ble Dr. Ishtiaq Husain Qureshi

10. The Hon'hle Mr. Mafizuddin Ahmad.

11. The Hon'ble Dr. Mahmud Husain.
12. The Hon'ble Dr. A. M. Malik.
13. The Hon'ble Mr. Md. Habibullah Dahar.
14. Mr. Nur Ahmed.
15. The Hon'ble Mr. Nurul Amin.
16. The Hon'ble Khwaja Nazimuddin.
17. Mr. Asadullah.
18. H.E. Khwaja Shahabuddin.
19. The Hon'ble Mr. Abdul Hamid.
20. Sayed A. B. M. Husain.
21. Shri Dhananjoy Roy.
22. Mr. Akshay Kumar Das.
23. Mr. Abdul Monem Khan.
24. Mr. Choudhury Zahiruddin Moazzam Hossain (Lalmian).
25. H.E. Malik Md. Firoz Khan Noon.
26. The Hon'ble Mr. Mohamad Ali.
27. The Hon'ble Sir Muhammad Zafrulla Khan.
28. The Hon'ble Sardar Abdur Rab Khan Nishtar.
29. Khan IftlHv.r Hnrain Vh ,n nfMnmHnt
39. Syed Khalilur Rahman.
31. Sardar Amir Azam Khan.
32. Shaikh Sadiq Hasan.
33. Sayed Ghulam Bhik Nairang.
34. Malik Shaukat Ali.
35. The Hon'ble Pirzada Abdus Sattar Abdur Rahman.
36. Mr. M. H. Gazder.
37. Mr. M. A. Khuhro.
38. Mr. M. H. Kizilbash.
39. The Hon'ble Mr. Mushtaq Ahmad Gurmani.
40. Mr. P. D. Bhandara.
41. Mr. Ahmad E. H. Jaffer.

NOES-12

1. Mr. Prcm Hari Barma.
2. Sim Dhircndra Nath Duita.
3. Shri Kamini Kumar Duta.
4. Prof. Rajkunur Chakraveny.
5. Shri Sris Chandra Chattapadhyaya.
6. Mr. Bhupendra Kumar Datta
7. Mr. Jnunendra Chandra Majumdar.
8. Mr. Birat Chandra Mandal.
9. Mr Bhabesh Chandra Nandy.
10. Sardar Shaukat Hyat Khan.
11. Sardar Asadullah Jan Khan
12. Seth Sukhdev.

The motion was adopted.

Mr. President: So `all the other motions on the language issue full through.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ সম্মেলনে আতাউর রহমান খানের ভাষণ	সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ	২৭শে এপ্রিল, ১৯৫২

সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ-সম্মেলন

বার এসোসিয়েসন হল, ঢাকা

২৭শে এপ্রিল, ১৯৫২

সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খানের ভাষণ

বন্ধুগণ,

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা দাবী করার অপরাধে পূবর্ব পাকিস্তানে যে বিপর্যয় ও বিভীষিকার ঝড় বয়ে গেল তার একটা মোটামোটি ইতিহাস আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই।

ঊনিশ শ' আটচল্লিশ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে প্রথম উৎপত্তি, ছাত্রসমাজের উপর মুসলিম লীগ সরকারের নির্যাতন ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উথাপন এবং শেষ পর্য্যন্ত তখনকার পূবর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, খাজা নাজিমউদ্দীনের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর- সবই আপনারা জানেন। আপনারা এও জানেন যে, উক্ত চুক্তির শর্ত্ত কখনও কার্যকরী করার চেষ্টা হয়নি, পক্ষান্তরে আরবী হরফে বাংলা ভাষা প্রচলনের এক উদ্ভট পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ফেলেছেন।

তারপর চার বছর কেটে গেলো। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে সবাই একরকম চুপচাপ। ঠিক এমনি সময় একদা জানুয়ারী শেষ ভাগে খাজা নাজিমউদ্দীন সাহেব, ঢাকার জনসভায় উর্দ্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে বলে ঘোষণা করে বসলেন। বারুদে আগুন লাগলো। সাড়ে চার কোটি মানুষের দাবীকে উড়িয়ে দিয়ে, নিজের প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি ভঙ্গ করে 'নাজিমউদ্দীন সাহেব যখন এই ঘোষণা করলেন, তখন সারা পূবর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে পড়লো। চারদিক থেকে তীব্র প্রতিবাদের রোল পাকিস্তানের আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হলো।

তারপর তিরিশে জানুয়ারী তারিখে ছাত্র ও জনসাধারণের বিরাট মিছিল, জনসভা, একত্রিশ তারিখে মৌলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সবর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠন এবং চৌঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে শহরে হরতাল পালন ও স্কুল-কলেজ বন্ধ, এসব পর পর হয়ে গেলো। কর্মপরিষদের এক সভাতে একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখে দেশব্যাপী হরতাল, শোভাযাত্রা সভাসমিতি করার প্রস্তাব ঘোষণা করা হলো। এগারো, বারো ও তেরো তারিখে পতাকা দিবস পালন করা হলো। চৌদ্দই তারিখে কর্মপরিষদের তরফ থেকে নুরুল আমিন সাহেবকে কর্মপরিষদের সদস্যদের সাথে আলোচনা করার জন্যে দিন, তারিখ ও স্থান ধার্য করার অনুরোধ জানিয়ে এক চিঠি দেওয়া হয়। সে চিঠির জবাব অবশ্য কোনদিনই পাওয়া যায়নি।

হঠাৎ বিশে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ঘোষণা করে শোভাযাত্রা ও সভাসমিতি বন্ধ করার আদেশ দেন। বিনা মেঘে বজ্রপাত। এর আগে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ছাত্র ও জনসাধারণ সৃশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সভা, হরতাল ও মিছিল চালিয়ে গেছে- নিষেধাজ্ঞা জারী করার কোন

প্রয়োজন কোনকালেও হয়নি। ছাত্র ও জনসাধারণ এই হঠকারিতায় ভয়ানক বিক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু কর্মপরিষদ সভা আহবান করে তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করে যে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালন করা হবে, কিন্তু নিষেধাজ্ঞার দরুন সভা ও শোভাযাত্রা বন্ধ রাখা হবে।

একুশে তারিখের মর্ম্মন্তুদ ও শোকাবহ ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি করে আপনাদের মনে কষ্ট দিতে চাই না। ঐদিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ সুশৃঙ্খল সভা করার সময় চারিদকে সশস্ত্র পুলিশের পাহারা, সভা ভঙ্গের পর ইতস্তত গমনরত ছাত্রদের উপরে লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ, দলে দলে ছাত্রদের গ্রেফতার এবং শেষ পর্য্যন্ত মেডিকেল ছাত্রাবাসের ভেতর অনধিকার প্রবেশ করে নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর বেপরোয়া গুলী চালনা ও মৃত্যুর ঘটান এবং অসংখ্য ছাত্র জখম-এ দৃশ্য কারবালার দৃশ্যকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। সভ্য জগতে এর দৃষ্টান্ত বিরল। সারা শহরের প্রত্যেকটি নর-নারীর মনে শোকের ছাড়া পড়ে গেলো। এই নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি নাগরিক প্রতিবাদ করে উঠলো।

পরদিন সারা শহরে শোকার্ত্ত মিছিল; বিক্ষুব্ধ জনতার তীব্র নিন্দা শহরের প্রতি কোণে ধ্বনিত হলো। এই দিনও পুলিশ গুলী চালিয়ে কতিপয় লোকের মৃত্যু ঘটায় ও অনেকগুলি লোককে জখম করে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শহরে কয়দিন ‘‘সরকার’’ ছিল বলে মনে হয় না। একুশে বাইশের ঘটনা যারা দেখেছেন তাঁরাও একথা মনে করেছেন যে কোন সুসভ্য ও গণতান্ত্রিক সরকার তখন ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না, কারণ নিরস্ত্র, শান্তিপ্রিয় ও সুশৃঙ্খল তরুণ সরলপ্রাণ ছাত্রদের উপর কোন সরকার কোন অবস্থায়ই গুলী চালাতে পারে একথা চোখে দেখলেও অনেকে বিশ্বাস করতে রাজী হবেন না।

এত বড় অন্যায় কাজ করার ফলে সরকারের আসন টলমল করে উঠলো। চারদিক থেকে মন্ত্রিমণ্ডলীর গদী ছাড়ার দাবী তীব্রভাবে জানানো হতে লাগলো। মন্ত্রী সমর্থক সদস্যরাও পদে ইস্তফা দিতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। এটা পরিস্কার বুঝা গেল যে এই মন্ত্রিত্ব আর একদিনও টিকে থাকতে পারছে না। ঠিক এমনি সময়ে পরিষদের অধিবেশন হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। মন্ত্রিমণ্ডলী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন- চাকরি রয়ে গেলো।

এর আগেই বেগতিক দেখে নুরুল আমিন সাহেব রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে একটি সোপারেশ প্রস্তাব পরিষদে পাশ করিয়ে নিয়ে জানিয়ে দিলেন যে এর পর আন্দোলনের আর কোন দরকার নেই। বশংবদ পত্রিকাগুলিও সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে লাগলো। পরবর্ত্তীকালের ঘটনাবলী পরিষ্কাররূপে প্রমাণ করেছে যে আন্দোলনের কত প্রয়োজন ছিল এবং আছে সরকারের ঘোষণা ও মিষ্টিবুলি কত মারাত্মক ধোঁকাবাজী।

সরকার কিন্তু নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের কোন কৈফিয়ৎই দিবার চেষ্টা করেন নি। পক্ষান্তরে মন্ত্রীত্বের সিংহাসন অবৈধ উপায়ে নিরাপদ করতে দমন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলেন। নানা প্রকারের কুয়াশার জাল সৃষ্টি থেকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য নিতান্ত জঘন্য মিথ্যা প্রচার আরম্ভ করে দিলেন। প্রথম থেকে বাঙালী-অবাঙালী বিরোধ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টাও চলছিল, কিন্তু সে চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। গোটা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রদোহী ও বিদেশী দালালদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং তারাই ছাত্রদের উস্কানি দিয়ে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিয়েছে, রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা এর সাথে হাত মিলিয়ে সহায়তা করেছে, ফলে গোটা রাষ্ট্রটাই বিপন্ন হয়ে পড়েছিলো- এই সব প্রচার করে লক্ষ লক্ষ ইস্তাহার হাওয়াই জাহাজে দেশময় ছড়িয়ে সরকার দেশে একটা ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করে তোলেন। মুসলিম লীগও সময় বুঝে ঠিক ঐ মর্ম্মে প্রস্তাব পাশ করে দেশবাসীকে সাবধান করে দেন, যেন কেউ এসব আন্দোলনে যোগ না দেন। সঙ্গে সঙ্গে ধরপাকড় আরম্ভ হয়ে যায়। ছাত্র, যুব কর্মী, পরিষদের সদস্য, বিরোধী দলের নেতা ও কর্মী, এবং কতিপয় অধ্যাপককে জেলে ঢোকানো হলো। সলিমুল্লা মুসলিম হলে হামলা করে অনেকগুলি ছেলেকে ধরে আনা হলো। শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে ছাত্রবন্ধুগণ মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলে যে স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তুলেছিলেন সরকার তা নির্ম্মমভাবে ধূলিসাৎ করেন। ববর্বরতার এমন নজির কোথায়ও মিলে না।

সারা দেশের লোক আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। মুখ ফুটে কথা কইবার জো নেই। বশংবদ সংবাদপত্রগুলি আন্দোলনের কথা, কর্ম্ম পরিষদের বিবৃতি ইত্যাদি সব ছাপানো বন্ধ করে দিলো। তাদেরও নাকি টুটি টিপে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু নাজিমউদ্দীন সাহেবের শ্যালক খাজা নুরুদ্দীন সাহেবের মনিং নিউজ শুরু থেকেই জঘন্য প্রচারণা শুরু করে। দেশের যুবক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়, শহরের সর্দ্দার সবাইকে রাষ্ট্রদ্রোহী, গুণ্ডা ইত্যাদি আখ্যা দিনের পর দিন দিয়ে যেতে লাগলো-এখানো দিচ্ছে। সারা দেশ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও সরকার এর কোন প্রতিকার করেন নি। পক্ষান্তরে সরকার মর্নিং নিউজের গল্পই বিশ্বাস করে তদনুযায়ী দমন নীতি চালিয়ে যান। এই পত্রিকাটিই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, অধ্যাপক, ছাত্র সবাইকে ষড়যন্ত্রকারী, রাষ্ট্রদ্রোহী বলে অতি জঘন্য ভাষায় গালি দেয়। সরকারও তা সমর্থন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরুদ্ধে এরূপ মিথ্যা অভিযোগের নজির ইতিহাসে আর নেই।

কোথায় কোন বিদেশী পত্রিকা কি বলেছে, কোথায় কোন সিপাহীকে কে বা কাহারা নিহত করেছে, তার বিচার না করে, দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের উপর। একথাও বলা হয়েছে যে নারায়ণগঞ্জেও 'জয়হিন্দ' ও যুক্ত বাংলার ধ্বনিও কেউ কেউ করেছিল।

আজ কিন্তু এ কথা দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এই সব অভিযোগ, কটাক্ষ, দৃষ্টান্ত, মিথ্যা ও বানোয়াট এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে গলাটিপে মারার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এতো প্রচার সত্ত্বেও কয়েকটি সরকারী ধামাধরা কর্মচারী আর মুসলিম লীগের কোন কোন সভ্য ছাড়া পূবর্ব পাকিস্তানের কোন ব্যক্তিই এসব কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। গণপরিষদের দু'একজন সদস্য পরিষ্কার বলেছেন যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকার ও মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যারা বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন চালিয়ে গেল তারা কোনদিন কম্যুনিষ্ট, রাষ্ট্রদ্রোহী বা বিদেশী দালালদের অস্তিত্ব ভিতরে বাইরে কোথায়ও খুঁজে পায়নি। সরকারও আজ পর্য্যন্ত একটি রাষ্ট্রদ্রোহীকে গ্রেফতার করে তাদের বহু উচ্চারিত ভাষণের পোষকতা করতে পারেননি। বিদেশী সাহয্যের কোন দলিল বা প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত লোকসমক্ষে ধরতে পারেননি। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি পাহারারত কোন সিপাহীর হত্যার ব্যাপারে জড়িত হতে পারে এ কথা কোন বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারে না। পাকিস্তানের বুকে দাঁড়িয়ে ''জয় হিন্দ'' বা ''যুক্ত বাংলা'' ধ্বনি উচ্চারণ করার মত দুঃসাহস কারো হতে পারে এ কথা কোন পাগলও বিশ্বাস করতে রাজী হবে না। অথচ নূরুল আমিন সাহেব ও তাঁর মুরবিব নাজিমউদ্‌দীন সাহেব অম্লান বদনে তা শুধু বিশ্বাসই করেননি, পরিষদ ভবনে ঐ মর্ম্মে বিবৃতিও দিয়েছেন। হলফ করে বলা যেতে পারে যে, তাঁরাও এ কথা অন্তরে বিশ্বাস করেন না কিন্তু ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনগণের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করার জন্য তাঁরা নিজেরাই এ সমস্ত গল্প সৃষ্টি করে বারবার প্রচার করছেন- এটা তাঁদের স্বভাব। তাঁরা যেন বোঝাতে চান যে, গোটা পাকিস্তানটাই মূর্খের আবাসভূমি আর তাঁরা এবং তাঁদের কুক্ষিগত মুসলিম লীগ সমস্ত জ্ঞানের একমাত্র অধিকারী।

নির্ম্মম দমন নীতির মুখেও আজ পূবর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি নর-নারীর মুখে এই ধ্বনিই স্পন্দিত হচ্ছে যে, মুসলিম লীগ ও তার সরকার কোনদিনই জনগণের কোন দাবী মেটাতে পারেনি ও পারবে না। চিরদিন যারা মিথ্যার বেসাতি করে এসেছে তাদের কাছে জনগণ কিছুই আশা করতে পারে না-করেও না।

সেদিন পাকিস্তান গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষার দরদীগণ যে নির্লজ্জ প্রহসনের পালা সাঙ্গ করলেন তার কালিমা ইতিহাসের পাতা হতে কোনদিনই মুছে যাবে না। সমগ্র জাতির ইতিহাস কলঙ্কিত হয়ে রইলো। যাঁরা বাংলা ভাষাকে ভালোবাসার ভান করে পরিষদের সোপারিশ প্রস্তাব পাশ করে জনগণকে আন্দোলন হতে বিরত থাকার নির্দ্দেশ দেন- তাঁরাই করাচী গিয়ে বোল বদলিয়ে মুরবিবদের খুশী করলেন। ফলে রাষ্ট্রভাষার দাবী অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য চাপা রইলো। সমস্যাটি জরুরী নয়- পূবর্ব বাংলার তরুণ-প্রাণ মাতৃভাষার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আত্মাহুতি দিয়েও সমস্যাটিকে জরুরী প্রমাণ করতে সক্ষম হয়নি। ইসলাম ও পাকিস্তানের নামে মুসলিম সংহতির নামে আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তারা সমস্যার মোকাবেলা না করে ধামাচাপা দেবার সহজ পথই বেছে নিলেন।

পূবর্ব বাংলার প্রতিটি নাগরিক বুঝতে পারলো এ সমস্যার সমাধান তারা কখনও করবে না। এদিকে মুসলিম লীগের পাণ্ডারা কেউ কেউ দেশে ফিরে এসে এর কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে নতুন নতুন ভাঁওতা সৃষ্টি করলেন; জনসাধারণের ন্যায্য ও পবিত্র দাবী দাবিয়ে রাখার অপরাধের সাফাই গাইতে হবে ত!

পূবর্ব পাকিস্তানের জনগণ আজ জাগ্রত। বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়ে তারা জগতকে দেখিয়ে দিয়েছে যে সমগ্র জাতির ন্যায্য দাবী কোন স্বৈরাচারী সরকারই কোন হিংস্র উপায় অবলম্বনে দমিয়ে রাখতে পারে না। জীবন দিয়ে যে জাতি তার দাবীর সত্যতা ও পবিত্রতা প্রমাণ করেছে সে দাবীকে অগ্রাহ্য করবার সাধ্যি কারো নেই।

বন্ধুগণ, মুসলিম লীগ ও লীগ সরকারের কার্যাবলী আজ আয়নার মত আপনাদের চোখের সামনে-তার বিশ্লেষণ বা তফছিরের কোন প্রয়োজন নেই-বন্ধুবেশে এরা গত পাঁচ বছরে আমাদের জাতীয় জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে-প্রত্যেকটি সমস্যাকে ধামাচাপা দেবার জন্য এরা চিরদিন চেষ্টা করে এসেছে। এত বড় একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলনের ভিতরও ভাঙ্গন ধরাবার জন্য এরা নানা অলীক ও মিথ্যা অভিযোগ সৃষ্টি করেছে, দালাল লেলিয়ে দিয়েছে, মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। সরকার ও মুসলীম লীগ জানে যে, পূবর্ব পাকিস্তানের জনগণ সমবেত কণ্ঠে তাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে, তাই কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্যে তারা জনগণের বুকে দিয়েছে মারণ কামড়। যে উপায়ে হোক এ আন্দোলনকে দাবীয়ে দিতে পারলে-কিংবা অন্ততঃ ভাঙ্গন ধরাতে পারলেও তাদের খানিকটা লাভ। সেই লাভের আশায় তারা নতুন নতুন ফন্দী আবিষ্কার করে যাচ্ছেন। এদের অনেককে আমরা দেখেছি আন্দোলনের পুরোভাগে অংশগ্রহণ করে আন্দোলনকে বিপথগামী করার চেষ্টাও করেছেন। তা' না পেরে শেষে পাততাড়ি গুটিয়ে উল্টা সুর গাইতে শুরু করেছেন।

সবর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ দাবী জানিয়েছিল যে, সরকারের কার্য্যাবলী তদন্ত করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী সদস্য দ্বারা গঠিত প্রকাশ্য তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করা হোক। সে দাবী উপেক্ষা করে মাত্র একুশে তারিখের পুলিশের গুলীবর্ষণ আইনসঙ্গত হয়েছিল কিনা- এ ব্যাপারে তদন্ত করার জন্যে একটি গোপন তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করা হয়েছে। বাইশে তারিখের ঘটনাবলী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। একশ' চুয়াল্লি ধারা জারি করার কোন আইনসঙ্গত কারণ ছিল কিনা সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না। অথচ এই নিষেধাজ্ঞাই সমস্ত দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী। পূবর্ব পাকিস্তানের যেসব জায়গায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি সেখানে কোন গোলমালই ঘটেনি। সুতরাং কমিশন নিযুক্তির ব্যাপারেও সরকার যে জনগণকে ধোঁকা দিয়েছেন-তা স্পষ্ট বোঝা যায়। জনসাধারণ ও ছাত্র সমাজের দিক দিয়ে তদন্তের কোন মূল্যই নেই। তাই রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ এতে যোগদান করেনি।

কথা এখন মুসলিম লীগ ও লীগ সরকারকে নিয়ে নয়, কথা হচ্ছে এখন আমাদের নিয়ে। সরকার প্রচার করছে যে, মুসলিম লীগ ও সরকারের রোপিত 'বিষবৃক্ষ' ফল দিতে আরম্ভ করেছে- জনসাধারণ দমে গিয়েছে, ছাত্র সমাজও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। বাংলা ভাষার দাবী মেটাবার ভার মুসলিম লীগ ও সরকার গ্রহণ করেছে- কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এত বড় একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলন কতকগুলি মিথ্যা ভাঁওতার চাপে দমে যাবে-যে জাতি জীবন দিতে শিখেছে সে জাতি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে-এরূপ কল্পনা করা অন্যায়। সাময়িক প্রতিক্রিয়া বিশ্বাসপ্রবণ সরল মনে কিছুটা কুয়াশা সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু তার অন্তরের অন্তঃস্তলে বাসা বাঁধতে পারে না। প্রয়োজন হলে সে আবার দাঁড়িয়ে উঠে, বুক ফুলিয়ে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার স্বরূপ প্রকাশ করতে পারে।

বন্ধুগণ, জানি আপনাদের উপরও সরকারের আক্রোশ কম নয়-আপনারাও কম নির্যাতন ভোগ করেননি- কিন্তু তা সত্ত্বেও যে আজ এখানে সমবেত হয়েছেন এতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে সরকারের বুজরগী ব্যর্থ ও বিফল হয়ে গিয়েছে। তারাই যে পাকিস্তান ও ইসলামের একমাত্র রক্ষক আর পূবর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মনে পাকিস্তান ও ইসলামের জন্যে বিন্দুমাত্র দরদ নেই- এ কথা বলে যে দুর্বিষহ অপমানের ভার আমাদের ঘাড়ে

চাপিয়ে দেয়- তার প্রতিবাদের দিন এসেছে। আপনারা প্রমাণ করে দিন- যারা ইসলাম ও পাকিস্তানের একমাত্র জিম্মাদার বলে দাবী করে- তরা ভণ্ড। পাকিস্তানের অস্তিত্ব তাদের অনুগ্রহ-নিগ্রহের উপর নির্ভর করে না- পাকিস্তান বেঁচে থাকবে, আর তার কোটি কোটি বাসিন্দা নিজেদের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবে- তাদের অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস, শক্তি ও সামর্থ্যের জোরে।

রাষ্ট্রভাষা সমস্যাই আমাদের একমাত্র সমস্যা নয়। বহু ছোট-বড় সমস্যা আমাদের জীবনে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে- তারও সমাধানের প্রয়োজন। সমগ্র জাতিকে সংঘবদ্ধ করে এসব সমস্যার সমাধান আমাদের নিজেদেরকেই করতে হবে, কারণ রাষ্ট্র আমাদের। কিন্তু তার জন্যে চাই শৃঙ্খলা, একাগ্রতা ও আন্তরিকতা। আপনারা শক্তি অর্জন করুন, প্রতিটি মানুষের প্রাণে দেশাত্মবোধ, জীবন ধারণের প্রয়োজন বোধ জাগিয়ে তুলুন। ঘরে ঘরে একই আওয়াজ তুলুন- ''আমাদের দাবী মানতে হবে।''

আমাদের সংগ্রাম এক দিনের নয়। যে প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব বর্ত্তমানে আমাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তারা সহজে কাবু হবার নয়-তাড়াহুড়া করে হৈচৈ করে বা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে আমাদের কাজ উদ্ধার হবে না দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের নীতি অবলম্বন করে ধীরে ধীরে আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে। হট্টগোল করে যেন এর গুরুত্ব আমরা নষ্ট না করি এদিকে লক্ষ রাখতে হবে। ধীর বিচারবুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। আপনারা সারা পূবর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। সারা দেশ আপনাদের দিকে চেয়ে আছে। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থী আপনারা নির্ধারণ করুন। প্রত্যেক শহরে, মহকুমায়, থানায় গ্রামে কর্মপরিষদ গঠন করে তুলুন। -এই হবে আপনাদের আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায়। আর আওয়াজ তুলুন :

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই

বন্দীদের মুক্তি চাই।''

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাভাষার পক্ষে ইসলামী ভ্রাতৃসংঘের ঘোষণা	ইসলাম ভ্রাতৃসংঘ	মে-১৯৫২

ইসলাম, ভাষা সমস্যা ও আমরা

ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ

ইসলামী ভ্রাতৃসংঘের প্রচার দপ্ত

৬নং নয়া পল্টন, ঢাকা হইতে প্রকাশিত

●

'আমাদের প্রেস'

১৯নং আজিমপুর রোড হইতে মুদ্রিত।

২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের গণজাগরণের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় দিন। পূর্ব বাংলার সাড়ে চার কোটি অধিবাসী এইদিন দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করেছে : বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতেই হবে।

কিন্তু কেন এই দাবী? সাড়ে চার কোটি অধিবাসীর প্রাণের পরতে পরতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল কোন যুক্তির ভিত্তিতে?

সে যুক্তি একটি নয়, দু'টি নয়, অগণিত। ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ বিশ্বাস করে, জনসাধারণের সেই সব যুক্ত ইসলামের আলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রতিটি নাগরিকের দেহ এবং মনের সর্বাংগীণ বিকাশ ইসলামী রাষ্ট্রে সর্বপ্রধান লক্ষ্য। ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, মাতৃভাষার সাহায্য ছাড়া এ বিকাশ সাধন করা একেবারেই অসম্ভব। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে জাতীয় উন্নয়নের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে মাতৃভাষার উন্নতিসাধনের মধ্যদিয়ে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আবির্ভাবের সময় হিব্রু ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী ভাষা হিসেবে পরিগণিত হতো; কিন্তু সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়ার জন্যই অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষা আরবীতে পবিত্র কোরান শরীফ নাজেল হয়। আরবীর পরিবর্তে সেদিন যদি অন্য কোন ভাষায় কোরান শরীফ নাজেল হতো তবে আরববাসীদের পক্ষে ইসলামের বাণী অতি অল্প সময়ে গ্রহণ করা সম্ভব হতো না। পূর্ব পাকিস্তানে সত্যিকার ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে ঠিক তেমনি করে মাতৃভাষার মাধ্যমে আজ ইসলামী সমাজবাদের বাণী পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষার মাধ্যমে এ চেষ্টা করার অর্থ হবে আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত করা।

ইংরেজ আমলে বাংলাদেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন হিন্দুদের তুলনায় ঘোর পশ্চাৎপদ ছিল। এর একমাত্র কারণ, ইংরেজ বাংলায় শাসন-বিস্তারের সাথে সাথেই মুসলমানদের মধ্যে ভাষা-সংকট সৃষ্টি করে। রাজভাষা ফারাসীকে বিতাড়িত করে ইংরেজরা সেখানে নিয়ে এল ইংরেজী। সদ্য আজাদীহারা মুসলমানদের ইংরেজী ভাষার প্রতি অবহেলা এবং সর্বব্যাপী অসহযোগিতা ও অজ্ঞানতার সুযোগ

নিয়ে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ স্বাভাবিকভাবেই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শিক্ষা-সংস্কৃতিতে মুসলমান সম্প্রদায়কে অতিক্রম করে গেলেন।

এদিকে মুসলমানদের অবস্থা কি? তাঁরা হয়ে রইলেন 'না ঘরকা না ঘাটকা।' বাংলাভাষাও ভাল করে চর্চা করলেন না, ইংরেজীকেও বয়কট করলেন। ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বিরাট মুসলিম জাতি অশিক্ষিত মৎসজীবীর পর্যায়ে নেমে আসতে বাধ্য হলেন।

অন্যদিকে একদল ''শেরিফ'' সম্পূর্ণভাবে বাংলাভাষাকে বর্জন করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। একদিকে ইংরেজী বর্জন, অন্যদিকে ''শেরিফ'' দের বাংলা বর্জন করে উর্দু প্রচলিত করার প্রচেষ্টায় যে বিপর্যয় দেখা দেয় তাতে সাধারণ মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

কিন্তু আস্তে আস্তে অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হলো। বিশেষ করে গত ত্রিশ বছর ধরে এই অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষিত মুসলিম সমাজ ধীরে ধীরে মাতৃভাষার কদর বুঝতে শিখেছেন এবং ক্রমে ক্রমে বাংলা সাহিত্যের সাধনায় মুসলমানদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ নিশ্চিত পথে অগ্রসর হচ্ছিল। বাংলা-ভাষাভিত্তিক একটি মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজও বাংলাদেশে গড়ে উঠল। সরকারী চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কৃষি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই বাংগালী মুসলমানের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা গেল এবং বলাই বাহুল্য, এই নবগঠিত মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-সভ্যতার বাহন হল বাংলা-উর্দু বা ইংরাজী নয়।

এরপর এল দেশ বিভাগ। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এদেশের সাড়ে চার কোটি জনসাধারণ আশা করে যে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সাথে সাথে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পূর্বপাকিস্তানের উন্নয়ন আরও ব্যাপক ও সর্বাত্মক হয়ে উঠবে। যে ভাষার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই একটি মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছে, সেই ভাষাকে কেন্দ্র করেই পূর্ব পাকিস্তানে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন চলবে, এটা অত্যন্ত ন্যায়সংগত ও স্বাভাবিক কথা; কিন্তু এখানেও একটা সংকটের সৃষ্টি করা হয়েছে। ইংরেজ সরকার বাংলাদেশের শাসন হাতে নেবার সাথে সাথেই যেভাবে ভাষা-সংকটের সৃষ্টি করে, এবারেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ইংরেজ ফারসী তাড়িয়ে আমদানী করেছিল ইংরেজী, এবার বাংলাকে হটিয়ে দিয়ে আমদানী করার কথা চলছে উর্দু।

পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসে বহিরাগত রাষ্ট্রভাষার স্থায়িত্বের নজীর নেই। ইরান ও তুরস্কের ইতিহাসে এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি। এই ভারত ও পাকিস্তানেও ইংরেজী শিখে বহু ভারতীয় যশের শিখরে আরোহণ করেছেন সত্যি কথা, কিন্তু ইংরেজ চলে যাবার সাথে সাথে ইংরেজী ভাষাকেও এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটাতে হচ্ছে। তার স্থান দখল করতে যাচ্ছে ভারতে হিন্দী এবং পাকিস্তানে বাংলা ও উর্দু।

বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে একশ্রেণীর লোকের কাছে একটা সস্তা যুক্তি প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। সেটা হচ্ছে এই যে, বাংলা সংস্কৃতি ভাষা থেকে উৎপন্ন ও হিন্দু সাহিত্যিকদের দ্বারা পরিপুষ্ট বলে এই ভাষা ইসলামী ভাবধারা প্রচারের উপযোগী নয়। যাঁরা এই যুক্তি দেখিয়ে থাকেন, তাঁদের জানা আছে (এবং না জানলে জানা উচিত) যে ভারত ও পাকিস্তানের প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান ভাষা অল্পবিস্তর সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপন্ন। উর্দু ভাষায় অজস্র সংস্কৃত শব্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কারুর কোন সন্দেহ আছে কি? যদি না থাকে তাহলে কি উর্দু ভাষার জাত খোয়া গেছে বলতে হবে? আমাদের প্রশ্ন, পবিত্র কোরান শরীফ যে সময় অবতীর্ণ হয়, সে সময় আরবী ভাষা কাদের ভাষা ছিল? পুতুল-পূজারী পৌত্তলিক নাসারাদের নয় কি? যদি তাই হয়, তাহলে আরবী ভাষাকে পবিত্র ভাষায় মর্যাদা দেওয়া হয় কেন? আসলে, ভাষা ভাবপ্রকাশের বাহন মাত্র। ভাব যদি সমৃদ্ধ হয় এবং ভাষা যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে যে কোন সমৃদ্ধ ভাবধারা যে কোন শক্তিশালী ভাষায় প্রকাশ করা চলবে। বাংলা ভাষা পৃথিবীর পঞ্চম বৃহৎ ভাষা- এই ভাষায় যদি ইসলামী ভাবধারার প্রচার ও প্রসার ঘটা অসম্ভব হয়, তাহলে বুঝতে হবে, হয় বাংলা ভাষা দুর্বল, নয় ইসলামী ভাবধারারই দুর্বলতা রয়েছে; কিন্তু এ দুয়ের যে কোন একটি স্বীকার করে নেবার প্রগলভতা কারুর আছে কি?

উর্দু ভাষাকে ইসলামী ভাবধারার অন্যতম বাহন বলা হয়ে থাকে; কিন্তু প্রশ্ন করতে পারি কি, এই উর্দু ভাষাতেই নিরীশ্বরবাদী কম্যুনিষ্ট কাব্য সাহিত্যের প্রচার সম্ভব হচ্ছে কি করে? উর্দু ভাষা যদি এতই সাফ-সুতরা ও পাক-পবিত্র হবে, তাহলে সে ভাষায় কম্যুনিষ্ট সাহিত্য রচনা করা হচ্ছে কেন? বস্তুতঃ বাংলা ইসলামী ভাবধারা প্রচারের অনুকূল ভাষা নয় বলে যাঁরা মতামত দেন, তাঁদের দৃষ্টিশক্তি নিতান্তই একপেশে। ইসলামী ভাবধারা তার নিজস্ব আদর্শের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। পৃথিবীর যে কোন ভাষায় যে কোন যুগে সার্থক রূপায়ণ চলতে পারে।

বাংলাভাষার ইতিহাস আলোচনা করলে এ সত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। বাংলাভাষার প্রাথমিক বিস্তারের মূলে ছিলেন মুসলমান, হিন্দুরা নয়। তৎকালীন বাংলা ভাষায় প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দের অস্তিত্ব ছিল। নবাব হোসেন শাহের আমলে প্রধানতঃ মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কৃত-ঘেঁষা রূপ অতি অল্পদিনের ঘটনা। বিদ্যাসাগরই প্রথম বাংলা ভাষা থেকে আরবী ফারসী শব্দের প্রায় বিলোপ সাধন করেন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের উপর ভিত্তি করে বাংলা ভাষার রূপ দেন। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত সাধন-ঘেঁষা বাংলা আজ হিন্দুসমাজও ব্যবহার করেন না। ভাব ও সংস্কৃতির বিবর্তনের সাথে সাথে বাংলা ভাষায়ও বিবর্তন এসেছে- এই বিবর্তনের মুখে কাজী নজরুল ইসলামের আরবী-ফারসী মধুর আমেজ দেওয়া কাব্য ও ছন্দের রাজা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আরবী-ফারসী শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগবিশিষ্ট কবিতা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা পূর্ববাংলার মুসলমানদের মনোজগতে এক বিরাট ভাববিপ্লবের সৃষ্টি করেছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জোরজবরদস্তি যদি না করা হয় এবং উপর থেকে কোন কিছু চাপিয়ে দেবার কোন চেষ্টা যদি না হয়, তাহলে বাংলা ভাষা উর্দু ভাষা থেকেও তার আহরণী-প্রতিভার পরিচয় দেবে, নিঃসেন্দেহে এ আশা আমরা করতে পারি।

আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দাবী করতে গিয়ে আমরা হীন প্রাদেশিকতার মনোভাবকে প্রশ্রয় দিচ্ছি না। আমরা বিশ্বাস করি, গোষ্ঠীগত ও দেশগত রূপ ছাড়াও প্রত্যেক মুসলমানের একটি বিশ্বজনীন রূপ আছে- প্রাদেশিকতার পঙ্কিলতায় নিমগ্ন হয়ে আমরা ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ দৃষ্টভংগীর পরিপোষকতা করার বিরোধী। সাথে সাথে একথাও বলে রাখা দরকার যে উর্দুকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। বরং আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে ভাববিনিময়ের প্রয়োজনে আমাদের উর্দু শিখতে হবে। তাই অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর দাবীও আমরা সমর্থন করি।

ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে একের বেশী দুইটি রাষ্ট্রভাষার অস্তিত্ব থাকলে জাতির ঐক্যে ফাটল ধরবে, কেউ কেউ এই অভিমতও পোষণ করে থাকেন। বলা বাহুল্য, এ যুক্তিও ইসলামের আলোকে মেনে নেওয়া চলে না। ঐক্য (**ঁহরঃু**) ও সমতা (**ঁহরভড়ৎসরঃু**) এক হবে, একই ভাষায় কাজ-কারবার করতে হবে, একই ধারায় চিন্তা করতে হবেথ-এ যুক্তি ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অচল। বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলন- ইংরেজীতে যাকে বলা হয়, **ঁহরঃু রহ ফরাবৎংরঃু**-সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোই ইসলামের আদর্শ। একমাত্র সাধারণ আদর্শ ও জীবন-নীতির মাধ্যমেই একটি জাতিকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করা যেতে পারে। পাকিস্তানের সংগ্রামে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বহু ভাষা-ভাষী মুসলমানের এগিয়ে এসেছিলেন। বাংলাদেশে লীগ ও পাকিস্তানের প্রচার চলেছিল বাংলা ভাষাতেই, মাদ্রাজে মাদ্রাজীতে, উড়িষ্যায় উড়িয়াতে। এতে পাকিস্তানের দাবী দূর্বল না হয়ে বরং জোরালোই হয়েছিল। পাকিস্তান সংগ্রামের অভাবিতপূর্ব সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল এই যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমানেরা আকৃতিগত, প্রকৃতিগত এবং ভাষাগত বিভেদ সত্ত্বেও একই আদর্শের পতাকাতলে সমবেত হতে পেরেছিলেন। আজ পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পর বাংলা-পাঞ্জাব-সিন্ধু-বেলুচিস্তান-সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানেরা যদি সমান প্রেরণা নিয়ে হুকুমাতে রববানিয়াৎ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের এগিয়ে আসেন, তাহলে ভাষার বিভিন্নতা, প্রাকৃতিক দূরত্ব এবং অন্যান্য অসুবিধা কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারবে না। তা-ছাড়া আমরা বিশ্বাস করি আজকের যুগের ভাষার মাধ্যমে নয় বরং একমাত্র আদেশের মাধ্যমেই পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতে পারবে। পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইরা যদি বাংলা শেখেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ

উর্দূ শেখেন তাহলে উভয় অংশের জনগণ একে অপরের ভাবধারা, সুখ-দুঃখ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংগে পরিচিত হতে পারবেন এবং উভয় অংশের জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে।

তাই উপসংহারে এ কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমরা ঘোষণা করতে চাই যে, বাংলাভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের ঐক্যে ফাটল ধরায়নি বরং এক ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথে এ আন্দোলন আমাদের এগিয়ে দিয়েছে।

ইসলামী ভ্রতৃসংঘ ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে উপরে যেসব যুক্তি দেওয়া গেল, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘের কর্মীবৃন্দ মনেপ্রাণে তা বিশ্বাস করে বলেই সাংগঠনিক সমস্ত অসুবিধা অপেক্ষা করেও কর্মীরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলো।

এই আন্দোলনে কারাবরণ ও নির্যাতনের সম্মুখীন হতে তারা মোটেই দ্বিধাবোধ করেনি।

আমরা বিশ্বাস করি, প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ মনোবৃত্তি বা উর্দু ভাষাভাষীদের প্রতি কোনরকম বিদ্বেষের মনোভাব ভাষা আন্দোলনের জন্মদান করেনি। গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ব হয়েই পূর্ব-পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি জনসাধারণ বাংলাকে আজ পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করেছেন।

মহান উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে তাকে পার্টিগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থের কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ রুখে দাঁড়াবে।

ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ বিশ্বাস করে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে যারা রাষ্ট্রভাসানো আন্দোলনে পরিণত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে সদাজাগ্রত প্রহরীরূপে কাজ করে যাবেন পূর্ব-বাঙ্গলার প্রতিটি সন্তান।

তাই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার কাজে সহায়তা করার জন্য পাকিস্তানের প্রতিটি কল্যাণকামী সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীকে আমরা উদাত্ত আহবান জানাই।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকালে মিছিলে গুলিবর্ষণের ঘটনার ওপর জাষ্টিস এলিসের রিপোর্ট	পাকিস্তান সরকার	২৭শে এপ্রিল, ১৯৫২

Report of the Enquiry into the Firing by the police at Dacca on the 21st February 1952, by the Hon'ble Mr. Justice Ellis of the High Court of Judicature at Dacca.

GOVERNMENT OF EAST BENGAL
HOME (POLICE) DEPARTMENT

RESOLUTION
No. 2148PL, doled the 3rd June, 7952.

READ—Government Notification No. 943-PL., dated the 13th March, 1952, stating that with regard to the firing that took place at Dacca on the 21st February 1952, an enquiry should be held by a Judge of the Dacca High Court, to be nominated by the Hon'ble the Chief Justice, to ascertain whether—

(i) The firing by the police was necessary; and

(ii) The force used by the police was justified in the circumstances of the case.

READ—The Report, dated the 27th May, 1952, submitted by the Hon'ble Mr. Justice T. H. Ellis, who was nominated by the Hon'ble the Chief Justice and appointed by Government to hold the enquiry.

The Government of East Bengal are pleased to accept the findings of the Enquiring Judge that-

(i) The firing by the police was necessary;

(ii) The force used by the police was justified in the circumstances of the case.

Ordered that a copy of the Resolution be forwarded to the Enquiring Judge, the Hon'ble Mr. Justice T. H. Ellis, for information.

Ordered also that copy of the Resolution together with a copy of the Report be forwarded to the Commissioner of the Dacca Division and the Inspector General of Police, East Bengal, for information and necessary action.

Ordered further that the Resolution together with the Report be published in an extraordinary issue of the "Dacca Gazette".

AZIZ AHMED
C'hipf Secretary

FROM:

THE HON'BLE Mr. JUSTICE ELLIS.
HIGH COURT OF JUDICATURE.
DACCA.

To:

THE CHIEF SECRETARY.

To THE GOVERNMENT OF EAST BENGAL.

DACCA

Dated Dacca, the 27th May. 1952

Sir,

1 have the honour to submit herewith, my report on the Firing by the Police at Dacca on the 21st of February, 1952. in pursuance of Notification No 943PL. dated the 13th March, 1952, published in the Dacca Gazelle. Extraordinary, dated the 13th March, 1952.

1 have the honour to be.

Sir,
Your most obedient servant,
T H. ELLIS

Report of the Enquiry into the FIRING BY THE POLICE AT DACCA on the 21st February, 1952, in pursuance of Notification No. 943PL,, dated the 13th March. 1952. published in the Dacca Gazette, Extraordinary, dated the 13th March, 1952, by the Hon'ble Mr. Justice Ellis of the High Court of Judicature at DACCA.

I. On the 31sc of January. 1952. a Committee styled the "All-Party Committee of Action" was formed in order to direct the agitation which was being carried on in East Bengal for the inclusion of Bengali as a State Language. This Committee claimed to guide and control the agitation and announced through the medium of the Press that a mammoth demonstration would be staged in Dacca on the 21st of February. 1952 and called for a complete hartal on that date. The East Bengal Legislative Assembly would be in Session on the 21st of February. 1952. and the Provincial Muslim League Council had also arranged to hold a meeting on that date. In the circumstances the District Magistrate of Dacca apprehended that there might be a breach of the pcace and disturbance of public tranquility in the city; accordingly at about 5 o'clock in the afternoon of the previous day the 20lh of February, 1952, he duly promulgated an order under section 144 of the Code of Criminal Procedure prohibiting processions, demonstrations and the assembly of 5 or more persons in any public place or thoroughfare in the city except with the prior permission of the District Magistrate. The order was promulgated by beat of drum

throughout the city; a publicity van broadcast it through the microphone and copies were given to the various newspapers. Police arrangements were made to meet the expected emergency and by 7-30 a.m. on the 21st of Februrary 1952, the Control Room was manned and dispositions were made of the police forces in accordance with these arrangements. Reports were received at the Control Room and at the various police stations from an early hour in the morning that attempts were being made to enforce the hartal by closing down shops interfering with vehicular traffic and compelling passengers to dismount from buses, taxis, rickshaws and hackney carriages. Throughout the day the situation deteriorated and ultimately the Police opened fire at 3-20 p.m. at the Medical College gate with the result that one person was killed on the spot and three others subsequently succumbed to the injuries they received. One of the persons killed was a student named Abul Barkat.

2. On Thursday, March 13, 1952, a notification, being Notification No. 943-PL, dated the 13th March, 1952, was published in the Dacca Gazette, Extraordinary of that date

The notification is in the following terms :-

"With regard to the firing by police that took place in Dacca on the 21st February. 1952, the Government of East Bengal have decided that an enquiry should be held by a Judge of the Dacca High Court to be nominated by the Hon'ble the Chief Justice. The terms of reference of the enquiry are as follows

To enquire and report—

(i) whether the firing by the police was necessary, and

(ii) whether the force thus used by the police was justified in the circumstances of the case or whether it was in excess of that necessary to restore order.

The enquiry shall be held in camera. The Enquiring Judge may at his discretion permit Advocates to assist him in the conduct of the enquiry.

The enquiry shall start on a date to be fired by the Enquiring Judge and shall be completed as soon as possible."

3. This notification recited that the Government of East Bengal had decided that the enquiry should be held by a Judge of the Dacca High Court nominated by the Hon'ble Chief Justice. Thereafter, I received a copy of an order, dated the 17th of March,1952, from His Excellency the Governor of East Bengal, directing that I should hold the enquiry. The order runs as follows:-

"His Excellency the Governor of East Bengal is pleased to direct the Hon'ble Mr. Justice T. H. Ellis, a Judge of the High Court of Judicature at Dacca to hold an enquiry into the firing by the police at Dacca on the 21st February, 1952, as required under Notification No. 943-PL., dated the 13th March, 1952, published in the Dacca Gazette. Extraordinary, dated the 13th March 1952.

A. O. RAZIUR RAHMAN
Secretary to the Governor of East Bengal

4. On receipt of the order I issued the following notice :-

NOTICE

"Statements in writing, preferably typewritten, of facts relevant to the firing by the Police at Dacca on the 21st of February, 1952, are invited from members of the public, members of the University, student groups or organisations from the Provincial Government and any other parties concerned.

The statements should be accompanied by a list of the full names and addresses of the witnesses cited in their support.

The statements should be addressed to the Hon'ble Mr. Justice Ellis at the High Court, Dacca, and should reach him on or before the 31st March, 1952."

T. H. ELLIS,

Judge, High Court, Dacca.

20-3-1952.

The notice was given wide publicity by publication in the Provincial newspapers and by broadcast announcement over Radio Pakistan.

5. The notice invited statements in writing from persons in a position to speak to facts relevant to the firing by the Police on the 21st of February 1952. In all I received 28 communications and of those 28 communications one related to the events of the 22nd of February, 1952, which did not fall within the scope of my enquiry and therefore did not call for consideration. Eleven of the communications were received from persons who thought that the firing by the Police was not warranted by the circumstances of the case. Two of the communications came from the convenor of the All-Party State Language Committee and from the acting General Secretary, East Pakistan Youth League respectively. They forwarded resolutions of those associations announcing that they did not propose to take part in the enquiry inasmuch as they objected to its scope and limitation. An anonymous petition purporting to come from the students and public complained that the students leaders and the leaders of the public who were aware of the material facts had been kept in jail and thus were not in a position to make any statements relevant to the Police firing. One communication was a letter signed by one Syedul Huq of Mymensingh who asked me to send his letter to the Press for publication. It appeared that he was labouring under a personal grievance, had a private axe to grind and was anxious for a little free and safe publicity. One statement in Bengali, dated the 28th March 1952, was received from a student of the Dacca College by name Mohd. Abdul Matin, but he subsequently withdrew in a letter of the 9th April, 1952 that statement on behalf of himself and the witnesses he had cited. A statement was sent by one Aktaruddin, President of the All East Pakistan Muslim Students' League, 24, S.M. Hall, Dacca, on the 27th of March, 1952. It did not reach me till the 1st of April 1952, one day after the date appointed for the reception of statements. I accepted it, however, as it had been despatched on the 27th of March, 1952. It contained the surprising statement that a

written order to fire was handed over to the Police officials from a private car from Burdwan House. It was accompanied by a letter expressing the students' mortification at the limited scope of the enquiry and then apprehension that it would prove impossible-or had been made impossible for me to gather the true facts of the occurrence.

6. The principal statement of the communicants who objected to the Police firing was received from one Dewan Harun Md. Maniruddin, a student of the Jagannath College, Dacca. He was the only person who claimed to have personally witnessed the Police firing. He submitted one statement on the 21st March, 1952, in which he gave the names of 5 witnesses but followed it up two days later by another statement, dated the 23rd of March, 1952, shorter but substantially on the same lines-in which he added the names of 17 more witnesses.

7. Sixteen statements were received from persons who complained that they had been the victims of lawlessness on the part of the student body on the 21st February, 1952. Some of them were bus conductors, drivers and rickshawalas, who had apparently gathered the impression that one of the functions of the enquiry was to assess damages and award compensation to persons whose vehicles had been damaged. The principal statement in justification of the firing was that submitted by the Government of East Bengal to which a list of 21 persons was attached as witnesses in a position to give evidence material to the enquity.

8. I considered it desirable to secure the statements of all the persons whose names had been given in the various statements submitted and accordingly had notices issued or requiring requesting them to attend the enquiry for that purpose. The addresses proved insufficient to reach 8 of the persons whose names had been given and so no notice could
be served upon them. Seven of those who actually did receive notice did not put in an appearance. They replied either declining to give evidence or explaining that they were not in a position to give any evidence material to the scope of the enquiry.

9. The Government notification of the 13th March, allowed me at my discretion to permit Advocates to assist me in the conduct of the enquiry. Mr. Hamoodur Rahman appeared with my permission on behalf of certain of the Government officers concerned in the enquiry. No other Advocate applied for permission to appear, nor did any other party ask to be represented by an Advocate. Though the Government of East Bengal had submitted a statement it did not consider itself a party to the enquiry and was not legally represented. At my request, however, Mr. Syed Abdul Ghani appeared as appointed by Government to assist me in the enquiry.

10. The hearing in camera should have commenced on the 7th April, 1952, but on that date it proved impossible to examine any witness as certain preliminary arrangements were not completed in time. The examination of witnesses actually commenced on the 8th of April.

11. Witnesses whose statements were in support of the police claim that the firing was justified and was not in excess were examined on the 8th, 9th, 10th, 15th, 16th, 17th and 18th of April, i.e., for 7 days. Witnesses whose names figured in the statements

disapproving of the firing were examined on the 21st, 22nd, 24th, 25th, 26th, 28th and 30th of April, i e., for a similar period of 7 days. After the statements of the witnesses had been recorded two days were taken up in argument. Mr. Hamoodur Rahman presented the case for his clients on May 2nd, and Mr. Abdul Ghani argued his case on May 3rd. After the enquiry was concluded, although familiar with the topography of the scene of the firing I visited the locality to refresh my memory as to the position and lie of the buildings and landmarks figuring in the enquiry and to see for myself the bullet marks on the Medical College hostels.

12. Witnesses' statements recorded in the enquiry may conveniently be divided into 5 classes. The first class consists of official witnesses-1 to 21 and witness No. 36, Ashraf Ali Wahidi, a photographer attached to the firm of Messrs. Zaidi & Co., who took photographs at the instance of the police after the occurrence was over.

	Witness No.
Mr. Md. Idris, P.S.P., S.P., Dacca	1
Mr. S.H. Quraishi, C.S.P., District Magistrate, Dacca ...	
Mr. A.Z. Obaidullah, D.I.-G., Dacca Range	2
Mr. Md. Siddique Dewan, D.S.P., City, Dacca	3
Mr. Nuruddin Ahmed, S.D.O., Sadar South, Dacca	4
Mr. Masood Mahmood, P.S.P., Additional S.P., City, Dacca	5
Mr Nabi Sher Khan, then R.I. 2nd, Dacca. Now R.I., Faridpur.	6
Mr. Md. Yusuf, Special Superintendent of Police, I.B., East Bengal, Dacca.	7
Mr. Abdul Gofran, then O.C., Lalbagh, Dacca. Now Inspector of Police, BarisaL	8
Mr. Mir Ashraful Huq, Inspector of Police, D.D., Dacca ...	9
Mr. J.D' Mellow, Inspector of Police, Dacca	10
The Hon'ble Mr. Hasan Ali, Minister-in-charge of C.B.I.	11
Department, Government of East Bengal, Dacca.	12
Mr. Syed Abdul Majid, Director of Land Records and Surveys,	13
East Bengal, Dacca.	
Mr. Aulad Hossain Khan, Parliamentary Secretary to Hon'ble	14
Minister, Civil Supplies, Government of East Bengal, Dacca.	15
Dr. Altafuddin Ahmed, Civil Surgeon, Dacca	
Mr. Abdur Rahman, Sub-Deputy Magistrate, Dacca	16
Mr. A. Jabbar, Inspector of Police, Lalbagh Circle, Dacca	17

Dr. Hibibuddin Ahmed, Professor of Midwifery and Gynecology. Medical College. Dacca. — Witness No. 18

Dr. Ahmed Hossain. ElectroTherapisi attached 10 Medical College Hospital, Dacca. — 19

20

Dr. Hammadur Rahman, Medical Practitioner, Dacca — 21

Dr. Shaikh Abdus Shakoor. Medical Practitioner. Dacca — 36

Mr. A&hraf Ali Wahidi, Photographer attached to Messrs. Zaidi & Co. — 35

37

13 The second class of witnesses consists of the 3 University officials : — 38

Dr. S.M. Hossain, Vice-Chancel lor, Dacca University ...
Dr. I. H. Zuberi. Dean of the Faculty of Arts, and Head of the

Department of English. Dacca University.
Dr. M.O. Ghani. Provost, Salimullah Muslim Hall, Dacca

14. The third class of witnesses consists of 10 students. 7 of them being, students residing in the Medical College Hostel and 3 of them being outsiders.

The students are-	Witness No.
Abdul Malik	42
Safiuddin Choudhury	47
Hurmai Ali ...	50
Md. Gholam Zulfiquar	52
Aminur Rahman	53
Rafiqur Raza Chaudhury	54
Sycd Abdul Malik	60
and Che 3 outsiders arc-	
Ahsanullah. Resident of Salimullah Muslim Orphanage. Dacca	58
Shaikh Md. Abdul Hye	62
Dewan Haroon Md. Maniruddin	64

15. The 4th class of witnesses may be described as witnesses hailing from the Medical College. Of their number, four are doctors-

	Witness No.
Dr. Zinnur Ahmed Chaudhury	39

Dr. Abdul Masood Khanmajlis 40
Dr. Nawab Ali 41, and
Dr. Abdus Samad Khan Chaudhury 55

Three of the witness arc nurses, viz.—

Sister Miss Eliza Kuruala Witness No.
Miss Nur Jehan Begum 43
Miss Pulu Costa. 44, and
48

Five of the witnesses are Ward boys Ambulance attendants, viz.—

Deedar Bux Witness No.
Mohammed Mian 45
Sekander Ali 46
Muslim Khan 49
Ramzan Khondkar 59, and
61

Witness No. 51, Mr. Abdus Sattar Dewan is connected with the Medical College Hospital being its Accountant and witness No. 63, Mr. Ekhlas Uddin Ahmed is a representative of the firm of Khondkar & Co., Contractors to the Medical College Hospital.

16. The 5th and the last class of witnesses consist of those persons who may be conveniently grouped together as witnesses belonging to the public.

They are—	Witness No.
Mir Muslim, Bus driver	22
Mansur, Bus conductor	23
Sona Mian, Rickshaw-puller	25
Pear Bux, Rickshaw-puller	27
Faku Mian, Rickshaw-puller	29
Kala Chan, Rickshaw-puller	30
Nawab Mian, Rickshaw-puller	31
Ashrafuddin, Rickshaw-puller	32
Abdul Hamid, Rickshaw-puller	33

Witness No 26, Khairullah, is a Rickshaw passenger.	
In this class also come—	24
Dr. A. Musa A. Huq, a medical practitioner	
Mr. Md. Kamal, M.A. At present unemployed	28
Mr Abdus Sattar, A Technician of the A.P.P.	34
Matil Islam, an Assistant in the C.L. and I. Department, Government of East Bengal, Dacca	56, and
Mr. Noor Mohammed, an Assistant in the Air Custons Office, Tejgaon, Dacca	57

17. The witnesses who were represented by Mr. Hamoodur Rahman had already had their statements recorded and these were produced as each of the witnesses presented himself at the enquiry. As it was thought advisable to do so, each of the witnesses was examined by Mr. Hamoodur Rahman and was then cross-examined Mr. Ghani. When the witnesses who had been cited in disapproval of the firing presented themselves they were questioned by the presiding officer first of all and were then questioned by Mr. A. Ghani and Mr. Hamoodur Rahman in turn. It may be added that none of the witnesses deposed on oath as the enquiring officer had no power to administer an oath to any person appearing as a witness in the enquiry.

It may be here observed that the witnesses whose evidence is really immaterial in- this enquiry are the 8 official witnesses, 6 police officers—

	Witness No.
Mr. Md. Idris, P.S.P., S.P., Dacca	1
Mr A.Z. Obaidullah, D.I.-G., Dacca-Range	3
Mr. Md. Siddique Dewan. D.S.P., City Dacca	4
Mr. Mohammed Yusuf, Special Superintendent of Police, I. B., East Bengal, Dacca	8
Mr. Abdul Gofran, then Officer in Charge, Lalbagh P.S. Dacca, now Inspector of Police, Barisal.	9
Mr. Mir Ashrafu! Huq, Inspector of Police, Detective Depart-ment, Dacca; and two Magistrates	10
Mr. S.H. Quraishi, C.S.P., District Magistrate, Dacca	2
Mr. Nooruddin Ahmed, S.D.O., Sadar, South, Dacca	5
and non-official witnesses	
Mr. Md. Kamal, M.A.	28
Dewan haroon Md. Maniruddin	64

These are the only witnesses who claim actually to have seen police the firing. The evidence of the other witnesses is important only in so far as it is of assistance in assessing the situation as it developed from the early morning of the 21st of February up to the time when the police actually opened fire at 3-20 p.m.

19. With regard to the incidents in the morning the police witnesses claimed that the day opened with interference with vehicular traffic in the University area from 7-30 a.m. The Police had anticipated that the hartal declared for the 21st February would soon lead to trouble in the University area and had made arrangements to face the emergency. Accordingly the police forces took up their position according to the arrangements previously made by 7-30 in the morning. Md. Siddique Dewan, City D.S.P., Dacca, being detailed for duty in the University ground. Mr. Masood Mahmood, the Additional Superintendent of Police, City, went out on his rounds and visited the Police Outposts from the early morning. In the University area he saw that students were stopping vehicular traffic, forcing passengers to alight from buses, taxis, rickshaws and cars and the tyres of those conveyances were deflated in order to prevent them from being used subsequently. The Police officers intervened in order to keep traffic moving and were abused in filthy language and in particular-the Additional S. P. City, was made the target of the students' attack. The Superintendent of Police, Mr. Idris, at 7-45, a.m. received information that a large number of students had collected inside and outside the University premises and the Medical College Hostel compound and, they were compelling drivers of vehicles to stop and passengers to alight in order to enforce the declared hartal. The Superintendent of Police hurried to this troublous spot at. 8-15 in the morning and found that the students were actually using violence in order to stop vehicular traffic as had been reported to him. The S. P. tried his best to dissuade the students from carrying on these activities but he found that his protests were not having any effect and as he anticipated trouble he stationed police in that particular area. At 9 a.m. at the University gate he had in position the D.S.P., City, one Inspector, two head constables and 20 constable of the S.A.F., one Inspector, one Sub-Inspector, one Sergeant, two head constables and 14 constables armed with lathis. At the Medical College gate he had one head constable, and 10 constables of the S.A.F. and near the Salimullah Muslim Hall he had one head constable, and 10 constables and the constables were armed.

20. At about this time people began to collect in the University compound in driblets, small groups of students and outsiders filtering into the compound until by 10 a.m. a large number of persons had assembled in the University compound and preparations were being made for a meeting. The situation by 10 a.m. had become so tense that a message was sent to Mr. Quraishi, the District Magistrate, and he immediately proceeded to the University gate. When he reached the spot, Mr. Quraishi found that a very large crowd had gathered at the gate and inside the University compound which was indulging in abuse of the police and preparing for a mass defiance of the orders under section 144 of the Code. Mr. Quraishi got the Registrar of the University to telephone to the Vice-Chancellor, asking for the University authorities to persuade the students not to violate the order under section 144, Cr.P.C. Shortly after the arrival of the District Magistrate the Vice-Chancellor, together with Dr. Zuberi and Dr. Ghani had arrived on the scene. The

District Magistrate Mr. Quraishi, requested them to prevail upon the students to stop their unlawful activities, to refrain from interference with traffic on the public highway and to refrain from violating section 144 of the Code of Criminal Procedure. When the Vice-Chancellor approached the students whose number he estimated at 1,000 or so. at first they asked him to lead their procession in violation of the order. He proposed that they might hold a meeting, pass a resolution and then disperse. The students met this proposal with a request for him to give them a lead in the matter and preside over the meeting. He did not agree. But he said he was prepared to associate with them if they gave him a guarantee that they would behave peacefully and disperse peacefully after the meeting. The guarantee was never given though some of the leading students tried without success to prevail upon the general body of students. The Vice Chancellor refused to accept the students- suggestion that he should act according to the decision of the meeting. It was abundantly clear that the students were in no mood to listen to any reasonable suggestions and had obviously made up their minds to violate the orders under section 144 of the Code.

21. The meeting which was held inside the University compound broke up at about 11 a.m. The students then "terribly excited" according to Dr. Zuberi, took possession of the University gate and according to the statements of the Vice-Chancellor and his two colleagues they began to emerge from the gate in small batches of 5, 7 or 10 at a time in order to court arrest by the Police. The police witnesses stated that they came out in batches of 25 or 30. The University authorities stated that the students went out of the gate as their names were called from a roster-list in a note-book-a circumstance which establishes beyond doubt that the "meeting" was merely a specious pretence, the students had made all preparations beforehand for their defiance of section 144 and had selected the names of the students who were to defy the order and had arranged the order in which particular students were to leave the University premises for that purpose. As the students emerged through the University gate the Police arrested them-ignoring the girl students- and indeed some of the students of their own accord climbed into the vehicles, which were to convey them to the police stations. In all 91 persons were arrested and by that time all available accommodation in the police vehicles had been filled up and the Police were in the embarrassing position of not being able to remove any more persons under arrest. Sensing this embarrassment the crowd became more truculent and began to throw brickbats at the Police. The Police had to make further arrangement in the disposition of their forces. Some constables had to be sent in order to escort the students who had been arrested. The Additional S.P, City, was sent to the Assembly House in order to guard the same as it was reported that the students intended to stage a march on the Assembly House and a gas squad was brought to the University gate. At this time the disposition of the police force was as follows:-

At the University gate one Inspector, one Sub-Inspector, one head constable, 6 constables of the S. A. F., one head constable and 4 constables armed with lathis and 14 constables of the gas squad. At the Madical College gate there was the D. S. P., City, one head constable and the 10 constables of the S.A.F. At the Assembly House corner there was the Additional S.P., City, 3 Sergeants, one Sub-Inspector and 2 head constables and

18 constables armed, one head constable and 4 constables with lathis and one head constable and 6 constables of the gas squad.

22. After the arrest of the 91 offenders who violated section 144 of the Code there was a general rush from the University compound. The mob began to run in the direction of the Assembly buildings shouting slogans such as, "Rastra Bhasa Bangala Chai", "Police Zulum Chalbe Na". Its members were informed by the S. P. and the District Magistrate that they constituted an unlawful assembly and unless they dispersed force would be used to disperse them. They did not disperse and so the police fired gas shells and threw gas grenades in order to disperse them. The result of the gas attack was that the students scattered only to reassemble in the Medical College area and on the other side of the Secretariat Road in the University playground. The students could pass from the University compound area into the Medical College compound area because the wall which separates the two at that time was breached and it was physically possible to pass from one compound to the other within the University area without coming out on to the Secretariat Road. The gas attack temporarily dispersed the crowd but by that time the Additional S. P., City, Mr. Masood Mahmood had already been injured, a jeep had been smashed and there was intermittent brickbatting on the police force from the University premises and from the Medical College area. The situation was regarded as serious enough to call for the presence of the Deputy Inspector-General of Police, Dacca Range, Mr. A. Z. Obidullah. He arrived on the spot at about 1 p.m. There he met the District Magistrate and the Superintendent of Police and found that a crowd was collected on the road in front of the University and the Medical College extending almost up to the Assembly House. Warnings by the District Magistrate, the Deputy Inspector-General of Police and the Superintendent of Police went unheeded and the crowd intensified its attack on the police and showers of brickbats were hurled at them. When dispersed by gas attacks, they merely retreated temporarily into the University area-their "sanctuary" and gathered for a fresh attack. It appeared that the focus of the trouble was at the gate of the Medical College and accordingly it was decided to concentrate the police force at the Medical College gate, where it appeared, to be more urgently needed. Between 2 and 2-30 p.m. the situation developed more serious and the police were forced to take shelter behind the shops on the western side of the Secretariat Road. A member of the Legislative Assembly Maulvi Aulad Hossain, was actually intercepted on his way to the Assembly and was forced to drive into the Medical College Hostel compound. He was compelled to sign a paper that Bengali should be one of the State languages-and, under threats, that he had witnessed lathi charges were being made and had seen the injuries on some boys though as a matter of fact he had not done so. He was unable to come out until 9 p.m. At about this time also the D.S.P., City, Mr. Md. Siddique Dewan, was manhandled and one of the two determined lathi charges which took place on the afternoon of the 21st February was made to effect his rescue from the hands of the crowd. The Police made repeated use of tear gas grenades and shells but the effect produced was not lasting and the mob quickly recovered the initiative. They played what one witness has described as a "cat and mouse" game with the Police, put the grenades and shells out of action by pouring water upon them and' then continued their attacks on the Police and passers-by with showers of brickbats.

23. It was at this stage that the Hon'ble Mr. Hassan Ali passed by that way in his car on his way to the Assembly together with Maulana Abdullah-al-Baqui, M.L.A., M.C.A.-President of the Provincial Muslim League, who was travelling with him in the same car. The car was stopped by the crowd and put out of action by having the tyres deflated. Two young men got into the car, one by the left door, the other by right door. They wihsed the Hon'ble Minister and his companion to go with them into the Medical College Hospital and pressed them hard. His companion got out of the car in order to do so, but the Hon'ble Minister and his orderly pulled him back into the car as he considered it highly unsafe for him to go as so many brickbats were flying about the place. The Police put the Hon'ble Minister and his companion into a Police car and drove them off to the Assembly House but the Hon'ble Minister was injured on his head by a brick as the jeep drove away. But this time the Police had sustained a considerable number of casualties and the D.I.G., the District Magistrate, the Superintendent of Police and the Additional Superintendent of Police, City, had all been injured with brickbats. Other members of the Police force had also sustained injuries but they were carrying on in spite of that handicap.

24. It was about this period from 3 p.m. onwards that the Police found the situation was slipping beyond their control. A second and last determined lathi charge was made by the Police at 3 p.m. on the mob on the road. This time, however, the lathi charge did not have the desired effect and the Police found that instead of the mob falling back they themselves had to fall back as they could not face the heavy showers of brickbats rained upon them. According to estimates of the District Magistrate and Police Officials, the mob at this time consisted of over 5,000 men. It was closing in on the Police force from two sides-from the University playground corner and from the Medical College Hostel, in a menacing fashion and finding that the Police party was in danger of being encircled and overpowered, the District Magistrate, the D.I.G. and the S.P. agreed that the situation was so desperate that it was necessary to open fire. As a last resort, a final warning was given but as this had no effect, under the direction of the District Magistrate and under the direct orders of the Superintendent of Police, the Police party fired on the rioters. The firing party consisted of 3 head constables and 30 constables who formed a square on the road between the Medical College gate and the Medical College Hostel gate. Five men on each flank faced the University ground and the Medical College Hostel in a kneeling position. The rest remained facing the north-west. The D.I.G's recollection of the exact formation does not agree with that of the S.P.-but as the S.P. was in actual command his recollection is more likely to be accurate. Other members of the Police party and the S.P. himself took up their position inside the square. The S.P. ordered the two flanks to fire one round each and they did so. The mob on the University playground side fell back but the mob on the Medical College Hostel side halted momentarily and again advanced throwing brickbats. And then the S.P. ordered the flank facing the Medical College Hostel to open fire a second time. As soon as the mob on this side began to fall back the Superintendent of Police ordered the "cease fire". After the firing the ammunition was checked and it was found that 27 rounds in all had been fired. Five towards the rioters on the University playground side and 22 rounds towards the ioters on the Medical College Hostel side. At the time of the firing one man dropped dead near the corner of the

University ground and was removed to the hospital in an ambulance but as the rioters were still in an excited and turbulent mood, it was impossible for the Police to discover what were the casualties on the Medical College Hostel side. It was ultimately discovered that there were nine casualties as a result of the firing, of whom three were students and six outsiders. Two died in the hospital that night at about 8 p.m., one being a student and a third succumbed to his injuries during the course of the enquiry. Even after the firing the crowd did not stop throwing brickbats-a microphone was set up in the Medical College Hostel compound and fiery speeches were made against Government and the Police. Bloodstained clothes were displayed to the crowd to keep its excitement high. And the Police had to make a lathi charge to prevent another concerted rush on the Assembly at 4-30 or 5 p.m.

25. Mr. Homoodur Rahman has contended that the statements of the Police officers with regard to the development of the situation in and around the University area have been corroborated by the evidence of the witnesses of the University itself. These witnesses, namely, the Vice-Chancellor, Dr. Zuberi and Dr. Ghani were in a position to corroborate the position inside the university compound and to speak of the excitement and commotion amongst the students although they did not see what was actually happening outside on the road, save on their visits to the University gate. They did admit, however, that complaints were made to them by the officials that brickbats were being thrown from the University area and those brickbats had actually injured personnel of the Police force and had damaged some of the Police transport Dr. Zuberi (Witness No. 37) was questioned with regard to the brickbats:

Question No. 140-"Please try to remember if you had noticed whether while these arrests were being made any brickbats were coming from the University compound and hit policemen and the jeep?"

Answer-"When the arrests were being made I do not think any brickbats were thrown."

Question No. 141-"Later?"

Answer-"But after the firing of the tear gas shells the Police complained to the Vice-Chancellor that brickbats had been thrown at them."

Question No. 142-"Was any attempt made by the Vice-Chancellor to ascertain whether brickbats were thrown from that place across the railings?

Answer- "I do not think that the Vice-Chancellor made any attempt to find that out. But I think some brickbats were thrown. I was outside the railings. I tried to dissuade the students myself that they should now throw any brickbats. I remember that very well"

26. Although the Vice-Chancellor and Dr. Ghani did not themselves see any brickbats being thrown, yet the Vice-Chancellor in answer to questions 59, 64 and 245 admitted that he saw brickbats on the streets when he came out of the University and in answer to question No. 246 he admitted that as he left the University brickbats fell near him and caused him hurriedly to leave that particular place. The doctors who gave evidence also speak of seeing brickbats scattered about on the road as they entered or left

the premises on their duties. Witness No. 39, Dr. Zinnur Ahmed Chaudhury, No. 40, Dr. Abul Masood Khanmajlis, No. 41, Dr. Nawab Ali, and all the male nurses, namely, No. 46, Mohammed Mian, No. 49, Sekander Ali made mention of brickbats in the course of their statements and so does witness No. 63, Ekhlasuddin Ahmed, a Contractor's representative. That brickbats were thrown and were to be found scattered about the street is also apparent from the photographs exhibited and from the statements of witnesses who belong to the class of the general public, the bus drivers, the doctors, the rickshawalas who wanted to claim compensation for damage done to their vehicles (Witnesse Nos. 22,23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 and 34). Perhaps even more impressive is the statement of witness No. 24, Dr. A. Musa A. Huq, a medical practitioner of Dacca who deposed that he was stopped on his way to attend a patient while driving in his car past the Medical College. He spoke on the sudden swelling of the crowd at that particular junction, the crowd being composed of boisterous elements and he also spoke of the brickbats being thrown at the Police. This doctor is a gentleman whose word there is no reason to doubt and if his statement is accepted as true then certainly at 2 p.m. the situation in front of the Medical College gate was serious.

27. It has been suggested by Mr. Ghani that as a matter of fact the incidents prior to the firing by the Police have been exaggerated and the numbers of the crowd magnified in order to give a veneer of truth to the police statements that they were in danger of being overwhelmed. It was suggested for example that the crowd in the University and the Medical College areas has been estimated by the police witnesses as being somewhat 4,000 or 5,000 strong while according to the Vice-Chancel lor the total number of University students is only 2,500. It is claimed therefore that even if the whole body of students and Medical College Hostel boarders were involved in the disturbances the number falls short of the estimate given by the Police. It is also claimed that only two outsiders, Mr. Shamsul Huq and Mr. Oli Ahad were mentioned as having been seen within the University area on that morning. The high officials of the University, the Vice-Chancellor, Dr. Zuberi and Dr. Ghani, according to their own statements estimate the crowd in the University precincts at about 1,000 and Mr. Ghani points out that they say that after the meeting was over a large number of the persons who had attended the meeting dispersed peacefully. The ranks of the students thinned out and some merely listened to the meeting and left shortly thereafter. It is also pointed out that the police raised no objection at all to these students who wished to leave and allowed them to do so and therefore if the University officials figure of 1,000 is approximately correct and if a considerable number of these dispersed peacefully, then it is difficult to accept the Police figure of 4,000 to 5,000 at about 1-45 p.m. This argument, however, does not really carry conviction because the police opened fire at 3-20 p.m. and it is possible that the crowd augmented in the interval between the termination of the meeting and the actual firing. Indeed if the evidence of P.W. 28, Mr. Mohammed Kamal be believed-that would seem to be what actually happened and as has already been noticed-it was not difficult for students and outsiders to pass from one part of the University and the Medical College compound to another without coming out on the road at all. And that there were outsiders within the University compound at this particular time admits of no dispute on the statements of witnesses and on the casualty lists.

28. The Vice-Chancellor spoke of the students as being "Exasperated" after the police used tear gas on them and it is perhaps not without significance that one witness. No. 55, Dr. Abdul Samad Khan Chaudhury, Assistant Surgeon in the Ear, Nose and Throat Department stated that after he had heard the explosion of the first gas attack to disperse the students, they were excited and shouting and he told the Resident Surgeon that they might expect trouble. In answer to the President's enquiry as to why he expected trouble the witness stated that as a result of his own Calcutta experiences in 1947, he knew that when student's excitement clashed with the Police, trouble always broke out and the students really were very excited. As a result of his Calcutta experiences he expected a large number of casualties. That this really was so is shown by the fact that he told the Resident Surgeon to draw up a list of doctors to cope with the influx of cases which heexpected.

29. It has been suggested that the University authorities were amiss in that they failed to take steps to check outsiders from the University premises and to close the University gates. The Vice Chancellor stated that any attempt to remove outsiders would have worsened the situation and an invitation to the Police to enter the premises of the University to remove the outsiders would have only complicated matters. He was supported by his colleagues who also stated that no such steps were possible and it was not physically possible to any close the gates because the students were in command of the gates.

30. It has also been suggested by Mr. Ghani that the Police did not handle the situation properly from the earlier stages and when they saw that the University area was proving a focus of trouble on that had particular day perhaps the Police officers could have avoided the firing by assembling a larger police force on the spot, or shutting it off by a cordon. This does not seem to be a very convincing argument. Obviously, the Police arrangements to deal with any possible trouble he had to cover the whole city and not any particular area and the police might well consider that it would have been inviting disaster elsewhere to denude the rest of the city of necessary police forces in order to concentrate them in the University area.

31. This, however, is not really the question which arises for determination in this enquiry. What has to be decided is whether with the police force available at the spot at 3-20 p.m. on the 21st of February, firing could have been avoided.

32. On the Police statements it is their case that the situation rapidly deteriorated and although the Police expended a huge quantity of tear gas firing in all 39 gas grenades and 72 tear gas shells they were by 3 p.m., not in a position to cope with the riotous mob that kept assembling and reassembling in front of the Medical College gate and in the compound and across the road, in the University playing ground. It is only too obvious that the students regarded the University compound, the Medical College compound and the Hostel area as "sanctuary" from which they could with safety sally out and attack the Police. This is perhaps the reason why the students who have made statements all claim that they were inside the compound behind the railings engaged in their peaceful pursuits.

33. It will at this point be appropriate to quote the statements of the official witnesses with regard to the position of the police force at 3-20 and with regard to the necessity for firing on the crowd.

34. Mr. Idris was questioned with regard to the situation at the time when he opened fire as follows: -

Question No. 75- "Now to return to the determined lathi charge would you tell my Lord what was the effect of the lathi charge?"

Answer - "The lathi charge failed completely. Instead of the crowd receding and stopping brickbatting they started advancing with more showers of brickbats, mainly from two directions" from the university playground corner and from the Medical College Hostel side."

Question No. 76-"What would be your estimate of the crowd, you say, advancing from these directions?"

Answer - 'Five to six thousand."

Question No. 77: -"What was the strength of the Police Force at that place at that time?'

Answer - "In all at that time there were 3 head constables, 30 constables of the armed branch, two head constables and 14 constables of the unarmed branch, and one head constable and 14 constables of the gas squad, one Inspector and two Sergeants."

Question No. 78- "When the crowd was advancing, you said that lathi charge had no effect. Would you tell my Lord what steps did you consider necessary at this time?"

Answer-'The crowd was advancing with shower of brickbats and I had to come with armed forces and put them in position. When the situation came to such a pass that we were being almost encircled and overpowered, I consulted the D.M. and the D.l.G. who had all along been present there. We decided to open fire."

Question No. 79-"Could you tell my Lord how fire was opened by you and under whose command?"

Answer-Tiring was done under my command. I put my men in position and formed them in flanks of 5 men each facing the university ground corner and Medical College Hostel side. I ordered my men on both flanks to fire one round each. They did so. The crowd near the University playground, at the corner of the University playground-was held back and I found one man dropping down there, but the crowd from the Medical College Hostel side fell back momentarily and again advanced towards us with heavy showers of brickbats. I ordered the 5 men in the flank to fire a volley of rounds. Then I ordered them to stop as soon as I saw this mob falling back. I ordered cease fire and then checked up ammunitions and found that in all 27 rounds were fired."

Question No. 80 - "Prior to the opening of the fire was any warning given to the crowd ?"

Answer - "Yes, we warned them repeatedly."

Question No. 81 - To Court: "Who gave the warning?"

Answer - "We all."

Question No. 82 - "What do you mean by 'all*?"

Answer-"D.I.G., D.M. and myself all warned them and ultimately firing was opened."

Question No 83 - To Mr. H. Rahman: "Would you give us the approximate time of the firing?"

Answer- "At about 3 p.m."

Question No. 84- "What was the effect?"

Answer - "One man dropped down that was at the university playground."

Question No. 85 - "What was further casualty?"

Answer - "We could not ascertain that."

Question No. 86 - "Why not?"

Answer-Because the attitude of the mob was very violent. To make any attempt to recover the dead and the injured persons from amongst the rioters would have been a severe fight. That was my reading of the situation at that time because even after the firing throwing of brickbats continued."

Question No. 87 - "You have said that after the second firing the mob fell back and you ordered 'cease fire'. When the mob fell back did you see any injured person in the street?".

Answer - "No."

Question No. 88 - "What happened to that person who died?

Answer-The dead body was removed by ambulance."

Question No. 89 - "By whom?"

Answer-"I could not tell you."

Question No. 90 - "You have told my Lord the situation in which you opened firing. Would you now tell my Lord what would be the result had you not ordered open firing?"

Answer - "Had I not opened firing all the forces could have been over powered."

Question No. 91-"Is it your case then that firing was necessary for your protection and for the protection of your force?"

Answer-That was my object; otherwise firing would have been done long ago. It was only when we were being overpowered we fired to save ourselves."

Question No. 305 - "In one word, Mr. Idris, is it not a fact that the firing was rather excessive and was not called for by the exigency of the situation? "

Answer- "The firing was not excessive. The firing was most essential. Unless we opened fire I would not have been here to give evidence today. 1 had two alternatives before me, either to run away with my force or to allow myself to be overrun and killed."

35. The District Magistrate (witness No. 2) was also questioned in the same manner: -

Question No. 59 - "At about 3 p.m. what would be your estimate of the crowed that was collecting there round about the crossing?"

Answer-"The crowd was spread over-it must have been about 5,000".

Question No. 60-"Have you got any idea of the strength of Police force to deal with the situation there?

Answer-"The total strength of the Police force was 50-some of them were armed and some of them were with tear gas."

Question No. 61-"Please tell my Lord what steps you took?"

Answer-"We tried to dissuade the crowd from throwing brickbats but all that failed. Some policemen were manhandled by the crowd. Still we were trying to keep .the crowd away from the gate by continued lathi charge whenever possible and in doing so the number of casualties on the side of the police, was mounting until the position became such that lathi charge was done but it did not have any effect on the crowd. It rather increased the casualties on our side. Use of tear gas also had no effect, and actually at one stage showers had become so intensive that the Police party had been collected and put near the shops in order to have some protection against the missiles and brickbats. That was all happening after 3 p.m. but even in this position the crowd won't stop. They advanced again on the spot where the police was posted and came within the striking distance and concentrated their shower of brickbats."

Question No. 62-"What did the Police do then?"

Answer-'Almost the cry was that the police party might be overwhelmed. All efforts to keep the mob away had been exhausted. Our attempt to keep a bit away from the crowd again became fruitless. We discussed the situation -Deputy Inspector-General, the Superintendent of Police and myself-and we were strongly of opinion that firing had to be opened; otherwise the police party would be overwhelmed. This was about quarter past three. We again decided that there must be a final attempt to disperse the crowd by determined lathi charge and we did so. Our men had advanced, the lathi charge failed because before we could come in contract with them we were almost littered with stones and the police party which was now posted on the road found itself in an awfully hopeless position. The crowd seeing this again converged and started brickbatting with increased severity. To meet the situation, in my opinion, there was no way left to disperse the crowd or to extricate the police force from being overwhelmed except by opening fire. The S. P. asked me for permission and I gave permission for opening fire.

Question No. 63-"Under whose command this firing was started?"

Answer-"The order was mine and the command was of the S. P. "

Question No. 64-"Do you know in which direction the firing was opened?"

Answer-'The firing was against two formations of the crowd, one towards the crossing and in front of the hospital gate and the other towards the gate and the road in front of the Medical College Hostel"

Question No. 65-"Do you know how many rounds were fired?"

Answer-'After firing was over I was told that 27 rounds had been fired in all. I must mention here that while firing was ordered it was stopped after hardly any round had been fired to see if it was sufficient to disperse the crowd but the crowd came again".

Question No. 66-To court: "Under whose orders was the firing stopped, yours or the S.P.s?"

Answer-"S.P.'s. A few rounds more were fired. This 2 includes all the rounds fired".

Question No. 67-To Mr. Rahman: "Prior to giving the order of firing, did you give any warning"

Answer-"Repeated warnings were given by me and other police officers to the crowd to disperse and to keep away from the Police or firing will be done".

Question No. 68-"Did you notice any casualties as a result of the firing?"

Answer-"I noticed only one at the comer of the University ground".

Question No. 69-"What happened to that?"

Answer-"It was being removed by members of the crowd and put in a van which was there or it came from somewhere-I do not exactly remember-after the firing was opened."

Question No. 70-"What did you do after the firing had been opened?"

Answer-"Cease fire had been ordered."

Question No. 71-"Did you remain on the spot or you went anywhere else?"

Answer-"We went to the Assembly buildings having been sent for."

Question No. 153-"Did you order firing for disobeying section 144 or for protection of police or for both?"

Answer-"I ordered firing to save the police force from being overwhelmed".

Question No. 154-"They sought your permission to fire for protecting themselves or for saving themselves from being overwhelmed?"

Answer- "I was myself seeing the position of the police".

Question No. 155-"Did they seek orders from you?"

Answer- "Yes".

Question No. 156-To court: "Who sought orders?"

Answer-"The S. P. told me that the situation was such that the police party was almost at the point of being overwhelmed. I found the position exactly so, and I was

satisfied that firing has to be ordered."

36. Then the Deputy Inspector-General of Police (Witness No. 3) was questioned:

Question No. 20-"In this situation what was the action that was taken by the Police?"

Answer-'Finding the situation getting almost out of control a determined lathi charge was ordered at about 3 p.m.

Question No. 21-"What was the effect of the lathi charge?"

Answer-'The crowd fell back but reassembled again and showered brickbats".

Question No. 22-"In which particular directions or place was the mob concentrated at that point of time?"

Answer-'The mob concentrated in the Medical College Hostel compound and in the University playground."

Question No. 23-"Have you any idea of the strength of the crowd?"

Answer-'Tt must have been about 5 to 6 thousand."

Question No. 24-"Finding the lathi charge not having any effect, did you do anything else ?"

Answer- "We were by this time completely surrounded and we took shelter behind the shops near the Medical College Hostel gate. The S. P. formed up his men andtook firing position. I warned the mob that unless they stopped hurting the policemen with bricks they will be fired upon."

Question No. 25-"Did that have any effect?"

Answer- "It had no effect. The crowd started advancing towards us throwing brickbats while advancing."

Question No. 26-"Then what did you do?"

Answer-'About this time the S. P. in consultation with me and the District Magistrate and after shouting the final warning ordered the opening of fire.

Question No. 27-"Under whose command or order the firing was done?"

Answer-'The firing was done under the direct supervision of the Superintendent of Police."

Question No. 28-"And were you satisfied that the firing was justified?"

Answer-"! was satisfied that he was giving the correct order for firing."

Question No. 29-"Where were you then?"

Answer-"I was between the S. P. and D. M. and other officers"

Question No. 30-"In which direction did the firing take place?"

Answer-"In the direction of the Medical College Hostel and the University playground."

Question No. 31-"Could you give my lord an idea of the exact position in which the firing party was formed upon the road?"

Answer-"It was formed up in front of the shops in two lines facing the opposite direction at an angle with the shops."

Question No. 32-" At that point of time did you consider the firing necessary?"

Answer-" Most essential. Otherwise the police party would have been overwhelmed".

37. Witness No. 4, the City D.S.P., who was manhandled by the crowd was questioned;

Question No. 30-"Do you know how much tear gas was used?"

Answer-'Three or four times tear gas was used before the University compound and Medical College Hostel compound-several times tear gas was used. "

Question No. 31-"What happend after that?"

Answer-'The situation was grave and the agitators came from all directions and brickbats came like showers and we had no place to take shelter and many police officersn including constables were injured. The situation was so grave that the D.M. passed order to open fire".

Question No. 32-"Who ordered the firing?"

Answer-"D. M."

Question No. 33—."Was the firing opened?"

Answer-"Yes."

Question No. 34-"What was the time when firing was opened?"

Answer-"At about 3-30."

Question No. 35-"Where Were you when firing was opened?"

Answer—"I was between the Medical College gate and the Medical College Hostel gate, just in front of the shops."

Question No. 36-"Not behind the shops?"

Answer- "In front of the shops on the road."

Question No. 37-"Do you know in which direction the firing was opened ?"

Answer-'Tn all directions the firing was opened-one towards the University playground and another towards the Medical College Hostel compound."

Question No. 38-"Did you notice any casualties as a result of the firing?"

Answer-"Actually I saw one man dropping down just in front of the University ground. I did not see any other casualty."

Question No. 39-"Did the police try to ascertain what was the casualty after firing?"

Answer-"Yes, we tried but it was not possible for us to do so, to get into the compound."

Question No. 40-"Why do you say it was not possible for you?"

Answer-"Because still after the firing was opened the students were inside the Hostel compound and the Medical College compound. They were still there and throwing brickbats." h

Question No. 130-"And this condition of the mob, as you say, you found at about 3, and from what time, from 2 or 1 or 1-30?"

Answer-'They were encircling us by that time and before that wc used tear gas and lathi charged."

Question No. 131-"They were receding and again proceeding?"

Answer-"Yes".

Question No. 132-"Now when you first came you found them at what place? Were they getting nearer?"

Answer-'They were gradually coming nearer. They were sometimes running away when we used lathi charge and used tear gas and then again they came. "

Question No. 133-"These people were on one side, as you said, 40 to 45 ft. away and on the other side 25 to 30 ft. away. Were they in that position before you came?"

Answer-'They were gradually coming towards us."

Question No. 134-"How long, ten minutes or 15 minutes?"

Answer-"They were gradually coming to this side; it was about 10 minutes."

Question No. 135-"When did they start throwing brickbats and coming nearer and nearer?"

Answer-"At about 3. Of course, it is not possible to say the exact time."

Question No. 136-"And the firing in your estimation was made at 3-30?" Answer-'Between quarter past 3 and 3-30."

Question No. 137-"And the last determined lathi charge was made at what time, sav, before 3?" J

Answer-"Before 3."

Question No. 138-"That was the last thing that was done, I mean the last lathi charge, and after that the firing. After the last determined lathi charge there was firing?" Answer-"Yes, there was firing."

38. The answers of Mr. Nuroddin Ahmed, S.D.O., Sadar South (Witness No. 5) are as follows :

Question No. 29-"At this point of time when you returned what was the situation like there?"

Answer-"There I found a very large crowd assembled on the road in front of the Medical College gate and by the side of the University playground and also on the road that leads towards, probably, the Fuller Road."

Question No. 30-"What would be your estimate of the crowd at this point?"

Answer-'Crowds from all sides would amount to 5,000 but bulk of the people were in front of the Medical College Hostel gate and the Medical College gate."

Question No. 31-"Did you notice as to what was the attitude of the crowd at this point of time?"

Answer-'They were very threatening and brickbats were showered incessantly from all directions, mostly from the direction of the Medical College Hostel gate and I also noticed that a large number of the policemen were injured. The S.P. himself was bleeding from his collar bone."

Question No. 32-"What, according to you, was the position of the police force at this point of time?"

Answer-'The Police was surrounded on all sides by the crowd and they were standing and looking awkward; they had arms in their hands but they could not take action. At the same time, they were being brickbatted and being injured. That being the position the D.I.G. asked the District Magistrate to give orders for opening fire. The District Magistrate who was present there ordered lathi charge."

Question No. 33-"Was the lathi charge made?"

Answer-"Yes, it was made."

Question No. 34-"Did that have any effect?"

Answer-'Tt had its effect for two or three minutes; the crowd dispersed for the time being but again they converged from all directions towards the police and brickbats were being thrown incessantly towards the Police. The whole road was full of brickbats. I myself took shelter behind a shop."

Question No. 35-"After the lathi charge, was any other action taken by the Police?"

Answer-'After the lathi charge, when it was found that the police were going to be overwhelmed, repeated warnings were given. But as that produced no effect, the District Magistrate ordered opening of fire."

Question No. 36-"Was firing done?"

Answer "Yes".

Question No. 37-"Have you any idea as to how many rounds were fired?"

Answer-'Tt was counted a little later and found that 27 rounds were fired. Just after warnings and firing of few rounds it was stopped to see the reaction."

Question No. 38-"What was the reaction?"

Answer-'The first firing had no effect; the people came again and were throwing brickbats. Firing was done in two directions-one towards the Medical College Hostel and another towards the University playground corner."

Question No. 39-[11]And did you notice when firing was stopped ?"

Answer-"Firing was stopped after the people had dispersed as a result of the second firing."

Question No. 40-"Did you notice any casualties as a result of the firing?"

Answer-"! saw one man falling down in the University playground and inside the Medical College Hostel compound were some casualties. I could not say what was the number because I did not dare to go there for the students were very furious."

39. Mr. Md. Yusuf, Special Superintendent of Police, Intelligence Branch, (Witness No 8) stated:

Question No. 24-" While you were at the Medical College gate please tell my lord, what action was taken by the police party to disperse these people?"

Answer-'While I went there some policemen with lathis were brought to the place and they were collected in front of the University gate. Then a lathi charge was made, under orders of the D.M. I saw the students and other demonstrators who were there. They fell back a little in the compound of the Medical College Hostel. But they retaliated with heavy shower of brickbats and were charging the police party and literallythepolicecould not stand the attack. They fall back to the place where they werestanding.Thestudents rushed out all the time throwing brickbats on the police. Brickbats were coming from practically all sides and mostly from the direction of the University playground and the Hostel compound, and these students and demonstrators were closing on the place. The situation was awfully bad and the District magistrate decided to open fire. A number of policemen had been injured also and some of them had injuries on the head. I saw the D.I.G., S.P. and the D.M. getting brickbats and they were also hit with brickbats."

Question No. 25-"Was fire opened?"

Answer.-"Yes. Then fire was opened."

Question No. 26-"At about what time?"

Answer'-'Tt would be at about 3-15 or. 3-10".

Question No. 27-"In which direction was the fire opened?"

Answer-'Tt was opened in two directions-one party facing the University ground and the other the Hostel gate."

Question No. 28-"How far were you at that time?"

Answer-"! was between the two flanks of the firing parties and behind the roadside shops in front of the Medical College Hostel compound."

Question No. 29-"And do you know how many rounds were fired on how far the firing was controlled?"

Answer-'Tn all about, I think, 20 or 25 rounds were fired. The firing was done by two parties as I said before. Only one round was fired on the 1st occasion by both the parties and there was an interval of a few minutes."

Question No. 30-" Why".

Answer-"Because after this firing the demonstrators had fallen back a bit but after this firing they rushed out again towards the police throwing brickbats again, and then firing was ordered second time by S.P."

Question No. 31-"Did you notice any casualties as a result of the firing"?

Answer'-'! could not actually see any casualty except one man whom I saw being carried on the arms of two or three followers who were in the compound of the Medical College Hostel. That was a little after the firing had ceased."

40. While Mr. Abdul Gofran who was then O. C., Lalbagh (witness No.9) stated:

Question No. 32-"Now what was the position at 3 O'clock or just a little before that?"

Answer-'The students began to brickbat the police in this way from inside the Medical College Hostel, Medical College and also from the University playground and all of us had to take shelter twice by the eastern side of the shops, on the western side of the Secretariat Road in order to save us and a number of us including the Range D.I.G. and S.P. were injured by brickbats. "

Question No. 33-"Were you injured?"

Answer'-"No, perhaps I was the only man who was not injured."

Question No. 34-"At this time did the police do anything?"

Answer-"Yes, they used tear gas repeatedly and lathi charged to disperse them but there was no sign of retreat. Rather they became more vigorous with brickbats and were about to encircle the police party on duty there from the Medical College Hostel side and the University playground and the Medical College gate side."

Question No. 35-"And then what happened?"

Answer-'The situation was totally out of control when repeated warning were given and then a determined lathi charge was made to disperse them but all this failed and they showed no sign of retreat, rather they were advancing towards the police with brickbats. Ultimately finding no other alternative to save ourselves order for opening firing was given by the authorities and firing was done at about 3-30 p.m."

Question No. 36-"Do you know in which directions the firing was opened?

Answer-'Towards the Medical College Hostel gate and the University playgrounds side."

Question No. 37-"Where were you at that point of time?"

Answer-"I was in front of the shops at the junction."

Question No. 38-"How many times firing was done?"

Answer-'Twice."

Question No. 39-"Did you notice any casualties as a result of the firing?"

Answer-"One man was seen dropping down near the University playground and he was then and there removed in an ambulance."

41. Lastly Mr. Mir Ashraful Huq, Inspector of Police (Witness No. 10) was questioned as to the situation:

Question No. 15-"Then what happened, and what did you do."

Answer-'Brickbats still continued and at about 15:00 hours strong lathi charge was made, but to no effect. Instead of falling back they started brickbatting heavily."

Question No. 16-"And then?"

Answer-"By this time D.I.G., D.M., S.P., myself and other police officers were injured. Showers of brickbats still continued and police men were being injured."

Question No. 17-"Please tell us if the Police took further action if you know."

Answer-The Police and D. M. warned them repeatedly but without any result. After that S. P. ordered to open firing. It might be at about 15.20 hours. "

Question No. 18-"Do you know in which direction the firing was done?"

Answer-'The first was done towards the University ground and the Medical College Hostel. And after a little while the rioters again attacked the Police party with double vigour."

Question No. 19-"What happened?"

Answer-"After two or three minutes again the rioters were fired at toward the Medical College Hostel."

Question No. 20-"Did that have any effect?"

Answer-There was a pause for some time, but after a little while was brickbatting continued".

Question No. 21-"After the firing where the brickbatting continued from?"

Answer-"From the Medical College Hostel and mainly concentrated near the Assembly corner."

Question No. 22-"Did you notice any casualty as a result of the firing?"

Answer-'! saw one man dropping near the University ground."

Question No. 23-"What happened to him?"

Answer-"He was taken by some rioters."

Question No. 24-"Where to?"

Answer-"In an ambulance."

Question No. 25-"Were any attempts made to ascertain what the casualties were as a result of the firing?"

Answer-'The situation was still hot and the students were excited and so nothing could be done at that time, for any attempt to ascertain casualties would have caused more casualties".

Question No. 67-"And this state of things continued from the time you reached there till the firing was actually resorted to?"

Answer-'Since my arrival and in between the firings there were two lathi charges also."

Question No. 68-"Excepting these two lathi charges do you mean to say that there was no brickbatting?"

Answer-'There were brickbats all the time; and after the lathi charges it increased heavily."

Question No. 69-"And the District Magistrate, the D.I.G, S.P., D.S.P., all of them were exposed to the shower of brickbats?"

Answer-"Yes, Sir."

Question No. 70-"Where were you when the D.M. was actually giving the firing order, at what distance were you from the District Magistrate?".

Answer-'That I did not hear. I did not hear the D.M. giving the order of firing."

Question No. 71-"When the actual firing was resorted to where were you?"

Answer-"I was outside, in front of the shops on the road."

Question No. 82-"The firing continued for what length of time?"

Answer-'The first firing for a minute or two or so and after that there was a pause for two or three minutes and it might not be more than two minutes."

42. The responsibility for the firing rests of course on the shoulders of three officials, viz., the District Magistrate, the Deputy Inspector-General of Police and the Superintendent of Police. It was suggested in criticism that the constables who actually fired were not examined as witnesses in the course of the enquiry. Had the police case been that the constables fired on the mob in self-defence without any order, then it would have been necessary to examine all the constables who opened fire in order to see from their own statements whether their action was justified in the exercise of their right of private defence. This question, however, does not arise because the constables admittedly fired under orders and the only point for decision is whether the persons who gave the order were justified in doing so by the circumstances obtaining at that particular time.

43. Witness No. 28 is an important witness (he is Mr. Md. Kamal, M.A.) inasmuch as he is the only independent witness to the firing on the police side who arrived on the scene immediately before the police opened fire. This witness stated that he had been to the High Court on the afternoon of the 21st February and left the High Court at 2-30 p.m. on his way to the Assembly House to see one Maulvi Najibullah. He went on foot proceeding along the Fuller Road. On the Fuller Road he ran into a mob on the northwest side of the University field near the pumping station. A mob was gathering round the University playing field and it consisted, in his opinion, of 1,000 people who were shouting slogans and throwing brickbats on the police. The police was throwing tear gas on them and the tear gas was effective for a short while and drove the crowd back. The crowd recovered and once more came to attack the police. Witness stated that he

remained at that particular place on the Fuller Road because when he saw the mob he thought it was quite impossible for him to get through. He actually heard the police open (ire and saw one-person shot through the head near the pumping station. On seeing this witness took to his heels and ran away along the Nazimuddin Road. This witness is one of the two non-official witnesses who speak to the actual firing. He said that he was behind the crowd 100 yards from the pumping station but it appears that this is not an accurate estimate and he probably meant that he was 100 ft. away from the station. But he was actually prevented from proceeding towards his destination, the Assembly, and as he said in answer to Question Nos. 74 and 75 he was afraid to pass by that way because he thought he risked his life if he did so. He added that he might be injured either by the police or by the mob; and it is his evidence that one person was shot through the head by the side of the pumping station on the road when the police opened fire Mr. Hamoodur Rahman relies on his statement as supporting the police witnesses estimate of the gravity of the situation at 3-00 p.m. at the Medical College gate. As an independent gentleman with no obligations to the police his word is valuable as supporting their assessment of the then position.

44. The statements of the witnesses who came forward to condemn the police firing did not carry conviction. Many of them had no material contribution to make to the objects of the enquiry, and it was only to clear that the student elements were concerned to disclaim all knowledge of inconvenient facts and circumstances. Mr. Hamoodur Rahman points out that in the statements which they made in the enquiry they studiously avoided all mention of the events on the road outside the University and the Medical College gates and following the same pattern they spoke of events within the fencing - which was to them an area forbidden to the police-and they one and all knowledge of the microphone which was set up in the compound after the police firing was over-the microphone through which fiery speeches were broadcast over that particular area. Mr Ghani suggests that the students were "stampeded" and thought it was better in their own interest to disclaim all knowledge of anything that happened outside the compound and to confine to their statements to what had happened inside the gates. In answer to this explanation Mr. Hamoodur Rahman points out it inevitably follows that the statements cannot be relied upon and that if the students avoid mentioning any events in the streets and try to deny their presence as participants in the meeting on that day the statements which they do make should not be accepted as carrying any weight against the police. A witness who economises truth when it suits his personal ends stands discredited.

45. Of all the statements that the general public made the most important one is that of Dewan Harun Md. Maniruddin (witness No. 64), the only witness who claims actually to have witnessed the firing. This witness stated that he was a student of the Jagannath College, Dacca, and admitted that he submitted two representations in response to the President's invitation. In his first statement he began by saying that he was a student of the Jagannath College, Dacca, who went to the University premises on the call of the All Party State Language Committee to raise a demand for Bengali as a State language at about 10-30 a.m. and the main aim of the assembled students was to let the M.L.A.'s and M.C.A.'s know their demand. So he himself in one statement admitted that he had gone to the University premises at the call of the All Party State Language Committee.

Subscribed to his second statement appear the following words: -"Dewan Harun Md. Maniruddin, 23-3-52-a student of the Jagannath College, Dacca who was present at the time of firing and who took part in the State Language movement of the students." When he appeared before the enquiry he changed his tune and stated that he had actually gone on that morning, not to the University but to the Outdoor Department of the Medical College Hospital for treatment, and he disclaimed the position which he had assumed for himself in his written statement as one who took part in the State Language movement of the students. As to the witnesses he named, he admitted that he never consulted them to see if they knew anything about the firing-he put their names as he thought they would be "good witnesses." In this spirit he put down the names of Mr. Fazlul Huq and Mr. Shamsuddin and he named Matiul Islam (Witness 56) who was in Chandpur and Noor Mohammed (Witness 57) who was in Noakhali on the date of the firing. In course of his evidence this witness stated that he actually saw the Police entered the Medical College Hostel premises take up their position alongside the path running through the Hostel and from there fire at the people in the compound as a result of which one man fell on one of the Hostel verandahs, and 7 or 8 other persons were injured-

Question No. 52-"Then what happened?"

Answer-'Then after half-an-hour or a bit more I saw a few Police going inside the hostel and taking their position by the path which runs through the hostel".

Question No. 53-"Then what did they do?"

Answer- 'They fired at the people."

Question No. 54-"What were the people doing at that time?"

Answer- 'They were standing on the premises of the hostel and also on the

College premises."

Question No. 55 "Where were you standing then?"
Answer- "I was standing in the Medical College compound."
Question No. 56-"How many times did the Police fire?"
Answer- "I did not count it"

Question No. 57-"Did the Police hit anybody with the firing?"

Answer- "I did not see, when they fired, who was wounded, but after that I saw a man falling down on a verandah."

Question No. 58-"Was he dead?"

Answer- "Yes, Sir."

Question No. 59-'.'You saw one man shot dead, did you see anybody being shot at?"
Answer-"Afterwards I saw."

Question No. 60-"Did you see anybody else being hit?"
Answer- "I saw 7 or 8 people."

Question No. 61-"Killed'

Answer-"Not killed, but injured. I saw them when they were being carried by people to the hospital"

Question No. 62-"Did you go inside the hospital?"

Answer-"No, Sir."

Question No. 63-"You saw 7 or 8 people being carried to the hospital, after that what did you do?"

Answer-Then I went to Dewanji Bazar Road through the torn wall at the back of the E.N.T. Department and crossing the University premises."

Question No. 64-"Where did you go to?"

Answer-"From Dewanji Bazar Road and Nazimuddin Road I went to Aga Mashi Lane and then I went straight to my house."

I am not prepared to accept the statement of so irresponsible a witness as being a statement of truth. It was never suggested in cross-enquiry he changed his tune and stated that he had actually gone on examination of any of the police witnesses that any Police constable actually trespassed into the' Medical College Hostel compound and from inside the compound opened fire on the students and others assembled there. What was suggested was that one of the constables advanced up to the "Master Cabin" the double storied shop at the corner of the Medical College Hostel gate and from there fired into the compound. This suggestion was denied by the Police officers who claimed that the firing party never broke the square and fired from the position, which they took up under the orders of the Superintendent of Police (Vide witness No.l Q. 281 to 284).

Question No. 281-"I put it to you that your constables were taking cover under the two storied hostel on the right hand side of the road and they were coming up and shooting and then going away?"

Answer-"My men never moved from their position."

Question No. 282-"It is suggested to you that they moved and took cover under the two-storied hotel?"

Answer- "I brought them to the position as shown by me and after that they did not move an inch"

Question No. 283-"And they fired from that position one by one?"

Answer- "No my lord, they did not go one by one and fire."

Question No. 284-"Your men fired within the Hostel compound?"

Answer- "Bullets might go inside the Hostel compound which is only about a few hundred yards."

The bullet marks which are to be found on Hostel No. 12 and Hostel No. 20-two hostels built "en echelon" -two in the east-end wall of Hostel No. 12 and one in the east-end wall of Hostel No. 20 and a glancing shot on the north wall of Shed No. 12, in my

opinion clearly indicate that the line of firing was that as stated by the Superintendent of Police and that the Police did not leave their appointed positions at the time of firing and certainly did not enter into the Medical College hostel compound for that purpose.

46. Mr. Ghani has suggested that the mere fact that shots actually landed inside the compound of the Medical College Hostel itself disproves the Police case that they merely fired along the road on one side and in the direction of the University playground on the other. It cannot be denied that shots did land in the Medical College Hostel compound but it does not appear to me from the statements that have been made in this case from my personal inspection of the hostels that the Police deliberately entered the Hostel com-pound and fired from the path. It is possible that a portion of that compound came within the range of fire as the Police, from the position which they took up in front of the Medical College gate, fired along the direction of the road.

47. Once more with regard to the firing it is claimed that the Magistrate under whose direction the actual order was given (P.W.2-Mr. Quraishi) is a new Magistrate of limited experience who had only assumed charge as District Magistrate the day before and who was immediately under the necessity of promulgating orders under section 144 of the Code of Criminal Procedure. It is true that the District Magistrate has so far had very little experience as a Magistrate but nothing has transpired in the enquiry before me to show that he lost his head in the emergency with which he was confronted or that he allowed himself to be prevailed upon by the D.I.G, and the S.P. to give them permission to open fire. It was suggested to the S.P. that he opened fire because he was exasperated at the continuous brickbatting and because the Police force had been stoned by the students and others. He denied that this was the case and stated that he fired because neither of the two alternatives, which presented themselves to him was feasible. He had used a large quantity of tear gas on the crowd facing him with no effect. His last deter-mined lathi charge had proved a failure. He could either run away with his force or leave the field in possession of the persons whose declared object was to violate the orders under section 144 of the Code or could be stand still and allow his force to be overwhelmed. As a Police officer he could accept neither alternative. That the position was serious is shown by the fact that not only were the District Magistrate, the D.I.G, the S.P., the D.S.P. injured by brickbats but 24 out of the total Police force of 60 had, by 3.20 p.m.. become casualties. In these circumstances if the Superintendent of Police gave the order to open fire in order to prevent his force from being overwhelmed by the crowd I do not think that it can, on the almost uncontested statements which have been made before me in this quasi ex-parte enquiry, be held that he was not justified in opening fire.

48. I have now to see whether the firing was excessive or not. It has already been pointed out that at first the Police stationed on both flanks of the firing squad fired one round. One man fell dead on the University playground side and the rush on that side was promptly stopped. The rush on the other side, the Medical College Hostel side, was temporarily stopped, but the advance began again and brickbats were thrown at the Police and so firing was opened for the second time on that flank. I have satisfied myself from the relevant entries in the registers that 27 rounds were fired in all and that as a result of those 27 rounds 9 casualties were caused which have resulted in four deaths. Remembering that when the Police open fire they do so with the deliberate intention of

killing I cannot hold from the number of casualties shown taking in conjunction with the number of rounds fired that there was any use of excessive force. The firing was controlled and was effective.

49. I have also satisfied myself from the registers of Medical College Hospitals that the casualties caused by the Police firing are as stated in the enquiry before me. It is true that the registers show that a large number of persons was affected by tear gas and also injured by lathis or by falling on the ground but that is not unexpected in view of the fact that the Police expended a large quantity of gas grenades and shells and made two determined lathi charges.

50. I cannot part with this enquiry without recording the astonishment with which I learned that the East Bengal Police Force is not equipped with steel helmets and has only a few ancient A.R.P. helmets to draw on. It seems incredible that a force required maintaining law and order should have to take up "action stations" wearing cloth caps and stand its ground under showers of brickbats, stones and similar weapons, and Dacca, in its present state of constructional activity, presents potential law-breakers with a veritable arsenal of ammunition. Had the Police force under Mr. Idris been properly equipped, it is more than probable there would never have been any occasion for this enquiry.

51. In conclusion I must find, on a consideration of the statements made in this enquiry, that—

(i) the firing by the police was necessary;

(ii) the force used by the police was justified in the circumstances of the case.

52. It is unfortunate that certain Associations and Organizations decided to boycott the enquiry as they disapproved of its limitations. Had they taken part in the proceedings, the official witnesses would undoubtedly have been subjected to a more knowledgeable and therefore more effective cross-examination while the presentation of the case against the Police would have been more effective because better informed. I have, however, gratefully to acknowledge the assistance of Mr. Hamoodur Rahman and his scrupulous fairness in presenting the case of his clients, and the help afforded by Mr. Abdul Ghani in the face of great difficulties and serious handicaps. I must also place on record my appreciation of the sterling work of Mr. A.R. Osmani, B.L., Assistant Registrar, High Court, Dacca, who acted as my Secretary in the Enquiry; and of the ungrudging hard work of Mr. Mohabbat Ali, Senior Reporter of the East Bengal Legislative Assembly, who in addition to putting in long hours transcribing the statements of the witnesses along with his colleagues, (Messrs Md. Lutfur Rahman, Syed Bazlur Rahman. Abdus Samad, Abdul Mohaimen and Osman Ali) was solely responsible for typing this report, and of Mr. Din Mohammed of the Secretariat staff who assisted Mr. R.A. Osmany in the Secretarial work of the Enquiry.

T. H. ELLIS*

---

* জাস্টিস ইলিস ১৯৫৪ সালের ২৫ শে অক্টোবর থেকে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ছিলেন। জাতিতে তিনি ছিলেন ইংরেজ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নাজিমউদ্দিন কর্তৃক মূলনীতি কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট	পাকিস্তান গণপরিষদ	২২শে ডিসেম্বর, ১৯৫২

Speech delivered by the Hon'ble Al-haj Khwaja Nazimuddin at the time of presenting the report of the Basic Principles Committee to the Constituent Assembly on the 22nd December, 1952.

Mr. President,

Sir,

I beg to present the report of the Basic Principles Committee appointed by a resolution of this Assembly dated the 12th March, 1949. You would recall Sir, that the late Shahid-i-Millat Mr. Liaquat Ali Khan presented an interim report of this Committee on the 28th September, 1950. This Assembly resolved to refer the report back to the Committee to enable it to consider any concrete and definite proposals in conformity with the Objectives Resolution which might be received by the office of the Constituent Assembly by the 31st January 1951 and to make such further recommendations as might be found necessary. The number of suggestions received was very large and, therefore, the Basic Principles Committee set up a sub-committee to examine these suggestions. This subcommittee submitted its report on the 8th July, 1952. The Basic Principles Committee considered the report of this sub-committee and also the reports of the sub-committees on franchise and judiciary. All these reports were received during this year. When the first draft of the report was ready, a number of legal points arose as the result of the expert legal examination of the draft. The Talimat-i-Islamia Board also made certain further observations. The Committee sat in the month of November to take into consideration the various memoranda. For these reasons it was not possible to present the report on the 22nd November as I explained on that date.

The delay in the presentation of this report has been criticized in certain quarters. It should, however, be remembered that the office was to receive suggestions from the public up to an extended date. After that all these suggestions had to be tabulated, printed and circulated to the members who needed time to examine them, and if you read the Introduction of the report you will find that the various committees met at regular intervals and there was no undue delay in their deliberations. It is quite true that the committees could not sit continuously but that was not possible since their personnel necessarily included a number of central and provincial ministers who otherwise as well had heavy duties to perform. We should also remember that the Objectives Resolution laid certain heavy responsibilities upon us in so far as the principles enunciated by Islam had to be interpreted in terms of the democratic constitutional practice of the 20th century. Such a course needed careful thinking, discussion and deliberation so that we could bring about a synthesis not only of the fundamental teaching of our faith and the requirements of progressive democracy but also of the requirements of the 20th century and the best elements in our own tradition and history. This, you would recognize. Sir,

was a delicate and grave responsibility and when the country reads the recommendations of the Committee, I have not least doubt, it will agree with me that the Committee have discharged this great and historic responsibility in a most admirable manner.

The Objectives Resolution which truly embodies our political faith and aspirations has been the guiding light in the deliberations of the Committee. The late Shahid-i-Millat in proposing the adoption of that Resolution compared it, in his historic pronouncement, to the first streak of light in which we saluted the dawn of glorious day. Permit me to compare this report as the first golden ray of the sun which illumines the sky. Herein are presented for the acceptance of this Assembly the basic principles on which we think that our constitution should be based. The constitution of a country is the mould through which its political energy shapes itself into creative effort; it is true that the mould by itself cannot provide the spirit, but it is equally true that the spirit finds it easier to achieve its destiny if the channels for its working are properly defined. I am presenting this report with the faith that the recommendations of the Committee do achieve that object. In my opinion they correspond not only to our aspirations but also to our needs and our genius.

I do not expect that there will be no criticism of these suggestions. It is easier to achieve unanimity on the objectives than on the recommendations for their implementation. If you look at the records of the Assembly, you would find that the Objectives Resolution also was criticized; but when its scope and significance were explained to the people it received remarkable unanimity of support. A constitution may implement the objectives which embody the aspirations of a nation and yet it may not receive unanimous support, because a constitution is only an imperfect method of fulfilling the aspirations which must necessarily be too sublime for easy attainment. It is easier to agree upon the ultimate goal than upon the various means and ways of reaching it. But I have not the least doubt that these recommendations will receive the maximum support which any recommendations could achieve in this country. There may be disagreement on certain points. Some of these differences may be smoothed out as the result of our deliberations, others may be more fundamental, but I do think that it would have been difficult to produce a report which would have been more acceptable to the vast majority of our people.

You would perhaps like me to explain some of the more outstanding recommendations. I will first of all take up those provisions which, if adopted, would make our country an Islamic democracy. The teachings of Islam have been the guiding principles in formulating these recommendations at every stage and not one of our recommendations would be found to transgress the limits laid down by the Quran and the Sunnah. I would draw the attention of the House to the important recommendation regarding the prevention of any legislation coming into conflict with the teachings of Islam. You would notice that machinery has been created to ensure that no legislation under the new constitution should be repugnant to the dictates of the Quran and the Sunna. A Board consisting of persons learned and well versed in Islamic law will be available to the Head of the State for consultation in cases where objection is raised to a bill or a portion thereof in the Legislature on the ground that it is repugnant to the Quran and the Sunnah. In case the Board unanimously supports the objection, the Head of the

State has been empowered to refer the bill back to the Legislature for reconsideration. The final decision will not only require a majority of the Legislature; it will also need the support of the majority of the Muslim members, because the decision in such case will involve an interpretation of the Quran and the Sunnah.

The possibilities of a wrong decision on account of ignorance having thus been eliminated, the only doubt that may arise in the mind can be that the majority of the Muslim legislators themselves may be hostile to the teachings of Islam. Such a contingency, in my opinion, cannot arise, but, if God forbid, this country can return at any stage of its history a majority of Muslim members who, not out of ignorance but deliberately in open revolt against Islam, legislate un-Islamic laws, then no constitutional safeguards can save the country from deviation from the Islamic faith. Indeed Islam can thrive in this country only so long as the people are sincerely Muslim. If at any time the majority of Muslim legislators betray the interests of Islam, they should lose the confidence of their constituencies which in accordance with our recommendations will consist of Muslims alone. We were bound in this regard by the Objectives Resolution which emphasizes that "the State shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people". This resolution, as I have already said, received unanimous support not only of the country but also of eminent Ulema like the late Maulana Shabbir Ahmed Usmani, who was one of its authors. This principle of the authority of the people we had to safeguard by vesting their representatives in the Legislature with final authority.

In this way the recommendations provide for building up a truly Islamic democracy conscious of its great mission of interpreting the progressive nature of Islam to the modern world unhampered in its work by short-sighted narrow mindedness or reaction masquerading in the garb of religion. The interests of true religion have been properly safeguarded, and religion has itself been given the fullest scope for its beneficent activities.

Another important recommendation is that the Head of the State will be elected, and it has been laid down that he must be a Muslim. This is in keeping with Islamic usage. It is no less democratic. It may be said that in a country where the entire population is not Muslim, it is not proper to lay it down that the Head of the State must belong to a particular religion. Such criticism would be merely superficial. If we look at the law and the practice of some of the foremost democracies of the world, we find that the provision which the report recommends is by no means extraordinary. In a democracy like the United Kingdom the monarch must not only be a Christian but he should also belong to the Church of England. This is because the British monarch is also the Head of the British Church. In the United States of America I am not aware of anyone having been elected President who was not a Protestant. I do not know if anyone who does not profess the more popular faith can ever be elected President in that great democracy. I have mentioned only two of the leading democracies of the world. Outside the democratic world no one who does not belong to the Communist Party in the Union of Soviet Socialist Republics possesses the franchise; the possibility of being elected to an Office is, of course, beyond imagination. Therefore, if we say that the Head of the State of Pakistan

can be only a Muslim, we cannot be accused of any departure from recognized democratic practice.

There are other elements in these recommendations which in the long run may perhaps prove to be even more potent than any specific machinery which a constitution can provide. I would refer you to the directive principles of the State policy wherein are enshrined, along with the Objectives Resolution, the ideals which the State of Pakistan should pursue as well as some of the more immediate objectives which should form part of its policy. Herein you will find the enumeration of such principles as in the opinion of the members of the Committee would be conducive to the maintenance of the Islamic nature of our State and its progressive growth into a truly Islamic democracy, in which the Muslims will be enabled to order their individual and collective lives in accordance with the Quran and the Sunna and the non-Muslims will find all their rights and interests fully safeguarded and secured.

I would in particular draw your attention to the provision that facilities should be provided for the Muslims to understand what life in accordance with the Holy Quran and the Sunna means and that the teaching of the Holy Quran to the Muslims should be made compulsory. I want to make it clear in this connection that the interpretation of the Holy Quran and the Sunna by one sect shall not be imposed upon another and that endeavor will be made to organize this education in a way that it not only does not militate against the beliefs and the traditions of any particular sect but that its own views in these matters are given the fullest recognition. I am not unaware of the feeling in certain sections that some aspects of Muslims personal law, for instance the injunctions regarding divorce, should be enforced and adjudicated upon by specially constituted courts. I would explain that this is not a constitutional matter and can be properly dealt with by legislation. I understand that this question is already being examined by the Law Commission which was appointed to make recommendations for bringing the existing laws in conformity with the Objectives Resolution.

In accordance with the mandate of the Objectives Resolution the report recommends a federal form of government. In its proposals the autonomy of the provinces has been fully respected without weakening the federation. This, in our opinion, will give all the opportunity that the people of a province may need to attain their full stature as participants in the fuller life of the country. One of the problems was to bring about a constitutional balance of power as well as responsibility between the two wings of Pakistan. This report seeks to achieve by providing parity of representation in the two houses of the legislature in the federal government. This, in our opinion, will bring about a happy interdependence between the two wings and will foster the growth of the feelings of unity. The representation of the various provinces in the Central legislature has been so arranged as to give weight age to the smaller provinces for creating confidence and trust. I hope that all the units will realize the importance and the fairness of such an adjustment.

The other important features of the report are recommendations regarding the conduct of elections, the stability of the permanent services and the independence of the Public Service Commissions. You would find that every care has been taken to make the

elections impartial and to provide for a fair adjudication of any complaints that might arise. Similarly effort has been made to make provision for the stability of the services whose rights and privileges will be duly safeguarded and victimization of honest public servants for political reasons will not be possible. Similarly at the Centre and in the Provinces the institution of fully independent Public Service Commission’s has been recommended and care has been taken that the Commissions should be free from any political or executive pressure. The report provides for the absolute independence of the judiciary and for the ultimate separation of the judiciary from the executive. The recommendations to ensure the independence of the judiciary are not only positive but also uncompromising. The supremacy of law has been established; no one can claim exemption or privilege in this regard. If the recommendations of the report are accepted in their essence by the Constituent Assembly, the executive shall be fettered on the one hand by the control of Parliament and on the other by the supervision exercised by an independent judiciary. It may be argued that the executive should have been more powerful but in our opinion that would not have been fully democratic.

I now come to the structure of the Government. Both in the Provinces and at the Centre the executive will be responsible to popular Houses and will be liable to dismissal on their withdrawal of confidence. The Provinces will have unicameral legislatures; at the Centre there will be two Houses. The House of the People, however, will have all the real authority. The second House will enjoy only the privilege of recommending revision in hasty legislation. As I have said before, the Central Ministry will be responsible only to the House of the People and all money bills will originate there. The Provincial legislatures and the House of the People at the Centre will be elected by universal adult franchise. There is no reservation of seats for any special interests, nor has any weight age been provided to any class either by nomination or by the creation of special constituencies. The rights and privileges of the minorities form part of the report of another committee and need not be mentioned here; but in the matter of their representation, the Basic Principles Committee, being solicitous of their welfare, thought that their best political safeguard would be that they should elect their own representatives to the various legislatures without any outside interference. Ultimately all power will vest in the popular Houses elected on the basis of universal adult franchise. I may add with a feeling of genuine pride that the recommendations of the Basic Principles Committee envisage a constitution which is fully democratic, even more democratic than the constitutions of many an old democracy. The will of the people under the proposed constitution will know no fetters except those which it may itself accept in the form of its faith and its ideals. I pray to God that great power may be exercised beneficently and wisely in accordance with the highest ideals and the best interests of the country; the recommendation of such a constitution is an act of faith in the wisdom of our people which at present may not seem justified because of the lack of political maturity among our masses but which, let us hope, will be the harbinger of that political experience which alone can tutor a nation in the ways and means of exercising democratic authority. We have made these recommendations because we believe and trust that God in His great wisdom will guide our people at every step and lead them to their goal of happiness,

prosperity and service to Islam and humanity. If we keep the ideals inculcated by our faith constantly before ourselves, I have not the least doubt that our efforts will be rewarded.

A constitution should not be judged from any preconceived notions based upon school-book maxims of political science; it should be judged from the point of view of the achievement of maximum compromise between the different sections of the nation. Judged purely as a political document as well, this report will not be found wanting, but as the Embodiment of major agreement between the different sections of our nation, this report should be welcomed as a remarkable achievement. It sets out the principles of a democratic Islamic constitution safeguarding the interests on non-Muslim minorities; the proposed constitution will create a closely integrated federation with autonomy to the Provinces; it will confer for the first time the fullest political power upon millions of our citizens and vest the highest authority, in their directly elected representatives. It will embody principles of social justice and economic freedom; it will ensure the inculcation of righteous living and the maintenance of moral standards; it will abolish all forms of coercion and privilege. In short it will remove all fetters which had put into shackles our nation and stunted its growth; it will be for the nation, after the promulgation of the constitution, to use the liberties so gained and freedom so unfettered for positive good and progress. The destiny of the nation will be in the hands of the people; they will have only to use their great powers with wisdom and for sight to build up a-future worthy of their great past.

With these words, Sir, I commend this report to this House.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মৌলিক অধিকার কমিটির রিপোর্ট	পাকিস্তান গণপরিষদ	২২শে ডিসেম্বর, ১৯৫২

[REPORT OF THE COMMITTEE ON FUNDAMENTAL RIGHTS OF CITIZENS OF PAKISTAN AND ON MATTERS RELATING TO MINORITIES: CONSTITUENT ASSEMBLY OF PAKISTAN-22ND DECEMBER, 1952.]

TO:

THE PRESIDENT,

CONSTITUENT ASSEMBLY OF PAKISTAN.

On behalf of the "Committee on Fundamental Rights of Citizens of Pakistan and on Matters relating to Minorities" I have the honor to submit this the Final Report on Fundamental Rights and on matters relating to minorities.

The Committee was constituted by the following Resolution which was adopted by the Constituent Assembly at its meeting held on the 12th August, 1947:-

"That this Assembly resolves that a Committee consisting of the President and the following members, namely:

The Honorable Sardar Abdur Rob Khan Nishtar,

Dr. Muhammed Husain,

Mr. Bhim Sen Sachar,

The Honorable Mr. M.A. Khuhro,

Sheikh Karamat Ali,

Prof. Rajkumar Chakraverty,

The Honorable Mr. Ghazanfar Ali Khan,

Mr. Prem Hari Barma,

The Honorable Mr. Fazlur Rahman,

Begum Shah Nawaz,
Mr Birat Chandra Mandal,
Dr. Ishtiaq Husain Qureshi,
Mr. Abul Kasem Khan,

The Honorable Mr. Jogendra Nath Mandal and the mover, be appointed to advise this Assembly on fundamental rights of citizens of Pakistan and on matters relating to the minorities with power to President to nominate not more than seven other members who need not be Members of the Constituent Assembly".

The President, in exercise of the power conferred by the Resolution, subsequently nominated the following persons as Members of the Committee:-

1. Mr. C. E. Gibbon,
2. Diwan Bahadur S.P. Singha,
3. The Hon'bie Sir Muhammad Zafrullah Khan,
4. Mr. Jamshed Nusserwanjee Mehta,
5. Chaudhuri Nazir Ahmad Khan,
6. His Excelleney Khwaja Shahabuddin, and
7. Babu Phani Bhushan Barua.

APPOINTMENTS TO CASUAL VACANCIES

Later on the Honorable Khan Sardar Bahadur Khan and Qazi Muhammad Isa were appointed by the President under Rule 70 of the Constituent Assembly Rules of Procedure vice Mr. Ghazanfar Ali Khan and Mr. Bhim Sen Sachar, who resigned their seats in the Assembly and ceased to be members of the Committee under Rule 71-A (2). In November 1949, Mr. Rallia Ram was appointed by the president in the vacancy caused by the death of Dewan Bahadur S.P. Singha.

The Honorable Khwaja Nazimuddin and Captain Syed Abid Hussain were appointed in the vacancies caused by the demise of Khan Liaquat Ali Khan and Sheikh Karamat Ali.

The Honorable Dr. A.M. Malik and Mr. Yahiya Bakhtiar were appointed vice His Excellency Khwaja Shahabuddin and Qazi Muhammad Isa, who resigned their membership of the Committee.

VICE CHAIRMAN

The Committee had elected the late Quaid-e-Millat Khan Liaquat Ali Khan as Vice-Chairman of the Committee but after his death it was not considered necessary to elect any other person as Vice Chairman.

PROCEDURE AND WORK OF THE COMMITTEE

The Sub-Committees:- The Committee at its first meeting held on the 26th May, 1948, appointed the following two Sub-Committees to deal separately with matters which their names indicate:

(1) Sub-Committee on Fundamental Rights of citizen of Pakistan; and

(2) Sub-Committee on matters relating to Minorities.

Sub-Committee on Fundamental Rights.-In respect of matters dealt with by the former Sub-Committee the Committee presented its Interim Report on Fundamental Rights of Citizens of Pakistan to the Constituent Assembly which was adopted the same of the 6th October, 1950.

This Report is the final report of the Committee and deals with additional fundamental rights and with the safeguards for minorities.

Sub-Committee on matters relating to Minorities.- As already stated matters relating to minorities had been referred to the Second Sub-Committee. That Sub-Committee issued the following questionnaire to important individuals and organizations in the country with a view to ascertaining the views of the Public.

QUESTIONNAIRE

(1) What should be the political safeguards of a minority-

(a) in the Centre, and

(b) in the Province?

(2) What should be the economic safeguards of a minority-

(a) in the Centre, and

(b) in the Province?

(3) What safeguards should be provided for a minority with regard to matter-

(a) religious,

(b) educational, and

(c) social and cultural?

(4) What methods are suggested to make the safeguards effective?

(5) Should any of the safeguards be eliminated later, and if so, how, when and under what circumstances?

(6) Any other remarks or suggestions with regard to safeguard for a minority.

The views received from the public were circulated to the members of the Sub-Committee in a consolidated form and subsequently, the members of the Sub-Committee made their own suggestions in respect of the various kinds of electorate and in view of the great importance of the question it decided to refer it to this Committee. The Committee fully discussed the question and came to the conclusion that with a view to ensuring real representation to all communities, particularly the minorities, it should recommend to the Assembly the adoption of the system of separate electorate. Its recommendation on this point is contained in Article I of Part I of the Annexure. It further decided that, in the interest of expeditions completion of work, the Sub-Committee on matters relating to Minorities be dissolved and that the work pending before it should be disposed of by this Committee. Accordingly all matters in the nature of special provisions and safeguards for minorities were considered by this Committee.

The Committee's recommendations are in three parts:

PART I- Deals with Safeguards of minorities.

PART II- Contains additional Fundamental Rights.

PART Ill- Gives additional directive principles of State Policy.

The Committee has taken into consideration all the suggestions which had been made in the Sub-Committee on matters relating to Minorities as well as our suggestions made before this Committee and has after careful consideration and through deliberation arrived at the conclusions which are given in the Annexure and which the committee recommends to the Assembly for acceptance.

The Committee has authorized me to place on record their appreciation of the valuable assistance which the members of the Committee received from Mr. K. Ali Afzal, Joint Secretary of the Constituent Assembly, and the members of the Staff of the Constituent Assembly Secretariat who were associated with the work of the Committee.

Your obedient Servant,

22nd May, 1952. **A. R. NISHTAR**

ANNEXURE

RECOMMENDATIONS

PARTI

SAFEGUARDS FOR MINORITIES

The following safeguards should be provided for the Minority Communities of Pakistan:

1. **Representation in the Legislatures.-** The Minority Communities of Pakistan specified below shall be represented in the Central Legislature and the Legislatures of the federating Units of Pakistan through separate electorates for everyone of them:

Scheduled Castes,
Hindus other than Scheduled Castes,
Buddhists, and
Pakistani Christians including Anglo-Pakistani Christians:

Provided that the question whether any community in view of its small number is or is not entitled to be represented in a particular Legislature and the quantum of representation for such a community is a matter to be determined by the Franchise Committee.

2. Safeguards for language, etc.- Any minority residing in the territory of Pakistan or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall not be prevented from conserving the same.

3. Safeguards in respect of educational institutions. - The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution merely on the ground that it is mainly maintained by a religious minority.

4. Portfolios for Minority Affairs:- There shall be a Minister for Minority Affairs both at the Centre and in the Provinces to look after the interests of the minorities and to see that the safeguards provided in the Constitution for the minorities are duly observed.

PART II

FUNDAMENTAL RIGHTS

To the Fundamental Rights already adopted by the Constituent Assembly, the following Articles may be added:

1. No discrimination in admission to educational institutions. No citizen shall be denied admission into any educational institution wholly maintained by the State on the ground only of religion, race or caste:

Provided that nothing in this Article shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially or educationally backward class of citizens.

2. Safeguards against discrimination of religious institutions in taxes:- There shall be no discrimination against any community in the matter of exemption from or concessions of taxes granted with respect to religious institutions.

PART III

DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY

The following may be provided as Directive Principles of State Policy:

1. Protection to places of worship, etc:-Protection shall accord to all duly established places of worship, burial and disposal of the dead.

2. Promotion of educational and economic interests:- The State shall promote with special care the educational and economic interests of the backward classes and, in particular, of the scheduled castes and the people of the Tribal Areas.

TAMIZUDDIN KHAN
ZAFRULLA KHAN
A.R. NISHTAR
FAZLUR RAHMAN
YAHYA BAKHTIAR
PHANI BHUSHAN BARUA
JAMSHED NUSSERWANJEE
C. E. GIBBON

*RAJKUMAR CHAKRAVERTY
*PREMHARI BARMA
ABID HUSSAIN
M. A. KHUHRO
*B1RAT CHANDRA MANDAL

I. H. QURESHI
MAHMUD HUSAIN
A.K. KHAN
J. A. SHAH NAWAZ
B.L. RALLIA RAM

K. ALI AFZAL,

Secretary to the Committee.
22nd May, 1952.

£Note of Dissent

We strongly dissent from the decision of the majority that the Caste Hindus, the Scheduled Castes, the Buddhists and the Pakistani Christians should have separate electorates in the constitution of Pakistan. This is good neither for any of the above sections of the public nor for the State. While during the British rule there were two divisions among the people, now in their place there will be at least five divisions. Members elected by such separate electorates are likely to have sectional and communal outlook which will impair the unity among the different communities and the solidarity of the State. Such electorates will cause a perpetual communal majority and communal minority, most unsuitable for a democratic country as also for the freedom, growth and self-expression of its component pans. Under separate electorates, the minorities will live under permanent sense of insecurity and inferiority, as they will feel that they live on sufferance. We are in favor of a joint and common electorate for all sections of the people with reservation of seats for a limited period for the backward classes like the Scheduled castes, Buddhists and others. All separate electorates, whether for a limited period or otherwise, should be given up.

B1RAT CHANDRA MANDAL
PREM HARI BARMA
RAJK UMAR CHAKRAVERTY

24th April, 1952.

---

*Subject to Notes of Dissent.

N.B.-Signatures of the Honorable Khan Sardar Bahadur Khan and Chaudhuri Na2ir Ahmed Khan could not be obtained up to the time the Report was sent to press.

£This Note of dissent was tendered soon after the meeting held on 22nd April 1952 and it was circulated to members along with the draft report of the Committee containing the recommendation. Mr. C. E. Gibbon, a representative of the Pakistani Christians including Anglo-Pakistanis, and Mr. Phani Bhushn Barua, a representative of the Buddhists, dissociated them from the Note of dissent and appealed to the members Concerned to withdraw their Note of Dissent. This, they further explained, they were doing as they were not member of the Constituent Assembly and as such may not get an opportunity to express their views on it.

Note of Dissent

We sign this report subject to this note of dissent. We consider the safeguards for the minorities, embodied above, are inadequate.

1. There should have been recommendation giving due weight age to the minorities in (a) all Legislatures, Central and Provincial, and in (b) Services, both in the Central and Provinces. In pre-partition days under a system of separate electorates, the Muslim minority enjoyed such weight age. (*Vide* the Lucknow Pact, the Communal Award and the Government of India Act, 1935).

2. There should have been a recommendation that there should be in some part of the Constitution or the Schedule an exhortation to the Central and Provincial Governments to keep in view the claims of the minorities in the formation of the Cabinet, as it can be found in paragraph VII of the Instrument of Instructions issued to the Governors under the Government of India Act, 1935, and reproduced below:

> "VII. In making appointments to his Council of Ministers our Governor shall use his best endeavors to select his Ministers in the following manner, that is to say, to appoint in consultation with the person who in his judgment most likely to command a stable majority in the Legislature those persons (including so far as practicable members of important minority communities) who will best be in a position collectively to command the confidence of the Legislature. In so acting, he shall bear constantly in mind the need for fostering a sense of joint responsibility among his Ministers."

3. There should have been a recommendation that no Bill or Resolution or any part thereof which operates against the interests of the minorities shall be passed in any Legislature if three-fourths of the minority representatives in that Legislature oppose such Bill or Resolution or part thereof on the ground that it would be injurious to the religious, cultural or social interests of the minorities. In pre-partition India the Quaid-e-Azam claimed such a right for the Muslim minority.

We beg to add with a view to safeguards for the minorities, it was proposed by us in a meeting of the Committee that there should also be a recommendation that "no Bill, unless it is supported by three-fourths majority should be moved in the Legislature which adversely affects any .of the Safeguards provided for the minorities in the Constitution." The Committee did not vote it down, but opined that the matter might be more appropriately considered when we consider the provisions for the amendment of the Constitution. We hope and trust, it will receive due consideration.

RAJKUMAR CHAKRAVERTY
PREM HARI BARMA
BIRAT CHANDRA MANDAL

22nd May, 1952.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
খাজা নাজিম উদ্দিন কর্তৃক মূলনীতি কমিটির চুড়ান্ত রিপোর্ট পেশ (সংক্ষিপ্ত)	পাকিস্তান গণপরিষদ	২২শে ডিসেম্বর, ১৯৫২

Report of the Basic Principles Committee

To
THE CONSTITUENT ASSEMBLY OF PAKISTAN,
KARACHI.

The Basic Principles Committee was appointed by a resolution of the Constituent Assembly, dated 12th March, 1949, to report, in accordance with the Objectives Resolution, on the main principles on which the future Constitution of Pakistan should be framed. The text of the Resolution is given in Annexure I of the Report.

The Committee has authorized me to present this report to the Assembly under Rules 72(1) of the Constituent Assembly Rules of Procedure.

KH. NAZIMUDDIN

REPORT

The Basic Principles Committee, of which we the signatories of this Report are members, was constituted by the Constituent Assembly of Pakistan by a resolution, dated 12th March, 1949. The Committee was charged with the task of recommending the principle on which the future Constitution of Pakistan should be based. These principles have been settled after considerable discussion and are now being submitted to the Constituent Assembly in the form of recommendations.

The Committee was empowered to co-opt not more than ten other members. In pursuance of this authority the Chief Ministers of East Bengal, Sind and N.W.F.P. and the Hon'ble Mr. Justice Abdur Rashid, Chief Justice of Pakistan, were co-opted as members. The Chief Minister of the Punjab was already a member of the Committee.

A little before the conclusion of the deliberations of the Committee Mr. M. A. Khuhro, who was an *ex-officio* member of the Committee, ceased to be Chief Minister of Sind and for that reason he ceased to be a member of the Committee. As it became necessary to have a representative from Sind the Committee decided on 12th May, 1952, to co-opt in his place the Legal Remembrance of the Sind Government.

For the purpose of facilitating the progress of its work the Committee appointed a Steering Committee to report on the scope, functions and procedure of the Committee and in pursuance of the report of the Steering Committee the following three Sub-Committees were appointed to make recommendations to the main Committee on the subjects assigned to them, viz. :-

(i) Sub-Committee on Federal and Provincial Constitutions and Distribution of Powers;
(ii) Sub-Committee on Franchise;
(iii) Sub-Committee on Judiciary.

It was also decided to set up a Board of Talimat-i-Islamia to advice the Committee on matters arising out of the Objectives Resolution and on such other matters as might be referred to it by the Basic Principles Committee or by any other Committee or Sub-Committees.

The Federal and Provincial Constitutions and Distribution of Powers Sub-committee submitted its report on the 11th July, 1950, and the Basic Principles Committee considered this Report at its meetings held on 5th, 9th, 10t.h and 11th August, 1950. The Interim Report of the Basic Principles Committee was presented to the Constituent Assembly on the 28th September, 1950. In accordance with a Resolution of the Constituent Assembly, dated the 21st November, 1950, the Interim Report was published for inviting suggestions from the public. The text of the Resolution is given in Annexure II. These suggestions were to be received in the Secretariat of the Constituent Assembly by 31st January, 1951. As the number of suggestions received was enormous the Basic Principles Committee appointed a Sub-Committee on the 13th April, 1951, to examine these suggestions. This Sub-Committee after necessary examination of the suggestions submitted its report to the Basic Principles Committee on the 8th July, 1952. This report was considered by the Committee at its meetings held from 1st to 9th August, 1952.

The Judiciary Sub-Committee submitted its report to the Basic Principles Committee on the 24th April, 1952, and the Committee considered this report during its meetings held from the 12th to the 16th May, 1952, and again on 1st to 9th August, 1952.

The Report of the Franchise Sub-Committee was submitted to the Basic Principles Committee on the 17th May, 1952, and was considered by it at its meetings held from 1st to.9th August, 1952.

The recommendations annexed to the Report are the basis on which, in our opinion, the future Constitution of Pakistan should be drafted. There are certain matters which are still outstanding, such as financial allocation between the Centre and the Units, nomenclature and the position of the acceding States in the new set-up. A special Sub-Committee has been appointed under the chairmanship of the Honorable Khwaja Nazimuddin to report on matters relating to the position of acceding States in the future Constitution.

A Supplementary Report on financial provisions and on such other matters as may be found to be outstanding will be submitted to the House when decision on these matters will be reached.

We regret that it was not so destined that this Report should appear under the signature of all those members who were originally appointed on this Committee. Three of our members, the late Quaid-i-Millat Mr. Liaquat Ali Khan, Maulana Shabbir Ahmad Usmani and Shaikh Karamat Ali, whose contribution to the deliberations of the

Committee were of inestimable value, were snatched away from us by the hand of Death. Maulana Mohammad Abdullah-el Baqui who remained associated with the Committee up to its final stages died only a few weeks before he could have appended his signature to the Report.

TAMIZUDDIN KHAN
KH. NAZIMUDDIN
SRIS CHANDRA CHATTOPADHYAYA
F AZLUR RAHMAN
A. R. NISHTAR
ABDUS SATTAR PIRZADA
ABDUL RASHID
M. IFTIKHARUDDIN subject to the note' of dissent which has been submitted by me on the first meeting of B.P.S.C. after the Final Report has been given to us today.
I. R. QURESHI
PREM HARIBARMA
MAHOMED HANIF
ABDUL QA1YUM
JAFFAR SHAH
SHAUKAT ALI MALIK
GHYASUDDIN PATHAN
K. SHAHABUDDIN
MAHMUD HUSAIN
SYED KHALIL-UR-REHMAN
KAM1NI KUMAR DUTIA
MOHAMMUD AKRUM KHAN
MUMTAZ DAULTANA
S. ALI HUSSAIN GARDEZI
J. A. SHAH NAWAZ
NURUL AMIN

RECOMMENDATIONS

* * * * *

PART III
THE FEDERATION
CHAPTER I
The Executive
The Head of the State

12. The Head of the Slate- (1) There should be a head of the State.

(2) The executive power of the Federation should vest in the Head of the State to be exercised by him in accordance with Constitution and the law.

---

* The note referred to was found not to conform to the requirements of a minute of dissent and therefore could not be appended to the Report.

(3) Except in cases where it is provided that the Head of the State should act in his discretion, the Head of the State, when he is to act under the Constitution, should act, unless the context otherwise requires, on the advice of his Minister or Ministers.

13.Election of the Head of the state. -(1) The Head of the State should be a Muslim and should be elected at a joint sitting of both the Houses of the Federal Legislature.

(2) A member of the Legislature, if elected as Head of the State, should cease to be such member.

14. Rules for the election of the Head of the State-(I) The Federal Legislature should at a joint sitting frame rules for the election of the Head of the State and until rules are so framed the first election of the Head of the State should be conducted in accordance with the rules framed by the Governor-General of Pakistan.

(2) The election of the Head of the State should not be called in question in any court of law.*

15.Qualification for election of Head of the State.- (1) No person should be eligible for election as Head of the State unless he-

(a) is a citizen of Pakistan;

(b) has attained the age of forty years; and

(c) is qualified for election as a member of the House of the People.

(2) A person should not be eligible for election as Head of the State if he holds any office of profit under the Federal Government, or the Government of a Unit, or under any local or other authority subject to the control of any of the said Governments.

Explanation-For the purpose of this paragraph a person should not be deemed to hold any office of profit by the reason only that he is the Head of the State or the Head of a Unit, or is a Minister of the Federal Government or of the Government of a Unit.

16. Term of office of the Head of the State. -The term of office of the Head of the State should be five years from the date of his assumption of office. In case of a vacancy in the office of the Head of the State as a result of death, resignation, incapacity or otherwise, the term of office of the new Head of the State should be five years.

17. Eligibility for re-election. -No person should be allowed to hold the office of the Head of the State; consecutively for more than two full terms.

18. Casual vacancy in the office of the Head of the State. -(1) In the event of the occurrence of any casual vacancy in the office of the Head of the State, one of the following persons, if otherwise qualified for election as Head of the State, should act as Head of the State until such time as he resumes office or a new Head of the State is elected-

---

* Messrs S. C. Chattopadhyaya, Prcm Han Banna, K. K. Dulta and Begum Shah Nawaz dissented.

* Mr. S.C. Chattopadhyaya dissented.

(i) The Chairman of the House of Units;

(ii) The Chairman of the House of the People;

(iii) The Head of a Unit present in Pakistan in order of seniority from the date of appointment.

(2) As long as the Chairman of the House of Units acts as the Head of the State, he should not act as the Chairman of the House of Units, or in any other way take part in its proceedings. He should not, however, on account of his acting as Head of the State, lose his seat or his office in the House of Units. The same rule should apply mutatis mutandis to the Chairman of the House of the People and to the Head of the Unit, if either of them has to act as Head of the State.

19. Oath by the Head of the State.-The Head of the State should be required to take the following Oath.

"I____________, do swear in the name of God that I will faithfully discharge the duties of the office of the Head of the State of Pakistan according to law, that I will preserve, protect and defend the Constitution, that I will do right to all manner of people according to laws and usages of Pakistan without fear or favor, affection or ill-will and that, in my public and personal life, I will endeavor to fulfill the obligations and duties enjoined by the Holy Quran and the Sunnah."

20. Powers of the Head of the State in certain contingencies. -The Federal Legislature should be entitled to make provision for the discharge of the functions of the Head of the State in certain contingencies not provided for in the Constitution, and enactment of any of law by the Federal Legislature for this purpose should not be deemed to be an amendment of the Constitution.

21. Supreme Command of the Armed Forces. -The supreme command of the Armed Forces should vest in the Head of the State.

22. Appointment of Supreme Commander, Commanders-in-Chief and Officers of the Armed Forces. -The Supreme Commander, if any, of the Armed Forces, the Commander-in-Chief of each of (he three Armed Forces, and officers in the Armed Forces should be appointed by the Head of the State.

23. Discretionary powers of the Head of the State. - The following powers should be exercised by the Head of the State in his discretion.

(1) Powers of clemency throughout Pakistan where the exercise of this power is not forbidden by the Holy Quran and the Sunnah.

(2) Appointment of the Election Commission and Election Tribunals.

24. Salary and Allowance of the Head of the State: -(1) Suitable provision should be made by Act of the Federal Legislature for fixing the pay and allowances of the Head of the State according to the status and dignity of the Office, and until a provision in that behalf is so made by the Federal Legislature, the Head of the State should be entitled to

such pay, allowances and privileges as were payable to and enjoyable by the Governor-General of Pakistan immediately before the commencement of the Constitution: provided that these should not be varied to the disadvantage of an incumbent during his term of office.

(2) A reasonable sum in the form of pension or allowance may be allowed to the Head of the State for life after his retirement. This allowance or pension should be suspended while he is holding any office of profit under the Government.

(3) If the Head of the State is removed, in accordance with the Constitution for misconduct, he should not be entitled to any allowance or pension.

25. Removal of the Head of the State. -(1) The Federal Legislature should be entitled to remove the Head of the State from his office provided a requisition to that effect is received from a majority of the members of either House and a resolution is passed at a joint sitting of both the Houses of the Federal Legislature, by a majority of not less than two-thirds of the total strength of the two Houses.

(2) A month's notice should be necessary or moving a motion for the removal of the Head of the State.

26. Extent of the executive authority of Federal Government. -Subject to the provisions of the Constitution, the executive authority of the Federation should extend-

(a) to the matters with respect to which the federal legislature has power to make laws;

(b) to the exercise of such rights, authority and jurisdiction as are exercisable by the Federal Government by virtue of any treaty or agreement:

Provided that the executive power referred to a sub-paragraph (a) should not, save as expressly provided in the Constitution or in any law made by the Federal Legislature, extend in any Unit or Federated State to matters with respect to which the Legislature of the Unit or of the Federated State has power to make laws.

Council of Ministers

27. Council of Ministers to aid and advise the Head of the State.:-(1) There should be a Council of Ministers, with the Prime Minister at the head, to aid and advise the Head of the State in the exercise of his functions, except on those cases where he is empowered to act in his discretion.

(2) The question whether any, and if so what, advice has been tendered by Ministers to the Head of the State should not be enquired into in any court.

28. Other provisions as to Ministers. -(1) The Prime Minister should be appointed by the Head of the State and other Ministers, including Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries, should be appointed by the Head of the State on the advice of the Prime Minister.

(2) The Prime Minister who, for a period of six consecutive months, is not a member of the House of the People should at the expiration of that period cease to be the Prime Minister.

(3) Provision should be made for appointing as Minister a person who is not a member of either House: provided that a person should cease to be a Minister unless he gets elected within a period of six months from the date of his appointment.

(4) Ministers of State. Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries should not be members of the Council of Minister.

(5) The Ministers, including Ministers of State. Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries should hold office during the pleasure of the Head of the State.

29. Salaries and allowances of Ministers, etc.-The salaries and allowances of Ministers. Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries should be such as the Federal Legislature may from time to time by Act determine, and until the Federal Legislature so determines, should be the same as were payable immediately before the commencement of the Constitution: provided that these should not be varied to the disadvantage of an incumbent during his term of office.

30. Joint responsibility.-The Council of Ministers should be collectively responsible to the House of the People only."

31. Oath of Ministers.-The Ministers should be required to take oaths of allegiance, office and secrecy.

Provided that in the case of a Muslim Minister the oath of office should include an affirmation to the effect that both in his personal and public life he will endeavor to fulfill the obligation enjoined by the Holy Quran and the Sunnah.

32. Protection in respect of choosing Ministers. -The action of the Head of the State in appointing or dismissing a Minister should not be called in question in any court of law.

The Advocate-General for Pakistan

33. Advocate-General for Pakistan - (1) There should be an Advocate General for Pakistan to be appointed by the Head of the State. He should be a person qualified to become a Judge of the Supreme Court. There should be no age limit.

(2) The Advocate-General should hold office during the pleasure of the Head of the State and should receive such remuneration as may be determined by Act of the Federal Legislature, and until so determined, such remuneration as was payable immediately before the commencement of the Constitution; provided that it should not be varied to the disadvantage of an incumbent during his term of office.

---

* The Honorable Dr. I. H. Qureshi dissented and was of the view that both Houses of the Legislature should have equal powers in respect of no confidence motions.

Conduct of Government Business

34. Conduct of business of the Federal Government: -Provision should be made for framing rules by the Head of the State for the conduct of Government business.

35. Duties of Prime Minister as respects furnishing of information to the Head of the State. -Provision should be made whereby the Head of the State should be kept informed of all the decisions of the Council of Ministers and proposals for legislation. The Head of the State should also be furnished with such information relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation as he might call for.

CHAPTER II
The Federal Legislature

36. Constitution of the Federal Legislature: -There should be a Federal Legislature consisting of two Houses which will in these Recommendations be called the House of Units and the House of the People.

37. Right of sending messages to the Federal Legislature: - The Head of the State may send messages to either House of the Federal Legislature, whether with respect to a Bill then pending in the Federal Legislature or otherwise, and the House to which any message is so sent should, with all convenient dispatch consider any matter which they are required by the message to take into consideration.

(A) The House of Units

38. Composition of the House of Units: - The House of Units should consist of 120 members who should be elected in the following manner.

(i) The Legislature of East Bengal should elect 60 members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote.

(ii) Seats in the House of Units should be allocated to the Capital of the Federation and the Units of West Pakistan as follows:

Punjab	27
Sind	8
N.W.F.P.	6
Tribal Areas	5
Bahawalpur	4
Baluchistan	2
Baluchistan States	2
Khairpur State	2
Capital of the Federation	4
Total.	60

(iii) In the case of a Unit, having a Legislature, members of the House of Units should be elected by the Legislature of a Unit according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote.

(iv) In the case of a Unit, other than the Capital of the Federation, not having Legislature at the time of the commencement of the Constitution, the manner of filling the seats allocated to it should be determined by an Act of the Federal Legislature.

(v) In the case of the Capital of the Federation four members should be elected by an electoral college composed of the elected members of the Karachi Corporation and the members of the House of the People representing the Capital of the Federation.

(vi) In the case of merger of one area with another or re-adjustment of areas, re-distribution of seats should be made in accordance with the provisions of paragraph-39

39. Re-allocation of seats in the House of Units : - Notwithstanding anything in the Constitution, the Federal Legislature may, by law, re-allocate seats in the House of units to the various Units and the Capital of the Federation subject to the following limitations :-

(a) that parity between East and West Pakistan should not be a disturbed;

(b) that subject to the provision in paragraph 38 (vi), relating to reallocation on account of merger,

(i) such re-allocation should be done not more than once after each new census and only on the ground of increase or decrease of population,

(ii) such re-allocation should, as far as possible, reflect the then existing ratio of population inter se between the different Units of West Pakistan including the Capital of the Federation, and

(iii) the principle of weight age, namely, the smaller the population the greater the weight age to the Capital of the Federation and the Units of West Pakistan having smaller populations adopted in the allocation of seats shown in paragraph Iron (ii) should be maintained.

40. Qualifications for membership of the House of Units. -A person should not be qualified to be chosen to fill a seat in the House of Units unless he-

(i) is a citizen of Pakistan;
(ii) has attained the age of thirty years;
(iii) is able to read and write in some language; and
(iv) is entitled to vote in the choice of a member to fill a seat in the Legislature of the Unit by which he seeks to be elected:

(1) Provided that the provisions of clause (iv) should not apply in the case of a Unit which has no legislature of its own. In that case he must be a voter in a territorial constituency in that unit for the House of the People.

(2) Members of the Legislature of a Unit electing members for the House of Units as well as persons who are not members of that Legislature should be equally eligible for election to the house of Units if they are otherwise duly qualified.

41. Vacation of seats by members: -(1) No person should be

(1) a member of both the Houses of the Federal Legislature; or

(ii) a member of the Federal Legislature as well as of the Legislature of a Unit or of a Federated State; or

(iii)a member of the Legislature of a Unit and of a Federated State; or

(iv)a member of the Legislature of two or more Units.

(2) If a person is elected to more than one seat in contravention of the provisions of sub-paragraph (1), he should vacate his seat or seats except one. If he fails to do so within thirty days of his election to the seat to which he has been elected last he should be deemed to have vacated all his seats.

42. Disqualifications for membership of the House of Units: -A person should be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the House of Units- .

(a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court; •

(b) if he is an undercharged insolvent;

(c) if he holds an office of profit under the Federal Government or under the Government of a Unit, or under any other Government except an office declared by an Act of the Federal Legislature not to disqualify its holder:

Provided that for this purpose a person should not be deemed to hold an office of profit under the Federal Government or under the Government of a Unit by reason only that he is a Minister, Minister of State, Deputy Minister or a Parliamentary Secretary for the Federal Government, or a Minister or a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary for the Government of a Unit.

(d) if he has been found guilty, by a competent court in Pakistan, of any offence or illegal practice relating to elections which has been declared by any law or rules, for the time being in force, to be an offence or practice entailing disqualification for membership of the Legislature;

(e) if he has been convicted of any offence, other than those specified under sub-paragraph (d) above, before or after the commencement of the Constitution, by a competent court in Pakistan and sentenced to life imprisonment or to imprisonment for not less than two years, unless a period of five years has elapsed since his release;

(f) if, having been nominated as a candidate for the Federal Legislature of the Legislature of a Unit or having acted as an election agent of any person so nominated, he has failed to lodge a return of election expenses within the time and in the manner

required by any rules or orders for the time being in force or by a law of any legislative authority in Pakistan, unless five years have elapsed from the date by which .the return ought to have been lodged or the Head of the State has removed the disqualification:

Provided that a disqualification under this sub-paragraph should no take effect until the expiration of one month from the date by which the return ought to have been lodged or such longer period as the Head of the State may in any particular case allow;

(g) if he has been dismissed for misconduct from service or from a post in connection with the affairs of the Federation or of a Unit unless at period of five years or such less period as the Head of the State may allow in any particular case, has elapsed since his dismissal;

(h)if he is not a citizen of Pakistan or having been a citizen of Pakistan has voluntarily acquired the citizenship of, or owes allegiance to. or is under any acknowledgment of allegiance or adherence to, a foreign State.

(B) The House of the People

43. Composition of the House of the People: -(i) The House of the People should consist of 400 members of whom 200 should be directly elected by voters in East Bengal from single member territorial constituencies, and 200 should be elected in like manner by voters in the Units and other areas of West Pakistan including the Capital of the Federation: provided that the total number of members so elected should be as follows:

Punjab	90
Sind	30
N.W.F.P.	25
Tribal Areas	17
Bahawalpur	13
Baluchistan	5
Baluchistan States	5
Khairpur State	4
Capital of the Federation	11
Total	200

(ii) The single-member territorial constituencies should be drawn in such a manner as to ensure that within a Unit or the Capital of the Federation all the constituencies of a particular community have, as far as possible, equal number of voters.

(iii) For the purpose of ensuring uniform representation in the House of the People, the areas of all the constituencies should be re-adjusted after every new census by such authority and in such manner as the Federal Legislature may by law determine, subject to the provisions of sub-paragraph (1) relating to parity and the total strength of the House.

(iv) In the case of merger of one area with another or re-adjustment of areas, re-allocation of seats should be made in accordance with the provisions of paragraph 45.

44. **Representation of Kashmir and Junagadh.-** The representation of Kashmir and Junagadh in the House of the People and the House of Units should be determined by the Federal Legislature by law, but not so as to affect the parity between the East and West Pakistan in either House.

45. **Re-allocation of seats in the House of the People:-** Notwithstanding anything in the Constitution the Federal Legislature may by law, re-allocate seats in the House of the People to the various Units and the Capital of the Federation subject to the following limitations:

(a) that parity between East and West Pakistan should not be disturbed;.

(b) that subject to the provision in paragraph 43 (vi) relating to re-allocation on account of merger-

(i) such re-allocation should be done not more than once after each new census and only on the ground of increase or decrease of population,

(ii) such re-allocation should, as far as possible, reflect the then existing ratio of population inter se between the different Units of West Pakistan including the Capital of the Federation, and

(iii) the principle of weight age, namely, the smaller the population the'greater the weight age to the Capital of the Federation and the Units of West Pakistan having smaller populations adopted in the allocation of seats shown in paragraph 43(i) should be maintained.

46. **Allocation of seats to communities:-** Seats should be allocated to communities in the House of the People, in accordance with the table appearing in Schedule II of these Recommendations/

47. **Qualifications for membership of the House of the People:-** A person should not be qualified to be chosen to fill a seat in the House of the People unless he-

(i) is a citizen of Pakistan:

(ii) has attained the age of twenty-five years:

(iii) is able to read and write in some language; and

(iv) is entitled to vote in the choice of a member to fill Legislature of the Unit from where he seeks election:

Provided that the provision of clause (iv) should not apply in that case of a Unit which has no legislature of its own. In that case he must be a voter in a territorial constituency in that Unit for the House of the People.

48. **Disqualification for membership of the House of the People:-** A person should be disqualified for being chosen as, and for being a member of the House of People.

---

* Messrs. S. C. Chattapadhyaya, K. K. Datta and Prem Hari Barma dissented.

(a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(b) if he is an undercharged insolvent;

(c) if he holds an office of profit under the Federal Government or under the Government of a Unit, or under any other Government except an office declared by act of the Federal Legislature not to disqualify its holder:

Provided that for this purpose a person should not be deemed to hold an office of profit under the Federal Government or under the Government of a Unit by reason only that he is a Minister, Minister of State, Deputy Minister or a Parliamentary Secretary for the Federal Government or a Minister or a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary for the Government of a Unit;

(d) if he has been found guilty, by a competent court in Pakistan, of any offence or illegal practice relating to elections which has been declared by any law or rules for the time being in force to be an offence or practice entailing disqualification for membership of the Legislature;

(e) if he has been convicted of any offence other than those specified under sub-paragraph (d) above, before or after the commencement of the Constitution, by a competent Court in Pakistan and sentenced to life imprisonment or to imprisonment for not less than two years, unless a period of five years has elapsed since his released;

(0 if having been nominated as a candidate for the Federal Legislature or the Legislature of a Unit or having acted as an election agent of any person so nominated, he has failed to lodge a reurn of election expenses within the time and in the manner required by any rules or orders for the time being in force or by a law of any legislative authority in Pakistan, unless five years have elapsed from the date by which the return ought to have been lodged, or the Head of the State has removed the disqualification:

Provided that a disqualification under this sub-paragraph should not take effect until the expiration of one month from the date by which the return ought to have been lodged, or such longer period as the Head of the State may, in any particular case, allow;

(g) if he has been dismissed for misconduct from service or from a post in connection with the affairs of the Federation, or a Unit, unless a period of five years or such less period as the Head of the State may allow in any particular case, has elapsed since his dismissal;

(h) if he is not a citizen of Pakistan or having been a citizen of Pakistan has voluntarily acquired the citizenship of, or owes allegiance to, or is under any acknowledgement of allegiance or adherence to, a foreign State.

49. (I) Every citizen of Pakistan who has attained the age of twenty-one year should be entitled to vote at elections to the House of the People:

Provided that he should be entitled to vote only in the constituency in the electoral roll of which his name is for the time being included.

(2) A person should not be qualified to be included in the electoral roll of any constituency unless he has a place of residence in that constituency.

In the sub-paragraph "a place of residence" means a place where a person ordinarily resides during the greater part of the year:

Provided that in the case of persons holding parliamentary offices such as Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries for the federal Government and Ministers, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries for the Government of the Unit, and Chairman and Deputy Chairman of the Houses of the Federal Legislature and the Legislature of the Unit, the non-fulfillment of the condition relating to residence should not have a disqualifying effect:

Provided further that a person who holds a public office or is employed in connection with the affairs of a Unit or the Federation or is a member of the defense services and who in the discharge of his official duty or on account of such employment or membership is absent from the place of ordinary residence should be deemed to be resident in the constituency in which he would have been qualified to vote immediately before the commencement of his absence:

Provided further that where a person becomes qualified to be entered on the electoral roll of a constituency under the proviso immediately preceding, his wife should also be deemed to have become so qualified if she is otherwise qualified.

(3) No person should vote at a general election in more than one territorial constituency and provision should be made for the purpose of preventing persons from being included in the electoral roll for more than one territorial constituency.

(4) Even if the name of a person appears on the rolls of more than one constituency he should exercise his right of vote only in one constituency.

(5) If a person votes in more than one constituency in contravention of this paragraph, his votes in each of the constituencies should be void.

(6) Notwithstanding anything in the foregoing provisions, separate electoral rolls should be maintained for Muslims as well as for every minority community for whom seats have been reserved and no person who does not belong to the community for which the electoral roll purports to be, should be included in that electoral roll/

50. Disqualifications for franchise- No person should be included in the electoral roll for, or vote at any election in, any constituency-

(a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent Court;

(b) if he is an undercharged insolvent;

(c) if he has been found guilty by a competent Court in Pakistan of any offence or illegal practice relating to elections which has been declared by any law or rules for the time being in force to be an offence or practice entailing disfranchisement;

* Messrs. S. Chattopadhyaya, K. K. Dutta and Prem Hai i Barma dissented.

(d) if he has been convicted of any offence other than those specified under sub-paragraph (c) above before on after the commencement of the Constitution by a competent court in Pakistan and sentenced to life imprisonment or to imprisonment for not less than two years, unless a period of five years has elapsed since his release.

51. Decision on questions as to disqualification of members. -If any question arises as to whether a member of either House of the Federal Legislature has become subject to any of the disqualifications mentioned in paragraphs 42 and 48, the Chairman of the House concerned should obtain the opinion of the Election Commission and should act in accordance with such opinion.

52. Penalty for sitting and voting by persons not qualified or when disqualified—

If a person sits or votes as a member of either House of the Federal Legislature, before he has taken the prescribed oath, or when he knows that he is not qualified or is disqualified for membership thereof, or when he is prohibited from so doing by the provision of any law made by the Federal Legislature, he should be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the Federal Government.

53. Absence without leave: -Provision should be made that a member should vacate his seat if he absents himself from the Legislature for sixty consecutive sitting days without leave of the House.

54. Term of the Federal Legislature: - The life of either House of the Federal Legislature should be five years, unless sooner dissolved.

55. Summoning of the Houses of the Federal Legislature: -(I) The Legislature should be summoned by the Head of the State.

(2) Not less than two sessions should be held every year, and not more than six months should elapse between the last day of one session and the first day of the next.

(3) The Legislature should be summoned within three months from the date of the appointment of the Prime Minister.

56. Summoning of joint session of the Houses of the Federal Legislature: -(1) The Legislature, should be summoned for a joint sitting in the following cases:

(a) conflict between the two Houses of the Federal Legislature;

(b) election and removal of the Head of the State;

(c) framing of rules for joint sittings and for certain Secretariat appointments common to both Houses;

(d) in any other case for which provision has been made in the Constitution.

(2) The power to convene a joint sitting should vest in the Head of the State except in the case of sub-paragraph (1) (b) above, when the authority to summon the Legislature to

meet in a joint sitting should vest in the person who is entitled to preside over the joint sittings.

57. **Prorogation of the Federal Legislature:-** The Federal Legislature should he prorogued by an order of the Head of the State.

58. **Dissolution of the Federal Legislature. -**(1) Authority to dissolve the House of the People should vest in the Head of the State.

(2) No dissolution should take place on the advice of the Caretaker ministry which functions between the date of the dissolution of the Legislature and the formation of a new Ministry after fresh elections.

(3) If a contingency arises wherein no such Ministry as can command the confidence of the House of the People can be formed, the Head of the State should be authorized to dissolve the House of the people in exercise of his discretion and hold fresh elections.

59. **Powers of the two Houses inter se and provision for conflict:-**In all matters, other than the Budget, Money Bills and motions of confidence or no-confidence, the two Houses of the Federal Legislature should have equal powers, and in case of conflict on any question, a joint sitting of both the Houses should be called for taking a decision.

60. **Right of Ministers and Advocate-General as respects the Federal Legislature: -**(I) The Ministers including Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries should have the right to address either House of the Legislature even though they may not be members of that House. A Minister including a Minister of State, a Deputy Minister and a Parliamentary Secretary should not vote in the House of which he is not a member.

(2) The Advocate-General should have no right of vote in either House, but he should be entitled to address either House or a joint sitting of the two Houses of the Federal Legislature.

61. **The Chairman and the Deputy Chairman of the Federal Legislature:-** (1) Each House of the Federal Legislature should have a Chairman and a Deputy Chairman.

(2) Provision should be made regarding the election and removal of the Chairman and the Deputy Chairman on the following lines:

(a) Each House of the Federal Legislature should, as soon as may be, choose two members of the House to be, respectively, Chairman and Deputy Chairman thereof and, so often as the Office of Chairman or Deputy Chairman becomes vacant, the House concerned should choose another member to be Chairman or Deputy Chairman as the case may be.

(b) A member holding office as Chairman or Deputy Chairman of any of the Houses should vacate his office if he ceases to be a member of the House, and

---

* The Honourable Dr. I. H. Qurcshi dissented and was of the opinion that the two House should have equal powers in all respects including the Budget and Money Bills,

may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the Head of the State and may be removed from his office by a resolution of the House passed by a majority of all the then members of the House, but no resolution for the purpose of this sub-paragraph should be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution.

(c) While the office of the Chairman is vacant the duties of the office should be performed by the Deputy Chairman or if the office of the Deputy Chairman is also vacant, by such member of the House as the Head of the State may appoint for the purpose. During the absence of the Chairman from any sitting of the House, the Deputy Chairman or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the House, or if no such person also is present, such other person as may be determined by the House should act as Chairman.

(d) While acting as Chairman of the House concerned, the Deputy Chairman should exercise similar powers as the Chairman. There should also be provision for the delegation of powers relating to admissibility of questions, resolutions, bills and motions by the Chairman to the Deputy Chairman or to the person who acts as Chairman of the meeting in the absence of the Chairman and the Deputy Chairman.

(e) In joint sittings the Chairman of the House of Units should preside. In his absence the Chairman of the House of the People should preside and in case both of them are absent, such other person, as may be determined by rules.

62. Salary and allowances of the Chairman and the Deputy Chairman : -There should be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of each House of the Federal Legislature such salaries and allowances as may be determined by Act of the Federal Legislature and until provision in that behalf is so made such salaries and allowances were as payable immediately before the commencement of the Constitution to the President and the Deputy President of the Constituent Assembly of Pakistan; provided that these should not be varied to the disadvantage of an incumbent during his term of office.

63. The Chairman and the Deputy Chairman not to preside when a resolution for his removal is under discussion -At any sitting of either House of the Federal Legislature while a resolution for the removal of the Chairman or of the Deputy Chairman from his office is under consideration the Chairman or the Deputy Chairman, as the case may be, should not preside though he is present but he should have the right to speak in of otherwise take part in the proceedings of the House.

64. The Secretariat of the Federal Legislature:- (1) The Secretariat of either House of the Federal Legislature should be independent and should be under the House concerned.

(2) Nothing in this paragraph should prevent the creation of posts common to both the House of the Federal Legislature.

(3) Recruitment and conditions of service, including punishment of and disciplinary action against the officers and staff of the Secretariat of the Federal Legislature should be at par with the corresponding services of the Federal Government, but the recommendations of the Public Service Commission, instead of going to the Federal Government, should go to the Chairman of the House concerned.

65. The Finance Committee. - (1) The Finance Committee of each of the Federal Legislature should scrutinize all the financial proposals relating to the expenditure of that House and thereafter the Budget should be presented to the House.

(2) The Chairman of each House should be the Chairman and the Finance Minister, an *ex-officio* member of the Finance Committee. The Finance Committee of each House should exercise powers of control and direction in matters relating to finances of that House similar to those as were exercisable by the Standing Finance Committee of the Central Government in relation to the affairs of the Government immediately before the commencement of the Constitution.

(3) Each House of the Federal Legislature should have power to make rules of procedure for the timely completion of business relating to its Budget.

(4) The Finance Committee should frame rules to secure to itself closer contact and effective voice in regulating the finances of the House to which it relates.

66. **Oath of Members: failure or refusal to take oath.** - (1) A member of the Federal Legislature should be required to take an oath of allegiance to Pakistan. No member should take his seat in either House of the Federal Legislature until he has taken the prescribed oath.

Provided that in the case of a Muslim member the oath should state that he would endeavor to fulfill the duties and obligations enjoined by the Holy Quran and the Sunnah.

(2) Where a member fails to take the oath of allegiance within a period not exceeding six months from the date of the first meeting of the Legislature, or refuses to take the oath, his seat should be declared vacant, provided that before the expiry of the said period the Chairman may on good cause being shown, extend the period.

67. **Privileges of (he Federal Legislature and of the Members and Committees thereof:-** Provision should be made empowering each House the Federal Legislature to legislate in regard to privileges of the House and its members. Pending such legislation the present position should continue.

68. **Salaries and allowances of members.-** Members of either House of the Federal Legislature should be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Act of the Federal Legislature and until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as were payable immediately before the

commencement of the Constitution to the members of the Constituent Assembly of Pakistan; provided that these should not be varied to the disadvantage of the members during their term of membership.

69. **Voting and quorum in the House of the Federal Legislature.-** (l) Except in cases in which a specific majority is provided, all decisions in each of the Houses of the Federal Legislature should be taken in accordance with the rules framed by the House concerned. The presiding officer of any House of the Federal Legislature should not exercise any vote excepting a casting vote in case of a tie.

(2) The Houses of the Federal Legislature should have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in either House of the Federal Legislature should be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do, sat or voted or otherwise took part in the proceedings.

(3) The quorum for a meeting of each House or for a joint sitting of both the Houses, should be one-seventh of the total number of the members of each House or of both the Houses as the case may be.

70. **Ordinances by the Head of the State.-** The Head of the State should have power to promulgate ordinances during the period when the Legislature is not sitting. An ordinance promulgated under this paragraph should be laid before the Federal Legislature at its next meeting and should cease to operate-at the expiration of six weeks from the re- assembly of the Federal Legislature.

71. **Joint sittings of both the Houses.-**Rules for joint sittings of the two Houses should be framed at a joint sitting of both the Houses of the Federal Legislative.

72. **Assent to:-** When a Bill has been passed by the Houses of the Federal Legislature, it should be presented to the Head of the State and the Head of the State should declare within ninety days either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefore:

Provided that the Head of the State may, as soon as possible after presentation to him of a Bill for assent, return the Bill if it is not a Money Bill, to the Houses with a message requesting that the Houses should reconsider the Bill or any specified provisions thereof and, in particular, should consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message, and when a Bill is so returned, the Houses should reconsider the Bill accordingly, and if the Bill is passed again by the Houses with or without amendment and presented to the Head of the State for assent, the Head of the State should not withhold assent therefrom.

* * * * * *

PART IV

THE UNITS

CHAPTER 1
THE EXECUTIVE
The Head of the Unit

81. **Head of the Units.-** There should be a Head of the Unit for each Unit.

82. **Executive power of the Unit.-** (l) The executive power of the Unit should vest in the Head of the Unit to be exercised by him in accordance with the Constitution and law.

(2) Except in cases where it is provided that the Head of the Unit should act in his discretion, the Head of the Unit when he is to act under the Constitution should act, unless the context otherwise requires, on the advice of his Minister or Ministers.

(3) In so far as the Head of the Unit is required to act in his discretion he should be under the general control of, and comply with such particular directions, if any, as may from time to time be given to him by the Head of the State. But the validity of anything done by the Head of a Unit should not be called in question on the ground that it was done otherwise than in accordance with the provisions of this paragraph.

83. **Appointment of the Head of the Unit:-** The Head of a Unit should be appointed by the Head of the State. He must be a citizen of Pakistan.

84. **Term of office of the Head of the Unit:-** The Head of a Unit should hold office during the pleasure of the Head of the State. The term of office of the Head of a Unit should not exceed five years at a time.

85. **Salary and allowances of the Head of the Unit.-**Suitable provision should be made by Act of the Federal Legislature for fixing the pay and allowances of the Head of a Unit according to the status and dignity of the office and until provision in that behalf is so made, he should be entitled to such pay, allowances and privileges as were payable to the Governor of the Province concerned immediately before the commencement of the Constitution; provided that these should not be varied to the disadvantage of an incumbent during his term of office.

86. **The Head of the Unit should he required to take the following oath:**

"I, ...do swear in the name of God that I will faithfully discharge the duties of the office of (the Head of the Unit) of (…........) according to law, that I will preserve, protect and defend the Constitution, that I will do right to all manner of people according to the laws and usages of Pakistan without fear or favor, affection or ill-will and that in my public and personal life I will endeavor to fulfill the obligations and duties enjoined by the Holy Quran and the Sunnah."

87. **Emergency power of the Head of the Unit-** The Head of the State should have the power to declare emergency in Pakistan or in a part thereof, and when a declaration of

emergency has been made, the Head of the Unit should exercise such powers in the Unit as may be conferred upon him by the Head of the State.

Council of Ministers

88. **Council of Ministers to aid and advise the Head of a Unit.-** (l) There should be a Council of Ministers, with the Chief Minister at the head, to aid and advise the Head of the Unit in the exercise of his functions except in those cases where he is empowered to act in his discretion.

(2) The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the Head of the Unit should not be enquired into in any courted law.

89. **Other provisions as to Ministers.-** (1) The Chief Minister should be appointed by the Head of the Unit and the other Ministers including Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries should be appointed by the Head of the Unit on the advice of the Chief Minister.

(2) A Minister including a Chief Minister and a Deputy Minister who for any period of six consecutive months is not a member of the Legislature of the Unit Should at the expiration of that period cease to be a Minister.

(3) Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries should not be members of the Council of Ministers.

(4) The Ministers including the Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries should hold office during the pleasure of the Head of the Unit.

90. **Salary and allowances of Ministers, etc:-** The salaries and allowances of Ministers, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries should be such as the Legislature of the Unit may from time to time by Act determine, and until the Legislature of the Unit so determines, should be the same as were payable immediately before the commencement of the Constitution; provided that these should not be varied to the disadvantage of an incumbent during his term of office.

91. **Oath of Ministers, Oath of allegiance.-** The Ministers for the Unit should be required to take oaths of allegiance, office and secrecy:

Provided that in the case of a Muslim Minister the oath of office should include an affirmation to the effect that both in this personal and public life, he will endeavor to fulfill the obligations and duties enjoined by the Holy Quran and the Sunnah.

92. **Joint responsibility of Ministers to the Unit Legislature:-** The Ministers in the Units should be collectively responsible to the Legislatures of the Units.

93. **Protection in respect of the act of choosing Ministers:-** The action of the Head of the Unit in appointing or dismissing a Minister should not be called in question in any court of law.

94. **Extent of the Executive authority of the Government of the Unit-** Subject to the provisions of the Constitution the executive authority of the Unit should extend to the matters with respect to which the Legislature of the Unit has power to make laws:

Provided that in any matter with respect to which the Legislature of Unit and also the Federal Legislature have power; to make laws, the executive power of the Unit should be subject to and limited by the executive power expressly conferred by the Constitution or by any law made by the Federal Legislature upon the Federal Government or authorities thereof.

Conduct of Government Business

95. **Conduct of Business of the Government of a Unit: -** Provision should be made for framing rules by the Head of the Unit for the conduct of Government business in the Unit.

96. **Duties of Chief Minister as respects the furnishing of information to the Head of the Unit. -** Provision should be made whereby the Head of the Unit should be kept informed of all the decisions of the Council of Ministers and proposals for legislation. The Head of the Units should also be furnished with such information relating to the administration of the affairs of the Unit and proposals for Legislation as he might call for.

The Advocate-General of a Unit

97. **The Advocate-General of a Unit: -** (1) There should be an Advocate-General of the Unit to be appointed by the Head of the Unit. He should be a person qualified to become a Judge of the High Court. There should be no age limit.

(2) The Advocate-General should hold office during the pleasure of the Head of the Unit and should receive such remuneration as may be determined by an Act of the Legislature of the Unit and until so determined, such remuneration as was payable immediately before the commencement of the Constitution; provided that it should not be varied to the disadvantage of an incumbent during his term of office.

CHAPTER II

The Legislature of a Unit

98. **Constitution of the Legislature of a Unit:** - (I) For each Unit there should be a unicameral Legislature composed of members chosen by direct election.

(2) The members of the Legislature of a Unit should not be less than 75 and not more than 350.

(3) The Federal Legislature may by law determine.

(i) the total number of seats for the Legislature of a Unit subject to the limits specified above; and

(ii) the actual number of seats to be reserved for various communities on the basis of population as far as practicable.

99. Representation in the Unit Legislature: -(1) The members of the Legislature of a Unit, should be elected from single-member territorial constituencies drawn in such a manner as to ensure, as far as possible, equal number of voters in all the constituencies of a particular community.

(2) For the purpose of ensuring uniform representation of all the areas of a Unit the constituencies should be re-adjusted after every new census by such authority and in such manner as the Federal Legislature may by law determine.

(3) If any area which does not at present form part of any Unit is subsequently merged in a Unit, it should be represented in the Legislature of that Unit on the same basis, as regards ratio of the number of seats to the total population, as will be applicable to the other parts of the Unit.

100. Right of sending messages to the Legislature of the Unit: -The Head of the Unit may send messages to the Legislature of the Unit whether with respect to a Bill then pending in the Legislature or otherwise, and the Legislature with all convenient dispatch consider any matter which they are required by the message to take into consideration.

101. Qualifications for membership of the Legislature of a Unit: -A person should not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislature of a Unit unless he-

(i) is a citizen of Pakistan;

(ii) has attained the age of twenty-five years;

(iii) is able to read and write in some language; and

(iv) is qualified to vote in the choice of a member to fill the seat to which he seeks election or another seat of a similar class in the Unit.

102. Disqualifications for membership of the Legislature of a Unit: -A person should be disqualified for being chosen as and for being a member of the Legislature of a Unit-

(a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(b) if he is an undercharged insolvent;

(c) if he holds an office of profit under the Federal Government under the Government of a Unit, or under any other Government, except an office declared by Act of the Legislature of the Unit not to disqualify its holder;

Provided that for this purpose a person should not be deemed to hold an office of profit under the Federal Government or under the Government of a Unit by reason only that he is a Minister, Minister of State, Deputy Minister or a Parliamentary Secretary for the Federal Government, or a Minister or a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary tar the Government of a Unit;

(d) if he has been found guilty by a competent court in Pakistan of any offence or illegal practice relating to elections which has been declared by any law or rules for the time being in force to be an offence or practice entailing disqualification for membership of the Legislature;

(e) if he has been convicted of any offence other than those specified under sub-paragraph (d) above, before or after the commencement of the Constitution by a competent court in Pakistan and sentenced to life imprisonment or to imprisonment for not less than two years, unless a period of five years has elapsed since his release;

(f) if, having been nominated as a candidate for the Federal Legislature or Legislature of a Unit or having acted as an election agent of any person so nominated, he has failed to lodge a return of election expenses within the time and in the manner required by any rules or orders for the time being in force or by a law of any legislative authority in Pakistan, unless five years have elapsed from the date by which the return ought to have been lodged or the Head of the Unit has removed the disqualification:

Provided that a disqualification under this sub-paragraph should not take effect until the expiration of one month from the date by which the return; ought to have been lodged, or of such longer period as the Head of the Unit may in any particular case allow;

(g) if he has been dismissed for misconduct from service, or from a post, in connection with the affairs of the Federation or a Unit, unless a period of five years or such less period as the Head of the Unit may allow in any particular case, has elapsed since his dismissal;

(h) if he is not a citizen of Pakistan or having been a citizen of Pakistan has voluntarily acquired the citizenship of, or owes allegiance to, or is under any acknowledgment of allegiance or adherence to, a foreign State.

103. Decision on question as to the disqualification of the Members: - If any question arises as to whether a member of the Legislature of a Unit has become subject to any of the disqualifications mentioned in paragraph 102, the Chairman of the Legislature of the Unit should obtain opinion of the Election Commission and should act in accordance with such opinion.

104. Penalty for sitting and voting by persons when not qualified or when disqualified:- If a person sits or voles as a member of the Legislature of a Unit before he has taken the prescribed oath, or when he knows that he is not qualified or is disqualified for membership thereof, or when he is prohibited from so doing by the provision of any law made by the Federal Legislature or the Legislature of the Unit, he should be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the Government of the Unit.

105. Franchise.- (l) Every citizen of Pakistan who has attained the age of twenty-one years should be entitled for vote at elections to the Legislature of a Unit.

Provided that he should be entitled to vote only, in the constituency in the electoral roll of which his name is for the time being included.

(2)A person should not be qualified to be included in the electoral roll of a constituency unless he has a place of residence in that constituency.

In this sub-paragraph a "place of residence" should mean a place where a person ordinarily resides during the greater part of the year:

Provided that in the case of persons holding parliamentary offices such as Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers, Parliamentary Secretaries for the Federal Government and Ministers, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries for the Government of the Unit and Chairman and Deputy Chairman of the Houses of the Federal Legislature and the Legislature of the Unit the non-fulfillment of the condition relating to residence should not have a disqualifying effect.

Provided further that a person who holds a public office or is employed in connection with the affairs of a Unit or the Federation or is a Member of the defense services and who in the discharge of his official duty or on account of such employment or membership is absent from the place of ordinary residence, should be deemed to be resident in the constituency in which he would have been qualified to vote immediately before the commencement of his absence:

Provided further that where a person becomes qualified to be entered on the electoral roll of a constituency under the provision immediately preceding, his wife should also be deemed to have become so qualified if she is otherwise qualified.

(3)No person should vote at a general election in more than one electoral constituency, and provision should be made for the purpose of preventing persons from being included in the electoral roll for more than one territorial constituency in a Unit.

(4) Even if the name of a person appears on the rolls of more than one constituency he should exercise, his right of vote only in one constituency.

(5)If a person votes in more than one constituency in contravention of this paragraph, his vote in each of the constituencies should be void.

(6) Notwithstanding anything in the foregoing provisions separate electoral rolls should be maintained for Muslims as well as for every minority community for whom seats in a particular Unit have been reserved and no person who does not belong to the community for which the electoral roll purports to be should be included in that electoral roll."

106. Disqualification for franchise: - No person should be included in the electoral roll for, or vote at any election in, any constituency-

(a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(b) if he is an undercharged insolvent;

(c) if he has been found guilty by a competent court in Pakistan of any offence or illegal practice relating to elections which has been declared by any law or rules

---

* Messrs S, C, Chattophadhyaya, K. K. Dutta and Prem Hari Barma dissented.

for the time being in force to be an offence or practice entailing disfranchisement;

(d) if he has been convicted of any offence, other than those specified in sub-paragraph (c) above, before or after the commencement of the Constitution, by a competent court in Pakistan and sentenced to life imprisonment or to imprisonment for not less than two years, unless a period of five years has elapsed since his release.

107. **Life of the Legislature of a Unit -** The life of the Legislature of a Unit should be five years unless sooner dissolved.

108. **Absence without leave** - Provision should be made that a person should vacate his seat if he absents himself from the Legislature for sixty consecutive sitting days without leave of the House.

109. **Summoning of the Legislature of a Unit.-** (1) The Legislature of a Unit should be summoned by the Head of the Unit.

(2) Not less than two sessions should be held every year and not more than six months should elapse between the last day of one session and the first day of the next session.

(3) The Legislature of the Unit should be summoned within three months from the date of appointment of the Chief Minister of the Unit.

110. **Prorogation of the Legislature of Unit -** The Legislature of a Unit should be prorogued by an order of the Head of the Unit.

111. **Dissolution of the Legislature of a Unit:-** (1) Authority to dissolve the Legislature of a Unit should vest in the Head of the Unit.

(2) No dissolution should take place on the advice of the caretaker ministry which functions between the date of the dissolution of the Legislature of a Unit and the formation of a new Ministry after fresh elections.

(3) If a contingency arises wherein no such Ministry as can command the confidence of the Legislature of a Unit can be formed, the Head of the Unit should be authorized to dissolve the Legislature of the Unit in his discretion and hold fresh elections.

112. **Right of Ministers and the Advocate-General as respects the Legislature of a Unit -** The Ministers and the Advocate-General of .the Unit should have the right to address the Legislature of a Unit even though they may not be members of the Legislature of the Unit. The Advocate-General should have no right of vote. Any Minister who is not a member of the Legislature of a Unit should also have no right of vote.

113. **The Chairman and Deputy Chairman of the Legislature of a Unit-**

(1) The Legislature of a Unit should have a Chairman and a Deputy Chairman.

(2) Provisions should be made regarding the election and removal of the Chairman and the Deputy Chairman on the following lines:

(a) The Legislature of each Unit should, as soon as may be, choose two members of the Legislature of the Unit to be, respectively, Chairman, and Deputy Chairman thereof and, so often as the office of the Chairman or Deputy Chairman becomes vacant, the Legislature of the Unit should choose another member to be Chairman or Deputy .Chairman, as the case may be.

(b) A member holding office as Chairman or Deputy Chairman of the Legislature of a Unit should vacate his office if he ceases to be a member of the Legislature of the Unit, and may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the Head of the Unit and may be removed from his office by a resolution of the Legislature of the Unit passed by a majority of all the then members of the legislature of the Unit, but no resolution for the purpose of this sub-paragraph should be moved unless at least fourteen days notice has been given of the intention to move the resolution.

(c) While the office of the Chairman is vacant, the duties of the office should be performed by the Deputy Chairman, or if the office of the Deputy Chairman is also vacant, by such member of the Legislature of the Unit as the Head of the Unit may appoint for the purpose. During the absence of the Chairman from any sitting of the Legislature of the Unit, the Deputy Chairman or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Legislature of 'the Unit, or if no such person also is present, such other person as may be determined by the Legislature of the Unit, should act as Chairman.

(d) While acting as Chairman of the Legislature of the Unit, the Deputy Chairman should exercise similar powers as the presiding officer. There should also be provision for the delegation of powers relating to admissibility of questions, resolutions, bills and motions by the Chairman to the Deputy Chairman or to the person who acts as Chairman of the meeting in the absence of the Chairman and the Deputy Chairman.

114. Salary and allowances of the Chairman and the Deputy Chairman – There should be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislature of a Unit such salaries and allowances as may be determined by Act of the Legislature of the Unit, and until provision in that behalf is so made such salaries and allowances as were payable immediately before the commencement of the Constitution to the Speaker and the Deputy Speaker of the Provincial Legislature, provided that these should not be varied to the disadvantage of an incumbent during his term of office.

115. The Chairman and the Deputy Chairman not to preside when a resolution for his removal is under discussion.-At any sitting of the House of the Legislature of a Unit while a resolution for the removal of the Chairman or of the Deputy Chairman from his office is under discussion, the Chairman or the Deputy Chairman, as the case may be, should not preside though he is present; but he should have the right, to speak in or otherwise take part in the proceedings of the House.

116. The Secretariat of the Legislature of a Unit- (1) The Secretariat of the Legislature of a Unit should be independent and should be under the Legislature of the Unit.

(2) Recruitment and conditions of service, including punishment and disciplinary action against the officers and staff of the Secretariat of the Legislature of a Unit, should be at par with the corresponding services of the Government of the Unit, but the recommendations of the Public Service Commission instead of going to the Government of the Unit should go to the Chairman of the Legislature of the Unit.

117. The Finance Committee.- (l) The Finance Committee of the Legislature of a Unit should scrutinize all the financial proposals relating to the expenditure of the Legislature of the Unit and thereafter the Budget should be presented to the Legislature of the Unit.

(2) The Chairman of the Legislature of a Unit should be the Chairman and the Finance Minister of the Unit, an ex-officio member of the Finance Committee. The Finance Committee of the Legislature of the Unit should exercise powers of control and direction on matters relating to the finances of the Legislature of the Unit similar to those as were exercisable by the Standing Finance Committee of the Legislature of a Province in the relation to the affairs of the Government immediately before the commencement of the Constitution.

(3) The Legislature of the Unit should have power to make rules of procedure for the timely completion of business relating to its Budget.

(4) The Finance Committee should frame rules to secure to itself closer contact and effective voice in regulating the finances of the Legislature of the unit

118. Oath of Members, failure or refusal to take oath.- (l) A member of the Legislature of a Unit should be required to take an oath of allegiance to Pakistan. No member should take his seat in the Legislature until he has taken the prescribed oath:

Provided that in the case of a Muslim member the oath should state that he will endeavor to fulfill the duties and obligations enjoined by the Holy Ouran and the Sunnah.

(2) Voting quorum in the Legislature of a Unit.-Where a member fails to take an oath of allegiance within a period not exceeding six months from the date of the first meeting of the Legislature or refuses to take the oath, his seat should be declared vacant, provided that before the expiry of the said period the Chairman may, on good cause being shown, extend the period.

119. (1) Except in cases in which a specific majority is provided, all decisions in the Legislature of a Unit should be taken in accordance with the rules framed by it. The Presiding Officer of the Legislature of the Unit should not exercise any vote excepting a casting vote in case of a tie.

(2) The Legislature of the Unit should have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in the Legislature of the Unit

should be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do, sat or voted or otherwise took part in the proceedings.

(3) The quorum for a meeting of the Legislature of the Unit should be one-seventh of the total number of the members of the Legislature of the Unit.

120. Privileges of the Legislature of a Unit and of the Members and Committees thereof:- Provision should be made empowering the Legislature of a Unit to legislature in regard to the privileges of the Legislature and its members. Pending such legislation the present position should continue.

121. Salaries and allowances of Members-Members of the Legislature of the Unit should be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Act of the Legislature of the Unit, and until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as were payable immediately before the commencement of the Constitution to the Members of the Provincial Legislature: provided that these should not be varied to the disadvantage of the Members during their term of membership.

122. Assent to Bills:- When a Bill has been passed by the Legislature of a Unit, it should be presented to the Head of the Unit and the Head of the Unit should declare, within ninety days, either that he assents to the Bill or that he withholds assent there from or that he reserves the Bill for the consideration of the Head of the State:

Provided that the Head of the Unit may, as soon as possible, after the presentation to him of the Bill for assent, return the Bill, if it is not a Money Bill, to the Legislature of the Unit with a message requesting that the Legislature of the Unit should reconsider the Bill or any specified provisions thereof and, in particular, should consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message and when a Bill is so returned, the Legislature of the Unit should reconsider the Bill accordingly, and if the Bill is passed again by the Legislature of the Unit with or without amendment and presented to the Head of the Unit for assent, the Head of the Unit should not withhold assent there from:

Provided further that the Head of the Unit should not assent to, but should reserve for the consideration of the Head of the State, any Bill which in the opinion of the Head of the Unit would, if it became law, so derogate from the powers of the High Court as to endanger the position which that Court is by the Constitution designed to fill.

* * * * * *

PART VI

Relations between the Federation and the Units.

133. Subject-matter laws to be made by the Federal Legislature and by the Legislature of a Unit: -(1) There should be three lists of subjects for the purpose of legislation—

(a) exclusively by the Federal Legislature;

(b) exclusively by the Legislature of a Unit; and

(c) both by the Federal Legislature and the Legislature of a Unit.

(2) These three lists to be respectively called the Federal, the Unit and the Concurrent Lists are in Schedule of these Recommendations.

(3) The residuary powers of legislation should vest in the Federation.'

134. **Planning, and coordination in respect of matters in the Unit and the concurrent Lists. -** Provisions should be made for planning and coordination by the Federal Government in respect of matters in the Unit and the Concurrent Lists, and the Federal Legislature should be competent to legislate in such Cases, with the prior consultation of the government at the Units concerned.

135. **Power of the Federal Legislature to legislate for one or more Unit by consent and adoption of such Legislation by any other Unit.-** If it appears to the Legislature or Legislatures of one or more Units to be desirable that any of the matters' with respect to which the Federal Legislature has no power to make laws for the Unit or Units, except legislation in respect of any matter in the Unit List in case of proclamation of emergency should be regulated in such Unit or Units by the Federal Legislature by law and resolution or resolutions to that effect is or are, passed by the Legislature of the Unit or of each of such Units it should be lawful for the Federal Legislature to pass an Act for regulating that matter accordingly, and any Act so passed should apply to such 'Unit or Units, and to any other Unit by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the Legislature of that Unit.

136. **Repeal of the laws made by the Federal Legislature: -** Any Act passed under the preceding Paragraph by the Federal Legislature may be amended or repealed by an Act of the Federal Legislature passed in like manner but may, as respects any Unit to which it applies, be amended or repealed also by an Act of the Legislature of that Unit.

136. **Repeal of the laws made by the Federal Legislature: -** Any Act passed under the preceding Paragraph by the Federal Legislature may be amended or repealed by an Act of the Federal Legislature passed in like manner but may, as respects any Unit to which it applies, be amended or repealed also by an Act of the Legislature of that Unit.

137. **Provisions as to legislation for giving effect to International Agreements. -** Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part the federal Legislature has power to make law for the whole or any part of Pakistan for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries or any decision made at any international conference association or other body.

138. **Inconsistency between laws made by the Federal Legislature and laws made by the Legislatures of the Units. -** Provision should be made for the Federal Laws to prevail over the Unit Laws in case of a conflict.

139. **Rules relating to previous sanction of Bills by the Head of the State or the Head of the Unit.-** (l) Where under any provision of the Constitution the previous sanction or recommendation of the Head of the State or the Head of the Unit is required

* The Hon'ble Mr. Nurul Amin the Hon'ble Mian Mumtaz Mohammad Khan Daultana and the Hon' Mr. Abdul Qaiyyum khan dissenied from the recommendation as to the, residuary power.

to the introduction or passing of a Bill or the moving of an amendment the giving of the sanction or the recommendation should not be construed as precluding him from exercising subsequently in regard to the Bill in question any powers conferred upon him by the Constitution with respect to the withholding of assent to or reservation of Bills.

(2) No Act of the Federal Legislature or the Legislature of a Unit and no provision in any such Act, should be invalid by reason only that some previous sanction or recommendation was not given, if assent to that Act was given-

(a) where the previous sanction or recommendation required was that of the Head of the Unit, either by the Head of the Unit or by the Head of the State;

(b) Where the previous sanction or recommendation required was that of the Head of the State, by the Head of the State.

140. Enforcement of Federal Laws in the acceding States. -Provision should be made for the enforcement of the Federal Laws in the acceding States in accordance with the agreements.

141. **Delegation of powers. -** (1) Provision should be made authorising the Federal Government to delegate executive powers to a Unit or any officer thereof, with the consent of that Unit.

(2) When the Federal Legislature makes a law in respect of a matter-falling in the Unit List at the request of a Unit or Units executive authority of the Federal Government should extend to the issuing of executive instructions to the Unit or Units concerned in respect of the matter.

(3) Notwithstanding anything in the Constitution the Head of the State may with the consent of the Government of a Unit or the Ruler of a Federated State, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or Ruler, or to their respective officers, functions in relation to any matter to which the executive authority of the Federation extends.

(4) An Act of the Federal Legislature may, notwithstanding that it relates to a matter with respect to which the Legislature of a Unit has no power to make laws, confer powers and imposes duties, or authorizes the conferring of powers and the imposition of duties, upon a Unit or officers and authorities thereof.

(5) An Act of the Federal Legislature which extends to a Federated State may confer powers and impose duties or authorize the conferring of powers and imposition of, duties upon the State or officers and authorities thereof to be designated for purpose by the Ruler.

(6) Where, by virtue of the aforesaid provisions, powers and duties have been conferred or imposed upon a Unit or a Federated State or officers or authorities thereof, there should be paid by the Federation to the Unit or the State such sum as may be agreed or in default of agreement, as may determined in accordance with the procedure prescribed for the settlement of dispute between the Federation and the Units in paragraph 143.

142. **Obligation of Units and Federation and control of Federation over Units In certain cases. -** (I) The executive power of every Unit should be so exercised as to ensure compliance with the laws made by the Federal Legislature and any existing laws which apply to that Unit and the executive power of the Federation should extend to the giving of such directions to a Unit as may appear to the Federal Government to be necessary for that purpose.

(2) The executive power of every Unit should be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Federation, and the executive power of the federation should extend to the giving of such direction to a Unit as may appear to the Federal Government to be necessary for the purpose.

(3) The executive power of the Federation should also extend to the giving of directions to a Unit as to the construction and maintenance of means of communications declared in the direction to be of national or military importance:

Provided that nothing in this sub-paragraph should be taken as restricting the power of the Federal Legislature to declare highways or waterways to be national highways or national waterways or the power of the Federation with respect to the highways or waterways so declared, or the powers of the Federation to construct and maintain means of communication as part of its functions with respect to naval, military and air force works.

(4) The executive power of the Federation should extend to the giving of directions to a Unit as to the measures to be taken for the protection of railways within the Unit.

(5) Where, in carrying out any direction given to a Unit under sub-paragraph (3) as to the construction or maintenance of any means of communication or under sub-paragraph (4) as to the measures to be taken for the protection of any railway, costs have been incurred in excess of those which would have been incurred in the discharge of the normal duties of the Unit if such direction had not been given, there should be paid by the Federal Government to the Unit, such sum as may be agreed, or in default of agreement, as may be determined in accordance with the procedure prescribed for the settlement of disputes between the Federation and the Units in paragraph 143.

143. **Disputes other than disputes relating to interpretations of Constitution. -** All disputes between the Federation and the Units or between the Units inter se, other than those specified in paragraph 175, including disputes relating to supply of water or national sources of supply of water and disputes for contributions towards the expenditure incurred in connection with the needs of the Federation and the Units or more than one Unit, should be settled by a tribunal to be set up by the Chief Justice of Pakistan at the request of any party. The report of the tribunal should be submitted to the Chief Justice of Pakistan, who should see that the purpose for which the tribunal was appointed has been carried out. The report should then be submitted to the Head of the State for decision.

144. **Inter-Unit Councils. -** The Head of the State should have the authority to set up one or more Councils for dealing with matters of common interest between more than one Unit or the Unit and the Federation, with the consent of the parties concerned.

145. Borrowing by the Federal Government -The executive authority of the Federation extends to borrowing upon the security of the revenues of the Federation within such limits, if any, as may from time to time, be fixed by Act of the Federal Legislature and to the giving of guarantees within such limits if any, as may be so fixed.

146. Acquisition of land for Federal purposes. -The Federation may, if it deems necessary to acquire any land situated in a Unit for any Federal purpose, require the Unit to acquire land on behalf and at the expense of the Federation; or if the land belongs to the Unit to transfer it to the Federation on such terms as may be agreed, or, in default of agreement as may be determined in accordance with the procedure prescribed for the settlement of disputes between the Federation and -the Units in paragraph 143.

* * * * * *

SCHEDULE I

List—I (Federal)

1. All matters necessary for ensuring the defense of the State in peace and war.

2. The Naval, Military and Air Forces of the Federation and any other armed force raised or maintained by the Federation; any armed forces which are not forces of the Federation but are attached to or operating with any of the armed .forces of the Federation; any other armed forces of the Federation.

3. Preventive detention in the territory of Pakistan for reasons connected with defense, external affairs or the security of Pakistan; persons subjected to preventive detention under the authority of the Federation.

4. Defense industries; atomic energy and mineral resources necessary for its production.

5. All works connected with services set up under Nos. 1 and 2, and Local Self-Government in Cantonment areas, powers and functions, within such areas, of Cantonment authorities, control of house accommodation in such areas, and the delimitation of such area.

6. Foreign affairs, all matters which bring Pakistan into relation with any foreign country.

7. Diplomatic, consular and trade representation.

8. International organizations, participation in International conferences, associations and other bodies and implementing of decisions made thereat.

9. War and peace and making of treaties and implementation thereof.

10. Foreign and extra-territorial jurisdiction.

11. Trade and commerce with foreign countries.

12. Foreign loans.

13. Citizenship, naturalization and aliens.

14. Extradition.

15. Passport and visas.

16. Federal Pensions.

17. Piracy and offences against the law of Pakistan and the law of nations committed on the high seas and in the air.

18. Admission into, and emigration and expulsion from, the territory of Pakistan.

19. Pilgrimage to places outside Pakistan.

20. Pilgrimages by foreigners to places inside Pakistan.

21. Inter-Unit and port quarantine, seamen's and marine hospitals, and hospitals connected with port quarantine.

22. Import and export across customs frontiers as defined by the Federal Government.

23. Communications which shall include the control of railways, airways, shipping, navigation on sea and air, national highways declared to be such by the Federal Legislature by law, national ports declared to be such by or under the law made by the Federal Legislature, posts and telegraphs, telephones; wireless, broadcasting and television.

24. Maritime shipping and navigation, including shipping and navigation on tidal waters; provision of education and training for the mercantile marine and civil aviation; and regulation of such education and training provided by the Units and other agencies.

25. Airways, aircraft and air navigation; provision for aerodromes; regulation and organization of air traffic and of aerodromes; provision for aeronautical education and training; and regulation of such education and training provided by Units and other agencies.

26. Shipping and navigation on inland waterways declared by the Federal Legislature by law to be national waterways, as regards mechanically- propelled vessels, and the rule of the road on such waterways; carriage of passengers and goods on such waterways.

27. Ancient and historical monuments declared by law to be of national importance, archaeological sites and remains; libraries and museums not financed by the Units.

28. Federal agencies and institutes for research, for professional or technical training or for the promotion of special studies.

29. Federal surveys and Federal meteorological organizations.

30. State Bank of Pakistan; banking; currency; foreign exchange; coinage, legal tender; cheques; bills of exchange; promissory notes; and other like instruments.

31. The law of Insurance and Government Insurance

32. Company Law.

33. Copyright; designs; patents; inventions; trade and merchandise marks.

34. Development of industries, when development under Federal control is declared by Federal law to be expedient in the public interest.

35. Iron, steel, coal, petroleum and mineral and any other such commodities the control of which is declared by Federal law to be of national interest.

36. Regulation of mines and oilfields and mineral development to the extent to which such regulation and development under Federal control is declared by Federal law to be expedient in the public interest.

37. Industrial disputes concerning the regulation of labor and safety in mines and oilfields.

38. Regulation of Inter-Unit trade and commerce.

39. Standards of weight and measure.

40. Opium, so far as regards cultivation and manufacture or sale for export

41. Constitution, organization, jurisdiction and powers of the Supreme Court and fees taken therein.

42. Census

43. Inquiries and statistics for the purpose of any matters in this List.

44. Central Intelligence Bureau.

45. Federal Services and the Federal public Service Commission.

46. Election to the Federal Legislature and all other Federal elections.

47. Fishing and fisheries beyond territorial waters.

48. Salt.

49. Provision for dealing with emergencies in any of the territory.

50. Offences against laws with respect to any of the matters in this list.

51. Corporation, that is to say, the incorporation, regulation and winding up of trading corporations including banking, insurance and financial corporation's other than Universities, cooperative societies and municipal corporations.

52. Inter-unit migration within Pakistan.

53. Acquisition or requisitioning of land or property for the purposes of the Federation.

54. Works, lands and buildings vested in or in the possession of the Federal Government for purposes of the Federation (not being naval, military or air force works) but as regards property situate in a unit subject always to legislation by unit, save in so far as Federal law otherwise provides; and as regards property in a Federated State held by virtue of any lease or agreement with that state, subject to the terms of that lease or agreement.

55. Public debt of the Federation; borrowing of money on the Federal credit.

56. Zakat.

57. Decorations.

58. Intoxicating liquors and narcotic drugs.

59. Arms, firearms, ammunitions and explosives.

60. Post Office Savings Bank.

61. Admiralty jurisdiction.

62. Lighthouses, including lightships, beacons, and other provision for the safety of shipping and aircraft.

63. Petroleum and other liquids and substances declared by Federal law to be dangerously inflammable, so far as regards possession, storage and transport

64. The salaries and allowances of the Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries of the Federal Government, and of the Chairman and Deputy Chairman of the Houses of the Federal Legislature; the salaries, allowances and privileges of the members of the Federal Legislature; and powers and privileges of the Federal Legislature.

65. The enforcement of attendance of persons for giving evidence or producing documents before Committees of the Federal Legislature and the punishment of persons who refuse to give evidence or produce documents before Committees of the Federal Legislature.

66. The development of waterways for purposes of flood control, irrigation, navigation and hydro electric power when such development is required for the benefit of more than one Unit.

67. Stock exchanges and futures markets.

68. Constitution and organization of High Courts.

69. Extension of the jurisdiction of a High Court having its principal seat in any Unit to an area outside that Unit and exclusion of the jurisdiction of any such High Court from any area outside that Unit.

70. Jurisdiction and powers of all Courts, other than the Supreme Court, with respect to any of the matters in this list.

71. Extension of the powers and jurisdiction of members of a police force belonging to any Unit to any other area in Pakistan, but not so as to enable the police of one Unit to exercise powers and jurisdiction elsewhere without the consent of the Government of the area concerned.

72. Election to the Legislatures of the Units; the Election Tribunals and the Election Commission.

73. All other matters not enumerated in Lists II and III.

List-II (Unit)

1. Public Order (but not including the use of armed forces in aid of civil power), administration of justice; constitution and organization of all courts, except High Courts and Supreme Court, and fees taken in such courts.

2. Prisons, reformatories. Borstal institutions and other institutions of a like nature and prisoners detained therein, arrangements with other Units for the use of prisons and other institutions.

3. Police including railway and village police.

4. Jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this List, procedure in rent and revenue cases.

5. Public debt of the Unit; borrowing of money on the credit of a Unit

6. Unit pensions, i.e., pensions payable by a Unit.

7. Unit Services and Unit Public Service Commission.

8. Works, lands and buildings vested in or in the possession of a Unit.

9. Acquisition or requisitioning of land or property for the purposes of Units or when so required for the Federation.

10. Universities, libraries, museums and other similar institutions controlled or financed by the Units.

11. Public health, sanitation, hospitals, dispensaries, registration of births and deaths.

12. Burial, burial grounds and places and manner of disposing of human dead bodies.

13. Elections to the Legislature of a Unit, subject to the provisions of any law made by the Federal Legislature.

14. Salaries and allowances of Ministers, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries and Chairman and Deputy Chairman of the Legislature of a Unit; the salaries, allowances and privileges of the members of the Legislature of a Unit; powers and privileges of the Legislature of the Units.

15. Local Bodies, municipalities improvement trusts, district boards, village administration, mining settlement authorities and other local authorities for the purpose of the Government of local bodies.

16. Pilgrimages other than pilgrimage beyond Pakistan.

17. Education.

18. Communications, that is to say, roads, bridges, ferries and other means of communication not covered by List I; municipal tramways, ropeways, inland waterways and traffic thereon subject to the provisions of List III with regard to such waterways; ports subject to the provisions in List I with regard to national ports; vehicles other than mechanically-propelled vehicles.

19. Water supplies; irrigation and canals; drainage and embankment; water storage.

20. Water power.

21. Land revenue including the assessment and collection of revenue, maintenance of land records; survey for revenue purposes and records of right, and alienation of revenue.

22. Agriculture, including agricultural education and research; protection against pests and prevention of plant diseases; improvement of stock and prevention of animal diseases; veterinary training and practice; pounds and the prevention of cattle trespass.

23. Land, rights in or over land; land tenures; relations of landlords and tenants; collection of rent; transfer, alienation and devolution of agricultural land; land improvement; and agricultural loans; colonization; courts of wards encumbered and attached estates; treasure trove; jagirs and inams chargeable to Unit revenues.

24. Forests; protection of wild birds and animals.

25. Gas and gas works.

26. Regulation of mines and oilfields and mineral development subject to the provisions of List I.

27. Fisheries.

28. Control of inns and innkeepers, shops and saloons.

29. Trade and commerce in the Unit, fairs and markets.

30. Money-lending and money-lenders.

31. Production, supply and distribution of goods; development of industries subject to List I.

32. Adulteration of foodstuffs and other goods.

33. Intoxicating liquors and narcotic drugs subject to List. I.

34. Poor relief; unemployment; charities; charitable institutions; charitable and religious endowments.

35. The incorporation, regulation and winding up of corporations not specified in List I or Universities; unincorporated trading, literary, scientific, religious and other societies and associations excepting those of Muslims; cooperative societies.

36. Betting and gambling.

37. Theatres; dramatic performances and cinemas including sanction of cinematograph films for exhibition.

38. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters in this list.

39. Offences against laws with respect to any of the matters in this list.

40. Waqfs and Mosques.

41. Surveys other than Federal Surveys.

42. Any other matter in respect of which a Legislature of the Unit is, by the Constitution, given power to make laws subject to the provisions of the Constitution.

List—III (Concurrent)

1. Criminal law, including all matters included in the Penal Code at the commencement of the Constitution, but excluding offences against laws with respect to any of the matters specified in List I or List II and excluding the use of naval, military and air forces in aid of the civil power.

2.Criminal procedure, including all matters included in the Code of Criminal Procedure at the commencement of the Constitution.

3. Preventive detention for reasons connected with the maintenance of public order, or the maintenance of supplies and services essential to the community; persons subjected to such detention.

4. Removal of prisoners and accused persons from one Unit to another.

5. Civil procedure, including the law of limitation and all matters included in the Code of Civil Procedure at the commencement of the Constitution the recovery in a Unit of claims in respect of taxes and other public demands, including arrears of land revenue and sums recoverable as such arising outside that Unit.

6. Evidence and oath; recognition of laws, public acts and records and judicial proceedings.

7. Marriage and divorce; infants and minors; adoption.

8. Wills, intestacy, joint family property and succession, save as regards agricultural lands.

9. Transfer of property other than agricultural land; registration of deeds and documents.

10. Trust and trustees.

11. Contracts, including partnership, agency, contracts of carriage and other special forms of contract but not including contract relating to agricultural land.

12. Arbitration,

13. Bankruptcy and insolvency; administrators-general and official trustees.

14. Stamp duties other than duties or fees collected by means of judicial stamps, but not including rates of stamp duty.

15. Actionable wrongs, save in so far as included in laws with respect to any of the matters specified in List I or List II.

16. Jurisdiction and powers of all courts accept the Supreme Court with respect to any of the matters in this List.

17. Legal, medical and other professions.

18. Newspapers, books and printing presses.

19. Lunacy and mental deficiency, including places for the reception or treatment of lunatics and mental deficient.

20. Poisons and dangerous drugs.

21. Mechanically-propelled vehicles.

22. Boilers.

23. Prevention of cruelty to animals.

24. Vagrancy, nomadic, criminal and migratory tribes.

25. Factories.

26. Welfare of labor; conditions of labor; provident funds; employer's liability and workmen's compensation; health insurance, including invalidity pensions; old age pensions and maternity benefits.

27. Unemployment and social insurance.

28. Trade unions; industrial and labor disputes subject to the provisions of List II.

29. The prevention of the extension from one Unit to another of infections or contagious diseases or pests affecting men, animals or plants.

30. Electricity;

31. Shipping and navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels and the rule of the road on such waterways, carriage of passengers and goods on inland waterways.

32. The principles on which compensation is to be determined for property acquired or requisitioned for the purposes of the Federation or a Unit.

33. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters in this List.

34. Fees in respect of any of the matters in this List.

35. Higher technical education, vocational and technical training of labor subject to the provisions of List I.

36. Scientific and industrial research.

37. Muslim religious societies excluding mosques and waqfs.

38. Relief and rehabilitation of the displaced persons.

39. Price control.

SCHEDULE II

(vide paras 43 and 46)

Table of Seats- House of People.

Provine	Total Seats.	Seats reserved for Muslims	Seats reserved for scheduled Castes.	Seats reserved for Hindus other than scheduled Castes.	Seats reserved for Christians.	Seats reserved for Buddhists and others.	Seats reserved for Parsis.
East Bangal	200	153	24	20	1	2	--
Punjab	90	88	--	--	2	--	--
Sind	30	27	2	1	--	--	--
N.W.F.P.	25	25	--	--	--	--	--
Tribal Areas	17	17	--	--	--	--	--
Bahawalpur State	13	13	--	--	--	--	--
Baluchistan	5	5	--	--	--	--	--
Baluchistan State	5	5	--	--	--	--	--
Khairpur State	4	4	--	--	--	--	--
Federation	11	10	--	--	--	--	1

1. For filling up the two seats of Scheduled Castes and one seat of Caste Hindus in Sind, the Scheduled Castes and Caste Hindus of other areas in West Pakistan should also be entitled to vote and should be eligible for membership.

2. For filling up two seats of Christians in Punjab, the Christians of other areas in West Pakistan should be entitled to vote and should be eligible for membership.

3. For filling up the seat of Parsis in the Capital of the Federation the Parsis of other areas in Pakistan should be entitled to vote and should be eligible for membership.

4. For filling up the two seats of Buddhists and other in East Bengal the Buddhists and others of other areas in Pakistan should also be entitled to vote and should be eligible for membership.

* Mr. Kamini Kumar Dutta dissented.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মোহাম্মদ আলী ফর্মুলা	পাকিস্তান গণপরিষদ	৭ই অক্টোবর, ১৯৫৩

Excerpts from the Speech of the Prime Minister Mohammad Ali of Bogra on the Third Draft Constitution delivered on the 7th October 1953.

MR. PRESIDENT :

Sir, constitution-making is always a difficult and complicated matter. It is more so in our case because of certain features of the country's geography and population, which are peculiar to Pakistan. First our country consists of two parts, separated by a thousand miles of foreign territory. Secondly, one of these parts, namely, the Province of East Bengal, has a population, which exceeds that of all the other provinces and States put together, which compose the other part commonly called West Pakistan. This phenomenon has no parallel in any other country. The constitutional provisions made by other democratic countries therefore offer no guidance on what constitutional arrangements will be appropriate in such a situation. It is obvious that a special situation of this nature calls for special treatment, one that will give East Bengal the importance it deserves by virtue of its population strength, will take due notice of the geography of the country and will nevertheless conform to the universally recognized federal principle that it must be acceptable to all Units constituting the Federation and must ensure to each Unit an equitable share in the governance of the country.

The Basic Principles Committee grappled with this problem for four years and considered a number of proposals that would secure this result. Its final report which the House is now being invited to consider, was presented to the House in December last year. The proposals contained in the Committee's Report which deal with the composition of the Federal Legislature and the division of powers as between the Upper and the Lower House failed however to satisfy all Units. Progress with further constitution-making had therefore to be abandoned. There arose as regards the structure of the Federal Legislature a deadlock which defied solution. Strenuous efforts were made to resolve this deadlock. They all proved abortive. As this deadlock continued, provincial misunderstandings began to grow and threatened to undermine the solidarity of the nation. A sense akin to frustration began to spread among the people.

Happily, out of this frustration there eventually grew a recognition on all hands ot the fact that the constitutional deadlock can and must be broken. People all over the country began to grow restive over the delay in the framing of the country's constitution. When this session of the Constituent Assembly was called, there was a strong desire among all members of the House that it must precede with constitution-making and that difficulties which had hitherto held it up must be resolved.

The members of the Muslim League Parliamentary Party in particular were determined that a formula regarding the composition of the Federal Legislature, which would be acceptable to all Units, must be solved. Efforts were, therefore, intensified by my colleagues and me, by the Chief Ministers of the Provinces and by the members

of the Muslim League Parliamentary Party to find a way out of the deadlock and, fortunately, I am in a happy position today to announce to the House that such an acceptable formula has at last been evolved. (Applause.)

Sir, this is the formula the Federal Legislature should be composed as follows:

(I) Upper House. -Membership 50 to be divided equally among five Units which will be (i) East Bengal, (ii) Punjab, (iii) N.W.F.P., Frontier States and Tribal Areas, (iv) Sind and Khairpur, (v) Baluchistan, Baluchistan States Union, Bahawalpur and Karachi.

(II) Lower House. -Membership 300 to be divided amongst the five Units in accordance with their population.

The two Houses will thus be constituted as follows:

Unit.	Upper House.	Lower House.	Total
(1) East Bengal	10	165	175
(2) Punjab	10	75	85
(3) N.W.F.P., Frontier States and Tribal Areas.	10	24	34
(4) Sind and Khairpur	10	20	30
(5) Baluchistan, Baluchistan States Union, Bahawalpur and Karachi.	10	16	26
Total ...	50	300	350

N. B. -In respect of Units No.3, 4 and 5 distribution of seats as between the constituent areas of each of these Units shall be in accordance with their respective populations.

(Ill) *Equal powers for both houses.*

N. B. -A vote of confidence/no-confidence/election of the Head of the State can be passed only if a majority of the two Houses sitting jointly vote for it, provided however that the members voting for it must include at least 30 per cent of the members from each zone.

Explanation. -For the purpose of this clause and the succeeding two clauses, the State shall consist of two Zones:

(i) Western Zone-Consisting of 4 Units, namely, (1) Punjab, (2) N. W. F. P.. Frontier States and Tribal Areas, (3) Sind and Khairpur, (4) Baluchistan, Baluchistan States Union, Bahawalpur and Karachi.

(ii) Eastern Zone-The province of East Bengal.

IV. In the case of a difference of opinion between the two Houses in respect of any measure, the following step will be taken:

A Joint Session of the two Houses will be called; the measure may then be passed by a majority vote, provided the minority includes 30% of the members present and voting from each zone.

If the measure is not passed with the majority as provided in the preceding sub-clause, then:

(a) the measure fails, but

(b) If the measure is of such nature that the administration cannot be carried on unless it is passed, or that its failure will gravely imperil the security of the country or the financial stability or credit of the Federal Government, the Head of the State shall have the power in such an event to dissolve both the Houses and order fresh elections.

Explanation. -In doing so the Head of the State will act on and be bound by the advice of the Ministry.

V. The Head of the State will be elected from a zone different to that to which the Prime Minister belongs.

The provisions of this formula will be moved at the appropriate time as amendments to provision relating to the Federal Legislature contained in the Basic Principle Committee's Report.

The House will be pleased to learn that the formula has been unanimously accepted by my colleagues, by the Chief Minister of East Bengal, the Punjab, Sind, the N. W. F. P. and Bahawalpur and by all members of the Muslim League Parliamentary Party. This unanimity of opinion is in itself a remarkable feature. It serves to underline basic unity and cohesion of the country - a unity which transcends all provincial boundaries.

Throughout, our discussions were marked by a strong desire to place the interests of the country above the interests of the various provincial and territorial units. The interests of Pakistan must come first the interests of its individual units must take a second place (Hear, hear). This was the first principle that those who worked out this formula unanimously and wholeheartedly endorsed. The House will agree that there can be no two opinions in this matter.

Our next step was, consistently with this overriding principle, to devise a Federal structure which would ensure a just and equitable share to each Unit in the governance of the country. The proposals that we have placed before the House do in our unanimous opinion, fully ensure this.

The principal features of the proposals are as follows:

The Central Legislature will be bicameral. For the purpose of representation in these Houses the State has been divided into five Units. There will be a Lower House in which the Units will be represented on a population basis and a smaller Upper House in which each of the Units will enjoy equal representation. This is the essence of any Federation. The Lower House, which will be directly elected will represent the people; the Upper House, who’s Members will be elected by the respective Legislatures of the Units, will

represent the Units. A federation is a free association of Units in the governance of the country. The equality of representation in the Upper House is, therefore, designed to give each Unit, big or small, an equal voice in the Upper House. Thus far these proposals follow, the generally accepted federal pattern adopted by most progressive countries.

We then proceeded to make special provision to ensure that neither of the two parts of Pakistan may apprehended domination by the other. For this purpose the following mechanism has been devised. First, both Houses have been given equal powers. Every measure introduced and passed in the Lower House which is constituted on a population basis, must also be passed by the Upper House where each unit is equally represented. Similarly every measure introduced and passed in the Upper House has also to be passed by the lower House. Should there be a difference of opinion between the two Houses in respect of the measure or any clauses thereof, it shall be placed before a Joint Session of the two Houses. The measure may then be passed by a majority vote, but this majority vote must include at least 30 percent of the members present and voting from each zone. For this purpose, East Bengal constitutes one zone and the four Units of what is commonly known as West Pakistan constitute another zone. Further it has been provided that a vote of confidence or of no-confidence may be moved only in a joint session of the two Houses, may be passed by a majority vote provided only that the majority includes at least 30 per cent of the total members belonging to each zone. A similar majority is required also for the election of the Head of the State in a joint session.

The effect of these special provisions is that no vote of confidence/no-confidence and no controversial measure can be passed unless it receives substantial support from both zones, since its passing will require support of at least 30 per cent of the members from each zone in the case of a confidence/ no-confidence motion and 30 per cent of the members present and voting from each zone in other cases. Similarly no person may be elected the Head of the State without the support of at least 30 per cent of the members of each zone.

There are a number of checks and balances provided. You will notice that, firstly the Central Government will be responsible to both Houses jointly, since a confidence motion can be moved only in a joint session of the two Houses, and secondly, that any measure over which there is disagreement between the two Houses, can only be passed in a joint session of the two Houses. The representation of the various Units in the two Houses is so arranged as to give an overall equality of representation to the two Zones. You will recall that this principle of what came to be known as parity between East Bengal on the one hand and the Provinces composing West Pakistan on the other is contained in the Basic Principles Committee's Report. Fears were expressed, however, that it might in practice result in the domination of West Pakistan by East Bengal or vice versa. In order to prevent such a contingency the safeguard has been provided that any measure to be discussed in a joint session which gives East Bengal parity of representation vis-a-vis the units composing the Western zone can be passed only if a substantial percentage of the members for each zone support that measure. What we have thus ensured is not merely parity between the two zones, but, what is far more important, inter-dependence of these two parts of Pakistan. No Government can be formed or can

continue in office at the Centre unless it has amongst its supporters at least 30 per cent of the members from each zone and no controversial measure may be passed until it has the support similarly of at least 30 percent of the members present and voting from each zone.

It is important to remember that this additional safeguard is merely another expression of the same principle of parity. It imposes an equal obligation on each zone to secure a minimum measure of support from the other zone. It gives an equal assurance to each zone that without its support to that minimum degree, the other zone will not be able to form a Government or to pass any controversial motion. It is also proposed that the Head of the State must be elected from a zone other than that to which the Prime Minister belongs.

* * * * * *

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুলনীতি কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্টের উপর বিতর্ক	পাকিস্তান গণপরিষদ	৭-২৩শে অক্টোবর, ১৯৫৩

CONSTITUENT ASSEMBLY OF PAKISTAN DEBATES ON THE REPORT OF THE BASIC PRINCIPLES COMMITTEE, 7TH OCTOBER, 1953.

SHRI DHIRENDRANATH DUTTA : Sir,……

If you look to the report itself, Sir, in the recommendations annexed to the Report on which our future Constitution is to be based, it has been stated that certain matters are still outstanding such as financial allocations between the Centre and the Units; nomenclature and the position of the acceding States in the new set up. A special subcommittee had been appointed under the Chairmanship of the Honorable Khwaja Nazimuddin to report on matters relating to the position of the acceding States in the future Constitution. These are matters really which are still outstanding; financial allocations between the Centre and the Units are very important. This Committee, Sir, has not yet submitted its report and it has not been placed before us. This I consider, one of the most important things to be considered. In this connection, I must tell this House if you look to the lists mentioned in the report. List No.I is the Federal List; List No. II is Provincial List or the Unit List; and List No. Ill is Concurrent List. If you look to these Lists, you will see that there are subjects included in both the Central List and as well as Provincial List and this, I should say, amounts that the Provinces are not but glorified Union Boards. If you look to the Lists, Sir, you will find that there is nothing which ....

Mr. Chairman: Order! Order! The time is up. The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

* * * * * *

(8th October, 1953)

Shri Dili rend ra Nath Dutta (East Bengal: General): I was just referring yesterday to List No. II appended to this report. If you read List No. II, you will find that the Provincial Government-the Government of the Uniti- will not be able to run the administration at all. As I was submitting yesterday that the provinces will be nothing better than the glorified Union Boards. The Union Boards after paying the salaries of the chowkidars and dafadars, have not any fund whatsoever to carry on the administration and do its duties to the Public. So, it seems to me strange -I do not know whether the List is complete or not but if the list is complete- there is no provision anywhere in it for raising any fund whatsoever. Therefore, the most important thing to be considered is that funds should be given to the Provinces-Units - to carry on the administration in the best possible way. While making amendments to the Basic Principles Committee's Report, I had suggested for raising certain taxes. It seems to me that the present source of raising the revenue has all along been denied to the Provinces.

You are aware that the tax on agricultural income is a provincial matter but this has also not been mentioned in the report. Therefore, I suggest that taxes on agricultural income, duty in respect of succession to agricultural land, estates duty in respect of agricultural land, taxes on lands and buildings, taxes on the consumption of electricity, taxes on the sale or purchase of goods other than newspapers, taxes on goods and passengers carried by road or inland waterways, taxes on vehicles whether mechanically propelled or not suitable for use on roads including tram-cars, taxes on animals and goats should be mentioned in List No. II, otherwise it would be impossible for the Provinces to raise any fund to carry on their administrative duties. This is indeed a very important matter to be considered

Prof. Raj Kumar Chakraverty (*East Bengal: General*): .... Sir, there has been great joy and beating of drums over the latest formula regarding this representation of the two wings of Pakistan. No doubt, the Honorable the Prime Minister has done it with the best intentions, but I am afraid. Sir, he has failed to see the seed of mischief inherent in his proposal which is merely a patch-work. I do not think the members of the Muslim League party in coming to this settlement have shown sufficient vision or sufficient foresight or sufficient democratic spirit which was expected of them. They have failed to grasp that the future parties in this country and this legislature will be not on provincial considerations but on economic programme and ideological back-ground. This formula, which is unnatural and merely artificial, indicates suspicion and mistrust between the two wings of Pakistan as indicated by a previous.speaker, Mr. Dhirendra Nath Dutta. Our future generations might forget the present provincial feelings but when the Constitution is going to put down in black and white this parity formula, saying that "this is the Eastern Wing and this is the Western Wing, these are the checks and balances of each other", I am afraid. Sir, these provincial feelings will be revived in the people and the future generations on account of our putting down these "checks and balances." Rather than discouraging these provincial feelings, I am afraid, Sir, this will encourage provincial feelings. Therefore, Sir, there is nothing to be overjoyed on this formula.

As regards the co-existence of the two Houses with equal powers, my friend has already pointed out that it is most undemocratic. The combined wisdom of 300 persons who will be elected directly on adult franchise and who will enjoy a fuller confidence of the general public and the masses should never be overridden by 50 persons coming by indirect election in the Upper House. That is very undemocratic. It should be realized that many of these 50 persons are likely to be men with long purses, and vested interests. They are likely to be, as it has been the history in many other countries, mere clogs on the wheels of legislation. They may very often bring about deadlocks on account of their natural predilections. If this House would like to abolish zamindari system in the West Wing of Pakistan, I am afraid, it will not be possible to do so, because of these 50 representatives in the Upper House if they happen to be capitalists, will never be abolished from the soil of Pakistan on account of these fossils with vested interests adorning the seats in the Upper House of the Centre. And I am afraid, Sir, all progressive legislation will be held up.

*　　*　　*　　*　　*　　*

(9th October, 1953)

Sir, next I take up the question whether the Constitution is a federal one. It is federal in name only. Like the Unitary System of Government the Centre has usurped many of the powers of the Units and the Provinces. It is neither Federal nor Unitary but it is a hotchpotch. It is a curious amalgam. Scrutinize the three lists given in the report and you will find that even under the bureaucratic British administrations, Provinces had many powers which have been taken away from them under the proposed Constitution. Situated far away as East Bengal is, the autonomy of that Province and the autonomy of other provinces also, except in certain important matters like the Defense, Foreign Affairs, and Currency should have been conceded and granted. This question of the autonomy for the provinces has been the claim of the Muslim League Parliamentary Party of East Bengal. They passed a resolution in 1949 in which this was included. It is supported by the Lahore Resolution of Muslim League passed in 1940. It is in the objectives Resolution which the late Qaid-i-Millat moved. It is the scheme that was placed before the Cabinet Mission by the late Qaid-i-Azam in 1946. What we have got, Sir, today, is a truncated provincial autonomy. It is a negation of federalism and we cannot touch it even with a pair of tongue.

*　　　*　　　*　　　*　　　*　　　*

(14th October, 1953)

The Honourable Mr. Nurul Amin: (East Bengal: Muslim):................Sir. there are people who thinks in terms of confederation. They think that the Lahore Resolution which gave a sort of an inkling of the two zonal independent States, should be given effect to. One has got to take into consideration the time factor between the Lahore Resolution and the achievement of Pakistan. The idea behind that resolution was to include the whole of Bengal in the eastern zone with Assam and the whole of Punjab and the rest which now comprises Western Pakistan, including Kashmir State, in the Western Zone. That was the idea when the Lahore Resolution was passed, but what did we get? In the words of the late Quaid-i-Azam, we got a truncated Pakistan, not the Pakistan which was envisaged in the Lahore Resolution, but a truncated Pakistan, and this very fact alone is sufficient to abandon the idea of two independent States. East Bengal with a load of 4Vi crores of population, has no area to expand. I do not see how it is possible for those, who think in terms of two independent States, to think of East Bengal existing as an independent State, unless they in their heart of hearts feel that by doing so they shall make East Bengal a satellite of India. Of course, then that is possible. The less we think in terms of a confederation the better it is for all of us in Pakistan.

Now, Sir, we have got to frame a constitution which should inspire confidence among the people of both the zones and for that purpose certain figures have been prepared, as this can be achieved only by figures. That is not the main consideration. The main consideration is that we must all work for the consolidation of Pakistan. We must have the same idea which imbibed us at the time of Lahore Resolution, that we must have a Pakistan of our own, so that the people irrespective of their place of birth or place of residence must have a common ideal, we must have a common State of their own and

must work together hand-in-hand. That was the ideal that was kept before those who framed the formula which has been published in the press and placed before the House by the Honorable Prime Minister.

Sir, it is within the knowledge of everybody that on account of this difference of opinion between East Bengal and West Pakistan in the matter of composition of the Houses, the work of constitution-making was stopped......................The deadlock, which was created on account of the difference and which has persisted for the last few months, is working as a dead weight on the nation. The nation is going to lose confidence in the leaders, in those who are at the helm of the Administration. They have been disappointed and frustrated; one has got to realize that those who have the love of the country at their hearts must find out some solution of the tangle. It has been done and it has been hailed all over the country, except those who do not see eye to eye with the Muslim League and I know the reason. They are those people who opposed Pakistan; they are, again, those people who do not want that there should be a strong Pakistan and that constitution should take another step to make it stronger. I have read in the press that a meeting was held in Dacca, which was attended by several parties. I will just name those persons rather parties who are said to have rejected this formula. The meeting was addressed by representatives of the Jinna Awami League, the Communist Party; the Krishak Sramik Party, the Gangatari Dal, the Khilafat-i-Rabbani Party and ex-Finance Minister, Mr. Hamidul Haq Chowdhury and it was presided over by the former Bengal Premier, Mr. A. K. Fazlul Huq. All these disgranted gentlemen and organizations, which are ideologically opposed to Pakistan have joined hands and are trying to gather strength against the Muslim League. I am sure the People of Pakistan, far more the people of East Bengal, are quite conscious of their duties and their obligations and their rights. They can understand who are their friends and who are not. They know who have achieved Pakistan which is the organisation which has given millions of Muslims a State of their own. I am sure that such combination of these heterogeneous elements will not cut any ice with the people of East Bengal.

* * * * * *

Sir, it has been suggested that the Upper House has been given more powers. So far as powers are concerned, certain powers have been given according to the formula to the joint House-neither to the Lower House nor to the Upper House. Certain other powers-Legislative measures-are equal as are to be found in many other countries. Even in undivided Bengal the Upper House had independent power with regard to legislation. That is also to be found in various other federal systems of Government. The only deviation that has been made is that certain power has been given to the joint House and that is, as I have said, to create a feeling of confidence amongst all sections of the people, amongst all people living in different parts of Pakistan, in the Constitution of Pakistan. And, I think that no sacrifice for achieving that end is too great. We must first of all see that Pakistan's foundations are made strong; that there is no fissiparous tendency to weaken the foundations of Pakistan.

Then, Sir, comes the question of Autonomy which has been raised by some of the members. So far as provincial autonomy is concerned, I have always held the view that

provinces should be given the maximum autonomy. The Central Government should not be undermined but still there are many subjects which can be assigned to the provincial Governments for administration. In the committee stage I had also my difference of opinion and I shall try to express my opinion both in this House and elsewhere. I feel that without affecting the integrity of Pakistan, a larger number of subjects can be given to the provinces. That would be good both for the Centre and the Provinces. It is difficult for the Central Government to administer many subjects from here-from the seat of the Federal Capital. The Secretariat, the Staff and the Ministers who cannot have first-hand knowledge of the difficulties and sufferings of the people on those matters cannot dispose of things quickly and properly from the seat of the Central Government. So far as East Bengal is concerned, the geographical position has got to be given a special consideration. It has been found very very difficult by experience of these six years that some subjects which can easily and without affecting the authority of the Central Government be transferred to the Provincial Governments, could not be dealt with properly and quickly as they could have been done if the subjects were administered by the Provincial Governments.

I am also in favor of having one list instead of having three lists. Make one list of subjects for the Central Government and no more. The rest of the subjects will be administered by the provinces. We had three lists in the Government of India Act; we have suggested three lists in the reports; but I think the best course would be to have only one list, namely, subjects to be administered by the Central Government and there should not be any other list.

Shri Dhirendra Nath Datta: Provinces must have funds to administer the subjects.

The Honorable Mr. Nurul Amin: The question is as the responsibilities will be transferred the sources of revenue will follow. That goes without saying. If the responsibilities are transferred the sources of revenue will also follow.

Now, certain references have been made with regard to the language question and I was surprised that Honorable Members of this House who know the history of the language could raise this question at this stage. After a resolution which was adopted by this House, the Basic Principles Committee had no jurisdiction to make any recommendation with regard to the language. It was decided by this House that the question of language will be taken up when the report is taken up. So this has got to be considered by this House as a proposal or an amendment. The report could not have contained this recommendation. So this issue was out of place. We stand by that resolution which was passed by this House, and I am sure the time will come when the members of this House will give due weight to the claim and sentiments of the people of East Bengal and a solution, as we have been able to find with regard to other matters, will be found for the language also. Sir there was another point on which most of the time of the Honorable Members belonging to the opposition was taken that is with regard to the separate electorates. This very question was discussed threadbare and a full-dress discussions (lasting for several days) took place in this House, when separate electorate was acceded to the scheduled castes on account of their demand. You might have noticed that the other day Mr. Bhandara, who belongs to the schedule Castes………..

Shri Dhirendra Nath Datta: He is not a scheduled caste. He belongs to minority community.

The Honorable Mr. Nurul Amin: Yes I am sorry. I withdraw.

Shri Sris Chandra Chattopadhyaya: He is a Parsi.

The Honorable Mr. Nurul Amin: May be a Parsi but he belongs to minority community.

Shri Dhirendra Nath Datta: He does not belong to East Bengal.

The Honorable Mr. Nurul Amin .... has welcomed separate electorate. The provision of separate electorates is made for the benefit of the minority community; but I know, Sir, I shall not be able to convince these honourable gentlemen here about the justice and fairness of separate electorates because they have got a set idea about that. But I am speaking for the people at large and out side this hall. I am sure that no amount of reasoning, 110 amount of argument, however, cogent it may be, will be able to remove the prejudice from their mind against separate electorates. These gentle men are not the people who represent the entire minority community.

(Interruption from Congress Benches)

The Honorable Mr. Nurul Amin: They do not represent the entire 'minority community. Here, Sir, you will find that the Scheduled Castes who have come in this House have come with a certain mandate from the Congress and some of them are stooges of the Congress people. They have come here by the votes of Caste Hindus who are against separate electorates.

Mr. Bhupendra Kumar Datta (East Bengal: General): It is only worthy of Mr. Nurul Amin to say so!

The Honorable Mr. Nurul Amin: Sir, only the other day there was a meeting in Dinajpur ......

A Congress Member: He can engineer such things.

The Honorable Mr. Nurul Amin: If I can engineer things then I must be a super-human being; let me have that satisfaction.

(Interruption)

The Honorable Mr. Nurul Amin: The motive behind the giving of separate electorates is far from creating division amongst Hindus. It is the demand of scheduled Castes. It is for the creation of better scope for progress of the Schedule Castes Community which has been so long kept backward and down trodden.

Mr. A.K. Fazlul Hague (East Bengal: Muslim) 24th October, 1953:

...Sir, I felt it my duty to approach all political parties and extend invitation to the Leaders of all political thought to come and stand on the same platform, consider the

whole situation and decide whether we should support these proposals reject them, or support them partially or reject them partially, whatever was the decision of the majority. On the 9th of October, Sir, I may told the House, that I collected nearly three lakhs of persons in Dacca-the biggest meeting that was ever held in Dacca. There, Sir, after discussion over six hours, a resolution was adopted unanimously by all the parties. It is printed and with your permission, I would read it to the House. The question is, Sir, is East Bengal behind these proposals, or is East Bengal opposed to these proposals? What is the opinion of the people of East Bengal regarding these proposals? There is no doubt that there are many members of the House from East Bengal who are supporting the proposals. Sir is it the support of the few members here that is wanted or do you want the support of the people of East Bengal? Have any of my friends here, who talk so loud about the support given, consulted a single person-man, woman or child-as regards these proposals and ascertained their views. They are giving their personal views. This is not representative and in the face of this unrepresentative character of the opinion that is being pressed here, let me read out to the House the Resolution adopted when I addressed about three lakhs of people, followed by a meeting at Mymensingh-a couple of lakhs-and another meeting at Comilla-a couple of lakhs, and so on. I have addressed these meetings already and when I go back and address more such meetings I will send number of persons who may have come forward to give their opinion. You copies of more Resolutions passed at meetings attended by a colossal. Sir, this is the opinion of East Bengal recorded at that mammoth gathering:..,

East Bengal's Reaction to the Constitutional proposals before the Constituent Assembly at Karachi.

Whereas the so-called agreed solution of Constitutional deadlock announced by the Prime Minister of Pakistan gives no indication of East Bengal's universal demand for complete zonal Autonomy on the basis of the historic Lahore Resolution of 1940 and recognition of Bengali as one of the State languages;

And whereas the proposed Constitutional Solution deals only with composition and power of Federal Legislature and the election of the Head of the State and. Prime Minister, to the exclusion of all other aspects of a Constitution;

And whereas the creation of an undemocratic and retrograde Upper House is majority commanding confidence of the people to implement their policy and programme and by providing mandatory 30 per cent zonal support for acceptance of any measures gives constitutional sanction to undesirable zonal distrust and suspicion instead of encouraging mutual confidence and good-will and sanctions separate communal electorate stensively to safeguard communal interest but really designed to perpetuate reactionary leadership thriving upon communal hatred and jealousy;

And whereas the creation of an undemocratic and retrograde Upper House is deliberately designed to put a constitutional clog on popular and progressive schemes in the guise of checks and balances;

And whereas the House of Units is given powers co-extensive with the powers of the House of peoples;

And whereas in the composition of the House of Units East Bengal has not been given the status of zone but East Bengal with a population of four and a half crore has been put on equal footing with Baluchistan and Karachi and other very small Units, the population of which will not exceed even forty lakhs;

And whereas the creation of an undemocratic and retrograde Upper House is silent about other reactionary recommendations of the Basic Principles Committee Report such as suspension of the constitution by the Head of the State according to his sweet will and behest and giving autocratic powers to the Head of the State to appoint or dismiss the Unit Cabinets without referring to wishes of legislature and the impediments placed by Basic Principles Committee on the independence of judiciary and the inviolability of the fundamental rights of the citizens;

And whereas the Basic Principles Committee Report fails to equalize the advantages of administration and justice and arranging alternative sittings of the government and federal court in Karachi and Dacca;

And whereas East Bengal during the last six years of consideration of constitutional problems has declared unequivocally in favor of a unicameral Federal Legislature directly elected by the people having two specified reserve subjects, namely Defense and Foreign Affairs, which means powers to raise Army, Navy and Air Force and maintain them in time of war and peace and deal with political relations with foreign countries and formulate the foreign policy;

And whereas a country's constitution cannot be considered and accepted piecemeal, but has to be placed before the people as a composite whole for their considerations;

It is hereby resolved that this meeting of the citizens of Dacca convened under the joint auspices of all political and cultural parties except the Muslim League to do hereby reject the constitutional formula announced by the Prime Minister and warns the Central Authority not to hazard imposition of any constitution unacceptable to the people.

It is further resolved that the people of the country have no confidence in the authors and supporters of the constitutional schemes and solutions announced by the Prime Minister on behalf of Muslim League Parliamentary Party and demands immediate dissolution of the consumable for fresh election of a constitutional Assembly directly by the people on the basis of universal adult franchise and on joint electoral system.

This meeting calls upon the people of the country to express their views! On this issue through press and platform from all districts, sub divisional and rural centres.

Now, Sir, as I have said, after this several meetings were held. What then, Sir is the position? Sir, I have got great respect and regard for all my friends who come from East Bengal-who are Members of this House-but let me remind them how we have been elected. The elections of 1946 were something like a miracle in disguise. In 1946, Pakistan had not been announced, nor had the British left, but it was known that the British would go and that Pakistan was in the offing. The Muslim League at that time was at the height of its glory and as a matter of fact it was the most disciplined party at that

time in politics, and last but not least, the whole movement was headed by no less a person than the Quaid-i-Azam, who was at that time the most powerful political factor in the whole world. Sir, the position then was that the people knew that a ticket from the Muslim League would ensure their election.

* * * * * *

The point is that my friends who thus came into the House represented none but their own selves. He got the ticket. He came here. He conquered and took his seat. Can he say:

"My view is that of the people of 16 districts of Eastern Pakistan?"'He cannot say that.

* * * * * *

This is the position. Sir, The best thing that can be done is that this Assembly should be adjourned until the Members of this House come in contact with the people of the country and then let them come and give their opinion. As regards Western Pakistan, the report is that it is all in their favor and I have no doubt about it.

* * * * * *

Now, Sir, so far as this Report is concerned, it is a matter of great importance that if you could wait for 6'/2 years, why not waits for ten years or more, Let another generation come, and so on, till perhaps India itself will not be recognizable in this context. There is no need of constitution till then. Let us carry on as hitherto. Why should these constitutional reforms be shelved down our throat? I object, because, as I have already submitted, I have ascertained the views of the people of East Pakistan and they are definitely against it.

* * * * * *

I do not know whether I can make suggestions but there are one or two of a very vital character so far as East Bengal is concerned. I ask the House, especially my friends from Western Pakistan, to consider the geographical position of Eastern Pakistan vis-a-vis the Centre, the seat of Government. We are in Eastern Pakistan; the Central Government is at Karachi. The Centre is on the circumference and consider, Sir, the disadvantages of the governed people who are governed from 2,000 miles away without any communications whatsoever which can bring the governed into close contact with the governors. It means coming by aero plane, in addition to the risk of your being through a crash and losing your life, you have to spend Rs.500 or 600. How many of us can afford this sum? If you want to file an appeal in the Federal Court, you have to go to Lahore and spend thousands of rupees. What harm have the people of East Pakistan done that 4Vi crores of them be put to this disadvantage. Why advantage should be given to Western Pakistan so as to make the people of Eastern Pakistan feel that they are not being fairly treated and you expect them to say that everything is quite all right in Pakistan. The fact is that, it is not all right in Pakistan. There is no>meaning in it. The least that can be done is that if the Centre is located at Karachi, the judiciary should be located in East Pakistan at Dacca or some other place. If the Army is located in Karachi, then the Navy should be located in East Pakistan. I need hardly say that East Pakistan has produced the best sailors whose feats

of velour are known the world over. They have been engaged in increasingly large numbers by the Western countries, particularly British Merchant Shipping. These men hail mostly from Noakhali, Sylhet and Chittagong, who in turbulent waters, and days of war got up the ropes and can be trusted to keep the Ships afloat. Times without number they have proved their worth by their perseverance and presence of mind and everything that goes to make a good sailor. These are the only suggestions I can offer at the present moment. It is impossible to satisfy reasonable men in East Pakistan if you have the Federal Government at Karachi to administer East Pakistan from a distance of 2,000 miles. I will be asked if I criticize so much to give what my alternative suggestions are to the Basic Principles Committee's recommendations. I make only one suggestion: Let us feel in actual practice that we arc fully autonomous: we have our own government; we make our own laws. Only we will not cut ourselves adrift from the other position. We will be cemented with the other position with as strong ties as are possible but we must have our own laws. It is quite evident, Sir, that if you frame a constitution which suits Baluchistan, the tribal areas of Baluchistan, Bahavvalpur and other states, it is likely that they may not suit Eastern Pakistan. Four and a half crores of inhabitants are there in East Pakistan. Twenty-five percent of this population happens to be non-Muslim. The position is quite different from Baluchistan where everybody is Muslim. You cannot have the same constitution for all the different units of Pakistan. It must be different from unit to unit. Leave East Pakistan to work out its own destiny.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তফ্রন্ট গঠন	দৈনিক ‘আজাদ’	৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৩

আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির যুক্তফ্রন্ট গঠন

মাওলানা ভাসানীর ও জনাব ফজলুল হকের যুক্ত বিবৃতি

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

‘‘আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে মোছলেম লীগকে পরাজিত করিবার জন্য এবং বর্তমান সরকারের স্থলে জনসাধারণের সত্যকার প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের জন্য মোছলেম লীগের বিরোধী দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগ ও পাকিস্তান কৃষক-শ্রমিক পার্টি নূন্যতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে।’’

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও জনাব এ, কে, ফজলুল হক (শুক্রুবার) এক যুক্ত বিবৃতিততে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীল মোছলেম লীগের প্রেসিডেন্ট মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং কৃষক-শ্রমিক পার্টির প্রেসিডেন্ট জনাব এ, এক, ফজলুল হক গতকল্য আওয়ামী লীগ অফিসে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে মোছলেম লীগের বিরুদ্ধে ‘‘যুক্তফ্রনট’’ গঠন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর নেতৃদ্বয় নিমণলিখিত যুক্ত বিবৃতি দিয়াছেনঃ

‘‘আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে মোছলেম লীগকে পরাজিত করিবার জন্য এবং বর্তমান সরকারের স্থলে জনসাধারণের সত্যকারন প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের জন্য আমাদের সভাপতিত্বে গঠিত দুইটি প্রধান বিরোধী দল-পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগ ও পাকিস্তান কৃষক-শ্রমিক পার্টি ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিয়াছে- একথা জানাইতে পারায় আমরা অত্যন্ত আনন্দবোধ করিতেছি। আমরা এক্ষণে মোছলেম লীগের বিরোধী সকল রাজনৈতিক দলের সহিত সংযোগ স্থাপনের এবং ঐ সকল দলের সহযোগিতায় একটি সম্প্রসারিত সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা করিব। নির্বাচন পরিচালনার জন্য আমরা অতঃপর সিলেকশন কমিটি অথবা পার্লামেন্টারী বোর্ডের ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিব এবং বিস্তারিত কার্য্যসূচী নির্ধারণ করিব। আমরা বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তানের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ভোটারগণ এই যুক্ত বোর্ড কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদিগকে সমর্থন করিবেন এবং যে মোছলেম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গত কয়েক বৎসরে কুশাসনের দ্বারা দেশকে প্রায় দেওলিয়া এবং জনসাধারণকে দুর্দশাগ্রস্ত করিয়া ছাড়িয়াছে, তাহার মনোনীত প্রার্থীদিগকে পরাজিত করিবেন।’’

জমিয়তে ওলামায়ে এছলামের সভাপতির নিকট টেলিগ্রাম

জনাব এ, কে, ফজলুল হক এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে তিনি এবং ভাসানীর মওলানা এক তারে পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে এছলামের সভাপতি মওলানা আতাহার আলীকে এই যুক্তফ্রন্টে যোগদানের অনুরোধ করিয়াছেন।

মওলানা আতাহার আলী যুক্তফ্রন্টে যোগদানের অমত করিবেন না বলিয়া জনাব ফজলুল হক আশা প্রকাশ করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা	যুক্তফ্রন্ট প্রচার দপ্তর	জানুয়ারী, ১৯৫৪

একুশ দফা

নীতিঃ কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চ হারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজানা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।

৩। পাট ব্যববসাকে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববংগ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেংকারী তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪। কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারী সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধান করা হইবে।

৫। পূর্ববংগকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির-শিল্পেরও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণের কেলেংকারী সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে এবং তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬। শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরীব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে।

৭। খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮। পূর্ববংগকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৯। দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সংগত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করিয়া কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারী সাহার্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসে অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২। শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীতের বেতন কমায়ইয়া ও নিম্ন বেতনভোগীতের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসংগত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজারের বেশী বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী পদাধিকারীর ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয় ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪। জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করতঃ বিনা বিচারে আটক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরংকুশ করা হইবে।

১৫। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬। যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়ীতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাততঃ ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

১৭। বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবীতে যাহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন, তাহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপর ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

১৮। ২২ শে ফেবব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।

১৯। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববংগকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্বক ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববংগ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থল-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তান নৌবাহিনীর হেড-কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণকরতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার-বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

২১। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন সংক্রান্ত সার্কুলার	যুক্তফ্রন্ট পার্টি	২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪

OFFICE OF TIIE UNITED FRONT PARTY

56, Simpson Road, Dacca.

Dear Sir,

Will you kindly send to us information’s and report on the following points as early as possible :

1. The names of the other candidates in your constituency with notes on their influence, names of their principal supporters and their chances of success.
2. A note of your own work; for instance, how many unions there are in your Constituency; how many you have covered yourself; in how many are your workers working; what are the difficulties in your way; should we write to any particular person to help you; your own chances of success, etc;
3. Nature of the propaganda against you e.g., are there any candidate misusing the name of the United Front Party or that they will join Mr. Haq's party if they succeed, are they defaming you or threatening the voters with hell-fire or are there any Maulvis and Pirs working against you and for the Muslim League.
4. Are there any leaflets in circulation in favor of other candidates alleged to have been signed by any of the leaders.
5. What is your symbol? If you have not got "BOAT" as your symbol, you have time up to February 17th to apply to the Election Commissioner for the symbol. If, however, any other candidate has got the "BOAT" symbol, you must obtain his consent to the transfer. So you should try to get that consent.
6. Detailed report of the progress you have made so far. Have you met with any difficulties? If so, suggest means to get over the same, if you have not been able to surmount them already.

Yours truly,

(H.S. SUHRAWARDY)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুসলিম লীগবিরোধী যুক্তফ্রন্টের প্রচার পুস্তিকা	যুক্তফ্রন্ট পার্টি	৪ঠা মার্চ, ১৯৫৪

জালেম-শাহীর ছয় বৎসর

প্রচার বিভাগ

যুক্তফ্রন্ট কেন্দ্রীয় দফতর

মুসলীম লীগের জাঁদরেল নেতা সরদার আবদুল রব নিশতার বলিয়াছেনঃ

''মুসলিম লীগ এখন সরকারের আজ্ঞাবহ''

কায়েদে আজম চাহিয়াছিলেন সরকারকে মুসলিম লীগের আজ্ঞাবহ করিতে। সর্ব্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন সে মুসলিম লীগ মরিয়া গিয়াছে। এখন গোলাম লীগের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই গোলাম এখন জালেমের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া জনগণকে কিভাবে শাসনের নামে শোষণ ও দমন করিতেছে তাহা জানা প্রয়োজন, তাই আমরা মজলুম জনগণের হাতে মুসলিম লীগের জালিম-শাহীর ছয় বৎসর তুলিয়া দিলাম।

-যুক্তফ্রন্ট প্রচার দফতর

কায়েদে আজমের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সংগ্রাম করিয়া ভারতের দশ কোটি মুসলমান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বিরাট ঐতিহ্যসম্পন্ন একটি মহান জাতির ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির হেফাজতের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য ছিল। কাজেই অতি স্বাভাবিকভাবেই নূতন রাষ্ট্রের মাধ্যমে সেই মহান জাতি পূর্ণ আজাদী লাভ করিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু আফসোসের বিষয়, জাতির পিতা কায়েদে আজমের এমেন্তকালের পর দেশের নেতৃত্বভার এমন ব্যক্তিদের হাতে চলিয়া গেল, যাহারা নেতা হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রামে যাহারা অগ্রনায়ক ছিলেন, কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রামেন্ত তাহারা রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলেন অথবা নানা প্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন ভোগ করিয়া তাঁহাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল এবং কলুষিত চরিত্র ব্যক্তিগণ, যাহাদের এই রাষ্ট্র গঠনে কোন প্রকার ত্যাগ ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই, তাহারা রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। ইহার স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ পাকিস্তানের পুণ্যভূমি কলুষিত হইল এবং পাকিস্তানের কোটি কোটি জনগণের ভাগ্যে চরম বিপর্যয় দেখা দিল।

লীগ নেতৃত্বের স্বরূপ

পাকিস্তানের বর্ত্তমান নেতাগণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহাদের পশ্চাতে কোন ত্যাগ নাই। জনগণের জন্য দরদ নাই এবং ইহাদের ধর্ম্ম ও ঈমানের সঙ্গে তাহাদের অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলীর কোন সম্পর্ক নাই। অথচ ইহারা দরিদ্র ও অশিক্ষিত দেশবাসীগণকে প্রতারিত করিবার জন্য মুখে ঘন ঘন ইসলামের নাম উচ্চারণ করিতেছেন, খলিফাদের সহিত নিজেদের তুলনার স্পর্ধা দেখাইতেছেন এবং ইহাদের কুকীর্তির সমালোচনা করিলে সমালোচকদের ইহারা রাষ্ট্রদ্রোহী, কমুনিষ্ট এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী বলিয়া অভিহিত করিয়া নানা রকম বেআইনী আইনের কবলে ফেলিয়া তাহাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করিয়া দিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহারা ইসলামকে পাকিস্তান হইতে নির্ব্বাসিত করিতে বদ্ধপরিকর। ঈমানের নাম করিয়া ইহারা বে-ঈমানীর চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, জনগণকে মিথ্যা সেত্মাক দিয়া দুঃখ ভোগের প্রেরণা দিতেছে, অথচ নিজেরা ভোগবিলাসে মত্ত থাকার প্রয়োজনে নানা অসদুপায়ে নিজেদের ধন-দৌলত বৃদ্ধি করিয়া কিসমৎ ফিরাইতেছে।

জাল মুসলিম লীগ

মুসলিম লীগ পাকিস্তান আনয়ন করিয়াছে কিন্তু সেই মুসলিম লীগ আর বর্ত্তমান মুসলিম লীগ সম্পূর্ণ পৃথক দুইটি প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান অর্জন করিয়াছিল নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কিন্তু পাকিস্তান অর্জনের পর সে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু লীগের নাম ভাঙ্গাইয়া যাহাতে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা চলে এবং পাকিস্তানকে শাসন ও শোষণ করিবার কায়েমী স্বার্থ বজায় থাকে তজ্জন্য একদল স্বার্থপর, ক্ষমতালিপ্সু ও দুর্নীতিবাজ লোকের চেষ্টায় পাকিস্তান মুসলিম লীগের গোড়াপত্তন হয়। ইহারা মুসলিম লীগের পুরাতন গৌরবের উত্তরাধিকারী সাজিয়া নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের কাজে নির্লজ্জের মতো প্রচার করিতেছে যে, মুসলিম লীগ কায়েদে আজমের আমানতস্বরূপ এবং কায়েদে আজম ইহাদের হাতেই লীগকে আমানত রাখিয়া গিয়াছেন। জনসাধারণ ইহাদের ধাপ্পাবাজীতে গত বৎসর ধরিয়া প্রতারিত হইয়াছে। কায়েদে আজম ঈমান, একতা ও শৃঙ্খলা এই তিনটি মূলমন্ত্র আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তথাকথিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ এই তিনটি মূলমন্ত্র অদ্ভুতভাবে তাহাদের কাজে লাগাইতেছে। তাহারা জনসাধারণকে শোষণ করিতেছে, প্রতিবাদ করিলে একতা ও শৃঙ্খলার দোহাই পাড়িতেছে।

মুসলিম লীগের নামে বর্তমান শাসক সম্প্রদায় জনগণকে বিভ্রান্ত করার যে শ্রেষ্ঠতম কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাতে আমাদের ধর্ম্ম ও সস্কৃতি বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। আজ যদি ধর্ম্মের অবমাননাকারীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আইনে থাকিত, তাহা হইলে বর্ত্তমান রাষ্ট্রনেতাদের অনেককেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে অথবা কারাগারে পচিয়া মরিতে হইত। আল্লাহ ও ইসলামের নাম করিয়া ইহারা এমন কাজ করিয়া থাকে, যাহাতে আল্লার অবমাননা এবং ইসলামের অমর্যাদা করা হয় আমরা প্রথমে বর্ত্তমান লীগের শাহীর ধর্ম্ম-বিরোধী কার্যকলাপের যে পরিচয় দান করিব, তাহাতে দেখা যাইবে যে ইহাদের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকিলে পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমৎ কোন কালে কায়েম হইবে না, এমনকি মুসলমান ধর্ম্মের অস্তিত্ব ইহাদের দ্বারা বিপন্ন হইবে। ইহা বুঝিতে পারিয়াই মৌলনা আতাহার আলীর নেতৃত্বে পূবর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নায়িয়াছেন। জনদরদী শেরেবাংলা ও দেশপ্রেমিক ভাষানী মওলানা হাতে হাত ও কাঁধে কাঁধ মিলাইয়াছেন। মুসলিম লীগ নেতাদের ইসলাম প্রীতির বিষয় লইয়া আলাপে আসিবার পূবের্ব খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে খলিফাদের সঙ্গে বর্ত্তমান মুসলিম লীগ খলিফাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর একটু তুলনামূলক আলোচনা করা যাক।

খলিফাদের ত্যাগ ও লীগের নেতাদের অর্থলোভ

ইসলামী রাষ্ট্র অথবা খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় যে বেতন রাষ্ট্রনায়কেরা লইতেন, তাহার সহিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কদের বেতনের এক তুলনামূলক হিসাব নিম্মে দেখানো হইলঃ

১ম ও দ্বিতীয় খলিফা হজরত আবুবকর ও হজরত আবুবকর ও হজরত ওমর (রাঃ) মাসিক ২২৫ দেরহাম বেতন লইতেন। তাঁহারা খলিফা কার্যভার গ্রহণের পূবের্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তির এক পূর্ণ তালিকা সরকারে পেশ কয়িয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যে, খলিফার কার্যভার ত্যাগের পর তাঁহাদের সম্মত্তি, নিজেদের পদাধিকারের সুযোগ বৃদ্ধি করিয়াছেন কিনা, তাহা দেখাইবার সুযোগ জনসাধারণকে দান করা। তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান (রাঃ) সরকারী কোষাগার হইতে আদৌ কোন বেতন গ্রহণ করেন নাই। চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রাঃ) বৎসরে ৫শত দেরহাম বেতন গ্রহণ করিতেন।

কায়েদে আজমের পর

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রপতি হিসাবে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সরকারী তহবিল হইতে কোন বেতন গ্রহণ করেন নাই।

কায়েদে আজমের এন্তেকালের পর বৃটিশ সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট স্যার নজিমুদ্দীন যখন পাকিস্তানের বড়লাট নিযুক্ত হন, তখন হইতেই পাকিস্তানের হৃদয়মূলে প্রথম আঘাত হানা শুরু হয়। তিনি আজাদীর জন্য কোন ত্যাগ স্বীকার করেন নাই, অথচ আজাদীর পর তিনি কায়েদে আজমের শূন্য আসন দখল করিলেন। পাকিস্তানের এই নয়া খলিফার মাসিক বেতন ১২,৫০০ টাকা নির্ধারিত হইল। বার্ষিক ভাতা হিসাবে তিনি ৫০,০০০ টাকা এবং সরকারী ব্যায়ে সজ্জিত ২০০০ টাকা মাসিক ভাড়ার বিরাট প্রসাদ বিনা খরচে ভোগ করিতে লাগিল। তাহার সফরের ব্যয় রাষ্ট্রকেই বহন করিতে হইত এবং তাঁহার নিজস্ব বিমান চালনার ব্যয় প্রতি মাইল১০০ টাকা। তাঁহার পোষাকের ব্যয় হিসাব বার্ষিক ৩,০০০ টাকা সরকার হইতে দেওয়া হইত। অর্থাৎ তাঁহার সকল ব্যয় রাষ্ট্র হইতে বহন করিয়াছিল এবং বৎসরে তাঁহার আড়াই লক্ষ টাকা সঞ্চিত হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী মাসিক ৪ হাজার টাকা বেতন এবং বার্ষিক ৩ হাজার টাকা পোষাকের খরচ হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁহার বাড়ী, গাড়ী, বিমান, ট্রেন ও তৈজসপত্র, ভৃত্য, সব খরচই সরকার হইতে বহন করা হয়। কেন্দ্রের অন্যান্য মন্ত্রীগণও সকলে এই সুযোগ পাইয়া থাকেন।

প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রীগণ-পূর্ববঙ্গেও প্রধানমন্ত্রীর বেতন- ১,৮০০ টাকা

ভাতা- ১,২০০ টাকা

বাড়ী, গাড়ী এবং চাকর-বাকরের ব্যয় সরকারী কোষাগার হইতে বহন করা হয়। তিনি ৬ বৎসর ওজারতী করিয়া ঢাকা ও ময়মনসিংহে কয়েকখানা প্রাসাদ নির্ম্মান করিয়াছেন। এক এক খানি প্রাসাদেও নির্ম্মাণ ব্যয় ৩ লক্ষ টাকা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে লীগ শাহীর পূবের্ব তিনি ময়মনসিংহের একজন সামান্য উকিল ছিলেন।

প্রদেশের অন্যান্য মন্ত্রীদেও মাসিক বেতন ১,৫০০ টাকা। ইহাদিগকে সুসজ্জিত প্রাসাদ এবং গাড়ীর ভাতা দেওয়া হয়। বিশেষ করিয়া পূবর্ববঙ্গে কয়েকজন ব্যাধিগ্রস্ত ও অকর্মণ্য মন্ত্রীকে অনর্থক বসাইয়া বেতন দেওয়া হয়। এইসব ব্যাধিগ্রস্ত অপদার্থ মন্ত্রী বাহাদুররা মাসের পর মাস সরকারী খরচে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকিয়াছেন। মন্ত্রীদেও স্বাস্থ্য ভাল করিতেই সরকারী তহবিলের বিরাট অংশ ব্যয়িত হইত। অবশ্য এই সব বেতন ও খরচপত্রাদি মজলুম দেশবাসী বহন করিয়া থাকে।

বিদেশের দূতাবাসের মদের প্লাবন

বিদেশে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে এক শ্রেণীর লোকদিগকে পাঠানো হইয়া থাকে, ইহাদেরও অনেকে বিদেশে পাকিস্তানের ইজ্জতের এবং ইসলামের সুনামে কলঙ্ক লেপন করিতেছেন। দূতাবাসসমূহে মদেও জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাহাতে একটি প্রদেশের কোন এক বিভাগীয় ব্যয় সম্পন্ন হইতে পারে।

খেলাফত যুগের রাষ্ট্রনায়কদের বেতন এবং অন্যান্য ব্যয়ের সহিত নয়া ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র-নায়কদের ব্যয় ও বেতনের এই তুলনামূলক হিসাব দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে যে ইহারা ইসলামকে বরবাদ করার জন্যই যেন ঘন ঘন ইসলামী জিগির তুলিতেছে।

পাকিস্তানের সহিত অন্যান্য অমুসলমান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীদের তুলনামূলক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

চীন

চীনা গণ-সরকার প্রধানমন্ত্রী মাও সে তুং ও অন্যান্য খরচ বাবদ মাসিক ৫০০ টাকা ও অন্যান্য মন্ত্রীরা মাসিক ২০০ টাকা পাইয়া থাকেন। ইহাদের গাড়ী, বাড়ীর খরচ নিজেদেরই বহন করিতে হয়।

ভারত

বৃটিশ আমলে বড়লাটের বেতন ছিল মাসিক ২৫,০০০ টাকা।

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতির বেতন ধার্য্য হয় ১২,৫০০ টাকা। প্রথম রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজা গোপালচারী মাসিক ৭০০ টাকা রাষ্ট্র দান করিতেন, ২,৫০০ টাকা দরিদ্র ছাত্রদের তহবিলে দিতেন এবং নিজে লইতেন মাসিক ৩,০০০ টাকা।

মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী হইয়াও রাজ্য গোপালচারী এখনও রিকশা চড়িয়া বেড়ান। নাজিমদ্দিন ও রাজা গোপালচারীর মধ্যে পার্থক্য এই যে নাজিমুদ্দিন চিরকাল বৃটিশের দালালী করিয়াছেন। আর রাজাজী আজাদীর সংগ্রামে চিরকাল নির্যাতিত হইয়াছেন।

বড় লাট হিসাবে বিদায়কালীন ভাতা পাইয়াছেন রাজা গোপালাচারী মাসিক ১,০০০ টাকা এবং নাজিমউদ্দিন মাসিক ২,০০০।

ইসলামী রাষ্ট্রে মদ ও জুয়া

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বের্ব পূর্ববর্বঙ্গে যে পরিমাণ মদ বিক্রয় হইত, পাকিস্তান হওয়ার পর তাহা যে কতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব করা য়ায় না। পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে কেবলমাত্র ঢাকা ক্লাবে মাসে ৭০ হইতে ৮০ গ্যালন মদ বিক্রয় হইত। পাকিস্তান হওয়ার পর আইন করিয়া মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। অথচ এক ঢাকা ক্লাবেই মাসে ৭০০ গ্যালন মদ বিক্রয় হয়। ইহা ছাড়াও জনাব নূরুল আমীন সাহেবের মেহেরবানীতে ঢাকা শহরের বুকে আরও ৬টি মদের দোকান খোলা হইয়াছে এবং তাহাতেও বিপুল পরিমাণে মদ বিক্রয় হয়।

ইসলামী আইন অনুসারে লাট সাহেবেরা খলিফাদের শামিল। অথচ সেই খলিফাদের বাসভবনে মদ মওজুদ রাখা নেহায়েত জরুরী ব্যাপার। অনেক সময় লাট প্রাসাদে কক্টেল্ পার্টি এবং মেয়েদের কোমর ধরিয়া নাচ (বল নাচ) হইয়া থাকে। ইসলামী বিধানের কোথাও এইরূপ কক্টেল্ পার্টি ও বল নাচের হদিস পাওয়া যায় নাই।

দেউলিয়া পাকিস্তান

পাকিস্তান হওয়ার পর আমাদের আর্থিক অবস্থা ছিল, পরের কয়েক বৎসরে তাহার বিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, অনেকেই তাহা অবগত নন। কাজেই তাহার হিসাব সংক্ষেপে দেওয়া প্রয়োজন।

১৯৪৮-৪৯ সালে পাকিস্তানের মওজুদ তহবিলে ১০৮ কোটি টাকার সোনা বাড়তি হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালে পাকিস্তানের দেনা হয় ৬৮ কোটি টাকা। বিদেশ হইতে বিলাতী মদ, নখের রং, মুখের পালিশ, ঠোঁটের রং এবং পুতুল কিনিতে রাষ্ট্রের তহবিল উজাড় করিয়া দেওয়া হয়। অথচ এই সকল জিনিষ গরীবের কোন কাজে লাগে না। বড়লোক এবং ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের খেয়াল মিটাইবার জন্য গরীব দেশের কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া দেশকে ফতুর করা হইয়াছে।

শাসনতন্ত্র কোথায়?

পাকিস্তান কায়েম হইয়াছে প্রায় সাত বৎসর পূর্বে, কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এই রাষ্ট্রের কোন শাসনতন্ত্র রচিত হয় নাই। ইংরেজের গড়া শাসনতন্ত্র লইয়া এই রাষ্ট্র পরিচালিত হইতেছে, অথচ ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার মাত্র এক বৎসর পরেই তাহার নূতন শাসনতন্ত্র রচনা শেষ করিয়াছে। আমেরিকার মত একটি দেশের শাসনতন্ত্র রচনা করিতে মাত্র নয় মাস সময় লাগিয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা এবং গৃহীত হইতে মোট ব্যয় হইয়াছে ৯ লক্ষ টাকা, আমেরিকার ব্যয় হইয়াছিল ১৯ লক্ষ টাকা, অথচ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র এখনও রচনা করা হয় নাই, কিন্তু, ইতিমধ্যে এই বাবদ ৯৬ কোটি টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। হায়রে গরীব রাষ্ট্র পাকিস্তান।

গত ৬ বৎসর ধরিয়া পাকিস্তান গণ-পরিষদের সভাপতি মাসিক ৪ হাজার টাকা করিয়া বেতন এবং বাড়ী ও গাড়ী সরকারী খরচায় পাইতেছেন। গণ-পরিষদের সদস্যগণের যাতায়াতের ভাড়া ও করাচী অবস্থানের জন্য

প্রত্যহ ৪২ টাকা হিসাবে ভাতা দেওয়া হইয়াছে। এই বিপুল অর্থ যে দরিদ্র জনসাধারণই দিয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য।

ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপনণ

পাকিস্তানের নিজস্ব শাসনতন্ত্র না থাকয় এই রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন হইয়াছে। সারা পাকিস্তানে দেড় হাজারের অধিক অধ্যাপক, উকিল, ছাত্র-ছাত্রী ও দেশপ্রমিক যুবকগণ জেলের মধ্যে বিনা বিচারে আটক ছিল, অথচ ইসলামের বিধান অনুসারে বিনা বিচারে কাহাকেও আটক রাখা যায় না। বন্দীদিগের প্রতি জেলে যে ব্যবহার করা হয়, তাহা মনুষ্যোচিত বলা যায় না। প্রথম শ্রেণীর রাজবন্দীদের জন্যে দৈনিক ১ টাকা ২ আনা ৫ পয়সা খাদ্যের বরাদ্দ করা আছে, কিন্তু মুসলীম লীগের পোষা কন্ট্রাকটরদের চুরি করার পর বন্দীদের ভাগ্যে ৮ আনা হইতে ১০ আনার অধিক খাদ্য জোটে না।

খুনীর ভূমিকায় মুসলিম লীগ

জার্ম্মানীতে হিটলারের আমলে সামান্য কারণে বন্দীদিগকে যেভাবে হত্যা করা হইত, মুসলিম লীগ শাসনে পাকিস্তানে তাহা হুবহু অনুসৃত হইতেছে। ইহার ফলে বহু মেধাবী ছাত্র লীগ-শাহীর অত্যাচারে জ্ঞান দিয়াছে। রাজশাহী জেলে যে গুলীবর্ষণ করা হইয়াছিল, তাহাতে কয়েকজন হতাহত হয়। নিহতের মধ্যে ছিল খুলনা জেলার এক দরিদ্র বিধবার একমাত্র পুত্র আনোয়ার, সে দ্বিতীয় বার্ষিক বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিল।

ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের সময় নূরুল আমীন সরকার গুলী করিয়া কয়েকজন নওজোয়ানের জীবনলীলার অবসান করে। নিহত ব্যক্তিদের দাফন পর্যন্ত ইসলামী কানুন মত করা হয় নাই। তদানীন্তন মুসললিম লীগের মুখপত্র দৈনিক মিল্লাত (২৩ ফেব্রুয়ারী) ১৯৫২ সন এ সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঢাকার লালবাগের পুলিশ ব্যারাকে নূরুল আমীন সরকার গুলী চালাইয়া প্রায় তিনশত পুলিশকে হতাহত করেন বলিয়া প্রকাশ। ইহাদের কি দোষ ছিল, তাহা সরকার বলেন নাই। এবং গুলী চালনার ব্যাপারও বহুদিন গোপন রাখা হইয়াছে।

মুসলিমর লীগের অন্যতম অপকীর্ত্তি করাচীতে ছাত্রদের উপর গুলী চালানো।ছাত্রদের অপরাধ ছিল যে তাহারা বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদ শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল। এই সামান্য কারনে ১২ জন ছাত্রকে যে মুসলিম লীগ সরকার গুলী করিয়া মারিতে পারে, দেশ শাসনের কোন অধিকার তাহাদের থাকা উচিত নয়।

চট্টগ্রামে বাঁধ কাটা লইয়া গুলীবর্ষণ ও নবীনগরে মসজিদের মধ্যে গুলীবর্ষণ লীগ-শাহীর অন্যতম অপকীর্তি হইয়া রহিল। সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে আহমাদীয়া বিরোধী আন্দোলনের সময় সামরিক আইন জারী করিয়াও বহুসংখ্যক লোককে লীগ সরকার খুন করিয়াছে। বহুসংখ্যক সম্মানিত উলামায়ে-কেরামকে উলঙ্গ করিয়া বীভৎসভাবে প্রহার করিবার ইতিহাস লোকে মুখে মুখে প্রচারিত।

মুসলিম লীগ সরকার জনগণের প্রয়োজন মিটাইতে পারে নাই, ফলে তাহাদের দাবী-দাওয়ার সম্পূর্ণ আইনসম্মত সংগ্রাম শক্তির দ্বারা দাবাইয়া রাখার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশী ব্যয় অসম্ভব রকম বৃদ্ধি করিয়াছে। যুক্ত বাংলার আমলে বাংলাদেশে একজন আই.জি. পুলিশের অধীনে মাত্র ৬ জন সহকারী আই,জি, থাকিতেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সমগ্র বাংলার আয়তন অপেক্ষা অনেক কম হইলেও এখানে একজন আই,জি থাকিতেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সমগ্র বাংলার আয়তন অপেক্ষা অনেক কম হইলেও এখানে আই,জি, পুলিশের অধীনে কমপক্ষে ১১ জন ডি,আই,জি, বহাল করা হইয়াছে। অথচ অপরাধের সংখ্যা ছিল ৫৪৫৬৬, কিন্তু ১৯৫০ সালে এই অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া দাঁড়ায় ২১৮৬৭০। এই হিসাব হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, মুসলিম লীগ দেশ শাসনের নামে অরাজকতার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। পুলিশ বিভাগকে ব্যয়বহুল করা সত্ত্বেও যখন অপরাধের সংখ্যা কমে নাই তখন বুঝিতে হইবে যে পুলিশ বিভাগে সচ্চরিত্র ও উপযুক্ত লোকদিগকে স্থান দেওয়া হয় নাই।

খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধ হইতে জনগণ বঞ্চিত

ছয় বৎসরের মুসলিম-লীগ শাসন পাকিস্তানকে খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, পূর্ব পাকিস্তানকে ভিখারীর দেশে পরিণত করা হইয়াছে, লীগ সরকারের বন্ধ্যা নীতির ফলে ১৯৫১ সাল হইতে '৫৩ সাল পর্যন্ত খুলনা ও বরিশালে দুর্ভিক্ষ বর্ত্তমান ছিল। এক খুলনা জেলায়ই প্রায় ২০ হাজার লোক দুভিক্ষে মৃত্যুবরণ করে। সারা জেলা যখন কবরস্থানে পরিণত হইয়াছিল, তখনও মুসলিম লীগের নির্লজ্জ মন্ত্রীরা বালিয়া বেড়াইতেছিল যে দুর্ভিক্ষ আদতেই হয় নাই। মুসলিম লীগের অন্যতম চাঁই ও খুলনার এম, এল এম, এ, সবুর তখন সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়া বলিয়াছিলেন যে, দুর্ভিক্ষে ২০ হাজার লোক মারিয়াছে এবং বহু লোক পাকিস্তান হইতে হিন্দুস্তানে হিজরত করিয়াছে। অবশ্য সেই সবুর সাহেবই এখন মুসলিম লীগের দালাল হইয়া নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন।

লবণ সংকট

১৯৫১ সারের লবণ সঙ্কট মুসলিম লীগের অন্যতম অপকীর্ত্তি। পূর্ব পাকিস্তানে লবণ তৈয়ারী হইয়া থাকে, কিন্তু মুসলিম লীগের মন্ত্রীদের কেহ কেহ নিজেদের আত্মীয় পোষণের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের লবণ তৈয়ারীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করান এবং আত্মীয়-স্বজনকে লবণ ব্যবসায়ের একচ্ছত্র সুযোগ দেন। তাহাদেরই চক্রান্তে ফলে দুই আনা মূল্যের লবণ ১৬ টাকা সের দরে পূর্ব পাকিস্থানীরা ক্রয় করিয়াছে। লীগ সরকারের দমননীতির ভয়ে জনগণ প্রতিবাদ করারও তেমন সাহস পায় নাই।

পূর্ব পাকিস্তানে যখন খাদ্যভাবে মানুষ মরিতেছে, তখন মুসলিম লীগের নেতারা কিভাবে চাউলের ব্যবসা করিয়া লাভবান হইয়াছে, তাহার বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। পূর্ব পাকিস্তান সরকার করাচী হইতে সাবেক খাদ্যমন্ত্রী পীরজাদা আবদুস সাত্তারের খামার হইতে ৮ টাকা মণ দরে চাউল ক্রয় করিয়া আনেন। সেই চাউল এখানে তাহারা ২০ টাকা মণ দরে, কোন কোন সময় ২১ টাকা ৪ আনা মণ দরে বিক্রয় করিয়া সরকারের কোষাগারে বিরাট অঙ্কের লাভ দেখাইয়া থাকেন। এবং এই লাভের টাকা দিয়া মন্ত্রী এবং সরকারী চাকুরিয়াদের জন্য গাড়ী কেনা হইয়া থাকে। দরিদ্রের ভাগ্য লইয়া এমন পরিহাস কেবলমাত্র মুসলিম লীগের পক্ষেই শোভা পায়।

বস্ত্রের দিক দিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে প্রায় উলঙ্গ করিয়া রাখা হইয়াছে। মুসলিম লীগ সরকার এদেশে নূতন বস্ত্রমিল প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টা করে নাই। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে গত কয়েক বৎসরে ৭/৮ টি নূতন মিল স্থাপন করা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানকে ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের শোষণের ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করা হইতেছে। ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে কাপড়ের দুর্ভিক্ষ মিটাইবার জন্য ওয়াহিদুজ্জামান নামক এক কুখ্যাত ব্যক্তিকে দুই কোটি টাকার ভারতীয় কাপড় আমদানীর লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল। সেই কাপড়ের বেশীর ভাগ কলিকাতায় বিক্রী হয়। সামান্য কাপড় ঢাকায় আনিয়া কালোবাজারে চালান দেওয়া হইয়াছিল। পুলিশ এই চরম অসাধুতার বিষয়ে তদন্ত শুরু করার উজিরে আজম নুরুল আমীন উহা ধামাচাপা দিয়া রাখিয়াছেন। নুরুল আমীন সরকারের অবশ্যই জানা আছে যে ওয়াহিদুজ্জামান নামক এই ব্যক্তিটি অবিভক্ত বাংলায় কো-অপারেটিভ কেলেঙ্কারীর জন্য দায়ী। বাংলা বিভাগ হওয়ার ফলে সে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিভাগ পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনের সময় এই ব্যক্তিটি মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের নাকি সে এখন মুসলিম লীগের একজন বড় চাঁই।

রোগীর পথ্য ও ঔষধের অব্যবস্থা

ঔষধের ব্যাপারেও পূর্ব পাকিস্তানে অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। দুইজন মন্ত্রী বেনামে ঔষধের আমদানী-রপ্তানীর লাইসেন্সের সিংহ ভাগ পাইতেছেন এবং তাঁহাদের কল্যাণেই পূর্ব পাকিস্তানে ঔষধ পাওয়া যায় না, অথচ পাকিস্তান হইতে ভারতে ঔষধ চালান যায়। এখানে জেলাবোর্ড, মিউনিপ্যালিটি দাতব্য চিকিৎসাগুলিতে

ঔষধ নাই; দরিদ্র রোগীর ঔষধের অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতেছে। হাসপাতালে ঔষধের অভাবে রোগীর মৃত্যুসংখ্যা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ স্বাস্থ্য মন্ত্রী বাহার সাহেব কোন কাজ না করিয়া বসিয়া বসিয়া মোটা বেতন লইতেছেন। দরিদ্র দেশ বাসী যখন ঔষধ ও পথ্যাভাবে মৃত্যুবরণ করিতেছে, তখন সামান্য অসুখের অজুহাতে লীগের মন্ত্রীরা এবং নেতারা চিকিৎসা করাইবার জন্য লন্ডন আমেরীকা, সুইজারল্যান্ড,ভিয়েনা প্রিভৃতি ইউরোপীয় মুলুকে পাড়ি দিতেছেন। জনগণের প্রতি বে-ঈমানির ইহা অপেক্ষা চূড়ান্ত পরিচয় আর কি থাকিতে পারে? এ সেদিনের কথা অর্থ সচিব চৌধুরী মোহাম্মদ আলী যখন বহু অর্থ ব্যয়ে ঢাকায় সরকারী খরচে চিকিৎসিত হইতেছিল, ঠিক সেই সময় মওলানা ভাষানীর স্ত্রী এক ফোঁটা ঔষধের অভাবে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন।

শিক্ষার বিরুদ্ধে জেহাদ

শিক্ষার বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ যেন জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে। মুসলিম লীগ ক্ষমতা দখলের পর পূবর্ব পাকিস্তানকে সুপরিকল্পিত উপায়ে অশিক্ষিত রাখার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে। তাহার ফলে লীগ হুকুমতের প্রথম বৎসরেই পূবর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৩০ হাজার প্রাইমারী স্কুল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যে স্কুলগুলি চলিতেছে, তাহা বন্ধ করার অভিপ্রায়ে শিক্ষকগণকে অপর্যাপ্ত বেতন অত্যন্ত অনিয়মিতভাবে দেওয়া হয়। স্কুলে আসবাবপত্রাদির নাম-গন্ধ নাই। উচ্চশিক্ষার জন্য লীগ সরকার মাঝে মাঝে মোটা বরাদ্দ করিয়া থাকেন, অথচ প্রাইমারী ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাঁহারা অত্যন্ত চতুরতার সহিত পঙ্গু করিয়া দিতেছেন। ইহার ফলে অদূরভষ্যিতে উচ্চশিক্ষার জন্য আর অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন হইবে না।

নাজিমুদ্দিন-নরুল আমীন চক্র প্রদেশের শিক্ষা মন্ত্রীর মসনদে এমন এক অযোগ্য ব্যক্তিকে বসাইয়া রাখিয়াছেন যাহার পেটে বোমা মারিলেও শিক্ষার ব্যাপারে কোন বিজ্ঞতামূলক কথা বাহির হইবে নাই। ইহার উপর মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড নামক এমন এ অপূবর্ব চীজ সৃষ্টি করিয়া রাখা হইয়াছে, যাহার কোন ক্ষমতা নাই, অথচ শিক্ষা-ব্যবস্থা পন্ড করার যোগ্যতা যথেষ্ট আছে এবং এই বোর্ডের প্রেসিডেন্টরূপে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হইয়ায়েছ তিনি কয় বৎসরে কেবলমাত্র নিজের ব্যবসায় বেনামে চালাইয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ঢোল হইয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের অযোগ্য মন্ত্রিসভা গত ছয় বৎসরে শিক্ষা ব্যাপারে কতটা অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল।

পশ্চিম পাকিস্তানে আছে

বিশ্ববিদ্যালয়	..	..	..	৪টি
মেডিকেল কলেজ	..	..	..	৫টি
ইঞ্জিনিয়ারি কলেজ	..	..	..	৩টি
টেক্সটাইল কলেজ	..	..	..	৮টি
ফরেস্টারী কলেজ	..	..	..	২টি
হাসপাতাল	..	..	..	৯টি

পূর্ব পাকিস্তানে আছে

বিশ্ববিদ্যালয়	..	..	..	২টি
মেডিকেল কলেজ	..	..	..	১টি
ইঞ্জিনিয়ারি কলেজ	..	..	..	১টি

অদ্যাবধি পূর্ব পাকিস্তানে একটিও সরকারী পাঠাগার বা ষ্টেট লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে যে সারা পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ লোক পূবর্ব পাকিস্তানে বাস করে।

স্ত্রী শিক্ষার জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কলেজ ও আধুনিক ছাত্রীনিবাস পূবর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে নাই। মহিলাদের কলেজ ও ছাত্রী নিবাসের জন্য বিরাট ইমারত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা লীগ মন্ত্রিসভা নির্লজ্জের মত সেক্রেটারিয়েট ভবন হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন।

সরকারী বালিকা বিদ্যালয়গুলিতেও আত্মীয় পোষণ নীতি অনুসারে উজিরদের আত্মীয়স্বজনকে রাখা হইয়াছে। তাহার ফলে শিক্ষার মান যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। ইহার উপর ছাত্রীদের বাসের ভাড়া ও বেতন বৃদ্ধি করিয়া বহু ছাত্রীকে পড়া ত্যাগে বাধ্য করা হইয়াছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি এত ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে যে পুস্তক নিবর্বাচন কমিটি ঘুষ ছাড়া কথা বলে না। অর্থ ব্যয় করিয়া অনেক অপাঠ্য পুস্তক করা যায় এ কথা পূবর্ব পাকিস্তানের লীগ ওজারতের আমলেই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল।

পূবর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য ১৯৪৭ সালে শিক্ষা পুনর্গঠন কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন যে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে না। কিন্তু বিদ্যাদিগগজ মন্ত্রীরা প্রাথমিক স্তরে উর্দ্দু ভাষাকে এদেশে বাধ্যতামূলক করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার চরম সবর্বনাশ সাধন করিয়াছেন।

পূবর্ব বঙ্গের প্রথমিক শিক্ষার জন্য কেন্দ্র হইতে বৎসরে ৫২ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সে কথা রক্ষিত হয় নাই। এবং পূবর্ব বঙ্গের অযোগ্য মন্ত্রীরা উহা আদায় করিতে পারেন নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঋণগ্রস্ত থাকা সত্ত্বেও প্রথম কয়েক বৎসর কেন্দ্রের নিকট সাহায্য চাহিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছে, অথচ সিন্ধুতে বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও করাচীর জন্য আবার একটি ফেডারেল ইউনিভারসিটি করা হইয়াছে।

এদেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমত্মানরা যখন অর্থাভাব এবং সরকারী অব্যবস্থায় শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে, তখন ধনী এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের সমত্মানগণের ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার জন্য পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এক ভিকারুন্নিসা স্কুলেরর জন্যই সরকার এ পর্য্যন্ত ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এই স্কুল তৃতীয় শ্রেণীর একটি ছাত্রীর বেতন ১৫।০ আনা। এই ব্যয়বহুল শিক্ষার কারণ সম্পর্কে মন্ত্রীরা বলেন যে এদেশের শাসক তৈয়ারীর জন্য এই ধরনের স্কুলের প্রয়োজন আছে। ইসলামী হুকুমতে শাসক ও শাসিত সম্প্রদায় সৃষ্টির বাসনা অত্যন্ত মারাত্মক। ইহাকে গায়েব ইসলামী কান্ড-কারখানা বলা যাইতে পারে।

পূবর্ব বাংলায় সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের পার্থক্য বজায় রাখিয়া শিক্ষার প্রসারের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। পূবর্ব-বাংলার মোট আদায়ী রাজস্ব ২৭ কোটি টাকার মধ্যে সাড়ে ১৩ কোটি টাকা সিভিল ও পুলিশ খাতে ব্যয় হয়। আর সরকারী স্কুল ও কলেজে যে খরচ করা হয়, তাহার অর্ধেকও বেসরকারী স্কুল ও কলেজের জন্য খরচ করা হয় না।

জমিদারী প্রথা বিলোপের ভাঁওতা

মুসলিম লীগ যখন পাকিস্তান আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল, তখন জনগণের নিকট ইহার অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল এই যে বিনা খেসারতে জমিদারী দখল করিয়া ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে উহা বিতরণ করা হইবে। কিন্তু পাকিস্তার প্রতিষ্ঠার পর কায়েমী স্বার্থে দালালরূপে মুসলিম লীগ ৬০ কোটি টাকা খেসারত দিয় জমিদারী খরিদ করিল। এই টাকা যতদিন না শোধ হয়, ততদিন চক্রবৃদ্ধি হারে জমিদারকে সুদ দিতে হইবে। ইহাতে প্রায় ১২৫ কোটি টাকা মোট ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

জমিদারী ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে অনেক জমিদারীর নামমাত্র মূল্যে অথবা বিনা মূল্যে বৃটিশ শাসকের নিকট হইতে দেশদ্রোহিতার এনাম-স্বরূপ জমিদারী পাইয়াছিল। ইহারা হেষ্টিংসের আমল হইতে নাজিমুদ্দিনের আমল পর্যন্ত প্রজাদের নির্ম্মমভাবে শোষণ করিয়া নিজেরা ভোগ বিলাসের মত্ত থাকিত। ইহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না, কিন্তু যেহেতু মুসলিম লীগ তাহার ঐতিহ্য ভুলিয়া জমিদার ও মহাজনের খবরদারী আরম্ভ করিয়াছে, সেহেতু পূবর্ব পাকিস্তানের জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ দ্বারা জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দিতেছে। কাহারও সম্মত্তি বিনা খেসারতে জোর করিয়া ছিনাইয়া লওয়া ইসলাম বিরোধী, এইরূপ হাস্যকর যুক্তি তাহারা দিতেছেন।

পাট কেলেঙ্কারী

দুনিয়ায় যত পাট উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ পূবর্ব বাংলায় জন্মে। কিন্তু চাষীরা যেমন পাট উৎপাদন করিয়া তাহাদের ক্ষুধার অন্ন পায় না, তেমনি পাট ব্যবসায়ী যদি পূবর্ব পাকিস্তানী হয়, তাহারও অন্ন জোটা দায়। সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী ফজলুর রহমানের ষড়যন্ত্রে মাত্র ১৪টি কোম্পানী বিদেশে পাট চালান দেওয়ার অধিকার লাভ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে মাত্র ১টি পূবর্ব পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠান।

চাষীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে লীগ সরকারের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ফলে। যখন পাট বাজারে উঠে, তখন সুকৌশলে বিদেশী ব্যবসায়ীরা পাট ক্রয় বন্ধ রাখে। ফলে যে এক মন পাট উৎপাদন করিতে চাষীর ১৯.০০ টাকা খরচ লাগে, সেই পাট তাজাকে ৩.০০ টাকা মন দরেও বিক্রয় করিতে হয়। অথচ যখনই সেই পাটচাষীর হাতছাড়া হইয়া ইস্পাহানী, আদমজী, রালী ব্রাদার্স প্রমুখ বড় বড় পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের হাতে গিয়া পড়ে তখনই পাটের দাম কমপক্ষে ৪০/৪৫ টাকা ওঠে। চাষীর এই অবস্থার সঙ্গে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলের নীল চাষীদের দুর্ভাগ্যের তুলনা করা যায়। নীলের ব্যবসায়ে বিদেশী বণিকেরা ধনকুবের হইত, আর দেশী চাষীরা শ্মশান-গোরস্তানের প্রতীক্ষা করিত। চাষীগণকে বাঁচাইবার ইচ্ছা যদি লীগ সরকারের থাকিত, তাহা হইলে পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ করা হইত। কিন্তু কায়েমী স্বার্থের দালাল বলিয়া মুসলিম লীগ গণস্বার্থের খবরদারী করিতে পারে না। গণ দরদী দেশনায়কবৃন্দের যুক্তফ্রন্টের নিবর্বাচনী ওয়াদার অন্যতম প্রধান ওয়াদা হইতেছে পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণের ওয়াদা।

করভার পীড়িত দরিদ্র চাষী

পাটের চাষ করিয়া যে চাষী সবর্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহার উপর যদি আরও করভার চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার বাঁচিবার আশা কোথায়? চাষের ফসলে হইতে পয়সা পায় না, দুই চারিটি সুপারী গাছ আছে, সেই সুপারী বিক্রয় করিয়া হয়তো তাহার কয়েকদিন গুজরান হইতে পারে, কিন্তু তাহাও লীগ সরকারের সহ্য হইল না। সরকার চাষীর উপর সুপারী কর ধার্য্য করিলেন। এই কর তিন প্রকারে আদায় হইতেছে। প্রথমতঃ প্রতি সুপারীগাছে দু-আনা, প্রতি কুড়ি সুপারীর উপর ছয় পয়সা ও প্রতি মণে ১০ টাকা ২ আনা কর দিতে হয়।

গরীবের উপায়ের আর একটি পথ তামাক বিক্রয়। কিন্তু তাহার উপরও ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে। চাষী তার ক্ষেতে উৎপাদিত তামাকের উপর প্রতি সের ১২ আনা, প্রতি মণে ৩০ টাকা ১৪ আনা ট্যাক্স দিতেছে। ইহার উপর লাইসেন্সের ঝামেলা তো আছেই। বিনা লাইসেন্সে তামাক বিক্রয় করা যায় না অথচ লাইসেন্স লইতে গেলেও চাষীকে অর্থ ব্যয় করিতে হয়। ১৫০-৫১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে ঐ বৎসরে রংপুরে প্রতি মণ তামাক ৪০ টাকা ৮ আনা হইতে ৪০ টাকা মন দরে বিক্রয় হইয়াছিল, কিন্তু চাষীরা পাইয়াছিল খরচা সমেত মাত্র ১০ টাকা ৮ আনা।

পূবর্ব পাকিস্তানে নওগাঁ গাঁজা উৎপাদনের কেন্দ্র। এই গাঁজার পয়সায় চাষীরা সুখে কালাতিপাত করিতেছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার গাঁজার প্রতিসেরে ৬৩।. আনা ট্যাক্স বসাইয়া দেন। ইহার ফলে

বিদেশে গাঁজা বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে এবং চাষীরা অনাহারে মরিতেছে। সরকারেরও এই বাবদ কয়েক লক্ষ টাকা বার্ষিক লোকসান যাইতেছে। এইরূপে মুসলিম লীগ সরকারের ক্রমবর্ধমান খরচা পোষাইবার জন্য দেশবাসী একটির পর একটি নূতন করভোরে জর্জরিত হইতেছে।

বিচার বিক্রয়

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লীগের চাঁইরা যখন চীৎকার করিতেছেন, তখন ইসলামী নিয়মে বিচার-ব্যবস্থা কায়েম না করিয়া বিচার বিক্রয় শুরু করিয়াছেন। ইসলামী হুকুমতে আসামী ও ফরিয়াদী কাজীর দরবারে হাজির হইলে বিনাব্যয়ে সুবিচার পাইত। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান সরকার কাজীর বিচার প্রবর্ত্তন তো দূরের কথা, কোর্ট ফীর হার শতকরা ৫০ টাকা হিসাবে বাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে গরীবের পক্ষে অত্যাচারিত হইয়াও বিচার পাওয়া আশা নাই।

মুখের ভাষা কাড়িয়া লওয়ার ষড়যন্ত্র

সারা পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন্য অধিবাসীর মুখের ভাষা বাংলা। মুসলিম লীগের জালেমরা এই ভাষাটুকুও কাড়িয়া লওয়ার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। গোপনে গোপনে তারা আরবী ও উর্দ্দু ভাষা চালাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। আরবী ও উর্দ্দু ভাষার প্রতি পূবর্ব-পাকিস্তানীদের কোন বিদ্বেষ নাই এবং ছিল না। তথাপি কেন এই গোপন ষড়যন্ত্র? ইহার উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র উর্দ্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা। পূবর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতারা এই ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত ছিল। তাই যখন পূবর্ব-পাকিস্তানের ছাত্ররা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে পাওয়ার দাবী জোরদার করিল, তখনই জালিম মুসলিম লীগের টনক নড়িল। লীগ-শাহীর পুলিশের গুলিতে ছাত্রদের বুকের রক্তে রাজপথ লালে লাল হইয়া গেল। শহীদ ছাত্র ও যুবকদের রক্তপান করিয়াও জালেমদের তৃপ্তি লাভ হইল না, তাহারা দেশভক্ত তরুণদের কম্যুনিষ্ট, রাষ্ট্রদ্রোহী প্রভৃতি আখ্যা দিয়া নিজেদের কলঙ্ক ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করিল।

বর্ত্তমানে নিবর্বাচনের সময় এই মুসলিম লীগ মন্ত্রীরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রভাষা করা হইবে বলিয়া মিথ্যা সেত্মাক দিতেছে এবং জাগ্রত জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু জনগণ জানে যে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ইচ্ছা যদি নুরুল আমীন সরকারের থাকিত তাহা হইলে অনর্থক এতগুলি ছাত্র ও তরুণের রক্তপান করিয়া নুরুল আমীন তাহার রক্তপিপাসা মিটাইত না। আর তাছাড়া সদিচ্ছা তাহাদের থাকিলে তাহারা এতদিনে জাতির ইচ্ছা কার্যকরী করিতে পারিত, যেহেতু এতদিন তাহারাই পরিষদসমূহে নিরঙ্কুশ সংব্যক্তিত্বের সুবিধা ভোগ করিয়াছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন পরবর্তী সাংগঠনিক সার্কুলার	যুক্তফ্রন্ট দপ্তর	১৫ই মার্চ, ১৯৫৪

UNITED FRONT PARTY OFFICE

56, SIMPSON ROAD, DACCA

Dated, 15th March, 1954

Dear Sir,

Now that the elections are over and matters must still be fresh in your minds, it is very important that we collect for future reference some important data. We would request you to devote some time and attention to the collection of material and to let us know the replies as soon as possible. The replies may be sent in two batches, one batch in regard to questions which you can immediately answer and the other in regard to questions which may require some time to reply.

We would like to have information on the following points:

(1) Names of contestant candidates with particulars of whether-

(a) they had applied to the Muslim League,

(b) whether they had applied to the United Front,

(c) whether they claimed to be nominees of any particular person,

(d) whether they issued pamphlets signed or purporting to have been signed by any particular Leader of the United Front or any other Party,

(e) any important particulars.

(2) Can you send the leaflets produced by all parties particularly-?

(a) leaflets containing a Fatwa or recommendation of the Pir of Furfura. This was actually issued by the late Pir Sahib in 1946 and has been re-issued by the Muslim League on this occasion to mislead the people,

(b) the Fatwas of Maulana Shamsul Huq and the Pir Sahib of Sarsina stating that a Vote against the Muslim League is against the Quoran and the Sunnah,

(c) any other leaflets calculated to mislead the people.

(3) The names of those who worked on behalf of yourself and on behalf of the Muslim League and on behalf of other candidates. Union by Union and preferbly village by village. Names of important and influential people need only be given (This information is required).

(4) Names of important workers not associated with the Union or Village but working in the Centre may also be given.

(5) Particulars of persons arrested before the elections-whether under Public Safety Act or in any specific case; if in detention when election held also, who amongst them are Communists, and who are your workers?

(6) Names of persons who should have supported us but did not do so.

(7) Of the workers of the Muslim League many were violent characters and Goondas. Their names may also be supplied with short notes.

(8) Some information regarding Polling-where any difficulties were placed in the way.

(9) Any comments regarding female voting.

(10) Was the Polling Station placed where it should have been or was there anything wrong with its location?

(11) Has your Constituency been properly constituted or should your Constituency have been differently constituted in the interests of contiguous or Polling facilities.

(12) Was the Muslim League candidate rich? What were his antecedents and did he spend much money? Give any particulars regarding his method of work.

I would very much like a note regarding-

(a) Partial or impartial officers in your Constituency and their behavior,

(b) a note on the requirements of your Constituency and its grievances and what should be done to improve your area and give some satisfaction to the people.

Please consider this to be of the utmost importance and reply as soon as possible.

Yours Sincerely,
SHAHEED SUHRAWARDY

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন বিজয়	দৈনিক 'আজাদ'	২রা এপ্রিল, ১৯৫৪

নূতন পরিষদে দলীয় শক্তি

পূর্ব বঙ্গের সর্বশেষ দুইটি মোছলেম নির্বাচন কেন্দ্রের ফল গতকাল (বৃহস্পতিবার) প্রকাশিত হইয়াছে। এই কেন্দ্র দুইটি হইতেও দুইজন যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছেন। ফলে সরাসরি যুক্তফ্রন্ট টিকেটে নির্বাচিত মোছলেম সদস্যদের সংখ্যা হইল ২১৫। ইহার মধ্যে জনাব ফজলুল হক ২টি কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হইয়া একটি কেন্দ্র হইতে পদত্যাগ কারিয়াছেন। ফলে কার্য্যতঃ যুক্তফ্রন্ট টিকেটে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা এখন ২১৪ হইয়াছে।

এতদ্ব্যাতীত স্বতন্ত্র যাঁহারা নির্বাচিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ৭জনের যুক্তফ্রন্টে যোগদানের আবেদন ইতিমধ্যে ফ্রন্ট কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ২ জনের আবেদন বিবেচনাধীন আছে। উপরোক্ত ৭ জনসহ এখন পর্য্যন্ত যুক্তফ্রন্টের সদস্য সংখ্যা ২২১ হইয়াছে। অতঃপর নয়া পরিষদে বিভিন্ন দলীয় শক্তি নিম্নলিখিত হইবেঃ

যুক্তফ্রন্ট	২২১
মোছলেম লীগ	৯
স্বতন্ত্র	৫
খেলাফতে রববানী	১
মোট	২৩৬

সংখ্যালঘু আসন-

কংগ্রেস	২৪
সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট	৯
গণতন্ত্রী দল	২
কম্যুনিষ্ট	৫
তফসিলী ফেডারেশন ও স্বতন্ত্র	২৮
বৌদ্ধ	২
খৃষ্টান	১
মোট	৭১

সর্বশেষ ঘোষিত দুইটি মোছলেম কেন্দ্রের ফলাফল নিম্নরূপঃ

দক্ষিণ সিলেট-কাম-হবিগঞ্জ মোছলেম-কেরামত আলী

(যুক্তফ্রন্ট নির্বাচিত)

....

মোমেনশাহী সদর উত্তর মোছলেম যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী মওলানা ফয়জুল রহমান এই কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন।

গতকাল নিম্নোক্ত তফসিলী কেন্দ্রের ফলও ঘোষিত হইয়াছেঃ

ঢাকা পূর্ব তফসিলী-

সঞ্জীব চন্দ্র দাস (নির্বাচিত)*

* ১১ই মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের সম্পূর্ণ ফলাফল সরকারীভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯৫৪ সনের ২রা এপ্রিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাংগঠনিক বিষয় ও বিভিন্ন এলাকার সমস্যা অবগত করার আহবান জানিয়ে মওলানা ভাসানীর লিফলেট	আওয়ামী মুসলীম লীগ	এপ্রিল, ১৯৫৪

জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের নিকট

জরুরী আবেদন

জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কর্ম্মকর্তাবৃন্দ তাহাদের নিজ নিজ এলাকার নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ আওয়ামী লীগের ৫৬, সিম্পসন রোড, সদরঘাট, ঢাকা, কেন্দ্রীয় অফিসে অগৌণে প্রেরণ করিবেন। লক্ষ রাখিতে হইবে যে, এই সমস্ত তথ্য যেন ভুল সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া প্রেরিত না হয়।

১। নিজ নিজ এলাকার থানাম সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস, ফরেষ্ট অফিস, কৃষি অফিস, সেনেটারী অফিস, পাটের লাইসেন্স অফিস, ফিশারী অফিস, ভেটেরিনারী চিকিৎসালয়, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বা গভর্ণমেন্ট চিকিৎসালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্ত্তমানে কিরূপ দুর্নীতি চলিতেছে তাহা বিস্তৃত রিপোর্ট।

২। যে সমস্ত জমিদারী সরকার নিজ দখলে লইয়াছেন তাহাতে প্রজাদের বকেয়া খাজানার দরুন এখনও সার্টিফিকেট হইতেছে কিনা- হইয়া থাকিলে কোন গ্রামে কত নম্বর হইয়াছে- কৃষি লোন আদায়ের নামে কোন জুলুম হইতেছে কি না- জমিদারী বহাল থাকা অবস্থায়ই প্রজাদের উপর অত্যাচার বেশি হইত- না সরকারী আমলেই বেশী অত্যাচার হইতেছে, জমিদারী আমলে খাজানার সুদ আদায় হইত- কি বর্ত্তমানে আদায় হয় ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত রিপোর্ট।

৩। হিন্দু-মুসলমান, মাঝি, মাইমন, ডাইটা বা তাঁতী, মাছ ধরার জাল অথবা কাপড় বুনাইবার জন্য সূতা পায় কি না, সূতার ডিলার অথবা পাইকারগণ কালোবাজারী করে কি না তাহার রিপোর্ট।

৪। বর্ত্তমান বৎসরের শুরু হইতে স্কুল, কলেজ অথবা মাদ্রাসার ছাত্রগণ অর্থের অভাবে পড়াশুনা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে কিনা অথবা হইলেও তাহাদের সংখ্যা কিরূপ তাহার উল্লেখপূবর্বক বিস্তারিত রিপোর্ট।

৫। যুক্তফ্রন্টের নব-নির্বাচিত পরিষদ সদস্যগণ নিজ নিজ নিবর্বাচনী এলাকাসমূহে পাকভারত ভিসা ও পাসপোর্ট সিষ্টেম বহাল থাকা অবস্থায় ও কি প্রকারে কি কি জিনিষ সীমান্তে অপর পারে চালান করিতেছে এবং কি কি জিনিষ আমদানী করিতেছে তাহার বিস্তারিত তথ্য।

৬। যুক্তফ্রন্টের নব-নির্বাচিত পরিষদ সদস্যগণ নিজ নিজ নিবর্বাচনী এলাকা পরিভ্রমণ করিয়া স্থানীয় অভাব-অভিযোগসমূহের নিরসন কল্পে কোন প্রকার সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে কিন্তু অথবা এ সম্পর্কে তাহারা ওয়াকিফহাল আছেন কিনা তাহার রিপোর্ট।

৭। সরকার নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বস্ত্র বিতরণ করা হইতেছে কিনা অথবা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বস্ত্র বিতরণের কোন সরকারী দোকানে কোন প্রকার কালোবাজারী চলিতেছে কিনা তাহার রিপোর্ট।

৮। নারিকেল তৈল, হল্দী, মরিচ ও অন্যান্য মশলা, কাগজ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের বর্ত্তমান মূল্য কত এবং ধান পাট ও অন্যান্য কৃষিজাত অর্থকরী ফসলের বর্ত্তমানে কি মূল্য এবং কোথাও এই সাবের অত্যাধিক মূল্য হ্রাস ঘটিবার ফলে চাষীদের ক্রয়ক্ষমতা কি পরিমাণে কমিয়াছে এবং ইহাতে তাহাদের কি কি সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহার রিপোর্ট।

৯। স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী অফিসসমূহে ব্যাপক ছাঁটাই নীতি কার্যকরী করা হইয়াছে কি না, কোন অফিসে কি পরিমাণ কর্ম্মচারী ছাঁটাই হইয়াছে এবং কর্মচ্যুত সেই সব কর্ম্মচারীরা বর্ত্তমানে কি অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছে তাহার রিপোর্ট।

১০। রাস্তা-ঘাট, রেললাইন ও যুদ্ধের ঘাঁটির জন্য কি পরিমাণ জমি সরকার লইয়াছিলেন এবং সেই সব জমির জন্য সরকার কোন ক্ষতিপূরণ দিয়াছেন কি না তাহার হিসাব।

১১। বাত্যাবিধ্বস্ত এলাকার স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য

১২। যে সমস্ত কৃষক, যুক্তফ্রন্ট সরকার পাটের লাইসেন্স ফি মওকুফ করার পূবের্বই লাইসেন্স ফি দিয়াছেন তাহাদের নাম ও দেয় ট্যাক্সের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যসমূহ।

১৩। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, প্রভৃতি স্থান হইতে দুদর্শাগ্রস্ত আগত মহাজেরদের সংখ্যা এবং তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা, পুনর্বসতি ও রোজী-রোজগারের ব্যবস্থার জন্য এ পর্যন্ত সরকার কি কি করিয়াছেন।

১৪। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণ স্কুল বোর্ড হইতে নিয়মিত ভাবে বেতন পান কি না। না পাইয়া থাকিলে কতদিন হইতে পান না এবং কাহার কত টাকা বাকী।

১৫। কোন্ কোন্ স্থানে কি পরিমাণ রাজনৈতিক কর্ম্মী এখনও আটক এবং অন্তরীণ আছে তাহাদের নামের তালিকা এবং কর্ম্মীদের উপর নিবর্বাচনকালীন ফৌজদারী মামলার পূর্ণ বিবরণ।

-মোঃ আব্দুল হামিদ খান (ভাসানী)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তৃতাঃ ডঃ শহীদুল্লাহ	সাহিত্য সম্মেলন প্রচার কমিটি	২৩ শে এপ্রিল, ১৯৫৪

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন

উদ্বোধনী বক্তৃতা

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

কার্জন হল, ঢাকা

২৩শে এপ্রিল, ১৯৫৪

সমাগত সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী বন্ধুগণ,

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টে বহু দিনের গোলামীর পর যখন আযাদীর সুপ্রভাত হল, তখন প্রাণে আশা জেগেছিল যে, এখন স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে বাংলা সাহিত্য তার সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পাবে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় যে সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল, তাতে বড় আশাতেই বুক বেঁধে আমি অভিভাষণ দিয়েছিলুম। কিন্তু তারপর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাতে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলুম স্বাধীনতার নূতন নেশায় আমাদের মতিচ্ছন্ন করে দিয়েছে। আরবী হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত আরবী পারসী শব্দের অবাধ আমদানী, প্রচলিত বাংলা ভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা ব'লে তার পরিবর্ত্তে পদ্মাতীরের ভাষা প্রচলনের খেয়াল প্রভৃতি বাতুলতা আমাদের একদল সাহিত্যিককে পেয়ে বসলে। তাঁরা এইসব মাতলামিতে এমন মেতে গেলেন যে প্রকৃত সাহিত্য সেবা যাতে দেশের ও দশের মঙ্গল হ'তে পারে, তার পথে আবর্জনার স্তূপ দিয়ে সাহিত্যের উন্নতির পথ কেবল রুদ্ধ ক'রেই খুশিতে ভূষিত হলেন না, বরং খাঁটি সাহিত্যসেবীদিগকে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত ও বিপদগ্রস্ত করতে আদাজল খেয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। তাতে কতক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা উস্কানি দিতে কসুর করলেন না। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গের কবি ও সাহিত্যিকগণের কাব্য ও গ্রন্থ আলোচনা, এমনকি বাঙ্গালী নামটি পর্যন্ত যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ব'লে কেউ কেউ মনে করতে লাগলেন। কেউ এ এসে মিলিত বঙ্গের ভূতের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে আবল-তাবল বকতে শুরু ক'রে দিলেন এবং বেজায় হাত-পা ছুড়তে লাগলেন। করাচীর তাঁবেদর গত লীগ গভর্ণমেন্ট বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কিছু করা দূরে থাক, বাঙ্গালী বালকের কচি মাথায় উর্দুর বোঝা চাপিয়ে দিলে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আরবী হরফে বাংলা ভাষা লেখার এবং উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টায় সহযোগিতা করছেন। এইরূপ বিষাক্ত আবহাওয়ায় ১৯৪৮ সালের পর আর কোনও সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন সম্ভবপর হয়নি। আজে জনপ্রিয় পূবর্ব বাঙ্গালার গভর্ণমেন্টের আশ্রয়ে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এক সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করছি।

পূবর্ব বঙ্গবাসীদের উদারতা যে তারা চার কোটি লোকের ভাষাকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবী না ক'রে বরং উর্দুকেও অন্যতম রাষ্ট্র ভাষারূপে মানতে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই উদারতায় কৃতজ্ঞ না হয়ে কেউ কেউ এখনো হুঙ্কার দিয়ে বলছেন যে, যারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করে তারা পাকিস্তানের দুশ্মন। আজ পূর্ব বঙ্গবাসী সমস্বরে বলবে যে এই রকম উর্দু পূজারীরাই পাকিস্তানের দুশ্মন। আমরা পাকিস্তানের জানী দোস্ত, তার জন্যে আমত্মঃপ্রাদেশিক ঐক্য চাই; সেই ঐক্যের খাতিরে আমরা বাংলার সঙ্গে উর্দুরও দাবী মেনে নিয়েছি। যারা

জবরদস্তি ক্রমে সমস্ত পাকিস্তানের ওপর কোন একটি ভাষা চাপিয়ে দিতে চায়, তারাই পাকিস্তানের দুশমন; তারাই পাকিস্তান ধ্বংস করবে।

সুখের বিষয়, মুসলিম লীগ পার্লিমেন্টারী পার্টির কিঞ্চিৎ সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে। তাঁরা উর্দু ও বাংলা উভয়কে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, যদিও অন্য কতকগুলি ভাষার বিষয় তাঁরা বিবেচনা করতে স্বীকৃত হয়েছেন, কিন্তু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার আসনে আসীন দেখলেই আমরা চরিতার্থ হব না, যদি না সেই সঙ্গে আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধিকেও না পাই। তার জন্য সবর্বপ্রথম প্রয়োজন পুবর্ববঙ্গের সমস্ত সাহিত্যিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং সাহিত্যের উন্নতি প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বনের জন্য একটি সুপরিকল্পিত পন্থা নির্দ্দেশ করা। এই জন্য এইরূপ সাহিত্য সম্মেলনের আজ বিশেষ গুরুত্ব দাঁড়িয়েছে। আশা করি সমবেত সাহিত্যিকগণ এ বিষয়ে অবহিত হবেন।

আমরা চাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ন্যায় একটি কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি যার পরিচালনাধীনে প্রতি বৎসরে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ সম্মিলনীর অধিবেশন হবে। যাতে সাহিত্যিকরা আমাদের সাহিত্যের উন্নতির পন্থা নির্ধারণ ও ভাবের আদান প্রদানে সমর্থ হবেন। এই জন্য একটি কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি স্থাপনের বা গ্রহণের কথাও এই সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গ বিবেচনা করবেন এই আশা করি। ঘরে ঘরে সাহিত্য সভা মন্দ কথা নয়; কিন্তু চাই একটি কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি, যার নিজস্ব কার্য্যালয় থাকবে আর মুখপত্র থাকবে। আমরা অভিভক্ত পরাধীন বঙ্গে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি স্থাপন ক'রেছিলুম। এখন স্বাধীন পূর্ববঙ্গে কি একটি উন্নততর কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি স্থাপন করতে পারব না?

বর্ত্তমান অবস্থায় পূবর্ববঙ্গ সরকারের কার্য্যত সহানুভূতি ভিন্ন আমরা আমাদের সাহিত্যিক অভাব দূর ক'রে তাকে সমৃদ্ধিশালী করতে পারি না। সেই জন্য একটি বাংলা একাডেমী বা বাংলা সাহিত্য নিকেতনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমাদের জনপ্রিয় পূবর্ব বাংলা সরকার এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা সম্পর্কে সকলের হয়তো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। এই জন্য আমি এই বাংলা সাহিত্য নিকেতন বলতে কি বুঝি, তা গত অক্টোবর মাসে সিলেটের এক জনসভায় যা বলেছিলুম, এখানে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি।

''এই বাংলা সাহিত্য নিকেতন বলিতে আমি বুঝি কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ন্যায় বরং তদপেক্ষা উন্নততর ও ব্যাপকতর একটি প্রতিষ্ঠান। ইহার জন্য প্রথম প্রয়োজন সুন্দর পরিবেশের মধ্যে আধুনিকভাবে সজ্জিত একটি প্রশস্ত দ্বিতল গৃহ। তাহার সংলগ্ন পুস্তকালয়ে বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি বিশেষতঃ বাংলা ভাষায় মুসলমান রচিত, মুদ্রিত ও অমুদ্রিত সমস্ত বই ও পুঁথি থাকিবে। তাহাতে পাকিস্তারের ধর্ম, ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় আরবী, ফারসী, উর্দু, হিন্দী, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ান, ডাচ, স্পেনিস এবং রুশ ভাষায় লিখিত পুস্তক এবং সাহিত্যিক পত্রিকাগুলি রক্ষিত হইবে। ইহার একটি অনুবাদ বিভাগ থাকিবে। তাহার কার্য্য হইবে বিভিন্ন ভাষা হইতে পাকিস্তানের ধর্ম, সংস্কৃতি, প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কীয় মূল্যবান পুস্তকগুলি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা। ইহার একটি পুস্তক প্রকাশ বিভাগ থাকবে তাহা হইতে বিভিন্ন ভাষায় এবং মুসলমান রচিত মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের সংস্করণ প্রকাশিত হইবে। এই বাংলা সাহিত্য নিকেতনের সহিত পাঠকক্ষ, গবেষণা প্রকোষ্ঠ এবং গবেষণাকারীদের জন্য বাসভবন থাকিবে।

''সৌভাগ্যক্রমে আমরা মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহিত্যসাগর সাহেবের সংগৃহীত অমূল্য পুঁথিগুলির অধিকাংশ পাইয়াছি এবং তাঁহার অবশিষ্ট পুঁথিগুলিও পাইতে আশা করি। কিন্তু আরও অনেক মুসলমান লিখিত প্রাচীন পুঁথি অযত্নে, গৃহদাহ, জলপ্লাবন বা কীটদষ্ট হইয়া চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ব্যাপকভাবে এই সকল পুঁথি আহরণের জন্য কর্মচারী নিয়োগ এবং অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এই পূবর্ববঙ্গ হইতেই ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। চেষ্টা করিলে লোক-সাহিত্য এখনও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও

অর্থাভাবে এই সকল আবশ্যকীয় কাজ করিতে পারিতেছেন না। এই অর্থাভাবের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন পুঁথির সংস্করণ ছাপাইতে পরিতেছেন না।

.... সুতরাং এখন আমাদের একমাত্র ভরসা যে প্রস্তাবিত বাংলা সাহিত্য নিকেতন পূবর্ববঙ্গ সরকার কর্তৃক স্থাপিত হইয়া এই সমস্ত সাহিত্যিক অভাব দূর করিতে অগ্রসর হইবে।''

আমি সর্বপ্রথম ১৯৪৮ সালের সাহিত্য সম্মেলনে এই একাডেমী কথা বলেছিলুম। ''আমাদিগকে একটি একাডেমী (পরিষদ) গড়তে হইবে, যার কর্ত্তব্য হবে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ বাংলায় প্রকাশ। এজন্য এক পরিভাষা সমিতি প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে আরবী, পারসী এবং উর্দু ভাষা থেকে পাকিস্তানের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বইগুলির অনুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয়।''

প্যারিসে **অপধফবসরব ঋৎধহপধরংব-**এর নিয়ন্ত্রনাধীনে ফরাসী অভিধান সংকলন করা হয়েছে, তাতে যেসব শব্দ আছে তাছাড়া ফরাসী সাহিত্যে অন্য শব্দ ব্যবহার করবার কারো অধিকার নেই। আমাদের এই সাহিত্য নিকেতনেরও কাজ হবে এইরূপ একটি অভিধান সংকলন করা। কিন্তু দক্ষ কর্ণধার না হলে নৌকা যেমন মাঝ দরিয়ায় ডুবে যায় সেইরূপ এই সাহিত্য নিকেতনের যদি উপযুক্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত না হয় তবে তাঁর দ্বারা ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ঠ হবারই আশঙ্কা বেশী আছে। আশা করি আমাদের জনপ্রিয় সরকার বিশেষতঃ শিক্ষামন্ত্রী আমাদের এই মন্তব্যটি ধীরভাবে বিবেচনা করে দেখবেন।

ভূতপূবর্ব লীগ সরকারের আমলে বাংলা ভাষা ও অক্ষর সম্বন্ধে যে কৃত্রিম সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছিল দুঃখের বিষয় এখনও পর্যন্ত কেউ কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, এই প্রসঙ্গে আমি ১৯৪৮ সালে ঢাকায় সাহিত্য সম্মেলনে যা বলেছিলুম এখানে তা উদ্ধৃত করার প্রয়োজন মনে করছি।

''মূল আর্য্যভাষার সঙ্গে মিশেছে আদি যুগে কোল, মধ্যযুগে ফারসী ও পারসীর ভিতর দিয়ে কিছু আরবী ও যৎসামান্য তুর্কি এবং পরবর্তী যুগে পর্তুগীজ আর ইংরেজী। দুচারটা দ্রাবিড়, মোঙ্গলী, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি ভাষার শব্দও বাংলায় আছে। মিশ্র ভাষা বলে আমাদের কিছু লজ্জা নেই। পৃথিবীর সবর্বাপেক্ষা চলিত ভাষা ইংরেজির প্রায় দশ আনা শব্দসমষ্টি বিদেশী। পশ্চিম বাংলার পরিভাষা নির্ম্মাণ সমিতি খাঁটি সংস্কৃত ভাষায় পরিভাষা রচনা করেছেন। পাঠ্য পুস্তকে এইরূপ খাটি আর্য্য ভাষা চলতে পারে কিন্তু ভাষায় চলে না। আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষার ক্ষেত্রে গোড়ামি বা ছুঁৎমার্গের কোনও স্থান নেই।''

''ঘৃণা ঘৃণাকে জন্ম দেয়। গোঁড়ামি গোঁড়ামিকে জন্ম দেয়। একদল যেমন বাংলাকে সংস্কৃত-ঘেঁষা করতে চেয়েছে, তেমনি আর একদল বাংলাকে আরবী-পারসী ঘেঁষা করতে উদ্যত হয়েছে। একদল চাচ্ছে খাঁটি বাংলাকে বলি দিতে, আর এক দল চাচ্ছে 'জবে' করতে। একদিকে কামারের খাঁড়া, আর একদিকে কসাইয়ের ছুরি।''

''নদীর গতিপথ যেমন নির্দ্দেশ করে দেওয়া যায় না, ভাষারও তেমনি। একমাত্র কালই ভাষার গতি নির্দ্দিষ্ট করে। ভাষার রীতি (style) ও গতি কোন নির্দ্দিষ্ট ধরা-বাঁধা নিয়মের অধীন হতে পারে না। ফরাসী ভাষায় বলে Le style c'est I' homme- ভাষার রীতি সেটা মানুষ-অর্থাৎ মানুষে যেমন তফাৎ, প্রত্যেক লোকের রচনাতেও তেমনি তফাৎ থাকা স্বাভাবিক। এই পার্থক্য নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা-দীক্ষা, বংশ এবং পরিবেষ্টনীর উপর। মোট কথা ভাষা হওয়া চাই সহজ, সরল এবং ভাষার রীতি (style) হওয়া চাই স্বতঃস্ফুর্ত্ত, সুন্দর ও মধুর। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত ভাষা ভাব প্রকাশের জন্য, ভাব গোপনের জন্য নয়, আর সাহিত্যের প্রাণ সৌন্দর্য্য, গোঁড়ামি নয়।

''কিছুদিন থেকে বানান ও অক্ষর সমস্যা দেশে দেখা দিয়েছে। সংস্কারমুক্তভাবে এগুলির আলোচনা করা উচিত এবং তার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পরামর্শ সমিতি গঠন করা আবশ্যক। যারা ধ্বনিতত্ত্বের সংবাদ রাখেন, তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য যে বাংলা বানান অনেকটা অবৈজ্ঞানিক, সুতরাং তার সংস্কার দরকার। কেউ কেউ আরবী হরফে বাংলা লিখতে উপদেশ দিয়েছেন। যদি পূবর্ব বাংলার বাইরে বাংলাদেশ না থাক্ত আর যদি গোটা বাংলাদেশে মুসলমান ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় না থাকত তবে এই অক্ষরের প্রশ্নটা এত সঙ্গীন হত না। আমাদের বাংলাভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না। আরবী হরফে বাংলা লিখলে বাংলার বিরাট সাহিত্য ভান্ডার থেকে আমাদিগকে বঞ্চিত হতে হবে। অধিকন্তু আরবীতে এতগুলি নূতন অক্ষর ও স্বরচিহ্ন যোগ করতে হবে যে বাংলার বাইরে তা কেউ অনায়াসে পড়তে পারবে না।

''বিদেশীর জন্য অক্ষর জ্ঞানের পূবের্ব ভাষাজ্ঞান এমন অদভুত কল্পনা এ বৈজ্ঞানিক যুগে খাটে না। অক্ষর সম্বন্ধে বিবেচনা করতে হলে ছাপাখানা, টাইপ-রাইটার, শটহ্যান্ড এবং টেলিগ্রাফের সুবিধা অসুবিধার কথা মনে রাখতে হবে। বিশেষ করে বাংলাকে যখন পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা হচ্ছে তখন বাংলা ভাষার রাজনৈতিক সম্ভাবনা ও উপযোগিতার কথা চিমত্মা করারও প্রয়োজন রয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য Basic English- এর মত এক সোজা বাংলার বিষয় আমাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যদি ৮৫০টি ইংরেজী কথায় সমস্ত প্রয়েজনীয় ভাব প্রকাশ করতে পারা যায়, তবে বাংলায় তা কেন সম্ভব নয়?

পূবর্ব বাংলার জনসংখ্যা গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন, পর্ত্তুগাল, আরব, পারস্য, তুর্কি প্রভৃতি দেশের চেয়ে বেশী। এই সোনার বাংলাকে কেবল জনে নয়, ধনে-ধ্যান্যে, জ্ঞানে-গুনে, শিল্প-বিজ্ঞানে পৃথিবীর যে কোন সত্য দেশের সমকক্ষ হতে হবে। তাই কেবল কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, প্রভৃতি জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিভাগে বাংলাদে উচ্চ আসন নিতে ও দিতে হবে। তার জন্য শিক্ষার মাধ্যম স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আগাগোড়া বাংলা করতে হবে।

আমি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি 'নুরনামার' লেখক নোয়াখালী সন্দ্বীপ নিবাসী আব্দুস হাকিমের একটি কথা আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোককে শুনিয়ে রাখছি :

''যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।

সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি॥

মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেতে বসতি।

দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি॥

দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়।

নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না যায়॥''

সাহিত্যিক বন্ধুগণ, আমি পুরানো হয়েছি, আমার কথাও পুরানো হয়েছে। কিন্তু আমার সব কথা এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু উদ্বোধনী বক্তৃতার সীমা লংঘন করে আপনাদের ধৈর্য্যের উপর অত্যাচার করতে চাই না, তাই করুণাময় আল্লাহ তায়ালার নিকট বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি এবং এই সাহিত্য সম্মেলনের সাফল্যপূর্ণ ও শান্তিময় পরিসমাপ্তি কামনা ক'রে এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

''আল্লাহুমা-ফতাহ্ লনা আবওয়াবি রহমতিক''

হে আল্লাহ্ আমাদের জন্য দয়ার দ্বার উন্মুক্ত কর।
বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ
পাকিস্তান জিন্দাবাদ

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের কার্যনির্বাহক সমিতি

১৯৫২-১৯৫৩

সভাপতি	ঃ	ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন	
সহ-সভাপতি	ঃ	বেগম সুফিয়া কামাল	
		অধ্যাপক সরওয়ার মুর্শেদ	
		আবদুল গনি হাজারী	
		মোস্তফা নূরউল ইসলাম	
সাধারণ সম্পাদক	ঃ	ফয়েজ আহমদ	
সহ-সম্পাদক	ঃ	হাসান হাফিজুর রহমান	
		বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর	
বিভাগীয় সম্পাদক	ঃ	আলাউদ্দিন আল আজাদ	(সাহিত্য)
		ফজলে লোহানী	(সাহিত্য)
		আবদুল্লাহ আলমুতী	(বিজ্ঞান)
		আমিনুল ইসলাম	(চিত্রকলা)
		এম, আর, আখতার	(প্রচার)
সদস্য	ঃ	শামসুর রহমান	
		আনিস চৌধুরী	
		দৌলতেন নেসা খাতুন	
		লায়লা সামাদ	
		সরদার জয়েন উদ্দিন	
		আতাউর রহমান	
		আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	
		আনিসুজ্জামান	
		শেখ লুৎফর রহমান	

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উর্দ্দু বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি	দ্য ডন	৮ই মে, ১৯৫৪

URDU AND BENGALI OFFICIAL LANGUAGES

A new eight clause chapter-'Language of the Republic'-was added to the Basic Principles Committee Report by the Constituent Assembly of Pakistan yesterday.

The chapter "Language of the Republic" was brought before the House by Prime Minister Mohammad Ali and accepted without any amendment. It reads as follows:

(1) The official languages of the Republic should be Urdu, Bengali and such other Provincial languages as may be declared to such by the Head of the State on the recommendation of the Provincial Legislatures concerned.

(2) Members of Parliament shall have a right to speak in Urdu and Bengali in addition of English.

(3) Notwithstanding anything in the above article, for a period of 20 years from the commencement of the constitution the English language should continue to be used for all official purposes of the Republic for which it was# being used immediately before such commencement.

(4) For examinations for the central services, all provincial languages should be placed on an equal footing.

Additional Language

(5) Provision should be made for the teaching of Arabic, Urdu, and Bengali in Secondary schools to enable students to take either one or two of them in addition to the language used as the medium of instruction.

(6) The state should take all measures for the development and growth of common national language.

(7) A commission should be appointed 10 years after the commencement of the constitution to make recommendations for the replacement of English.

On a point of information Khan Abdul Gaffar Khan wanted to know if there were any decisions on provincial languages.

The Prime Minister explained that:

(1) All Provinces were free to use the provincial languages of their choice.

(2) The Head of State also had the powers to declare any provincial language as official language of the Republic on the recommendation of the Provincial Legislature concerned.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কেবলমাত্র উর্দ্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের আহবান-ডঃ হক	দ্য ডন	১১ই মে, ১৯৫৪

URDU ALONE MUST BE OUR STATE LANGUAGE

Dr. Haq's statement

The following is the full text of Dr. Abdul Haq's statement on the state language formula issued yesterday.

"The language formula proposed by the Muslim League Party and subsequently approved by the Constituent Assembly merits careful examination. The authors of the formula have drafted it with great ingenuity and skill, and every word has been so meticulously chosen as destroy the chances of Urdu and disable it from gaining any strength anywhere in Pakistan. In this sedulous care to weaken Urdu the whole formula has been rendered vague contradictory and meaningless.

"The first clause of the formula lays down to State Language for Pakistan-Bengali and Urdu. This is entirely unacceptable to us. To juxtapose two such languages as are opposed to each other in genius and farm is highly objectionable. The Bengali language has Nagri or Sanskrit script. Whereas Urdu is written in Arabic script. Bengali is written from left to right and Urdu from right to left.

"Bengali has been nurtured by famous poets and authors of Bengali and Urdu has had its growth and development in the tradition of Islamic culture and learning. The simile and metaphors, symbols and references of Bengali are mostly taken from the Hindu mythology, while Urdu derives its material and motive force from Arabic and Persian and is steeped in Islamic lore and religious tradition.

Before Partition

"Our demand for Pakistan was based on the argument that we wanted to safeguard our religion, culture and language. It was for this reason that the Architect of Pakistan, Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah had categorically declared in the most unequivocal terms that the state language of Pakistan would be Urdu and Urdu alone, and no other language could be made the state language of Pakistan. We stand by this declaration firmly and consider any deviation from the Quaid's command a betrayal of Pakistan.

Our Ideal

(1) "There can be only one national and state language of Pakistan, and that in the words of the Quaid-i-Azam is Urdu and Urdu alone, and no other language can claim its place.

(2) "Within a year the process of replacing English by Urdu should be so begun that before the end of two years all government offices and courts carry on their business in Urdu. Urdu is fully capable of fulfilling the requirement of an official language for the country.

(3)"Urdu should be made the medium varsities. Beginning with 1955, all stages should be completed with five years, and the books and syllabi required for the purpose should prepared in the meantime.

(4) "The Anjuman Traqqi-e-Urdu is ready to offer any assistance in implementing 2 and 3 above. What is mentioned in clauses.

(5)"Finance should be found for the institution of an Urdu University and Government should also come forward with generous assistance in this connection.

To achieve this aim, we need sincere workers from the various parts of the country. Associations should be formed and money should be found for the many allied tasks. The An juman has not been able to make much headway in this behalf for lack of funds.

No Compromise

"In the end I would say that we are not prepared to make any compromise in this connection. We will not rest content until Urdu is made the state language of Pakistan, for no other language of the subcontinent can compare with the Urdu in respect, of its vastness, its richness of resources, its effectiveness and comprehension in communication of ideas and feeling and its unlimited receptivity. It is, therefore, our claim that Urdu alone can be the national and state language of Pakistan. All other languages .used in one part of the country of the other are regional languages or dialects, which are neither understood nor spoken beyond their limited frontiers.

"Urdu alone has the University to be spoken or understood through continent, and is, therefore, equal to its claim to be the state language of the country."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান গণপরিষদের ভাষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে প্রতিবাদে মওলানা ভাসানী	দ্য ডন	১১ই মে, ১৯৫৪

Bhashani Rejects Constituent Assembly's Decision on State Languages

Maulana Bhashani said. "I am surprised to note that two Ministers of East Pakistan have welcomed the language resolution of Pakistan Constituent Assembly. I consider that no member of the United Front Parliamentary Party should give such opinion on a highly controversial matter like this without referring it to that party.

Maulana Bhashani added, "The resolution of the Constituent Assembly on the demand of the State language of Pakistan is unacceptable to us its entirety as it has completely failed to meet the popular demand of the country. It is an attempt to sidetrack the real issue and to divert the attention of the people to other controversial matters not at all connected with the issue.

"The demand to make Bengali as one of the Slate languages of Pakistan is categorical and unequivocal. All well-wishers of Pakistan demand that Bengali should be adopted as one of the Slate languages here and now it can brook on delay but the resolution adopted by the Constituent Assembly says that it will be given effect after 20 years. Twenty years is a long and far away cry for us and we do not know what will happen to issues like this within the period.

"So this resolution is of no interest to us and it will not help to ease the situations at all rather it will complete the issue. I hope all our countrymen will protest against this mischief with one voice. Resolutions and the movement for making immediately Bengali as one of the Slate languages of Pakistan should be intensified throughout the long and break of the land."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত ‘স্বাধীনতার’ পক্ষে ফজলুল হকের বিবৃতির পুনঃপ্রকাশ	পাকিস্তান অবজারভার	২৫শে মে, ১৯৫৪

East Bengal wishes to he Independent: Fa/lul Haq's Interview with New York Times.

Centre's Attitude to Province Deplored.

New York, May 23: The New York Times today published an interview with East Bengal's Chief Minister, Mr. A.K. Fazlul Huq, quoting him to say that East Bengal "wished to become an Independent State".

The dispatch filed by the Newspaper's Karachi correspondent, who displayed on the front page and also credited Mr. Huq as saying that "independence will be one of the first things to be taken up by Ministry."

Dispatch said: "Leaders of East Pakistan, the largest province of Pakistan, said today it wished to become an Independent Stale."

Mr. Fazlul Huq. Chief Minister of province, made this statement a few hours after a closed-door meeting with the Prime Minister Mohammad Ali.

Mr. Huq, an octogenarian with 50 years of political experience including Chief Minister ship of his present domain, when it was part of Bengal in Undivided India, said: separation of West and East Pakistan by more than one thousand miles of India was one reason for 42 million Bengalees wanting their freedom.

At two-hour interview, he reviewed several cultural and economic points of disagreement between the two zones. These included the language difference (Bengali is used in East Pakistan and Urdu in most of West Pakistan), lack of corridor across India other than by air and lack of revenue balance.

During the election campaign earlier this year in which Mr. Huq's United Front Party defeated the nation-founding Muslim League, Mr. Huq frequently referred to Foreign Exchange earning of East Pakistan jute which provides Centra! Government with most of its dollar and pound revenues. East Pakistan produce about 70 percent of world's raw jute.

Colonial Status

Mr. Huq, who is known as the "Lion of Bengal" (East Pakistan) rented colonial status. He referred to what he described as 'favoritism' in the Central Government offices, particularly preferences given to people of the Punjab province to the exclusion of Bengalees.

After announcing today that he would complete the formation of his Ministry early next month, Mr. Huq, said a cabinet of 20 would lake up the issue of autonomy for East Pakistan.

Discussing possible partition which would be the great blow to the two-nation theory in the sub-continent and conversely victory for Prime Minister Jawaharlal Nehru of India. Mr. Huq talked about building a Bengali navy and spoke of the province's natural defenses.

"He said he had no idea of how soon autonomy could be accomplished. However, independence' will be one of the first things to be taken up by my Ministry."

Centre's Reaction

Asked what reaction would be in the Central Government to a move for partition, Mr. Huq said, "Undoubtedly they will try to resist such a move. But when a man wants freedom, he wants it."

Pakistan was distracted last Saturday by the worst labor riot in her seven-year history. More than 400 persons died, following an outbreak of fighting in the Adamjee Jute Mill in Narayanganj in East Pakistan.

A few days after the Prime Minister accused communists of instigating the riot, Mr. Huq asserted that communists had nothing to do with it. He said, he had asked the Central Government to help the province to investigate into the cause of the riot.

Mr. Huq arrived here for meeting with Central Government officials to discuss the riot and for the meeting of Chief Ministers of provinces. -APP

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ফজলুল হক কর্তৃক প্রকাশিত বিবৃতির প্রতিবাদ	পাকিস্তান অবজারভার	২৬শে মে, ১৯৫৪

"Deliberate Falsehood and Perversion of Facts"

Fazlul Huq Contradicts 'New York Times' Report: Provincial Autonomy for East Pak. pleaded.

Karachi, May 24: "The notes taken by the Karachi correspondent of the New York Times, of my conversation with him contains nothing but deliberate falsehood and perversion of facts," said Mr. A.K. Fazlul Huq, Chief Minister of East Bengal while contradicting a statement published under his name by the New York Times.

He said, "what I actually stated at the interview to the correspondents was, East Pakistan should be an autonomous unit of Pakistan. This is our ideal and we will fight for it."

The following is the full text of Mr. Fazlul Huq's statement, issued to the Press late tonight:

"Today at about 4 p.m. I have had the advantage of having read some of the notes taken by the Karachi correspondent of the New York Times, of my conversation with him on Monday. I regret to have to say that the statement as taken down by him containing nothing but deliberate falsehood and perversion of facts which it is impossible to believe, has been made deliberately. Every word of the statement is baseless, falsehood and every sentence is perversion of truth. It is impossible to contradict such a statement peacemeal, so, I am making the following statement as a whole to give the public an idea of what I said and how much my statement has been mutilated.

What I actually stated at the interview to the correspondents are as follows:

"East Pakistan should be an autonomous unit of Pakistan. This is our ideal; and we will fight for it." I never said for a moment that our ideal is "independence."

I extremely regret that I am so much misunderstood and misreported. Perhaps people come to me with preconceived notions about me. I am not a coward. If I said something I will own it up.

There were two correspondents, the Reuters and the New York Times, at the interview.

They asked me about the defense of East Pakistan. I told them that in the case of aggression, we would expect help from West Pakistan but if no help was forthcoming from West Pakistan we will help ourselves.

I did say that East Pakistan has a fine manpower for a first class Navy.

There was a discussion about this interview at the Prime Minister's House where the correspondents were called in. The correspondent of the New York Times admitted that I did not talk of independence. He said that he had gathered it from my talks.

The New York Times correspondent in Karachi is famous for his notoriety in reporting. Many a sensational stories sent by him from Karachi were ultimately proved baseless. The most ridiculous item published by the paper from its Karachi correspondent is the Language Firing of Dacca in February 1952, in which the double column headline said, "Indian police open fire on Dacca, students: 4 Killed and several injured," but the story following was more ridiculous still. It said that "there were two English Language daily newspapers in Dacca, the Pakistan Observer and the Morning News. The Government banned the Pakistan Observer in protest of which the students organized a strike and the press of the Morning News was gutted down. The Indian police had to open fire to bring the situation under control as a result of which 4 students died and several others were injured. - (Ed., P.O.)

Ali, Huq and Times Reporter confer.

It is understood that on reading the text of Mr. Fazlul Huq's interview with Mr. John D. Challahan of the New York Times, the Prime Minister got together both Mr. Huq and Challahan and put before them the published report of the interview, reports A.P.P.

Mr. Fazlul Huq denied having made some of the statements ascribed to him Mr. Challahan of "New York Times" however struck to his version of the interview and did not retract any part of it.-(A.P.P.)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পকিস্তান কর্তৃক ৯২-ক ধারা প্রবর্তন	পাকিস্তান অবজারভার	৩১শে মে, ১৯৫৪

Section 92-A Promulgated in East Bengal: Maj-Gcneral Iskander Mirza Sworn in as new Governor: "A Grave Emergency Exists."

Karachi, May 30: The Governor-General of Pakistan today promulgated Governor's rule in East Pakistan. His Excellency the Governor-General made the following proclamation on May 29, 1954 which has been published in a Gazette, Extraordinary, dated May 30, 1954 issued by the Ministry of Interior, Government of Pakistan.

"Whereas the Governor-General is satisfied that a Grave Emergency exists and thereby the security of East Bengal is threatened and that a situation has arisen in which the Government of East Bengal can't be carried on in accordance with the provisions of Government of India Act of 1935.

"Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 92-A of the Act, the Governor-General is pleased to direct the Governor of East Bengal to assume on his behalf all powers vested in or exercisable by the Provincial Legislature."

The proclamation also suspends the operation of certain sections of the? Act.

Major-General Iskander Mirza was sworn in as Governor of East Pakistan at 6 p.m. today.

The oath of office and allegiance was administered by the Chief Justice of Dacca High Court, Sir J. H. Ellis.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সরকার কর্তৃক ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা	পাকিস্তান অবজারভার	৩১শে মে, ১৯৫৪

Action taken to preserve integrity of Pakistan: Prime Minister's Broadcast

Karachi, May 30: Pakistan Prime Minister Mr. Mohammed Ali told the nation over the radio this evening, "Our sole aim in taking over the administration of the province is to save East Bengal and preserve the integrity of Pakistan."

The Prime Minister in a 29-minute broadcast immediately after the imposition of section 92-A in East Bengal gave a graphic survey of the situation leading to this drastic step by the Central Government. He said, the administration of East Bengal had "virtually broken down" and the Fazlul Huq Ministry was not able to secure the lives and properties of the people of the province.

Mr. Mohammed Ali -assured the nation that in coming to this decision we have not been influenced in the slightest degree by the fact that the provincial ministry was not a Muslim League Ministry but a United Front Ministry. He added the centre did not hesitate to dismiss the Muslim League Ministries in Sind and the Punjab when similar situation arose in the past

Centre's Information

Mr. Mohammed Ali said that in the light of information in possession of the Government two factors stood out clearly, Firstly, disruptive forces and enemy agents were actively at work in East Bengal to undermine the integrity of Pakistan by setting Muslim against Muslims, class against class and the province against the centre. The second factor was that Mr. Fazlul Huq and his colleagues were "not prepared to made the action necessary to cope with this situation".

The Prime Minister detailed the tragic events resulting from the nefarious activities of subversive elements in East Bengal and referred to the troubles in the industrial centers of Chittagong, Narayanganj and Khulna immediately after the results of the United Front Victory which came to be gradually announced.

He proceeded to mention the "Serious riot" at the Chandraghona Paper Mills where 13 persons were killed, the disturbance between the jail staff and the public at Dacca and Finally the "proudly tragic" riot at Adamjee Jute Mill in which over four hundred persons including innocent women and children were killed.

The Prime Minister asserted that the modus operandi in all these disturbances was identical. He declared, "no government could afford to ignore a situation pregnant with such disastrous possibilities for the well being of the province and the future of Pakistan".

He disclosed that on 17th May directives were issued to the Provincial Government requiring them to take certain actions to cope with the situation that had arisen. At the

same time the Provincial Government was assured that Centre would give them "every assistance in the restoration and maintenance of order in the province.”

Centre's Directive Ignored

Mr. Mohammed Ali pointed out that the action suggested by the Central Government, Mr. Fazlul Huq publicly repudiated the suggestion that communists or other subversive elements had any hand in the disturbances. He added the United Front leaders made the fantastic allegation that the centre and the Muslim League had instigated these riots to discredit the United Front. "This", he said, "was of course a deliberate falsehood and wicked attempt to mislead the people and make political capital out of a great tragedy."

Mr. Mohammed Ali declared that Mr. Huq's recent statements viewed against the background of his Calcutta Utterances had convinced him and his colleagues that they had to deal with a political leader who was fundamentally opposed to Pakistan. It was clear that neither he nor his cabinet was Fit to administer the Province or could be trusted to restore peace and confidence and work for the prosperity of 42 million people. The centre had, therefore, no other alternative but the dismissal of the Huq Ministry.

The Prime Minister gave no indication in his broadcast as to how long the Governor's rule would continue in the province but added that section 92-A would remain in force “until such time as normal conditions have been restored in the province and ministry representative of the people and worthy of the people's confidence can function successfully".

Warning to people

He warned the people against the internal enemies and dangers of provincialism and appealed to the youth not to be misled by the enemies. He also told the members of services to do their duty in accordance with their duty in freedom from fear of victimization and restore social and administrative order.

Referring to Mr. Fazlul Huq's talks with the Central Government Mr. Mohammed Ali said that he and his colleagues were solely disillusioned and were left in no doubt that the United Front Ministry would not and could not be depended upon to take effective measures to meet the situation. "It was clear that since his last visit to Karachi Mr. Fazlul Huq's psychological makeup had undergone a remarkable metamorphosis."

The Prime Minister disclosed that during his previous visit here Mr. Huq had expressed concern over the growth of communism in his province and even favored a strong centre but during his second visit he maintained that there were no communists and no communism in East Bengal.

New York Times Again

Mr. Mohammed Ali also, made a reference to Mr. Fazlul Huq's interviews with Reuter and the New York Times in which he was reported to have stated that his objective was to secure independence for East Bengal and later issued a denial to this

statement. "Three days later, however," said Mr. Mohammed Ali, "Mr. Fazlul Huq had again changed his mind and in the coarse of certain discussions plainly told us that his objective was an independent East Bengal".

Mr. Mohammed Ali also quoted Mr. Huq's statements made in Calcutta to which he later issued "evasive explanation" and declared "I leave Mr. Fazlul Huq and his various statements to the contemplation and judgment of my countrymen. I have no doubt that their verdict will be that Mr. Fazlul Huq is a traitor to Pakistan." He also quoted the opinions publicly expressed by the Qaaid-e-Azam about Mr. Fazlul Haq whom he had called "a curse."

Full Text

Following is the full text of the Prime Minister's broadcast

"My colleagues and I have recently had under careful consideration the present situation in East Bengal. We have gratefully come to the conclusion after discussion with the Chief Minister, East Bengal, and his colleagues, in Karachi, that the administration in the province has virtually broken down, that the present Ministry is not able either to secure the lives and properties of the people of East Bengal or to inspire that confidence in the administration and the people which is a essential prerequisite to the working of an orderly and progressive Government. We have therefore, decided to assume the provincial administration under section 92-A of the Government of India Act 1935, as adopted by Pakistan. Accordingly, necessary orders under section 92-A dismissing the Provincial Ministry have been promulgated.

"They will remain in force for the minimum time necessary to restore law and order and public confidence so that parliamentary Government."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান গণপরিষদ বাতিল ঘোষনা	পাকিস্তান অবজারভার	২৫শে অক্টোবর, ১৯৫৪

G-G Dissolves Constituent Assembly: State of emergency proclaimed: Ali heads new 8-member cabinet: Ayub Khan Defense Minister and Commander-in-Chief.

Karachi: The Governor-General of Pakistan has declared State of Emergency throughout Pakistan today.

The constituent Assembly has been dissolved.

The Proclamation said that the ultimate authority vests in the people who will decide all issues including constitutional issues through the representatives to be elected afresh. Elections will be held "as early as possible".

Until fresh elections are held the administration of the country will be carried on by a reconstituted cabinet.

Prime Minister has been called upon to reform the cabinet. The invitation has been accepted.

A press Communiqué issued by Cabinet Secretariat said, "The following proclamation has been issued by the Governor-General and published in a *Gazette, Extraordinary*, today:

The Governor-General having considered the political crisis with which the country is faced with deep regret has come to the conclusion that the constitutional machinery has been broken down. He, therefore, has decided to declare a state of emergency throughout Pakistan. The Constituent Assembly as at present constituted has lost the confidence of the people and can no longer function.

The ultimate authority vests in the people who will decide all issues including constitutional issues through their representatives to be elected a fresh. Elections will be held as early as possible.

Until such time as elections are held, the administration of the country will be carried on by a Constituent Cabinet. He has called upon the Prime Minister to reform the Cabinet with a view to giving the country a vigorous and stable administration. The invitation has been accepted.

The security and stability of the country are of paramount importance. All personal, sectional and provincial interests must be subordinated to the supreme national interest."

NEW CABINET

Karachi: An eight member cabinet with Mr. Mohammed Ali as Prime Minister was sworn in at the Governor-General's House this evening.

The new ministers with their portfolios allotted to them are:
General Ayub Khan-Defense.

Mr. Ghyasuddin Pathan-Food and Agriculture and Parliamentary Affairs

Mir Ghulam Ali Khan Talpur-Information, Broadcasting and Education.

Mr. M. A. H. Ispahani-Industries and Commerce.

Maj-Gen. Iskander Mirza-Interior, States and Frontier region.

Choudhury Mohammed All-Finance, Kashmir Affairs and Refugee and Rehabilitation

Mr. Mohammed Ali, Prime Minister-Foreign Affairs and Communications.
Dr. A. M. Malik-Health and Works.

Two State Ministers

Mr. Murtaza Reza Choudhury and Sardar Ameer Azam Khan will continue as Ministers of state for Finance and Defence respectively-APP.

General Ayub Khan will also continue as Commander-in-Chief, Pakistan Army.

ALI'S BROADCAST.

Karachi: Prime Minister Mohammed Ali, a few minutes after the swearing in ceremony of his 8-men new Cabinet told the Nation over Radio Pakistan that the People will be given an opportunity to elect a fresh Constituent Assembly "as early as possible".

Mr. Ali said that some of the actions of the Constituent Assembly were questioned by the majority of the people and that it had failed to inspire confidence in them. In fact, its actions had the contrary effect.

He declared that the constitution making has not more important than the security of the country.

Following is full text of the Prime Minister's broadcast:

"Fellow countrymen, most of you have no doubt heard that the Governor-General has issued a proclamation today declaring a State of Emergency throughout Pakistan. He considers that the Constituent Assembly as at present constituted has lost the confidence of the people can no longer function. The ultimate authority vests in the people who must decide all issues including constitutional issues through representatives to be elected afresh. For that purpose elections will be held as early as possible. Until such time as the elections are held, the administration of the country has to be carried on. The Governor- General, therefore, called upon me to reconstitute the Cabinet so as to give the country a vigorous and stable administration. This invitation I accepted. It was a duty which in this hour of crisis I owed to the country and to you, my beloved countrymen. I have accordingly reconstituted the Cabinet which was sworn in about 15 minutes ago. Certain

actions of the Constituent Assembly have provoked a storms of indignations throughout the country. Recently by far the majority of you have seriously questioned its confidence to speak for them, with result that its decisions have ceased to command that general acceptance by the people which is sin quo non of a workable and stable constitution. It has failed to inspire confidence in the country as to consolidate our people.

Growing Concern

In fact, some of its recent decisions have had quite the opposite effect. Under the circumstances, it became manifest that it no longer was in a position to function effectively. Some indication of these distressing developments began to reach me soon after 1 left for the United States. Since then I have watched with growing concern the progressive deterioration in the political situation in the country following a rapid decline in the prestige and authority of the Constituent Assembly. On my return I found that a situation has developed in which the Governor-General had to take the action he has taken in the larger interest of Pakistan. The destiny of the country could no longer be left to the caprices of an assembly which, instead of safeguarding the interests of Pakistan, was becoming increasingly subject to internal strain and bickering. Constitution making is important but more important by far is the security and stability of our country. These must at all times be fully assured. Constitution making by the present Constituent Assembly has resulted in developments which threatened to imperil our national unity. It was provoked personal, sectional and provincial rivalries and suspicions. *

These have to be curbed and Pakistan's interest must be put above everything else. This is what the Governor-General's action envisages. This is what my new Cabinet and I, your servant, will always have in view. In this 1 am fully confident of your whole hearted support. The only course open under the circumstances is to appeal again to you who are the true custodians of Pakistan. Therefore as early as possible you will be given an opportunity to elect your new representatives. They will have a fresh mandate from you to frame a Constitution such as I trust, will advance not reverse the process of welding our people into a single, united, progressive and strong nation. -APP.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী দিবসে ফজলুল হকের ভাষণ	যুক্তফ্রন্ট	১০ই এপ্রিল, ১৯৫৫

১০ই এপ্রিল রবিবার

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পল্টন ময়দানের জনসভায়

সভাপতি শেরে বাংলা জনাব এ, কে, ফজলুল হকের ভাষণ

আমার প্রিয় পাকিস্তানী ভাইগণ,

আজ দেশ ও জাতির অতি সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত্তে আমি আপনাদিগকে এই ‘‘গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবস’’ প্রতিপালনে আহবান জানাইয়াছি। ইংরাজ শাসনের ১৮২০ সাল হইতে আরাম্ভ করিয়া ১৯৪৬ সাল পযর্ন্ত সোয়া শত বৎসর ধরিয়া পাক-ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিকগণ বিভিন্ন আন্দোলনের ভিতর দিয়া যে জীবনাহুতি প্রদান করিয়া আসিয়াছেন তাহারই ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সালে আমরা আজাদ পাকিস্তান লাভ করিয়াছি। এই আজাদীর সংগ্রামে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক জানমাল কোরবান করিয়া যে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার স্মরণ করিলে উক্ত ত্যাগী বীরদের জন্য স্বতঃই মস্তক অবনত হইয়া আসে। শাহদত বরণ করিয়া, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়া, কারাবরণ করিয়া এবং যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি বিসর্জন দিয়া আমার লক্ষ লক্ষ দেশবাসী যে আজাদী হাসিল করিয়াছে সেই আজাদীর ফল কি আমরা ভোগ করার সুযোগ পাইয়াছি? কিরূপ আজাদীর জন্য সংগ্রাম করিয়া ঐ সব মনীষীগণ নিজদিগকে কোরবানী কারিয়াছিলেন এবং সেই আজাদী কাহাকে বলে? যাহাতে প্রত্যেকটি মানুষ তাহার জন্মগত গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ করিতে পারে এবং সেই অধিকারের বলে দেশবাসীর জন্য জনগণের প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে উহারই নাম প্রকৃত আজাদী। আপনারা সকলে সেই আজাদীর জন্যই সংগ্রাম করিয়াছেন, আমরাই সেই আজাদীই চাহিয়াছি। কিন্তু আফসোস আজ পর্য্যন্ত আমরা সেই আজাদীর স্বাদ গ্রহণ করতে সমর্থ হই নাই। আমাদের আজাদী প্রাপ্তির পর প্রায় ৮ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া চলিল-ইংরাজ জাতির সৃষ্ট ভারত শাসন আইন দ্বারাই আজও আমাদিগকে শাসন করা হইতেছে, আমাদের আজাদ পাকিস্তানের উপযোগী শাসনতন্ত্র আজও আমরা পাই নাই। বিগত ৭ বৎসরের শাসন পাকিস্তানকে প্রায় দেউলিয়া করিয়া ফেলিয়াছে।

অতীতের কথা বেশী ঘাটিয়া লাভ নাই-আমি বর্তমান সম্পর্কে এখন আপনাদিগকে কিছু বলিতে চাই। গত বৎসর এই এপ্রিল মাসের ৩রা তারিখে আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কায়েম হয় এবং উহার ৫৭ দিন পরই উক্ত মন্ত্রিসভা বাতিল করতঃ গভর্ণর পরিচালিত আমলাতান্ত্রিক শাসন চালু করা হয়। জনসংখ্যার শতকরা সাতানববই জনের ভোটে নিবর্বাচিত আইন পরিষদের সভ্যগণকে সাসপেন্ড করতঃ আইন সভাকে অকেজো করিয়া রাখা হয়। বহু যুক্তফ্রন্ট এম,এল,এ-সহ শত শত কর্মীকে নিরাপত্তা আইন বলে গ্রেফতার করিয়া জেলে আটক রাখা হয়, আজও উহাদের অনেকে কারাগারে পচিতেছেন। আমরা জনসাধারণের ভোট লইয়া আসিয়াছি, মানুষ আমাদের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে, আশা করিয়া রহিয়াছেন আমাদের হাত দিয়া আল্লাহ তাহাদের দুঃখ মোচন করাইবেন। কিন্তু আমরা কোন কাজ করার সুযোগ ও সময়ই পাইলাম না। কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের ফলে পাঞ্জাবে হাজার হাজার লোক মারা যাওয়ার পর দওলতানা মন্ত্রিসভা ডিসমিস করা হইয়াছিল সত্য কিন্তু ৯২(ক) ধারা জারী করিয়া আইন পরিষদকে অকেজো করিয়া রাখা হয় নাই। কিন্তু আমাদের এই পূর্ব বাংলার বেলায় ঐরূপ অভূতপূর্ব কার্য্য দ্বারা পাকিস্তানের অত্রাঞ্চলের জনগণের মনে ভীষন আঘাত করা হইয়াছে।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ডিসমিস করিবার পর হইতে আজ পর্যন্ত দশ মাসের বেশী সময় চলিয়া গিয়াছে আমরা এবং আমাদের দেশবাসী তদবধি শামিত্ব পূর্ণমাত্রায় বিরাজ রাখিয়া চলিয়াছি উচ্চপদস্থ সরকারী লোকেরাও এ কথা বহুবার স্বীকার করিয়াছেন। কোথাও কোন গোলমাল বা কোন জরুরী অবস্থা আদৌ দেখা দেয় নাই, তথাপি ৯২(ক) ধারা শাসনের অবসান হইতেছে না, জনগণের শাসন জনপ্রতিনিধিদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে না। কিছুদিন যাবৎ যুক্তফ্রন্ট দলের ভিতর বিভেদের অজুহাত দেখাইয়া গণ-শাসনকে দাবাইয়া রাখার প্রচেষ্টা চলিয়াছে। অল্পবিস্তর মতান্তর সব দেশে সব পার্টিতেই থাকে কিন্তু উক্তরূপ মতান্তরের অজুহাতে কোন স্বাধীন দেশে কোনকালে পার্লামেন্টারী শাসন আটকাইয়া রাখার রীতি নাই। ইউরোপীয় বহু দেশে কোন দলের যথোযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবেই মন্ত্রিসভা পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গাগড়া হইয়া থাকে কিন্তু তথাপি ঐ অজুহাতে পার্লামেন্টারী শাসন হইতে দেশবাসীকে বহির্গত করা হয় না। কোন কোন মহল হইতে সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হইয়ায়ে- আমি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট গ্রহণযোগ্য নই বলিয়া এখানে পার্লামেন্টারী শাসন প্রবর্তন সম্ভব হইতেছে না। এইরূপ অহেতুক উক্তির তাৎপর্য আমি বুঝিতে অক্ষম। কেন্দ্রীয় সরকার বা তাহার নিয়োজিত প্রাদেশিক গভর্ণর যাহাকে আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থাভাজন বলিয়া মনে করিবেন তাহাকেই আইনানুসারে মন্ত্রিসভা গঠন করার জন্য আবেদন করিতে পারেন সুতরাং কোন ব্যক্তি গ্রহণযোগ্য বা কোন ব্যক্তি গ্রহণযোগ্য নয় ইহা যাচাই করার গভর্ণরের নিকট একমাত্র মাপকাঠি হইতেছে পরিষদ সভ্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। নিবর্বাচনের প্রাক্কালে আমি পূর্ব বাংলার সবর্বত্র ঘুরিয়া ঘোষণা করিয়াছিলাম। যে যুক্তফ্রন্ট দলের সভ্যদের ভোট দেওয়া হইলে সেই ভোট আমাকেই দেওয়া হইবে। দেশবাসী আমার সেই আহবানে আশাতীত সাড়া দিয়াছিলেন, সুতরাং আমার দেশবাসী আমাকে ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত আমি তাহাদিগকে ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ ত্যাগ করিতে পারি না। কিন্তু তাই বলিয়া আমার জন্য পার্লামেন্টারী শাসন আটকিয়া থাকার কোনই কারণ নাই। প্রাদেশিক গভর্ণর যদি মনে করেন আমাকে ছাড়া অন্য কেহকে দিয়া জনগণের ও পরিষদের গরিষ্ঠসংখ্যক সভ্যদের আস্থাভাজন কোন মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব তিনি বিলক্ষণ তাহা করিতে পারেন। আমি আজ এই প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করিতেছি যে আমি চাই জনগণের আস্থাভাজন পার্লামেন্টারী শাসন কোন ব্যক্তির জন্য তাহা রহিত হইয়া থাকিতে পারে না কারণ ব্যক্তি চেয়ে দেশ ও জাতি অনেক বড়। যে যুক্তফ্রন্ট দল শতকরা সাতান্নববইটি ভোট পাইয়া জয়ী হইয়াছে সেই দলকে তথা সাড়ে চারি কোটি পূর্বপাকিস্তান বাসীকে তাহাদের জন্মগত গণতান্ত্রিক শাসনাধীকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখার কোন অধিকার কোন সরকারের বা কেহরই নাই।

এতক্ষনে শুধু পার্লামেন্টারী শাসনের কথা আমি বলিয়াছি এখন উহা হইতেও গুরুতর একটি বিষয়ের কথা আপনাদিগকে বলিব। আপনার জানেন গত বৎসর ২৪শে অক্টোবর তারিখে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল একটি ঘোষণা দ্বারা গণপরিষদ বাতিল করিয়া দিয়া উক্ত ঘোষণায় বলিয়াছিলেন যে জনগণই সকল ক্ষমতার অধিকারী এবং জনগণের ইচ্ছানুসারেই সব কিছু করা হইবে। সারা দেশের লোক গভর্ণর জেনারেলের উপরোক্ত ঘোষণা শুনিয়া বড়ই আশান্বিত হইয়াছিল। গত ১০ই মার্চ্চ তারিখে পাকিস্তান ফেডারেল কোর্টে জনাব তমিজদ্দিন খার মামলা পরিচালনার সময় কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়োজিত কৌসুলি মিঃ ডিমপলক আদালতের নিকট উক্ত সরকারের নির্দ্দেশানুসারে নিবেদন করিয়াছিলেন যে গভর্ণর জেনারেল বর্ত্তমান প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির মাধ্যমে নিবর্বাচনের সাহায্যে একটি নূতন গণপরিষদ গঠন করিতে ইচ্ছুক রহিয়াছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কতগুলি ঘটনাপ্রবাহের ফলে জনগণ উদ্বিগ্ন ও আশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু উদ্বেগ ও আশঙ্কার কারণ এই যে ইদানীং সরকার সভ্য মনোনয়ন দ্বারা একটি শাসনতন্ত্র রচনাকারী কমিটি গঠন করিতে চান বলিয়া বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে, আবার এমন কথাও শুনা যাইতেছে যে অর্ডিন্যাসের সাহায্যেও সরাসরি একটি শাসনতন্ত্র জারী করা সম্ভব। এইভাবে জনগণের সম্মতি ব্যতিরেকে যদি কোন শাসনতন্ত্র রচনাকরী কমিটি গঠন করতঃ উহার সাহায্যে বা সরাসরি কোন অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া কোন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা স্বাধীনতার মূলনীতিকেই অস্বীকার করা হইবে এবং উহা কিছুতেই জনগণের গ্রহণযোগ্য হইবে না।

উপরোক্ত দুইটি বিষয়ে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া মানুষের জন্মগত নাগরিক গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে আমি অদ্যকার দিবসটি ঘোষণা করতঃ আমার দেশবাসীকে যথাযথভাবে ইহা প্রতিপালন করিবার অনুরোধ জানাইয়াছি। গভর্ণর জেনারেলের ২৪শে অক্টোবর ঘোষণার ভাষায় চূড়ান্ত ক্ষমতায় অধিকারী আপনারা

জনগণই; তাই আপনাদের সমবেত অভিমত জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে এই সভার আয়োজন করা হইয়াছে। আপনারা দলমত নিবির্বশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে সাড়ে সপ্তকোটি কণ্ঠে আওয়াজ তুলুন গণতন্ত্র বিরোধী কোন কার্য্যকলাপ আমরা এই আজাদ পাকিস্তানে বরদাস্ত করিব না। দেখিবেন আপনাদের সমবেত আওয়াজের ফলে গণতন্ত্র বিরোধী সকল চক্রান্ত ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। মনে রাখিবেন গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্ব পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বেলুচি, বাঙ্গালী সকলেরই সমান।

যুক্তফ্রন্টের অন্যতম নেতা মওলানা ভাসানী আজ দেশের বাহিরে। তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন সম্পর্কে সরকারী কোন বাধানিষেধ আছে কিনা তাহা আমার জানা নাই। পাকিস্তানের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সম্পূর্ণ অধিকার মওলানা ভাসানীর রহিয়াছে। প্রকৃতই যদি তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিয়া থাকে তবে তাঁহার বিচার হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন সম্পর্কে কোন বাঁধানিষেধ থাকিতে পারে না। ঐরূপ বাঁধা-নিষেধ গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আমি বহুবার রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছি। আজ পর্যন্ত বহু রাজবন্ধীকে জেলে পচান হইতেছে। ইহার প্রতিবাদ আমি এবং অন্যান্য বহু ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছি। সরকার আমাদের কথায় কানই দিতেছে না। উপসংহারে আমি পুনরায় আমার দেশবাসীকে আজাদ পাকিস্তানের আজাদ নাগরিক হিসাবে সবর্বপ্রকার গণতন্ত্র বিরোধী কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে আহবান জানাইতেছি। আপনারা আজ ওয়াদা করুন এবং সমস্বরে আওয়াজ তুলুন পাকিস্তানের গণতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না। আমীন!!

পাকিস্তান জিন্দাবাদ!

যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ!!

গণতন্ত্র জিন্দাবাদ!!!

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভাসানীকে দেশে প্রবেশ করতে দেবীর দাবী	ঢাকা রাজনৈতিক কর্মবৃন্দ	এপ্রিল, ১৯৫৫

দীর্ঘদিন পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী ঢাকায় আগমন কররিতেছেন। রোগমুক্তি এবং কেন্দ্রীয় সরকার যোগদানের পর শহীদ সাহেবের এই আগমনী সংবাদ নিঃসন্দেহে আনন্দদায়ক হইতে যদি না এই তথাকথিত কনভেনশনে পূবর্ববঙ্গ হইতে প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পুলিশ মন্ত্রী মিঃ এস্কান্দার মির্জাসহ ঢাকায় আগমন করিতেন। তিনি যে তথাকথিত কনভেনশনের সদস্য মনোনয়নের জন্য পূবর্ববঙ্গে আগমন করিতেছেন তাহাকে ইতিমধ্যেই বেআইনী ও গণতন্ত্র বিরোধী বলিয়া বিভিন্ন দায়িত্বশীল মহল হইতে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। বিশেষভাবে এই কনভেনশনে গণতন্ত্র বিরোধী সংখ্যাসাম্যের ব্যবস্থা করিয়া পূবর্ববঙ্গের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে পদদলিত করা হইয়াছে। এবং ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আইনে জনসংখ্যার অনুপাতে গণপরিষদের আসন বন্টনের যে মূলনীতি ঘোষণা করা হইয়াছিল, সংখ্যাসাম্যের ব্যবস্থা করিয়া সেই নীতিকেই হত্যা করা হইয়াছে। আর আট কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত একটি দেশের শাসনতন্ত্র রচনার মত একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিবর্বাচিত গণপরিষদ ছাড়া অন্য কোন কনভেনশন, কনফারেন্স দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না।

তাহা ছাড়া পূবর্ব-বঙ্গের সাড়ে চার কোটি নির্যাতিত মানুষ আকুল আগ্রহে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতেছি। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় হামিদ খান ভাসানীর দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতেছে। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদানের পূবের্ব এবং পরে বারবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, মওলানা সাহেবকে সঙ্গে লইয়া তিনি পূবর্ববঙ্গে আগমন করিবেন কিন্তু কার্যত আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, যে ব্যক্তি মাওলানা সাহেবকে কম্যুনিষ্ট, দেশদ্রোহী এবং দেশের সমগ্র মানুষের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে নানারূপ জঘন্য উক্তি করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়াই শহীদ সাহেব পূবর্ববঙ্গে আগমন করিতেছেন। আমরা তাঁহারা এই যুগল আগমনের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।

দীর্ঘ পাঁচ মাস জনাব শহীদ সাহেব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছেন। মওলানা ভাসানীর যেখানে আজ পর্যন্ত প্রত্যাবর্ত্তনের কোন ব্যবস্থা তিনি করিতে পারেন নাই সেখানে তাহার (শহীদ সাহেবের) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করাই উচিত হয় নাই বলিয়া জনসাধারণ মনে করে। গণতন্ত্রকামী দেশবাসীর ন্যায্য অধিকারকে তিনি কার্য্যকরী করিবেন ইহাই দেশবাসী তাঁহার নিকট চায়। কোনরূপ আপোস আলোচনা অথবা শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নের জন্য আহুত সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর অনুপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার কাহারও নাই।

এই অবস্থায় আমরা মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদিগকে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতেছি যে মওলানা ভাসানীকে জাতির মাহসঙ্কটক্ষণে দূরে সরাইয়া রাখিয়া যদি কোনরূপ অবৈধ কার্য্যকলাপ দেশবাসীর উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় তবে দেশবাসী তাহা কখনও বরদাস্ত করিবে না। দেশবাসী গণতন্ত্র ও আইনের শাসন চায়। ডিক্টেটরী ও জবরদস্তির নিকট আট কোটি অধিবাসী কখনও পরাজয় স্বীকার করিবে না, করিতে পারে না। ইহাই ইতিহাসের শিক্ষা।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ।
গণতন্ত্র জিন্দাবাদ।
২১ দফা কায়েম কর।
রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।
ভাসানীর প্রত্যাবর্ত্তন চাই।

ঢাকার রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ

*১৯৫৪ সালের মে মাসে মওলানা ভাষানী স্টকহোমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি পরিষদের সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান ত্যাগ করেন। ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের পর ভাসানীর পক্ষে দেশে ফেরা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, কারণ ইস্কান্দার মীর্জা হুমকি দেন যে মওলানা ভাসানী দেশে ফিরলে তাঁকে গুলি করা হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক প্রচারপত্র	মাওলানা ভাসানী	মে, ১৯৫৫

দেশের ডাক! **মুক্তি ডাক!!**

পূর্ব-বঙ্গ আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন

কৃষক-মজদুর, ছাত্র-যুবক, শিল্পী ও ব্যবসায়ী দলে দলে যোগদান করিয়া সুষ্ঠু কর্ম্মসূচী গ্রহণ করুন।

তাং- ২৬শে নভেম্বর, ১০ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, কর্মী সম্মেলন

২৭শে নভেম্বর, ১১ অগ্রহায়ন, রবিবার, বিরাট জনসভা

স্থানঃ কাগমারী (টাঙ্গাইল)

আগামী **১** মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সভা আহবান করিতে হইবে। বর্তমান সরকার **২১** দফা পালন করিতে ধর্ম্মত ও আইনতঃ বাধ্য। বিশ্বাসঘাতকতা করিলে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান জুড়িয়া গণ আন্দোলনের ঝড় বহিয়া যাইবে।

১। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুধু সামরিক বিভাগ (নৌ বিভাগের সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে থাকিবে), মুদ্রা প্রস্তুত, বৈদেশিক নীতি (বৈদেশিক বাণিজ্য পূবর্ব পাকিস্তানে থাকিবে); এই ক্ষমতা তিনটি ছাড়া সমস্ত ক্ষমতা এবং যুক্ত নির্বাচন আদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সোপারেশ করিয়া প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ হইতে পূর্ব বঙ্গের আইন পরিষদের আসন্ন বৈঠকে প্রস্তাব পাশ করিতে হইবে।

২। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে।

৩। নূরুল আমিন সরকার ৬০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করিয়া জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ নামে যে প্রজা উচেছদ আইন করিয়া রাখিয়াছে, সেই আইন বাতিল করিয়া সত্বর আইন সভা আহবান করিয়া বিনা ক্ষতিপুরনে **২১** দফা ওয়াদা অনুযায়ী জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের আইন পাশ করিতে হইবে। খাজনার হার কম, সার্টিফিকেট প্রথা রহিত, বকেয়া খাজনার সুদ ও নদী সিকস্তি জমির নজরানা মওকুব করিতে হইবে।

৪। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, সিয়াটো চুক্তি, পাক-বাগদান চুক্তি প্রভৃতি জাতীয় সংহতির পরিপন্থী সাম্রাজ্যবাদী চুক্তি বাতিল করিতে হইবে। গত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত অধিকাংশ পরিষদ সদস্য ওয়াদাবদ্ধ হইয়া সামরিক চুক্তি বাতিলের জন্য যে মর্মে দস্তখত দিয়াছিলেন সেই মর্মে আইন পরিষদে প্রস্তাব পাশ করিতে হইবে।

৫। স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের ছাত্রদের বর্ত্তমান বেতনের হার এবং হোষ্টেল খরচ অবিলম্বে হ্রাস করিতে হইবে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন করিতে হইবে।

৬। লিকুইডেটেড ও গ্রাম্য সমবায় সমিতিসমূহের খাতক নির্দ্ধরিত কিস্তিবন্দী মোতাবেক কিস্তির টাকা আদায় করিতে হইবে। ঋণসালিসী বোর্ড কর্ত্তৃক মাফ দেওয়া সুদ (কনট্রিবিউশন) আদায় ও সার্টিফিকেট বন্ধ করিতে হইবে। যাহাদের কিস্তিবন্দী করা হয় নাই তাহাদের জন্য কিস্তি নির্দ্ধারণ করিতেই হইবে।

৭। (ক) পাটের মূল্য ন্যূনপক্ষে প্রতিমণ ৩০ টাকা বাঁধিয়া দিতে হইবে। শুধু কয়েকজন ব্যবসায়ীকে পাট বিক্রয়ের লাইসেন্স না দিয়া বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী যাহাতে লাইসেন্স পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) পাট জন্মানোর লাইসেন্স ফি ও তামাকের ট্যাক্স রহিত করিতে হইবে।

(গ) সর্বত্র পাকি (৮০ তোলা) ওজনের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

৮। (ক) বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহীদানের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে গড়িমসি করা চলিবে না- সত্বর নির্মাণ করিতে হইবে।

(খ) ২১শে ফেব্রুয়ারীকে কাল বিলম্ব না করিয়া সরকারী ছুটি ঘোষণা করিতে হইবে।

(গ) বর্দ্ধমান হাউসকে অবিলম্বে বাংলা ভাষার গবেষণাগার করিতে হইবে।

৯। (ক) ভিসা প্রথা রহিত করিতে হইবে।

(খ) সর্বহারা মোহাজেরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১০। ৯২(ক) ধারার আবরণে ৯৩ ধারা কার্য্যকরী করা চলিবে না।

বাংলার যে সমস্ত গণপরিষদ সদস্য ৯৩ ধারা, বেঙ্গল রেগুরেশন এ্যাক্ট ও ফ্রন্টিয়ার ক্রাইমস আইন পাস করিতে ভোট দিয়াছেন তাহারা সমাজের ও গণতন্ত্রের শত্রু-ইহা সর্বত্র প্রচার করা হইবে।

১১। (ক) পাকিস্তান হইবার পর রাস্তাঘাটের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, ইহার আশু সংস্কার চাই।

(খ) নদী, খাল, বিল ইত্যাদি সংস্কার করিয়া প্রবল বন্যাকে প্রতিরোধ ও সেচের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) মুসলমানের ওয়াকফ সম্পত্তি ও হিন্দুদের দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি সম্পত্তির আয় জনহিতকর কাজে মোটেই ব্যয় হইতেছে না; ইহার প্রতিকার চাই!

১২। মাথাভারি শাসন অর্থাৎ গভর্ণর জেনারেল, গভর্ণর, মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, কমিশনার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন কম ও পদ লোপ করিয়া নি বেতনভোগী কর্মচারী ও পুলিশের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে।

১৩। শিক্ষিত বেকার, ভূমিহীন কৃষক-মজুরদের জন্য কাজের ব্যবস্থা চাই। রেল, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও শ্রমিকদের ছাঁটাই ও রিভার্সন বন্ধ করিতে হইবে।

১৪। বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষার আইন সত্বর কার্য্যকরী করিতে ও শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাদ্রসা ও কলেজ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করিতে হইবে।

১৫। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম অগ্নিমূল্য হওয়ায় চাষী-মজুরদের ক্রয়ক্ষমতা একেবারেই নাই। অতএব লবণ, কেরোসিন তেল, নালী, নারিকেল তেল, হলুদ, মসলা ও লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, কাঁচি, পাচন ইত্যাদি তৈয়ার করিবার জন্য লোহা, জমির সার, কাপড়, তাঁতের সুতা, কর্ম্মকারের কাঁসা, পিতল, করাতির করাত, সুতারের হাতুড়ি, বাটাল, রাদা ইত্যাদি যন্ত্রের এবং মাঝিদের জালের সুতা ও ছাত্রদের পুস্তক, কাগজ ও কালির মূল্য কমানোর সত্বর ব্যবস্থা চাই।

১৬ (ক) আখচাষীর আখ খরিদের সুব্যবস্থা ও উপযুক্ত মূল্য চাই।

(খ) তাঁতীদের জন্য বিশেষ সূক্ষ্ম সুতা ও মোটা সুতা আশু সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া তাঁতী সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

১৭। মগ, গাঁজা, ভাং, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি হারাম কাজ আইন করিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে হইবে।

১৮। মুসলমানগণ যাহাতে নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত ইত্যাদি শরিয়ত সংগত কাজে অবহেলা না করেন এবং সকল শ্রেণীর নাগরিকদের চরিত্র গঠনের জন্য সরকারী প্রচার (তবলীগ) বিভাগ খুলিতে হইবে। হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৯। ঘুষ ও স্বজনপ্রীতিতে দেশবাসী অতিষ্ঠ, সত্বর ইহার স্থায়ী প্রতিকার চাই। শুধু চুনোপুঁটিকে শাস্তি দিলে চলিবে না, বড় বড় রুই-কাতলাকেও কঠোর শাস্তি দিতে হইবে।

২০। রেলের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমাইতে হইবে এবং যাত্রীদের জন্য মোছাফেরখানা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২১। সামরিক বিভাগে উচ্চ ও নিপদে উপযুক্ত পরিমাণে বাঙ্গালী গ্রহণ করিতে হইবে।

২২। গরীব কৃষকদের ঘরদরজা ও নৌকা নির্ম্মাণের জন্য প্রচুর পরিমাণে শাল কাঠ ও টিন সরবরাহ করিতে হইবে।

২৩। প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীসংখ্যা ৯ জনের বেশী কিছুতেই রাখা চলিবে না, ডেপুটি মন্ত্রী, পালামেন্টারী সেক্রেটারী ইত্যাদি ২১ দফার ওয়াদানুযায়ী (মাথা ভারী শাসন মান) মোটেই নিযুক্ত করা চলিবে না।

২৪। বর্ত্তমানে বন্যার্ত্তদের সাহায্যার্থে যে সমস্ত চাউল, ধান, চিনি ইত্যাদি জিনিসপত্র স্বল্প মূল্যে সরকার সরবরাহ করিতেছেন তাহাতে সত্যিকারের গরীব জনসাধারণের উপকার হইতেছে না। বরঞ্চ সরকারের সুষ্ঠু নীতির অভাবে উহাতে চোরাকারবারী ও মোনাফাখোরীদের বৃটিশ ও মুসলিম লীগ আমলের চেয়ে বেশী সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। একজন্য সত্বর ইহার প্রতিকারার্থে বিক্রয়ের নির্দিষ্ট দর বাঁধিয়া সুষ্ঠুভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিঃদ্রঃ- কিছু দিনের মধ্যেই গণপরিষদে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র পাশ হইয়া যাইবে। অতএব, সারাদেশময় আন্দোলন করিয়া যদি ২১ দফা শাসনতন্ত্রে গ্রহণ করাইতে না পারি তাহা হইলে পাকিস্তান ও আমাদের বংশধরগণের সর্বনাশ হইবে। তাই দলে দলে এই সম্মেলনে যোগদান করিয়া ২১-দফাকে বাস্তবে রূপদান করিতে সুষ্ঠু কর্মপন্থা গ্রহণ করিবার জন্য আকুল আবেদন জানাইতেছি।

*ময়মনসিংহ হইতে মটর-বাসে, ঢাকা হইতে লঞ্চ-ষ্টিমারে, সিরাজগঞ্জ ঘাট হইতে লঞ্চ ও নৌকা যোগে যাতায়াত করা যাইবে।

আরজ গোজার

মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী

সভাপতি পূবর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান গণপরিষদের নির্বাচনের ফলাফল	পাকিস্তান অবজারভার	১লা জুন, ১৯৫৫

CONSEMBLY ELECTION RESULTS

Single party majority for U. F. in E. Bengal: Top point preference vote for Fazlul Huq: Hoq Chowdhury Suhrawardy Ali and Rahmans among elected.

* * * * * *

Forty persons were declared elected to the Pakistan Constituent Assembly from East Bengal after a little over 13 of counting votes ended at 11 p.m. last night (Wednesday).

Of 40 elected, 16 are from United Front, 12 are from Awami League, 4 Congress, 2 United Progressive Party, 3 Scheduled Caste Federation, 1 Muslim League, 1 Communist and 1 Independent.

Twenty-four candidates (19 Muslims and 5 Hindus) did not receive any vote and as such they were out. Mr. Fazlur Rahman, former Commerce Minister of Pakistan who had resigned from the Muslim League returned as an independent candidate.

The counting at votes started shortly after 10 a.m. yesterday in the presence of the representatives of the contesting parties and continued till 11.10 p.m. Candidates Finally declared elected are as follows:

United Front-16

Messrs. A. K. Fazlul Haq; Maulana Atahar Ali ; Hamidul Haq Chowdhury; Yusuf Ali Chowdhury; Abdul Latif Biswas ; Nurul Haq Chowdhury;Abdul Karim; Abdul Wahab Khan; Abdus Sattar; Lutfar Rahman Khan; Mahfuzul Haq; Mahmud Ali ; Abdul Aleem; Syed Mesbahuddin Hussain;Adeluddin ; Farid Ahmed

Awami League-12

Out of the 16 candidates nominated for election the Awarni League secured 12 seats: Messrs. H. S. Suhrawardy ; Ataur Rahman Khan; Abul Monsur Ahmed; Zahiruddin; Shaikh Mujibur Rahman; Nurur Rahman; Deldar Ahmed; Abdur Rashid Tarkabagish; Abdur Rahman Khan; Mozaffar Ahmed; Muslem Ali Mollah; Abdul Khaleque.

Pakistan National Congress-4

Mr. Basanta Kumar Das; Bhupendra Kumar Datta; Konteswar Barman and Peter Paul Gomez.

U.P.P.P. -2

Dr. Sailendra Kumar Sen and Mr. Kamini Kumar Dutta.

Scheduled Caste Federation-3

Mr. Akshay Kumar Das ; Rasaraj Mondal and Gour Chandra Bala.

Muslim League-1

Mr. Mohammed Ali (Prime Minister of Pakistan).

Communist-l

Mr. Sardar Fazlul Karim.

Independent-1

Mr. Fazlur Rahman (Former Commerce Minister of Pakistan)!

According to the first preference Mr. A. K. Fazlul Huq, leader of the United Front party topped by securing 104 votes. He was the first to be declared elected from East Pakistan to the new Constituent Assembly.

Pakistan Law Minister Mr. H. S. Suhrawardy secured 93 first preference votes.

Prime Minister Mohammed Ali secured 18 first preference votes, Sardar Fazlul Karim received 9, Akshay Kumar Das received 11 and Basanta Kumar Das secured 7 first preference votes.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯২-ক ধারা প্রত্যাহার ও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পুনর্বহাল	পাকিস্তান অবজারভার	৬ই জুন, ১৯৫৫

United Front Ministry to be sworn in today."
Lifting of Section 92-A approved by G.G.

The Governor-Genera! has by a proclamation approved the removal of section 92-A regime from East Bengal according to a Karachi message received here yesterday (Sunday).

A new Ministry headed by the nominee of Mr. A. K. Fazlul Huq will be sworn in today at 11-30.

Since the Governor-General by a proclamation on May 30, 1954, suspended the then Ministry the old Ministry still holds office and Mr. Huq it appears will resign his office as the Chief Minister before the new Ministry is sworn in today.

* ইসকান্দার মীর্জা ও বগুড়ার মোহাম্মদ আলী যুক্তফ্রন্ট পার্টির মধ্যে ভাংগন ধরাতে সফল হন যার ফলে কে, এস, পি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। পরে আওয়ামী লীগ ছাড়াই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন	পাকিস্তান অবজারভার	৭ই জুন, ১৯৫৫

Sarkar heads 5 man United Front Cabinet. Priority to release politicians.

Ministry expansion soon. Minorities to hold seats.

The five-men second United Front Cabinet headed by Mr. Abu Hussain Sarkar was sworn in yesterday (Monday) at Government House of 11.30 in the morning. East Bengal Governor Mr. Shahabuddin administered the oath of office and secrecy at the Durbar Hall.

As required by law, Mr. A. K. Fazlul Huq whose old Ministry came to life as soon as the Governor General by his proclamation lifted 92-A from East Bengal resigned his office before the swearing in ceremony was held.

Mr. Abu Hussain Sarkar also tendered his resignation from the Pakistan Cabinet to P.M. Mohammad Ali yesterday. Both the resignations have been accepted.

All the five men sworn in minister happen to be ex-ministers of the deposed Fazlul Huq Cabinet. The Ministry Consists of Mr. Abu Hussain Sarkar of the Krishak Sramik Party of which Mr. A. K. Fazlul Huq is the President. Mr. Abdus Salam Khan and Mr. Mashamuddin Ahmed of that group of the Awami League which break away from the parent organization and joint hands with Mr. Fazlul Huq, Mr. Syed Azizul Huq (K. S. P.) and Mr. Ashrafuddin Chowdhury of Nizame-Islam, the only political organization within the United Front party left unrepresented in the skeleton cabinet is the Pakistan Ganatantri Dal.

All the five Ministers signed the oath of office and secrecy in Bengali. Mr. A. K. Fazlul Huq was also present in the ceremony.

With the entrance of the Governor in the Durbar Hall the ceremony started. The Chief Secretary Mr. N. M. Khan then requested permission to open the proceedings and on permission being granted presented Mr. Abu Hussain Sarkar to the Governor. After the oath of office and secrecy being read along they signed the oath forms in Bengali in turn.

At 3 in the afternoon the Cabinet met the Governor and the portfolios were allocated Mr. Abu Hussain Sarkar, Chief Minister (Home and Chief Ministerial Department), Mr. Ashrafuddin Chowdhury (Finance and Education), Mr. Syed Azizul Huq (Commerce. Labour, Industries and Revenue), Mr. Abdus Salam Khan (Communication, Building and Irrigation, Local Self-Government and Public Health) and Mr. Mashamuddin Ahmed (Food and Agriculture and Judicial).

Sarkar Explains Broad Programme

East Bengal's new Chief Minister Mr. Abu Hussain Sarkar told presssmen here yesterday that he would enlarge the skeleton cabinet soon.

He announced that release of political prisoners will be given first priority and added that his Ministry would make efforts to implement the 21point mandate of the United Front as far as practicable during the tenure of his office.

Mr. Sarkar was talking to the pressmen in the drawing room immediately after the swearing in ceremony was over.

In his Ministry Mr. Sarkar will include no representative of the dissident group of Awami League which has disobeyed Mr. Fazlul Huq's leadership unless they rejoin the United Front party. He said "let them first come to our party and then we shall consider the position." But for the Minority he expressed willingness to include two members, one from the scheduled caste and one from the rest. But he was not certain as to the time he will be taking for the expansion of the cabinet. The Chief Minister said, his Ministry would make all out efforts to increase the standard of living of the people of East Bengal. He observed that the problem of enhancing the lamentable low standard of living of the masses was one of great magnitude and that his cabinet will approach it in a planned and systematic moreover.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান	পাকিস্তান অবজারভার	৯ ও ১১লা জুন, ১৯৫৫

P.O., June 9,1955

Detained MLAs released on second day of UF office.

Cases of other detunes to come up today.

Only after 48 hours of assumption of his office as Chief Minister of East Bengal Mr. Abu Hussain Sarkar passed orders for immediate release of 4 political prisoners, all MLAs including two communists, of the eleven persons 7 are of the Gonotantri Dal, two communists, one of the Minority United Front and one Independent. Ten of them were arrested after the imposition of the section 92-A rule in East Bengal. Release orders have been passed for the following persons:

Pakistan Ganatantri Dal:

Mr. Mahmud Ali (Sylhet), Secretary.
Haji Md. Danesh (Dinajpur), President.
Khalifa Ahmed (Noakhali).
Ataur Rahman (Rajshahi), Joint Secretary.
Dewan Mahboob Ali (Tippera), Joint Secretary.
Azizul Huq (Rangpur).
B. C. Chatterjee (Dacca).

Communists:

Mr. Akhay Burman (Rangpur) and Mr. Purnendu Dastidar.

The other two M.L.As. are Mr. Phani Majumdar of the Minority United Front and Prasun Kumar Ray, Independent. Mr. Ray was arrested in 1954 and returned as an M.L.A. from Jail.

It will be recalled that Mr. Abu Hussain Sarkar gave a solemn pledge that his Ministry's first task would be to release the security prisoners and one political detenue was released on June 7 last.

Cases of other politicians are understood to be taken up today.

P.O., June 11, 1955

500 detenues to be set free by June. Talk with Centre likely over complicated cases.

About 500 security prisoners who were arrested before and after the imposition of 92-A rule in East Bengal are to be released within this month it is reliably learnt. A majority of them may be set free within a week's time. The government will consider the issue very seriously and cases of those prisoners against whom no specific charges have been brought will be taken up immediately. As regards others the Centre is likely to be consulted.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আওয়ামী লীগ প্রচারিত মুসলিম লীগ বিরোধী বক্তব্য	পাকিস্তান অবজারভার	জুন, ১৯৫৫

সালতামামী

মুসলিম লীগের ৭ বৎসরের শাসনকালে খতিয়ান

- তথাকথিত নিরাপত্তা আইনে মওলানা ভাসানীসহ শত-সহস্র দেশদরদী, ছাত্র, যুবক ও কর্ম্মীকে বিনা বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ।
- নিজেদের দলীয় ব্যবসায়ীদের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে লবণ সঙ্কট সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণকে ১৬ টাকা সের দরে লবণ ক্রয় করিতে বাধ্য করা।
- কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া পূবর্ব পাকিস্তানের জনগণের ন্যায্য দাবী-দাওয়া বিকাইয়া দেওয়া।
- আরবী হরফে বাংলা ভাষা লিখিবার উদ্ভট পরিকল্পনা করা।
- পূবর্ব পাকিস্তানের প্রাণের দাবী বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীকে নস্যাৎ করা।
- বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীদার জাগ্রত ছাত্র-জনতার উপর নৃশংস গুলি চালনা ও হত্যা।
- কৃত্রিম উপায়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়া খুলনায় লক্ষ লক্ষ লোককে মৃত্যুর কবলে ঠেলিয়া দেওয়া।
- উর্দ্ধতন পাট ব্যবসায়ীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া পূবর্ব পাকিস্তানের একমাত্র সম্পদ পাটকে নূন্যতম দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা।
- দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন।
- নিজেদের দলীয় লোকদের মধ্যে পারমিট, লাইসেন্স প্রভৃতি বিতরণ।
- ৭ বৎসর পর্যন্ত অসংখ্য উপ-নির্বাচন বন্ধ রাখা।
- পরাজিত হওয়ার ভয়ে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় পুলিশী জুলুম চালাইয়া অসংখ্য দেশদরদী কর্ম্মীদের হাজতবাসে বাধ্য করা।
- পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূবর্ব পাকিস্তানের সম্পদে সৃষ্ট ও পুষ্ট কলিকাতা নগরীকে বিনা বাধায় হিন্দুস্থানের নিকট ছাড়িয়া দিয়া রাতারাতি চলিয়া আসা।
- চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বঞ্চিত করিয়া কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর নিকট আত্মসমর্পণ।

যুক্তফ্রন্টের ১৪ মাসের শাসনের খতিয়ান

- ১৯৫৪ সালের সাধারণ নিবর্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করিবার পর পরাজিত ও পর্যুদস্ত মুসলিম লীগ যখন জনগণের বিজয়কে নস্যাৎ করিবার জন্য ৯২(ক) ধরা জারী করিয়া ১৫শত দেশ কর্ম্মীকে হাজতে পাঠাইয়াছিল, মওলানা ভাসানীর উপর নির্বাসন আদেশ জারী করিয়াছিল, দেশদরদী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করিয়াছিল, ষড়যন্ত্র করিয়া আদমজী মিলে দাঙ্গা বাধাইয়া শত শত গরীব চাকুরীজীবিকে হত্যা করিয়াছিল, সেই কুখ্যাত মুসলিম লীগের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া মন্ত্রীত্ব গ্রহণ।
- পূবর্ব বাংলার প্রাণের দাবী ২১ দফাকে ঘরোয়া বলিয়া উহাকে কার্যে পরিণত করিতে অস্বীকার করা।
- পূবর্ব পাকিস্তানের উপর দুই-দুইবার বন্যার প্লাবন হওয়া সত্ত্বেও উহা প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা না করা।
- পূবর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত খাদ্য ঘাটতি অস্বীকার করিয়া আওয়ামী লীগের পুনঃ পুনঃ সতর্ক বাণীকে উপেক্ষা করিয়া দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না করা।
- পরাজিত হওয়ার ভয়ে ১৪ মাস কাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন উপ-নির্বাচন ঠেকাইয়া রাখা।
- দেড় বৎসর কাল পর্য্যন্ত সভা আহবান না করিয়া জনগণের নিবর্বাচিত প্রতিনিধিদের একত্রে বসিয়া দেশের সমস্যাদি আলোচনা ও সমাধানের সুযোগ না দেওয়া।
- নিজেদের দলীয় লোকদের মধ্যে জনগণের জন্য সংগৃহীত ৩৩ লক্ষ মণ চাউল নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করিয়া স্বজনপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন।
- পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনায় পূবর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া।
- ২১ দফার খেলাফ করিয়া এক হাজার টাকার উর্ধ্বে মন্ত্রিগণের বেতন গ্রহণ করা।
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন খাতে ১২০০ কোটি টাকা দিয়া এবং পূবর্ব পাকিস্তানকে মাত্র ২শত কোটি টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া পূবর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করা।
- ২১ দফা ওয়াদাকে খেলাফ করিয়া শত শত দেশকর্ম্মকে বিনা বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা।
- নিজেদের দলীয় কোনদের মধ্যে লাইসেন্স, পারমিট এবং অন্যান্য সবর্বরকম সুবিধা বিতরণ করিয়া দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি প্রদর্শন করা।

আওয়াম লীগ কোয়ালিশন সরকারের আড়াই মাস কাল শাসনের খতিয়ান

১। মন্ত্রীত্ব গ্রহণের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সকল রাজবন্দীদের মুক্তিদান ও নিরাপত্তা আইনে শাস্তিপ্রাপ্ত বা মোকদ্দমায় জড়িত সমস্ত রাজবন্দীদের খালাস দান।

২। শাসনভার গ্রহণের মাত্র ১১ দিনের মধ্যে আইন পরিষদের অধিবেশন আহবান, বাজেট পাস ও নিরাপত্তা আইন বাতিল।

৩। পাটের লাইসেন্স ফি উঠাইয়া দেওয়া।

৪। বকেয়া খাজনা সুদ সমেত মওকুফ।

৫। সার্টিফিকেট প্রথা উচ্ছেদ।

৬। কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফ।

৭। প্রতি ইউনিয়নে লঙ্গরখানা খোলার আদেশ দেওয়া।

৮। লক্ষ লক্ষ মণ চাউল গরীব জনসাধারনের মধ্যে বিতরণ।

৯। গুরু, বাছুর ও কৃষির অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা কৃষিঋণ মঞ্জুর।

১০। খালবিল খনন, রাস্তাঘাট প্রস্তুত, মেরামত ও জলাভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা টেষ্ট রিলিফ বাবদ মঞ্জুর।

১১। নিবর্বাচনের সময় মন্ত্রীদের সফরকালে সরকারী অর্থ ব্যয় ও যানবাহন ব্যবহার না করিবার আদেশ।

১২। অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারী ও শিক্ষকদের বকেয়া বেতন পরিশোধের আদেশ।

১৩। প্রদেশের সমস্ত মেডিকেল স্কুলগুলিকে উন্নীত করিয়া ৫টি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৪। কোর্ট ফি ও রেফ কাগজের দান কমান।

১৫। দুর্নীতি, ঘুষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন বিভাগের মারফত সংগ্রাম ঘোষণা।

১৬। ঘাটতি এলাকায় দ্রুত খাদ্য পাঠাইবার জন্য বিমানযোগে খাদ্য নিক্ষেপ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মারী চুক্তি	পাকিস্তান অবজারভার	১লা জুলাই, ১৯৫৫

CA Adjourns Tomorrow-To Reopen in Karachi
M. L. Acceptance of Regional Autonomy Reported.

(From our Murree Correspondent)

Murree, July 10: An agreement virtually reached here tonight at the Governor's house among leaders of the three main Political Parties in the Consumable concluded to adjourn the constituent Assembly after its session on Tuesday next and to reassemble its next session in Karachi on August 5

Today's meeting was also reported to have discussed constitutional matters relating to One Unit and regional autonomy. The M. L. is further reported to have accepted the principle of provincial autonomy which will be the major item to be raised by U. F. in the Assembly when it resumes in Karachi.

Mr. Hamidul Haq Chowdhury and Mr. Yusuf Ali Choudhury along with other U. F. leaders will have further parley in this matter and also in the repeal of 92-A and 223-A after the Session is adjourned on Tuesday.

That agreement was based on five points and it was agreed that the draft constitution will conform to those fundamental points. With your permission, Sir, I will enumerate the points; Point No.l; One Unit affair for West Pakistan. Point No.2 related to the question of parity; then the third principle was full regional autonomy for the Units. Principle No. 4; Joint Electorate. Principle No.5; Bengali to be accepted as one of the State languages of Pakistan along with Urdu.*

* মারী চুক্তির শর্তসমূহ পাকিস্তান গণপরিষদে ১৯৫৬ সালের খসড়া শাসনতন্ত্র বিল বিতর্কে আতাউর রহমান খানের ভাষণ থেকে উদ্ধৃত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
এক ইউনিট প্রশ্নে বিতর্ক	পাকিস্তান গণপরিষদ	আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

Excerpts from the Speech by Sheikh Mujibur Rahman 011 one-Unit Bill in the Constituted Assembly of Pakistan, 25th August 1955.

.... Sir, you will see that they want to place the words "East Pakistan instead

of "East Bengal". We have demanded so many times that you should make it Bengal (Pakistan). The word "Bengal" has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we will have to go back to Bengal and ask them whether they accept it. So far as the question of one-Unit is concerned it can come in the Constitution. Why do you want it to take up just now? What about the State Language, Bengali? What about joint electorate? What about autonomy? The people of East Bengal will be prepared to consider one Unit with all these things. So I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the .form of referendum or in the form of plebiscite. Let the people of Frontier say that they want one Unit. At the moment they say that they are against it But Dr. Khan Sahib said the other day that people were in favor of one Unit, but his brother Khan Abdul Ghaffar Khan and Pir Shahib of Manki Sharif said that they were against it. Now, who will judge it? Who should be the judge? If the people of the Frontier say that they are in favor of one-Unit, we have no objection to that. Similarly in Sind, Mr. Khuhro says that they are in favor of it, while Mr. G.M. Syed and others say that people are against one-Unit. All right, if they are in favor let a referendum be held and let the people decide themselves and we will accept it.

As far as Karachi is concerned, there should be no referendum in Karachi because it is the Federal Capital made by Quaid-e-Azam and we will not allow people to insult Quaid-e-Azam and the late Mr. Liaquat Ali Khan. We have no right to take Karachi from the people of Karachi and from the people of East Pakistan. It belongs to us also as it belongs to other parts of Pakistan. We have spent so much money for its development. Why do you want to make another capital and spend hundreds and thousands of rupees and for which you will require at least 50 years.

For these reasons, I appeal to my friends "Zulum mat karo Bhai" (Do not be so cruel). If you will force it upon us then we have to adopt unconstitutional means. You must proceed constitutionally. If you do not allow the people to follow constitutional means, they will perforce adopt unconstitutional means. That is what has happened all over the world and it can be seen from the history of world. So I appeal to them: if you love Pakistan: though unfortunately after the achievement of Pakistan, you are at the helm of affairs and those people who fought for its establishment are no more with us.

So, I will appeal to you, although you have got force at your disposal, that for the sake of Pakistan, for the sake of democracy, for the sake of humanity, for the sake of Quaid-e-Azam, go to the people, let the people give their verdict and we will accept it.

26th August, 1995

Mian Mumtaz Mohammad Khan Daultana (Punjab: Muslim).......... Now, Sir, there is another argument which I really hesitate to deal with; it is a perverse and malicious argument; it is an argument that the integration of West Pakistan is a counterblast against Bengal. Now, Sir I think it was some vague realization, some confused apprehension of some such fear that gave rise to the curious argument presented by my dear friend, Mr. Fazlur Rahman. Mr. Fazlur Rahman's mathematics is, in fact, a type of mathematics which I have not learnt in my school. He said that if you want unity in Pakistan, you can have it through one Pakistan, that is, through Unitary government or you can equally well have it through a Pakistan divided in eleven Units, but if you only have two parts, then Pakistan is demolished, disrupted, broken up. Sir, this is something which I cannot really understand. But I think at the back of his mind was some fear like this: Bengal is one united province; now by consolidating West Pakistan in one Province, is there some design, some desire to fight out battles, to grapple issues by marshalling one united unit against another already united unit. Sir, if you begin to think in these terms, there is no end to it. But I can tell you, Sir, that in all honesty T view the establishment of one Unit, amongst other things, as a deliberate attempt to meet the national demand of Bengal for Provincial autonomy. It has its other advantages but to a political man, to the members of this Constituent Assembly, particularly, perhaps one of the advantages that will most clearly present itself, perhaps the most happy consumption of all will be that it will provide a solution which will enable us to form a Constitution, strictly in accord with the demands and wishes of the people of Bengal. Then, Sir, our Bengal members must realize that the prosperity of a part is the prosperity of the whole. If a part withers away, if a part falls into internecine turmoil, if a part lives in conflict, if a part ultimately succumbs to disorder, confusion and decay, then the effect of that will also have its consequences for the solidarity and strength of Bengal. I assure you Sir, that if the integration of West Pakistan will make the people of West Pakistan more prosperous, if it will make as more capable of developing our resources, of responding to our potentialities, then the wealth gained, the strength achieved will really be the wealth and strength of Bengal. I assure my Bengali brothers that all of us when we think in political terms, we think in terms that completely include them as part and parcel of ourselves. In fact, I think that we who live in West Pakistan may not be able to see things with the same clear vision, we may not be able to rise so completely above provincial, parochial and racial jealousies, and in fact, we look to the people of Bengal who can show that larger vision which comes from grappling a problem sym-pathetically from a distance and I am sure that very soon, in this spirit the integration of West Pakistan will become as much a national slogan for the people of Bengal as it is for the people of West Pakistan.

31st August, 1995

Mr, Abul Mansur Ahmed: There is a suspicion also in the minds of the people of East Pakistan. You remember, Sir, that the people of East Pakistan accepted the principle of parity in all respects. This was a great sacrifice on the part of the people of East Pakistan because they are actually in a majority and they shall continue to remain in a majority for another two or three decades. There was an apprehension in the minds of some people in the West that the people of East Pakistan would dominate over West Pakistan merely on account of their numerical superiority. That is the apprehension which was allowed to grow in the minds of the people of West Pakistan including the political leaders by the shortsighted policies of the Muslim League leaders of East Pakistan. They behaved in such a way that suspicion was bound to grow in the minds of the people here as well as in the minds of their leaders, that these people from East Pakistan wanted to dominate over them by their numerical superiority. In order to clear the minds of the people and political leaders of West Pakistan we from East Pakistan at once came forward with this liberal offer: if you want us to accept parity, we accept it, We never wanted to dominate over you by our numerical "superiority," Sir when we accepted parity, we believed that it is the genuine demand of the leaders and the people of West Pakistan that we should accept parity in all respects. We wanted to remove the suspicion of domination from the minds of the people of West Pakistan. That is what prompted us to accept that parity. Now in a House of 80 we are 40. Previously we were 44 in a House of 74. We sacrificed this superiority only to show that we did not want domination. But, Sir, what has been done by our Punjabi brothers at the first opportunity got by them? What they have done is to give a go-bye to all the sense of propriety, all sense of fair play and well established convention, now they have taken both of the two highest posts in the State into their pocket.......................... Sir, I was just referring to the fact how the suspicion has arisen in the minds of the people. It has arisen in their minds due to this haphazard way in which this bill is being rushed through. They say, Sir, which the people are behind it, the entire people are behind it and therefore they do not like to refer it back for circulation. Why don't they hold public meetings anywhere within a short period of time I charged my learned erstwhile leader Dr. Khan Shahib in Murree to go to the Frontier Province and address public meetings I know he is not afraid of the people; he has been a veteran leader and is held in high esteem by the people of the Frontier province.......... I am very glad to see that Dr. Khan Shahib has begun to feel the importance of my argument and has begun to address his people, but other leaders occupying Ministerial *gaddi*, as also the Honorable Sardar Amir Azam Khan who is piloting this Bill don't go to their own provinces and address public meetings..................

I have already referred Sir, why the people of East Bengal have become suspicious of late about the bonafides of the ruling Junta of Karachi. Sir, we have seen very recently how the interest and wishes of the people of Bengal have been ignored on the question of division of powers and parity; how the salutary convention that had grown in Pakistan for the last eight years with regard to the appointment of Governor-General and the Prime Minister from two wings has been broken at the very first opportunity Sir, apart from the all that has been struck on the head of the people of East Pakistan on many issues, again, Sir, Karachi is being taken away from them and is being handed over to

West Pakistan.......................... I shall refer you to a statistical bulletin published by the Central Government-not the East Bengal Government because when my honorable friend Mr. Abdul Rahman Khan was referring to a Statistical Bulletin of East Bengal there was laughter on the other side as if East Bengal Government is not a Government at all. Sir, I am this time confronting them with the Statistical Bulletin, Government of Pakistan, Ministry of Economic Affairs, Central Statistical Office. April 1955, Vol. 3, No. IV, published by the Manager of Publication, Karachi

In today's report it has come out that the Muslim League Party has agreed that for the time being Karachi City will remain to be centrally administered but other parts will be merged in West Pakistan.

Mr. Speaker: Honorable Member is not entitled to refer to any newspaper reports in this House.

Mr. Abul Mansur Ahmad: All right. I will not refer to it. Sir, what is Karachi City? We are concerned with the Province of Karachi, Chief Commissioner's Province of Karachi. We are not concerned with the Karachi City. We are not concerned with some buildings here or there. We are concerned with the factories, mills, workshops, ammunition factories, etc that have grown up around Karachi during these eight I am referring to pages 361, 434, 453 and 454. I have typed these pages for anybody's consultation. East Pakistan has during these four years earned 312 crores in the shape of foreign exchange, whereas West Pakistan has earned only 295 crores. This is the figure which was given by my friend Mr. Abdur Rahman. It may appear that the difference is not very wide. Difference between 312 crores and 295 crores is only 17 crores. That is not all ....Sir, what is shocking is that East Bengal was allowed to spend 163 crores whereas West Pakistan spend 468 crores........... The entire wealth of East Pakistan is controlled from Karachi. Imports of Commodities, Consumers' articles are ordered from Karachi. The part of East Pakistan representatives that this integration was a counterblast against East Pakistani numerical Superiority.

Sir, I would have been very glad, in fact I was glad to believe in the sincerity of most of the leaders of West Pakistan, that there is no attempt at counterblast. We never said that it was a counterblast. But, Sir, when Mian Mumtaz Daultana uncalled for says that it is not a counterblast it reminds me of a Bengali Proverb:

Thakur Gharey Kay? Ami Kala Khai Na.

An Honorable Member: Please translate

Mr. Abul Mansur Ahmad: I would translate it for the benefit of my non Bengali brothers but, Sir, I would remind you that Mr. Mumtaz Daultana refused to translate an Urdu Poem for our benefit.

The English translation is this: There was someone inside the temple; the priest or someone asked: "Who is there?" The person inside replied, "I do not eat bananas." Sir, as in his story, it gives rise to suspicion in our minds that when Mian Mumtaz Daultana says that it is not a counterblast it reminds me today of that banana-eater and I feel that it must

be a counterblast. Therefore, Sir, it is a counterblast. Sir, I submitted yesterday that this is against all sense of fairness, all sense of fair play, all sense of justice, that a convention which was allowed to grow around the practice of filling the two highest positions in the State from two religions has been broken. All this has been given a good-bye by this recent act-unjust, unfair, improper and undemocratic act-which has given rise again to that suspicion which all patriotic Pakistani Citizens want to eliminate and remove from the minds of all concerned..................

Sir, it has been contended by the other side that Karachi has been built from the wealth of West Pakistan. I shall not refer in this connection to the bulletin published by the East Bengal Government which appears to have been ridiculed by my friends opposite. Therefore, with your Permission, I condemned this book published by Central Government to my friends on the other side which will show that out of 312 crores of Foreign Exchange earned by East Pakistan, East Pakistan was allowed to spend only 163 crores, the balance was brought to the credit of West Pakistan and spent here, and this has continued for four years...................

Sir, in considering the case of Karachi, we should not only consider the money spent and money earned. But, Sir, we should take into consideration that while we partitioned ourselves away from India we had practically no Muslim Industrialists; industrialists used to be Hindus. Muslims were only tradesmen or businessmen. These pepple came to Karachi;' they assembled at Karachi, began business as tradesmen and earned profit, not only 6 or 25 % but 300, 400 or 500 percent in the beginning or three or four years, i.e., 1947, 1948, 1949 and 1950. These profits were earned by black marketing and otherwise and they became big capitalists and with that capital they have erected mills-Cotton Mills, Jute Mills-near and around Karachi. Where did this profit of 500 percent come from? This evidently came from the consumers, and, Sir, where are those consumers? They are mostly East Pakistanis. Not only this, Sir, but our foreign exchange earnings were spent on the imports of foreign consumer goods, meant certainly also for East Pakistan. But you know, Sir, all such imports were brought in Karachi at the first instance and then they were re-exported to Chittagong and for this terrible state of affairs I will refer you to page 434 of this bulletin. It shows that during one period alone 18 lakhs and 12 thousand tons of goods were exported from Karachi to Chittagong and from Chittagong to Karachi only 2 lakhs 55 thousands were exported leaving a margin of 16 lakhs. What, Sir, will you think those commodities were? 16 lakh tons of articles exported from Karachi to Chittagong, were they manufactured articles, or were they salts? No Sir, we have eaten salt at Rs. 16 per seer in East Pakistan. You remember it well. Thanks to those in authority now who were also then in power. What I want to point out is this that these were the consumer goods which were imported from foreign countries for the benefit of the people of Pakistan, both East and West but they were at the first instance brought to Karachi because the dealers and. the permit holders here all known to the officials of Government. You must remember, Sir that on the eve of our departure from Dacca for Karachi the other day on the 22nd of last month, we purchased Scissors Cigarettes at 71/2 annas at Dacca whereas it was selling at Karachi at 51/2 annas. This is the difference in price of commodities in two wings of Pakistan............. Then Sir, I would cite you another instance of most essential articles, such as medicines; Scots

Emulsion and Glaxo are sold at Dacca at a much higher rate than at Karachi. The whole sale rate at Chittagong and the wholesale rate at Karachi varies from 6 per cent to 12 per cent. That is the variation that is the difference. Why, Sir? Because articles imported from foreign countries by the exchange, by our foreign exchange earned by our jute, are in the first instance brought to Karachi for the benefit not of the people but for the benefit of some dealers who earn profit here in one point and then in another point at Chittagong. They earn twice, while the Government earns customs duty only once. Therefore, Sir, this Karachi has been built up from the wealth earned by East Pakistan. Now, Sir, I will refer you to another point. Step-motherly treatment has been moted out to the majority people of Pakistan by persons who were in power and who are in power now the people as you know, Sir, by their free franchise have dislodged them from East Pakistan *gaddi* but they have not been able to do that here. They continue to be in power and, Sir, we do not know what we shall get from them. There has been no re-orientation of their policy towards East Pakistan, towards the People of West Pakistan. We are greatly suspicious about their movements. We were rightly and sincerely inspired by a genuine feeling of equality which brought us together and closer to each other and, Sir, we on the East, this time after accepting parity, showed to our friends on the West that we are ready to accept the Constitution on the basis of equality in every respect and we accepted that the capital can remain away from us leaving all the benefits accruing from the neighborhood and the nearness to the Capital to our Western brothers. We are always deprived of that benefit physically and geographically Sir, we are unanimous in voicing our demand that regional autonomy should be given both to West Pakistan and East Pakistan. Sir, again I bring you back to the provisions made in clause 4 which, as I have already submitted, is a replica of section 9 of Indian Independence Act, 1947 that all powers should be given to Governor-General for an indefinite period. No mention of autonomy has been made. There is no possibility of having it if this Bill is accepted by this House. Sir this has given rise to a suspicion, a bona fide and genuine suspicion, in the minds of the people of East Pakistan because we believed the demand of integration of West Pakistan was a demand of the people for they said that this would enable West Pakistan to put themselves on the same footing with ourselves of the East Pakistan. We are one region, the entire East Pakistan is one compact geographical and political unit, let West Pakistan also get itself into one compact political area so that we should be two brothers, two eyes of Pakistan, two ears of Pakistan, two hands of Pakistan. How beautifully said, how nicely described- that let us be two hands, two eyes, two nostrils, two ears of Pakistan So that we may depend on each other. How beautiful! But, Sir, we find that arrangements have been made, attempts are being made, to give no democratic rights, no autonomy to West Pakistan People. Instead of democracy they are giving to West Pakistan people an "officiocracy". West Pakistan people must think that if they are not granted regional autonomy, naturally East Pakistan people will not get autonomy. We cannot claim autonomy alone we cannot take ourselves away from our West Pakistan brethren and say that leave aside the question of granting autonomy, for the present, to West Pakistan, but give us autonomy. Or we cannot say that let it be decided afterwards. No; Sir, we are not one of those. We, the East Pakistan people, shall not have autonomy unless we can make those in power grant autonomy to West Pakistan people also....... One wing of Pakistan to have democracy and the other "officiocracy"-that cannot be the position.

Therefore, Sir, these two wings must be put on the same level, with the same rights and same powers. As soon as this Bill is passed, as soon as the integration is pushed through this packed House with its steam-roller of the majority, then what happens? It is finally imposed upon the unwilling people of West Pakistan. Imposition means force; force means power. Therefore, the Governor-General must be endowed with power-without any semblance of democracy and for an indefinite period to give effect to this plan. Therefore, as soon as this is done there will be utterances made towards East Pakistan people by our learned leaders, the Prime Minister and the Governor-General over Radio Pakistan: "Oh! ye people of East Pakistan! Wait for some time; we are busy managing West Pakistan. As soon as we shall have finished this, we shall surely grant whatever you want." That is the scheme of things that they want to rush through. Therefore, we have grown suspicions and we cannot in the interest of democracy and autonomy of both the wings of Pakistan and in the interest of the people allow this Bill to be rushed through in this manner without reference to public opinion.

6th September 1955

Mr. Ataur Rahman Khan (East Bengal: Muslim): Mr. Speaker, Sir, at the outset I want to congratulate Sardar Abdur Rashid for the brave and the most sincere speech that he has delivered today in this House. (Hear, hear). He has exposed the ruling ***Coterie's*** game for the last few months. He has exposed to the House the nature of those people who are at the helm of affairs of this country. .Sir, Mr. Daultana had said the other that the integration of West Pakistan provinces into one Unit will revolutionize the mind but I think myself completely revolutionized after have heard Mr. Rashid this morning. I feel that all the ideas and all the thoughts that came into my mind before have all changed and we have got to restart afresh our thinking and our working in this August House.... when we have heard Sardar Rashid, each and every member should think 100 times as to whether he should go on with this work of integrating the provinces of West Pakistan into one unit? Because, what is it? .It is the outcome of a conspiracy, a plan well laid out for the purpose of vested interests, for the purpose of the benefit of the Coterie which has been ruling or misruling the country for the last eight years. Sir, I tell you a few things also, a few assurances that were given to us by which we have had to change our views in East Pakistan. You, Sir, know that for the last eight years, we have been fighting against the idea of parity. We do not believe in parity. We believe in democracy. We believe in representation of the people, the principle that we possess and preached in East Bengal. Be it majority or minority they should rule the country. Now, Sir, I address you personally to think as a man of Bengal. Can you say that a man of Bengal has got any confidence in the leaders of West Pakistan, I mean the Central leaders? No, not one soul, you will find, who has any confidence in these leaders. For the last eight years they have broken all the provinces, they have shattered all their hopes and aspirations and they have shattered the very root of our confidence. No one has got any confidence in them. Now, Sir, after long eight years, when the Constituent Assembly was dissolved and a new Constituent Assembly has come into existence we are trying to think in a different manner, trying to remove all the mistrust that we and people in East Bengal have had and trying to start with fabula rasa, a clean state, in order to hurry up with the framing of the Constitution, all our hopes have again been shattered during the last few days. Why? It is very clear. The same game which has been pervading the minds of the leaders for the last eight years is being played again. They have not forsaken that game You know. Sir,....... very well what were our demands. All our demands have been legitimate, reasonable. I take one example. For instance, this question of state language-Bengali to be one of the State languages of Pakistan................ It is the desire and will, legitimate and reasonable claim of 4 crores and 20 lakhs of people of East Bengal, which has been trampled down. Nobody had shown any regard for that. Not even a good gesture has ever been made. People have died for that. People have been killed by the Muslim League coterie there. A large number of youthful, valiant, chivalrous young boys laid their lives on the 21st or 22nd of February, 1952, in support of the language, their mother tongue. They did not disregard Urdu. They did not refuse Urdu as one of the State languages of Pakistan as was misunderstood by so many people here also, that these gentlemen are against Urdu. Urdu was never disregarded by us. We say Urdu and Bengali should be the State languages of Pakistan. Even after the great and supreme sacrifice that the young people of our country have made, the movement is going on. This idea is in the heart of

everyone, every child, every boy, every man and woman in Bengal shall have Bengali as one of the State languages of Pakistan. Now what is the attitude of the people here-a complete condemnation and disregard. They did not consider it worthwhile. I will tell you one single instance about the attitude of the mind of the people. I was in Lahore with Moulana Bhashani. Moulana Bhashani was lying on a Khat and I was just saying my prayers by the side of his Khat. In the meantime three or four gentlemen came. They were leaders of the Punjab-not leaders like Mr. Gurmani or Mr. Daultana. They were leaders of the public opinion in Punjab. They came to me and said, "Mr. Ataur Rahman, it seems that you are a Muslim because you are saying prayer and:

" To yell Bangla wangla ki bat chhoro."

(Then brother, give up this talk of Bengali.)

I was surprised to find this. That means that if I am a Musalman and say my prayers and call the name of Allah, I should not be allowed to talk about Bengali language. You say that Bengali is a language of Hindu culture. Who told you that? I had a long discussion on this issue with Nawabzada Liaquat Ali Khan, lasting for ninety minutes; I had almost a fight with him for about 90 minutes. He was also saying the same thing. I said that you have been completely misinformed about it; you do not know anything about it. Our people who came to Karachi must have misreported and must have been given a wrong impression about the Bengali language, its development, its origin and its culture and its exposition. He said it might be.

Don't you realize when you go over to East Bengal, how we are neglected; how that language is trampled down; no regard is paid to that language. Take even small things. At the Airport of Dacca the announcements are made in English and Urdu as if no Bengali travels by air; have 'you ever marked it? Not a word is uttered in Bengali and things are announced either in English or in Urdu. Then look at the Passports. I think, Sir, you have got a passport yourself. There is inscription in English, in Urdu and even in French but, there not a word in Bengali.......... Then take the forms and records. They are either in English or in Urdu-not a word of Bengali language. In the matter of currency apologetically one word is written in Bengali. What do we find in the National Anthem-not one word is there of Bengali! No translation is possible! What do we find in the official gazette? In the Dacca Gazette also there is not a word of Bengali. In this office we have the Seal of "Majlis-i-Dastur Saz" and the "Constituent Assembly of Pakistan" and again there is not a word of Bengali. If there is English as also Urdu, why not an additional language......... All this shows a complete disregard to the sentiments of the people and a total absence of sympathy for the language as also to those people who fell as martyrs and whom you prefer to call as rioter. Call them by any name but you did not dare to hold a proper enquiry into the matter. You know how that matter came up before Mr. Ellis. A tribunal was set up and the terms of reference said whether the firing was justified. We appealed to the Government and to all other persons to bring within the scope of the enquiry all the relevant matters. Nothing was done and the judgment of Mr. Ellis was that firing was justified. That is all. That was not the point of issue. The point at issue was

whether section 144 or any other Government order passed on that memorable day, whether that was justified and a legal order. That was never done It was said that the claim of the Bengali language will be recognized before we actually frame the constitution; the fullest regional autonomy to East Bengal; the question of one Unit; Joint electorates. It was said all these things will be done together as the basis for Constitution.

Dr. S. K. Sen (East Bengal: General): There was an agreement on the Point.

Mr. Ataur Rahman Khan: That agreement has not been signed by the people in Power. They refuse. It does not behove them. Now it does not lie in their mouth to say that you agreed to a thing and now you are going back. Mr. Aziz Din's strongest argument was that Mr. Suhrawardy had supported it. Is that a crime? He says that such and such gave this statement or that statement. Yes, Sir, we have a right to refuse under the changed circumstances-when the very basis of the agreement has broken down. We have now no legs to stand. We have got to revise our decision. A scheme-whatever it may be-cannot be good or bad in absolute terms. You have to see to the attendant circumstances...

As I was telling you about parity, I must mention, Sir, that for the last eight years we fought against parity; we did not want parity; it is no basis of democracy; it is an arrangement we have been fighting against. Ultimately when we found we must have an agreed Constitution and that Constitution was to be based on federal scheme. We came to the conclusion that we must have parity; we agreed to it. We thought parity is the basis of federation and so we agreed to parity. But parity in what respect ? Having 40:40 in this House and not in other matters at all. I now sincerely believe that they just put us into trap. They just got us agreed to that parity of 40 in this House from East Bengal and 40 from West Pakistan and then they forgot about all those assurances that parity was to be in all respects. Parity indicates Justice and fair play; parity means parity in all respects in all walks of life, in the total wealth of the country; in all things; in matters of appointments; in matters of posts; in matters of Industry and Commerce; in all matters possible there must be parity and equality. Have we done it Sir, Not at all. You, from West Pakistan, have usurped to yourself the two highest posts of Pakistan at the first opportunity that you got-the Governor-Generalship and the Premiership

.... Sir, you know very well the position about Hast Bengal. Last year we had committed the greatest crime of routing the Muslim League there in East Bengal completely. That was very unfortunate. Had we given them a greater member of seats there in East Bengal, of course the calamity that came over there and is still persisting, would not have come. After the routing and complete dissolution of Muslim League, whose leaders in West Pakistan started thinking in different manner it has been said in this House repeatedly that the scheme of integration of Provinces in West Pakistan is one of the most momentous and most memorable, and many other mosts, movement plan or scheme, for the welfare of the people of Pakistan. You know Sir, the Quid-i-Azam that mighty brain, did not conceive this idea; neither during the struggle for Pakistan nor after the achievement of Pakistan this benevolent and beneficial project was thought of by the Quaid-i-Azam and if it was so good, could it never have escaped this mighty brain. Then

three Basic Principals Committee Reports, one after the other in the name of three successive Prime Ministers, even did not consist of this plan. Then Sir, where did it come from? After the first defeat of Muslim League in East Pakistan I can tell you, Sir, in all sincerity that it came about from the fertile brain of an official in spite of the claim of Malik Firoz Khan who afterwards were taken in as associate sponsors or co-sponsors of that movement. It came in the brain of one gentleman who had been an official and the attitude of officials you know very well. Their attitude first and foremost is to disregard the public opinion; and these officials do not agree to anything that Public says. So that scheme was conceived and brought out by the gentleman and he brought some other people like Mr. Firoz Khan Noon and Mr. Gurmani and others to support this scheme. The rest we have heard from Sardar Rashid.

Now, Sir, if that is the origin and development of that scheme the earlier it dies the better for the country; the earlier it is abandoned the better for the country. Let us get rid of all conspiracies; let us get rid of all secrecies; let us be plain people. We have got the most sacred task of framing the Constitution for the people of the country. People on the other side have become intolerant and Mr. Aziz Din has shouted out all sorts of things. Even Mian Abdul Bari, the wisest man, is saying: "Why are you taking time and delaying things." I tell them, "Do not give sermons. We know the value of time; we know more than you do the urgency and necessity of Constitution. We feel more than you do. It is you people who have been responsible for all these troubles for the last so -many years. We are not to blame for this. Did we delay things for eight years? We have not delayed for years; even if it takes one or two days it is not tolerated by you; at least we must say what we have to say on these important matters in this House." People should know, the world should know what our attitude is towards the scheme. Our attitude to the scheme, I may tell you briefly, Sir. In the context of the scheme there is lack of confidence in the mind of the people in East Bengal which is still persisting. When the Basic Principles Committee's Report in the year 1950 for the first time came up, you know. Sir, there was conflagration in the whole of East Bengal; hundreds and thousands of meetings were held in every village, in every home, in every thana, subdivision and in every district against the Basic Principles Committee's Report. We also held a conference at Dacca called the Grand National Convention over which I had the honor to preside. Mr. Fazlul Haq also delivered speeches in that meeting; we held that conference for three days in the month of November, 1950, and there we discussed that the Constitution of Pakistan should be based on regional territories, regional autonomy. One region is East Pakistan and the other should be West Pakistan. We did not want to impose anything on these people; we just left it at that. We said it will be the desire of our brethren in West Pakistan to frame the pattern of Government that they want to have, either federation or confederation, zonal or sub-federation, whatever they like, but it must be entirely left to the people, left to the free will of the people. That was our position in the year 1950, five years ago, and we still persist on that idea, Sir. You know, Sir, what were the Basic principles on which we got our elections-the historic 21-point programme which have been described by our leaders here in this House. Some of them have said that they do not know about 21-point programme and Mr. Daultana has said in his speech that if you want to place your autonomy on 21-point programme, then we will also have to reconsider our position; if

that is going to be on the pattern of Soviet Russia, we have got to reconsider our position. Do it by all means; we will also consider our position. Let us both start considering our position in this House. Let us not go on the basis on which we actually came into this House. Let us completely detach ourselves from other considerations and from another kind of basis on which we shall have to frame the Constitution. So, you know very well, Sir, this 21-point programme is an article of faith with the people of East Pakistan, but these other people have no regard for it and they say that it is not workable. That is their contempt towards Bengal. Even if we talk in Bengali in the lobby they deride at us and say:

Kya yeh cheeni zaban hai;

Kalian Se lae yeh zaban, bhai.

(Is this Chinese? Whence did you bring it, brother?)

As if we have no right to talk our language; that is the attitude. This is the frame of mind that precludes the possibilities of attaining unity between East and West Pakistan. Well, Sir, if I am sincere, I have got to be sincere from tomorrow because I cannot work with you in that frame of mind. If you want that we should be sincere towards you, you must also have the reciprocity of being sincere towards us. It cannot be one-sided or *exparte*. What have we been doing? Maulana Bhashani, our reverend leader, said in London "if the people of West Pakistan give their verdict in favor of the one-Unit scheme, then there will be not a single voice against it. I tell you not a single word of protest will come from East Bengal. The emphasis has been laid on the will of the people"; it is the will of the people they have to find out; it is the will of the people on which everything should be done. Now, Sir, things were not clear for so many days. After Sardar Rashid has spoken, the necessity of sending this Bill for eliciting public opinion has become all the more important.. You cannot avoid it now, in spite of the fact that Mr. Daultana has told so many things in a beautiful way of expression-all these arguments were useless and not at all convincing...

Sir, you know, one of the arguments that have been advanced by Mr. Daultana and others also is that the germ of provincialism will be completely rooted out after the integration of all the provinces of West Pakistan into one unit. Sir, before we were not accustomed with to this word of provincialism. We never knew what the word "Provincialism" was, what was its meaning? It was first introduced and exported to East Pakistan from outside. A bogie of Provincialism was raised. When I demand my things, and demand my legitimate rights, you say "you are provincialist". I say, "I am". This is exactly following the Congress People. They actually started the bogie of communalism whenever the question of demand of seats was raised. They always said that you will get these seats by your efficiency alone. Exactly in the same way the poison of provincialism has been spread. Sir, the attitude of the people of East Pakistan is to live and let others live. It is a question of self-determination of East Bengal has come out of the leaders of West Pakistan, the leaders of Central Government. We know this since our arrival here in Karachi. Sir, I have come to know from the highest quarter, from responsible quarters and a very reliable quarter that these leaders of the Central Government who think that

East Bengal will not remain with West Pakistan, they say that it is not worthwhile spending a farthing in East Pakistan; it will be thrown in the gutters. I actually quote it here: "Money sent to East Bengal will be thrown into gutters because East Bengal is not going to stay with us."

Malik Mohammad Firoz Khan Noon: Who said it?

Mr. Ataur Rahman Khan: I have heard it from the highest authority and it is not a matter of document. I do not know whether I shall be able to prove it here in this House.

The Honourable Mr. M.R. Kayani (N.W.F.P.: Muslim): You cannot accuse us.

Mr. Ataur Rahman Khan: I am not accusing you. It will be very difficult for me to present that personality here in this House to give evidence on Oath.

Sir, I have had the opportunity of mixing with the Industrial Community, the Commercial Community, going lo bazaars and other places also telling them to start business in East Pakistan also, to open one branch there, but they say:

Bat to theek hai magar Mashriqi Pakistan agar alaihda ho jae to?

(Its a good suggestion; but what if East Pakistan secede?)

I said, "Who says?" They say: *Log kahte hain "Mashriqi Pakistan alaihdh ho jae ga."*

(People say: "East Pakistan will go out of Pakistan.)

Sir, how is this that this sort of thing has come into their ears.

At this stage Mian Abdul Bari rose in his seat and the Honorable Member noticed it.

Mr. Ataur Rahman (addressing Mian Abdul Bari): While you were speaking I gave you a patient hearing. I have given you the highest verdict that you were supposed to be the wisest man in the country. I have not said a single word against you. Why are you becoming so much nervous?

Mian Abdul Bari: I include myself in you.

Mr. Ataur Rahman Khan: If you include yourself in us, then fall in line with us.

Sir, that is the attitude here. We have got to think seriously and very sincerely about our position; we have got to revise our whole attitude because there is a complete change of outlook here and we have got to change our outlook completely because we began with certain assurances given by the leaders of the Central Government, by the leaders of the Muslim League here in this House. We are now not going to rely on your mere assurances. We don't believe in the promises anymore because you have completely shaken the sentiments out of mind. We must have now everything done here and nothing more. As I told you, five demands of East Pakistan must be conceded to, must be ensured, not by mere mouth or word, but it must be ensured in the Bill that you have brought here, namely, the West Pakistan Merger Bill ...

[Extracts from the Speech of Mr. H. S. Suhrawardy.]

Mr. H. S. Sulirawardy (12th September, 1955): It may be said that since I was in favor of the One-Unit Scheme, why today there is so much opposition to it. In short, it is due to the fact that the people have lost confidence in the good faith of Government. Sir, I was dilating upon the attitude of various parties regarding political issues; what transpired thereafter is also well known, and is not a Cabinet Secret. What transpired in Murree is well, known and it was talked about all over the place. What had been told to me in private by the Honorable Prime Minister and his colleagues I shall not refer to. Private conversations should be kept out of this House. The trend of events the logical trend of events of what they were leading to was well known and I pointed this out to you, not because as I said yesterday, I was not elected or selected as the Prime Minister. That is a very very minor matter, as the Honorable Prime Minister himself will find out in due course. The situation is such that Office does not carry with it that prestige or power which it should carry in a democratic country. Why then I am referring to it here which I shall have to refer at a later stage because it has resulted in not only myself, very unimportant, extremely unimportant, not my party which is extremely unimportant, but I think that those who have followed the trend of events in losing complete confidence in the present Ministry and in the provinces of these persons who sit on the other side. Yes, you have got one friend now and that is that self-saying gentleman and those who are with him who will co-operate with you. How far they will carry you will depend upon the course of events and possibly, Sir, with them behind you as I said you have been able to manufacture a Steam-roller which will crush all opposition. Well, Sir, I, therefore, ask the Honorable Prime Minister that will he please see that when this One-Unit Scheme is ignorable in its conception, when it has got so many advantages, when he thinks that if this is adopted, we shall proceed on the lines of true nationalism and perhaps, will be able to bring the two Units together, if there is not that intrigue entered into the Scheme of things, namely, the intrigue for the purpose of capturing power, if that does not enter into, if the work is done honestly and sincerely. Why is it then that today there is so much opposition to it/ Does not the Honorable Prime Minister hear the rumbling or voices in the districts and the growing opposition? Why is it so? I will tell you the reasons a little bit later, but I would like before I do that to search your own hearts, everyone of you sitting on the other side and see whether you have behaved honorably within these last days and you deserve the confidence of the people, a confidence of the people that you will abide by your promises? That is the fundamental of the success of this One-Unit scheme. The One-Unit scheme cannot succeed if the people have not got confidence in you and if it fails it will disintegrate Pakistan. Sir, consequently you have got to search your heart and if after searching your heart you are satisfied that you have behaved in such a way that the people can have confidence in your promises, come then and make these promises over here. At least your conscience will be clear although other persons may not agree with you, although other persons may think that possibly a further searching of the heart may lead to finding nooks and corners and skeletons which may lead you to alter your views regarding your position in the country. Now, Sir, as I said, we have unhappily to go into the motive to some extent although I would much rather

have not done so. Before I do that however, I would like to place before the Honorable the Prime Minister the four principles which hang together and for which we can support the One-Unit Scheme. If any of these principles are destroyed, you destroy the support to your Scheme. These principles are: Firstly the integration of West Pakistan-that integration can be in various forms, it does not necessarily mean unification. You can have unification, you can have zonal sub-federations, or you can even bring some provinces together and instead of having ten or eleven provinces, you may have three or four provinces just as suits your administrative convenience keeping in view the views of the people whom I would request you to consult. Secondly, then, Sir, Parity between East and West Pakistan. This is the important part of the principle. Thirdly, division of the offices of the Governor-General and the Prime Minister between East and West Pakistan which forms a principle of that parity, because the principle of that parity is again a question of division of powers. The principle of that parity is : no domination by one over the other. The principle of that parity is: Co-operation between the two wings. Consequently this question of the division of powers between East and West Pakistan is of a fundamental importance. It is a question which requires considerable thought. It must be said that there was a particular time, as you know, it has been said in the papers, when the matter was raised, I said what does it matter I am prepared to give in-that was a personal matter; the Honourable Prime Minister knows it perfectly well that if you ask my coat over here I shall hand it over to you, with all that it contains-but the question here is that of principle, Sir. And, that principle was thrashed out-there is no" doubt about it-that it was ultimately before you come to your conclusions and decisions, it was told, it was brought home to you that the question of division of power between East and West Pakistan was fundamental and if there was a Governor-General who came from West Pakistan, it was necessary to a Prime Minister of East Pakistan, and consequently inasmuch as this Governor General was adopted by West Pakistan-let there be no mistake regarding that-I cannot understand why your Protagonists go round and try to mislead the people? I have said that over and over again in this House, I have said that over and over again in public and it is not a Cabinet Secret, Mr. Prime Minister, because this question, you will agree with me, was never raised in the Cabinet, it was outside the Cabinet, and, therefore, it was understood that there should be a Prime Minister from Bengal. You had to make your own choice, if you wanted to work with a United Front. there was the ex-Prime Minister Mohammad Ali who had delivered the United Front bound hand and foot, who told you that the United Front led by Mr. Fazlul Haque was prepared to accept all your conditions blindfold. You could have had him. No, you get rid of him. Probably, at that moment, you had some other ideas in your sub-conscious mind. Then, later on you changed those ideas and for the sake of principle which thereafter, as I said, I do not know something was enunciated which was so horrific that I quaver before it that if this is going to be the principle underlying your administration, then God help us! You should not forget that it is not a thing that I shall leave untold and unsaid in this connection. So, the forth principle also thereafter was: regional or zonal autonomy. All these principles hang together. You have destroyed on principle and with that you have destroyed the principle of parity. The main basis of the unification of Pakistan, viz., that we as equal partners will work together, has been destroyed by you. Therefore, Sir,

think about it sincerely when you place this before you. I know what I have said, and there will be papers who may support you here and there, who will say, "Ah, it is a voice of a disappointed man who speaks" because he has not been the Prime Minister. What do these papers know about me? I do not like to say anything on this but I would say this much definitely and I speak from my conscience that this was no charm for me. As a matter of fact, at a particular time you, Sir, thought that I could be the Prime Minister of Pakistan. I do not put it further than that. I was engrossed with that idea. I said: can one fail shoulder carry that burden-this great burden of trying to rescue Pakistan from the morass into which it has fallen? I am glad, Sir, that the Honorable Prime Minister has undertaken that colossal task and I humbly pray that may be succeed in this task because after all it is one and one aim before us whether we are on that side or on this side, namely, that Pakistan should succeed. Sir, it is on this account that the question of motives becomes somewhat relevant. I understand, Sir, that the idea which first germinated in the mind or at least so far as I know-I do not know where it germinated but Malik Firoz Khan Noon claims the credit for the first germination-it germinated in his mind. It was somehow or other to find a scheme which will destroy the domination of East Bengal-'the domination of East Bengal", I use the word adversely. Therefore, they decided that let us have parity. They were always thinking all the time on that line, not on political lines; they were thinking all the time of provincial lines. But it happened so that the majority in East Bengal did not believe by virtue of this majority to do things in the manner in which it was unpleasant to the persons who came from this side, and they felt it necessary that this should be made away with. I do not know whether at that particular time there was any idea at the back of their mind that this would result in ultimately the domination of the Punjab both in the Centre and in the Unit. I do not want to deal with that point. All that I wish to fell you now that there are reasons for suspicion regarding that and that suspicion has got to be alloyed. I would ask the Honorable Prime Minister please to consider it because I think he is a gentleman who is able to think clearly whether the act which has recently been done, namely, for capturing both the offices for the Punjab, not for West Pakistan alone but for Punjab because you have adopted the Governor-General from the Punjab, whether this will alleviate that suspicion that Punjab was out to dominate the Centre and the Unit. Do you not think that it would have been far wiser, far wiser for you to restrain your hand from it. Even it that was your idea, would it not have been far wiser, if for the sake of One-Unit, you had showed yourself to be self- sacrificing and that you should have restrained yourself from taking up the position which has been handed over on a platter by somebody. Do you think that it would not have been far better for the sake of parity that you should have given it up and showed the world, "Look at our bona fide, we were offered but we refused". But alas! You could not see that how we were jeopardizing all these principles for which we had been fighting and which will make for the stability of Pakistan. Alas! You could not see that you were antagonizing a very large section. Now the whole section of East Bengal is against you. You could not see that suspicion will be aroused on that side regarding your bona fides. You could not see that the result of this could be that the people and the papers and your supporters in West Pakistan, who are short-sighted, will consider this a West Pakistani victory. You could not see that they will consider that East Bengal has been denied its

rights. I think it was Mr. Haroon who said here-and I think he did it very unwisely-'why are you objecting today a Punjabi gentleman taking office when on the last two occasions you have had Bengali Prime Ministers, The question is not that although these Bengali Prime Ministers were thrown out by neck: that is a different matter.

Mr. Yusuf A. Haroon: On a point of a further explanation, Sir.

Mr. Speaker: Kindly resume your Seat.

Mr. H. S. Suhrawardy: Now, Sir, what I wish to place before you is this that I have got no grievance against any Punjabi as such or against Punjab. That is what I intended to state. I have got very highest regard for them. They are men, they are persons who give us army, soldiers, give us strength and they are people who, if properly led, would rise to the pinnacle of patriotism. But what you have done for them? You have put them behind, you have guillotined them, you have ruined them, you have stopped all the places for them, all for the sake of coterie. On account of your short sightedness you have allowed people to think that all that is being done here and there is for the sake of capturing power for the Punjab. So this is the state of affair in which we find ourselves today and with which we are faced today and that is the reason why the Opposition to the One-Unit Bill is growing. And how hive you gathered support for it, I do not want to go into the history of all these things which I have already dealt with to some extent. But you did so somewhere by force.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলা একাডেমীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আবু হোসেন সরকারের ভাষণ	পাকিস্তান সরকার	ডিসেম্বর, ১৯৫৫

বাংলা একাডেমীর উদ্বোধীন অনুষ্ঠানে
উজীরে আলা
জনাব আবু হোসেন সরকারের
ভাষণ

সমাগত সুধীজন,

একুশ দফা কার্যসূচীতে পূর্ববাংলার জনগণের কাছে আমরা যে সব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আজ তাহারই একটি ওয়াদা পালনের জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। সাড়ে চার কোটি পূর্ববঙ্গবাসীর মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা এবং তাহাকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্টিত করার যে সার্বজনীন দাবী, মূলতঃ তাহা হইতেই বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা জন্ম লইয়াছে। কাজেই বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা পূর্ব বাংলার ভাষার শাশ্বত দাবী ও ঐতিহাসিক আন্দোলনেরই প্রথম বাস্তব স্বীকৃতি। যাঁহাদের মহান ত্যাগে এই দাবী প্রতিরোধ্য হইয়া উঠিয়াছে, আজিকর এই দিনে সকলের আগে আমরা তাঁহাদের স্মরণ করিতেছি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে। বাংলা একাডেমী স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন আমাদের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতালাভের অব্যবহিত পরেই করিয়াছিলেন। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জনাব সৈয়দ আজিজুল হক সাহেব এই ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থাও অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে সে আয়োজন তখন স্থায়ী ও বাস্তবরূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহা আপনারা ভাল করিয়াই জানেন। যাহা হউক আমরা এখন সেই ওয়াদা পালনের সুযোগ পাইয়ছি; এজন্য কোন কৃতিত্বের দাবী আমরা করিতে পারি না-কৃতিত্ব তাঁহাদেরই, যাহাদের বিপুল ত্যাগের বুনিয়াদে জাতীয় গর্বের বস্ত এই বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

বাংলা ভাষার ঐতিহ্য

বাংলা ভাষা সাধারণ মানুষের ভাষা। কোন কোন মহল হইতে বলা হইয়া থাকে যে, সংস্কৃত হইতে বাংলার জন্ম এবং ইহা পৌত্তলিক ভাষা। বলাবাহুল্য, এই কথা মিথ্যা ও অজ্ঞানতাপ্রসূত। ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার যে সামান্য ধারণা আছে তাহা হইতে আমি বলিতে পারি যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কোন বিশেষ ভাষা হইতে উদ্ভুত নয়। পালি, প্রাকৃত, ব্রজভাষা প্রভৃতি হইতে বহু স্তর অতিক্রম করিয়া বহু মিশ্রণের ভিতর দিয়া বাংলার উদ্ভব। এই ভাষা একান্তই এ দেশের 'প্রাকৃতজন' তথা সাধারণ মানুষের ভাষা। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান, সকলেই সমবেত প্রচেষ্টা ইহার সমৃদ্ধির মূলে কাজ করিয়াছে। আমার এই মতামত ঐতিহাসিক সত্যকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। মধ্য যুগের বাংলার নৃপতি হোসেন শাহ্ বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া ইহার মানোন্নয়নে যে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা বাংলা সাহিত্যে এক সোনালী অধ্যায়। এই আসল বাংলা পদ্য সাহিত্যের এবং পুঁথি-সাহিত্যের যে ক্রমবিকাশ শুরু হয়, তাহা দেশের মানুষের হৃদয়ের বস্ত হইয়া উঠে। ইহার সঙ্গে আমাদের দেশের মানুষের নাড়ী ও রক্তের সম্পর্ক আছে। নৃপতি হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতার কাল হইতে শুরু করিয়া এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের যে দান তাহা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অভূতপূর্বরূপে সমৃদ্ধ করিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের আন্দোলনের পরে যে সমস্ত বৌদ্ধরা পূর্ববঙ্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের দানেও এই ভাষা সমৃদ্ধ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণববাদ, আমার মতে, এক বিশেষ শ্রেণীর গরীব সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। তাঁহারাও বাহন ছিল এই সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষা সাহিত্যের খৃষ্টান সমাজেও দান অপরিসীম। উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান, এন্টনী এবং আরও বহুজনের দানে এই ভাষা আরও গতিশীল এবং সমৃদ্ধ হইয়াছে। প্রথম বাংলা গদ্য-

গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া উইলিয়াম কেরীর খ্যাতির কথা সর্বজনবিদিত। আমি মোটামুটিভাবে এই সত্যটির কথা বলিতেছি যে, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের দানে এই ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বর্তমানকালে ইহার খ্যাতি দুনিয়ার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজা বাংলা একাডেমীর উদ্বোধন-দিবসে আমি তাই সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকেই ইহাকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে আহবান জানাইতেছি।

বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা

আমরা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি- তাহা আমরা করিবই। ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি আমাদের প্রিয় নেতা জনাব ফজলুল হক সাহেবের কথাতেই বলিব যে, যে-শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হইবে না, তাহা আমরা কিছুতেই গ্রহণ করিব না। তাই এখন সেই মর্যাদা দানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কতকগুলি কর্তব্য ও দায়িত্বের দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে।

ভাষার সমৃদ্ধি-সাধন

বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ ও পরিণত করিতে হইবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু পূর্ব হইতে এই ভাষা রাষ্ট্রীয়-স্বীকৃতি লাভ করিলে যত উন্নত হইত, তাহা হইতে পারে নাই। আমদের পরিভাষা প্রণয়ন, অভিধান প্রণয়ন, ব্যাকরণ-গবেষণা, বর্ণমালার উন্নতি বিধান, মুদ্রণ কার্যকে সহজতর করা সাহিত্যকে উন্নত ও সমৃদ্ধতর করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি প্রভৃতি বহু কর্তব্য বাকী আছে। যে সব প্রবাদ ব্যক্তিগত জীবনের দশন হিসাবে মুখে মুখে হাটে-মাটে-ঘাটে ছড়াইয়া আছে তাহার মধ্যে দেশ সংস্কৃতির ও চারিত্রের যে রূপ-তাহা উদ্ধার করিবার দায়িত্বও উপেক্ষণীয় নয়। আমি আশা করি এই বাংলা একাডেমী এই অভাব পূরণ করিবে।

পূর্ববঙ্গের ভাষার স্বাতন্ত্র্য

তাহা ছাড়া পূর্ব বাংলায় বাংলা ভাষার একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। রংপুর হইতে চট্রগ্রামে, যশোহর হইতে সিলেট পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলে নানারকম কথ্য-ভাষা আছে। কিন্তু সারা পূর্ব বাংলায় কোন ষ্ট্যান্ডার্ড বা সাধারণ কথ্য-ভাষা এখনও গড়িয়া উঠে নাই। ইহা সম্ভব কি না, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদরাই বলিবেন। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে এই ব্যাপারেও বাংলা একাডেমীর বিশেষ দায়িত্ব আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি স্বীকার করি, যে-কোন ষ্ট্রান্ডার্ড ভাষা উপর হইতে চাপাইয়া দেওয়া যায় না। ভাষা আপনা হইতে উৎপত্তি লাভ করে, কিন্তু একেবারে আপনা আপনিই উৎপত্তি লাভ করে- তাহা আমি স্বীকার করি না। সব কিছুর মত ভাষার রূপ রূপান্তর, গতিধারাও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। জনগণের প্রয়োজনের দিক হইতে আমাদের ভাষার একটা ষ্ট্যান্ডার্ড রূপ গ্রহণের অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টির ব্যাপারে বাংলা একাডেমী অনেক কিছু করিতে পারে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের যাহা কিছু এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা দূর করিয়া একটা শোষণমুক্ত সমাজ গড়িয়া তুলিবার জন্য আমরা কাজ করিয়া যাইতেছি; আমাদের ভাষা ও সাহিত্যক তাহার আনুকূল্য করিতে হইবে। সুতরাং বাহির হইতে প্রয়োজন অনুসারে আহরণ করিয়া এই ভাষা সমৃদ্ধতর করিলেও আমাদের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তাকে আমরা কিছুতেই নষ্ট হইতে দিব না।

আমাদের জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সার্থক বাহন হিসাবে এই ভাষা ও সাহিত্য জগৎ সভায় মর্যাদার আসন পাইবে।

সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার-সাধন

আমার কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমি আমাদের কবি সাহিত্যিকদের লেখা কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ কিছু কিছু পড়িয়া থাকি। ইহার ভিতর বহু মূল্যবান রচনাও আমার চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু বাহিরের দুনিয়ার এইগুলি উপযুক্ত আদর পাইতেছে না। এমনকি দেশের ভিতরেও অনেক সময় এইগুলি ব্যাপক প্রকাশ ও প্রচারের সুযোগ

লাভ করে না। শক্তিশালী সাহিত্যিকদের রচনা প্রকাশের বাধ্যবিপত্তি এই সব সম্পদ অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। শুধু দেশেই ইহার প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করিলে চলিবে না, দুনিয়ার সর্বত্র অনুবাদ পৌছাইয়া দিতে হইবে। এই সকল অনুবাদ গ্রন্থ আমাদের দেশের সংস্কৃতি ও জীবনের দূত হিসাবে আমাদের প্রাণের কথা দুনিয়ার সর্বত্র বহন করিয়া লইয়া যাইবে।

আমাদের দেশের কবি ও সাহিত্যসেবীদের দুরবস্থা সম্পর্কে আমি খুবই সচেতন। যে পৃষ্ঠপোষকতা শিল্প ও সাহিত্যের প্রাণসঞ্চার করে, তাহার খুবই অভাব আছে বলিয়া আমার মনে হয়। কেবল উপযুক্ত প্রকাশক প্রতিষ্ঠানই নহে যথেষ্টসংখ্যক পাঠকেরও অভাব আছে। সাহিত্যিকদের শোষণ করিয়া অন্যে লাভবান হন, এমন নজিরেরও অভাব নাই। এই শোষণ বন্ধ করিয়া সাহিত্যিকদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও সাহিত্যের মানোন্নয়নের কাজ করিতে হইবে। বাংলা একাডেমী এই বিষয়ে সক্রিয় থাকিবে।

একাডেমীর কর্তব্য ও জনগণের সহযোগিতা

এই একাডেমীর কর্তব্য বহুবিধ। আমি সংক্ষিপ্তবাবে তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিলাম। কিন্তু এইসব কর্তব্য পালনের জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা অপরিহার্য। আমি আশা করি, দেশের সকল সাহিত্যিক, কর্মী এবং জনসাধারণের সহযোগিতার ফলে এই একাডেমী দুনিয়ার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ একাডেমী বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিবে। আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে এই একাডেমী দুনিয়াকে যেমন আমাদের নিকটতর করিবে, তেমনি এই একাডেমীর কর্মের মারফত আমরা বহির্জগতে নিকটতর হইব। আমি বিশ্বাস করি, ভাষা ও সাহিত্যসেবীরা এই একাডেমীকে কেন্দ্র করিয়া এমন এক মধুচক্র রচনা করিবেন-

বঙ্গজন যাহে-
'আনন্দে করিবে গান
সুধা নিরবধি'।

আপনাদের সকলের প্রতিই এই আহবান জানাইয়া আমি এই বাংলা একাডেমীর উদ্বোধন করিতেছি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগ	পাকিস্তান অবজারভার	২৪শে অক্টোবর, ১৯৫৫

Awami League open to non-Muslims non-denominational move accepted by over-all majority

(By Staff Reporter)

The six-year old all-Pakistan Political Party, the 'Awami League' chose to become non-denominational in character when the full session of its council yesterday accepted the recommendation of the subject committee and decided to drop the word 'Muslim' from its title, throwing the organisation open to membership of all sects and communities in Pakistan.

The amendment to the organization’s constitution............was moved by its President Mr. H. S. Suhrawardy.

Both he and Moulana Abdul Hamid Khan Bhasani, who presided are understood to have made impassioned appeals to the councilors to realize that it was only fair to allow the members of the minority communities to exercise their just right to partake in the Political life of the country and that it was only when such opportunities were available to them, would they be able to give that loyalty to Pakistan which every citizen of a country was expected to give.

Moulana Bhasani's address to the Councilors in understood to have been so convincing and moving that the element of opposition to the proposal, which was there earlier, practically disappeared and in a house of about six hundred councilors there were only five to vote against the proposal.

When the fateful decision of the party was taken, the councilors’ meeting in the Rupmahal Cinema Hall, burst into enthusiastic slogans of Shaheed Bhasani Zindabad, Hindu-Muslim Bhai-Bhai.

This is the first time a Political Party, dominated by Muslims and of considerable significance in the Political life of the country, has decided to throw its doors open to members of all communities residing in Pakistan.

The Party will now be known as "East Pakistan Awami League" and any citizen of Pakistan, above 18 years of age, who signs a pledge of allegiance to the aims and objects of the organisation and pays its membership fee is now eligible for its membership.

On Friday when the proposal for the fundamental change on the character of the organisation was being debated in the Subject Committee and influential sections were reported to have been opposed to be moved on grounds of inopportune timing; it was not certain which way the votes would go. Moulana Bhasani who during the Subject Committee meeting was resting in an anti-room in the Awami League Office, was still the most powerful influence.

In his speech yesterday the Moulana Bhasani said that the proposal that the 'Awami League' should be an organisation of the people of all communities had been mooted sometime back; but it was feared so long that if that step were taken before the party had gathered sufficient strength to withstand the onslaughts which might be lunched on it. The party might go under. In this connection the Moulana referred to the lengths to which the Muslim League Politicians went during the Language movement engineered by the Hindus. The Awami League had now grown into a powerful organisation and it could not die. It was; therefore, felt that the step which they had hesitated in taking so long could now be taken safely.

We are fully with them

Mr. Suhrawardy, moving the amendment to the constitution earlier, said "Give them (the minorities) the opportunity to realize that you as well as your Government are fully with them in their desire to get their due share in every walk of life. Only then can you, in fairness, claim loyalty from them".

Mr Suhrawardy, who spoke for about fifty minutes, further said that without justice, there was bound to be distrust and disaffection. Muslims in India had demanded Pakistan because the Hindu Congress had denied them their just rights. If the same treatment were be meted out to the Hindus here, would not the councilors agree that the condition of the minorities here would be the same as that of the Muslims in Pre-Partition India, he enquired. ,

Proceedings Mr. Suhrawardy referred to the doubts, with regard to the propriety of the move, which had assailed some minds because of the fact that though if was the Awami League which had fought for the cause of the minorities during the last 8 years, they had joined hands with the party in power. This Mr. Suhrawardy explained might be due to apprehension that if they fell in step with the party in oppositions, they would get the same treatment as they got under the Muslim League Government.

East-West Uniformity

Mr. Suhrawardy further added: 'We had the Jinnah-Awami Muslim League in West Pakistan whereas you had the East Pakistan Awami Muslim League in this wing. Realizing the position in trade unionism, recognition was given by us to the East Pakistan Awami Muslim League though there were differences in name and perhaps other details. Now, we in West Pakistan have the Pakistan Awami League and for the sake of unanimity in name, it would, in my opinion, be fair and fine to get your organisation into that line, but it rests entirely with you the House to pass a verdict on this point.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৫৬ খসড়া শাসনতন্ত্র বিল পেশ ও তৎসংক্রান্ত বক্তব্য	পাকিস্তান গণপরিষদ	৯ জানুয়ারী, ১৯৫৬

Excerpts from the speech of the Law Minister on the Fourth Draft Constitution delivered on 9th January 1956.

The Honorable Mr. I. I. Chundrigar: Mr. Deputy Speaker, Sir. . . . The Constitution Bill, which is placed before you, is the outcome of prolonged discussions in the Coalition Party. The Hon'ble Prime Minister had invited the Leader of the Awami Muslim League Party.

The Leader of the Opposition and the leader of the Awami League Party to join in these discussions. Unfortunately, this party did not accept the offer of the Honorable Prime Minister. Other political parties remained in opposition in the day-to-day running of the Government. The constitution-making is a matter above party politics and it should be the endeavor of every member of the Constituent Assembly to appraise the constitution-making on national and not on a party basis.

I am sure all the members of this House will rise to the occasion and approach the task of constitution-making in a really national spirit. If any party or individual formulate their attitude on constitution making with a view to gaining a political advantage over rival political parties they will in my humble opinion, be rendering great disservice to the country and the nation. Future elections to Parliament must be fought on the programmes of political parties and not on what attitude any political party took in respect of constitution making. As an earnes' of what I say, 1 can give the Honorable Members of this House an assurance that if any member of the Constituent Assembly were to make a useful suggestion for improving the Bill, I shall have no hesitation in accepting his suggestion…..

Sir, the constitution of a country may be of a unitary type or of federal type. We have in this bill provided for a federal type of constitution.

If you will look into it closely, you will find that it is of federal type and your criticism is unjustified.

The Leader of the Opposition say that if I look into it more closely I will find it of a unitary type. Well, I never expected the Leader of the Opposition to betray such a colossal ignorance of constitutional law. In the case of a country where there are provinces with certain legislative powers and certain executive powers and there is a Federal Government or a Central Government call it by whatever name you will – which has also legislative powers and executive powers, then it automatically becomes a federal form of government.

The Honorable Member should know that the Government of India Act, 1919, was not the Constitution of a free country. The Constitution of 1935 was passed on a Federal pattern.

It was a federal Form of government and it provided for a Federation and the Provinces.

It is no use copying my expression when the case fits you.

The 1935 Act contained a chapter on Federation and contained a chapter relating to the Provincial Governments. As there was a provision in the Government of India Act, 1935, that the federal part of the constitution shall come into force only if the number of native States prescribed therein to the Federation before the 15th August, 1947 when we became independent, therefore, that put of the Federal Constitution did not come into operation.

But if that part had come into operation, if had been put into force, it would have been as much as federation as we have contemplated here (*interruptions by Honorable Members of Opposition*). I know how the mind of the Leader of the Opposition is running. I do not propose at this stage to quote from some draft to which he was a party.

But at the proper stage I may quote from that if you will be pleased to give me the opportunity. And I will show that the Federation which is contemplated in this Bill is more federal in character and distributes the functions of Government between the Federation and the Provinces in a far better way than the draft which was formulated.

I was only submitting that a constitution may be of a unitary or federal type. This constitution is of a federal type and this is in consonance with the resolution which was passed at the sessions of the All-India Muslim League and which was adopted and which provided autonomous provinces and here also provinces have been given autonomy as appears from the Fifth Schedule to the draft constitution.

If you try to understand the Fifth Schedule you will understand what improvement it had made.

You will find that it is a great improvement on any distribution which I have come across in any constitution......................

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৫৬ সালের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের উপর মওলানা ভাসানীর বক্তব্য	দৈনিক সংবাদ	১৬ই জানুয়ারী, ১৯৫৬

খসড়া শাসনতন্ত্র পাকিস্তানের নির্যাতিত জনসাধারণকে শৃংখলিত করার এক মহাষড়যন্ত্রঃ পল্টনের সভায় মওলানা ভাসানীর ঘোষণা........

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

''প্রস্তাবিত খসড়া শাসনতন্ত্র পাকিস্তানের সাত কোটি নির্যাতিত জনসাধারণকে চির-শৃঙ্খলাবদ্ধ করার এক মহাষড়যন্ত্র। কিন্তু সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী জাগ্রত পূর্ব বাংলার জনসাধারণ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠীর এই হীন চক্রান্তকে বরদাশত করিবে না। আমরা জীবনের বিনিময়েও কায়েমী স্বার্থবাদীদের রচিত এই গণরিরোধী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রাচীর গড়িয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর।'' নির্যাতিত জননেতা মওলানা ভাসানী গতকল্য অপরাহ্নে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সভাপতির ভাষণে উপরোক্ত ঘোষণা করেন।

মওলানা ভাসানী অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের প্রতিবাদে ১৬ই জানুয়ারী হইতে ২২শে জানুয়ারী পর্যন্ত সাতদিন প্রদেশের ছাত্র, যুবক, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে কালোব্যাজ ধারণ করিতে বলেন এবং আগমী ২৯শে জানুয়ারী প্রদেশব্যাপী 'অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রতিরোধ দিবস' পালনের আহ্বান জানান।

প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধীদলীয় নেতা আতাউর রহমান খান এই খসড়া শাসনতন্ত্রকে 'কেন্দ্রীয় শাসকচক্রের মুখে রচিত পূর্ব বাংলায় মৃত্যুপরওয়ানা' বলিয়া অভিহিত করেন।

সভায় গ্রহীত এক প্রস্তাবে এরূপ দফর ভিত্তিতে জনগণের স্বার্থের অনুকূলে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র দাবী করা হইয়াছে-ইহাতে স্পষ্টতঃ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দান, যুক্ত নির্বাচন, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে।

সভায় আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রী দল, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র লীগ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মপরিষদ ও যুবলীগ প্রভৃতি বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ খসড়া শাসনতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন। বক্তাগণ সকলেই প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক, অথনৈতিক জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। মওলানা ভাসানী কর্তৃক শাসকচক্রের বিরুদ্ধে জীবনমরণ সংগ্রামের আহবানে উপস্থিত জনসাধারণ সমস্বরে হাত তুলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

মওলানা সাহেব তাঁর ভাষণে শাসকচক্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, গত আট বৎসরের কেন্দ্র পূর্ব বাংলাকে শোষণ করিয়া এবং ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া অর্থনৈতিক দিক হইতে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ফলে পূর্ব বাংলায় বেকারত্ব বাড়িয়াছে, শিক্ষিত যুবক রোজগার হইতে বঞ্চিত। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা লোপ পাইতে চলিয়াছে। কৃষক শ্রমিকের রোজগারের পথ রুদ্ধ হওয়ায় তাহারা বর্তমানে বাড়ীঘর বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে; এমনকি আজ তাহারা একসংগে দশ সের ধান ক্রয় করার ক্ষমতা রাখে না। সরকার একশ দফায় ওয়াদা অনুযায়ী এখন পর্যন্ত বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের চেষ্টা করেন নাই। যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে সরকার গরীব জনসাধারণের নিকট হইতে ৬০ কোটি টাকা শোষণ করিয়া জমিদারদের খেসারত দিবেন, বর্তমানে এই প্রদেশে আশি লক্ষ ভূমিহীন কৃষক পরিবার রহিয়াছে।

মওলানা সাহেব শাসনতন্ত্র সম্পর্কে অভিযোগ করেন যে, কেন্দ্রের হাতে সমস্ত অর্থকরী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব বাংলার সেলট্যাক্স, সুপারি, তামাক ও পাটের উপর ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স ও পার্চেজ ডিউটি ব্যবসায় বাণিজ্য সমস্তই কেন্দ্রের হাতে দিয়া পূর্ব বাংলা প্রদেশকে অর্থনৈতিক দিক হইতে অচল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, নৌ-সদর দফতরের ডেপুটি প্রধান সেনাপতির অফিস এই প্রদেশে স্থাপনের দাবী আমরা করিয়াছিলাম- আনসার বাহিনীকে নিয়মিত সৈন্য বাহিনীতে সংযুক্ত করা হয় নাই। সবদিক বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে পূর্ব বাংলাকে সর্বদিক দিয়া স্বায়ত্তশাসন হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

মাওলানা সাহেব দাবী করেন যে, যতদিন পর্যন্ত পূর্ব বাংলার বঞ্চিত অর্থ দেওয়া না হইবে ততদিন পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্র হইতে কোন অর্থ মঞ্জুর করা চলিবে না। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের গত আট বৎসরে কেন্দ্র হইতে ব্যয়ের একটি সমতাহীন তুলনা বর্ণনাকালে শ্রোতৃবর্গ 'শেম' 'শেম' ধ্বনি তুলিতে থাকেন। তিনি শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি না থাকায় সমালোচনা করিয়া বলেন যে, আমি ইউরোপেও বাংলা ভাষার মর্যাদা ও গৌরব দেখিয়াছি। পূর্ব বাংলার জনসাধারণ প্রাণের রক্ত দিয়া যে ভাষাকে ভালবাসিয়াছে, শ্রদ্ধা করিয়াছে তাহাকে কোনক্রমেই ত্যাগ করিতে পারে না।

মওলানা সাহেব সর্বজনগ্রহণযোগ্য একুশ দফার ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে ঢাকায় একটি 'সর্বদলীয় কনভেনশন' আহবানের জন্য প্রস্তাব করেন।

তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানাইয়া বলেন, আসুন আমরা গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের জন্য একটি যুক্ত বৈঠকে বসি- যুক্তফ্রন্ট, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ আপনারা আসুন একত্রে মিলিয় আমরা একটি মীমাংসামূলক শাসনতন্ত্র রচনা করি।

তিনি নেতৃবর্গকে সতর্ক করিয়া বলেন যে, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আগুন লইয়া খেলা করিবেন না। জনমত আগ্রাহ্য করার ফলে ফ্রান্স, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের নেতাদের যাহা ভাগ্যে ঘটিয়াছে তাহা ইতিহাস- পাঠে প্রত্যক্ষ করা উচিত।

আমি আশঙ্কা করিতেছি, পূর্ব বাংলার উপর যদি নির্যাতন ও শোষণ অব্যাহত থাকে তবে হয়ত দূর ভবিষ্যতে এই প্রদেশের জনসাধারণের ভবিষ্যৎ বংশধর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৫৬ শাসনতন্ত্র বিল সংক্রান্ত বিতর্ক	পাকিস্তান গণপরিষদ	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬

Mr. Abul Mansur Ahmad (16th January, 1956):................ In framing a constitution, generally speaking, two patterns are kept in view-one is federal and the other unitary type. If we have a federal type we shall have quite a different structure even to the minute's details from what we shall have if we have a unitary form of government. If we think there is one people and one country then we must have one language and one capital, and as a matter of course the capital goes to that wing where the majority of the nation lives. There cannot be any question of the capital being at Karachi and Dacca. There cannot be any question of parity between the two wings. You cannot think in those terms. The entire Pakistan is one country and its peoples are one nationality, then there cannot be any discrimination between the people of the two wings. That is the only logical conclusion. But, Sir, that will entail several natural consequences. If you proceed with one-people theory, if you proceed on the unitary-form of government basis you must have one franchise, one economy, one calendar, one language, one standard time and one capital. The capital then automatically goes to Dacca. Sir, do you want to raise and re- open this question again -Does anybody: let us have a unitary form of government and the Capital of -Pakistan shifted from Karachi to Dacca by the people's vote? Now, Sir, which will be creating new problems and more problems. In that case instead of solving problems we shall be creating problems. In fact, we have had the taste of a unitary form of government for the last eight years and you already know what consequences have followed. I repeat that this will be the natural consequence if you proceed with one-state theory, with an unitary form of government. In that case we must proceed on the basis that the only State language must be the language spoken by the majority of the people, i.e. Bengali, and Bengali alone is entitled to be the State language of Pakistan. Then why do you talk of two wings? Why do you think of parity? Why two languages? Why do you talk of the capital being here for six months and there for six months? Let us go by the vote of the people. If we go that way geography will be ignored. The people of West Wing instead of the East will be sufferers. Therefore, Sir, in consideration of these things we should not be theoreticians. The Lahore Resolution was drafted by a Divine hand-the hand that drove the pen which drafted that Resolution was really that of God. It set the fate of Pakistan. Even if Pakistan were created after the entire demands of the All-India Muslim League were conceded by the Congress and the British Government, still Pakistan would have remained divided into two widely separated parts. That was visualized in that Resolution. The leaders of Pakistan and framers of a Constitution for it were confronted with this extraordinary geographical position. For eight years the framers of the Constitution tried their utmost-and in all sincerity-to frame a Constitution. I am not one of those who will abuse our old Muslim League friends who were in charge of framing the Constitution; I shall not challenge their bona fides. I am not one of those who move about with self-satisfaction that anybody other than themselves is worthless and useless. I concede that they exhausted their genius in an effort to give the country a constitution. But why did they fail? Did they not try this method and that method-adding

something here and subtracting something there? They did. Even then they failed. They took long eight years and failed in the end. They failed to give the country a constitution. They failed not because they lacked a sincere desire. No, Sir. They had sincere desire to frame a constitution. They were actuated by good motive and possessed all the anxiety that was, needed and yet they failed. They failed because they lacked imagination.

When we found that our leaders were failing to give the country a constitution whereas our twin brother, the elder brother, rather the younger brother-India-had given a constitution to the country (with so great a territory in their possession and with so many people inhabiting that country-India is practically a multi-nation country), even though we were not members of that Constituent Assembly, we the lovers of Pakistan, the patriots who fought for Pakistan, who were soldiers of Pakistan and who were lieutenants' of the Quaid-i-Azam, we put our heads together and tried our very best to help the leaders give a 'constitution to the country. And what was that? We reminded them to revert to the Lahore Resolution: the sheet-anchor of Pakistan Movement. We asked them to follow the heritage of Quaid-i-Azam and not to ignore his last testament. We said: "Do not depart from those principles. If you do, you will go on failing to give the country a Constitution. And this did happen. Now, that we have come here in a new Constituent Assembly we are saying the same thing: take the geographical position into consideration because that is the principal factor. The basis of Pakistan will have to be looked into far more in the economics of the country than in the political questions that confront it. The difficulties that are faced by the framers of the Constitution are more economic than political.

Sir, the principle of modern democracy is based more upon the economics of a country than its politics. The well-established axiom of economics is: "Income of one is the expenditure of another." Extending this theory to political economics you will find that the expenditure of the Government is the income of the people; and the income of the Government is the expenditure of the people. That is the principle on which Democracies-whether republican or monarchical, federal or unitary-are functioning.

Sir, by that standard what do we find in Pakistan? Due to this geographical anomaly money does not circulate in its two wings. The money that is brought from East Pakistan never goes back to East Pakistan. This is natural economics. You cannot help it; I cannot help it. Even if I was the Prime Minister of this country I could not help this situation and make the money circulate. If I were the Finance Minister even then I could not have solved the issue ignoring the geography of the country. It does stand in the way. Money will never circulate. Money is collected through Government agencies but it is not spent-the whole of it-through Government agencies. Sir, at a glance you will find that the money that is coming from East Pakistan is being spent either in your salary or on the salary of the Speaker, including your chaprassi and the Honourable Ministers, including. Mr. Chundrigar and of High Court Judges, Federal Court Judges including their chaprassi Our Bengali Ministers including Mr. Hamidul Huq Choudhury and my reverend friend, Mr. K.K. Dutta, are getting salaries. But all this money is being spent in Western Pakistan and you should not forget that East Pakistan is contributing in equal proportion to the federal structure and its economics. This is geography!

I shall show, Sir, from statistics published by our Government that the share of East Pakistan to the Federal revenues from 1947-48 to 1954-55 has been 168 crores and 14 lakhs. During this period West Pakistan contributed 553 crores and 53 lakhs to the Federal Revenues. These figures may make our West Pakistani brothers, like Mr. Gurmani, boast and say: "Look! East Pakistan is contributing only 18 percent. West Pakistan contributes more than treble." That will make them very glad. But. Sir, look at the expenditure side. This is the expenditure. The Central Government has spent during these nine years 42 crores and 66 lakhs in East Pakistan as compared to 790 crore and 67 lakhs spent in West Pakistan. Therefore, Sir, we have got back much less than what we have contributed. Sir, we have got a shortfall of expenditure to the extent of 125 crores 50 lakhs and this money has been spent in West Pakistan and even then there was a deficit of 237 crores 14 lakhs in the Central Budget during these eight years. This has been paid from loans for which East Bengal is paying interest. Thus we are being doubly penalized. Sir, this is how the economic position of East Pakistan versus the West stands. Now, this shortfall has reduced the national income and per capita income of the people of East Pakistan and has led to their impoverishment to that extent. There is another pamphlet given by Government and 1 am quoting from that pamphlet published by Central Government. I am referring to page 34, and anybody can look into that book.

Honorable Deputy Speaker: Where is that book?

Mr. Abu! Mansur Ahmad: This is the book called "Pakistan 1954-55:"

Honorable Deputy Speaker: I have not got it.

Mr. Abul Mansur Ahmad: You have not got a copy?

Honorable Deputy Speaker: Did you give a copy?

Mr. Abul Mansur Ahmad: This shortfall to the extent of 125 crores, 50 lakhs is an unrequited drain upon East Pakistan. The drain is a one-way traffic as it only comes and never goes back. As I have enunciated Government expenditure is the income of the people, in this case the expenditure of the Central Government of Pakistan is not, the income of the people of East Pakistan. It is one-way traffic. It comes from East Pakistan but does not go back to East Pakistan but is absorbed in West Pakistan. Therefore, gradually East Pakistan is going to be impoverished very rapidly. I will quote another figure from this book.

Honorable Deputy Speaker: What book is this?

Mr. Abul Mansur Ahmad: It is a book published by the Pakistan Information, Advertisement and Film Department.

Honorable Deputy Speaker: Put it on the table.

Mr. Abul Mansur Ahmad: Sir, I am putting it on the table; I will place it on the table and I will quote from my notes.

Honorable Deputy Speaker: Quote from the book but later on put it on the table of the House.

Mr. Abul Mansur Ahmad: I am quoting from it. In 1947-48 East Pakistan's contribution to the Central revenue was 28 per cent, in 1948-49 it came down to 26 per cent; in 1949-50, to 25 per cent; in 1950-51, to 24.57 per cent; in 1951-52 to 24.7 per cent; in 1952-53 to 20.8 per cent; in 1953-54 to 19.4 percent; in 1954-55 to 14.7per cent; in 1955-56 to 12.47 per cent.

Honourable Deputy Speaker: Where have you taken all these figures from?

Mr. Abul Mansur Ahmad: From this book.

Honourable Deputy Speaker: From this book?

Mr. Abul Mansur Ahmad: Yes Sir. I leave the book with you and in the meantime let me proceed according to the calculations. You will find that for coming down from 28 per cent to 12 per cent,' we have taken only nine years. In the course of nine years our contribution from East Pakistan to Central Revenues has been reduced from 28 to 12 per cent. By this process how long do you think East Pakistan will take to come down to zero-only another eight years, Sir. If this process goes on in the year of our Lord 1965 East Pakistan shall come to zero. East Pakistan will then contribute a zero to the Central Revenues. This is arithmetic; this is the result of geography. How does it happen Sir? Because, as I have said it must happen due to the geography. Our geography cannot be altered. This geography is the hardest fact to be taken into consideration in framing our Constitution; geography is the basis on which a country is located, a "language is described, a state is demarcated and a people is defined Sir, it is an extraordinary situation that we are confronted with

Now, Sir, according to the figure that I have given you, if calculated, it comes to this that people of East Pakistan in eight years got from Central Revenues 2 crores, or equivalent of 10 rupees per head which comes to Re.1-2 per head per year.

Honourable Deputy Speaker: How did you arrive at that figure?

Mr. Abul Mansur Ahmad: 42 crores rupees divided by 4 crores 21 lakhs people, etc., pure mathematics, Sir. People of West Pakistan during the same period have got 235 crore rupees in eight years which is equal to Rs. 32 per head per year.

Honourable Deputy Speaker: What?

Mr. Abul Mansur Ahmad: Rs. 32 per head per year. Sir, this is the result of geography; rather this is the punishment of geography. Geography must assert and must have its own way. Sir, you have heard so much of Bengal, which was known in history as "Golden Bengal" and which was said to be full of honey and milk. Where has it gone after the achievement of Pakistan? Has it been so poor a country that it has contributed to the Central Revenues only this meagre sum of 12 per cent.

Honourable Deputy Speaker: Are you putting this question to me?

Mr. Abul Mansur Ahmad: No Sir. People may ask me this question. Had the learned Speaker been present they would certainly have put this question to him also.

We should not run with the idea that East Pakistan is contributing only this figure to the Central Revenues. There is, Sir, what is known in Bengali as: *Shubhankarer fanki*. It means "mathematical deception". Money collected in West Pakistan and in the Capital of the Federation which is in West Pakistan, is deemed to be the money contributed by West Pakistan. In political economy there are two clear terms "contributed by" and "collected in". "Collected in", does not necessarily mean "contributed by". Money that is collected in Karachi does not necessarily mean that it is contributed by the people of Karachi or the people of West Pakistan. There lies the whole mathematical deception. Sir, this deception has brought us to this that the taxes collected from' industry, business, customs which means export and import taxes and income-tax and central excise-these are the four biggest items which constitute 90 per cent of the revenues of the Central Government-are collected in Karachi. Now, what is industry and what is business unless it is contributed by the people? Industries grow in a country by surplus earnings of the Nation. That means that the producers here consume less and save money for the purchase of machinery from outside. It is they who are really the founders of industry in a country. What is their contribution, Sir?

The Honorable Mr. I.I. Chundrigar (West Pakistan: Muslim): May I raise on a point of order as to whether this relates to the general discussion of the Bill. At the first reading only the general principles of the Bill may be discussed and the Honorable Member is going into the details and is repeating the facts which he has already mentioned.

Honorable Deputy Speaker: Your point of order is perfectly correct. I have been trying to deal with the Honorable Member myself

Mr. Abul Mansur Ahmad: I beg your pardon.

Honorable Deputy Speaker: The point of order raised by the Honorable Mr. Chundrigar is perfectly relevant and in order.

Mr. Abul Mansur Ahmad: What I am putting to the House is quite relevant.

Honorable Deputy Speaker: I say that the point of order is quite relevant.

Mr. Abul Mansur Ahmad: You have held that what I am saying is quite relevant.

Honorable Deputy Speaker: Well, carryon, but only keep those in mind that you are going into details which are quite unnecessary ....

Mr. Abul Mansur Ahmad: Now, Sir, I was submitting that 90 per cent of the Central Revenues is contributed by industry, trade, income-tax and central excise and, Sir, industry and business are nothing but a surplus of our earnings which are left over after consumption. Now sir, what is industry? We send articles to foreign countries and for that to get foreign exchange and with that we bring in some commodities for consumers or industrial. If it is consumers' good, it is consumed; industrial, it becomes the basis of further production. Now, Sir, that the excesses of East Pakistan and West Pakistan separately, you come to this figure; exports and imports, you find that the more

that East Pakistan gets out of exports, is not expended there; it is expended in and it helps the growth of industry and it helps the building up trade and business.

Honourable Deputy Speaker: You can discuss them when we are to the Schedule.

Mr. Abul Mansur Ahmad: I am discussing the entirety of the and it matters

little if I speak on schedule first or on clause 1 first.

This Bill is against the pledges that we have given to the people.

Sheikh Mujibur Rahman (21st January, 1956): My friends say, why you want regional autonomy. It is not in the 21-Point Programme. It is a vague thing. I wish my friend Mr. Farid Ahmad could say this thing to the people who have elected him. You know, Sir, when elections come people give you a manifesto and this 21-Point Programme was given by the people. They voted for us on the basis of this 21-Point Programme. They never voted for Mr. Suhrawardy or for Mr. Fazlul Huq or for Maulana Bhashani. The people voted for these 21-points, otherwise these people who have been elected and come here would not have come to this Constituent Assembly in the whole of their life time. This thing is categorically said in clause 1 and if you will permit me to read it as you have permitted others, I shall show it to you

Honorable Deputy Speaker: This has been read before.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, with Defense, Foreign Affairs and Currency, the Central Government can be a strong Central Government.

Honorable Deputy Speaker: We have heard this argument from Mr. Abul Mansur. We want some new arguments.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, I am not going into details. I am only referring to it. Our friends say that with the three subjects, it will be a weak Centre, but Sir, we can prove that it will be a strong Centre. Sir, why are the people of East Bengal for the last eight years fighting for regional autonomy. Sir, unfortunately there is no more time at my disposal but if you permit time 1 can show you what injustice they have done to the people of East Bengal. Sir, according to Mr. Gurmani, East Bangal used to pay 25 per cent of revenues to the Central Government. They say that it later decreased to 20 per cent and now it is only 14 per cent. This is what they say. So, it is decreasing day by day. According to this decrease, Sir, in 1960 it will be nil. East Bengal is so ruined.

Honorable Deputy Speaker: So, Mr. Abul Mansur also informed us (*Laughter*).

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, I am only pointing it out to you. Sir, it is like this: there are two hands to the body of Pakistan. One is West Pakistan and the other is East Pakistan. They are making one hand strong and the other hand weak. Sir, this policy is wrong and will ruin the country. In the Central Government Services, those who form 56 per cent population are not getting 5 per cent share. The East Bengal people are educated, but they are not getting their share. Sir we do not blame the West Pakistan people. In fact we want autonomy for them also. If East Pakistan gets autonomy, the West Pakistan people will also get autonomy. We blame the ruling *junta*. These jagirdars zaminders,

these big landlords and ruling junta of West Pakistan has suppressed the peoples opinion of West Pakistan. They are so much suppressed, they cannot cry, they cannot demand, but the people of East Pakistan are politically conscious. They challenge anybody and everybody. They challenge Mr. Fazlul Haq, Mr. Suhrawardy, Moulana Bhashani; they challenge their leaders. They tell their leaders "You have done this wrong and we will not vote for you, but they have been suppressed, persecuted and they have been economically ruined. They have no land; no shelter. But, Sir, we have nothing against the people of West Pakistan, but against the ruling junta, who have entered the Constituent Assembly through the backdoor, one who were not even in the District Board and have become Foreign Minister of Pakistan and such people want to speak on behalf of the people of East Pakistan and say that the people of East Bengal support this draft Constitution. Sir, I have just come from East Pakistan and know the mind of the people there. I know that they have rejected this un-Islamic, undemocratic and dictatorial Constitution, and it cannot be accepted by the people of Pakistan, particularly the people of East Pakistan. These people are thinking that they will sit in Karachi like Mr. Pathan-he will never go back to East Pakistan; he is domiciled here. So these people are also thinking that they will earn some money and make a house here. They cannot go back because they are going against the demand of full regional autonomy which is the demand of the people. You can kill us, you can jail us. Sometimes we hear that our lives are in danger, but we are not afraid. We have been elected by the people on the basis of 21-Point Programme, on the basis of regional autonomy. They can betray but we cannot.

Mr. Abdul Aleem: We have never betrayed.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, the people of East Bengal will never accept the draft Constitution. You can arrest us. You have already arrested our friends and you will arrest more. I would appeal to my friends, Hon'ble Mr. Chundrigar, who fought in the Federal Court about the dissolved Constituent Assembly and who has fortunately become the Law Minister now, to frame the Constitution on the basis of 21-Point Programme. If you want to push through the Constitution you could do so, but if you press this Constitution, then you are playing with fire. I have just now come from East Bengal, and I know the sentiments of the people there, of the agriculturists, the poor business men and other people of East Bengal. If you push through this Constitution, God alone knows what will happen. We want that Pakistan should be saved with the ruling junta for the poor masses, who have achieved Pakistan after great sacrifices. These people who are now ruling were not 2-anna members in the struggle for Pakistan. They want to destroy Pakistan in the name of Islam. If you frame the Constitution on the basis of 21-Point Programme, we will cooperate with you, we will join you, but if you go against the wishes of the people, we will mobilize opinion not only in East Pakistan but also in West Pakistan against this dictatorial and undemocratic Constitution. If you agree to pass a democratic Constitution we will help you to pass it within seven days, even within three days but that Constitution should be on the democratic basis, on the basis of 21-Point Programme, otherwise wewill oppose it tooth and nail.

Mr. Ataur Rahman Khan (27th Jan., 1956): Sir............If the people of East Bengal feel that they are a different people, it is these people here who have forced them to do so

and nobody else. It is they who have created this situation. For the last 8 years they have crippled the people in such a way that they cannot but think like this. For instance, the statement of Maulana Bhashani has created a fuss here, it has created a row here. So has the statement of Mr. Abul Mansur Ahmad. He has been recommended for being tried for high treason.

Honourable Deputy Speaker: But we are not discussing this.

Mr. Ataur Rahman Khan: No, Sir, I am just saying about the reaction of the people. Mr. Abul Mansur Ahmed has made a statement. What was his statement?

Honorable Deputy Speaker: I do not know what his statement was, but I know what the business of the House is for today.

Mr. Ataur Rahman Khan: Sir, he said it in the House.

Mr. Yosuf A. Haroon: What did he say?

Mr. Ataur Rahman Khan: He said all that in the House, and if you do not know what he said....

Mr. Yosuf A. Haroon: Come out with it.

Mr. Ataur Rahman Khan: Sir, he said we are two geographical and Economic units; we are two people; we have got two cultures; we have got two ideas; we have got two languages. All this has astounded these people. It has shocked them. I wonder if the injustice of the last eight years has shocked their conscience or not. Sir, they do not possess any conscience. Their exhibition of love for the country is nothing; they just raise a slogan to cover up the faults that they have committed. It is only to cloud the real issue. Sir, has any paper of West Pakistan till now discussed or written a word about the injustices that have been done to East Bengal; has any paper written exposing the ruling coterie; has any paper here expressed regret, expressed sorrow and said that they are ashamed to find this disparity?

Sir, Mr. Abul Mansur Ahmad has already given a list showing this disparity. Out of 151 crores that they have raised as revenue for the Centre, they have spent only 46 crores on East Bengal. Similarly out of about 600 crores of export, only 293 crores have been spent on East Pakistan in import and so mach more has been given away to West Pakistan. Sir, they have done this in all the matters. Out of 12 crores that they have spent on Central services, they have spent only 60 lakhs for East Bengal people. Sir, is there any comparison. Sir, out of the 42, thousand employees of the Central Government, only 2,900 are of East Bengal and that too in the lowest categories and very few, almost nil, in the top grades. Out of 12 crores on the Central Services, only 60 lakhs have been spent on East Bengal. That is the position, Sir, that is five per cent in money as well as service, and 95 per cent for them; and with this, Sir, they are calling us brothers. They have sucked the blood of our body, leaving us dry skeleton and crippled and still they say they are brothers. If we say anything against it, they say, you are traitors, you are not worthy to live, you deserve to be shot". Sir that is their attitude.

Sir, now that we are welded into one nation-and we must live as one nation till eternity-there are methods of going that. Sir, it is the fault of geography. Even one people may separate on account of geography. The history of America, the history of Australia, the history of New Zealand is there. The same blood has been running in the vains of these people, but they are separated on the account of geography. Sir, we have been two countries. There is no denying the fact. It is sacrilege to you, to us it is not. We have been two countries; as a matter of fact we have been welded into one nation and there are necessary things to be done. The union must be a happy one. The union mast be a cordial one. There are certain methods of doing it; let us try for it. A single Act, Government of India Act, or the Independence Act, cannot unite two hearts. Only the hearts themselves meet. Have you done anything for this?

....I will tell you, Sir, one small thing, a very insignificant thing though. Sir, about three months ago in this House I had narrated that at the Dacca Aerodrome on the arrival of aircraft for and to various distances announcements are not made in Bengali, although they are made in English and Urdu. It does not cost a farthing; it does not cost a penny to anybody-there are Bengali boys sitting there who could very easily make an announcement in Bengali that such and such a plane is leaving for Karachi and those who are to go there will please, come to the lounge etc. Now, Sir, in spite of my request three months ago nobody took any notice of it. Now what is this? Is this the way you regard our sentiments? It could have made a tremendous effect on the people. It would have made a tremendous effect on the minds of the people if this announcement could have been made in Bengali also, because the country which has boon pleading for the last eight years for the Bengali language would have found one line of solace, that after all they have had some regard for our sentiments. That would have carried much further our cordial regard for each and wiped out much of the frustration from the minds of the people of East Bengal. It does not cost a farthing, one pie, as you make an announcement in English and Urdu already and you could very well also make an announcement in Bengali also, but, Sir, this could not be done...

So, Sir, that is the attitude of our brothers on this side. Then, Sir, we must have our economic freedom, economic liberty, because the two Units are altogether different. Our economic structure is also altogether different. We must have separate things. If you do not attach any importance to what I say then you have only to beat me; you don't love me. It is just like a child, who is always beaten by his mother who loves him also, but in this case you may beat me but you do not show any love towards me! I made the small suggestion three months ago and I do not understand what has debarred you from implementing this. This, Sir, shows the attitude. So, how can we expect them, to do bigger things when they cannot agree to do such a small thing? This gives an idea of the attitude of these people. Those people who have been in the coterie ruling this country for the last eight years will God willing, or God forbid, continue for some time more, Sir, and God alone knows what will happen to 'East Bengal thereafter. The injustice, the disparity, the misdeeds that have been committed on East Bengal are going to be legally and constitutionally perpetuated by this Constitution, Sir. No-where there is any provision in this Constitution for amending those things or making amends for those things and so it will continue under the authority of the Constitution after the Constitution is passed.

.... Sir, in this present context I will tell you that so far as the people of East Bengal are concerned, I mean the people of Pakistan as a whole. I divide them into two groups-autonomists and the Centralists.

Honourable Deputy Speaker: What are they?

Mr. Ataur Rahman Khan: They are the Centralists and the autonomists, and about 6½ crores of people are autonomists who believe in the autonomy of the respective regions, and against this background, as I understand, there are four divisions of people also. These four divisions are enumerated as follows:

Firstly, Common Pakistanis are generally autonomists, and they are always dubbed as provincialists.

Secondly, Indo-Pakistani capitalists. They are Centralists in view of the fact that their intention is truly to exploit the resources unhampered and uncontrolled of the producer of the raw materials.

Thirdly, Pakistani feudal lords-their interest is not against Defense and Foreign Affairs. They want to have some job and also for defense purposes.

Fourthly, the common Indo-Pakistan. -This group is generally known as Muhajirs, who are in a miserable plight. They are generally utilized for certain political purposes and when their purpose does not suit them, they are sometimes dubbed as Indian agents unfortunately. If I am in power I want to utilize some of them and if he does not line up with me or my ideas, I call him an Indian agent, saying that he has one leg there and the other leg here, and as such what can be expected of him. So, there are four classes of people. You will find from this division that autonomists are about 90 per cent of people, because common Pakistanis are autonomists. They want to live and let others live. It is the right, of self-determination of the people to be autonomous. By autonomy understand not in the context in which Pir Mohammad Ali Rashdi or Mr. Hamidul Huq Choudhury has said....

I have already told that it is going to be a charter of perpetual slavery. It contains provisions which are anti-Islamic and anti-democratic and I will analyze these. (Interruption) Who else can do it better than one who feels for autonomy? One who has skipped 1,500 miles to become a Minister by fluke, he cannot think of autonomy. So I will have to give an analysis of autonomy.

Sir, political terms have their own connotations against certain backgrounds. In this House ten persons can give ten definitions of democracy and all of them will be accepted by certain number of persons. We should not be bothered about connotations. The most vital question is the geography of the country and the last eight years of the sufferings of the people of East Bengal. Had the two zones been contiguous I would have preferred a unitary form of Government-one country, one Government, one vote, one economy…..

So, Sir, but for the geography of the country, unitary form of government would have been an ideal arrangement. Situated as we are, we must have a federation and federation postulates strong regional autonomous wings in the country. Unfortunately, our friends

starting with the idea of federation incorporated all the provisions that will be found in a unitary form of Government, or even in a dictatorial form of government. They have not considered, it wise to incorporate any provision on the lines of autonomous federated units. When we are a federation, the provinces must be federated and provinces must be autonomous. You have not given any autonomy to the provinces and you have not given any safeguards.............

I was telling you about the case of Autonomists-demands of autonomists - and why they demand it. As I told you earlier the geographical position of the country is so peculiar and on that account the economic division of the country is so perfect that East Bengal must have its own economy apart from the economy of West Pakistan or it cannot live. The last 8 years of our existence have shown that unless and until we have separate and distinct economy in East Bengal within the next eight years we will be completely impoverished and it will bring our annihilation. So it is a determination to live and live as an integral part of Pakistan and also contribute to the pros parity of Pakistan. There is a feeling in the minds of the Centralists, who are mostly in the ruling coterie that if the Provinces become stronger the Centre will also become weak. My theory is altogether different. I hold altogether different opinion and I feel that unless and until you make the two wings of Pakistan stronger than before you cannot have a strong Pakistan. You cannot have a prosperous Pakistan. Pakistan will have no future. So in the interests of the prosperity and solidarity and the strength of Pakistan it is necessary that the further Wing of Pakistan, namely East Bengal, must be as strong as the Central Government here. This has not been done for the last 8 years and there is no provision also in the Constitution which will make this part of Pakistan a bit stronger than before. My learned friend Mr. Hamidul Huq Choudhury yesterday told that a greater amount of autonomy has been given to East Bengal and that East Bengal should be satisfied with that. I strongly repudiate this view and hold that this is absolutely incorrect and that what *prime facie has* been shown as strength of the Provinces is not really the strength of the provinces. You have actually cut down from the autonomy by adding a few more subjects which are not power creating or money producing. You have actually swelled the provincial list and thereby you want to show that regional autonomy has been given to the country. I do not really understand the attitude of Mr. Choudhury so far as regional autonomy for East Bengal is concerned. The last eight years of Central Government have shown that although for these 8 years we were told that a sort of federal Government was existing for all practical purposes there was a unitary Government. There is unitary control over economy, over industry, over finance, over commerce and all these things are in the hands of the Centre, practically everything. Provinces, particularly East Bengal did not get any benefit out of that. Now, Sir, regarding defense I will tell you one thing that out of 40 crores that has been spent in the last few years in the country on account of defense, only 14 crores have been spent in East Bengal, which means about 2 crores of rupees or less than that per year. Why it has been done in this manner, why this step-motherly treatment, why this wild arrangement. Is it just, is it brotherly, do they want to say that they are our brothers and we are their brothers. Is it really a brotherly feeling that they do not look to the interests of East Bengal? They do not equip East Bengal militarily for all and every eventualities thinking that there should not be any defence so far as East Bengal is concerned. They think that the defence of West Pakistan alone would mean the

defence of whole of Pakistan. Sir, the Central coterie, the ruling coterie, has never understood the strategic position of East Bengal and once our Commander-in-Chief had told that East Bengal is indefensible. If it is indefensible. Sir, why bother about it at all leave it where it is. Do not bother about it at all. Throw it away if you do not want to have it. Do not say that it is indefensible and on that plea you will not spend a farthing for East Bengal...................

Now, I come to the financial aspect of the Constitution. 172 crores were raised from revenue in East Bengal and out of this 45 crores were spent in East Bengal during the last 8 years. The economic policy of any country in the world is to spend the entire amount in the same area from where the revenue has been raised.

Honorable Deputy Speaker: What provision of the Constitution are you referring?

Mr. Ataur Rahman Khan: I am referring to the clause relating to Finance Commission. It is Section 114 of this Draft Constitution Bill. Mr. Hamidul Huq Choudhury on behalf of the Government has told us that all the remedies have been provided for and all the amendments have been made up in such novel innovations that they have been able to set up a National Finance Commission and that is a remedy for all our difficulties and no more injustice will be done to East Bengal after that. In reply to that I say how the remedy cannot be measured by this National Finance Commission. I will presently show how this is another hoax. But he has said it as 'novel'. I say it is a drama and I will show how it is a hoax. I told you earlier that this refined policy has made out confusion and it must have been their plan. Good intention is as easily discovered at the first view as a fraud is detected, at the last. This is how it has been detected and that it is a fraud on the people and a fraud on the intelligence' of the people. It will be shown by me just now. Let me tell you about the financial position of East Bengal. I have already told you that out of 172 crores, only 45 crores have been spent in East Bengal and 124 crores have been taken away from East Bengal and the money went to the Central coffer and there has been practically a double-edged drain. If this amount of 124 crores would have been spent in East Bengal, that would have brought further income to the country but instead of doing it, they made that Province drier and this part prosperous. So the disparity was going to. be more and more, because the money spent from there never came back to its source. It is just like the heart and the body, Sir. Heart transmits the blood to the body and after going through the body, the blood returns back to the heart. Unless it comes back, the heart becomes dry. So here also it is exactly the same position. Unless that income comes back, further incomes will dry up. Therefore, Sir, if this course of action that was taken by the Central coterie here continues for another 8 years, Bengal will become totally bankrupt and it will face complete financial annihilation. That is what should have been stopped. But it has not been stopped and the proposition, therefore, has been accepted that so far as finance is concerned, Bengal has suffered a lot. In connection with this finance, Sir, I may tell you about the State Bank. Now State Bank in the country controls the foreign exchange. Finance is collected by commerce and industry and in the matter of commerce you will find that goods that were exported from East Bengal and imports that were brought did not have any ratio of balance. Sir, the greater the export of the country, the greater chance there is of goods going away unless it is balanced by import. It has not been so, so far as East Bengal is concerned. The total trade balance for

the last 8 years is 664 crore exports and 292 imports, leaving a balance of 372 crores. In West Pakistan 586 crores exports and 826 imports-leaving an unfavorable balance of 239 crores of rupees. These 372 crores which could have been brought to East Pakistan have not been brought and the goods of the country have gone away by way of export leaving the country poorer so far as the material goods are concerned. But in proportion to that, that amount of goods did not come by way of imports giving no incentive to the producer, the labor and all other classes of the people who are interested in this and the country has become poorer. It works in this way, Sir, that when the country becomes poorer in production of goods, the labor suffers because they have no incentive to produce more and the producer of raw material cannot produce raw material on account of the fact that income of the country has become less and in that way, it goes on diminishing every year and at the end of another 8 years, the economists have calculated it, the position of East Bengal will come to zero.

Honorable Deputy Speaker: I have heard that before.

Mr. Ataur Rahman Khan: All right, Sir. This is the position and a solution to this should have been found by the division of foreign exchange. There is no harm in it. It would not have made the Centre weak in any way. Nobody should be shocked at that. What is actually the position here? The entire amount of foreign exchange is controlled by the State Bank of Pakistan. The State Bank could have been divided also as it is done in other countries. As my friend Mr. Mansur has said that there are countries which merely on account of sheer distance have divided the State Bank in two parts. Even in the neighboring country India, in the month of January, 1955, I read a statement of Mr. Nehru that they are going to create five or six zones of the Reserve Bank with a federating Reserve Bank over all of them at the Centre.

Honorable Deputy Speaker: You want this provision in the Constitution.

Mr. Ataur Rahman Khan: Yes, Sir. There should be two State Banks for the two wings for State Bank controls foreign exchange. There should be one Federating unit situated at Karachi and two branches-one at Lahore and another at Dacca…

I have been telling this House about facts of economy that we want to order out things there. So far as Commerce, Industries, and other things are there, it is necessary for us to put up a strong case and show that it is on account of the defective policy of the Commerce Department of the Centre that we have suffered so much. Had it been with us, we would not have suffered. Sir, non-devaluation decision of the Government was a sort of course for East Bengal and this revaluation decision is serving as a nightmare. I will show you just how it is so. At the time of non-devaluation, large exports bring in large machinery, heavy plants and installations and other things and the country is benefited. Bui the machinery which came in lieu of those large exports at the time of non- devaluation did not benefit East Bengal a little. Exports at that time were very very heavy and Pakistan was in a very good position so far as the currency of the country was concerned. But West Pakistan was entirely benefited thereby. Now, Sir, West Pakistan has become completely industrialized, so much so that a stage has reached, as my friend Mr. Abul Mansur said, that industries are in a position to produce surplus which they can export. In East Bengal the industrial progress is at the low ebb and there is no possibility

in future for East Bengal to industrialize itself. Now this revaluation has brought the industrialization of East Bengal to a stop and there will never be any chance unless there is an upheaval and upsurge of any kind in the whole world.

Honorable Deputy Speaker: What do you propose?

Mr. Ataur Rahman Khan: I have told that these subjects should have been wirh he Provinces-Commerce and Industry should be in the provinces.

The Honorable Mr. M.A. Khuhro (West Pakistan Muslim): What about foreign trade?

Mr. Ataur Rahman Khan: I told about foreign trade also. I have said that there should be three subjects with the Centre-Defense, Foreign, Affairs and Currency. Now if you like you can I bring everything under Defense. If you. go on amplifying the position, Defense has got a demand on everything in the country. For instance, the anvil on which a man is mending shoes may also be requisitioned for Defense in case of war and you can say that it is required for the man in the Army. So in this way everything and all the subjects can be brought under Defense. So also with Foreign Affairs you can bring anything you like within its scope. Foreign Affairs mean the relations that exist between Pakistan and other foreign countries but if Mr. Hamidul Huq Choudhury wants to cover up everything under it, he can do so. For instance, if I write a letter in London that also can be covered by Foreign Affairs. Similarly if I have got a friend in Australia and he sends me a parcel, Mr, Hamidul.,Huq. Choudhury opens it and sees what it contains because all these matters are connected with Foreign Affairs for the reason that it has come from a foreign country and everything that is connected with any foreign country comes under Foreign Affairs. Now that is not our intention. Mr. Hamidul Huq Choudhury has been one of the authors of the 21-point programme in the year 1950 when we held that Grand National Convention in Dacca over which I had the honor to preside against the Basic Principles Committee's Report brought out by the late-lamented Liaquat Ali Khan. He was one of the sponsors and there we decided that these three subjects should be given to them in the Centre. Now Mr. Hamidul Huq Choudhury must have clearly understood every word of it and every meaning and connotation of it. He cannot now say that Defense, Foreign Affairs and Currency include all these things. I will give instances and show how people have been bluffed and things from heaven to earth can be taken there in the name of a particular subject. Sir, if Mr. Hamidul Huq Choudhury remains the Foreign Affairs Minister, he can bring all these things there. He can gather up everything under Foreign Affairs. But, Sir, if I happen to become the Foreign Minister, I may hold that these things are not Foreign Affairs. They can be safely dealt with by the Provinces. The Foreign Trade and Foreign Exchange can be controlled by the State Bank of Pakistan, having two State Banks in two places-one in Dacca and Lahore and the Federal Bank having its headquarters in Karachi. This can be provided in the Constitution. There would be no difficulty about it.

Now, Sir, it is said that in the economic field something has been done to East Bengal, It is said that, the National Finance Commission has been established as a panacea, for all the injustices .done to East Bengal in all the departments. Sir, the Ministries and other things have been there before also, but they would not rectify the

injustice. I do not know what novel thing, what miracle this National Finance commission will do.................

Sir, you will find that one very important thing which actually determines the character of autonomy for province is the election. The election of the Provincial Assemblies, which was in the Provincial Lists, has now been taken away in the new scheme of things. That has actually crippled any amount of autonomy that East Bengal enjoyed before this. It is not saying that we have given you so many subjects, twenty or thirty subjects. All the subjects are there, but that does not make the country autonomous; in fact, the principle of democracy has been taken away-a very important thing, namely, the election-because judging from the things that are going on in the country, it is a party government which is running the country's administration. East Bengal may have a Government of one Party opposed to a party which is in power in the Central Government. Therefore, it is necessary that the election of the Provincial Legislature must be under the control of the Provincial Government and not under the control of the Central Government here, but it has been taken away, so that autonomy, even if it is given, or even if it were there, has been completely, in a way, taken away by that provision.

Under item 23 of the Government of India Act, the Provincial List contained oilfields, which could give some amount of revenue to a unit, that too has been taken away very carefully, because there is a chance of discovery. So the province has been made poorer. A number of subjects have been given, but what of that. For instance, Railways has been given in the Provincial List, which is a great hoax that has been committed. What do you find in the Constitution itself? In the body of the Constitution it is not in the Provincial List; it is given to the Central Authority and that Authority has to decide whether it should be given or not. It may not be under the control of the Provincial Government. Sir, this is the Provincial List, showing a number of subjects. I cannot understand the subjects. I cannot understand what the estate duty in respect of agricultural land is. I cannot understand Capitation taxes. Lotteries, betting and gambling, fisheries, treasure trove, electricity, gas and gas works, professions, inns and inn-keepers, liquor and a number of other subjects are there to show that autonomy has been granted by making these provisions in the Provincial List, but Provincial autonomy is not there. As I told you, the root of the Provincial Autonomy has been cut down however you may try to pour water over it. This will not give provincial autonomy.

Extracts from the Speech of Mr. H. S. Suhrawardy as Leader of the Opposition on "The 1956 Constitution".

31st January, 1956

..Sir, I had recently been to East Bengal for the purpose of assessing for myself

whether the opposition that we heard in the papers and voiced on the floor of this House was a mere paper opposition or was it really grounded in the will of the people. I have, Sir, no hesitation in stating that people of Bengal are greatly perturbed.

The people in East Bengal have no confidence in the Ministry here or in the Constitution prepared by them and they desire that adequate provision should be made in

the Constitution for their welfare and development and this matter should not be left to the administration or maladministration of the Ministry. The feeling there is of such a nature that it is extremely doubtful if the Ministry of that place can withstand the pressure, as is borne out by the fact that it hesitates to call a meeting of the Legislature and put its confidence to the test......... in approaching constitutional proposals, I do so with only and objective. It must ensure and promote the stability and integrity of Pakistan. To me and my party, all of us residing within Pakistan as its citizens and subjects are one nation, namely, Pakistani Nation, irrespective of the provinces or the regions from which we come, irrespective of the origin, of our race, and tribe, irrespective of the religion, caste or creed. We are one State and we are one people. ... To my mind. Sir, as a Pakistani, I say that I cannot visualize any period of time when there will be secession between the two wings of Pakistan. I cannot conceive even the idea of secession. We have got to live together. . . . What keeps us together is this: the realization that neither part of Pakistan can live without the other. We are dependent upon each other in a hundred thousand ways and therefore it will be fartuous on the part of any one to say "Let us seek our own destiny elsewhere without the help and co-operation of the other".. . . . . . To me the development and the understanding is necessary on both sides. East Pakistan is as much concerned with the welfare of West Pakistan and Pakistan as I hope the West Pakistan is concerned with the welfare of East Pakistan and Pakistan as a whole, but then if you really have a genuine desire to reach a mutual settlement which is absolutely essential for the governments of East Pakistan and West Pakistan, we must get together as soon as possible, instead of fighting each other, even on the floor of this House There is no denying the fact that there has hardly been any development in East Bengal worth the name, compared to the development on this side of the country. We wish this country well. We are happy that it has been developed. After all whole Pakistan is being strengthened it is advisable if both the wings are developed equally and it would certainly be weakened if one side is developed only and the other remains undeveloped. But surely the people from East Bengal too have the right to come forward and claim some consideration from you. Surely, they have got the right to come and say that during all these years East Bengal has been impoverished in several ways. I do not want to juggle with figures. These things are facts which are before us. There has hardly been any development in that part of the country. By putting a jute mill or a paper mill in that wing you think that is sufficient development for 4 crores of the population that are living between wind and water, whose subsistence is so low that the slightest alteration in prices pushes them to starvation. Mind you the British Government did not take a pice out of India for the administration of India. They took nothing from here to England for that purpose and the money that went from here went as interest on the capital in business or trade. Has it been forgotten that the main brunt of our charge against the British was that our country was getting impoverished because money was being sent out of the country to England? 'And this is exactly what, unfortunately, is happening in East Pakistan. Money is going out from there and it is not being replenished; our people, there, are getting poorer and poorer.

.... Sir, there resources of East Bengal have been utilized for the purpose of the development in this part of the country but the development of East Bengal could proceed side by side. East Bengal is riverine. Canals have been dug here but we have got natural

rivers. What is the position of the rivers there? Could not attention be paid to cleaning the silted rivers and canals? Today the position in East Bengal is very distressing and I am very much alarmed.

.... And, after all, can it be denied that we have received considerable foreign aid from various sources, and that we are receiving that foreign aid and can it be denied that hardly a small percentage of it has been spent on East Pakistan.

If it is a case of foreign aid, surely both the wings have a right to take the benefit of it. Then, Sir, there is another matter over which the people of East Bengal feel and that is the question of defence and of bases. Sir, I would not go into the question of strategy; that is a matter that the army should look after. But I will maintain that the people in East Bengal can be trained to be a fine military force as they were in the old days. It was the Bengal regiment that created a reputation for itself long before the other regiment, possibly about the same time as the Madras Regiment, created a name for itself. Now here something could be done; some attention could be paid to the military training and whether you produce soldiers or not, whether East Bengal can be defended or not against aggression in East Bengal, whether West Pakistan can be defended only in West Pakistan, these are matters into which 1 will not enter but this much I am certain that every patriotic citizen desires that he should be associated with the defense of his country.

. . . After all East Bengal is not such a backward area as to have justified all this under-development, that you say, that people are not coming forward and there is nothing there as if the people are primitive or something to that effect. There is absolutely so justification for this view.

. . . Now, let us come to the provisions of this Constitution. Is it really honestly and improvement on the 1935 Act? I can hardly see that it is so in any respect. The lists are there as they were before; powers are there, just as they were before. You have merely called if Federal Constitution, whereas it was not federal previously. But same lists existed; there had been some modification but the same List I, List II and List III are there. In the days when India was a unitary Government you still had the same Lists I, II and III and so what is the difference that you can show from the Government of India Act. You can say that the residuary powers have been given to the Provinces under this constitution. But what are residuary powers? Do they ever come in for exercise? . . . . Where, Sir, You have differed from the 1935 Act, it has always been done to the detriment of democracy and against the interests of this country. May I just point out a few instances and then ask you whether you should not make some efforts to bring it into line with progressive thought?

Take the case of the powers of the President..........You have given to the President the powers of the British sovereign as they stand of late. The British sovereign has supreme powers, but there is, in Britain a Convention, Convention which no sovereign may dare to break, it is an unwritten convention and the powers of the sovereign are unwritten. No sooner you put that down in your book, no sooner you put that down in the Constitution, no sooner that that becomes justiciable, that convention will be thrown

overboard. You cannot rely upon them in law and in order to enforce conventions you cannot rely upon them in law; you have got to go through the process of chaos, disturbances and revolution and I would certainly not like to go through that process. Better far that you should not define the powers of the President in so far as that of the British sovereign, or if you define them, then also define them with those conventions by which those powers are circumscribed. I think, Sir, with regard to the dissolution, viz., the power of the President to dissolve an Assembly when he is of the opinion that the Ministry has lost the confidence of the country, I think Sir, that this thing is so obviously ridiculous that I am sure that the Government will either withdraw it, or place something else a bit more reasonable. To leave it to the President to judge about the possibilities that you have lost the confidence of the country is fantastic in a democratic Constitution. Yes, if he thinks that a present Ministry has lost the confidence of the legislature over which that Ministry presides, then, some powers might be invoked, but to go and dissolve the legislature 011 that ground because they have lost the confidence of the people is a vastly different matter. Then, Sir, a very very important power has been given to the President which will override the entire Constitution, viz., power to declare emergency. All the power to declare and emergency is vested in the President....

. . . Then, Sir, let us take another provision in this Constitution, viz., that of fundamental rights. Why these fundamental rights have been absolutely put down in the Constitution if provisos were a necessary attachment of them. If these fundamental rights have got to be hedged round with all kinds of provisos, circumscribed by this under these circumstances that under those circumstances, and so on, what is the use of these fundamental rights? You have taken them from the Indian Constitution...

The Honorable Mr. I. I. Chundrigar: I have taken them from some other document.

Mr. H. S. Suhrawardy; Some other document, possibly, but, then the Indian Constitution must have borrowed them also from some other document, and therefore, they are of the same pattern and same origin, but I have very great doubts whether the Constitution from which the Honorable Member took these fundamental rights contains all those provisos and hindrances which have been enshrined here. I have compared it even with the Indian Constitution. The then Constitution has certain provisos, had certain restrictions but it is very very important word, viz., "reasonable". There were reasonable restrictions and as soon as that word is put in well, that word "reasonable" has been left out-nobody can do anything which the rights guarantee in so far as they can be invoked in a court of law, but, if in the Constitution you have reasonable restrictions and the work "reasonable" becomes justiciable, at once the courts will then be in a positions to say-if the legislature put down the reasonable restrictions in the fundamental rights-that these are unconstitutional because they are not reasonable. Therefore, Sir, please do no delude us by putting this word that you have been able to put in the fundamental rights. The fundamental rights are of no value at all...

. . . But then, Sir, there are also certain hiatuses in these Fundamental Rights and Directive Principles which I hope will be filled up. I do not find anything either in the Rights of Directive Principles to look after the interest of the agriculturists and labor,

and to prevent them from exploitation. There is a general clause; an attempt. I believe, will be made to promote the social and economic well being and so on. of people. And to adjust relationship between landlords and tenants and between employers and labor Sir, that is not enough either as a Directive Principle or a Fundamental Right because we do maintain that the cultivator, the man who produces the food grains should be the owner of the land which he is tilling (*Applouse*). This should be provided for in our Constitution, At least this should be the aim of this Government..,,

.... Now Sir, there were other problems that came up. There was nothing in the Constitution regarding them, not even in the Directive Principles-regarding the principle of giving military training and establishing military bases for purposes of giving to the people of East Bengal encouragement to come forward and to take part in the defense of their country. There is nothing regarding foreign exchange, There is no provision to say that there shall be development side by side and in equal measure. There is nothing regarding Services and so on. What is the use of this Constitution? This Constitution hits shelved all the problems and all that it has got a certain number of clauses taken from c Government of India Act, 1935 and wherever they have departed from it, woe to this country I

.... Now, Sir, we come to the question of provincial autonomy. It is a matter on which you cannot come to finality here. At the same time you have to consider that if the two wings-East and West do not come to an agreement, what should be done, I feel, as I have pointed out, that the ruling party of West Pakistan want to have and eat the cake.

They have taken their parity in the constitution over and over again. They have pointed it out that this shall stand even if the number of members increases in the National parliament. I am sorry to state that all that goes with parity has been ignored by them. I maintain that the people of Bengal would not have accepted parity had it not been coupled with regional autonomy. This was the thing which was placed before them; One group in one part should not dominate over another group in another part: everything should be done by agreement and by a process of give and take and not by force. For that reason there should be equality obviously, West as a nation, as a group was piched against the East as a nation or as a group. I am using the word "nation" in the loose sense and not in the sense of Pakistani nation. Therefore, inasmuch as they were separated on account of distance they must have regional autonomy. That was the basis of parity and the further basis of parity was that if Bengal was to speak it should speak together and for that we must have joint electorate…..

[Excerpts from the speech delivered by Mr. Mohammad Ali, Prime Minister, on the Fourth Draft Constitution]

1st February, 1956,

Sir, Pakistan came into existence as the result of a struggle by the Muslims of the sub-continent to win a homeland for themselves in which they would be free to live their own way of life and develop their own culture.

Mr. H. S. Suhrawardy: Hear, hear. We agree.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: That struggle culminated in an agreement between the main political parties of the sub-continent: to partition the sub-continent so that - the majority Muslim-areas of the North-East and the North-West would form the State of Pakistan. This is how Pakistan came into existence-and on its establishment, the object of the Pakistan movement was not completely fulfilled. If I might quote the Quaid- i-Azam:

"The establishment of Pakistan for which we had been striving for the last ten years is by the grace of God an accomplished fact today," (This was in October, 1947). "For the creation of a State of our own was a means to an end and not an end in itself. The idea was that we should have a State in which we could live and breathe as free men and which we could develop according to our own way of life and culture and wherein the principles of Islamic social justice could find free-play."

Mr. H. S. Suhrawardy: Quite right. I entirely agree.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: That was the reason for the establishment of Pakistan. And the urge to develop our culture, to realize our potentialities to the utmost to find an atmosphere in which the spirit of Islam can flourish, that urge is there in the nation today. It has been the reason for its existence and it remains the driving force of the people of Pakistan. That freedom and that urge we must safeguard; we can ignore it only at our peril. No man of honor repudiates his parentage. Every tree springs from its seed; it grows an it flowers. It may stay as a small seed but, over a period of years, it shoots out branches, it bears fruit and people recognize its worth. We, Sir, shall be in that process for many years before the true spirit of Islamic culture finds fruition here. The freedom which the Muslims of Pakistan wanted for themselves, they do not want to deny to other communities living in Pakistan. It is an essential part of our faith that the non-Muslims living here should be equally free to develop their culture; to practice and propagate their religion; should be equal and honored citizens of Pakistan. It is on these basic concepts that the whole structure of Pakistan should be built.

And how did we, the people of North-West and the people of North-East come together even though separated by a distance of 1,500 miles, how did we overcome the handicaps of geography? It is partly a tribute to the spirit of Islam which rises above geography and partly recognition of the fact that we need each other: that it is only living and working together that we can survive. The remark which the Honorable Leader of the opposition made on that subject, I can endorse whole-heartedly. There can never be any question of secession. No such thought must ever be entertained. Mr. Suhrawardy excused the people who talked about it as indulging "in intellectual exercise". I do hope that these intellectual gymnasts will not go through their contortions in public but that they would devote their surplus intellectual energies to innocent pursuits such as solving cross-word puzzles, certainly not doing things which injure the very foundations of our State. And those of my friends who use phrases carelessly, who talk of "nationalities" in a loose way which can lead to misunderstandings, I would earnestly request them to desist. We are yet in a formative stage and even though the idea

of Pakistan Nationalism, the idea of our common culture of one country and one people, shines bright, yet there are spots here and there, dark spots, where germs of disruption can thrive. Let no patriotic man do anything which would help these germs to survive. Let him not, by inadvertence, or in any other manner, lend support to any such, tendency in our body politic. Let us, once and for all, make up our mind and be absolutely clear that East and West Pakistan are one; they must be welded into an indivisible whole. That way lies our survival. The freedom for which our people struggled is our most precious possession. I maintained that our people have made tremendous sacrifices for winning freedom and that they are continuing to those sacrifices. (I shall turn to this matter later.) Any attempt to cause misunderstanding, between East Pakistan and West Pakistan, anything that creates a gulf between the two, endangers that freedom, because it endangers the integrity of the State. It would mean in other words that the freedom, to develop our culture, to have an environment in which the Islamic spirit could flourish would be dead and gone; we have therefore, continually to remind ourselves of this. We cannot live one without the other. It may be remembered by many that at the time of partition a large number of experts thought that even the combined resources of East Pakistan and West Pakistan would not be enough to make a stable state with a viable economy. These prophets of gloom claimed and prophesied that Pakistan would disintegrate and come to an end within a period of months. These prophesy included both East and West Pakistan. They thought Pakistan would not be able to provide for its defense and that if, at all, it made some half-hearted attempt towards that end it would have no resources left for development. That was the forecast by some eminent experts at that time. This forecast has been belied and Pakistan is here-strong and flourishing. But that is so because the resources of East Pakistan and West Pakistan together are available to it in every way. Alone neither East nor West Pakistan can hope to survive. We have, in safeguarding our freedom together, made extreme sacrifice. Let me give an illustration. The bulk of our revenue goes towards the maintenance of our defense forces because it is essential to maintain our freedom and to preserve our independence. The security of the State occupies the foremost place in our polity. Defense expenditure is unproductive expenditure; it takes away a lot from the resources of the country but it does not give anything back to it. And precious resources, which could have been used for the development of the country and for raising the standards of living, have been year after year allocated for defense, so that our independence and our freedom might be preserved. I remember the late Honorable Mr. Liaquate Ali Khan saying that he would rather see the people of this country go naked and hungry than jeopardize its security. That is the spirit of the people of the country and let us not tamper with that spirit. Let us not weaken it in any way. Let us not in any way undermine our will and survive and to grow strong and prosperous in unison together............

At the time of partition Pakistan was a poor country, producing raw materials, having very little industry and not much control over commerce and not fully developed administratively or economically. It still is a poor, under-developed country with one of the lowest national incomes in the world. And this is true of both East Pakistan and West Pakistan. We have to go a very very long way, indeed, before we can raise the standard of living of our people to what may be regarded as an adequate level in the modern world. One of the impulses that led to the creation of Pakistan arose out of the feeling that the

Muslim majority are both in the North-East and North-West i.e. both East Pakistan and West Pakistan were far more under-developed than the rest of India. There had been very little industrialization in these areas, very little economic development. And if 1 may be permitted a comparison as between East and West Pakistan, East Pakistan was still more under-developed. Compared with the advanced countries, we might say that both East Pakistan and West Pakistan are somewhere in the Kindergarten class, but as being in Kindergarten class II, West Pakistan stands a bit higher than East Pakistan. That was the position at the time of partition. In East Pakistan all the means of communication converged on Calcutta. Centers of culture, commerce, and industry everything was concentrated in Calcutta. East Pakistan was nothing but the producer of raw materials, of jute in the main for which it had no baling presses; it simply passed the jute on to Calcutta, There had been 200 years of neglect. For one hundred years a trading company exploited the resources of East Bengal for commercial profit. Later, I need not go into details, but anyone who has read Hunter's Book "The Mussalmans of India", knows well that the plight of the Muslims of East Bengal. Culturally, economically and in every way they were very very under-developed. With partition, Calcutta going to India, this situation came to the fore and the first task that confronted the Pakistan Government was to win economic independence for East Bengal whose economy was totally dependent upon Calcutta, The port of Chittagong had to be developed; communications had to be re- organized; inland river transport had to be planned and developed; jute baling presses had to be set up and hundreds of things, big and small, had to be done just to win economic independence. There were no banking facilities, no commerce and industry, all had been concentrated in Calcutta, All had to be built anew. A new Capital had to be built in Dacca. In the matter of administration, the Muslims of East Bengal has been very poorly represented in the service. I have always regarded it as one of the great misfortunes of Pakistan that at the time of partition, there were not a large number of trained administrators from the Muslims of East Pakistan.

Malik Mohammad Flroz Khan (West Pakistan, Muslim): One I, C. S. Officer only.

The Honorable Mr, Mohammad Ali: Just one I.C.S, Officer-I am talking only of the Muslims of East Pakistan because most of the Hindus had opted for India. Had they remained in East Pakistan, the position would have different. That was the condition. The food economy was in a very precarious condition and, as I said, there was no industry and very little of commerce. It was these deficiencies that had to be made up. They were of the first importance because without basic services relating to communications, port, banking, commerce, administration, it is impossible to develop. They are the essential preliminary conditions, the sub-structure on which you can raise an economy. West Pakistan, as it happened, was more developed In these respects. True, it had the impact of those large disturbances which led to the migration of millions and for some months, the economy of West Pakistan was disrupted, but the gap that was left by the migration of Hindus was very soon filled by the refugees coming from various parts of India bringing with them knowledge, skill, trade connections and capital. West Pakistan did not suffer the loss of any capital city. The canal water dispute with India did create problems for West Pakistan and very large expenditure has had to be incurred-not for development as is mistakenly said but merely to preserve the status quo as it was at the time of partition.

In the administrative services, among engineers, technicians and others there were a fairly large number of Muslims in West Pakistan and many of those who came from the minority Provinces of India were perhaps, if I may say so, more easily assimilated hen. Therefore the economy of West Pakistan-though in an undeveloped state and though disrupted by the conditions I have described-was in a stronger position, Also a number of schemes like Malakand Hydro-electric Project, the Lower Sind Barrage Project, the Rasool Hydro-electric Project had already reached a very advanced stage of planning and were even in the process of execution. Banking, commerce, industry also were at the time of partition in a more advance state in West Pakistan. Higher taxation in West Pakistan at the time of partition is also indicative, to some extent; of the difference in the level of the two economics-taxation both Central and Provincial was about three times as high in West Pakistan as it was in East Pakistan. The disparity is still large enough though not so great now as it was then.

These were the conditions in which the Central Government had to operate. It necessarily had to go by priorities and the first priority, as I have said, was to win economic independence for East Pakistan. The development of the Chittagong Port, the development of jute baling and manufacturing capacity, the organisation of the E.B.R. all uses tasks were taken in hand first of all. The re-organisation of the Armed Forces could only be accomplished where there were Cantonments, Ordnance and supply-depots, etc., and the re-organisation of the Armed Forces was a matter of the highest importance for the State. Let us remember that we got bits and pieces of Units, True, most of the preparation army was stationed in what is now known as West Pakistan. That had been happening over a whole century as a result of strategic requirements. There were no Cantonments and no facilities for the re-organisation of the Armed Forces in East Pakistan. One must view all these factors objectively. Objectivity is essential for only men can one get a true understanding of the actual state of affairs existing at the time. It is true that development in West Pakistan has been more rapid than in East Pakistan. But it is completely untrue to say that East Pakistan has been impoverished and that in it is a poorer state than it was at the time of partition.

Sheikh Mujibur Rahman (East Bengal: Muslim): The facts are there.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: It has developed not at the same rate as West Pakistan but it has made, In my humble opinion, very considerable progress.

Sheikh Mujibur Rahman: No progress,

The Honorable Mr, Mohammad Ali: A great deal more needs to be done and we are determined to do it. We are determined to raise the rate of development in East Pakistan so as to bring it to parity with West Pakistan. It is essential that every part of the country be developed uniformly.

An Honorable Member: Have it in the Constitution,

Honorable Deputy Speaker: Please be quiet.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: As I said the allegation that East Pakistan has been impoverished is completely wrong. Figures have been cited to show that the contribution of East Pakistan to the Central revenues has been progressively coming down in terms of percentage. Now that is not quite so. It started going up and why did it come down? Because during the Korean boom when jute prices went up, jute duty was increased and the revenue resources of the Central Government were thereby enhanced. When these prices came down, the jute duty was brought down very considerably. That has in the main accounted for this decrease. Another factor was that the duty on betel-nuts which are grown in East Pakistan was removed. Looking at these statistics, one must carefully examine the underlying factors. A great many figures have been quoted in this House. I regret to say that most of them are incorrect not by a small margin but by a wide margin.

Sheikh Mujibur Rahman: We can prove that it is correct.

Honorable Deputy Speaker: You can prove it later on. But in the mean time you hear what the Prime Minister has to say.

Sheikh Mujibur Rahman: We are patiently hearing. We know the Prime Minister is speaking.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: May I say one thing? I never interrupt any member of the House, however great the provocation might be. There have been the occasions when statements have been attributed to me which were completely false. Nevertheless, I never stood up to intervene. I request that the same courtesy be extended to me.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, we always extend that courtesy.

Mr. Fazlur Rahman: Sir, the word 'false' is un parliamentary.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: All right, I say incorrect. Now, Sir what is the policy that one has to follow? First of all economic independence for the country which is a matter of the highest importance. That means, in effect, that whatever we can produce from our own resources, for the basic necessities of life, food, cloth, shelter, etc., we must produce ourselves. And we must do so treating the economy of the country as a single economy wherever with the presence of raw materials or other advantages we can most advantageously and most economically develop it, we develop it there in the interest of the whole country. We must ensure that there is uniform development all over the country. There may be some raw materials available here, some raw materials available there but we must try so to develop them that we are able to make the fullest use of the potential which is available both in East Pakistan and in West Pakistan. This policy will be seen reflected in the plans that the Planning Board is preparing and which will be placed before the country very soon. It is not a matter in which I am holding out some personal assurance to be fulfilled or not to be fulfilled at some future indefinite date. For the last two years the Planning Board, with the assistance of eminent experts from outside as well as from inside the country, has been engaged in preparing a plan for the whole of the country. I have insisted that these plans should ensure uniform development all over

the country, that they should be prepared in consultation with the Provincial Governments of East Pakistan and West Pakistan and to their satisfaction and should ensure that there is maximum utilization of the resources of the country in the shortest possible time. These plans will be placed before the National Economic Council. I maintain that in that body we have the means of bringing unity and harmony in this very important and vital field. In this Council will be associated Ministers of the Central Government and Ministers of the Provincial Governments and they will work together. It may be said they may disagree; possibly they might, but I have no doubt that reasonable men sitting round the table objectively examining the facts and figures before them and determined to do the best that is possible for the country, will reach an agreement. That has been my own experience, today we sit in the Cabinet Ministers from East Pakistan and Ministers from West Pakistan we examine each proposal on merits in the interest of the whole country, East Pakistan as well as West Pakistan. I have no doubt that if one works in that spirit; one can achieve most valuable results.

There are one or two figures of a general kind, which I would like to mention although I had no intention of entering into this area of controversy. It has been said that the wealth of East Pakistan is being drained away. This is not correct. What does the Centre get from East Pakistan-the contribution from East Pakistan to Central revenues plus the part of the Central loans which comes out of East Pakistan. What is put into East Bengal by the Central Government is through the disbursements of the Central Government on revenue account and capital account plus the loans advanced by the Central Government to the Provincial Government. The outgoings from the Centre are in excess of the Centre's receipts.

Mr. Abul Mansur Ahmad: Question.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: By many crores. This is the first thing. Secondly about Foreign Exchange. In thinking of Foreign Exchange one has to look not merely at the balance of trade or the balance of merchandise with the rest of the world, but also with the rest of Pakistan. It makes no difference from that point of view whether the goods come from West Pakistan or from any outside sources. From 1949-50 to 1954-55, East Pakistan has had a trade surplus of 136 crores and West Pakistan had a deficit of 40 crores.

Mr. Abul Mansur Ahmad: Incorrect.

The Honourable Mr. Mohammad Ali: That is the trade deficit taking into account the trade with foreign countries as well as inter-zonal trade. But the balance of trade as everyone knows is a very different thing from what is known as balance of payments. The Balance of Payment takes into account many other items, shipping, insurance, movement of capital, movement of gold and so on. Within a country there are not exact statistics for these movements. It is because of this that no one is in a position to prepare the balance of payments for separate parts of the same country having the same currency system and belonging to a single economy. Remittances and transfers are continually being made and there is no statistical record of this. In the one field in which for some time statistics have been kept namely, gold, the movement has been continually from West Pakistan to East Pakistan. Further, one has to consider the payments made outside

the country for stores, defense equipment; and they come to a very very considerable amount. Then there is the expenditure on Foreign Missions. Import of defense stores into West Pakistan confers no benefits on the economy of West Pakistan. The fact that guns, fire ammunition for training, or vehicles move on the roads of West Pakistan confers no benefit of any kind.

Mr. Abul Mansur Ahmad: Question.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: Unproductive defense expenditure which takes away from the resources of the country is not an economic benefit.

The fact of the matter is this, taking a broad view; the bulk of the revenues of the Central Government is raised from West Pakistan and is spent on unproductive defense services. That is the real position. Why does one spend it in a particular place? Not to confer economic benefits. It is spent where forces arc located on strategic considerations. There is another class of unproductive expenditure on the Civil Armed Forces in the Frontier. That again is considerable-and again is unproductive. Now it is maintained that salaries paid to armed forces confer a benefit on West Pakistan. For the last hundred years or so, salaries have been paid to the men drawn from certain districts in West. Pakistan and these districts remains the poorest district in West Pakistan, to this day. In fact, before partition, one used to hear complaints-very frequent complaints-that the British Government deliberately refrained from developing these districts economically, kept them poor, in order to be able to recruit men from there/Money which goes into productive activity is fruitful. The payment of salaries merely in certain poor districts without adding to the productive development in those places confers no benefit and, this can be seen by making a comparison between the districts from which most recruitment is made and the districts, like Lyallpur, Multan and others, where practically no recruitment takes place and which are the richest districts in West Pakistan. Now this is not to say that recruitment should continue to be confined to those areas. I agree wholly with those who maintain that citizens all over the country have a right to take part in the defense of the country. (Hear, hear).

His Excellency Mr. Mushtaq Ahmad Gurmani: Duty.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: I agree wholly with that, efforts are being made, and I have intensified those efforts, to make up deficiencies in that respect. When some years ago, a Committee was appointed to go into the question of accelerating recruitment in East Pakistan, the most important recommendation it made was that a Military Academy should be set up in East Pakistan for the training of young men there. Unfortunately, no action had been taken on that, or rather a half-hearted attempt had been made at one time and thus not pursued. I have now sanctioned Rs. 40 lakhs for the construction of the Military Academy and work is being taken in hand immediately.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: The Honorable Leader of the Opposition asked why a Naval Base was not set up in East Pakistan? He perhaps was not aware that I had already passed orders for the establishment of a Naval Base at Chittagong.

Mr. Zahiruddin: Abul Mansur's speech is bearing fruit.

Mr. Abu! Mansur Ahmad: After my speech?

Some Honorable Members: No, no (Laughter).

The Honorable Mr. Mohammad Ali: Much earlier.

Mr. Zahiruddin: It is after that speech that we have heard about this Rs.40 lakhs.

His Excellency Mr. Mushtaq Ahmad Gurmani: This is unearned credit.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: It was over a month ago or so that I had passed orders about Rs.40 lakhs.

Honourable Deputy Speaker: He was drafting his speech at the time; (Laughter).

The Honourable Mr. Mohammad Ali: Sir, I have given an indication of the firm determination of this Government to do everything possible to develop East Pakistan economically and to do everything that lies in our power, so that East Pakistan may play its due part in the Defense Services.

One incidental advantage I might mention of the unification of West Pakistan is that it has reduced five Provinces to two. Previously, East Pakistan was one of five Provinces and therefore, was competing in demands with the five Provincial Governments. Today, with only, two Provincial Governments, inevitably the demands of East Pakistan and West Pakistan must receive equal consideration. (Hear, hear).

Mr. Abul Mansur Ahmad: With Capital in one.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: This aspect of the matter may not be present to the minds of the members of but it is an evitable consequences and I think it is a good consequence of the unification of West Pakistan.

Mr. Zahiruddin: Just put down parity in the Constitution-honestly.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: Now about Services. I have referred already to the fact that at the time of partition, there were very few officers from Bengal. The policy followed since then has been to recruit on the basis of 20 per cent.-I am talking of the Central Services-20 per cent, on merit; 40 per cent from East Pakistan; 40 per cent from West Pakistan, and the results are that in most of the Superior services today where the ratio was same where near zero at the time of Partition, it ranges from 20 to 25 percent now.

In the Central Secretariat itself, taking Under Secretaries and Deputy Secretaries, East Pakistan officers from about 25 per cent of the total and I am taking special steps to increase the representation of East Pakistan officers in the Central Secretariat. I have no doubt in my mind that within, say, seven years or so, this problem will be forgotten.

Mr. Zahiruddin: We hope you will be there.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: That is to say, there will be an adequate number of officers from East Pakistan and from West Pakistan in all the Services and, therefore, any uneasiness or heart-burning that might arise from this disparity which was infinitely more marked the time of partition, will disappear. It is the earnest desire of all of us that it should go. It is only when East Pakistan feels that it is adequately represented in the Administration that it will feel that it is receiving fair treatment. Otherwise, even if there is fair treatment, there is always the suspicion that it is not so. In this matter I recognize that the situation of the Capital in West Pakistan does make a difference and it does lead to difficulties for the people of East Pakistan. We must therefore take steps, by decentralizing administration, to remove or reduce those difficulties as much as possible (Interruptions).

The Honorable Pir All Mohammad Rashidi: The running commentary has become a great nuisance.

Honourable Deputy Speaker: Order, please.

His Excellency Mr. Mustaq Ahmad Gurmani: Pakistan Radio should take advantage of it. This is a useful source.

The Honorable Pir Ali Mohammad Rashidi: No doubt, we shall take advantage of it (Interruptions).

The Honorable Mr. Mohammad Ali: One inevitable consequence is that because of the distance, the feeling of isolation and neglect grows sharp. Exactly the same conditions may prevail in West Pakistan as in East Pakistan and yet the feeling will be greater neglect there. As I have said before, both East Pakistan and West Pakistan are poor. You go inside the country here. Do not look at Karachi. You go inside the country into the villages and you will find that people are living in as great poverty, misery and squalor as anywhere in Pakistan. Karachi gives a misleading picture and those people who merely look at the buildings and mills here are likely to be lead away by the impression that West Pakistan is prospering mightily. But we have, as I said, to develop and to raise the standard of living not merely in the big cities, but in the remotest villages both in East Pakistan and West Pakistan. Our people have to learn Sciences and new techniques and methods of production. They have to receive education. 90 per cent of our people are illiterate. Health services have to be improved. A thousand and one things have to be done. And that is one reason amongst others, why I am very impatient that we should pass the Constitution as early as possible. Let the country concentrate on the real social and economic problems that confront us. Undoubtedly we must provide the basic constitutional framework for the country, but the real problems are those concerned with the welfare of the masses, whether in East Pakistan or in West Pakistan and it is to these problems that all of us have to apply our minds.

If I might, Sir, now turn to some aspects of the Constitution. The dictates of geography make it inevitable that we should have a federal constitution. There is the disability in the situation of the capital. A unitary form of Government would multiply the disabilities a thousand-fold. Therefore, a federal constitution, where the spheres of

activity of the Provincial Government and the Central Government are earmarked, is essential. Even now with the clear ear-marking of these responsibilities in the Government of India Act, 1935, there is a good deal of confusion. The Honorable Leader of the Opposition referred yesterday to projects for improving inland waterways, and for the setting up of canning factories and charged the Central Government with neglect. In fact, they all fall within the provincial sphere. Unfortunately the federal system is not a very easy system of government for people to understand. A unitary government makes it much easier for people to place responsibility. However, our geographical situation is such that a federal constitution is inevitable for us, and in that federal constitution for reasons of geography there must be the maximum of provincial autonomy. But provincial autonomy has meaning and significance only within the framework of a country. Provinces are parts of a country and, therefore, provincial autonomy has to be consistent with the integrity and security and stability of the country. On that matter I am in full agreement with the Leader of the Opposition. I could not improve upon the remarks he made on this subject, and I think anybody looking at the problems of this country in a rational manner would come to the same conclusion.

*   *   *   *   *   *

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র	পাকিস্তান গণপরিষদ	২রা মার্চ, ১৯৫৬

THE CONSTITUTION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN

Preamble

[2nd March, 1956]

In the name of Allah, Beneficent, the Merciful

WHEREAS sovereignty over the entire Universe belongs to Allah Almighty alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him is a sacred trust;

WHEREAS the Founder of Pakistan, Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinpah, declared that Pakistan would be a democratic State based on Islamic principles of social justice;

AND WHEREAS the Constituent Assembly, representing the people of Pakistan have resolved to frame for the sovereign independent State of Pakistan a constitution;

WHEREIN the State should exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people;

WHEREIN the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam, should be fully observed;

WHEREIN the Muslims of Pakistan should be enabled individually and collectively to order their lives in accordance with the teachings and requirements of Islam, as set out in the Holy Quran and Sunnah;

WHEREIN adequate Provision should be made for the minorities freely to profess and practice their religion and develop their culture;

WHEREIN the territories now included in or in accession with Pakistan and such other territories as may hereafter be included in or accede to Pakistan should form a Federation, wherein the Provinces would be autonomous with such limitations on their powers and authority as might be prescribed;

WHEREIN should be guaranteed fundamental rights including rights such as equality of status and of opportunity, equality before law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association, and social, economic and political justice, subject to law and public morality;

WHEREIN adequate provision should be made to safeguard the legitimate interests of minorities and backward and depressed classes;

WHEREIN the independence of the Judiciary should be fully secured;

WHEREIN the integrity of the territories of the Federation, its independence and all its rights, including its sovereign rights over land, sea and air should be safeguarded;

So that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place amongst the nations of the world and make their full contribution towards international peace and the progress and happiness of humanity.

Now, THEREFORE, we the people of Pakistan in our Constituent Assembly this twenty-ninth day of February, 1956, and the seventeenth day of Rajab, 1375, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution.

PART I

The Republic and its Territories.

1. **The Republic and its territories-** (l) Pakistan shall be a Federal Republic to be known as the Islamic Republic of Pakistan, and is hereinafter referred to as Pakistan.

(2) The territories of Pakistan, shall comprise-

(a) the territories of the Provinces of East Pakistan and West Pakistan;

(b) the territories of States which are in accession with or may accede to Pakistan;

(c) the territories which are under the administration of the Federation but are not included in either Province; and

(d) such other territories as may be included in Pakistan.

Explanation.- In the Constitution, the Province of East Pakistan shall mean the Province known immediately before the Constitution Day as the Province of East Bengal, and the Province of West Pakistan shall mean the Province of West Pakistan set up by the Establishment of West Pakistan Act, 1955.

2. **Administration of territories outside the Provinces. -** Until Parliament by law otherwise provides the President may, by Order, make provision for the government and administration of the territories specified in sub-clauses (b), (c) and (d) of clause (2) of Article 1.

PART II

Fundamental Rights.

3. **Definition of the State.-** In this Part, unless the context otherwise requires, "the State" include the Federal Government, Parliament, the Provincial Government, the Provincial Legislatures and all local or other authorities in Pakistan.

4. **Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights to be void.-**

(1) Any existing law, or any custom or usage having the force of law, in so far as it is inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of such inconsistency, be void.

(2) The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part, and any law in contravention of this clause shall, to the extent of such contravention, be void.

(3) Nothing in this Article shall apply to any law relating to the members of the Armed Forces, or the Forces charged with the maintenance of public order, for the purpose of ensuring the proper discharge of their duties or the maintenance of discipline among them.

5. **Equality before law.-** (l) All citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law.

(2) No person shall be deprived of life or liberties save in accordance with law.

6. **Protection against retrospective offences or punishment.-** No person shall be punished for an act which was not punishable by law when the act was done, nor shall any person be subjected to a punishment greater than that prescribed by law for an offence when the offence was committed.

7. **Safeguards as to arrest and detention.-** (l) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice.

(2) Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of twenty-four hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate.

(3) Nothing in clauses (1) and (2) shall apply to any person-

(a) who for the time being is an enemy alien; or

(b) who is arrested or detained under any law providing for preventive detention.

(4) No law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a period exceeding three months unless the appropriate Advisory Board has reported before the expiration of the said period of three months that there is, in its opinion, sufficient cause for such detention.

Explanation.-In this clause "the appropriate Advisory Board" means, in the case of a person detained under a Central Act or an Act of Parliament, a Board consisting of persons appointed by the Chief Justice of Pakistan, or, in the case of a person detained

under a Provincial Act or an Act of a Provincial Legislature, a Board consisting of persons appointed by the Chief Justice of the High Court for the Province.

(5) When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order:

Provided that the authority making any such order may refuse to disclose facts which such authority considers it to be against the public interest to disclose.

8. **Freedom of speech.-** Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the security of Pakistan, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.

9. **Freedom of assembly.-** Every citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order.

10. **Freedom of association.-** Every citizen shall have the right to form associations or unions, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the. interest of morality or public order.

11. **Freedom of movement and right to hold and dispose of property -** Subject to any reasonable restrictions imposed by law in the public interest, every citizen shall have the right-

(a) to move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof;

(b) to acquire, hold and dispose of property.

12. **Freedom of trade, business or profession.-** Every citizen, possessing such qualifications, if any, as may be prescribed by law in relation to his profession or occupation, shall have the right to enter upon any lawful profession or occupation and to conduct any lawful trade or business:

Provided that nothing in this Article shall prevent-

(a) the regulation of any trade or profession by a licensing system, or

(b) the carrying on, by the Federal or a Provincial Government or by a Corporation controlled by any such Government, of any trade, business, industry or service, to the exclusion, complete or partial, of other persons.

13. **Safeguards as to educational institutions in respect of religion, etc.-** (l) No person attending any educational institution shall be required to receive religious instruction, or take part in any religious ceremony, or attend religious worship, if such instruction, ceremony or worship relates to a religion other than his own.

(2) No religious community or denomination shall be prevented from providing religious instruction for pupils of that community or denomination in any educational institution maintained wholly by that community or denomination.

(3) No citizen shall be denied admission to any educational institution receiving aid from public revenues on the ground only of race, religion, caste, or place of birth:

Provided that nothing in this Article shall prevent any public authority from making provision for the advancement of any socially or educationally backward class of citizens.

(4) In respect of any religious institution, there shall be no discrimination against any community in the granting of exemption or concession in relation to taxation.

(5) Every religious community or denomination shall have the right to establish and maintain educational institutions of its own choice, and the State shall not deny recognition to any such institution on the ground only that the management of such institution vests in that community or, denomination.

14. **Non-discrimination in respect of access to public places.-** (l) In respect of access to places of public entertainment or resort, not intended for religious purposes only, there shall be no discrimination against any citizen on the ground only of race, religion, caste, sex or place of birth.

(2) Nothing in this Article shall prevent the making of any special provision for women.

15. **Protection of property rights.-** (l) No person shall be deprived of his property save in accordance with law.

(2) No property shall be compulsorily acquired or taken possession of save for a public purpose, and save by the authority of law which provides for compensation therefore and either fixes the amount of compensation or specifies the principles on which and the manner in which compensation is to be determined and given.

(3) Nothing in this Article shall affect the validity of-

(a) any existing law, or

(b) any law permitting the compulsory acquisition or taking possession of any property for preventing danger to life, property or public health, or

(c) any law relating to the administration or acquisition of any property which is or is deemed to be evacuee property under any law, or

(d) any law providing for the taking over by the State for a limited period of the management of any property for the debenefit of its owner.

(4) In clauses (2) and (3), "property" shall mean immovable property, or any commercial or industrial undertaking, or any interest in any such undertaking.

16. **Slavery and forced labor prohibited.-** (l) No person shall be held in slavery.

(2) All forms of forced labor are prohibited, but the State may require compulsory service for public purposes.

17. **Safeguard against discrimination in services.-** (l) No citizen otherwise qualified for appointment in the service of Pakistan shall be discriminated against in respect of any such appointment on the ground only of race, religion, caste, sex, residence or place of birth:

Provided that for a period of fifteen years from the Constitution Day, posts may be reserved for persons belonging to any class or area to secure their adequate representation in the service of Pakistan:

Provided further that in the interest of the said service, specified posts or services may be reserved for members of either sex.

(2) Nothing in clause (1) shall prevent any Provincial Government or any local or other authority from prescribing, in relation to any class of service under that Government or authority, conditions as to residence in the Province prior to appointment under that Government or authority.

18. **Freedom to profess religion and to manage religious institutions.-** Subject to law, public order and morality-

(a) every citizen has the right to profess, practice and propagate any religion; and

(b) every religious denomination and every sect thereof has the right to establish, maintain and manage its religious institutions.

19. **Preservation of culture, script, and language.-** Any section of citizens having a distinct language, script or culture shall have the right to preserve the same.

20. **Abolition of untouchability. -** Untouchability is abolished, and its practice in any forms forbidden and shall be declared by law to be an offence.

21. **Safeguard against taxation for purposes of any particular religion.-** No person shall be compelled to pay any special tax the proceeds of which are to be spent on the propagation or maintenance of any religion other than his own.

22. **Remedies for enforcement of rights conferred by this Part**.- (l) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.

(2) The Supreme Court shall have power to issue to any person or authority, including in appropriate cases any Government, directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by his Part.

(3) The right guaranteed by this Article shall not be suspended except as otherwise provided by the Constitution.

(4) The provisions of this Article shall have no application in relation to the Special Areas.

PART III

Directive Principles of State Policy.

23. **Definition of State.-** (1) In this Part, unless the context otherwise requires "the State" has the same meaning as in Part II.

(2) The State shall be guided in the formulation of its policies by the provisions of this Part, but such provisions shall not be enforceable in any court.

24. **Promotion of Muslim unity and international peace.-** The State shall endeavor to strengthen the bonds of unity among Muslim countries, to promote international peace and security, to foster goodwill and friendly relations among all nations, and to encourage the settlement of international disputes by peaceful means.

25. **Promotion of Islamic principles.-** (l) Steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the Holy Quran and Sunnah.

(2) The Stale shall endeavor, as respects the Muslims of Pakistan-

(a) to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah ;

(b) to make the teaching of the Holy Quran compulsory;

(c) to promote unity and the observance of Islamic moral standards; and

(d) to secure the proper organization of zakat, wakfs and mosques.

26. **Parochial and other similar prejudices to be discouraged.-** The State shall discourage parochial, racial, tribal, sectarian, and provincial prejudices among the citizens.

27. **Protection of minorities.-** The State shall safeguard the legitimate rights and interests of the minorities, including their due representation in the Federal and Provincial Services.

28. **Principles of social uplift.-** The State shall endeavor to-

(a) promote, with special care, the educational and economic interests of the people of the Special Areas, the backward classes and the Scheduled Castes;

(b) remove illiteracy, and provide free and compulsory primary education with the minimum possible period:

(c) make provision for securing just and humane conditions of work, ensuring that children and women are not employed in avocations unsuited to their age and sex, and for maternity benefits for women in employment;

(d) enable the people of different areas, through education, training and industrial development, to participate fully in all forms of national activities, including employment in the service of Pakistan;

(e) prevent prostitution, gambling and the taking of injurious drugs; and

(f) prevent the consumption of alcoholic liquor otherwise than for medicinal and. in the case of non-Muslims, religious purposes.

29. **Promotion of social and economic well-being of the people.-** The State shall endeavor to-

(a) secure the well-being of the people, irrespective of caste, creed, or race, by raising the standard of living of the common man, by preventing the concentration of wealth and means of production and distribution in the hands of a few to the detriment of the interest of the common man, and by ensuring equitable adjustment of rights between employers and employees, and tenants;

(b) provide for all citizens, within the available resources of the country facilities for work and adequate livelihood with reasonable rest and leisure;.

(c) provide for all persons in the service of Pakistan and private concerns social security by means of compulsory social insurance or otherwise;

(d) provide basic necessities of life, such as food, clothing, housing, education and medical relief, for all such citizens, irrespective of caste, creed or race, as are permanently or temporarily unable to earn their livelihood on account of infirmity, sickness or unemployment;

(e) reduce disparity, to a reasonable limit, in the emoluments of persons in the various classes of service of Pakistan; and

(f) eliminate riba as early as possible.

30. **Separation of the Judiciary from the Executive.** — The State shall separate the Judiciary from the Executive as soon as practicable.

31. **Provisions for equal participation in national activities by people of Pakistan.** — (1) Endeavour shall be made by the State to enable people from all parts of Pakistan to participate in the Defense Services of the country.

(2) Steps shall be taken to achieve parity in the representation of East Pakistan and West Pakistan in all other spheres of Federal administration.

PART IV

The Federation.

CHAPTER I.-THE FEDERAL GOVERNMENT

32. **The President.-** (I) There shall be a President of Pakistan, in the Constitution referred to as the president, who shall be elected by an electoral college consisting of the members of the National Assembly and the Provincial Assemblies, in accordance with the provisions contained in the First Schedule.

(2) Notwithstanding anything in Part II, a person shall not be qualified for election as President unless he is a Muslim; nor shall he be so qualified-

(a) if he is less than forty years of age; or

(b) if he is not qualified for election as a member of the National Assembly ; or

(c) if he has previously been removed from the office of President by impeachment under Article 35.

(3) The validity of the election of the President shall not be questioned in any court.

33. **Term of office of President.-** (1) Subject to clause (3) and Article 35 the President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:

Provided that notwithstanding the expiration of his term, the President shall continue to hold office until 1 his successor enters upon his office.

Provided that notwithstanding the expiration of his term, the President shall continue to hold office until 1 his successor enters upon his office.

(2) No person shall hold office as President for more than two terms.

(3) The President may resign his office by writing under his hand addressed to the Speaker of the National Assembly.

(4) When a vacancy occurs in the office of President by the death, resignation or removal of the President, or by the expiration of the terms of his office, it shall be filled, as soon as may be, in accordance with clause (1) of Article 32.

34. **Promotion of Islamic principles.-** (1) The President shall not hold any office of profit in the service of Pakistan, or any other position carrying the right to remuneration for the rendering of services, but nothing in this clause shall prevent him from holding or managing any private property.

(2) The President shall not be qualified for election as a member of the National or a Provincial Assembly; and if a member of any such Assembly is elected as President his seat in that Assembly shall become vacant on the day on which he enters upon his office.

35. **Impeachment of the Presidents.-** (1) The President may be impeached on a charge of violating the Constitution or gross misconduct.

(2) No such charge shall be preferred unless not less than one-third of the total number of members of the National Assembly give to the Speaker of that Assembly notice of their intention to move a resolution for the impeachment of the President, and no such resolution shall be moved in the Assembly unless fourteen days have expired from the date on which notice of such resolution is communicated to the President.

(3) The President shall have the right to appear and be represented during the consideration of the charge.

(4) If, after the consideration of the charge, a resolution is passed by the National Assembly, but the votes of not less than three-fourths of the total number of members, declaring that the charge has been substantiated, the President shall vacate his office on the day on which the resolution is passed.

(5) Where the Speaker of the National Assembly is exercising the functions of the President under Article 36, the provisions of this Article shall apply subject to the modification that the reference to the Speaker in clause (2) shall be construed as a reference to the Deputy Speaker, and that the reference in clause (4) to the removal from office of the President shall be construed as a reference to the removal of the Speaker from this office as Speaker; and on the passing of a resolution such as is referred to in clause (4) the Speaker shall cease to exercise the functions of President.

36. **Speaker of National Assembly to act as President.-** (1) If a vacancy occurs in the office of President, or if the President is absent from Pakistan or is unable to discharge the duties of his office owing to illness or any other cause, the Speaker of the National Assembly shall exercise the functions of President until a President is elected, or until the President resumes the duties of his office, as the case may be.

(2) For any period during which the Speaker of the National Assembly exercises the functions of President he shall be entitled to the same remuneration and privileges as are admissible to the President, but he shall not, during any such period, exercise any of the functions of the office of the Speaker of a member of the National Assembly, or be entitled to the remuneration and privileges admissible to the Speaker or such a member.

37. **The Cabinet.-** (l) There shall be a Cabinet of Ministers with the Prime Minister at its head, to aid and advice the President in the exercise of his functions.

(2) The question whether any, and if so, what, advice has been tendered by the Cabinet, or a Minister or Minister of State, shall not be inquired into in any court.

(3) The President shall, in his discretion, appoint from amongst the members of the National Assembly a Prime Minister, who, in his opinion, is most likely to command the confidence of the majority of the members of the National Assembly.

(4) Other Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers shall be appointed and removed from office by the President, but no person shall be appointed a Minister of State or Deputy Minister unless he is a member of the National Assembly.

(5) The Cabinet, together with the Ministers of State, shall he collectively responsible to the National Assembly.

(6) The Prime Minister shall hold office during the pleasure of the President, but the President shall not exercise his powers under this clause unless he is satisfied that the Prime Minister does not command the confidence of the majority of the members of the National Assembly.

(7) In the exercise of his functions, the President shall act in accordance with the advice of the Cabinet or the appropriate Minister or Minister of State as the case may be, except in cases where he is empowered by the Constitution to act in his discretion, and except as respects the exercise of his powers under clause (6).

Explanation.- Fox the avoidance of doubt it is hereby declared that for the purposes of clause (4) the appropriate Minister shall be the Prime Minister.

(8) A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of the National Assembly shall, at the expiration of that period, cease to be a Minister, and shall not before the dissolution of that Assembly be again appointed a Minister unless he is elected a member of that Assembly.

(9) Nothing in this Article shall be construed as disqualifying the Prime Minister or any other Minister, or a Minister of State or Deputy Minister, for continuing in office during any period during which the National Assembly stands dissolved, or as preventing the appointment of any person as Prime Minister or other Minister, or as Minister of State or Deputy Minister, during any such period.

38. **Attorney General.-** (1) The President shall appoint an Attorney-General for Pakistan, who shall hold office during the pleasure of the Precedent, shall receive such remuneration as may be determined by the President, and shall perform such duties as may be assigned to him by the President..

(2) No person shall be qualified for appointment as Attorney-General for Pakistan unless he is qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court, but no person shall be appointed as Attorney-General if he is or has been a Judge of the Supreme Court or of a High Court.

(3) In the performance of his official duties the Attorney-General shall have a right of audience in all courts in Pakistan.

39. **Extent of executive authority of the Federation.** — (1) The executive authority of the Federation shall vest in the President and shall be exercised by him, either directly or through officers subordinate to him, in accordance with the Constitution.

(2) The executive authority of the Federation shall extend to all matters with respect to which Parliament has power to make laws:

Provided that, save at expressly provided in the Constitution or in any Act of Parliament which Parliament is, under the Constitution, competent to enact for a

Province, the said authority shall not extend in any Province to any matter with respect to which the Provincial Legislature also has power to make laws.

40. **Supreme Command of the Armed Forces.-** (l) The Supreme Command of the Armed Forces shall vest in the President, and the exercise thereof shall be regulated by law.

(2) Until Parliament makes provision by law in that behalf, the President shall have the power-

(a) to raise and maintain the Naval, Military and Air Forces of Pakistan and the Reserves of such Forces;

(b) to grant Commissions in such Forces; and

(c) to appoint Commanders-in-Chief of the Army, Navy and Air Forces and determine their salaries and allowances.

41. **Conduct of business of the Federal Government.-** (l) All executive actions of the Federal Government shall be expressed to be taken in the name of the President.

(2) The President shall by rules specify the manner in which orders and other instruments made and executed in his name shall be authenticated, and the validity of any order or instrument so authenticated shall not be questioned in any court on the ground that it was not made or executed by the President.

(3) The President shall also make rules for the allocation and transaction of the business of the Federal Government.

42. **Duties of Prime Minister in relation to President-** It shall be the duty of the Prime Minister-

(a) to communicate to the President all decisions of the Cabinet relating to the administration of the affairs of the Federation and proposals for legislation;

(b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the Federation and proposals for legislation as the President may call for; and

(c) if the President so requires, to submit, for the consideration of the Cabinet any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Cabinet.

CHAPTER II.-THE PARLIAMENT OF PAKISTAN

43. **Parliament of Pakistan.-** There shall be a Parliament of Pakistan consisting of the President and one House, to be known as the National Assembly.

44. **Composition of the National Assembly.-** (1) Subject to the succeeding clauses, the National Assembly shall consist of three hundred members, one half of whom shall

be elected by constituencies in East Pakistan, and the other half by constituencies in West Pakistan.

(2) In addition to the seats for the members mentioned in clause (1), there shall, for a period of ten years from the Constitution day, be ten seats reserved for women members, only of whom five shall be elected by constituencies in East Pakistan, and five by constituencies in West Pakistan; and constituencies shall accordingly be delimited as women's territorial constituencies for this purpose:

Provided that a woman who, under this clause, is a member of the Assembly at the lime of the expiration of the said period of ten years shall not cease to be a member until the Assembly is dissolved.

(3) Parliament may by Act alter the number of members of the National Assembly, provided that equality of representation between East Pakistan and West Pakistan is preserved.

(4) Parliament may by Act provide for the representation in the National Assembly of any territory which is included in a Province after the Constitution Day, but no such Act shall alter the number of members to be elected by constituencies in that Province.

45. **Qualifications and disqualifications for membership.-** (l) A person shall be qualified to be elected to the National Assembly-

(a) if he is not less than twenty-five years of age, and is qualified to be an elector for any constituency for the National Assembly under Article 143; and

(b) if he is not disqualified for being a member by the Constitution or an Act of Parliament.

(2) If any question arises whether a member has, after his election, become subject to any disqualification, the Speaker of the National Assembly shall obtain the opinion of the Election Commission and, if the opinion is that the member has incurred any disqualification, his seat shall become vacant.

(3) If any person sits or votes in the National Assembly knowing that he is not qualified for or is disqualified for, membership thereof, he shall be liable in respect of every day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees, which may be recovered from him as a debt due to the Federation.

46. **Bar against double membership.**— (1) No Person shall at the same time be a member of the National Assembly for two or more constituencies.

(2) Nothing in clause (1) shall prevent a Person from being at the same time a candidate for two or more constituencies, but if a person has been elected as a member for two or more constituencies and does not, within thirty days of his election by the constituency by which he has been elected last, make a declaration in writing under his hand addressed to the Speaker specifying the constituency which he wishes to represent.

all his seats in the National Assembly shall become vacant; but so long as a person is a member for two or more constituencies he shall not sit or vote in the Assembly.

(3) If a member of the National Assembly for one constituency permits himself to be nominated as a candidate for election by another constituency for the Assembly, his seat in respect of the former constituency shall become vacant.

47. **Absence from the National Assembly.-** If a member of the National Assembly is absent from the Assembly, without leave of the Assembly, for sixty consecutive sitting days, his seat shall become vacant.

48. **Oath of members.-** If a member of the National Assembly fails to make and subscribe an oath or affirmation in accordance with the provisions of the Constitution within a period of six months from the date of the first meeting of the Assembly after his election, his seat shall become vacant:

Provided that the Speaker may, before the expiration of the said period for good cause shown, extend the period.

49. **Resignation of members.-** A member of the National Assembly may resign his seat by notice in writing under his hand addressed to the Speaker.

Meetings and Procedure of the National Assembly.

50.**Duration, summoning, prorogation and dissolution of the National Assembly.-** (1) The President may summon, prorogate or dissolve the National Assembly and shall, when summoning the Assembly, fix the time and place of the meeting:

Provided that at least one session of the National Assembly in each year shall be held at Dacca.

(2) Whenever a Prime Minister is appointed, the National Assembly, if, at the time of the appointment, it is not sitting and does not stand dissolved, shall be summoned so as to meet within two months thereafter.

(3) Unless sooner dissolved, the National Assembly shall stand dissolved on the expiration of five years from the date of its first meeting.

51. **Session of the National Assembly.** — There shall be at least two sessions of the National Assembly in every year, and six months shall not intervene between the last sitting of the Assembly in one session and its first sitting in the next session.

52. **President's address and messages to the National Assembly-** The President may address the National Assembly and may send messages thereto.

53. **Right of Ministers and the Attorney General to address the National Assembly.-** Every Minister and the Attorney-General shall have the right to speak in, and

Other wise take part in the proceedings of the National Assembly, and of any committee thereof of which he may be named a member, but shall not by virtue of this Article be entitled to vote.

54. **Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly.—** (1) The National Assembly shall, as soon as may be, choose two of its members to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof, and so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the Assembly shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be.

(2) A member holding office as Speaker or Deputy Speaker shall vacate his office if he ceases to be a member of the National Assembly, may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the President, and may be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of the total number of members thereof; but no resolution for the purpose of this clause shall he moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution:

Provided that whenever the National Assembly is dissolved, the Speaker shall not, by virtue of the dissolution, vacate his office until immediately before the first meeting of the Assembly after the dissolution.

(3) While the office of Speaker is vacant, or the Speaker is acting as President, or is otherwise unable to perform the duties of his office, those duties shall be performed by the Deputy Speaker, or if the office of Deputy Speaker is also vacant, by such member of the Assembly as the President may appoint for the purpose; and during any absence of the Speaker from any sitting of the Assembly the Deputy Speaker, or if he also is absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Assembly, shall act as Speaker.

55. **Rules of procedure, quorum, etc.** — (1) Subject to the provisions of the Constitution—

(a) the procedure of the National Assembly shall be regulated by rules of procedure framed by the Assembly;

(b) a decision in the National Assembly shall be taken by a majority of the members present and voting^ but the person presiding shall not vote except when there is an equality of votes, in which case he shall have and exercise a casting vote;

(c) the National Assembly shall have power to act, notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in 'the Assembly shall not be in valid only for the reason that some person who was not entitled to do so, sat or voted or otherwise took part in the proceedings.

(2) If at any time during a meeting of the National Assembly the attention of the person presiding is drawn to the fact that less than forty members are present, it shall be

the duty of the person presiding either to adjourn the Assembly, or to suspend the meeting until at least forty members are present.

56. **Privileges, etc., members of the National Assembly-** (1) The validity of any proceedings in the National Assembly shall not be questioned in any court.

(2) No officer or member of the National Assembly in whom powers are vested for the regulation of procedure, or the conduct of business, or the maintenance of order in the Assembly, shall, in relation to the exercise by him of any of those powers, be subject to the jurisdiction of any court.

(3) No member of the National Assembly, and no person entitled to speak therein, shall be liable to any proceedings in any court in respect of any thing said or any vote given by him in the Assembly or any committee thereof.

(4) No person shall be liable to any proceedings in any court in respect of the publication by or under the authority of the National Assembly of any report, paper, vote or proceedings.

(5) Subject to this Article, the privileges of the National Assembly, the committees and members thereof, and the persons entitled to speak therein may be determined by Act of Parliament.

57. **President's assent to Bills.—** (1) When a Bill has been passed by the National Assembly it shall be presented to the President, who shall, within ninety days,-

(a) assent to the Bill; or

(b) declare that he withholds assent there from; or

(c) in the case of a Bill, other than a Money Bill, return the Bill to the Assembly with a message requesting that the Bill, or any amendment specified by him in the message be considered.

(2) When the President has declared that he withholds assent from a Bill the National Assembly shall be competent to reconsider the bill, and if it is again passed, with or without amendment, by the Assembly, by the votes of not less than two-thirds of the members present and voting, it shall be again presented to the President, and the President shall assent thereto.

(3) When the President has returned a Bill to the National Assembly it shall be reconsidered by the Assembly, and if it is again passed, with or without amendment, by the Assembly, by a majority of the total number of members of the Assembly, it shall be again presented to the President, and the President shall assent thereto.

Financial Procedure.

58. **Money Bills.-** (l) In this Part, "Money Bill" means a Bill containing only provisions dealing with all or any of the following matters that is to say-

(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;

(b) the borrowing of money, or the giving of any guarantee, by the Federal Government, or the amendment of the law relating to the financial obligations of that Government;

(c) the custody of the Federal Consolidated Fund, the payment of moneys into or the issue or appropriation of moneys from, such Fund;

(d) the imposition of a charge upon the Federal Consolidated Fund, or the abolition or alternation of any such charge;

(e) the receipt of moneys on account of the Federal Consolidated Fund, or the Public Account of the Federation, or the custody or issue of such moneys, or the audit of the accounts of the Federal or a Provincial Government; and

(f) any matter incidental to any of the matters specified in the aforesaid sub-clauses.

(2) A Bill shall not be deemed to be a Money Bill by reason only that-

(a) It provides for the imposition or alteration of any fine, or other pecuniary penalty, or for the demand or payment of a license fee, or a fee or charge for any service rendered; or

(b) It provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes.

(3) Every Money Bill, when it is presented to the President for his assent shall bear a certificate under the hand of the Speaker that it is a Money Bill, and such certificate shall be conclusive for all purposes and shall not be questioned in any court.

59. **President's recommendation required for financial measures.-** No Bill or amendment which makes provision for any of the matters specified in clause (1) of Article 58, or which if enacted and brought into operation would involve expenditure from the revenues of the Federation, shall be introduced or moved in the National Assembly except on the recommendation of the President.

60. **No taxation except by an Act of Parliament.-** No tax shall be levied for the purposes of the Federation except by or under the authority of an Act of Parliament.

61. **Federal Consolidated Fund and the Public Account of the Federation.-** (l) All revenues received by the Federal Government, loans raised by that Government and all moneys received by it in repayment of any loan, shall form part of one consolidated fund, to be known as the Federal Consolidated Fund.

(2) All other public moneys received by or on behalf of the Federal Government shall be credited to the Public Account of the Federation.

62. **Custody of public moneys of the Federation.-** (l) The custody of the Federal Consolidated Fund, the payment of moneys into such Fund, the withdrawal of moneys there from, the custody of public moneys other than those credited to such Fund received by or on behalf of the Federal Government, their payment into the Public Account of the

Federation and the withdrawal of moneys from such Account, and all matters connected with or ancillary to matters afore said, shall be regulated by Act of Parliament and, until provision in that behalf is so made, by rules made by the President.

(2) All moneys received by or deposited with-

(a) any officer employed in connection with the affairs of the Federation in his capacity as such, other than revenues or public moneys raised or received by the Federal Government;

(b) any court to the credit of any cause, matter, account or person in connection with the affairs of the Federation; shall be paid into the Public Account of the Federation.

63. **Annual Financial Statement.-** (l) The President shall, in respect of every financial year, cause to be laid before the National Assembly a statement of the estimated receipts and expenditure of the Federal Government for that year, in this Part referred to as the Annual Financial Statement.

(2) The Annual Financial Statement shall show separately—

(a) the sums required to meet expenditure described by the Constitution as Expenditure charged upon the Federal Consolidated Fund; and

(b) the sums required to meet other expenditure proposed to be made from the Federal Consolidated Fund; and shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure.

64. **Charges on the Federal Consolidated Fund.-** The following expenditure shall be charged upon the Federal Consolidated Fund.

(a) The remuneration payable to the President and other expenditure relating to his office, and the remuneration payable to-

(i) The Judges of the Supreme Court;

(ii) The members of the Federal Public Service Commission;

(iii) The Comptroller and Auditor General;

(iv) The Election Commissioners and Regional Election Commissioners;

(v) The Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly; and

(vi) The members of the Delimitation Commission;

(b) The administrative expenses, including the remuneration payable to officers and servants of the Supreme Court, the Federal Public Service Commission, the department of the Comptroller and Auditor-General, the Election Commission, the Secretarial of the National Assembly, and the Delimitation Commission;

(c) All debt charges for which the Federal Government is liable, including interest, sinking fund charges, the repayment or amortization of capital, and other

expenditure in connection with the raising of loans, and the service and redemption of debt on the security of the Federal Consolidated Fund;

(d) any sums required to satisfy any judgment, decree or award against Pakistan by any court or tribunal; and

(e) any other sums declared by the Constitution or by an Act of Parliament to be so charged.

65. **Procedure relating to Annual Financial statement.-** (l) So much of the Annual Financial Statement as relates to expenditure charged upon the Federal Consolidated Fund may be discussed in, but shall not be submitted to the vote of the National Assembly.

(2) So much of the Annual Financial Statement as related to other expenditure shall be submitted to the National Assembly in the form of demands for grants, and that Assembly shall have power to assent to, or to refuse to assent to any demand, or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein.

(3) No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the President

66. **Appropriation Bill.—** 1) As soon as may be after the grants under the last preceding Article have been made by the National Assembly, there shall be introduced in the Assembly a Bill to provide for appropriation out of the Federal Consolidated Fund of all moneys required to meet- -

(a) the grants so made by the National Assembly; and

(b) the expenditure charged on the Federal Consolidated Fund, but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before the National Assembly.

(2) No amendment shall be proposed in the National Assembly to any such Bill which shall have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made.

(3) Subject to the provisions of the Constitution, no money shall be withdrawn from the Federal Consolidated Fund except under appropriation made by law passed in accordance with the provisions of this Article.

67. **Supplementary and Excess Grants.-** If in respect of any financial year it is found-

(a) that the amount authorized to be expended a particular service for the current financial year is insufficient, or that a need has arisen for expenditure upon some new service not included in the Annual Financial Statement for that year; or

(b) that any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service for that year;

the President shall have power to authorize expenditure from the Federal Consolidated Fund, whether the expenditure is charged by the constitution upon that Fund or not and shall cause to be laid before the National Assembly a Supplementary Financial Statement, or as the case may be, an Excess Financial Statement, setting out the amount of that expenditure, and the provisions of Articles. 63 to 66 shall apply to the aforesaid statements as they apply to the Annual Financial Statement.

68. **Votes on Account, votes of Credit, etc.-** (l) Not withstanding anything in the foregoing provisions of this chapter, the National Assembly shall have power-

(a,) to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in Article 65 for the voting of such grant and the passing of law in accordance with the provisions of Article 66 in relation to that expenditure;

(b) to make a grant for meeting an unexpected demand upon the resources of the Federation when on account of the magnitude or the indefinite character of the service, the demand cannot be specified with the details ordinarily given in an Annual Financial Statement;

(c) to make an exceptional grant which forms no part of the current service of any financial year; and Parliament shall have power to authorize by law the withdrawal of moneys from the Federal Consolidated Fund for the purposes for which the said grants are made.

(2) The provisions of Articles 65 and 66 shall have effect in relation to the making of any grant under clause (1) and to any law to be made under that clause as they have effect in relation to the making of a grant with regard to any expenditure mentioned in the Annual Financial Statement and law to be made for the authorization of appropriation of money out of the Federal Consolidated Fund to meet such expenditure.

Legislative Powers of the President.

69. **Promulgation of Ordinances when National Assembly is not in session.-** (l) If at any time, except when the National Assembly is in session, the President is. Satisfied that circumstances exist which render immediate action necessary, he may make and promulgate such Ordinances' as the circumstances appear to him to require, and any Ordinance so made shall have the like force of law as an Act of Parliament, but the power of making Ordinances under this clause shall be subject to the like restrictions as the power of Parliament to make laws, and any Ordinance made under this clause may be controlled or superseded by any such Act.

(2) An Ordinance promulgated under clause (I) shall be laid before the National Assembly, and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the next meeting of the assembly, or if a resolution disapproving it is passed by the Assembly, upon the passing of that resolution.

(3) At any time when the National Assembly stands dissolved, the President may, if he is satisfied that circumstances exist which render such action necessary, make and promulgate an Ordinance authorizing expenditure from the Federal Consolidated Fund, whether the expenditure is charged by the Constitution upon that Fund or not, pending compliance with the provisions of Articles 63, 65 and 66.

(4) As soon as may be after the date of the reconstitution of the National Assembly, any Ordinance promulgated under clause (3) shall be laid before the Assembly, and the provisions of Articles 63, 65 and 66 shall be complied with within six weeks from that date.

PART V
The Provinces

CHAPTER 1-THE PROVINCIAL GOVERNMENT

70. **The Governors—** (1) There shall be a Governor for each Province who shall be appointed by the President and shall hold office during the pleasure of the President.

(2) No person shall be eligible for appointment as Governor unless he is a citizen of Pakistan and is not less than forty years of age.

(3) A Governor may resign his office by writing under his hand addressed to the President.

(4) Subject to the foregoing provisions of this Article, a Governor shall hold office for a period of five years from the date on which he enters upon his office.

(5) A Governor shall not be a member of the National or a Provincial Assembly, and if a member of any such Assembly is appointed a Governor, his seat in that Assembly shall become vacant on the date on which he enters upon his office.

71. **The Cabinet—** (1) There shall be a Cabinet of Ministers with the Chief Minister at its head, to aid and advise the Governor in the exercise of his functions.

(2) The question whether any, and if so, what, advice has been tendered by the Cabinet or a Minister to the Governor shall not be inquired into in any Court.

(3) The Governor shall, in his discretion appoint from amongst the members of the Provincial Assembly a Chief Minister, who, in his opinion, is most likely to command the confidence of the majority of the members of the Provincial Assembly.

(4) Other Ministers, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries shall be appointed and removed from office by the Governor, but no person shall be appointed a Deputy Minister or Parliamentary Secretary unless he is a member of the Provincial Assembly.

(5) The Cabinet shall be collectively responsible to the Provincial Assembly.

(6) The Chief Minister shall hold office during the pleasure of the Governor, but the Governor shall not exercise his powers under this clause unless he is satisfied that the Chief Minister does not command the confidence of the majority of the member of the Provincial Assembly.

(7) In the exercise of his functions, the Governor shall act in accordance with the advice of the Cabinet or the appropriate Minister, as the case may be, except in cases where he is empowered by the Constitution to act in his discretion, and except as respects the exercise of his powers under clause (6).

Explanation—For the avoidance of doubt it is hereby declared that for the purposes of clause (4) the appropriate Minister shall be the Chief Minister.

(8) A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of the Provincial Assembly shall at the expiration of that period, cease to be a Minister, and shall not before the dissolution of that Assembly be again appointed a Minister unless he is elected a member of that Assembly.

(9) Nothing in this Article shall be construed as disqualifying the Chief Minister or any other Minister, or a Deputy Minister or Parliamentary Secretary, for continuing in office during any period during which the Provincial Assembly stands dissolved, or as preventing the appointment of any person as Chief Minister or other Minister or as Deputy Minister or Parliamentary Secretary, during any such period.

72. **The Advocate-General for the Province.-** (l) The Governor shall appoint an Advocate-General for the Province, who shall hold office during the pleasure of the Governor, shall receive such remuneration as may be determined by the Governor, and shall perform such duties as may be assigned to him by the Governor.

(2) No person shall be qualified for appointment as Advocate-General unless he is qualified for appointment as a Judge of a High Court, but no person shall be appointed as Advocate-General if he is or has been a judge of the Supreme Court or of a High Court.

(3) A person shall not hold office as Advocate-General after he has attained the age of sixty-five years.

73. Extent of executive authority of a Province.-(l) The executive authority of a Province shall vest in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him, in accordance with the Constitution.

(2) Except as expressly provided in the Constitution, the executive authority of a Province shall extend to all matters with respect to which the Provincial Legislature has power to make laws.

74. **Conduct of business of the Provincial Governmental.-** (1) All executive actions of the Government of a Province shall be expressed to be taken in the name of the Governor thereof.

(2) The Governor shall by rules specify the manner in which orders and other instruments made and executed in his name shall be authenticated, and the validity of any order or instrument so authenticated shall not be questioned in any court on the ground that it was not made or executed by the Governor.

(3) The Governor shall also make rules for the allocation and transaction of the business of the Provincial Government.

75. Duties of Chief Minister in relation to Governor.-It shall be the duty of the Chief Minister of each Province-

(a) to communicate to the Governor of the Province all decisions of the Cabinet relating to the administration of the affairs of the Province and proposals for legislation;

(b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the Province and proposals for legislation as the Governor may call for; and

(c) if the Governor so requires, to submit for the consideration of the Cabinet any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Cabinet.

CHAPTER II-THE PROVINCIAL LEGISLATURE

76. The Provincial Legislature.-There shall be a Provincial Legislature for each Province consisting of the Governor and one House, to be known as the Provincial Assembly.

77. **Composition of Provincial Assembly.—** (1) Subject to the succeeding clauses each Provincial Assembly shall consist of three hundred members.

(2) In addition to the seats in each Provincial Assembly for the members mentioned in clause (1), there shall, for a period of ten years from the Constitution Day, be ten seats reserved in each Provincial Assembly for women members only; and constituencies shall accordingly be delimited as women's territorial constituencies for this purpose:

Provided that a women who, under this clause, is a member of a Provincial Assembly at the time of the expiration of the said period of ten years, shall not cease to be a member until the Assembly is dissolved.

(3) Parliament may by Act alter the number of the members of the Provincial Assemblies, provided that the number of members of the two Assemblies shall remain equal.

(4) Parliament may, with the consent of a Provincial Assembly, by Act provide for the representation in that Assembly of any territory which is included in the Province after the Constitution Day but no such Act shall alter the number of members of the Assembly.

(5) Until the fourteenth day of October, 1956, the number of members of the Provincial Assembly of the Province of West Pakistan elected by constituencies in the territory which, immediately before the commencement of the Establishment of West Pakistan Act, 1955, constituted the Province of Punjab shall not be more than two-fifths of the total number of members of that Assembly.

78. **Qualifications and disqualifications for membership-** (1) A person shall be qualified be he elected to a Provincial Assembly-

(a) if he is not less than twenty-five years of age and is qualified to be an elector for any constituency for the Provincial Assembly under Articles 143; and

(b) if he is not disqualified for being a member by the Constitution or an Act of Parliament.

(2) If any question arises whether a member has, after his election, become subject to any disqualification, the Speaker of the Provincial Assembly shall obtain the opinion of the Election Commission and, if the opinion is that the member has incurred any disqualification, his seat shall become vacant.

(3) If any person sits or votes in a Provincial Assembly knowing that he is not qualified for, or is disqualified for, membership thereof, he shall be liable in respect of every day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees, which may be recovered from him as a debt due to the Province.

79. **Bar against double membership**— (I) No person shall at the same time be a member of the National Assembly and of a Provincial Assembly, and if a person has been elected as a member both of the National Assembly and of a Provincial Assembly, and does not, within thirty days of his election to the Assembly to which has been elected last, resign one of his seats, his seat in the Provincial Assembly shall become vacant.

(2) No person shall at the same time be a member of both the Provincial Assemblies, and if a person has been elected as a member of both the Assemblies and does not, within thirty days of his election to the second Assembly, resign one of this seats, his seats in both the Assemblies shall become vacant.

(3) No person shall at the same time be a member of a Provincial Assembly for two or more constituencies; but nothing in this clause shall prevent a person from being at the same time a candidate for two or more constituencies, but if a person has been elected as a member for two or more constituencies and does not, within thirty days of his election by the constituency by which he has been elected last, make a declaration in writing under his hand addressed to the Speaker specifying the constituency which he wishes to represent, all his seats in the Assembly shall become vacant; but so long as a person is a member for two or more constituencies he shall not sit or vote in the Assembly.

(4) If a member of a Provincial Assembly for one constituency permits himself to be nominated as a candidate for election by another constituency for the Assembly, his seat in respect of the former constituency shall become vacant.

80. **Absence from Provincial Assembly.-** If a member of a Provincial Assembly is absent from the Assembly, without leave of the Assembly, for sixty consecutive sitting days, his seat shall become vacant.

81. **Oath of Members-** If a member of a Provincial Assembly fails to make and subscribe an oath or affirmation in accordance with the provisions of the Constitution within a period of six months from the date of the first meeting of the Assembly after his election, his seat shall become vacant:

Provided that the Speaker may before the expiration of the said period, for good cause shown, extend the period.

82. **Resignation of members.-** A member of Provincial Assembly may resign his seat by notice in writing under his hand addressed to the Speaker.

Meetings and Procedure of Provincial Assembly.

83. **Duration, summoning, prorogation and dissolution of a Provincial Assembly.—** (1) The Government may summon, prorogue or dissolve the Provincial Assembly and shall, when summoning the Assembly, fix the time and place of the meeting.

(2) Whenever a Chief Minister of a Provincial Government is appointed, the Provincial Assembly, if, at the time of the appointment, it is not sitting and does not stand dissolved, shall be summoned so as to meet within two months thereafter.

(3) Unless sooner dissolved, a Provincial Assembly shall stand dissolved on the expiration of five years after the date, of its first meeting.

84. **Sessions of Provincial Assembly.-** There shall be at least two sessions of a Provincial Assembly in every year, and six months shall not intervene between the last sitting of the Assembly in one session, and its first sitting in the next session.

85. **Governor's address and messages to the Provincial Assembly.-** The Governor of a Province may address the Provincial Assembly and may send messages thereto.

86. **Right of Ministers and the Advocate-General to address a Provincial Assembly.-** Every Minister and the Advocate-General of a Province shall have the right to speak in, and otherwise take part in the proceedings of, the Provincial Assembly, and of any committee thereof of which he may be named a member, but shall not by virtue of this Article be entitled to vote.

87. **Speaker and Deputy Speaker.-** (1) Every Provincial Assembly shall, as soon as may be, choose two of its members to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof and, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the Assembly shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be.

(2) A member holding office as Speaker or Deputy Speaker shall vacate his office if he ceases to be a member of the Provincial Assembly, may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the Governor, and may be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of the total number of members thereof; but no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless at least fourteen days notice has been given of the intention to move the resolution:

Provided that whenever the Provincial Assembly is dissolved the Speaker shall not, by virtue of the dissolution, vacate his office until immediately before the first meeting of the Assembly after the dissolution.

(3) While the office of Speaker is vacant, or the Speaker is for any reason unable to perform the duties of his office, those duties shall be performed by the Deputy Speaker, or if the office of Deputy Speaker is also vacant, by such member of the Assembly as the Governor may appoint for the purpose; and during any absence of the Speaker from any sitting of the Assembly the Deputy Speaker, or if he also is absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Assembly, shall act as Speaker.

88. **Rules of procedure, quorum etc.-** (l) Subject to the provisions of the Constitution-

(a,) the procedure of a Provincial Assembly shall be regulated by rules of procedure framed by the Assembly;

(b) a decision in a Provincial Assembly shall be taken by a majority of the members present and voting; but the person presiding shall not vote except when there is an equality of votes, in which case he shall have and exercise a casting vote;

(c) a Provincial Assembly shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceeding in the Assembly shall not be invalid only for the reason that some person who was not entitled to do so sat or voted, or otherwise took part in the proceedings.

(2) If at any time during a meeting of the Provincial Assembly the attention of the person presiding is drawn to the fact that less than forty members are present, it shall be the duty of the person presiding either to adjourn the Assembly, or to suspend the meeting until at least forty members are present.

89. **Privileges, etc., of the members of the Provincial Assembly.-** (I) The validity of any proceedings in a Provincial Assembly shall not be questioned in any court.

(2) No officer or member of a Provincial Assembly in whom powers are vested for the regulation of procedure, or the conduct of business, or the maintenance of order in the Assembly, shall, in relation to the exercise by him of any of those powers, be subject to the jurisdiction of any court.

(3) No member of a Provincial Assembly, and no person entitled to speak therein, shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the Assembly or any committee thereof.

(4) No person shall be liable to any proceedings in any court in respect of the publication by or under the authority of a Provincial Assembly of any report, paper, vote or proceedings.

(5) Subject to this Article, the privileges of a Provincial Assembly, the committees and members thereof, and the persons entitled to speak therein may be determined by Act of the Provincial Legislature; but such privileges may not exceed those conferred on the National Assembly, its committees and members, and the persons entitled to speak therein.

90. **Governor's assent to Bills.—** (1) When a Bill has been passed by a Provincial Assembly it shall be presented to the Governor, who shall, within ninety days,-

(a) assent to the Bill; or

(b) reserve the Bill for the consideration of the President; or

(c) declare that he withholds assent from the Bill; or

(d) in the case of a Bill other than a Money Bill, return the Bill to the Assembly with a message requesting that the Bill or any specified provision thereof, be reconsidered, and that any amendments specified by him in the message be considered.

(2) When the Governor has reserved a Bill for the consideration of the President it shall be presented to the President, who shall, within ninety days,-

(a) assent to the Bill; or

(b) declare that he withholds assent there from.

(3) When the Governor has declared that he withholds assent from a Bill, the Provincial Assembly shall be competent to reconsider the Bills, and if it is again passed, with or without amendment, by the Assembly, by the votes of not less than two-thirds of the members present and voting, it shall be again presented to the Governor, and the Governor shall assent thereto.

(4) When the Governor has returned a Bill to the Provincial Assembly it shall be reconsidered by the Assembly, and if it is again passed, with or without amendment, by the Assembly, by a majority of the total number of members of the Assembly, it shall be again presented to the Governor, and the Governor shall assent thereto.

Financial Procedure

91. **Money Bills.—** (1) In this Part "Money Bill" means a Bill containing only provisions dealing with all or any of the following matters, that is to say-

(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;

(b) the borrowing of money, or the giving of any guarantee, by the Provincial Government, or the amendment of the law relating to the financial obligations of that Government;

(c) the custody of the Provincial Consolidated Fund, the payment of moneys into, or the issue or appropriation of moneys from, such Fund;

(d) the imposition of a charge upon the Provincial Consolidated Fund, or the abolition or alteration of any such charge;

Ce) the receipt of moneys on account of the Provincial Consolidated Fund, or the Public Account of the Province, or the custody or issue of such moneys; and

(f) any matter incidental to any of the matters specified in the aforesaid sub-clauses.

(2) A Bill shall not be deemed to be a Money Bill by reason only that-

(a) it provides for the imposition or alteration of any fine or other pecuniary penalty, or for the demand or payment of a license fee, or a fee, or charge for any service rendered; or

(b) it provides for the imposition, abolition, remission, alteration, or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes.

(3) Every Money Bill, when it is presented to the Governor for his assent shall bear a certificate under the hand of the Speaker that it is a Money Bill, and such certificate shall be conclusive for all purposes and shall not be questioned in any court.

92. **Governor's recommendation required for financial measures.-** No Bill Of amendment which makes provision for any of the matters specified in clause (1) of Article 91, or which if enacted and brought into operation would involve expenditure from the Province, shall be introduced or moved in a Provincial Assembly except on the recommendation of the Governor.

93. **No taxation except by Act of the Provincial Legislature.-** No tax shall be levied for the purposes of a Province except by or under the authority of an Act of the Provincial Legislature.

94. **Provincial Consolidated Fund and the Public Account of the Province.-** (l) All revenues received by a Provincial Government, all loans raised by that Government, and all moneys received by it in repayment of any loan, shall form part of one consolidated fund, to be known as the Provincial Consolidated Fund.

(2) All other public moneys received by or on behalf of the Provincial Government shall be credited to the Public Account of the Province.

95. **Custody of public moneys in a Province.—** (1) The custody of the Provincial Consolidated Fund, the payment of moneys into such Fund, the withdrawal of moneys

there from, the custody of public moneys other than those credited to such Fund received by or on behalf of the Provincial Government, their payment into the Public Account of the Province, and the withdrawal of moneys from such Account, and all matters connected with or ancillary to matters aforesaid, shall be regulated by Act of the Provincial Legislature and, until provision in that behalf is so made, by rules made by the Governor.

(2) All moneys received by or deposited with-

(a) any officer employed in connection with the affairs of a Province in his capacity as such, other than revenues or public moneys raised or received by the Provincial Government;

(b) any court to the credit of any cause, matter, account or person in connection with the affairs of the Province;

shall be paid into the Public Account of the Province.

96. **Annual Financial Statement.-** (1) The Governor shall, in respect of every financial year, cause to be laid before the Provincial Assembly a statement of the estimated receipts and expenditure of the Provincial Government for that year, in this part referred to as the Annual Financial Statement.

(2) The Annual Financial Statement shall show separately

(a) the sums enquired to meet expenditure described by the Constitution as expenditure charged upon the Provincial Consolidated Fund; and

(b) the sums required to meet other expenditure proposed to be made from the Provincial Consolidated Fund;

and shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure.

97. **Charges on the Provincial Consolidated Fund.-** The following expenditure shall be charged on the Provincial Consolidated Fund:-

(a) the remuneration payable to the Governor other expenditure relating to his office, and the remuneration payable to—

(i) the Judges of the High Court;

(ii) the members of the Provincial Public Service Commission; and

(iii) the Speaker and Deputy Speaker of the Provincial Assembly;

(b) the administrative expenses, including the remuneration payable to officers and ervants, of the High Court, the Provincial Public Service Commission, and the Secretariat of the Provincial Assembly;

(c) all debt charges for which the Provincial Government is liable including interest, sinking fund charges, the repayment or amortization of capital and

other expenditure in connection with the raising of loans and the service and redemption of debt on the security of the Provincial Consolidated Fund;

(d) any sums required to satisfy any judgment, decree or award against the Province by any court, or tribunal; and

(e) any other sums declared by the Constitution or by an Act of the Provincial Legislature to be so charged.

98. **Procedure relating to Annual Financial Statement.-** (1) So much of the Annual Financial Statement as relates to expenditure charged upon the Provincial Consolidated Fund may be discussed in, but shall not be submitted to the vote of, the Provincial Assembly.

(2) So much of the Annual Financial Statement as relates to other expenditure shall be submitted to the Provincial Assembly in the form of demands for grants, and that Assembly shall have power to assent to, or to refuse to assent to any demand, or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein.

(3) No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the Governor.

99. **Appropriation Bill.-** (l) As soon as may be after the grants under the last preceding Article have been made by the Provincial Assembly there shall be introduced in the Assembly a Bill to provide for appropriation out of the Provincial Consolidated Fund of all moneys required to meet-

(a) the grants so made by the Provincial Assembly; and

(b) the expenditure charged on the Provincial Consolidated Fund; but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before the Provincial Assembly.

(2) No amendment shall be proposed in the Provincial Assembly to any such Bill which shall have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made.

(3) Subject to the provisions of the Constitution, no money shall be with drawn from the Provincial Consolidated Fund except under appropriation made by law passed in accordance with the provisions of this Article.

100. **Supplementary Excess Grants.-** If in respect of any financial year it is found-

(a) that the amount authorized to be expended for a particular service for the current financial year is insufficient, or that a need has arisen for expenditure upon some new service not included in the Annual Financial Statement for that year; or

(b) that any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service for that year;

the Governor shall have power to authorize expenditure from the Provincial Consolidated Fund, whether the expenditure is charged by the Constitution upon that Fund or not and shall cause to be laid before the Provincial Assembly a Supplementary Financial Statement, setting out the amount of that expenditure, and the provisions of Articles 96 to 99 shall apply to the aforesaid statements as they apply to the Annual Financial Statement.

101. **Votes on Account, votes of Credit, etc.-** (l) notwithstanding anything in the foregoing provisions of this chapter, the Provincial Assembly shall have power-

(a) to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in Article 98 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of Article 99 in relation to that expenditure;

(b) to make a grant for meeting an unexpected demand upon the resources of the Province when on account of the magnitude or the indefinite character of the service the demand cannot be specified with the details ordinarily given in an Annual Financial Statement;

(c) to make an exceptional grant which forms no part of the current service of any financial year; and the Provincial Legislature shall have power to authorize by law the withdrawal of moneys from the Provincial Consolidated Fund for the purposes for which they said grants are made.

(2) The provisions of Articles 98 and 99 shall have effect in relation to the making of any grant under clause (1) and to any law to be made under that clause as they have effect in relation to the making of a grant with regard to any expenditure mentioned in the Annual Financial Statement and law to be made for the authorization of appropriation of money out of the Provincial Consolidated Fund to meet such expenditure.

Legislative Powers of the Governor

102. **Promulgation of Ordinances when Provincial Assembly is not in session.—** (1) If at any time, except when the Provincial Assembly is in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render immediate action necessary, he may make and promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require, and any Ordinance so made shall have the like force of law as an Act of the Provincial Legislature; but the power of making Ordinances under this clause shall be subject to the like restrictions as the power of the Provincial Legislature to make laws, and any Ordinance made under this clause may be controlled or superseded by any such Act:

Provided that the Governor shall not, without previous instructions from the President promulgate any such Ordinance if an Act of the Provincial Legislature containing the same provision would, under the Constitution, have been invalid unless it had received the assent of the President.

(2) An Ordinance promulgated under clause (1) shall be laid before the Provincial Assembly and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the next meeting of the Assembly, or if a resolution disapproving it is passed by the Assembly, upon the passing of that resolution.

(3) At any time when the Provincial Assembly stands dissolved, the Governor may, if he is satisfied that circumstances exist which render such action necessary, make and promulgate an Ordinance authorizing expenditure from the Provincial Consolidated Fund, whether the expenditure is charged by the Constitution upon that Fund or not, pending compliance with the provisions of Articles 96, 98 and 99.

(4) As soon as may be after the date of the reconstitution of the Provincial Assembly, any Ordinance promulgated under clause (3) shall be laid before the Assembly; and the provisions of Articles 96, 98 and 99 shall be complied with within six weeks from that date.

Excluded and Special Areas

103. **Excluded Areas.-** (l) In this Article the expression "excluded area" means an area which was an excluded area immediately before the Constitution Day.

(2) The executive authority of a Province shall extend to any excluded area therein but, notwithstanding anything in the Constitution, no Act of a Provincial Legislature shall apply to an excluded area unless the Governor by public notification so directs, and in giving such a direction with respect to any Act he may direct that the Act shall in its application to the area, or any specified part thereof, have effect subject to such exceptions or modifications as may be specified in the direction.

(3) The Governor may make regulations for the peace and good government of any excluded area in the Province, and any such regulations may repeal or amend any Act of Parliament, or of the Provincial Legislature, or any other law in force in the area:

Provided that no regulation repealing or amending an Act of Parliament shall take effect until it has been approved by the President.

(4) The President may by Order direct that the whole or any specified part of an excluded area shall cease to be an excluded area, and any such Order may contain such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary and proper.

104. **Special Areas.-** (l) The executive authority of the Province of West Pakistan shall extend to the Special Areas, but notwithstanding anything in the Constitution, no Act of Parliament or of the Provincial Legislature shall apply to a Special Area or to any part thereof unless the Governor, with the previous approval of the President, so directs, and in giving such a direction with respect to any Act the Governor may direct that the Act shall, in its application to a Special Area, or to any specified pait thereof, have effect subject to such exceptions and modifications as may be specified in the direction.

(4) Parliament shall have power to make laws with respect to matters enumerated in the Provincial List, except for a Province or any part thereof.

107.Power (2) The Governor may with the previous approval of the President, make regulations for the peace and good government of a Special Area, or any part thereof, and any regulation so made may repeal or amend any Act of Parliament, or of the Provincial Legislature, or any other law in force in the Area.

(3) The President may, from time to time, give such directions to the Governor relating to the whole or any part of a Special Area as he may deem necessary, and the Governor shall, in the exercise of his functions under this Article, comply with such directions.

(4) The President may, at any time, by Order, direct that the whole or any part of a Special Area shall cease to be a Special Area, and any such Order may contain such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary and proper:

Provided that before making any Order under this clause, the President shall ascertain, in such manner as he considers appropriate, the views of the people of the area concerned.

PART VI

Relations between the Federation and the Provinces.

CHAPTER I-LEGISLATIVE POWERS

105. **Extent of Federal and Provincial laws.-** Subject to the provisions of the Constitution, Parliament may make laws, including laws having extraterritorial operation, for the whole or any part of Pakistan, and a Provincial Legislature may make laws for the Province or any part thereof.

106. **Subject matter of Federal and Provincial laws.-** (l) Notwithstanding anything in the two next succeeding clauses, Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in the Federal List.

(2) Notwithstanding anything in clause (3), Parliament, and subject to clause (1) a Provincial Legislature also, shall have power to make laws with respect to any of the matters enumerated in the Concurrent List.

(3) Subject to clauses (1) and (2) , a Provincial Legislature shall have exclusive power to make laws for a Province or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in the Provincial List.

(4) Parliament shall have power to make laws with respect to matters enumerated in the provincial list, except for a province or any part thereof.

107. **Power of Parliament to legislate for Provinces by consent.-** If it appears to the Provincial Assemblies to be desirable that any of the matters enumerated in the

Provincial List, or any matter not enumerated in any list in the Fifth Schedule should be regulated in the Provinces by Act of Parliament and if resolutions to that effect are passed by the Provincial Assemblies, it shall be lawful for Parliament to pass an Act regulating that matter accordingly, but any Act so passed may, as respects any Province, be amended or repealed by an Act of the Legislature of that Province.

108. **Power of Parliament to give effect to International agreements, etc.-** Parliament shall have power to make laws for the whole or any part of Pakistan for implementing any treaty agreement or convention between Pakistan and any other country, or any decision taken at any international body, notwithstanding that it deals with a matter enumerated in the Provincial List or a matter not enumerated in any list in the Fifth Schedule:

Provided that no law under this Article shall be enacted except after consultation with the Governor of the Province to which the law is to be applied.

109. **Residuary Power of Legislation -** Subject to the provisions of Articles 107 and 108, the Provincial Legislature shall have exclusive power to make laws with respect to any matter not enumerated in any list in the Fifth Schedule, including any law imposing a tax not mentioned in any such list; and the executive authority of the Province shall extend to the administration of any law so made.

110. **Inconsistency between laws made by Parliament and laws made by the Provincial Legislature.-**(1) If any provision of an Act of a Provincial Legislature is repugnant to any provision of an Act of Parliament, which Parliament is competent to enact, or to any provision of any existing law with respect to any of the matters enumerated in the Concurrent List, then subject to the provisions of clause (2), the Act of Parliament, whether passed before or after the Act of the Provincial Legislature, or, as the case may be, the existing law, shall prevail and the Act of the Provincial Legislature shall, to be extent of the repugnancy, be void.

(2) where an Act of a Provincial Legislature with respect to any of the matters in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier Act of Parliament or an existing law with respect to that matter, then if the Act of the Provincial Legislature, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent, the Act of the Provincial Legislature shall prevail in the Province concerned, but nevertheless Parliament may at any time enact any law with respect to the same matter, amending or repealing the law so made by the Provincial Legislature.

111. **Provisions as to recommendations.—** (1) Where under any provision of the Constitution the previous recommendation of the President on of a Governor is required to the introduction of a Bill or the moving of an amendment, the making of the recommendation shall not preclude him from exercising subsequently in regard to the Bill in question any powers conferred on him by the Constitution with respect to the withholding of assent to, or the returning or reservation of Bills.

(2) No Act of Parliament or a Provincial Legislature, and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some previous recommendation was not made, if assent to that Act was given—

(a) where the previous recommendation required was that of the Governor, either by the Governor, or by the President; and

(b) where the previous recommendation required was that of the President, by the President.

CHAPTER II—FINANCIAL PROVISIONS.

112. **Property of the Federal and Provincial Governments exempted from taxes.-** (l) The Government of a Province shall not be liable to taxation under any Act of parliament in respect of land or buildings situated in Pakistan, or income accruing, arising or received in Pakistan:

Provided that where a trade or business of any kind is carried on by or on behalf of the Government of a Province outside that Province, nothing in this Article shall exempt that government from any Federal Taxation in respect of that trade or business, or any operation connected therewith, or any income arising in connection therewith, or any property occupied for the purposes thereof.

(2) Property vested in the Federal Government shall, save in so far as an Act of Parliament may otherwise provide, be exempt from all taxes imposed by, or by any authority within a Province.

(3) Nothing in this Article shall prevent the imposition of fees for services rendered.

113. **Exemption from taxes on electricity-** Save in so far as Parliament may by law otherwise provide, no Act of a Provincial Legislature shall impose or authorize the Imposition of a tax upon the consumption or sale of electricity which is consumed by the Federal Government, and any Act a Provincial Legislature imposing or authorizing the imposition of a tax on the sale of electricity shall secure that the price of electricity sold to the Federal Government for consumption by that Government shall be less by the amount of the tax than the price charged to other consumers of a substantial quantity of electricity.

114. **Grants-in-aid to Provinces -** Parliament may by law make grants-in-aid of the revenues of a Province which may be in need of assistance.

115. **Borrowing by the Federation.-** The executive authority of the Federation shall extend to borrowing upon the security of the Federal Consolidated Fund within such limits, if any, as may be determined by Act of Parliament, and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so determined.

116. **Loans to and borrowing by the Provinces:-** (l) Subject to the provisions of this Article the executive authority of a province shall extend to borrowing upon the security of the Provincial Consolidated Fund within such limits, if any as may be determined by Act of the Provincial Legislature, and to the giving of guarantees within such limits, If any, as may be so determined.

(2) The Federal Government may, subject to such conditions if any, as it may think fit to impose, make loans to, or, so long as any limits determined under the last preceding Article are not exceeded give guarantees in respect of loans raised by, a Province and any sums required for the purpose of making loans to a Province shall be charged on the Federal Consolidated Fund.

(3) A Province may not without the consent of the Federal Government borrow outside Pakistan, nor without the like consent raise any loan if there is still outstanding any part of a loan made to the Province by the Federal Government or in respect of which a guarantee has been given by the Federal Government.

(4) A consent under this Article may be granted subject to such conditions if any as the Federal Government may think fit to impose, but no such consent shall be unreasonably withheld, nor shall the Federal Government refuse, if sufficient cause is shown, to make a loan to, or to give a guarantee in respect of a loan raised-by, a Province, or seek to impose in respect of any of the matters aforesaid any condition Which is unreasonable; and, if any dispute arises whether a refusal or consent, or a refusal to make a loan or to give a guarantee or any condition insisted upon, is or is not justifiable, the dispute shall be settled in accordance with the procedure prescribed in Article 129.

117. **Taxes on professions, trades, callings and employments.-** (l) Notwithstanding anything contained in Article 106, no Provincial law relating to taxes for the benefit of a Province or of a municipality, district board, local board, or other local authority therein in respect of professions, callings or employments shall be invalid on the ground that it relates to a tax on income.

(2) The total amount payable in respect of any one person to a Province or to any one municipality, district board, local board or other local authority in the Province by way of taxes on professions, trades, callings and employments shall not exceed fifty rupees per annum.

(3) The fact that a Provincial Legislature has power to make laws as afore said with respect to taxes on professions, trades, callings and employments shall not be construed as limiting in relation to professions, trades, callings and employments, the generality of the entry in the Federal List relating to taxes on income.

118. **National Finance Commission.-** (l) As soon as may be after the Constitution Day, and thereafter at intervals not exceeding five years, the President shall constitute a National Finance Commission consisting of the Minister of Finance of the Federal Government, the Ministers of Finance of the Provincial Governments, and such other

persons as may be appointed by the President after consultation with the Governors of the Provinces.

(2) It shall be the duty of the National Finance Commission to make recommendations to the President as to—

(a) the distribution between the Federation and the Provinces of the net proceeds of the taxes mentioned in clause (3);

(b) the making of grants-in-aid by the Federal Government to the Governments of the Provinces;

(c) the exercise by the Federal Government and Provincial Governments of the borrowing powers conferred by the Constitution; and

(d) any other matter relating to finance referred to the Commission by the President.

Explanation.—In this Article "net proceeds" means, in relation to any tax, the proceeds thereof reduced by the cost of collection.

(3) The taxes referred to in paragraph (a) of clause (2) are the following taxes raised under the authority of Parliament namely:-

(a) export duty on jute and cotton, and any other specified export duty;

(b) taxes on income other than corporation tax;

(c) specified duties of Federal excise;

(d) taxes on sales and purchases; and

(e) any other specified tax.

(4) As soon as may be after receiving the recommendations of the National Finance Commission, the President shall by Order specify, in accordance with the recommendations of the Commission under sub-clause (a) of clause (2), the share of the net proceeds of the taxes mentioned in clause (3) which is to be allocated to each Province, and that share shall be paid to the Government of the Province concerned, and shall not form part of the Federal Consolidated Fund.

(5) The recommendations of the National Finance commission, together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon, shall be laid before the National Assembly and the Provincial Assemblies.

119. **Inter-Provincial trade-** No Provincial Legislature or Provincial Government shall have power-

(a) to pass any law, or take any executive action, prohibiting or restricting the entry into, or export from, the Province of goods of any class or description; or

(b) to impose any taxes, cesses, tools or dues which, as between goods manufactured or produced in the Province and similar goods not so manufactured or produced, discriminate in favor of the former, or which, in the case of goods manufactured or produced outside the Province, discriminate between goods manufactured or produced in any locality and similar goods produced in any other locality:

Provided that no Act of a Provincial Legislature which imposes any reasonable restriction in the interest of public health, public order or morality shall be invalid under this Article if it is otherwise valid under the Constitution; but any Bill for this purpose passed by the Provincial Assembly shall be reserved for the assent of the President, and shall not become law unless the President assents thereto.

CHAPTER III. —AUDIT AND ACCOUNTS

120. **Comptroller and Auditor-General of Pakistan.-** (l) There shall be a Comptroller and Auditor-General of Pakistan, who shall be appointed by the President.

(2) The terms and conditions of service and the term of office of the Comptroller and Auditor-General shall be determined by Act of Parliament, and until so determined, by rules made by the President.

121. **Removal of the Comptroller and Auditor-General and ineligibility for further service.-** (l) A person who has held office as Comptroller and Auditor-General shall not be eligible for further appointment in the service of Pakistan.

(2) The Comptroller and Auditor-General shall not be removed from office before the expiration of the term of his office except on the like grounds and in the like manner, as a judge of a High Court.

122. **Duties and powers of Comptroller and Auditor-General.-** The Comptroller and Auditor-General shall perform such duties and exercise such powers, in relation to the expenditure and accounts of the Federation and of the Provinces, as may be provided by Act of Parliament.

123. **Form of public accounts.-** The accounts of the Federation and of the Provinces shall be kept in such form as the Comptroller and Auditor-General may, with the approval of the President, prescribe.

124. **Reports of Comptroller and Auditor-General.-** The reports of the Comptroller and Auditor-General relating to the Accounts of the Federation shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before the National Assembly, and his reports relating to the accounts of a Province shall be submitted to the Governor, who shall cause them to be laid before the Provincial Assembly.

CHAPTER IV -ADMINISTRATIVE RELATIONS BETWEEN THE FEDERATIONS AND THE PROVINCES.

125. **Protection of Provinces by Federation.-** It shall be the duty of the Federal Government to protect each Province against external aggression and internal disturbance, and to ensure subject to the provisions of Part XI, that the Government of every Province is carried on in accordance with the provisions of the Constitution.

126. **Directions to Provincial Governments in certain cases.-** (l) The executive authority of every Province shall be so exercised-

(a) as to ensure compliance with Acts of Parliament and existing laws which apply to that Province, and

(b) as not to impede or prejudice the exercise of the executive authority of the Federation.

(2) The executive authority of the Federation shall extend to. the giving such directions to a Province as may appear to the Federal Government to be necessary for the purposes of clause (1), and the said authority shall also extend to the giving of directions to a Province-

(a) as to the construction and maintenance of means of communication declared in such direction to be of national or military importance;

(b) as to the measures to be taken for the protection of railways within the Province;

(c) as to the manner in which the executive authority of the Province is to be exercised for the purpose of preventing any grave menace to the peace of tranquility or economic life of Pakistan, or any part thereof; and

(d) as to the carrying into execution in the Province of any Act of Parliament which relates to a matter enumerated in Part II of the Concurrent List and authorizes the giving of such directions.

(3) Where in carrying out any direction given to a Province under sub. clauses (a) and (b) of clause (2), costs have been incurred in excess of those which would have been incurred by the Provincial Government in the discharge of the normal duties of that Government if such direction has not been given, there shall be paid by the Federal Government to the Provincial Government such sums as may be agreed, or in default of agreement, as may be determined in accordance with the procedure prescribed in Article 129.

127. **Delegation of Powers to Provinces.—** (1) Notwithstanding anything in the Constitution, the President may, with the consent of a Provincial Government, entrust either conditionally or unconditionally to that Government, or to any officer thereof, functions in relation to any matter to which the executive authority of the Federation extends.

(2) An Act of Parliament may, notwithstanding that it relates to a matter with respect to which a Provincial Legislature has not the power to make laws, confer powers and impose duties, or authorize the conferment of powers and the imposition of duties, upon a Province or officers or authorities thereof.

(3) Where by virtue of this Article powers and duties have been conferred or imposed upon a Province, or officers or authorities thereof, there shall be paid by the Federal Government to the Provincial Government such sums as may be agreed or, in default of agreement, as may be determined in accordance with the procedure prescribed in Article 129, in respect of any extra costs incurred by the Provincial Government in connection with the exercise of those powers and duties.

128. **Acquisition of land for federal purposes.-** The Federal Government may, if it deems it necessary to acquire any land situates in a Province for any purpose connected with a matter with respect to which Parliament has Power to make laws, require the Provincial Government to acquire the land on behalf, and at the expense of the Federal Government or, if the land belongs to the Province, to transfer it to the Federal Government on such terms may be agreed or, in default of agreement, as may be determined in accordance with the procedure prescribed in Article 129.

129. **Settlement of disputes.-** (l) Any dispute between the Federal Government and one or both Provincial Governments, or between the two Provincial Governments, which under the law or the Constitution is not within the jurisdiction of the Supreme Court, may be referred by any of the Governments involved in the dispute to the Chief Justice of Pakistan, who shall appoint a tribunal to settle the dispute.

(2) Subject to the provisions of any Act of Parliament, the practice and procedure of any such tribunal, including the fees to be charged and the award of costs, shall be determined by rules made by the Supreme Court and approved by the President.

(3) The report of the tribunal shall be forwarded to the Chief Justice who shall determine whether the purpose for which the tribunal was appointed has been carried out, and shall return the report to the tribunal for re-consideration if he is of opinion that the purpose has not been carried out, and when the report is in order the Chief Justice shall forward the report to the President who shall make such order as may be necessary to give effect to the report.

(4) Effect shall be given in a Province to any order made under this Article by the President, and any Act of the Provincial Legislature which is repugnant to the order shall, to the extent of the repugnancy, be void.

(5) An order by the President under this Article may be varied by the President in accordance with an agreement made by the parties concerned.

130. **Inter-Provincial Council.-** If at any time it appears to the President that the public interest would be served by the establishment of an Inter Provincial Council charged with the duty of-

(a) Investigating and discussing subjects in which the Provinces, or the Federation and one or both of the Provinces, have a common interest; or

(b) making recommendations upon any such subject and, in particular, recommendations for the better co-ordination of policy and action with respect to that subject;

the President may, with the consent of the Governors of the Provinces establish such a Council and define the nature of the duties to be performed by it, and its organization and procedure.

131. **Broadcasting.-** (l) notwithstanding anything in the Constitution it shall be competent to the Provincial Government to construct and use transmitters with respect to broadcasting in the Province:

Provided that when a Provincial Government constructs and uses transmitters in the Province, it shall be entitled to a part of the net proceeds of the fees received by the Federal Government in respect of the use of any receiving apparatus in the Province, in such proportion as may be agreed or, in default of agreement, as may be determined in accordance with the procedure prescribed in Article 129.

(2) Any Act of Parliament with respect to broadcasting shall be as to secure that effect can be given to the foregoing provisions of this Article.

(3) Nothing in this Article shall be construed as restricting the powers conferred on the President by the Constitution for the prevention of any grave menace to the peace or tranquility of Pakistan or any part thereof.

132. **Transfer of railways to Provincial control.-** (l) Parliament may by law provide for the transfer of the railways in each Province to the Government of the Province or to an authority constituted in the Province for that purpose, and for all conditions, reservation and other matters appertaining to the said transfer; and until a transfer made by or under any such law takes effect railways shall remain within the purposes of the Government of the Federation, and Parliament shall, notwithstanding anything contained in Article 106, have exclusive power to make laws with respect thereto.

(2) Notwithstanding anything contained in Article 196, a Provincial Legislature shall not have power to make any law affecting any provisions of a law made under clause (1).

PART VII
Property Contracts and Suits

133. **Property accruing by escheat or lapse or as *bona vacantia*.—** Any property which has no rightful owner or which but for the enactment of the Constitution, would have accrued to Her Majesty by escheat or lapse, or as ***bona vacantia*** for want of a rightful owner, shall if it is a property situates in a Province, vest in the Provincial Government, and shall, in any other case, vest in the Federal Government:

Provided that any property which at the date when it would have accrued to Her Majesty was in the possession or under the control of the federal Government or a Provincial Government shall, according as the purposes for which it was then held were purposes of the Federation or of a Province, vest in the Federal Government or the Provincial Government, as the case may be.

134. **Power to acquire and dispose of property and make contracts.-** (l) The executive authority of the Federation and of each Province shall extend to the purchase or acquisition of property for their respective purposes, and any such property shall vest in the Federal Government or, as the case may be, in the Provincial Government.

(2) the executive authority of the Federation and of each Province shall extend to the transfer by grant, sale, mortgage or otherwise of property vested in the Federal Government or the Provincial Government, as the case may be, and to the making of contracts.

(3) All lands, minerals and other things of value underlying the ocean within the territorial waters of Pakistan shall vest in the Federal Government.

135. **Contracts.—** (1) All contracts made in the exercise of the executive authority of the Federation or of a Province shall be expressed to be made by the President or the Governor of the Province, as the case may be, and all such contracts and all assurances of property made in the exercise of that authority shall be executed on behalf of the President, or the Governor, by such person and in such manner as he may direct or authorize.

(2) Neither the President nor the Governor shall be personally liable in respect of any contract or assurance made or executed in pursuance of any provisional of the Constitution, or of any Federal or Provincial law, nor shall any person making or executing any such contract or assurance on behalf of any of them be personally liable in respect thereof:

Provided that nothing in this clause shall be construed as restricting the right of any person to bring appropriate proceedings against the Federal Government or the Government of a Province.

136. **Suits and Proceedings.-** The Federal Government may sue and be sued by the name of Pakistan, and the Government of a Province may sue and be sued by the name of the Province.

PART VIII
Elections

137. **Composition of Election Commission and Regional Commissions.-** (l) There shall be an Election Commission consisting of a Chief Election Commissioner, who shall be the Chairman of the Commission, and such number of other Election Commissioners as the President may determine.

(2) The Chief Election Commissioner and every other Election Commissioner shall be appointed by the President.

(3) The President may, after consultation with the Election Commission, appoint such Regional Election Commissioners as he may consider necessary, to assist the Election Commission in the discharge of its functions under this Part.

(4) In the exercise of his functions under this Article the President shall act in his discretion.

138. **Conditions of service of Election Commissioners and Regional Election Commissioners.-** (1) The conditions of service of the Election Commissioners and Regional Election Commissioners shall be determined by act of Parliament, and until so determined, by rules made by the President.

(2) The Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except on the like grounds and in the like manner as a Judge of a High Court, But any other Election Commissioner or a Regional Election Commissioner may be removed from his office by the President, in his discretion, after consultation with the Chief Election Commissioner.

(3) The term of office of the Election Commissioners and Regional Election Commissioners shall be five years:

Provided that no such Commissioner shall continue to hold office after he has attained the age of sixty-five years.

(4) On the expiration of his term of office-

(a) the Chief Election Commissioner shall be eligible for re-appointment for one further term of office, but shall not otherwise be eligible for any appointment in the service of Pakistan.

(b) any other Election Commissioner shall be eligible for re-appointment as Chief Election Commissioner, But shall not otherwise be eligible for any appointment in the service of Pakistan; and

(c) a Regional Election Commissioner shall be eligible for re-appointment for one further term of office, or for appointment as an Election Commissioner, but shall not otherwise be eligible for any appointment in the service of Pakistan.

139. **Assistance to election Commission.-** (I) it shall be the duty of all executive authorities in the Federation and in the Provinces to assist the Election Commission in the discharge of its functions, and for this purpose the President may, after consultation with the Election Commission, issue such directions as he may consider necessary.

(2) When so requested by the Election Commission, it shall be the duty of the Federal Government and of each Provincial Government to make available to the Commission, such staff as may be necessary for the discharge of its functions, and in the event of any

disagreement as to what staff is necessary for this purpose the question shall be decided by the President in his discretion.

140. **Function of Election Commission.-** The Election Commission shall be charged with the duty of-

(a) preparing electoral rolls for elections to the National Assembly and the Provincial Assemblies, and revising such rolls annually; and

(b) Organizing and conducting elections to the National Assembly and the Provincial Assemblies.

141. **Time of election and by-election.-** Whenever the National Assembly or a Provincial Assembly is dissolved, a general election for the reconstitution of the Assembly shall be held not later than six months from the date of dissolution; and whenever a casual vacancy occurs in any such Assembly, a by-election to fill the vacancy shall be held not later than three months from the date of the occurrence of the vacancy:

Provided that the Chief Election Commissioner may, if in his opinion climatic conditions so require, hold a by-election at any time after three months, but not later than six months, from the date of the occurrence of the vacancy.

142. Delimitation Commission (1) The President may from time to time constitute a Delimitation Commission consisting of a Chairman who is, or has been a Judge of a High Court, and two other members who shall not be members of the National Assembly or of a Provincial Assembly.

(2) The Chairman and other members of the Delimitation Commission shall be appointed by the President for such period as the President may fix, shall hold office during the pleasure of the President, and shall be entitled to such remuneration and privileges as may be determined by the President.

(3) In the exercise of his functions under the two preceding clauses the President shall act in his discretion.

(4) The Delimitation Commission shall have power to delimit territorial constituencies for election to the National Assembly and Provincial Assemblies and shall publish lists of such constituencies by public notification.

(5) The validity of anything done by or under the authority of the Delimitation Commission shall not be called in question in any court.

143. **Qualifications of electors.-** (l) A person shall be entitled to be an elector in a constituency if-

(a) he is a citizen of Pakistan;

(b) he is not less than twenty-one years of age on the first day of January in the year in which the preparation or revision of the electoral roll commences;

(c) he is not declared by a competent court to be unsound mind;

(d) he has been resident in the constituency for a period of not less than six months immediately preceding the first day of January in the year in which the preparation or revision of the electoral roll commences;

(e) he is not subject to any disqualification imposed by the Constitution or Act of Parliament.

(2) Until Parliament by Act otherwise provides, the word "resident" for the purposes of this Article, shall have the same meaning as in the Fourth Schedule.

144. **Electoral laws.-** Subject to the provisions of the Constitution, Parliament may by Act provide for-

(a) the delimitation of constituencies, the preparation of electoral rolls, the determination of objections and the commencement of electoral rolls;

(b) the conduct of elections and election petitions; the decision, of doubts and disputes arising in connection with elections;

(c) matters relating to corrupt practices and other offences in connection with elections; and

(d) all other matters necessary for the due constitution of the National assembly and Provincial Assemblies;

but no such law shall have the effect of taking away or a bridging any of the powers

of the Election Commission under this Part.

145. **Principal of electorate-** Parliament may, after ascertaining the views of the Provincial Assemblies and taking them into consideration, by Act provide whether elections to the National Assembly and Provincial Assemblies shall be held on the principle of joint electorate or separate electorate, and may in any such Act provide for all matters incidental and consequential thereto.

146. **Election Tribunals-** No election to the National Assembly or a Provincial Assembly shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided by Act of Parliament.

147. **Special provisions for Special Areas-** Nothing in this Part shall apply to the Special Areas; but the President may by Order make such provision for the representation of the Special Areas in the National Assembly and the Provincial Assembly of West Pakistan as he may think fit.

PART IX
The Judiciary

CHAPTER I.-THE SUPREME COURT

148. **Establishment and constitution of the Supreme Court-** There shall be a Supreme Court of Pakistan consisting of a Chief Justice, to be known as the Chief Justice of Pakistan and not more than six other Judges:

Provided that Parliament may by Act increase the number of other Judges beyond six.

149. Appointment of Judges of Supreme Court.-(l)A person shall not be qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court unless he is a citizen of Pakistan, and-

(a) has been for at least five years a Judge of a High Court or two or more High Courts in succession: or

(b) has been for at least fifteen years an advocate or a pleader of a High Court, or of two or more High Courts.

(3) For the purpose of computing any such period as is referred to in sub clause (a) of clause (2) there shall be included any period during which a person has been a Judge of a High Court in Pakistan before the Constitution Day.

(4) For the purpose of computing any such period as is referred to in sub clause (b) of clause (2) there shall be included any period during which a person was an advocate or a pleader of a High Court in Pakistan before the Constitution Day or of any High Court in British India.

150. **Age of retirement and disabilities of Judges of Supreme Court.-** (l) Subject to Articles 151 and 173, a Judge of the Supreme Court shall hold office until he attains the age of sixty-five years.

(2) A person who has held official as a permanent Judge of the Supreme Court shall not plead or act before any court or authority in Pakistan.

151. **Removal of Judges of Supreme Court -** (1) A Judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President made after an address by the National Assembly, supported by the majority of the total number of members of the Assembly and by the votes of not less than two-thirds of the members present and voting, has been presented to the President for the removal of the Judge on the ground of proved misbehavior or infirmity of mind or body:

Provided that no proceedings for the presentation of the address shall be initiated in the National Assembly unless notice of the motion to present the address is supported by not less than one-third of the total number of members of the Assembly.

(2) Parliament may by law prescribe the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of misbehavior or infirmity of mind or body of a Judge, and until such a law is made the President may by order prescribe the said procedure.

152. **Temporary appointment of Chief Justice.-** If the office of Chief Justice of Pakistan becomes vacant, or if the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, those duties shall, until some person permanently appointed to the vacant office has entered on the duties thereof, or until the Chief Justice has resumed his duties, as the case may be, be performed by such one of the other Judges of the Supreme Court as the President may appoint as Acting Chief Justice.

153. **Temporary appointment of acting puisne judges.-** When any Judge of the Supreme Court is appointed to act temporarily as Chief Justice of Pakistan, or when any such Judge is unable to perform his duties on account of absence through grant of leave or for any other reason, the President may appoint a Judge of a High Court, who is qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court, to act temporarily as a Judge of that court, and the person so appointed shall be deemed to be a Judge of the Supreme Court until the President revokes the appointment.

154. **Appointment of adhoc Judges.-** If at any time for want of a quorum of the Judges of the Supreme Court it is not possible to hold or continue any sittings of the Court, the Chief Justice of Pakistan may, in writing, require a Judge of a High Court qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court to attend the sittings of the Court as an adhoc Judge for such period as may be necessary; and while so sitting such as hoc Judge shall have the same power and jurisdiction as a Judge of the Supreme Court;

Provided that no Judge shall be so nominated by the Chief Justice of Pakistan without previous consultation with the Chief Justice of the High Court concerned.

155. **Scat of the Supreme Court.-** The Supreme Court shall sit in Karachi and at such other places as the Chief Justice of Pakistan may, with the approval of the President, from time to time appoint:

Provided that toe Court shall sit in Dacca at least twice in every year, for such period as the Chief Justice of Pakistan may deem necessary.

156. **Original jurisdiction of the Supreme Court.-** (1) Subject to the provisions of the constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other Court, have original jurisdiction in any dispute between-

(a) the Federal Government and the Government of one or both Provinces; or

(b)the Federal Government and the Government of a Province on the one side, and the Government of the other Province on the other; or

(c) the Governments of the Provinces, if and is so far as the dispute involves

(i) any question whether of law or of fact, on which the, existence or extent of a legal right depends; or

(ii) any question as to the interpretation of the Constitution.

(2) The Supreme Court in the exercise of its original jurisdiction shall not pronounce any judgment other than a declaratory judgment.

157. **Appellate jurisdiction of the Supreme Court in matters involving interpretation of Constitution.-** (l) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment decree or final order of a High Court in civil, criminal or other proceedings if the High Court certifies that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution.

(2) Where High Court has refused to give such a certificate, the Supreme Court may, if it is satisfied that the Case involves a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution, grant special leave to appeal for such judgment, decree or final order.

(3) Where such a certificate is given or such leave is granted, any party in the case may appeal to the Supreme Court on the ground that any such question as aforesaid has been wrongly decided, and with the leave of the Supreme Court, on any other ground.

158. **Appellate jurisdiction of the Supreme Court in civil matters.-** (l) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order of a High Court in civil proceedings-

(a) if the amount or value of the subject matter of the dispute in the court of first instance was, and also in dispute on appeal is, not less than fifteen thousand rupees or such other sum as may be specified in that behalf by Act of Parliament; or

(b) if the judgment, decree or final order involves directly or indirectly some claim or question respecting property of the like amount or value; or

(c) if the High Court certifies that the case is a fit one for appeal to the Supreme Court.

(2) Notwithstanding anything in this Article, no appeal shall, unless an Act of Parliament otherwise provides, lie to the Supreme Court from the judgment, decree or final order of a Judge of a High Court sitting alone.

159. **Appellate jurisdiction of the Supreme Court in criminal matters.-** An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order or sentence of a High Court in criminal proceedings, if the High Court-

(a,) has on appeal reversed an order to acquittal of an accused person and sentenced him to death or to transportation for life; or

(b) has withdrawn for trial before itself any case from any court subordinate to its authority, and has in such trial convicted the accused person and sentenced him as aforesaid; or Court; or

(c) certifies that the case is a fit one for appeal the Supreme Court; or

(d) has imposed any punishment on any person for contempt of the High Court:

Provided that where a certificate is issued under paragraph (c) of this Article an appeal shall lie subject to such rules as may be made in that behalf under paragraph 3 of the Third Schedule, and to such other rules, not inconsistent with the aforesaid rules, as may be made in that behalf by the High Court.

160. **Appeal to the Supreme Court by Special leave of the Court.-** Notwithstanding anything in this Part, the Supreme Court may grant special leave to appeal from any judgment, decree, order or sentence of any court or tribunal in Pakistan, other than a court or tribunal constituted by or under any law relating to the Armed Forces.

161. **Review of judgments or orders by the Supreme Court.-** The Supreme Court shall have power, subject to the provisions of any Act of Parliament and of any rules made by the Supreme Court, to review any judgment pronounced, or order made, by it.

162. **Advisory Jurisdiction of Supreme Court.-** If any time it appears to the President that a question of law has arisen, or is likely to arise, which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question to that court for consideration, and the court may, after such hearing as it thinks fit, report its opinion thereon to the President.

163. **Enforcement of the decrees and orders of the Supreme Court and powers of the Supreme Court.-** (I) The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts in Pakistan.

(2) All executive and judicial authorities throughout Pakistan shall act in aid of the Supreme Court.

(3) The Supreme Court shall have power to issue such directions, orders, decrees or writs as may be necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any such direction, order, decree or writ shall be enforceable throughout Pakistan, and shall be executed as if it had been issued by the High Court of the appropriate Province.

(4) If a question arises as to which High Court shall give effect to a direction, order, decree or writ of the Supreme Court, the decision of the Supreme Court hereon shall be final.

(5) The Supreme Court shall have power to issue any order for the purpose of securing the attendance of any person or the discovery or production of any document.

(6) Any order of Her Majesty-in-Council made before the Constitution Day on an appear or petition shall be enforceable as if it were an order issued by the Supreme Court.

164. **Interpretation.-** In this part, references to any substantial question of law as to the interpretation of the Constitution shall include references to any substantial question

of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935, or the Indian Independence Act, 1947, including any enactment amending or supplementing the said Acts or any Order made under the said Acts.

CHAPTER II-THE HIGH COURTS

165. **Constitution of High Courts.-** (l) There shall be a High Court for each Province.

(2) The High Court for the Provinces of East Bengal and West Pakistan functioning immediately before the Constitution Day shall be deemed to be High Court, under the Constitution, for the Provinces of East Pakistan and West Pakistan, respectively.

(3) A High Court shall consist of a Chief Justice and such number of other Judges as the President may determine.

166. **Appointment of High Court Judges.-** (l) Every Judge of a High Court shall be appointed by the President, after consultation with the Chief Justice of Pakistan the Governor of the Province to which the appointment relates, and if the appointment is not that of the Chief Justice, the Chief Justice of the High Court of that Province. .

(2) Subject to Articles 169 and 173, a Judge of a High Court shall hold office until he attains the age of sixty years.

(3) A person who has held office as a permanent Judge of a High Court shall not plead or act before that court or any court or authority within its jurisdiction.

167. **Qualifications of High Court judges.-** (l) A person shall not be qualified for appointment of a Judge of a High Court unless he is a citizen of Pakistan and-

(a) has been for at least ten years, an advocate or a pleader of a High Court, or of two more High Courts; or

(b) is a member of the Civil Service of Pakistan of at least ten years standing, who has for at least three years served as, or exercised the powers, of a District Judge; or

(c) has for at least ten years held a Judicial office in Pakistan:

Provided that a person shall not be qualified for appointment as a permanent Chief Justice of a High Court unless-

(i) he is, or when first appointed to a Judicial office, was, an advocate or a pleader in a High Court; or

(ii) he has served for not less than three years as a Judge of a High Court in Pakistan;

Provided further that a person who was immediately before the Constitution Day a Judge of a High Court shall not be disqualified from continuing as such on the ground only that he is not a citizen of Pakistan.

(2) For the purpose of computing any period referred to in sub-clause (a) of clause (1) there shall be included-

(a) any period during which a person has held Judicial office after he became an advocate or a pleader; and

(b) any period during which a person was an advocate or a pleader of a High Court in British India.

(3) For the purpose of computing any period referred to in sub-clause (c) of clause (1) there shall be included any period during which a person held Judicial Office in British India.

168. **Temporary appointment of Chief Justice and judges of High Court.-** (l) If the office of the Chief Justice of a High Court becomes vacant, or if any such Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, those duties shall, until some person permanently appointed to the vacant office has entered on the duties thereof, or until the Chief Justice has resumed his duties, as the case may be, be performed by such one of the other Judge of the Court the President may appoint as acting Chief Justice.

(2) If the office of any other Judge of a High Court becomes vacant, or if any such Judge is appointed to act temporarily as a Chief Justice or is by reason of absence, or otherwise, unable to perform the duties of his office, the President may appoint a person qualified for appointment as a Judge of a High Court to act as a Judge of that Court, and the person so appointed shall unless the President revokes his appointment, be deemed to be a Judge of that Court, until some person permanently appointed to the vacant office has entered on the duties thereof, or until the permanent Judge has resumed his duties.

169. **Removal of Judge of High Courts.-** A Judge of a High Court shall not be removed from his office except by an order of the President made on the ground of misbehavior or infirmity of mind or body, if the Supreme Court on reference being made to it by the President, reports that the Judge ought to be removed on any of those grounds.

170. **Power of High Courts to issue certain writs, etc.-** Notwithstanding anything in Article 22, each High Court shall have power, -throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction, to issue to any person or authority including in appropriate cases any Government, directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, ***quo warranto*** and ***certiorari,*** for the enforcement of any of the right conferred by Part II and for any other purpose.

171. **Power of High Court to transfer cases to itself from subordinate courts:-** If a High Court is satisfied that a case pending in a court subordinate to it involves a

substantial question of law as to the interpretation of the Constitution, the determination of which is necessary for the disposal of the case, it shall withdraw the case from that court and may:-

(a) either dispose of the case itself; or

(b) determine the said question of law, and return the case to the court from which the case has been so withdrawn, together with a copy of its judgment on such question, and the said court shall, on receipt thereof, proceed to dispose of the case in conformity with such judgment.

172. **Transfer of High Court judges.-** (l) The President may transfer a judge of a High Court from one High Court to the other High Court, but no such Judge shall be transferred except with his consent and after consultation with the Chief Justice of Pakistan and the Chief Justice of the High Court of which he is a Judge.

(2) When a Judge is so transferred, he shall during the period for which he serves as a Judge of the High Court to which he has been transferred, be entitled to such compensatory allowance, in addition to his salary, as the President may by order determine.

CHAPTER III-GENERAL PROVISIONS AS TO THE SUPREME COURT AND HIGH COURTS.

173. **Resignation of judges of Supreme Court and High Courts.-** A Judge of the Supreme Court or of a High Court may resign his office by writing under his hand addressed to the President.

174. **Ineligibility of Supreme Court and High Court judges for employment as Governor-** A person who is or has been a Judge of the Supreme Court or of a High Court, shall not be eligible for appointment as Governor of a Province.

175. **Remuneration, etc., of judges of the Supreme Court and High Courts.-** (l) The remuneration and other conditions of service of a Judge of the Supreme Court or of a High Court shall not be varied to his disadvantage during his tenure of office.

(2) Subject to Article 151, the conduct of a Judge of the Supreme Court or of a Judge of a High Court shall not be discussed in the National or a Provincial Assembly.

176. **Supreme Court and High Courts to be courts of record.-** The Supreme Court and each High Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court, including the power to make any order for the investigation or punishment to any contempt of itself.

177. **Application of Third Schedule.-** Until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament, the provisions of the Third Schedule shall apply in relation to the Supreme Court and High Courts in respect of matters specified therein.

178. Exclusion of the Supreme Court and High Court jurisdiction from Special Areas.-Notwithstanding anything in the Constitution, neither the Supreme Court nor a High Court shall, unless Parliament by law otherwise provides, exercise any jurisdiction under the Constitution in relation to the Special Areas.

PART X

CHAPTER I. —SERVICES

179. **Conditions of service of persons in the service of Pakistan.-** (l) No person who is not a citizen of Pakistan shall be eligible to hold any office in the service of Pakistan :

Provided that the President, or in relation to a Province, the Governor, may authorize the temporary, employment of a person who is not a citizen of Pakistan :

Provided further that a person who is, immediately before the Constitution Day, a servant of the Crown in Pakistan shall not be disqualified from holding any office in the service of Pakistan on the ground only that he is not a citizen of Pakistan.

(2) Except as expressly provided by the Constitution, the appointment and conditions of service of persons in the service of Pakistan may be regulated by Act of the appropriate legislature.

180. **Tenure of office of persons employed in public services.-** Except as expressly provided by the Constitution-

(a) every person who is a member of a defence service, or of a civil service of the Federation, or of an All Pakistan Service or holds any post connected with defence, or a civil post in connection with the affairs of the Federation, shall hold office during the pleasure of the President; and

(b) every person who is a member of a civil service of a Province or holds any civil post in connection with the affairs of a Province, other than a person mentioned in paragraph (a) of this article, shall hold office during the pleasure of the Government.

181. **Dismissal, disciplinary matters, etc.-** (l) No person who is a member of a civil service of the Federation or of a Province or of an All-Pakistan Service, or holds a civil post in connection with the affairs of the Federation, or of a Province, shall be dismissed or removed from service, or reduced in rank, by an authority subordinate to that by which he was appointed.

(2) No such person as aforesaid shall be dismissed or removed from service, or reduced in rank, until he has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him:

Provided that this clause shall not apply—

(a) where a person is dismissed or removed from service or reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or

(b) where an authority empowered to dismiss or remove from service a person, or to reduce him in rank, is satisfied that for some reason, to be recorded by that authority, it is not reasonably practicable to give that person an opportunity of showing cause; or

(c) where the President or the Governor, as the case may be, is satisfied, for reasons to be recorded by him, that in the interest of the security of Pakistan or any part thereof, it is not expedient to give to that person such an opportunity.

182. **Recruitment and conditions of service.-** (l) Except as expressly provided by the Constitution or an Act of the appropriate legislature, appointments to the civil services of, and civil post in the service of, Pakistan shall be made-

(a) in the case of services of the Federation and posts in connection with the affairs of the Federation, by the President or such person as he may direct;

(b) in the case of Services of a Province and Posts in connection with the affairs of a Province, by the Governor of the Province, or such person as he may direct.

(2) Except as expressly provided by the Constitution, or an Act of the appropriate legislature, the conditions of service of persons serving in a civil capacity shall, subject to the provision of this Article he such as may be prescribed-

(a) in the case of persons serving in connection with the affairs of the Federation, by rules made by the President, or by some person authorized by the President to make rules for the purpose;

(b) in the case of persons serving in connection with the affairs of a Province, by rules made by the Governor of the Province, or by some person authorized by the Governor to make rules for the purpose:

Provided that it shall not be necessary to make rules regulating the conditions of service of persons employed temporarily on the constitution that their employment may be terminated on one month's notice or less; and nothing in this clause shall be construed as requiring the rules regulating the conditions of service of any class of persons to extend to any matter which appears to the rule-making authority to be a matter not suitable for regulation by rule in the case of that class:

Provided further that no such Act as is referred to in this clause shall contain anything inconsistent with the provisions of clause (3).

(3) The rules under clause (2) shall be so framed as to secure-

(a) that the tenure and conditions of service of any person to whom this Article applies shall not be varied to his disadvantage; and

(b) that every such person shall have at least one appeal against any order which-

(i) punishes or formally censures him; or

(ii) alters or interprets to his disadvantage any rule affecting his conditions of

service; or

(iii) terminates his employment otherwise than upon his reaching the age fixed for superannuation:

Provided that when any such order is the order of the President or the Governor, the person affected shall have no right of appeal, but may apply for review of that order.

183. **All-Pakistan Services.-** (I) In the Constitution "All-Pakistan Services" means the services common to the Federation and the provinces which were the All-Pakistan Services immediately before the Constitution Day.

(2) Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to the All-Pakistan Services.

(3) Articles 182 and 188 shall apply to the All-Pakistan Services as they apply to Services of the Federation.

(4) No member of All-Pakistan service shall be transferred to a Province to serve in connection with the affairs of that Province, or be transferred from that Province, except by order of the President made after consultation with the Governor of that Province.

(5) While a member of an All-Pakistan Service is serving in connection with the affairs of a Province his promotion and transfer within that Province find the initiation of any disciplinary proceedings against him in relation to his conduct in that Province, shall take place by order of the Governor of that Province.

CHAPTER II—PUBLIC SERVICE COMMISSIONS

184. **Public Service Commission’s-** (l) Subject to the provisions of this article, there shall be a Public Service Commission for the Federation, and a Public Service Commission for each Province.

(2) The Public Service Commission for the Federation, if requested so to do by the Governor of a Province, may with the approval of the President exercise all or any of the functions of the Public Service Commission of the Province.

(3) Where the Federal Public Service Commission is exercising the functions of a Provincial Public Service Commission in respect of any matter, references in the Constitution or in any Act to the Provincial Public Service Commission shall, unless the context otherwise requires, be construed, in relation to that matter, as reference to the Federal Public Service Commission.

185. **Composition of Public Service Commissions.-** In the case of the Federal Public Service Commission the President, and in the case of a Provincial Public Service Commission the Governor, may by regulations determine-

(a) the number of members of the Commission and their conditions of service; and

(b) the number of members of the staff of the Commission and their conditions of service.

186. **Appointment, etc., of members of Public Service Commissions.-** (1) The Chairman and other members of a Public Service Commission shall be appointed, in the case of the Public Service Commission by the President in his discretion, and in the case of a Provincial Public Service Commission by the Governor of the Province in his discretion.

(2) Not less than one half of the members of a Public Service Commission shall be persons who have held office in the service of Pakistan for not less than fifteen years.

Explanations.—For the purposes of this Article the service of Pakistan shall be deemed to include the service of the Crown in British India, and the service of the Crown in Pakistan before the Constitution Day.

(3) The term of office of the Chairman and other members of the Provincial Public Service Commission shall be five years.

(4) Any member of a Public Service Commission may resign his office by writing under his hand addressed, in the case of the Federal Public Service Commission to the President, and in the case of a Provincial Public Service Commission to the Governor.

(5) On ceasing to hold office-

(a) the Chairman of the Federal Public Service Commission shall not be eligible for further employment in the service of Pakistan;

(b) the Chairman of a Provincial Public Service Commission shall be eligible for appointment as Chairman or other member of the Federal Public ervice Commission, or as Chairman of another Provincial Public Service Commission, but shall not be eligible for any other employment in the service of Pakistan; and

(c) a member of a Public Service Commission, other than the Chairman thereof, shall be eligible for appointment as Chairman or other member of any Public Service Commission other than that on which he has already served, but shall not be eligible for any other employment in the service of Pakistan:

Provided that a person who is a member of a Public Service Commission may be appointed as Chairman of that Commission for the unexpired term of his office.

187. **Removal of the members of Public Service Commissions.-** (l) A member of a Public Service Commission shall not be removed from office except on the ground of misbehavior or infirmity of mind or body.

(2) A member of the Federal Public Service Commission shall not be removed from office except in the manner applicable to a Judge of a High Court.

(3) A member of a Provincial Public Service Commission shall not be removed from office except by an order of the Governor of the Province made in a case where the Supreme Court, on reference having been made to it by the Governor, has reported that the member ought to be removed on a ground such as is mentioned in clause (1).

188. **Function of Public Service Commissions.-** (l) It shall be the duty of the Federal Public Service Commission and a Provincial Public Service Commission to conduct examinations for appointment to the services and posts connected with the affairs of the Federation, or the Province, as the case may be.

(2) The President, in respect of services and posts in connection with affairs of the Federation, and the Governor of a Province, in respect of services and posts in connection with the affairs of the Province, may make regulations specifying the matters in which generally or in any particular class of case, or in any particular circumstances, it shall not be necessary for a Public Service Commission to be consulted; but, subject to such regulations, the appropriate Public Service Commission shall be consulted

(a) on all matters relating to methods of recruitment to civil services and posts, and qualifications of candidates for such services and posts;

(b) on the principles to be followed in making appointments to civil services and posts and in making promotions and transfers from one service to another, and on the suitability of candidates for such appointments, promotions or transfers;

(c) on all disciplinary matters affecting a person in the service of the Federal or a Provincial Government in a civil capacity, including compulsory retirement whether for disciplinary reasons or otherwise, and memorials or petitions relating to such matters;

(d) on any claim by or in respect of a person who is serving or has served under the Federal or a Provincial Government in a civil capacity that any costs incurred by him in defending any legal proceedings instituted against him in respect of acts done or purported to be done in the execution of his duty should be paid out of the Federal Consolidated Fund or the Provincial Consolidated Fund, as the case may be;

(e) on any proposal to withhold a special or additional pension or to reduce an ordinary pension; and

(f) on any claim for the award of a pension or allowance in respect of injuries sustained while serving under the Federal or a Provincial Government in a civil capacity, and any question as to the amount of any such award;

and it shall be the duty of the Public Service Commission to advise on any matter so referred to them, and on any other matter which the President or the Governor, as the case may be, may refer to the Commission.

(3) Where under the Constitution or any law, rules are made for regulating the appointment or conditions of service of persons in the service of Pakistan, but not under the control of the Federal Government or a Provincial Government, such rules may provide for consultation with the appropriate Public Service Commission; and, subject to any express provision of the Constitution or of the said law, clause (2) shall apply mutatis mutandis.

189. **Power to extend functions of Public Service Commissions.**- An Act of Parliament may provide for the exercise of additional functions by the Federal Public Service Commission, and an Act of a Provincial Legislature may provide for the exercise of additional functions by the Provincial Public Service Commission.

190. **Reports of Public Service Commissions.-** (1) It shall be the duty of the Federal Public Service Commission to present to the President annually a report on the work done by the Commission, and the President shall cause a copy of the report to be laid before the National Assembly; and it shall be the duty of each Provincial Public Service Commission to present to the Governor annually a report on the work done by the Commission, and the Governor shall cause a copy of the report to be laid before the Provincial Assembly.

(2) The report shall be accompanied by a memorandum setting out- .

(a) the cases, if any, in which the advice of the Commission was not accepted and the reasons therefore;

(b) the matters, if any, on which the Commission ought to have been consulted, but was not consulted, and the reasons therefore.

PART XI

Emergency Provisions.

191. **Proclamation of emergency account of war, internal disturbance, etc.-** If the President is satisfied that a grave emergency exists in which the security or economic life of Pakistan, or any part thereof, is threatened by war or external aggression, or by internal disturbance beyond the power of a Provincial Government to control, he may issue a Proclamation of Emergency in this Article referred to as a Proclamation.

(2) While Proclamation is in operation notwithstanding anything in the Constitution-

(a) Parliament shall have power to make laws for a Province, or any part thereof, with respect to any matter not enumerated in the Federal or the Concurrent List;

(b) the executive authority of the Federation shall extend to the giving of directions to a Province as to the manner in which the executive authority of the Province is to be exercised; and

(c) the President may by Order assume to himself or direct the Governor of a Province to assume on behalf of the President, all or any of the functions of the

Government of the Province, and all or any of the powers vested in, or exercisable by anybody or authority in the Province other than the Provincial Legislature, and make such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary or desirable for giving effect to the objects of the Proclamation, including provisions for suspending, in whole or in part, the operation of any provisions of the Constitution relating to any body or authority in the Province:

Provided that nothing in sub-clause (c) shall authorize the President to assume to himself, or direct the Governor of the Province to assume on his behalf, any of the powers vested in or exercisable by a High Court, or to suspend either in whole or in part the operation of any provisions of the Constitution relating to High Courts.

(3) The Power of Parliament to make laws for a Province with respect to any matter shall include power to make laws conferring powers and imposing duties, or authorizing the conferring of powers and the imposition of duties, upon the Federation, of officers and authorities of the Federation, as respects that matter.

(4) Nothing in this Article shall restrict the power of a Provincial Legislature to make any law which under the Constitution it has power to make, but if any provision of a Provincial law is repugnant to any provision of a Federal law, which Parliament has under this Article power to make, the Federal law, where passed before, or after the Provincial law, shall prevail and the Provincial law, shall, to the extent of the repugnancy, but so long only as the Federal law continues to have effect, be void.

(5) A law made by Parliament which Parliament would not but for the issue of a Proclamation have been competent to make, shall, to the extent of the incompetencey, cease to have effect on the expiration of a period of six months after the Proclamation has ceased to operate, except as respects things done or omitted to be done before the expiration of the said period.

(6) A Proclamation shall be laid before the National Assembly as soon as conditions made it practicable for the President to summon that Assembly, and if approved by the Assembly, shall remain in force until it is revoked, or if disapproved, shall cease to operate from the date of disapproval.

(7) A Proclamation declaring that the security of Pakistan or any part thereof is threatened by war or external aggression may be made before the actual occurrence of war or any such aggression if the President is satisfied that there is imminent danger thereof.

192. **President's power to suspend fundamental rights etc., during emergency period.-** (1) While a Proclamation issued under Article 191 is in operation, the President may. by Order, declare that the right to move any court for the enforcement of such of the rights conferred by Part II as may be specified in the Order, and all proceedings pending in any court for the enforcement of the rights so specified, shall remain suspended for the period during which the Proclamation is in force.

(2) While a Proclamation issued under Article 191 is in operation, the President shall have power, by Order, to suspend the operation of the Proviso to clause (1) of Article 50.

(3) Every Order made under this Article shall, as soon as may be, be laid before the National Assembly.

193. **Proclamation of assumption of power by the Federation in case of failure of constitutional machinery in provinces.-** (1) If the President, on receipt of a report from the Governor of a Province, is satisfied that a situation has arisen in which the government of the Province cannot be carried on in accordance with the Provisions of the Constitution, the President may by Proclamation

(a) assume to himself, or direct the Governor of the Province to assume on behalf of the President, all or any of the functions of the Government of the Province, and all or any of the powers vested in, or exercisable by, anybody or authority in the Province, other than the Provincial Legislature;

(b) declare that the powers of the Provincial Legislature shall be exercisable by, or under the authority of, Parliament;

(c) make such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary or desirable for giving effect to the objects of the Proclamation, including provisions for suspending in whole or in part the operation of any provisions of the Constitution relating to anybody or authority in the Province :

Provided that nothing in this Article shall authorize the President to assume to himself, or direct the Governor of the Province to assume on his behalf, any of the powers vested in, or exercisable by a High Court, or to suspend either in whole or in pan the operation of any provisions of the Constitution, relating to High Courts.

(2) A Proclamation under this Article (not being a Proclamation revoking a previous Proclamation) shall be laid before the National Assembly, and shall cease to operate at the expiration of two months, unless before the expiration of that period it has been approved by a resolution of the National Assembly, and may by a like resolution be extended for a further period not exceeding four months; but no such Proclamation shall in any case remain in force for more than six months:

Provided that if any such Proclamation (not being a Proclamation revoking a previous Proclamation) is issued at a time when the National Assembly stands dissolved, or if the dissolution of the National Assembly takes place during the period of two months referred to in this clause, the Proclamation shall cease to operate at the expiry of thirty days from the date on which the National Assembly first meets after its reconstitution, unless before the expiration of the said period of thirty days, a resolution approving the Proclamation has been passed by that assembly.

(3) Where by a Proclamation issued under this Article it has been declared that the powers of the Provincial Legislature shall be exercisable by or under the authority of Parliament, it shall be competent-

(a) to Parliament to confer on the President the power of the Provincial Legislature to make laws;

(b) to Parliament, or the President, when he is empowered under sub-clause (a), to make laws conferring powers and imposing duties, or authorizing the conferring of powers and the imposition of duties, upon the Federation, or officers and authorities thereof;

(c) to the President, when the National Assembly is not in sessions, to authorize expenditure from the Provincial Consolidated Fund, whether the expenditure is charged by the Constitution upon that Fund or not, pending the sanction of such expenditure by Parliament;

(d) to the National Assembly by resolution to sanction expenditure authorized by the President under sub-clause (c).

(4) Any law made in exercise of the power of the Provincial Legislature by Parliament or the President, which Parliament or the President would not, but for the issue of a Proclamation under this Article have been competent to make, shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect on the expiration of a period of six months after the Proclamation under this Article has ceased to operate, except as to things done or omitted to be done before the expiration of the said period.

194. **Proclamation in case of financial emergency.-** (l) If the President is satisfied that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of Pakistan, or any part thereof is threatened, he may after consultation with the Governors of the Provinces or with the Governor of the Province concerned, as the case may be, by Proclamation make a declaration to that effect, and while such a Proclamation is in operation, the executive authority of the Federation shall extend to the giving of directions to any Province to observe such principles of financial propriety as may be specified in the directions, and to the giving of such other directions as the President may deem necessary for the financial stability or credit of Pakistan or any part thereof.

(2) Notwithstanding anything in the Constitution any such directions may include a provision requiring a reduction of the salary and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of a Province.

(3) While a Proclamation issued under this Article is in operation, the President may issue directions for the reduction of the salaries and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of the Federation, including the Judges of the Supreme Court and High Courts.

(4) The provisions of clause (2) of Article 193 shall apply to a Proclamation issued under this Article as they apply to a Proclamation issued under that Article.

195. **Revocation of Proclamation, etc.-** (I) A Proclamation issued under this Part may be varied or revoked by a subsequent Proclamation.

(2) The validity of any Proclamation issued or Order under this Part shall not be questioned in any court.

196. **Parliament to make laws of indemnity etc.-** Nothing in the Constitution shall prevent Parliament from making any law indemnifying any person in the service of the Federal or a Provincial Government, or any other person, in respect of any act done in connection with the maintenance or restoration of order in any area in Pakistan where martial law was in force, or validating any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered or other act done under martial law in such area.

PART XII
General Provisions

CHAPTER I-ISLAMIC PROVISIONS

197. **Organization for Islamic research and instruction.-** (1) The President shall set up an organization for Islamic research and instruction in advanced studies to assist in the reconstruction of Muslim society on a truly Islamic basis.

(2) Parliament may by Act provide for a special tax to be imposed upon Muslims for defraying expenses of the organization set up under clause (I), and the proceeds of such tax shall not, notwithstanding anything in the Constitution, from part of the Federal Consolidated Fund.

198. **Provisions relating to the Holy Quran and Sunuah.-** (l) No law shall be enacted which is repugnant to the Injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah, hereinafter referred to as Injunctions of Islam, and existing law shall be brought into conformity with such Injunctions.

(2) Effect shall be given to the provisions of clause (I) only in the manner provided in clause (3).

(3)Within one year of the Constitution Day, the President shall appoint a Commission-

a) to make recommendations-

(i) as to the measures for bringing existing law into conformity with the Injunctions of Islam, and

(ii) as to the stages by which such measures should be brought into effect; and

(b) to compile in a suitable form, for the guidance of the National and Provincial

Assemblies, such Injunctions of Islam as can be given legislative effect.

The Commission shall submit its final report within five years of its appointment, and may submit any interim report earlier. The report, whether interim or final, shall be laid before the National Assembly within six months of its receipt, and the Assembly after considering the report shall enact laws in respect thereof.

(4) Nothing in this Article shall affect the personal laws of non-Muslim citizens, or their status as citizens, or any provision of the Constitution.

Explanation.-In the application of this Article to the personal law of any Muslim sect, the expression "Quran and Sunnah" shall mean the Quran and -Sunnah as interpreted by that sect.

CHAPTER II-APPOINTMENT OF SPECIAL COUNCILS AND BOARDS

199. **National Economic Council.-** (l) As. soon as may be after the Constitution Day, the President shall constitution National Economic Council, hereinafter to be called the Council, consisting of four Ministers of the Federal Government, three Ministers of each Provincial Government, and the Prime Minister, who shall be ex officio Chairman of the Council.

(2) The Council shall review the overall economic position of the country and shall, for advising the Federal and Provincial Governments, formulate plans in respect of financial, commercial and economic policies; and in formulating such plans, the Council shall aim at ensuring that uniform standards are attained in the economic development of all parts of the country.

(3) The Council may, from time to time, appoint such committees or expert bodies as it considers necessary for the discharge of its functions.

(4) In the implementation of the aforesaid plans, the President shall take suitable steps to decentralize the administration by setting up, in each Province necessary administrative machinery to provide the maximum convenience to the people; and expeditious disposal of Government business and public requirements.

(5) Nothing in this Article shall affect the exercise of the executive authority of the Federation or the Provinces.

(6) The Council shall submit every year to the National Assembly a report on the results obtained and the progress made in the achievement of its objects, and copies of the reports shall also be laid before each Provincial Assembly.

200. **Appointment of Advisory Boards for Posts and Telegraphs Department** (1) The President shall appoint a Board for each Province consisting of representatives of the Federal Government and the Government of the Province, to advise the Federal Government on matters relating to Posts and Telegraphs 'in the Province.

(2) Notwithstanding anything in the Constitution, recruitment to posts and services, other than Class I, in the Posts and Telegraphs Department in a Province shall be made from amongst persons domiciled in that Province.

Chapter III -Provisions Relating to States And rulers

201. **Territories in accession with Pakistan.-** Notwithstanding anything in the Constitution, the President may, by Order, make provision for representation in the National Assembly of the territories mentioned in sub-clauses (b), (c) and (d) of clause

(2) of Article I, provided that equality of representation between East Pakistan and west Pakistan is preserved.

202. **Agreements relating to Rulers.-** (I) Where, under any agreement made at any time before or after the Constitution Day between the Government of Pakistan and the Ruler of a State which at that time was in accession with Pakistan, the payment of any sums free of tax has been guaranteed or assured by the Government of Pakistan to that Ruler as his privy purse, those sums shall be charged on the Federal Consolidated Fund and shall be paid out of that Fund to the Ruler free of tax.

(2) Where the territories of any such Ruler as aforesaid are comprised within a Province, there shall be charged on the Consolidated Fund of that Province, and be paid out of that Fund to the Federal Government, any sum which that Government has paid to the Ruler under clause (1).

(3) In the exercise of any power to make laws, and in the exercise of the executive authority of the Federation or a Province, due regard shall be had to the guarantees or assurances given under any such agreement as is referred to in clause (1) with respect to the personal rights, privileges and dignities of the Ruler of any such State as is referred to in that clause.

203. **Provision relating to the State of Jammu and Kashmir.-** When the people of the State of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan the relationship between Pakistan and the said State shall be determined in accordance with the wishes of the people of that State.

Chapter iv-Scheduled Castes and Backward Classes

204. **Definition of Scheduled Caste.-** The castes, races and tribes, and parts or groups within castes, races and tribes which, immediately before the Constitution Day, constituted the Scheduled Castes within the meaning of the Fifth Schedule to the Government of India Act, 1935, shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be the Scheduled Castes until Parliament by Law otherwise provides.

205. Promotion of the interests of Scheduled Castes and backward classes.-The Federal and Provincial Government shall promote, with special care the educational and economic interests of the Scheduled Castes and backward classes in Pakistan, and shall protect them from social injustice and exploitation.

206. **Appointment of Commission to investigate the conditions of Scheduled Castes and backward classes.-** (I) The President may appoint a Commission to investigate the conditions of Scheduled Castes and backward classes in Pakistan and make recommendations as to the steps to be taken and grants to be made by the Federal or Provincial Governments to improve their conditions.

(2) The Commission appointed under clause (1) shall investigate the matter referred to them and submit a report to the President with such recommendations as the

Commissions thinks fit, and copies of the report shall be laid before the National Assembly and the Provincial Assemblies.

207. **Special Officer for Scheduled Castes and backward classes.-** (1) There shall be a Special Officer for the Scheduled Castes and backward classes in Pakistan, to be appointed by the President.

(2) It shall be the duty of the Special Officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes and backward classes by Article 205, to investigate the extent to which any recommendations of the Commission appointed under Article 206 are carried out, and to report this findings to the President at such intervals as the President may direct and the President shall cause all such reports to be laid before the National Assembly.

Chapter v-Miscellaneous

208. **Titles, honors and decorations.-** (l) No title, honor or decoration shall be conferred by the State on any citizen, but the President may award decorations in recognition of distinguished military or public service.

Explanation.-In this clause "the State" has the same meaning as in Part II.

(2) No citizen of Pakistan shall accept any title, honor or decoration from any foreign State except with the approval of the President.

209. **Pardons, reprieves, etc.-** The President shall have power to grant pardons, reprieves and respites, and to remit, suspend or commute any sentence passed by any court, tribunal or authority established by law.

210. **Special provisions relating to major ports and aerodromes.-** (I) Notwithstanding anything in the Constitution, the President may, by public notification, direct that, for a period not exceeding three months from such date as may be specified in the notification-

(a) any law made by Parliament, or by a Provincial Legislature shall not apply to any major port or aerodrome, or shall apply thereto subject to such exceptions and modifications as may be specified in the notification; or

(b) any existing law cease to have effect in so far as it applies to any major port or aerodrome, except as respects things done or omitted to be done before the aforesaid date, or shall in its application to such port or aerodrome, have effect subject to such exceptions or modifications as may be specified in the notification.

Explanation.-In this Article "aerodrome" means an aerodrome as defined in any law relating to airways, aircraft or air navigation.

211. **Federal Capital.-** (l) Parliament shall by law provide for the determination of the area of the Federal Capital, and until such a law is passed the area which immediately

before the Constitution Day was comprised in the Capital of the Federation shall continue to be the Federal Capital.

(2) The administration of the Federal Capital shall vest in the President who may, by Order, make such provisions as he may deem necessary or proper-

(a) for its government and administration;

(b) with respect to the laws which are to be in force therein;

(c) with respect to the jurisdiction, expenses or revenues of any court exercising the jurisdiction of a High Court therein;

(d) with respect to apportionments and adjustments, of and in respect of assets and liabilities;

(e) for authorizing expenditure from the revenues of the Federation; and

(f) with respect to other supplemental, incidental and consequential matters.

(3) Notwithstanding anything in the Constitution, Parliament shall have power to make laws for the Federal Capital with respect to matters enumerated in the Provincial List and matters not enumerated in any List in the Fifth Schedule, other than matters relating to the High Courts.

212. **Remuneration of President, Ministers, etc., not to be varied during their terms of office.-** The remuneration and other privileges of a person holding the office of President, Minister of the Federal or a Provincial Government, Speaker or Deputy Speaker of the National or a Provincial Assembly, Governor, Comptroller and Auditor General, member of a Public Service Commission. Election Commissioner, or Regional Election Commissioner, or member of the Delimitation Commission shall not be varied to his disadvantage during this term of office.

213**. Protection to the President and the Governor.-** Neither the President nor the Governor of a Province, shall be answerable to any court for the exercise of powers and performance of duties of his office, or for any act done or purported to be done in the exercise of those powers and performance of those duties:

Provided that nothing in this Article shall be construed as restricting the right of any person to bring appropriate proceedings against the Federal Government or a Provincial Government.

214. **State languages.-** (l) The State languages of Pakistan shall be Urdu and Bengali:

Provided that for the period of twenty years from the Constitution Day English shall continue to be used for all official purposes for which it was used in Pakistan immediately before the Constitution Day, and Parliament Day by Act provide for the use of English after the expiration of the said period of twenty years, for such purposes as may be specified in that Act.

(2) On the expiration of ten years from the Constitution Day, the President shall appoint a Commission lo make recommendations for the replacement of English.

(3) Nothing in this Article shall prevent a Provincial Government from replacing English by either of the State languages for use in that Province before the expiration of the said period of twenty years.

215. **Oaths and affirmations.-** A person elected or appointed to any office mentioned in the Second Schedule shall before entering upon the office make and subscribe an oath or affirmation in accordance with that Schedule.

216. **Amendment of the constitution** (l) The Constitution or any provision thereof may be amended or repealed by an Act of Parliament if a Bill for that purpose is passed by a majority of the total number of members of the National Assembly, and by the votes of not less than two-thirds of the members of that Assembly present and voting, and is assented to by the President:

Provided that if such a Bill provides for the amendment or repeal of any of the provisions contained in Articles 1, 31, 39, 44, 77, 106, 118, 119, 199, or this Articles, it shall not be presented to the President for his assent unless it has been approved by a resolution of each Provincial Assembly, or if it applies to one Province only, of the Provincial Assembly of that Province:

Provided further that the Schedules, other than the Fifth Schedule and part VI of the Fourth Schedule, may be amended or repealed if a Bill for that purpose is passed by a majority of the members present and voting and is assented to by the President:

Provided further that Provincial Legislature may by law make provision with respect to matters specified in Part IV of the Fourth Schedule.

(2) A certificate under the hand of the Speaker of the National Assembly that a Bill has been passed in accordance with the provisions of clause (I) shall be conclusive, and shall not be questioned in any court.

217. **Application of Fourth Schedule.-** Until other provision in that behalf is made by law; the provisions of the Fourth Schedule shall apply in respect of the matters specified therein.

Chapter vi-Interpretation

218. **Definitions, etc.-** (l) In the Constitution, unless the context otherwise requires, the following expressions shall have the meanings hereby respectively assigned to them, that is to say-

"Act of Parliament" means a Bill passed by the National Assembly and assented to by the President, and includes an Ordinance made by the President in accordance with the Constitution;'

"Act of a Provincial Legislature" means a Bill passed by a Provincial Assembly and assented to by the Governor or the President, and includes an Ordinance made by the Governor in accordance with the Constitution;

"Agricultural income" means agricultural income as defined for the purpose of the enactments relating to income-tax;

"Article" means an Article of the Constitution;

"borrow" includes the raising of money by the grant of annuities and loan shall be construed accordingly;

"casual vacancy" means a vacancy arising in the National or a Provincial Assembly otherwise than by reason of the dissolution of the Assembly;

"citizen" or "citizen of Pakistan" means a person who is a citizen of Pakistan according to the law relating to citizenship:

"clause" means a clause of the Article in which the expression occurs ;

"Concurrent List" means the Concurrent List in the Fifth Schedule;

"Constituent Assembly" means the Constituent Assembly of the Dominion of Pakistan;

"Constitution Day" means the day fixed by the Constituent Assembly under clause (4) of Article 222;

"corporation tax" means any tax on income, so far as that tax is payable by companies and is a tax in the case of which the following conditions are fulfilled:—

(a) that it is not chargeable in respect of agricultural income;

(b) that no deduction in respect of the tax paid by companies is, by any enactments which may apply to the tax, authorized to be made from dividends payable the companies to individuals; and

(c) that no provision exists for taking the tax so paid into account in computing for the purposes of income-tax the total income of individuals receiving such dividends or in computing the income-tax payable by, or refundable to such individuals.

"court" does not include the National or a Provincial Assembly or any committee of such an Assembly;

"debt" includes any liability in respect of any obligation to repay capital sums by way of annuities and any liability under any guarantee, and "debt charges" shall be construed accordingly;

"elector" means a person whose name is included in an electoral roll prepared in accordance with the Constitution;

"estate duty" means a duty to be assessed on, or by reference to the principal value, ascertained in accordance with such rules as may be prescribed by or and, or any Act of Parliament relating to the duty of all property passing upon death or deemed, under the provisions of the said Act, so to pass;

"existing law" means any Act, Ordinance, order, bye-law, rule, regulation or notification which immediately before the Constitution Day has the force of law in the whole or any part of Pakistan.

"Federal Court" means the Federal Court established under the Government of India Act, 1935, and functioning as such immediately before the Constitution Day;

"Federal List" means the Federal List in the Fifth Schedule;

"Federation" means the Islamic Republic of Pakistan;

"Governor-General" means the Governor-General of the Dominion of Pakistan;

"guarantee" includes any obligation undertaken before the Constitution Day to make payments in the event of the profits of an undertaking falling short of a specified amount;

"legal proceedings" include a suit, an appeal or an application, or any cause or matter pending before a court of law for adjudication;

"Part" means a Part of the Constitution;

"pension" means a pension, whether contributory or not, of any kind whatsoever payable to, or in respect of any person, and includes retired pay so payable, or gratuity so payable, and any sum or sums so payable by way of the return, with or without interest thereon, or any addition, thereto, of subscriptions to a provident fund:

"Provincial List" means the Provincial List in the Fifth Schedule;

"Public notification" means, in relation to the Federation, a notification in the Gazette of Pakistan, and in relation to a Province, an notification in the Official Gazette of the Province;

"remuneration" includes salary, allowances and pension;

"Schedule" means a Schedule to the Constitution;

"Scheduled Caste" means a Scheduled Caste determine in accordance with the provisions of Article 204;

"securities" includes stock.

"service of Pakistan" means any service or post in connection with the affairs of the Federation or of a Province, and includes any defence service, and any other service declared as a service of Pakistan by or under an Act of Parliament or a Provincial Legislature, but does not include service as Governor-General, President, Governor

Speaker or Deputy Speaker, of the National or a Provincial Assembly, Minister of the Federal or a Provincial Government, Minister of State or Deputy Minister of the Federal Government, Deputy Minister or Parliamentary Secretary of a Provincial Government, Judge of the Supreme Court or a High Court, or Comptroller and Auditor-General; and "Servant of Pakistan" shall be construed accordingly;

"Special Areas" means the areas of the Province of West Pakistan which immediately before the commencement of the Establishment of West Pakistan Act, 1955, were-

(a) the tribal areas of Baluchistan, the Punjab and the North-West Frontier, and

(b) the States of Amb, Chitral, Dir and Swat;

"Sub-clause" means a sub-clause of the clause in which the expression occurs;

"taxation" includes the imposition of any tax or impost, whether general local or special and "tax" shall be construed accordingly;

"tax on income" includes a tax in the nature of an excess profits tax, or business profits tax.

(2) Where under the Constitution something is required to be specified it shall be specified, if no specifying authority has been prescribed, by the President.

(3) For the avoidance of doubt it is hereby declared that a session of the National or a Provincial Assembly shall be taken to commence at the beginning of the first meeting of the Assembly after a general election or prorogation and to end with the prorogation or dissolution of the Assembly, and references in the Constitution to an Assembly's being in session shall be construed accordingly.

219. **Application of General Clauses Act, 1897.-** (1) Unless the context otherwise requires, the General Clauses Act, 1897, shall apply for the interpretation of the Constitution as it applies for the interpretation of a Central Act, as if the Constitution were a Central Act.

(2) For the application of the General Clauses Act, 1897, to the interpretation of the Constitution, the Acts repealed by the Constitution shall be deemed to be Central Acts.

Chapter vii-Commencement And Repeal

220. **Commencement.-** This Article and Articles 218, 219 and 222 shall come into force at once, and the remaining provisions of the Constitution shall come into force on the Constitution Day.

221. **Repeal.-** The Government of India Act, 1935, and the Indian Independence Act, 1947, together with all enactments amending or supplementing those Acts, are hereby repealed:

Provided that the repeal of the provisions of the Government of India Act, 1935, applicable for the purposes of Article 230 shall not take effect until the first day of April, 1957.

Part. XIII
Temporary and Transitional Provisions

222. **Provision as to President.-**(1) As soon as may be after the National Assembly has been constituted after the first general election held for the purposes of that Assembly, the Chief Election Commissioner shall take the steps necessary for the election of a President under Article 32.

(2) The Constituent Assembly shall, in accordance with the provisions contained in the Sixth Schedule, elect a person to serve as President until such time as a President elected under Article 32 has entered upon his office, and the election shall take place within thirty days of the coming into force of this Article, on a day fixed by the Constituent Assembly.

(3) A person shall not be qualified for election as President under this Article unless he is a citizen of Pakistan and has attained the age of forty years.

(4) The Constituent Assembly shall fix a day to be the Constitution D3y, and the person elected as president under this Article shall, after taking an oath or affirmation in the form set out in paragraph 1 of the Second Schedule enter upon his office on that day.

(5) The validity of the election of a President elected under this Article shall not be questioned in any court.

(6) If a vacancy occurs in the office of the President elected under this Article, by reason of his death, resignation or removal from office, it shall be filled by a person elected by the National Assembly in accordance with the provisions contained in the Sixth Schedule.

223. **Provision as to the National Assembly and its officers.-**(I) Until the first meeting of the National Assembly constituted in accordance with the provisions of the Constitution, the body functioning as the Constituent Assembly of Pakistan, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day, be the National Assembly of Pakistan.

(2) Any casual vacancy in the National Assembly under this Article shall be filled in accordance with such rules as may be made in that behalf by the President.

(3) Persons holding office immediately before the Constitution Day as Speaker and Deputy Speaker of the Constituent Assembly shall, as from that day, hold office respectively as Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly under this Article, on the same terms and conditions as to remuneration and other privileges as were applicable to them immediately before the Constitution Day.

224. **Continuance in force of existing laws and their adaptation.** (1) Notwithstanding the repeal for the enactments mentioned in Article 221, and save as is otherwise expressly provided in the Constitution, all laws (other than those enactments), including Ordinances, Orders-in-Council, Orders, Rules, Bye-laws, Regulations, Notifications, and other legal instruments in force in Pakistan or in any part thereof, or having extra-territorial validity, immediately before the Constitution Day, shall, so far as applicable and with the necessary adaptations, continue in force until altered, repealed or amended by the appropriate legislature or other competent authority.

Explanation /.—The expression "laws" in this Article shall include Letters (Patent constituting a High Court.

Explanation 2.—In this Article "in force", in relation to any law, means having effect as law whether or not the law has been brought into operation.

(2) For the purpose of bringing the provisions of any law in force in Pakistan o(3) The President may authorize the Governor of a Province to exercise, in relation to that Province, the powers conferred upon him by clause (2) in respect of laws relating to matters enumerated in the Provincial List.

(4) The powers exercisable under clauses (2) and (3) shall be subject to the provisions of any Act of the appropriate legislature.

225. **Provincial Legislature.-**(l) Until a Provincial Assembly for the Province of East Pakistan has been duly constituted under the provisions of the Constitution, the Provincial Legislative Assembly for the Province of East Bengal functioning immediately before the Constitution Day shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed upon, the Provincial Assembly of East Pakistan by or under the provisions of the Constitution; and a person holding office immediately before the Constitution Day as Speaker or Deputy Speaker of the Provincial Legislative Assembly for the Province of East Bengal shall, as from that day, hold office as Speaker or, as the case may be, Deputy Speaker of the Provincial Assembly of East Pakistan.

(2) Until a Provincial Assembly for the Province of West Pakistan has been duly constituted under the provisions of the Constitution, the Legislative Assembly of that province consisting of persons elected thereto under section 11 of the Establishment of West Pakistan Act, 1955 (hereinafter referred to as the Legislative Assembly) shall exercise the Powers conferred, and perform the duties imposed upon, the Provincial Assembly of West Pakistan by or under the provisions of the Constitution; and such person as may have been elected as Speaker or Deputy Speaker of the Legislative

Assembly before the Constitution Day shall, as from that day, hold office as Speaker, or as the case may be, Deputy Speaker of the Provincial Assembly.

(3) Any casual vacancy in a Provincial Assembly functioning under clause (1) or clause (2) shall be filled in accordance with such rules as may be made in that behalf by the President.

(4) The provisions of clause (1) of Article 79 shall not apply to a provincial Assembly functioning under clause (1) or clause (2).

226. **Continuance in office of Governors, Ministers and Advocate General.-**(l) A person holding office as Governor of a Province, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day, continue to hold that office until a Governor appointed under the Constitution enters upon his office.

(2) A person holding office as Prime Minister or Minister of the Governor-General, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day, hold office as Prime Minister or other Minister of the Federal Government, as the case may be.

Explanation.-In this clause, the word "Minister" includes a Minister of State.

(3) A person holding office as Chief Minister or other Minister of the Governor of a Province, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day, hold-office as Chief Minister or other Minister of the Provincial Government, as the case may be.

(4) The person holding office as Advocate-General of Pakistan, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day, hold office as Attorney-General for Pakistan on the terms and conditions applicable to him immediately before the Constitution Day.

(5) The person holding office as Auditor-General of Pakistan, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day, hold office as Comptroller and Auditor-General of Pakistan on the terms and conditions applicable to him immediately before the Constitution Day.

(6) A person holding office as Advocate-General of a Province, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day, continue to hold that office on the terms and conditions applicable to him immediately before the Constitution Day.

227. **Judges, Courts and legal proceedings.-**(l) A person holding office as Chief Justice or other Judge of the Federal Court, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day, hold office as Chief Justice or other judge of the Supreme Court, as the case may be, on the same terms and conditions as to remuneration and other privileges as were applicable to him immediately before the Constitution Day.

(2) A person holding office as Chief Justice or other Judge of a High Court, immediately before the Constitution Day, shall as from that day, hold office as Chief Justice or other Judge of that court, as the case may be on the same terms and conditions as to remuneration and other privileges as were applicable, to him immediately before the Constitution Day.

(3)All legal proceedings pending in the Federal Court, immediately before the Constitution Day, shall on such day, stand transferred to, and be deemed to be pending before, the Supreme Court for determination; and any judgment or order of the Federal Court delivered or made before the Constitution Day shall have the same force and effect as if it had been delivered or made by the Supreme Court.

(4) Without prejudice to the other provisions of the Constitution, the Supreme Court shall have the same jurisdiction and powers as were, immediately before the Constitution Day, exercisable by the Federal Court, and references in any law to the Federal Court shall be deemed to be references to the Supreme Court.

(5) Without prejudice to the other provisions of the Constitution, each High Couii shall have the same jurisdiction and powers as were exercisable by it immediately before the Constitution Day.

(6) Subject to the provisions of the Constitution—

(a) all civil, criminal and revenue courts exercising jurisdiction and functions, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day, continue to exercise their respective jurisdictions and functions and all persons holding office in such courts shall continue to hold their respective offices;

(b) all authorities and all officers, judicial, executive, and ministerial throughout Pakistan exercising functions, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day, continue to exercise their respective functions.

228. **Legal proceedings by or against the Federation of Pakistan.-**(l) Subject to clause (2),. if any legal proceedings in which the Federation of Pakistan is a party were pending in any court, immediately before the Constitution Day, then in those proceedings, for "the Federation of Pakistan", "Pakistan" shall as from that day, be deemed to be substituted.

(2) Any legal proceedings which, but for the Constitution, could have been brought by or against the Federation of Pakistan' in respect of a matter which, immediately before the Constitution Day, was the responsibility of the Federation and has, under the Constitution, become the responsibility of a Province, shall be brought by or against the province concerned; and if any such legal proceedings were pending in any court, immediately before the Constitution Day, then, in those proceedings for the Federation of Pakistan the Province concerned shall, as from that day, be deemed to be substituted.

229. **Public Service Commission.-**A person holding office as Chairman or other member of the Federal Public Service Commission or of a Provincial Public Service Commission, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day continue to hold his respective office on the same terms and conditions as to remuneration and other privileges as were applicable to him immediately before the Constitution Day, until the expiration of his term of office as determined by the law under which he was appointed.

230. **Provisions as to financial matters:-**(l) The provisions of the Constitution relating to the Federal consolidated Fund, or a Provincial Consolidated Fund, and the appropriation of moneys from either of such Funds, shall not apply in relation to moneys received or raised, or expenditure incurred, by the Federal Government or the Government of a Province in the financial year which includes the Constitution Day or in the next succeeding financial year; and notwithstanding anything in the Constitution any expenditure incurred during those financial years by the Federal Government or the Government of a Province shall be deemed to have been validly incurred if it is incurred in accordance with the provisions of the Government of India Act, 1935.

(2) For the purposes of clause (1), the provisions of the Government of India Act, 1935, and of any statement, demand, schedule or other document made there under, shall have effect in relation to any time after the Constitution Day, subject to the modification that references therein to the holder of any office, or to any body, service or other matter, shall be construed' as references to the holder of the corresponding office, or, as the case may be, to the corresponding body, service or matter, under the Constitution.

(3) For the purposes of clause (1), if, at any time when the National Assembly stands dissolved, the President is satisfied that circumstances exist which render such action necessary, he shall have power to authenticate a schedule of authorized expenditure under the Government of India Act, although no Annual Financial Statement has previously been laid before the Assembly, and although no grants have been made by the Assembly.

(4) Clause (3) shall apply to the Governor of a Province, subject to the modification that references therein to the President and the National Assembly shall be construed as references to the Governor and the Provincial Assembly respectively.

(5) In relation to accounts which have not been completed or audited before the Constitution Day, the Comptroller and Auditor-General shall exercise the functions of the Auditor-General of the Dominion of Pakistan; but reports relating to the accounts of the Federal Government shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before the National Assembly, and reports relating to the accounts of a Province shall be submitted to the Governor, who shall cause them to be laid before the Provincial Assembly.

(6) Notwithstanding anything in the Constitution all taxes and fees levied under law in force, immediately before the Constitution Day, shall continue to be levied until they are varied or abolished by Act of the appropriate legislature.

231. **Succession to property and assets, rights, liabilities and obligations-**(I) All property and assets which immediately before the Constitution Day were vested in Her Majesty for the purposes of the Federal Government shall, as from that day, vest in the Federal Government, unless they were used for purposes which on the Constitution Day become purposes of the Government of a Province, in which case they shall, as from that day, vest in the Provincial Government.

(2) All properly and assets which immediately before the Constitution Day were vested in Her Majesty for the purposes of the Government of a Province shall, as from that day, vest in the Government of that Province.

(3) All rights, liabilities and obligations of the Federal Government or the Government of a Province, whether arising out of any contract or otherwise, shall as from the Constitution Day. be respectively the rights, liabilities and obligations of the Federal Government, and of the Government of the corresponding Province:

Provided that all rights, liabilities and obligations relating to any matter—

(a) which immediately before the Constitution Day was the responsibility of the Federal Government, but which under the Constitution has become the responsibility- of the Government of a Province, whether arising out of a contract or otherwise, shall devolve upon the Government of that Province;

(b) which immediately before the Constitution Day was the responsibility of the Government of a Province, but which under the Constitution has become the responsibility of the Federal Government, whether arising out of a contract or otherwise, shall devolve upon the Federal Government.

232. **Transitional provision as to servants of the Crown.-**Subject to the provisions of the Constitution, every person who was, immediately before the Constitution Day, a servant of the Crown in Pakistan, whether serving in connection with the affairs of the Federation or of a Province, shall, as from that day, become a servant of Pakistan on the same terms and conditions as were applicable to him immediately before the Constitution Day.

233. **Transitional provision as to conditions of service of persons appointed by the Secretary of State.-**Except as otherwise expressly provided by the Constitution, every person who, having been appointed by the Secretary of State or the Secretary of State-in-Council, to a civil service of the Crown in India, continues, after the Constitution Day, to serve under the Federal Government I or the Government of a Province, shall be entitled to receive from the Federal Government or the Government of the Province which he is from time to time serving, the same conditions of service as regards salary, allowances, leave and pensions and the same rights in disciplinary matters, or rights as similar thereto as the change circumstances may permit, as he was entitled to receive immediately before the Constitution Day.

234. **Power of President to remove difficulties.-**(I) The President may, for the purpose of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Government of India Act, 1935 and the Indian Independence Act, 1947, together with Acts amending or supplementing these Acts, to the provisions of the Constitution, by Order, direct that the provisions of the Constitution shall, during such period as may be specified in the order, have effect, subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as he may deem to be necessary or expedient:

Provided that no such Order shall be made after the first meeting of the National Assembly constituted after the first general election held for the purposes of that Assembly.

(2) Every Order under this Article shall be laid before the National Assembly and may be amended or repealed by Act of Parliament.

FIRST SCHEDULE
(Articles 32 and 33)
Election of President

1. The Chief Election Commissioner shall hold and conduct any election to the office of President, and shall be the Returning Officer for such election.

2. The Chief Election Commissioner shall appoint Presiding Officers to preside at the meeting of the members of the National Assembly, which shall be held at Karachi, and at the meetings of the members of the Provincial Assemblies of East Pakistan and West Pakistan, which shall be held at Dacca and Lahore, respectively.

3. The Chief Election Commissioner shall by public notification fix the time and place for depositing nomination papers, holding a scrutiny, making withdrawals, if any, and holding the poll, if necessary.

4. At any time before noon on the day fixed for nomination any member of the National Assembly or of a Provincial Assembly may nominate for election as President a person qualified for elections as President by delivering to the Presiding Officer of the Assembly of which he is a member, a nomination pa per, signed by himself as proposer and by another member of that Assembly as seconder, together with a statement signed by the person nominated that he consents to the nomination:

Provided that no person shall subscribe, whether as proposer or as seconder more than one nomination paper at anyone election.

5. The scrutiny shall be held by the Chief Election Commissioner at the time and place fixed by him, and if after scrutiny only one person remains validly nominated, the Chief Election Commissioner shall declare that person to be elected, or if more than one person remains validly nominated, he shall announce, by public notification, the name, of the persons validly nominated to be hereinafter called the candidates.

6. A candidate may withdraw his candidature at any time before noon on the day fixed for this purpose by delivering a notice in writing under his hand to the Presiding Officer with whom his nomination paper has been deposited, and a candidate who has given a notice of withdrawal of his candidature under this paragraph shall not be allowed to cancel that notice.

7. If all but one of the candidates have withdrawn, that one shall be declared by the Chief Election Commissioner to be elected.

8. If there is no withdrawal, or if, after withdrawals have taken place two or more candidates are left, the Chief Election Commissioner shall announce by public notification the names of the candidates, and their proposers and seconders and shall proceed to hold a poll by secret ballot in accordance with the provisions of the succeeding paragraphs.

9. If a candidate whose nomination has been found to be in order dies after the time fixed for nomination, and a report of his death is received by the Presiding Officer before the commencement of the poll, the Presiding Officer shall, upon being satisfied of the fact of the death of the candidate, countermand the poll and report the fact to the Chief Election 'Commissioner, and all proceedings with reference to the election shall be commenced anew in all respects as if for a new election:

Provided that no further nomination shall be necessary in the case of a candidate whose nomination was valid at the time of the countermanding of the poll:

Provided further that no person who has under paragraph 6 of this Schedule given notice of withdrawal of his candidature before the countermanding of the poll shall be ineligible for being nominated as a candidate for the election after such countermanding.

10. The poll shall be taken at the meetings of the members of the National Assembly and of each Provincial Assembly, and the respective Presiding Officers shall conduct the poll with the assistance of such officers as they may, with the approval of the Chief Election Commissioner, respectively appoint.

11. A ballot paper shall be issued to every member of the National Assembly, and of each Provincial Assembly, who presents himself for, voting at the meeting of the members of the Assembly of which he is a member (hereinafter referred to as a person voting), and he shall exercise his vote personally by marking the paper in accordance with the provisions of the succeeding paragraphs.

12. The poll shall be by secret ballot by means of ballot papers containing, the names of all the candidates in alphabetical order who have not withdrawn, and a person voting shall vote by placing a cross against the name of the person for whom he wishes to vote.

13. Ballot papers shall be issued from a book of ballot papers with counterfoils, the ballot papers and each counter foil being numbered; and when a ballot paper is issued to a person voting his name shall be entered on the counterfoil and the ballot paper shall be authenticated by the initials of the Presiding Officer.

14. A ballot paper having been marked by the person voting shall be deposited by that person in a ballot box to be placed in front of the Presiding Officer.

15. If a ballot paper is spoiled by a person voting he may return it to the Presiding Officer, who shall issue a second ballot paper, canceling the first ballot paper and marking the cancellation on the appropriate counter foil.

16. A ballot paper shall be invalid if—

(i) there is upon it any name, word or mark, other than the official number, by which the person voting may be identified; or

(ii) it does not contain the initials of the Presiding Officer; or

(iii)it does not contain a cross; or

(iv) a cross is placed against the names of two or more candidates; or

(v) there is any uncertainty as to the identity of the candidate against whose name the cross is placed.

17. After the close of the poll each Presiding Officer shall, in the presence of such of the candidates or their authorized representatives as may desire to be present, open and empty the ballot boxes and examine the ballot papers therein, rejecting any which are invalid, count the number of votes recorded for each candidate on the valid ballot papers, and communicate the number of the votes so recorded to the Chief Election Commissioner.

18. If there are only two candidates, the candidate who has obtained the larger number of votes shall be declared by the Chief Election Commissioner to be elected.

19. If there are three or more candidates, and one of those candidates has obtained a large number of votes than the aggregate number of votes obtained by the remaining candidates, he shall be declared by the Chief Election Commissioner to be elected.

20. It there are three or more candidates, and the last preceding paragraph does not apply a further poll shall be held in accordance with the preceding provisions of this Schedule at which the candidate who obtained the smallest number of votes at the previous poll shall be excluded.

21. The three last preceding paragraphs shall apply in relation to the further poll and any subsequent poll which may be necessary under the provisions of these paragraphs.

22. Where at any poll any two or more candidates obtained an equal number of votes, then-

(a) for if there are only two candidates for election, or

(b) if one of the candidates, who obtained equality of votes is required to be excluded from a further poll under paragraph 20 of this Schedule, the selection of the candidate to be elected, or, as the case may be, excluded, shall be by drawing of lots.

23. When, after any poll, the counting of the votes has been completed, and the result of the voting determined, the Chief Election Commissioner shall forthwith announce the result to those present, and shall report the result to the Federal Government, who shall forthwith cause the result to be declared by a public notification.

24. The Chief Election Commissioner may, by public notification, with the approval of the President make rules for carrying out the purposes of this Schedule.

THIRD SCHEDULE

(Articles 159 and 177)

The .Judiciary

PART I

The Supreme Court.

1. Salary and allowance of Judges.-(I) There shall be paid to the Chief Justice of Pakistan, a salary of Rs.5, 500 per mensem and to every other judge of the Supreme Court, a salary of Rs.5, 100 per mensem.

(2) Every Judge of the Supreme Court shall be entitled to such other privileges and allowances, including allowances for expenses in respect of equipment and traveling on first appointment, and to such rights in respect of leave of absence and pension, as may be determined by the President, and until so determined to the allowances, privileges and rights which immediately before the Constitution Day, were admissible to the Judges of the Federal Court, and for this purpose the provisions of the Government of Indian (Federal Court) Order, 1937, shall, subject to the provisions of the Constitution, apply.

2. Officers and servants of the Supreme Court.-(l) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of Pakistan, or such other Judge or officer of that court as he may direct and shall be in accordance with rules framed by the Supreme Court, with the previous approval of the President.

(2) The conditions of service of officers and servants of the Supreme Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Supreme Court:

Provided that the rules, in so far as they relate to remuneration or leave, shall require the previous approval of the President.

3. Rule-making power of the Supreme Court.-(l) The Supreme Court may, with the previous approval of the President, make rules for regulating the practice and procedure of the court, including rules as to-

(a) the persons practicing before the court;

(b) the conditions subject to which any judgment pronounced, or order made, by the court may be reviewed, and the procedure for such review, including the time within which applications for such review are to be entered;

(c) the procedure for hearing appeals and applications to the court, including the time within which such appeals and applications are to be entered;

(d) the entertainment of appeals under paragraph (c) of Article 159;

(e) the costs of, and incidental to any proceedings in the court;

(f) the fees to be charged in respect of the proceedings in the court;

(g) the procedure for summary determination of any appeal which appears to the court to be frivolous or vexatious, or brought for the purpose of causing delay;

(h) the number of Judges who are to sit for any purpose, and the powers of Judges sitting alone and in any division of the court;

(i) the stay of proceedings, and the granting of bail;

(j) the procedure for enquiries and investigations referred to the court for opinion or report.

(2) No judgment shall be delivered and no report shall be made by the Supreme Court save in open court and with the concurrence of the majority of the Judges present at the hearing of the case, but nothing shall prevent a Judge who does not concur from delivering a dissenting judgment or opinion.

(3) Subject to the provisions of any rules made under this paragraph, the Chief Justice of Pakistan shall determine which Judges are to constitute any division of the court and which judges are to sit for any purpose.

PART II

The High Courts

4. **Salaries of Judges.-**(l) There shall be paid to the Chief Justice of a High Court a salary of Rs.5, 000 per mensem, and to very other Judge of that Court a salary of Rs. 4,000 per mensem.

(2) Every Judge of a High Court shall be entitled to such other privileges and allowances, including allowances for expenses in respect of equipment and traveling upon first appointment, and to such rights in respect of leave of absence and pension, as may be determined by the President, and until so determined to the allowances, privileges and rights which immediately before the Constitution Day, were admissible to the Judges of the High Court, and the provisions of the Government of India (High Court Judges) Order, 1937, shall, subject to the provisions of the Constitution, apply.

5. **Administrative function of High Courts.-**(l) Each High Court shall have superintendence and control over all courts subject to its appellate or revisional jurisdiction.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the High Court may-

(a) call for returns;

(b) make and issue general rules, and prescribe forms for regulating the practice and procedure of such courts;

(c) prescribe forms in which books, entries and accounts shall be kept by the officers of any such courts; and

(d) settle tables of fees to be allowed to the sheriffs, attorneys, and all clerks and officers of such courts;

Provided that such rules, forms and tables shall not be inconsistent with the provisions of any law for the time being in force, and shall require the previous approval of the Governor.

6. Officers and servants and expenses of the High Courts.-(l) Appointments of officers and servants of High Courts shall be made by the Chief Justice of the High Court or such other Judge or officer of the Court as he may direct, and shall be in accordance with the rules framed by the High Court with the previous approval of the Governor.

(2) Subject to the provisions of any Act of the Provincial Legislature, the conditions of service of officers and servants of a High Court shall be such as may be prescribed by rules made by the High Court: Provided that rules in so far as they relate to remuneration or leave shall require the previous approval of the Governor.

7. **Right to practice in High Court.-**An advocate on the rolls of a High Court shall be entitled to act and plead in both the High Court and in all other courts subordinate thereto:

Provided that an advocate who has been struck off the rolls of a High Court shall not be entitled to act or plead in that court or in any other court subordinate thereto.

FOURTH SCHEDULE

(Article 217)

Temporary provisions

PART I

Remuneration and Privilege

1. Until Parliament by law otherwise provides, the remuneration and other privileges of persons holding offices mentioned in column 1 of the Table below shall be the same as were admissible, immediately before the Constitution Day, to persons holding offices mentioned in the corresponding entries in column 2 of that Table.

Table

Column I	Column 2
President	Governor-General.
Speaker of the National Assembly	Speaker of the Constituent Assembly
Prime Minister	Prime Minister.
Minister of the Federal Government	Minister of the Governor-General.
Minister of State of the Federal Government.	Minister of State of the Governor-General.
Deputy Minister of the Federal Government.	Deputy Minister of the Governor-General.
Deputy Speaker of the National Assembly..	Deputy Speaker of the Constituent Assembly.
Member of the National Assembly	Member of the Constituent Assembly.
Governor of a Province	Governor of the corresponding Province.

PART II

Provisions relating to Elections.

2. **Residence.-**(1) A person shall be deemed to be a resident in a constituency if he ordinarily resides in that constituency or owns or in possession of a dwelling house therein:

Provided that-

(a) any person who holds the office of Minister of the Federal or a Provincial Government, or Speaker, or Deputy Speaker of the National or a Provincial Assembly shall be deemed, during any period in which he holds such office, to be a resident in the constituency in which he would have been resident if he had not held such office;

(b) any person who holds a public office, or is in the service of Pakistan, shall during any period for which he holds such office or is employed in such service be deemed to be a resident in the constituency in which he would have been a resident if he had not held such office or had not been so employed.

(2) Where a person becomes qualified to have his name entered the electoral roll of constituency under the proviso to paragraph 2, his wife, if otherwise qualified, shall become so qualified.

3. (1) A person shall be qualified to be elected to the National Assembly if his name appears on the electoral roll of any constituency for that Assembly.

(2) A person shall be qualified to be elected to a Provincial Assembly if he his name appears on the electoral roll of any constituency for that Assembly.

4. **Disqualifications for election to the National Assembly or a Provincial Assembly.-**(l) A person shall be disqualified for being elected or for being a member of the National Assembly or a Provincial Assembly-

(a) if he is of unsound mind, and stands so declared by a competent court;

(b) if he is an undischarged insolvent:

Provided that this disqualification shall cease after the expiration of ten years from the date on which he has been adjudged insolvent;

(c) if he holds any office of profit in the service of Pakistan;

(d) if he has been convicted or has, in proceedings for questioning the validity or regularity of an election, been found guilty of any offence or corrupt or illegal practice relating to elections which has been declared by law to be an offence or practice entailing disqualification for membership of the National Assembly or a Provincial Assembly, unless such period has elapsed as may be specified - in that behalf by the provisions of that law;

(e) if having been nominated as a candidate for election to the National Assembly or a Provincial Assembly, or having acted as election agent to any person so nominated, he has failed to lodge a return of election expenses within the time and in the manner required by law:

Provided that his disqualification shall not take effect until one month after the date on which the return ought to have been lodged, or until such time as the President in the case of a return relating to an election to the National Assembly, and the Governor, in the case of a return relating to an election to a Provincial Assembly, may allow:

Provided further that this disqualification shall cease when-

(i) five years have elapsed since the date on which the return ought to have been lodged; or

(ii) the disqualification is removed by the President, in the case of a return relating to an election to the National Assembly, and by the Governor, in the case of a return relating to an election to a Provincial Assembly;

(f) if he has been convicted of any offence before the date of the establishment of the Federation by a court in British India, or on or after that dale by a court in Pakistan, and sentenced to transportation or to imprisonment for not less than two years, unless a period of five years, or such less period as the President in the case of election to the National Assembly and the Governor in the case of election to a Provincial Assembly may allow in any particular case, has elapsed since his release;

(g) if he has been dismissed for misconduct from the service of Pakistan on the recommendation of the Supreme Court, or a Public Service Commission:

Provided that this disqualification shall cease after the expiry of five years from the date of the dismissal, or may, at any time within that period be removed by the Governor in the case of dismissal from a service of a Province, and by the President in any other case;

(h) if he has ceased to be a citizen, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State, or has made a declaration of allegiance or adherence to a foreign State.

(2) For the purpose of clause (c) of sub-paragraph (1) of this paragraph, the Judges of the Supreme and High Courts, and the Comptroller and Auditor-General shall be deemed to be holding offices of profit in the service of Pakistan.

PART III

Procedure and Privileges of the National Assembly

5. **Rules of Procedure.-**Until rules have been framed by the Assembly under Article 55, the procedure of the National Assembly shall be regulated by the Rules of the Constituent Assembly functioning as Federal Legislature, in force immediately before the Constitution Day, subject to such amendments as may be made therein by the President.

6. **Privileges.-**Until an Act of Parliament is made in that behalf under Article 56, the privileges of the National Assembly, the committees and members thereof and the persons authorized to speak therein shall be same as those of the Constituent Assembly in force immediately before the Constitution Day.

7. **Finance Committee.-**(I) The expenditure, of the National Assembly within the limits sanctioned under the Government of India Act, 1935, or within the limits of the Appropriation Act for the time being in force, shall be controlled by that Assembly, acting on the advice of its Finance Committee.

(2) The Finance Committee shall consist of the Speaker as Chairman, the Minister of Finance, and such other members as may be elected thereto by the National Assembly.

(3) The Finance Committee may make rules regulating its own procedure.

8. **Secretariat of the National Assembly.-**(1) The National Assembly shall have its own secretarial staff.

(2) Parliament may be law regulates the recruitment and conditions of service of person s appointed to the secretarial staff of the National Assembly.

(3) Until provision is made by Parliament, the President may, after consultation with the Speaker of the National Assembly, make rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the secretarial staff of the National Assembly, and any rules so made shall have effect subject to the provision of any law.

PART IV

A-Remuneration and Privileges in the Provinces

9. Until a Provincial Legislature by law otherwise provides, the remuneration and other privileges of persons holding offices mentioned in column I of the table below shall be the same as were admissible, immediately before the Constitution Day, to persons holding offices mentioned in the corresponding entries in column 2 of that table.

Table

Column 1	Column 2
Chief Minister of a Provincial Government	Chief Minister of the Governor of the corresponding Province.
Minister of a Provincial Government	Minister of the Governor of the corresponding Province.
Deputy Minister of a Provincial Government.	Deputy Minister of the Governor of the corresponding province.
Parliamentary Secretary of a Provincial Government.	Parliamentary Secretary of the Governor of the corresponding Province
Speaker of a Provincial Assembly	Speaker of the Legislative Assembly of the corresponding Province.
Deputy Speaker of a Provincial Assembly	Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the corresponding Province.
Member of a Provincial Assembly	Member of the Legislative Assembly of the corresponding Province.

B-Procedure and Privileges of a Provincial Assembly

10. **Rules of Procedure.-**Until rules have been framed by the Assembly under Article 89, the procedure of a Provincial Assembly shall be regulated by the Rules of the Corresponding Provincial Legislative Assembly in force immediately before the Constitution Day, subject to such amendments as may be made therein by the Governor.

11. **Privileges.-**Until an Act of the Provincial Legislature is made in that behalf under Article 89, the privileges of a Provincial Assembly, its shall members and committees, and the persons taking part in its proceedings shall be the same as those of the Legislative Assembly of that Province in force immediately before the Constitution Day.

12. **Finance Committee.-**(l) The expenditure of a Provincial Assembly, within the limits sanctioned under the Government of India Act, 1935,. or within the limits of the Appropriation Act for the time being in force, shall be controlled by that Assembly acting on the advice of its Finance Committee.

(2) The Finance Committee shall consist of the Speaker the Minister of Finance, and such other members as may be elected thereto by the Provincial Assembly.

(3) The Finance Committee may make rules regulating its own procedure.

13. Secretariat of the Provincial Assembly.-(1) The Provincial Assembly shall have its own secretarial staff.

(2) The Provincial Legislature may by law regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed to the staff of the Provincial Assembly.

(3) Until provision is made by the Provincial Legislature, the Governor may after consultation with the Speaker of the Legislative Assembly, make rules regulating the recruitment and the conditions of service of persons appointed to the secretarial staff of the Assembly, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any law.

FIFTH SCHEDULE

(Article 106)

Federal List

1. Defense of Pakistan and of every part thereof, and all acts and measures connected therewith.

The Naval, Military and Air Forces of the Federation and any other armed forces raised or maintained by the Government of the Federation; armed forces which are not forces of the Federation but are attached to or operating with any of the armed forces of the Federation; any other armed forces of the Federation, including civil armed forces.

Naval, Military and Air Force works.

Industries connected with defense; nuclear energy and mineral resources necessary for its production.

Delimitation of cantonment areas; local self-government in cantonment areas; constitution, powers and functions, within such areas, of cantonment authorities; control of house accommodation (including control of rents) in such areas.

Manufacture of arms, firearms, ammunition and explosives.

2. Foreign affairs, including all matters which bring Pakistan into relation with any foreign country.

Diplomatic, consular and trade representation

International organizations; participation in international bodies and implementing of decisions made thereat.

War and peace; making and implementation of treaties, conventions, declarations and other agreements with foreign countries.

Foreign and extra-territorial jurisdiction; offence against the laws of nations; Admiralty jurisdiction; piracy and offences committed on the high seas and in the air.

Admission into and emigration and expulsion from Pakistan; extradition; passports; visas, permits and other such certificates; pilgrimages to placcs outside Pakistan, and by persons from outside Pakistan to places inside Pakistan, quarantine, including hospitals connected therewith; seamen's and marine hospitals.

3. Citizenship, naturalization and aliens.

4. Trade and commerce between the provinces, and with foreign countries import and export across customs frontiers.

5. Currency, coinage and legal tender; foreign exchange and negotiable instruments; State Bank of Pakistan; banking (excluding co-operative banking) with objects and business not confined to one Province.

6. Public debt of the Federation, and the borrowing of money on the security of the Federal Consolidated Fund; foreign loans.

7. Stock exchanges and future markets with objects and business not confined to one Province.

8. Insurance and corporations that is to say, incorporation, regulation and winding-up of corporations, whether trading or not (but not including co-operative societies or universities, or municipal and local bodies), with object and business not confined to one Province.

9. Copyright, patents, designs and inventions; trade and merchandise marks; standards of quality for goods to be exported out of Pakistan.

10. Establishment of standards of weight and measure.

11. Navigation and shipping, including coastal shipping (but excluding coastal shipping confined to one Province); airways ; aerodromes; aircraft and air navigation, and all matters connected therewith; lighthouses and other provisions for the safety of shipping and aircraft.

12. Major ports, that is to say, the declaration and delimitation of such ports and. the constitution and powers of port authorities therein; fishing and fisheries outside territorial waters.

13. Posts and all forms of telecommunications, including broadcasting and television; Post Office Savings Bank.

14. Industries, owned wholly or partially by the Federation, or by a corporation set up by the Federation.

15. Mineral oil and natural gas.

16. The constitution, organization, jurisdiction and powers of the Supreme Court (including contempt of such Court) and the fees taken herein; persons entitled to practice before the Supreme Court.

17. Elections to the National Assembly, to the Provincial Assemblies and to the office of President; the Election Commission.

18. Central intelligence and investigating organization; preventive detention for reasons connected with defense, foreign affairs, or the security of Pakistan; persons subjected to such detention.

19. Census; the survey of Pakistan; the Geological Surveys of Pakistan; Meteorological organizations.

20. Property of the Federation situated in any Province and the revenue therefrom.

21. Federal agencies and Federal institutions for the promotion of special studies and special research; libraries and museums financed by the federation.

22. Federal Services and the Federal Public Service Commission; Federal Pensions.

23.Remuneration of the President, Ministers, Ministers of Stale and Deputy Ministers of the Federal Government, Members, Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly, remuneration of Comptroller and Auditor-General, Attorney General and the Governors of Provinces.

24. Privileges and immunities of the President and Governors.

25. Powers, privileges and impunities of the National Assembly and of the members and the committees thereof, enforcement of attendance of persons for giving evidence or producing documents before committees of the National Assembly.

26. Duties of customs (including export duties); duties of excise (including duties on salt, but excluding alcoholic liquor, opium and other narcotics) corporation taxes and taxes on income other than agricultural income; estate and succession duties in respect of property other than agricultural land; taxes on the capital value of assets exclusive of agricultural land; taxes on sales and purchases; terminal taxes on goods or passengers carried by sea or air taxes on their fares and freights; taxes on mineral oil and natural gas.

27. Fees in respect of any of the matters in the List excluding fees taken in courts.

28. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters in this List.

29. Jurisdiction and powers of all courts, except the Supreme Court, with respect to any of the matters in this list; offences against laws with respect to any of the matters in this List.

30. All matters which under the Constitution are within the legislative competence of Parliament, and matters incidental thereto.

Concurrent List

PARTI

1.Civil and Criminal law, including the law of evidence and procedure, limitation, marriage and divorce, minors and infants; adoption, joint family and partition; all matters in respect of which parties in judicial proceedings were immediately before the Constitution Day subject to their personal law; will intestacy; succession, and transfer of property (excluding succession to and transfer of agricultural land); registration of deeds and document; arbitration; contract; partnership; agency; bankruptcy and insolvency; actionable wrongs; legal and medical professions contempt of court; trusts and official trustees.

2. Scientific and industrial research

3. Poisons and dangerous drugs.

4. News papers books and printed publications; printing presses.

PART II

5. Relations between employees and employees; trade unions; industrial and labor disputes welfare of labor including conditions of work; provident fund; employers' liability; workmen's compensation; invalidity and old age pensions and maternity benefits; vocational and technical training of labor; social security and social insurance.

6. Measures to combat corruption.

7. Price control.

8. Relief and rehabilitation of refugees; custody, management and disposal of evacuee property.

9. Economic and social planning.

10. Commercial and industrial monopolies, combines and trusts.

11. Inter-provincial migration and quarantine.

12. Iron, steel, coal and mineral products, except mineral oil and natural gas.

13. Banking, insurance and corporations, subject to Federal List

14. Stock exchanges and future markets, subject to Federal List.

15. Ancient and historical monuments declared to be of national importance

16. Arms, firearms, ammunition and explosives, subject to Federal List.

17. Inquiries and statistic; for the purpose of any of the matters in this List.

18. Fees in respect of any of the matters in this List.

19. Jurisdiction and powers of all courts, except the Supreme Court, with respect to any of the matters in this List; offences against laws with respect to any of the matters in this List.

Provincial List

1. Public order (but not including the use of naval, military or air forces, or any other armed forces of the Federation in aid of the civil power);

2. Administration of justice; constitution and organization of all except the Supreme Court; procedure in Rent and Revenue courts; fees taken in all courts, except the Supreme Court.

3. Police, including Armed Police, Railway and, Village Police.

4. Extension of the powers and jurisdiction of members of a Police force belonging to any province to any area outside that province.

5. Preventive detention for reasons connected with the maintenance of public order; persons subjected to such detention.

6. Prisons, reformatories. Borstal institutions and other institutions of a like nature, and persons detained therein; arrangements with other provinces for the use of prisons and other institutions.

7. Removal from one province to another province of prisoners; vagrancy; criminal and nomadic tribes.

8. Land, that is to say, rights in or over land; land tenures, including the relation of landlord and tenant, and the collection of rents; transfer, alienation and devolution of agricultural land; land improvement and agricultural loans; colonization.

9. The incorporation, regulation, and winding-up of corporations, subject to Federal List; unincorporated trading; literary, scientific, religious and other societies and associations; co-operative societies.

10. Land revenue, including the assessment and collection of revenue, the maintenance of land records, survey for revenue purposes and records of rights and alienation or revenues.

11. Courts of Wards.

12. Works, lands and buildings vested in or in the possession of the Province.

13. Compulsory acquisition or requisitioning of property.

14. Agriculture, including agricultural education and research; protection against pests and prevention of plant diseases.

15. Local government, that is to say, the constitution and powers of municipal corporations, improvement trusts, district boards, minning settlement authorities and other local authorities for the purpose of local self-government or village administration.

16. Preservation, protection and improvement of stock, and prevention of animal diseases; veterinary training and practice.

17. Pounds and the prevention of cattle tress pass.

18.Prevention of the extension from one Province to another of .infectious or contagious diseases.

19. Water, including water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power; flood control.

20. Education, including Universities, technical education and professional training.

21. Libraries, museums and ancient and historical monuments.

22. Botanical, zoological and anthropological surveys.

23. Co-ordination and determination of standards in institutions for higher education or research and scientific and technical institutions.

24. Theatres; cinemas; sports; entertainments and amusements.

25. Sanctioning of cinematograph films for exhibition.

26. Public health and sanitation; hospitals and dispensaries.

27. Registration of births and deaths.

28. Railways.

29. Communications not specified in the Federal List; roads, bridges, ferries and other means of communication, minor railways; tramways; ropeways; inland waterways and traffic thereon.

30. Shipping and navigation on tidal waters.

31. Coastal shipping confined to ports within one Province.

32. Vehicles, including mechanically-propelled vehicles.

33. Ports, subject to entry No. 12 in Federal List.

34. Burials and burial grounds; cremations and cremation grounds.

35. Relief of the disabled and unemployed.

36. Pilgrimages, subject to Federal List.

37. Intoxicating liquors, that is to say, the production, manufacture, possession, transport, purchase and sale of intoxicating liquors.

38. Cultivation, manufacture and sale of opium.

39. Industries.

40. Factories and boilers.

41. Regulation of mines and mineral development, subject to Federal List and Concurrent List.

42. Trade and commerce within the Province.

43. Production, manufacture, supply and distribution of goods.

44. Markets and fairs.

45. Weights and measures, except establishment of standards.

46. Manufacture, supply and distribution of salt.

47. Money-lending and money-lenders; relief of indebtedness.

48. Forests.

49. Protection of wild animals and birds.

50. Prevention of cruelty to animals.

51. Adulteration of food-stuffs and other goods.

52. Lotteries.

53. Betting and gambling.

54. Fisheries.

55. Treasure trove.

56. Electricity.

57. Gas and gas works.

58. Professions.

59. Inns and inn-keepers.

60. Provincial Public Services; Provincial Public Service Commission.

61. Provincial pensions.

62. Public debt of the Province.

63. Administrator-General.

64. Zakat.

65. Charities and charitable institutions; charitable and religious endowments.

66. Lunacy and mental deficiency including places for reception or treatment of lunatics and mental deficient.

67. Salaries and allowances of members, the Speaker and the Deputy Speaker of the Provincial Assembly; salaries and allowances of Ministers of the Provincial Government, and the Advocate General.

68. Powers, privileges and immunities of the Provincial Assembly and of the members and the committees thereof; enforcement of attendance of persons for giving evidence or producing documents before committee s of the Provincial Assembly.

69. Waqfs and mosques.

70. Orphanages and poorhouses.

71. Taxes on agricultural income and on the capital value of agricultural land.

72. Duties in respect of succession to agricultural land.

73. Stamp duty, including stamp duty on negotiable instrument and insurance policies.

74. Estate duty in respect of agricultural land.

75. Taxes on lands and buildings.

76. Taxes on mineral rights, subject to Federal List and to any limitations imposed by Parliament by law relating to mineral development.

77. Duties of excise on the following goods manufactured or produced in the Province and countervailing duties at the same or lower rates on similar goods manufactured or produced elsewhere in Pakistan-

(a) alcoholic liquors for human consumption;

(b) opium, Indian hemp and other narcotic drugs and narcotics; non-narcotic drugs;

(c) medicinal and toilet preparations containing alcohol or any substance included in sub-paragraph (b) of this entry.

78. Taxes on the entry of goods into a local area for consumption, use or sale therein.

79. Taxes on the consumption or sale of electricity.

80. Taxes on advertisements.

81. Taxes on the sale or purchase of newspapers.

82. Taxes on goods and passengers carried by road or on inland water ways.

83. Taxes on vehicles, whether mechanically-propelled or not, suitable for use on a road; on boats, launches and steamers on inland waters; on tram-cars.

84. Taxes on animals and boats.

85. Tolls.

86. Taxes on professions, trades, callings and employments.

87. Capitation taxes.

88. Taxes on luxuries, including taxes on entertainment amusements, betting and gambling.

89. Terminal taxes on goods or passengers carried by railway.

90. Rates of stamp duty in respect of documents other than those specified in the provisions of Federal List with regard to rates of stamp duty.

91. Offences against laws with respect to any of the matters in this List.

92. Jurisdiction and powers of all courts, except the Supreme Court, with respect to any of the matters in this List.

93. Fees in respect of any of the matters in this List, but not including fees taken in any court.

94. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters in this List.

SIXTH SCHEDULE

(Article 222)

Election of President under Article 222

1. At any time before noon on the day preceding the day fixed for the election of the President, any member of the Assembly may propose a person for election by delivering to the Secretary of the Assembly a nomination paper signed by that member and stating that person consents to the nomination.

2. Any person who has been nominated may withdraw his candidature at any time prior to the holding of the election.

3. On the day fixed for the election the person presiding over the Assembly shall read out to the Assembly the names of the persons who have been duly nominated and have not withdrawn their candidature, together with the names of their proposers, and, if there is only one such person, shall declare that person to be duly elected. If there is more than one such person, the Assembly shall proceed to elect the President by secret ballot. The ballot shall be held in such manners as the person presiding over the Assembly may direct.

4. Where there are only two candidates for election, the candidate who obtains at the ballot the larger number of votes shall be declared elected. If two candidates obtain an equal number of votes, the determination of the election shall be by drawing of lots.

5. Where the number of persons who have been duly nominated and have not withdrawn their candidature exceeds two, and at the first ballot no candidate obtains more votes than the aggregate votes obtained by the other candidates, the candidates who has obtained the smallest number of votes shall be excluded from the election. Balloting shall then proceed, with the candidate obtaining the smallest number of votes at each ballot being excluded from the election until one candidate obtains more votes than 'the remaining candidate or than the aggregate votes of the remaining candidates, as the case may be, and such candidate shall be declared elected.

6. Where at any ballot any two or more candidates obtain an equal number of votes and one of them has to be excluded from the election under paragraph 5, the determination of the question as to which of the candidates whose votes are equal is to be excluded shall be by drawing of lots.

7. The meeting of the Assembly at which the election takes place shall be presided over by the Speaker, or, if the Speaker is unable to preside, by the Deputy Speaker, or if the Deputy Speaker is also unable to preside, by such person as may be determined by the Rules of the Assembly.

8. In this Schedule, "the Assembly" means, as respects the period before the Constitution Day the Constituent Assembly, and as respect the period commencing on the Constitution Day, the National Assembly.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে আওয়ামী লীগের প্রচার	পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ	আগস্ট, ১৯৫৬

যুক্ত নির্বাচন প্রথা কায়েম করুন
পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের প্রতি আওয়ামী লীগের আবেদন

আমাদের দেশের নির্বাচন পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত যুক্ত নির্বাচন, না পৃথক নির্বাচন, সে বিষয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে আমরা পূর্বে আপনাদের নিকট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ও বিভিন্ন যুক্তি দিয়া বলিয়াছি যে, পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্য আমরা যুক্ত নির্বাচন প্রথা চাই। এ সম্পর্কে এখন আরও দু' একটি কথা আপনাদের খেদমতে হাজির করিতে চাই। কারণ, জনবিরোধী মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম প্রভৃতি নানা অপপ্রচার দ্বারা যুক্ত নির্বাচন প্রথার বিরুদ্ধে জনগণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে।

মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম বলিতেছে যে, যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি চালূ হইলে পাকিস্তান ধ্বংস হইবে।

ভাইসব, ইহাদের এই কথার জবাবে আমরা শুধু একটি বিষয় আপনাদের সামনে হাজির করিতেছি। কায়েদে আজম হইলেন আমাদের পাকিস্তানের জন্মদাতা। তিনি পাকিস্তানের অমঙ্গল চাহিবেন এমন কথা কোন পাকিস্তানীই মুখে আনিতে পারে না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম দিবসেই ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট তারিখে স্বাধীন পাকিস্তানের সার্বভৌম গণপরিষদের প্রথম দিনের অধিবেশনে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে সারা দুনিয়ার সামনে ঘোষনা করিয়াছিলেন "কালে হিন্দু আর হিন্দু থাকিবে না এবং মুসলমান থাকিবে না; অবশ্য ধর্মীয় অর্থে নহে; কারণ ধর্ম হইতেছে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস। কথাটা হইতেছে রাজনৈতিক অর্থে, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে।"

কায়েদে আজমের উপরোক্ত ঘোষণা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের ঐ মহান নেতা সম্প্রদায় নির্বিশেষে পাকিস্তানের সমস্ত নাগরিককে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একটি নূতন পাকিস্তানী জাতি গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার সে স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার জন্যই আমরা যুক্ত নির্বাচন চাই। যুক্ত নির্বাচন প্রথার মধ্য দিয়াই আমাদের রাষ্ট্রের মুসলমান, হিন্দু প্রভৃতি রাজনৈতিক ভেদাভেদ দুর হইবে এবং মুসলমান, হিন্দু প্রভৃতি সমস্ত নাগরিকদের নিয়া পাকিস্তানী জাতি গড়িয়া উঠিবে। ইহাতে পাকিস্তানের সংহতি আরও অটুট হইবে।

আজ যাহারা যুক্ত নির্বাচনের বিরোধিতা করিতেছেন তাহারা কায়েদে আজমের বাণীকে উপেক্ষা করিতেছেন। তাহারা কায়েদে আজমের স্মৃতিকে অবমাননা করিতেছেন এবং তাহারা পাকিস্তানের সংহতি আরও অটুট করিয়া তুলিবার পথে বাধা জন্মাইতেছেন।

মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম আর এক জিগীর তুলিয়াছে যে, যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালু হইলে হিন্দুরা মুসলমানদের ভুলাইয়া আইন পরিষদের সমস্ত আসন দখল করিয়া নিবে।

অভিভক্ত ভারতে- যেখানে হিন্দুরা ছিল শতকরা ৭৫ জন এবং যেখানে হিন্দুরা প্রভূত ধন-সম্পদের অধিকারীও ছিল, সেক্ষেএেই যদি হিন্দুগণ মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবী হইবে বিচ্যুত করিয়া থাকিতে না পারে, তবে আজ পাকিস্তানে- যেখানে হিন্দুগণ সংখ্যায় শতকরা ১০ জনের বেশী নয়, সেখানে তাহারা কি করিয়া কোটি কোটি মুসলমানকে ভুলাইয়া পরিষদের সব আসন দখল করিয়া নিবে? ইউনিয়ন বোর্ডে ও জেলা বোর্ডে

যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রচলিত আছে। সেখানে কি হিন্দুরা সব আসন দখল নিয়াছে? শতকরা ১০ জন হিন্দু কোটি কোটি মুসলমানকে বোকা বানাইয়া দিবে- এরূপ আজগুবি কথা আজ যাহারা বলিতেছেন, মুসলমান সমাজের উপর তাহাদের কো আস্থা নাই। কাজেই মুসলমান সমাজও তাহাদের বিশ্বাস করিতে পারে না।

সরল, ধর্ম বিশ্বাসী মুসলমান ভাইদের মনে বিভ্রান্তি জন্মাইবার জন্য ঐ মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম গলাবাজি করিতেছে যে, যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালূ হইলে ইসলামের খেলাপ হইবে।

কিন্তু, ভাইসব! মিসর, সিরিয়া, লেবানন, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্রে যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালূ আছে। তাহাতে সে সব দেশে ইসলামের খেলাপ হয় নাই। আমরা যুগ যুগ ধরিয়া ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ডের নির্বাচনে যুক্ত নির্বাচন প্রথায় ভোট দিতেছি। তাহাতেও আমাদের ধর্মের হানি হয় নাই। আজ আইন পরিষদের নির্বাচনে যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালূ হইলেই ইসলামের খেলাপ হইবে কেন?

পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের দিকটাও আজ আমাদের ভাবিয়া দেখা দরকার। গত ৯ বৎসর যাবৎ পশ্চিম পাকিস্তানের একটি প্রতিক্রিয়াশীল চক্র পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি এই অবিচার করিয়াছে। আজ কেন্দ্রীয় আইন সভার আসন বন্টনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভিতর সংখ্যাসাম্য নীতিও চালু রহিয়াছে। এই অবস্থায় যদি পৃথক নির্বাচন প্রথা চালূ থাকে এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান ও সংখ্যালঘুদের ভিতর ভেদাভেদের সুযোগ নিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের ঐ প্রতিক্রিয়াশীলরা যদি কয়েকজন দালালকে হাত করিতে পারে, তবে তাহারা চিরদিনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের উপর অবিচার চালাইয়া যাইবে। বস্তুতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে দমিত করিয়া রাখার জন্যই প্রতিক্রিয়াশীলরা পৃথক নির্বাচন চাহিতেছেন ইহাদের এই চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্যও আজ যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

যে মুসলিম লীগ গত ৯বৎসর যাবৎ সব দিক দিয়াই আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে সেই মুসলিম লীগ ও তার দোসর নেজামে ইসলাম এখনও সাম্প্রদায়িকতার উপর নির্ভর করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে চাহিতেছে। সেজন্যই তাহারা পৃথক নির্বাচন চাহিতেছে।

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা দেশের বহু ক্ষতি করিয়াছে। দেশের মঙ্গলের জন্য সাম্প্রাদায়িকতার বিষয়ে আজ দূর করা প্রয়োজন। সেজন্যই, আমরা চাই যুক্ত নির্বাচন। যতদিন দেশে সাম্প্রদায়িকতা থাকিবে, হিন্দু-মুসলমানে রাজনৈতিক ভেদাভেদ থাকিবে, ততদিন দেশে সুস্থ গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতা দূর করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যও আজ যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালু করা অপরিহার্য। সকলে ঐক্যবদ্ধ শক্তি দ্বারা যুক্ত নির্বাচনের দাবীকে অমোঘ করিয়া তুলুন। সকলে মিলিয়া আওয়াজ তুলূন-

- কায়েদে আজমের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য যুক্ত নির্বাচন চাই।
- পাকিস্তানের সংহতি অটুট করার জন্য যুক্ত নির্বাচন চাই।
- সাম্প্রদায়িকত ভেদাভেদ দুর করার জন্য যুক্ত নির্বাচন চাই।
- গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্ত নির্বাচন চাই।
- পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের জন্য যুক্ত নির্বাচন চাই।

পূর্ব পাক আওয়ামী লীগের পক্ষে জনাব আব্দুল হাই কর্তৃক ৫৬ নং সিমসন রোড, ঢাকা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পাইওনিয়ার প্রেস, ঢাকা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আওয়ামী লীগ সরকার গঠন	পাকিস্তান অবজারভার	৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬

ATAUR RAHMAN CALLED TO FORM MINISTRY:

AW AMI'S AGREE TO ACCEPT:
CABINET NAMING TODAY

(By a Staff Reporter)

The Governor Mr. A.K. Fazlul Huq yesterday formally commissioned the leader of the opposition in the East Pakistan Assembly, Mr. Ataur Rahman Khan to form a Ministry in the province.

Mr. Khan when contacted last night said that he would accept the invitation to form a cabinet and would inform the Governor accordingly today.

The Governor's letter commissioning Mr. Khan to form a Ministry, it is learnt, was delivered to the latter soon after 5 p.m. when he was in the meeting of the Awami League Parliamentary Party.

The Awami League Parliamentary Party meeting which was being held, according to previous schedule from 4 p.m. it is learnt, discussed the question whether the party should accept office. There was some opinion in the party that they should not accept office at the present moment.

Moulana Bhashani who addressed the Parliamentary Party advised that unless there was assurance from the Centre that all the food which was required for meeting the deficit, irrespective of how much that might mean in terms of money, would be supplied, the party should not assume Governmental responsibility.

Both the Parliamentary Party and the Working Committee, which met immediately after, however, decided in favor of accepting office.

Mr. Ataur Rahman told pressmen last night that when he met the Governor today, he was likely to submit a list of names of those who wanted to include in his cabinet. Asked what the strength of the cabinet was likely to be he said that he could not yet give a definite idea.

It is, however, understood that the cabinet might consist of about eleven members.

According to present indications five ministers may come from the Awami League, two from the congress, one from the Ganatantri Dal, one from the U.P.P., one from the Scheduled Castes and one other.

There were faint rumours last night of some other parties seeking an alignment with the Awami League. No confirmation was, however, available of such a move.

Soon after Mr. Rahman would submit his list of proposed ministers to the Governor, President's rule will be lifted from the province to allow the formation of a Parliamentary Government.

Till last night, the leaders of all the opposition groups were closed at the Circuit House in Mr. Suhrawardy's room where matters related to the formation of a Ministry were discussed among those who took part in the discussions were Mr. Suhrawardy, Mr. Ataur Rahman, Mr. Basanta Kumar Das, Mr. Mahmud Ali, Mr. Sheikh Mujibur Rahman and others.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আওয়ামী লীগ সরকার মুখ্যমন্ত্রীর নীতি-নির্ধারণী বক্তৃতা	পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রচার বিভাগ	৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬।

আমাদের নীতি ও কার্যক্রম
পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী
জনাব আতাউর রহমান খানের
বেতার ভাষণ
(৭ই সেপ্টেম্বর-১৯৫৬)

গত ৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ঢাকা বেতার কেন্দ্র হইতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান এক বেতার বক্তৃতায় নূতন মন্ত্রী-সভার নীতি ও কর্মপরিকল্পনা বিশ্লেষণ করেন। তিনি সকল রাজবন্দীর মুক্তির ঘোষণা প্রচার করেন এবং বলেন যে, খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁহারা সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করিবেন। তাঁহার এই বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ নিম্নে বিবরণ দেওয়া গেল:-

ইতিমধ্যেই আপনার সম্ভবতঃ জানতে পেরেছেন যে কেবলমাত্র সাড়ে ছাবিবশ ঘন্টা আগে আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহন করেছি। সরকার গঠনের কাজ এখন পর্যন্ত সম্পূর্ন হয়নি। শীঘ্রই এ কাজ সম্পূর্ণ হবে। ইত্যবসরে আমি ও আমার অপর চারজন সহকর্মী যে সব সমস্যা শাসন-ব্যবস্থা ও জন-কল্যাণ প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে রেখেছে, সাহস ও সংকল্পের সাথে সেগুলির সমাধানের জন্য এগিয়ে যাব বলে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছি।

আর অধিক কিছু বলার পূর্বে আমার এবং আমার সহকর্মীদের প্রতি আন্তরিক সহানুভুতি প্রকাশের জন্য আমি দেশবাসী জনগনের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ! আমরা এ প্রদেশের ইতিহাসের একটি সঙ্কট মুহূর্তেই কার্যভার গ্রহণ করেছি। আমরা বেশ ভালরূপেই অবগত আছি যে, আমাদিগকে কতকগুলো ভয়াবহ সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যেই তা' করতে হবে। আমরা শুধুমাত্র ক্ষমতা ও গদি দখলের লোভে দায়িত্ব গ্রহণ করি নাই। উপরন্ত কর্তব্যের চরম আহবানেই তা করেছি। আমাদের কার্যতার গ্রহণ করার মাত্র একদিন আগে পুলিশের গুলী চালনার ফলে ঢাকা শহর এক ভীষণ গোলযোগের সম্মুখীন হয়েছিল। আমরা এই দুর্ঘটনার জন্য একটি বিচার-বিভাগীয় তদন্তের প্রস্তাব করেছি এবং সরকার নিহত ও আহতগণের উত্তরাধিকারীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও দেবেন।

খাদ্য সমস্যা

খাদ্য ব্যবস্থা ও শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্রমাবনতি গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গেই আমরা লক্ষ্য করছি। গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ বহু বৎসর যাবৎ যে অবহেলা সহ্য করে আসছে, তা প্রকৃতই অবর্ণীয়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সোজা ভাষায় বলতে গেলে হয় যে, প্রদেশ দুর্দশার শেষ সীমার গিয়ে পৌছেচে। যা হোক খাদ্য সংকট সব সমস্যাকে ছাড়িয়ে উঠেছে। আমি আপনাদিগকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, অগ্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে খাদ্যই সর্বোচ্ছ স্থান অধিকার করে আছে। কাজেই আমাদের প্রথম কাজই হচ্ছে সমগ্র খাদ্য সমস্যার পর্যালোচনা করা। এ সম্পর্কে আজ লাট-ভবনে প্রেসিডেন্ট মেজর-জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার সঙ্গে আমাদের একটি বৈঠক হয়ে

গেছে। এই সম্মেলনে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অংশ গ্রহণ করায় আমরা সৌভাগ্য বলেই মনে করি; কারণ, খাদ্য ব্যবস্থায় তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আপনারা সবিশেষ ওয়াকেবহাল আছেন। তীব্র খাদ্য সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানকল্পে খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি এবং খাদ্য ব্যবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য যে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি, তা এই:-

১. ইতিপূর্বে যে ১ কোটি ১০ লাখ মণ খাদ্য-শস্য আমদানীর আদেশ দেয়া হয়েছে, তা ছাড়াও প্রেসিডেন্টের মহানুভবতায় আরো ২৭ লাখ মন চাউল আমদানীর আদেশ দেওয়া হয়েছে।

২. পূর্ব পাকিস্তানের বন্দরগুলো ও রেল প্রান্তে যাতে খাদ্য বোঝাই জাহাজগুলো তাড়াতাড়ি পৌছতে পারে, তার জন্যে নতুন উপায় উদ্ভাবনকল্পে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ বছর অক্টোবর মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই ১ কোটি ৩৭ লাখ মণ চাউল আমদানী করতেই হবে।

৩. আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর জেলা ম্যাজিষ্ট্যাট ও জেলার কন্ট্রোলারদের এক সম্মেলন বসছে। এ সম্মেলনে খাদ্যবস্থা পর্যালোচনা করে তাদের স্বস্ব এলাকার প্রয়োজন নির্ণয় করা হবে- এতে করে খাদ্য-শস্যের দ্রুত বিলি ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা যাবে। এসব অফিসারদের বলা হয়েছে যেন তাঁরা তাঁদের মজুদ শস্যের পরিমাণ সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে কি পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন এবং গ্রামাঞ্চলে কিভাবে খাদ্য-শস্য তাড়াতাড়ি বিলি করা যায় তার প্রস্তাবসহ ঢাকায় আসেন।

৪. আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে, খাদ্য সমস্যার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার জন্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হবে। তাঁদের কাজ অধিকতর সহজ ও কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে এই সব অফিসারদের ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হবে, যাতে করে ঢাকার সদর দফতরের সঙ্গে পত্রালাপে বৃথা সময় নষ্ট না করে তারা সরাসরি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। খাদ্য সংক্রান্ত অপরাধে বিশেষ করে মওজুদকারী, চোরাচালানকারী, কালোবাজারী এবং মুনাফাখোরদের কঠোর শাস্তি বিধানের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হবে।

৫. এখনও ফুড কমিটি গঠিত হয়ে না থাকলে উহাদের আশু গঠনের আদেশ দেওয়া হবে। যেসব ফুড কমিটি ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়েছে, অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য সেগুলোকে পুনর্গঠন করা হবে।

৬. যেখানে লঙ্গরখানার প্রয়োজন হবে, সেখানে লঙ্গরখানা খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে।

দীর্ঘ বা স্বল্পমেয়াদী এর যে-কোন নীতিরই সাফল্য নির্ভর করে কর্মচারীদের দক্ষতা, কার্যক্ষমতা এবং উদ্ভাবনী শক্তির উপর। এজন্য আমরা শাসন ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করে সর্বপ্রকার দুর্নীতিমুক্ত করতে চাই। স্থায়ী কর্মচারীদের সততা এবং সাধুতা ফিরিয়ে আনতেই হবে। অসৎ এবং অকর্মণ্য কর্মচারীদের আমরা সরিয়ে দিতে চাই। সৎ কর্মক্ষম এবং মনোযোগী কর্মচারীদের জন্য অমনোযোগী এবং বেয়াড়া কর্মচারীদের জায়গা ছেড়ে দিতেই হবে। কর্মচারীরা হয় কাজ করবেন, না হয় কাজ ছেড়ে চলে যাবেন; কালগুণে জনসাধারণের অর্থ অপচয় করা চলবে না। আমাদের কর্মসূচী এবং পরিকল্পনা কার্যকরী করতে সরকারী কর্মচারীরা আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন পাবেন।

আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, যা কিছু আমরা করব, জনসাধারণের সেবাই হবে তার ভিত্তি, রাজনৈতিক সুবিধাবাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। দৈনন্দিন শাসনকার্যে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করব না। সাধু এবং দক্ষ কর্মচারীদের মনোবল রাখতে ও অটুট রাখতে ও যথাসম্ভব তাদের পুরস্কৃত করতে এবং অসাধু ও

অক্ষম কর্মচারীদের শাস্তি বিধান করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কর্ম দ্বারাই আমরা কর্মচারীদের যোগ্যতার বিচার করব।

রাজবন্দীদের মুক্তি

রাজনৈতিক বন্দীদের দুঃখ-কষ্টে দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিকের হৃদয়-মন ভারাক্রান্ত তাদের মুক্তির জন্য বরাবর দাবী করা হচ্ছে। তাদেরে মুক্তি আমাদের বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে ২১-দফা কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত করেছিলাম। জনসাধারণের ন্যস্ত বিশ্বাসের মর্যাদা ও আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা রক্ষার জন্য আমরা আজ সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির আদেশ দিয়েছি। রাজনৈতিক কর্মীদের উপর আরোপিত সমুদয় বাধা-নিষেধও আমরা তুলে দিয়েছি। রাজনৈতিক কর্মীদের উপর আরোপিত সমূদয় বাধা-নিষেধও আমরা তুলে নিয়েছি। নিরাপত্তা আইন বাতিলের জন্য যথাযথ আইন রচনা ব্যবস্থাও করা হবে।

দূর্নীতি দমন

আমাদের ওয়াদা অনুযায়ী দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের যাবতীয় অনাচার ও দুর্নীতি দূরীকরণের জন্য আমরা বাস্তব কর্মপন্থা অবলম্বন করব। সন্দেহজনক উপায় এবং জনগণের রক্তের বিনিময়ে যারা ধনসম্পদ অর্জন করেছে, তাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য একটি উচ্চক্ষমতাবিশিষ্ট অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হচ্ছে। এসব বিবেকহীন ভাগ্যন্বেষীদের অচিরে দমন করা প্রয়োজন এবং ওদের দমন করা হবে।

শিক্ষা সংস্কার

জনগণের প্রতি আমাদের ওয়াদা অনুযায়ী দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের ব্যবস্থাও আমরা করব। আজাদী লাভের পর দেশের সর্বস্তরেই অধোগতি দেখা গিয়েছে; কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রের মান হ্রাসের কোন তুলনাই হয় না। শিক্ষার মান ছাড়াও, শিক্ষার ব্যয় যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে সাধারণ সঙ্গতির লোকদের পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। আমরা মনে করি, নাগরিকদের যে শিক্ষা দেয়া হবে, তার উপরেই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। সুতরাং আমরা প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রতি মনোনিবেশ করতে চাই। অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের মতো শিক্ষাকেও আমরা জীবনের অন্যতম প্রধান প্রয়োজন বলে মনে করি। এই অনুভূতিতে অনুপ্রানিত হয়েই আমরা জনসাধারণের জন্য কম ব্যয়সাপেক্ষ ও উন্নত ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করার কাজে ব্রতী হব।

সংখ্যালঘুদের প্রতি আশ্বাস

আমি এখন দেশবাসীর এক অংশ সম্বন্ধে বলছি- যারা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু নামে পরিচিত কিন্তু তাঁদের আমরা দেশ ও জাতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই মনে করি। তাঁদের সেবায় আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা তাঁদের এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, সরকারী কাজে ও দেশের সেবায় তাঁরা কেবল সমান সুযোগ সুবিধাই পাবেন না; অধিকন্ত এমন এক পরিবেশ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যাতে তাঁরা মুসলমান ভাইদের মতই পূর্ণ নিরাপত্তার সংগে তাঁদের ধর্ম-বিশ্বাস পোষণ ও পালন করতে পারেন।

মোহাজের সমস্যা

এখন আমি আমার সেই সব দেশবাসী সম্বন্ধে দু-এক কথা বলছি যারা দুর্ভোগ্যবশতঃ আমাদের আজাদীর দশম বর্ষে ও'মোহাজের' নামে পরিচিত হচ্ছেন। তাঁরাই হচ্ছেন সেই সব নরনারী যাঁরা পাকিস্তান হাসেলের জন্য

সব কিছু কোরবান করেছেন। এটা আশা করা যাচ্ছিল তাঁরা বহু আগেই ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পুনর্বাসিত হবেন। তার পরিবর্তে তাঁদের বহু লোক ক্যাম্পে, মালগাড়ীতে, নোংরা ও জীর্ণ কুটিরে মানুষের অনুপযুক্ত অবস্থায় বাস করছেন। তাঁদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনই আমাদের সংকল্প । এতে করে তাঁরা জনসাধারণের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবেন। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে সন্মানজনকভাবে সুষ্ঠু এবং সাধারণ জীবনযাত্রার উদ্দেশ্যে তাঁদের জন্য সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করতেই হবে।

পর্যাপ্ত খাদ্য-শস্যের সরবরাহের বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এবং আমার সহকর্মীগণ খাদ্য সরবরাহ ও বন্টন ব্যবস্থার কার্যাবলী স্বচক্ষে দেখার জন্য মপস্বলে যাব। আমাদের বন্ধু-বান্ধব এবং শুভাকাংখীগণকে অনুরোধ করছি-যখন আমরা সফরে বের হই, তখন যেন তাঁরা আমাদের জন্য পার্টি, অভ্যর্থনা ও খানাপিনার বন্ধোবস্ত না করেন। আমরা বিশেষভাবে বুঝতে পারছি যে, যখন আমাদের জনসাধারণের এক বিরাট অংশ অর্ধানশন অবস্থায় রয়েছেন, তখন আমাদের জাঁকজমকপূর্ণ আতিথেয়তা গ্রহণ করবার অধিকার নেই।

আজকে আপনাদের নিকট থেকে বিদায় নেবার আগে আমি এটাই বলতে চাই যে, আমরা জনসাধারণের ইচ্ছার উপরেই সরকারী কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছি এবং আমরা যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণের আস্থাভাজন থাকবো, ততদিন পর্যন্ত আমরা সরকারী কার্য পরিচালনা করব। আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে, যে মুহূর্তে আমরা বুঝব যে, আমরা জনসাধারণের খেদমত করবার মত অবস্থায় নেই, তারপরে আর এক মূহূর্তে আমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকব না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্ত নির্বাচন বিল	পাকিস্তান গণপরিষদ	১০ ও ১১ই অক্টোবর, ১৯৫৬

Joint Electorate Bill in National Assembly in Pakistan
10th and 11th October, 1956.

Excerpts from the speech of Mr. H. S. Suhrawardy: Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the principle of electorate in elections to the National Assembly and Provincial Assemblies be taken into consideration."

It may appear strange to those who have not been able to adapt themselves to the change in political outlook resultant on the creation of Pakistan, that I, who was an advocate of the two-nation theory in undivided India, and whose contribution to the creation of Pakistan was perhaps not insignificant, and who believed in separate electorate in undivided India, should advocate joint electorate in Pakistan as a salutary constitutional principle. Undoubtedly separate electorate formed the cardinal creed of the Muslim of undivided India, and was strongly advocated with irrefutable logic by Sir Abdulla Suhrawardy in his minute of dissent to the Simon Report as early as 1918-19, but it was not based on the two-nation theory as such a theory advocated as late as 1940 in the political document known as the Lahore Resolution. Separate electorate was a device to secure proper representation in the Legislatures for the Muslim minority; it took something away from the majority population; it was certainly never meant to be a device to safeguard the interests of a majority population. Although the Lahore Resolution appeared to endorse the two-nation theory, it actually never did so; it threw it overboard when it visualized in the same Resolution that minorities would be left behind in the two countries of Pakistan and India. The two-nation theory carried to its logical conclusion would have connoted total exchange of population-the creation of a completely Hindu nation in India and the creation of a completely Muslim nation in Pakistan.

Of course, by a strange illogicality all the non-Muslim nations were lumped together as one Hindu nation. The two-nation theory was advanced by the Muslims as a justification for the partition of India and the creation of a State made up of geographically contiguous units where the Muslims were numerically in a majority. Once the State was created, the two-nation theory lost its force even for the Muslims. If it is still persisted in, it will logically lead to the partition of Pakistan and the creation of a State made up of contiguous areas where non-Muslims are. in a majority; a contingency from which every Pakistani must recoil with horror. The Muslims, who were a nationality in undivided India, are now citizens in their own country, Pakistan, in which every citizen, whatever may be his religion, is a member of the Pakistani nation. All of the Muslims and non-Muslims are Pakistanis first and last and we take pride and glory in our having achieved nationhood. There is, thus, a radical difference between the conception

of the Millat-i-Islam which transcends geographical boundaries, and the conception of a Pakistani nation or qaum which has boundaries and has a peculiar entity which differentiates it from other nations. Circumstances thus have changed, and so must our political outlook change with the establishment of Pakistan. Today we do not want to develop fissiparous tendencies within the country but must create one nation. I, therefore, avocate joint electorate because this will help in welding all the people together into one great Pakistani nation, in creating mutual confidence and co-operation in the service of the country and in destroying the seeds of suspicion, distrust and hatred between the citizens professing different religions. I want to help in the creation of a Pakistani nation. I want the citizens to have only one ideal, namely, service to Pakistan each according to his own religious convictions but all united to advance the stability, integrity and the glory of Pakistan and all dedicated to their motherland. Surely, this is an ideal worth struggling for a worth achieving.

It is said by some that joint electorate is contrary to the tenets of Islam and that if our National Assembly passes it, it will be doing something un-Islamic. Apart from the conviction which I hold, a conviction which is supported by all the Muslim countries of the world that- there are no injunctions regarding electorates in Islam and that it is wholly wrong to drag Islam into this controversy. I maintain that under our constitution, labeled as Islamic by those gentlemen who consider joint electorate to be un-Islamic, the final word as to what is Islamic or not rests with the State and its organ, the National Assembly.............

It is said that joint electorate is un-Islamic. Joint Electorate implies that Muslims and non-Muslims vote for a particular person. Are we not always doing that in our Legislatures? Have you not jointly voted for the President of the Islamic Republic of Pakistan? Do we not, Muslims and non-Muslims, vote jointly for every measure in our Legislature? Have we not voted jointly for your venerable self when we elected you as our speaker? How do these gentlemen, who consider that joint electorate is un-Islamic and a sin, remain members of a Legislature and vote with non-Muslims for individuals and for measures? Indeed the Members of this very National Assembly have been returned by a joint electorate, namely, the Provincial Legislatures composed of Muslims and non-Muslims. The argument that joint electorate is un-Islamic should hardly appeal to the members here who by their very association in the Legislature must be groveling in sin.

Then again, is Pakistan the only Muslim country in the world? Are there not other Muslim countries like Saudi Arabia, Egypt, Syria, Iran, Lebanon, Jordan and even Afghanistan where they declared law is the Shari at law, and is there separate electorate in any of these countries? In the days of colonialism, in the days of their subjugation one or two of them had separate electorate. This was a device to divide the people. No sooner did they attain independence than they had one electorate and made no difference between Muslims and non-Muslims. What will these countries think of the thesis that joint electorate is un-Islamic? What will those countries think of Pakistan and its divines? I leave the people to ponder.

Let us go nearer home. In East Pakistan members are returned by joint electorate to all the self-governing bodies, like Union Boards, District Boards, the Municipalities, the School Boards and so on. No one up till now has doubled the system un-Islamic or should it be said that it is only when it comes to electing representatives to a Legislature that the joint electorate becomes un-Islamic, but is absolutely Islamic in all other cases even in the election of our President.

In my opinion this problem must be viewed only from one angle, namely, what is in the interest of Pakistan? As I have pointed out, joint electorate will help to create one country and one nation and destroy all fissiparous tendencies. Separate electorate will keep alive the flame of difference based on religion, which will in their turn lead to differences in outlook and even discrimination between citizens and citizens. However, much we shall endeavor to avoid it. Separate electorate is unhealthy if we want to create a nation. It IS useful if we wish to divide. It is a powerful weapon for division. If we search Our hearts sincerely, we shall find that the present Muslim demand for separate electorate is based on deep suspicion and distrust and even hatred of the non-Muslim element. I know that the scars resultant on the partition has not yet healed. Generations will pass before they will heal, but the process of healing must begin, and, living as we must, side by side, with the realistic conviction that the transfer of population is impossible, that the migration of the 4.5 crores of Muslims in India may well result in Pakistan being swept into the sea, we have to accept the fact that Pakistan will remain a country inhabited by Muslims and non-Muslims all of whom must have equal rights and are entitled to be treated as equal citizens. This can only be produced by a feeling, that all are entitled equally to participate in the future of the country through the political institutions of a democratic state. I know that the protagonists of separate electorate will loudly deny that they have any such feeling of distrust, suspicion and hatred against non-Muslims but we cannot escape basic facts and the only way to prove that they entertain no such feeling is to accept joint electorate.

Those who support separate electorate declare that in the system of joint electorate, the Hindus will dominate over the Muslims, capture all the seats, corrupt the Muslims and so on. It is strange that this has been voiced in an area of Pakistan where there are not more than 2 percent Hindus. Strange that these people in West Pakistan, who know nothing at all about. East Pakistan, should try and impose on it this political panacea, and pose as its saviors, as if the Muslims of East Pakistan understand nothing. Do they not realize that it constitutes a slanderous condemnation of the Muslims of East Pakistan, where Hindus still dwell in significant numbers? Let me tell those who think in this manner that there is no such danger. Muslims of East Pakistan, who have not lost their faith in themselves and who basically, are true Muslims, know how to perform their duty to their country. Whether we have joint or separate electorate matters little in West Pakistan where the non Muslims are in such a negligible minority, but it does matter a lot in East Pakistan and the Muslims of East

Pakistan pray to be saved from those who consider them so contemptible that they will sell the interests of the country for the money of non-Muslims. In view of this it is hardly relevant to point out that the wealthy Hindus have migrated from this country, for I do not admit that the Muslims of East

Pakistan are in danger, but I point this out for the benefit of those who entertain such contemptuous ideas regarding their brother Muslims. Let me give you a few instances of joint electorate in action in East Pakistan to show how incorrect is the view of its so-called saviors.

In the district of Khulna, where the Hindus and Muslims are almost equally divided, and from wherein the Provincial Assembly which is based on separate electorate, there are 8 Muslims and 7 Hindus, there are in its District Boards of 30 Elected members, where there should have been on the same basis 16 Muslims and 14 Hindus, 28 Muslims and 2 Hindus. In the Faridpur District Board, where on the basis of separate electorate, there should have been 25 Muslims and 11 Hindus, 32 Muslims and 4 Hindus have been returned. In Dinajpur, where On the basis of electorate, based on population, there should have been 12 Muslims and 9 Hindus, 21 Muslims have been returned and no Hindu. These figures speak for themselves, and show that in a system of joint electorate Hindus have little chance of being returned unless they cooperate with the Muslims and identify themselves with them. Indeed, joint electorate if it does any harm at ail in the matters of representation will harm the Hindus. I deliberately use the words "in the matter of representation", for I think they will gain otherwise from the point of view of creating identity of interest and a sense of common endeavor in a common cause for a common country, which is so vital for a minority community, for its safety, for its dignity and for its future progress, more particularly if the majority community is willing and prepared to be just and to live with the minority community as equal partners and share with its hopes and its fears. It may, therefore, well be asked why, if the Hindus stand to loose so much in representations, do they advocate joint electorate. I have already given the answer but there are other answers as well. It is difficult for the Hindus, who, when they were citizens of undivided India, denied to the Muslims the right of separate electorate as a proper method or representation to claim that right for themselves now that they are in the position of a minority. Apart from this the Hindus find that in a system of separate electorate they will remain for all time a constitutional minority subject to a minority complex and at the whim of a majority complex. It is always to the interest of the minorities if there these complexes are removed and the idea of one nation takes its place and the term minority community loses significance. In the system of separate electorate, the Hindus will be entitled to such a large number of seats that they will always hold the balance of power between the contesting Muslim groups. It is a political and logical phenomenon that the minority community closes its ranks and stands solid as a group, while the majority community that wields power will always be divided. It is to the credit of the Hindus of East Pakistan that they realize that it will be fatal for their future if they place themselves in the position of being able to playoff one group against the other. Their position can become so dominant that they can place the smaller Muslim party in power by combining with it and oust the larger party. This while giving to the Hindus minority some temporary advantage will build up against it forces of distrust and the major Muslim group cannot but entertain unfriendly feelings towards it. It speaks greatly for the political insight of the Hindu community that they prefer to reap the benefits of trust and cooperation and one nationhood rather than scramble for representation on the basis of numbers. A time will come, I hope, when Muslims and non-Muslims will forget

the difference of religion in the service of the country, and we shall find ourselves working together, side by side and shoulder to shoulder, in all nooks and corners of the country, and through such work attain a common nationhood, and take our rightful place in representative institutions, in local bodies and in legislatures according to the service we render to our fellow creatures.

I beg the House, therefore, and the people outside the country to view this problem only from one angle, namely, the interest of Pakistan. It is so easy to mislead our people who are prepared to sacrifice everything in the way of Islam, to mislead them in the name of Islam. It is so easy to excite passion, so easy to kindle fires, so easy to destroy, so difficult to build, that I would beg of those who are utilizing this controversy, for the sake of opposition, not to fan the flames of fanaticism and bigotry and hatred but to pause and build Pakistan on the solid foundation of trust and unity between all the peoples inhabiting this beloved country of ours.

I commend my motion to the house..,

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্ত নির্বাচন প্রথা আইন পাশ	পাকিস্তান অবজারভার	১২ই অক্টোবর, ১৯৫৬

NATIONAL ASSEMBLY PASSES ELECTORATE BILL (48-19)
Unparalleled All-night Marathon Session.

BEST POSSIBLE SOLUTION: PM
(***By S.C.)***

After a more than 14-hour debate which commenced yesterday morning and concluded in the small hours of to-day the National Assembly passed the Bill providing for joint electorate in East Pakistan and separate electorate in the country's Western wing. The Electorate Bill was passed at 4 a. m. (East) by 48 votes to 19. But this was not before several divisions had been pressed by the opposition and lost including one by 48 votes to 20.

Animated debate marked the sessions proceedings and other points of interest included defection of one member from the republican party over the electorate issue, declaration of a member of the United Front that he believed in joint electorate regarding which he said his party had given him freedom of conscience and the ending-up speeches of Mr. Suhrawardy, Prime Minister and Mr. Chundrigar, leader of the Muslim League party.

Mr. Suhrawardy's concluding words while commending the bill for enactment were that it constituted under the circumstances the best possible solution and that it would bring the two wings of Pakistan closer together. This was also the best solution until such time as West Pakistan of its own volition changed its view point.

Earlier, he appealed to the opposition that if they wanted to save the people from bigotry and fanaticism, then they should have the guts to go and tell them that the question of electorate had nothing to do with religion.

Mr. Chundrigar marshalling the case for separate electorate said that he would submit that this system of voting was in the best interest of both Hindus and Muslims.

He also stated that equality of rights for the minorities had already been provided for in the constitution.

As regards the Government Party's contention that under a system of separate electorates 72 non-Muslims in East Pakistan had held the balance of power, he said that the particular method of voting could not be blamed for this but the Muslims themselves.

Yesterday afternoon Pir Ali Mohammad Rashidi of the Muslim League held out a threat that a movement for separate electorate would be launched to which Mr.

Suhrawardy interjecting replied that he would break this by a bigger movement based on annihilation of all suspicion and distrust.

In his vinding up speech, Mr. Suhrawardy said that he would like to join with Mr. Chundrigar in condemning the hooliganism that might have taken place here on October7. He hoped that leaders of all political parties will enjoin that there be no disturbance in political meetings.

Among those who participated in this session's debate also were Dr. Khan Saheb and Mian Iftekharuddin; the West Pakistan Chief Minister said that it was not possible for him, to understand why the issue of the electorates was worrying the members. But as Mian Saheb had told them they were worried because they did not represent the public.

Whether he believed in joint or separate electorate did not matter. The point was that representatives of West Pakistan had supported separate electorate and his party and himself had no right to go back on it without referring the matter to people.

In Pakistan, he said, will had always been imposed from the top and politics directed from drawing rooms. He would request all members of the House in clearing the country of fortune hunters but mere speeches would not do.

Referring to East Pakistan he said that they had voted for joint electorate and had every right to do it and also propagate their viewpoint but they should do it peacefully and violently.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মাওলানা ভাসানী কর্তৃক প্রকাশিত রাজনৈতিক বক্তব্যভিত্তিক লিপলেট	মাওলানা ভাসানী	১৩ই জানুয়ারী, ১৯৫৭

পূর্ব বাংলার গরীব চাষী, মজুর, ছাত্র, যুবক ও জনসাধারণের প্রতি-আমার আবেদন

ভাইসব,

এ দেশ শুধু মন্ত্রী, মেম্বার, সরকারী কর্মচারীদের নহে-এ দেশ অগণিত জনগণের দেশ। যাহারা এ দেশ পরিচালিত করেন, তাহারা শতকরা ৯৫ জন গরীব, কামার কুমার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর জনসাধারণের টাকা দিয়াই চলেন। এ দেশের সরকার জনগণেরই সরকার। তাই জনগণের স্বার্থ রক্ষাকল্পে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, চোরাকারবারি প্রভৃতি সকল রকম সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য ভয়ভীতি ত্যাগ করিয়া ঐক্যবদ্ধ হউন। পূর্ব বাংলার বাঁচার দাবী পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের দাবী এবং মহান ২১ দফার বাকী ১৪ দফা দাবী পূরণের জন্য বিচ্ছিন্ন জনশক্তিকে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

দেশের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের উপায় উদ্ভাবন এবং আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আমি আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে সপ্তাহব্যাপী সন্তোষ কাগমারীতে এক বিরাট সম্মেলন আহবান করিয়াছি। দল মত, জাতিধর্ম নির্বিশেষে উক্ত সম্মেলনে যোগদান করিয়া জনগণের দাবী আদায়ের আন্দোলন জোরদার করুন।

কর্মসূচী

৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী- পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভা।

৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে-কৃষি, শিল্প প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন। প্রদর্শনীর জন্য শ্রেষ্ঠ দ্রব্যসম্ভার আনয়নের এবং সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য শিল্পীগণকে অনুরোধ জানান যাইতেছে। থাকার ব্যবস্থা করা হইবে, বিছানা সঙ্গে আনিবেন।

জনগণের নগণ্য খাদেম
মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী
১৩-০১-৫৭

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- সম্মেলনের জন্য চাউল, পাতা, ডেকচী, কড়াই, গরু-বকরী যে যাহা দান করিতে চান সম্মেলনের পূর্বেই পৌছাইয়া দিবেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কাগমারী সম্মেলন সংক্রান্ত প্রচারপত্র	মাওলানা ভাসানী	৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭

কাগমারীর ডাক

- সারে চার কোটি বাঙ্গালীর বাঁচার দাবী আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ডাক।
- ঐতিহাসিক মহান ২১-দফা আদায়ের ডাক।
- চাষী, মজুর, কামার, কুমার, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী সকল শ্রেনীর মিলনের ডাক।
- সাম্রাজ্যবাদীর কবল হইতে এশিয়া আফ্রিকার মুক্তির ডাক।
- পূবর্ব বাংলার ৬০ হাজার গ্রামে আওয়ামী লীগকে সংগঠনের ডাক।
- ‘‘২১-দফার পূণ রূপায়ণের জন্য আমাদের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হইবে। ইহা সারা পাকিস্থানের সামাজিক ও আর্থিক পরাধীনতার হাত হইতে মুক্তির মহান সনদ, ইহা যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই।’’

--মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কাগমারী সম্মেলনে আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর উপস্তাপিত মওলানা ভাসানীর বক্তব্য	দৈনিক সংবাদ	৬ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি পাকিস্থানের জনগণের প্রকৃত মুক্ত ও শান্তির প্রস্তাব করিবে বিশ্বশান্তির পরিপন্থী যে-কোন প্রকার যুদ্ধজোট পরিত্যাগ ও যুদ্ধচুক্তি বাতিলের দাবী

(সংবাদের বিশেষ প্রতিনিধি)

কাগমারী (টাংগাইল), ৫ই ফেব্রুয়ারীঃ- মওলানা আবদূল হামিদ খান ভাসানী অদ্য সন্ধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, ‘‘আমি কোন প্রকার যুদ্ধাজোটে বিশ্বাস করিনা। বিশ্ব শান্তির পরিপন্থী যে-কোন প্রকার যুদ্ধজোট মানব সভ্যতা ও মুক্তির পথে বাধাস্বরূপ’’।

তিনি ঘোষণা করেন, ‘‘যত কঠিন বাধাই আসুক না কেন আমি পাকিস্তানের জনগণের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির জন্য সংগ্রাম করে যাব। কারণ আমি বিশ্বাস করি, এই শক্তিই পাকিস্তানের জনগণের প্রকৃত মুক্তি ও শান্তির পথ প্রশস্ত করিবে’’ ।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৬ সালের ২০শে মে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে সর্বপ্রকার যুদ্ধজোটের বিরোধিতা করা হইয়াছিল এবং বাগদাদ, সিয়াটো ইত্যাদি যুদ্ধ-চুক্তির বাতিল দাবি করা হইয়াছিল।

‘সংবাদ’ ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭

৭ই ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ কাউনন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানীঃ

দীর্ঘ নয় বৎসর ধরে ক্রমাগত সংগ্রাম করার পর এই সর্বপ্রথম আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে ও পূর্ণ পাকিস্তানে ক্ষমতা পেলো। এ-ক্ষমতা নিরংকুশ নয়, অন্যান্য পার্টির সহযোগিতা নিতে হয়েছে এ ক্ষমতা পেতে, তবু অনেকের মনে হতে পারে, আমরা বিরাট জয়লাভ করেছি, মন্ত্রীরা দেশ শাসন করুক, আমরা বাড়ীতে বিশ্রাম নেই।

যদি কারও ধারণা হয়ে থাকে তবে তা সম্পূর্ণ ভূল। এ ভূল যত শিগগির ভাংগে ততই মঙ্গল। আপনারা মুসলিম গীগের ইতিহাস বিস্মৃত হবেন না। একদা মুসলিম লীগ ছিল পাক-ভারতের মুসলমানের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান । পাকিস্তান কায়েম হবার পর তার ক্ষমতা ও মান-মর্যাদা আর ও বৃদ্ধি পায়। বস্তত ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে পাকিস্তান কায়েম হবার সময় পাকিস্তানে অন্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বই ছিল না। আমি নিজেত বটেই, আজ যারা এখানে সমবেত হয়েছেন তাদেরও অধিকাংশ মুসলিম লীগের সভ্য ছিলেন। জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস ছিল তখন মুসলিম লীগের উপর। পাকিস্তানকে শক্তিশালী, সুন্দর ও দূর্নীতি- কালোবাজারী প্রভৃতি সর্বপ্রকার কলুষ থেকে মুক্তি করার অপরিসীম আগ্রহ ও কর্মপন্থা সকল-

দেশের সকল শ্রেনীর জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু মাত্র ৯টি বৎসর না যেতেই আজ মুসলিম লীগ জনসাধারণের মন থেকে ধুয়ে মুছে গেল। এত বড় একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের এরূপ অবস্থা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বিগত সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের যে হার হয়েছে সে রূপ হার পৃথিবীর কোন দেশে কোন কালে কোন ক্ষমতাসীন দলের হয়নি।

কেন এমন হলো? কেন মুসলিম লীগের এমন শোচনীয় মৃত্যু হলো? আওয়ামী লীগ কর্তৃক কেন্দ্রে ও প্রদেশে আংশিক ক্ষমতা অধিকারের পর বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মনে রাখতে হবে যে, অতন্দ্র দুষ্টি এবং সর্বদা তীক্ষ্ণ প্রহরাধীন না রাখলে ক্ষমতা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু যত শিগগির ডেকে আনে তত শিগগির আর কিছুতে আনে না। বিরোধী দল হিসাবে দু'একটা ভূল করলে সর্বসাধারণ অনেক সময় ক্ষমা করে থাকে, কিন্তু ক্ষমতাসীন দল হিসাবে ভূল করলে সে ভূলের ক্ষমা নেই।

মুসলিম লীগ কি কি ভূল করেছিল তার একটি হিসাব নিলেই আমাদের পক্ষে সাবধান হওয়া সহজ হবে বলে নিম্নে আমার জ্ঞান বুদ্ধিমত মুসলিম লীগের ভূলগুলি একে একে বলছিঃ

প্রথমঃ ক্ষমতা তাদের মাথা গুলিয়ে দিয়েছিল। তার প্রমাণ পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি লোকের মতামত না নিয়ে মুসলিম লীগ করাচীতে রাজধানী নিয়ে গেল, উর্দূ রাষ্ট্রভাষা হবে বলে ঘোষণা করল এবং সর্বোপরি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থ ও চাকরি বন্টনে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে চললো।

দ্বিতীয়তঃ তারা ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজনীতিতে ধর্মকে টেনে আনলেন। নিছক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে যার জন্ম সেই মুসলিম লীগের দোষক্রটির ন্যায্য সমালোচনাকে তারা ইসলাম বিরোধিতা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করে জনমনে একটা ত্রাসের সঞ্চার করার প্রচেষ্টায় মত্ত হলো।

তৃতীয়তঃ মুসলিম লীগ নেতাদের অধিকাংশের ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের অনুশাসন রক্ষিত হওয়ার নামমাত্র চিহ্ন পরিলক্ষিত না হলেও তারা রাজনৈতিক সভাসমিতিকে প্রধানতঃ ধর্মমূলক ওয়াজ-নসিহতের জলসায় পরিণত করলেন ।

চতুর্থতঃ মুসলমানের আল্লাহ এক, ধর্ম এক, রসূল এবং এবং কেতাব এক-এই যুক্তিতে রাজনৈতিক দলও হবে এক বলে প্রচার চালালেন তারা। একই যুক্তিতে তারা বলে যেতে লাগলেন বিরোধী দল মাত্রই রাষ্ট্রদ্রোহী।

পঞ্চমতঃ মুসলিম লীগের কর্ণধারগণ পাকিস্তানকে তাদের ব্যক্তিগত জমিদারী মনে করে নিজেদের ব্যাংক ব্যালেন্স এবং সম্পত্তি ইত্যাদির জন্য রাষ্ট্রের ধন ও সম্পদ নির্লজ্জ লুণ্ঠনে মত্ত হলেন। লীগের উপরের স্তরের লোকগণ চরম দুর্নীতি, চোরাকারবারি এবং স্বজনপ্রীতিতে গা ভাসিয়ে দিলেন, এ অবস্থা যখন সরকারী কর্মচারীগণের কাছে ধরা পড়লো তখন তাদেরও অনেকে পাকিস্তান লুণ্ঠনের কার্যে অবতীর্ণ হলেন (গোলাম মুহম্মদের জামাতা হোসেন মালিক ফ্রান্স থেকে ওয়াগন কেনার নামে কেন্দ্রীয় সরকারের ৪৬লাখ টাকা ৭/৮ বৎসর ধরে ব্যাক্তিগত অহবিলভুক্ত করে রেখেছেন)। পাকিস্তান হবার পর মুসলিম লীগের নেতা, উপনেতা ও সরকারী কর্মচারীদের অনেকেই আংগুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন। তাদের সম্পত্তি কিভাবে অর্জিত হলো যদি তার তদন্ত কোন দিন হয় তবে পাকিস্তান লুণ্ঠনের যে চিত্র জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়বে, তা অতীতের সমস্ত রাজনৈতিক অসততা, দুর্নীতি, ফেরেববাজি ও চুরিচামারিকে হার মানাবে।

ষষ্ঠতঃ পাকিস্তানের মালিক হওয়ামাত্র মুসলিম লীগ নেতাগণ নিজেদের ক্ষমতা ও যোগ্যতার সীমারেখা ভূলে গেলেন। একথা অস্বীকার করা চলে না যে, পাক-ভারত উপমহাদেশে থেকে ক্ষমতাচ্যুত হবার পর মুসলমানদের সমাজ জীবন গোমরাহী ও মূর্খতায় নিমজ্জিত হয়। সেই গোমরাহী ও মূর্খতা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা

প্রচেষ্টা করতে থাকে মাত্র বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে। ভারতীয় মুসলমানদের সমাজ জীবনে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে থাকে মাত্র বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে। সে গড়া আজও শেষ হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে যদিও তা আজ অনেকটা সুদৃঢ়; কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তা আজও গড়েনি। মুসলিম লীগ নেতাগণ এই ঐতিহাসিক সত্য ভুলে গেলেন, তারা নিজেদের মনে করতে লাগলেন পরম ও চরম বিজ্ঞতার অধিকারী ও নির্ভুল। ফলে মূর্খতার সংগে অহমিকা বা ইংরেজীতে যাকে বলে এরোগেন্স, তার মিশ্রণ হলো। মূর্খ নিজের মূর্খতা স্বীকার করে কার্যে অবতীর্ণ হলে এবং অপরের গঠনমূলক উপদেশাদি গ্রহণে রাজী হলে তা তেমন দৃষ্টিকটু হয় না। কিন্তু মূর্খতা ও আত্মম্ভরিতার মিশ্রণ একেবারেই অসহ্য।

সপ্তমঃ মুসলিম লীগ অর্থনৈতিক রাজনীতি সংগে মিশিয়ে ফেললেন। রাজনীতিতে অনেক সময় জনগণের ভাবালুতা কাজে লাগাতে হয়। কিন্তু অর্থনীতি বর্তমানে জগতে বিজ্ঞানের একটি শাখা। সুতরাং ভাবালুতাভিত্তিক অর্থনীতি আধুনিক জগতে একেবারেই অচল। বাণিজ্যের মূল কথাই হলো লাভ-লোকসান। চরম শত্রুর সংগেও লাভ হলে ব্যবসা করতে হয়। কিন্তু লীগ কর্ণধাররা বাণিজ্যের মূলনীতি বিস্মৃত হয়ে ভারতের সংগে কায়কারবার প্রায় বন্ধ করে দিলেন। স্বাধীনতার পর ভারত পাকিস্তান থেকে ৪০ লাভ বেল পাট ও ১৫ লাখ বেল তুলা কিনত, কিন্তু আজ কেনে মাত্র দশ লাখ বেল পাট। ভারত পাট উৎপাদন বৃদ্ধি করল, আমরা অবলম্বন করলাম "পাট উৎপাদন কমাও নীতি"। মুসলিম লীগ সরকার চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের সংগে বাণিজ্যিক সম্পর্কে স্থাপনে বহুকাল ইতস্ততঃ করেছে। এখানেই শেষ নয়, দুনিয়ার সব দেশ যখন মুদ্রার মূল্যমান কমিয়ে দেয় তখন এই একাউন্টেট অর্থনীতি বিশারদরা পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্যমান পূর্ব হারেই রেখে দেন, কিন্তু এর থেকে যে লাভ হলো তার এতটুকুও দেশের জনসাধারণকে পাইয়ে দেবার কোন ব্যবস্থা করলেন না। এরা দেশের দুই অংশের মধ্যে স্বর্ণের দু'রকম মূল্য নির্ধারণ করে কার্যত পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বীকার করেও, নিজেদের স্বার্থোদ্ধার ও পূর্ব পাকিস্তানকে লণ্ঠনের জন্যে উভয় পাকিস্তানকে এক অর্থনীতির জোয়ালে আবদ্ধ করে লাঙ্গল ধরলেন। এই অশ্রুতপূর্ব মূর্খতার ফলে আজ পাকিস্তানী অর্থনীতি বিপর্যস্ত; জনসাধারণ আজ অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন, পূর্ব পাকিস্তান আজ ভিখারীর দেশে পরিণত: অপর যে-কোন সভ্য দেশে রাষ্ট্র পরিচালকগণের মধ্যে মূর্খতা ও আত্মম্ভরিতার এরূপ সমাবেশ হলে দেশের লোকের বিচারে তাদের গুরুতর শাস্তি হতো।

অষ্টমতঃ ইংরেজ আমলে মাথাভারি শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন করা দূরের কথা, মুসলীম লীগ তাকে পূর্বাপেক্ষাও মাথাভারি করতে প্রস্তত হলেন। যে দেশের মাথাপিছু বার্ষিক আয় এখন পর্যন্ত সম্ভবতঃ একশত টাকার উর্ধ্বে নয়, সেই দেশে বার্ষিক দু'তিন লাখ টাকা পর্যন্ত আয়ের পদ রাখার নজীর বর্তমান দুনিয়ায় নেই। গ্রেট বৃটেনের মত উন্নত দেশের প্রধানমন্ত্রীর বেতনের চাইতে বেশী এদেশের অনেকের মাসিক বেতন। পাকিস্তানের মত দরিদ্র দেশের বৈদেশিক দূতাবাস, ট্রেড কমিশন, ডেলিগেশন প্রভৃতির সংখ্যা কানাডা ও বৃটেনের মত উন্নত রাষ্ট্রের চাইতেও সম্ভবতঃ অনেক বেশী, অথচ অতি সহজেই একটি বৈদেশিক দূতাবাস থেকে অনেক ক্ষেত্রে একাধিক দেশে কাজ করতে পারে।

মোট কথা, মুসলিম লীগ মুখে ধর্মের জিগির এবং কার্যত দেশের জনসাধারণকে ইংরেজ আমল অপেক্ষাও দারিদ্র নিমজ্জিত করে দেশকে ভিক্ষুকের দেশে পরিণত করার যে অদম্য উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় মত্ত হলো, তার নজীর কোন ইতিহাসে নেই। তাদের এই প্রচেষ্টার ফলে দেশ আজ দৈনন্দিন খরচের জন্য পরমুখাপেক্ষী। বিদেশের অর্থ সাহায্য ছাড়া আজ পাকিস্তান অচল। এজন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়ার মত অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে দেশ।

বিরোধী দলের অস্তিত্ব রাষ্ট্রের জন্যে সরকারী দলের মতই সমান প্রয়োজন বলে মনে করতে হবে। বিরোধী দলের 'শির কুচল' দেওয়ার কল্পনা পরিত্যাগ করতে হবে। বিরোধী দলের কারও দেশপ্রেমে সন্দেহ প্রকাশ করার

নীতি বর্জন করতে হবে। মোট কথা, পূর্ণ পালামেন্টারী শাসন এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হবে আমাদের লক্ষ্যস্থল।

ইতিহাস সাক্ষী, কোন দেশের জনসাধারণ কোন কালেই ভুল করেনি। যারা বলেন যে, নিরক্ষরতা বা অজ্ঞতার জন্য জনসাধারণ ভুল করতে পারে, সুতরাং জনসাধারণের উপর পূর্ণ আস্থা রাখা যায় না, তাদের সংগে জনসাধারণের কোন পরিচয় কোন পরিচয় নেই। সমবেতভাবে জনসাধারণ যদি ভুলই করত, তবে তারা পাকিস্তান আনতে পারত না। পূর্ব বাংলার বিগত সাধারন নির্বাচনে জনতা যে অপূর্ব রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রমাণ দিয়েছে, তার তুলনা নেই।

এখন পর্যন্ত আমাদের অনেক কাজ বাকী। একুশ দফা ওয়াদার মূল দফা এবং আওয়ামী লীগ ম্যানিফেষ্টোরও প্রধান কথা হল পররাষ্ট্র, মুদ্রা এবং দেশরক্ষা বিভাগ ছাড়া আর সকল বিভাগের ভার প্রদেশকে দিতে হবে। কারণ যতদিন না পূর্ব পাকিস্তান তার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করার পূর্ণ ক্ষমতা পাচ্ছে, যতদিন না শিল্প ও বাণিজ্য, রেলওয়ে, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি বিভাগগুলির পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থানীয় সরকারের হাতে আসছে, যতদিন না পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক বিচারে দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইউনিট বলে স্বীকার করা হচ্ছে- ততদিন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সম্ভব নয়।

বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদ আর একটি ওয়াদা। সমস্ত মধ্যস্বত্বভোগীদের খেসারত দিতে হলে পূর্ব পাকিস্তানকে অন্ততঃ ৬০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপই দিতে হবে, টাকা দেওয়ার মতো ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নেই। যে টাকা জমিদার-তালুকদারকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেওয়ার ব্যবস্থা বর্তমান আইনে আছে, সে টাকা দ্বারা এদেশে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে কর্মক্ষম জমিদার-তালুকদারদের যোগ্যতামত নিয়োগ করা যেতে পারে। সংগত মনে হলে ঐ সকল শিল্পের কিছু শেয়ারও তাদের দেয়া যেতে পারে।

শিক্ষা-পূর্ব পাকিস্তানে ১৬% মাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার ওয়াদার আমরা আবদ্ধ। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ হাজার এখন ৩০-৩৫ হাজার; হাইস্কুল ও হাই-মাদ্রাসা মিলে ছিল প্রায় ২ হাজার, এখন কাগজেপত্রেই মাত্র ১৪ শত। মধ্যে ইংরেজী ও জুনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল প্রায় ২,৫০০ এখন নেই বললেই চলে। শিক্ষকের সমস্যা আরো গুরুতর- প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন সরকারী ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চেয়েও কম।

সামরিক বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রাধীন থাকবে আমরা বলেছি: কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সামরিক বিভাগের নিয়োগ থেকে পূর্ব পাকিস্তানী যুবকরা চিরকালের জন্য বঞ্চিত থাকবে। সামরিক বিভাগের ২ লক্ষ কর্মচারীর মধ্যে ৫% জনও পূর্ব পাকিস্তানী নয়। পাকিস্তান সরকার দেশরক্ষা খাতে বৎসরে রাজস্ব খাত থেকেই প্রায় সত্তর কোটি টাকা ব্যয় করেন, এছাড়া বৈদেশিক সাহায্য তো আছেই। এই টাকার পনেরো আনাই ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। অথচ দেশ রক্ষার অধিকার সকলের সমান। জাপান ও চীনাদের মত খর্বকায় ব্যক্তিরা যুদ্ধের উপযোগী হতে পারলে পূর্ব পাকিস্তানী যুবকরা সামরিক বিভাগের জন্য উপযোগী কেন হবে না তা বুঝে ওঠা কঠিন। আমরা সংখ্যাসাম্য মেনে নিয়েছি দেশের সকল ব্যাপারে সংখ্যাসাম্য ভোগ করব বলে- কেন্দ্রীয় সরকারের মোট খরচের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ থেকে বঞ্চিত হবার জন্যে নয়।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বর্গমাইলে প্রায় নয়শত লোক বাস করে; পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা এক শতেরও কম। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানে শত ইচ্ছা করলেও কৃষির খুব উন্নতি করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা হল পশ্চিম পাকিস্তানে যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং পূর্ব পাকিস্তানকে ব্যাপকভাবে শিল্পায়িত করা। কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করার কার্যে এ পর্যন্ত চরম অবহেলা প্রদর্শন করে আসছেন। পশ্চিম পাকিস্তানে তারা সমস্ত ভারী শিল্প কেন্দ্রীভূত করেছেন।

পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত এবং এখানকার ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির জন্য পূর্ব পাকিস্তানীদের কর্তৃত্বাধীন একটি বৃহদাকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রয়োজন। প্রাদেশিক সরকারের উদ্যোগেই এই শ্রেণীর একটি ব্যাংক অনতিবিলম্বে সহাপিত হওয়া দরকার।

পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবসারত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর সদর অফিস করাচীতে করে অনেক ব্যবসায়ী ইনকামট্যাক্স ফাঁকি দেবার সুযোগ পাচ্ছে। অপর দিকে পূর্ব বাংলার ছোটখাটো শিল্প ও ব্যবসায়ের মালিকগণ একতরফা ইনকামট্যাক্সের চাপে নিষ্পিষ্ট হয়ে অনেকে কারবার গুটাতে বাধ্য হচ্ছে। এরূপ অবস্থার প্রতিকার দরকার। যাতে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প গড়ে ওঠে তজ্জন্যে পূর্ব পাকিস্তানী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে হবে- প্রয়োজনমতো বিশেষ সুবিধাও দিতে হবে।

পাকিস্তানের গণতন্ত্রও পূর্ব পাকিস্তানের অনুকুল হ'ল না। ইহা সংশোধনের জন্য আওয়ামী লীগকে সক্রিয় হতে হবে।

আমলাদের বেতন ৪-৫ হাজার টাকা। এর প্রতিকারের জন্য আওয়ামী লীগকে আন্দোলন চালাতে হবে। এ আন্দোলন গণতন্ত্র কায়েমের আন্দোলন, শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের হাত থেকে জনগণের হাতে ক্ষমতা নেওয়ার আন্দোলন।

পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য- 'বিভেদ সৃষ্টি কর এবং শাসন কর'- শত শত বৎসরের এই সাম্রাজ্যবাদী নীতি এশিয়া, আফ্রিকার ব্যর্থ হউক- দুনিয়ার নিরবচ্ছিন্ন শান্তি স্থাপনের পক্ষে প্রবল জনমত গড়ে উঠুক।*

---

* ভাষণটিকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কাগমারী সম্মেলনে আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির বক্তব্য	দৈনিক সংবাদ	৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭

সময়ের উপর নির্‌ভর করিয়া বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের আবেদন
আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে জনাব সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে বত্তৃতা প্রসংগে প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী ''সময়ের উপর নির্ভর করিয়া বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের'' পক্ষে মত দেন। তিনি বলেন আমাদের কেন্দ্র হইতে পদত্যাগ করিতে বলা হইতেছে না। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, জনসাধারণের আমাদের উপর সামান্য হইলেও আস্থা রহিয়াছে। ১৯৫৫ সালে যে পররাষ্ট্রনীতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা অদ্যাবধি চলিতে পারে কিনা তাহা দেখিতে হইবে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আমাদের কেন্দ্রে একটি মাত্র পার্টির জন্যই পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ করিতে হয় না। সমগ্র দেশের জন্য তাহা করিতে হয়।

তিনি মওলানা সাহেবের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, আমার মনে হয় শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন আমরা পাইয়াছি। কিন্তু এমন কতকগুলি ব্যাপার যেমন বৈদেশিক সাহায্য, কেন্দ্রীয় অর্থ বন্টন বিষয়ে কেন্দ্রর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন রহিয়াছে।

জনাব সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের অত্যাবশকীয় সংহতি ও জনসাধারণের মৌলিক দেশপ্রেমের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

স্বায়ত্তশাসন

স্বায়ত্তশাসনের দাবী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এই দাবীর বাস্তব ভিত্তি নাই। কারণ স্বায়ত্তশাসন মোতাবেক এই দাবীর শতকরা ৯৮ ভাগই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। উপরক্ত কেবলমাত্র জাতীয় পরিষদে আইন পাস করিলে অবস্থার উন্নতি হইবে না। এই সম্পর্কে কাউন্সিলে তিনি উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিতে পূর্ব পাকিস্তানের আবশ্যকীয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের কমিটি গঠন করিতে বলেন এবং এই প্রসংগে তিনি বলেন যে পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্র হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য পাইতেছে। এই সম্পর্কে তিনি স্বতন্ত্র প্রবনতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, দাবী আদায়ের জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিতে হইবে।

পররাষ্ট্রনীতি

ইতিমধ্যেই ইহার (পররাষ্ট্রনীতি) সাফল্য প্রমাণিত হইয়াছে। পররাষ্ট্রনীতি কখনই স্থিতিশীল হইতে পারে না। তবে পরিবর্তিত অবস্থার সহিত ইহাকে অবশ্যই সমন্বয় সাধন করিয়া চলিতে হইবে। পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণকালে অবশ্যই যথাথ সময়ের কথাও বিবেচনা করিতে হইবে এবং পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ইহা ফলদায়ক হইয়াছে।

মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা প্রসংগে- মওলানা ভাসানী সামরিক জোটের বিরোধী হইলেও দেশের জনসাধারণের উন্নতি বিধানের জন্যে তিনি অর্থনৈতিক সাহায্য গ্রহণের বিরোধী নহেন।

পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আমার সহিত তাহাদের পার্থক্য আমার প্রতি চ্যালেঞ্জস্বরূপ। আমি তাহাদের রাজী করানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।*

---

* ভাষণটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কাগমারী সম্মেলন সম্পর্কে মুসলিম লীগ সমর্থক 'দৈনিক আজাদ'- এর সম্পাদকীয় মন্তব্য	দৈনিক 'আজাদ'	১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭

কাগমারী সম্মেলন

সম্প্রতি মোমেনশাহীর কাগমারীতে আওয়মী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন হইয়া গেল। তার সাথে একটা তথাকথিত 'সাংস্কৃতিক' সম্মেলনের অধিবেশনও হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। 'তথাকথিত' বলিয়া অভিহিত করিলাম এই জন্য যে, পাক-বাংলার সাহিত্য তমুদ্দন লইয়া যাঁরা চর্চা করিয়া থাকেন তাঁদের অধিকাংশই এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন নাই। কারণ তাহাদিগকে যোগদানের আহবানই জানানো হয় নাই। যে কিছুসংখ্যক সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবী এ-সম্মেলনে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁদের আবার বেশীর ভাগই ছিলেন এক বিশেষ দল ও মতের ধারক ও বাহক। কাজেই এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনকে কিছুতেই পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিনিধিমূলক বলা চলে না।

পাক-বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি যত উপেক্ষা দেখানো হোক না কেন, ভারতীয় বাংলায় সাহিত্যসেবীদের প্রতি সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়া পুলকিত হইতে হয়। মনে হয় সম্ভব হইলে ভারতীয় বাংলা উজাড় করিয়া সাহিত্যিকদিগের কাগমারী লইয়া আসিতেও তাঁদের দ্বিধা ছিল না। কিন্তু তা তো সম্ভব ছিল না, তাই গুটি কয়েকজনকে আনিয়াই দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে হইয়াছে।

যাহা হোক ''সাংস্কৃতিক'' সম্মেলন সম্পর্কে আমরা অন্যদিন আলোচনা করিব। আজ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সম্পর্কেই আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। অবশ্য এই আওয়ামী কাউন্সিলে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সেইসব প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বা সময়োপযোগিতা সম্পর্কে আমরা কিছু বলিতে চাই না। আমরা শুধু এই অধিবেশনের কার্যক্রমের ভিতর দিয়া যে সুর ফুটিয়াছে সে সম্পর্কে কিছু বলিতে বাধ্য হইতেছি এই কারণে যে, এই সুরটি বড় ভয়ানক- ইহাতে পাকিস্তানের অশুভ পরিনামের ইংগিতই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সম্মেলনে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তনের যে মারাত্মক চেষ্টা করা হইয়াছিল সুখের বিষয়, প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দীর হস্তক্ষেপে এবং তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। যারা এই অপচেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্য করিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দী সুস্পষ্ট ভাষা ঘোষণা করেনঃ ''দেশের বৃহত্তম স্বার্থে, সময় ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া পররাষ্ট্র নীতি পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে। কূটনীতির উপরই পররাষ্ট্রনীতি নির্ভর করে। এই কারণেই পররাষ্ট্রনীতির নির্ভর করে। এই কারণেই পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ১৯৫০ সালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বছরের পর বছর ধরিয়া আকড়াইয়া থাকিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। এই বিশ্বাসে বলীয়ান হইয়া পররাষ্ট্র বিষয়ক ব্যাপারে বর্তমান সরকার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, হাতে হাতে তার ফল পাওয়া গিয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান আজ যথেষ্ট গুরুত্ব ও মর্যাদা অর্জন করিয়াছে।''

বলাবাহুল্য, জনাব সোহরাওয়ার্দীর এই ঘোষণায় প্রতিবাদীদের সমস্ত চেষ্টা ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহার সমর্থনে আট শতাধিক কাউন্সিলারের করতালিতে অধিবেশন কক্ষ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু তুব এই অপচেষ্টাকারীরা দমিয়া গিয়াছিলেন কি? মনে তো হয় না। ''ষ্টেটসম্যানের'' রিপোর্ট যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ইহারা আবার মাথা জাগাইয়াছিলেন এবং তাঁদের অপচেষ্টার সমর্থনে একটি প্রস্তাবও পাস করাইয়া লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এ কথা সত্য হইয়া থাকিলে এবং এ প্রস্তাব কার্যকরী করার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে আওয়ামী লীগে ভাঙন রোধ করা কঠিন হইয়া পড়িবে বলিয়া মনে করার কারণ আছে।

আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গবেষণা করা অবশ্য আমাদের কাজ নয়, এই ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে যাঁরা পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি বদলাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাঁরা পাকিস্তানকে কোথায় লইয়া যাইতে চান? পররাষ্ট্রনীতিতে নিরপেক্ষতা মানে বন্ধুহীনতা, শুধু তাই নয়, জনাব সোহরাওয়ার্দীর ভাষায় 'ব্ল্যাকমেলিং'। এই বাদুড়নীতি আজ ভারতকে বন্ধুহীন করিয়াছে, কাশ্মীর প্রশ্নের আজ একজনও তার সমর্থক নাই। এসব দেখিবার পরও তারা পাকিস্তানকে ভারতের অনুসরণ করিতে বলিতেছেন কোন সদুদ্দেশ্যে? কাশ্মীর সমস্যার সুসমাধান যতদিন না হইতেছে, ততদিন প্রতিবেশী হইলেও, ভারতকে পাকিস্তান বন্ধরাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃতি দিতে পারে না। কাজেই এই সময় পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ভারতের বাদুড়নীতির অনুকরণ করিতে যারা বলেন, পাকিস্তানের মঙ্গল তাদের কতটুকু কাম্য?

তাছাড়া মওলানা ভাসানীর ভাষণে এমন কতকগুলি উক্তি আছে, যাতে সত্যভাবে পাকিস্তানী মাত্রই শঙ্কিত না হইয়া পারেন না। মোছলেম লীগের নিন্দায় মওলানা ভাসানী তার ভাষণে একেবারে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। তা হোন, কিন্তু বেসামল হইয়া তিনি এমন কথাও বলিয়া ফেলিয়াছেনঃ "প্রাক- স্বাধীনতা যুগেরও মোছলেম লীগের কোন অস্তিবাচক জীবনদর্শন ছিল না। প্রধানতঃ বিদ্বেষকে অবলম্বন করে সেদিন আমাদের রাজনীতি পরিচালিত হয়েছে। জীঘাংসার নিবৃত্তি হলে আমরা কি গড়ে তুলব সেদিন একথা আমাদের কোন নেতা চিন্তা করেননি এবং চিন্তা করেননি বলেই পাকিস্তানে আজ পর্যন্ত সত্যকার গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল না।"

উপরোক্ত উক্তির সোজা অর্থ এই দাঁড়ায় যে কায়েদে আজমের নেতৃত্বে যে পাকিস্তান আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল তাহা ছিল নিতান্তই নেতিবাচক হট্রগোল মাত্র, জীবনদর্শন বলিয়া কেন গঠনমুলক ব্যাপার তাতে ছিল না, আর বিদ্বেয় ছিল এই হট্রগোলের ভিত্তি। এবং মার-কাটের ভিতর দিয়া পাকিস্তান আসিয়াছে বলিয়াই পাকিস্তানে এখন পর্যন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল না।

পাকিস্তান আন্দোলন এবং সে আন্দোলনের নেতা কায়েদে আজম সম্পর্কে ভারতীয় কংগ্রেসীরা অনেক কুকথা বলিয়াছেন বটে কিন্তু এমন কথা তারাও বলিতে পারেন নাই। কায়েদে আজমের মোছলেম আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দাবী, মওলানা ভাসানীর মতে ছিল নেতিবাচক কথামাত্র। কায়েদের আজম চাহিয়াছিলেন বড়- ছোটর ভেদাভেদ ঘুচাইয়া শোষণহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিতে। তাঁর এ উক্তিও তাহা হইলে জীবনদর্শনহীন বাজে কথামাত্র। বস্ততঃ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা সম্পর্কে এমন প্রশস্তি (!) আর কোন দেশে কখনো উচ্চারিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। পাকিস্তানের উৎপত্তি সম্পর্কে এমন ন্যক্কারজনক ঘৃণ্য উক্তি শুনিবার দুর্ভাগ্য আমাদের হইবে এরূপ কল্পনাও আমাদের ছিল না। পাকিস্তান সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করেন বলিয়াই কি মওলানা ভাসানী ইহাকে আজ রসাতলে লইয়া যাইবার মতলব আঁটিয়াছেন?

তাঁর এই মতলব ধরা পড়িয়াছে তাঁর আর একটি উক্তিতে। তিনি বলিয়াছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের শোষণ যদি বন্ধ না হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে, যখন পূর্ব পাকিস্তান হয়ত পশ্চিম পাকিস্তানকে জানাইবে 'আসসালামো আলায়কুম'। অর্থাৎ পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হইয়া যাইবে। পাকিস্তান সম্পর্কে কোন পাকিস্তানীর মুখে পাকিস্তান বিচ্ছেদের মারাত্মক কথা যে এমন হালকাভাবে উচ্চারিত হইতে পারে, ইহা কে কবে ভাবিতে পারিয়াছিল? এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারেন মাত্র তাঁরাই, যাঁরা পাকিস্তানের সংহতির কোন গুরুত্বই উপলব্ধি করিতে পারেন না। পাকিস্তানের উভয় অংশ যদি খোদা না করুন, পৃথক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব থাকিবে কি? আর থাকিলেও বিশ্ব রাজনীতিতে তার কোন গুরুত্ব থাকিবে কি? পশ্চিম পাকিস্তান-বিদ্বেষে এমন কথা কোন পাকিস্তানী উচ্চারণ করিলে তাতে তার পূর্ব পাকিস্তান নীতি হয়ত প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের প্রতি ইহা রাষ্ট্রদ্রোহকর উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া মওলানা ভাসানীর দলই যখন বর্তমানে রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধার তখন এমন উক্তির মাত্র একটি অর্থই হইতে পারে, এবং তা হইতেছেঃ যিনি এমন উক্তি করেন, পাকিস্তান হিসাবে এই রাষ্ট্রের টিকিয়া থাকা তাঁর কাম্য নয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভাসানীর রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বক্তব্যভিত্তিক লিফলেট	মাওলানা ভাসানী	২৬শে মার্চ, ১৯৫৭

আওয়ামী লীগ কর্মী ও দেশবাসীর প্রতি আবেদন

ভাইসব,

উভয় পাকিস্তানের সংহতি ও মিলন নির্ভর করে একমাত্র আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দানের উপর।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ব্যতীত সারে চার কোটি বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজ জীবনের মুক্তি অসম্ভব।

আওয়ামী লীগের মাধ্যমে নোও-জওয়ান, ছাত্র, চাষী, মজুর, শিল্পী, ব্যবসায়ী ও শিক্ষক সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে ২১ দফার অন্যতম দফা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন শুরু করুন।

গদীর মোহে মুসলিম লীগের সহিত হাতে মিলাইয়া যাহারা সাড়ে ৪ কোটি বাঙ্গালীকে চিরকালের জন্য কৃতদাস বানাইতে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী বিসর্জন দিয়া পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র পাস করিয়াছিল, তাহারাই পুনরায় সাম্রাজ্যবাদীর ও কোটিপতি শোষকদের সহিত হাত মিলাইয়া বর্তমানে আমারও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বিবৃতি, পোষ্টার, বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া সারাদেশময় মিথ্যা প্রচার শুরু করিয়াছে। এই সব কুচক্রীদের দেশবাসী ভাল করিয়াই চিনে। তাহারাই গত নয় বৎসর ধরিয়া পূবর্ব পাক তথা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামোকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে।

কিন্তু রাখে আল্লা মারে কে? মিথ্যা প্রচারে কর্ণপাত না করিয়া ২১ দফা দাবী আদায়ের জন্য সারা দেশময় আন্দোলন করুন।

পাকিস্তানের রাজধানী করচী হইতে স্থানান্তরিত করা হইল, পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন অধিবাসীর দাবী পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করিতে হইবে। ইতি-

আরজ গুজার-

মঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব গৃহীত	পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভা	১লা ও ৩রা এপ্রিল, ১৯৫৭

Mr. Mohiuddin Ahmed (3rd April, 1957) : Sir, I beg to move that this Assembly is of opinion that Government of East Pakistan should represent to the government of Pakistan for taking suitable steps for providing full Regional Autonomy for East Pakistan leaving the following subjects only to be the concern of the Centre :

(1) Currency,

(2) Foreign Affairs, and

(3) Defense.

Mr. Syed Quamrul Ahsan: I beg to move the amendment of which notice has already been given.

This Assembly is of opinion that the Government of East Pakistan should represent to the Government of Pakistan the necessity of making regional autonomy as envisaged in the Constitution a reality.

Mr. A. K. Rafiqul Hossain : Sir, I beg to move by way of amendment that form the words "Full up to (3) Defense" in the resolution moved by Mr. Mohiuddin Ahmed be omitted and the following be substituted :-

"autonomy to the Provinces with a view to better and more effective administration considering the geographical peculiarly between the two regions of Pakistan and for setting up an independent commission consisting of Federal and High Court Judges to determine the extent of autonomy necessary for the purpose so that the solidarity and integrity of Pakistan cannot be at jeopardy."

Mr. Mohiuddin Ahmed : মিষ্টার স্পীকার, স্যার আমি এখানে যে প্রস্তাবটা উত্থাপন করেছি তার জন্য আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। তার কারণ গত ১৯৫৪ সালে যে নিবর্বাচন হয়ে গিয়েছে এবং যার মারফৎ একটা প্রতিক্রিয়াশীল যুগের অবসান ঘটিয়ে নবযুগের সূচনা করেছিলাম সেই যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার ভিতর সবর্বশ্রেষ্ঠ যে দফা ছিল সেটা হল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।.... এটা পূবর্ব পাকিস্তানের জনগণের একমাত্র দাবী নয়, এটা সমস্ত পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তির দাবী। মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে পূবর্ব পাকিস্তানের এই দাবীকে বানচাল করার জন্য বহু রকমের ষড়যন্ত্র, বহু রকমের প্রচার বিভিন্ন দিক থেকে হচ্ছে। আমরা জানি গত ৯/১০ বৎসর পর্য্যন্ত পূবর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বের নামে পূবর্ব পাকিস্তানকে গুটি কয়েক একচেটিয়া মুনাফাখোরের হাতে লুণ্ঠনের ক্ষেত্র হিসাবে তুলে দিয়েছিল এবং আজকে পূবর্ব পাকিস্তানকে লুণ্ঠন করার অবসর ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য কতিপয় লোক দেশের ভিতর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। তারা বলছে পূবর্ব পাকিস্তানের এই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অর্থ হচ্ছে পাকিস্তান থেকে পূবর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা। এ কথা নূতন কথা নয়। এ কথা আমরা স্বাধীন হওয়ার পরে মুসলিম লীগ যখন ক্ষমতায় আসে তখন থেকেই শুনে আসছি। আমরা গত নিবর্বাচনে যখন যুক্তফ্রন্ট মারফৎ পরিষদে প্রতিযোগিতা করেছিলাম তখন আমাদের বিরুদ্ধে কতিপয় লোক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রচার করেছিল

যে যুক্তফ্রন্টের অর্থ যুক্ত বাংলা। এই রকম প্রচার আমাদের বিরুদ্ধে এই জন্যই করেছিল যে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার করে যদি জনসাধারণের মনে অশান্তি, সন্দেহ এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে তাহলে সেই যুক্তফ্রন্টের ফাঁকে এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলেরা আবার ক্ষমতাসীন হতে পারবে।

স্যার, আমি মনে করি যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী একটি যুক্তি সঙ্গত দাবী এটা পাকিস্তানের প্রত্যেক অঙ্গকে শক্তিশালী করবে। যদি একটা মানুষের একটা হাত বা একটা পা শুকিয়ে যায় তা'হলে তাকে একজন স্বাস্থ্যবান লোক বলা চলে না। পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশী জনসংখ্যা এই পূবর্ব পাকিস্তানে। আমাদের পূবর্ব পাকিস্তান সোনার দেশ। এখানকার মাঠে ফসল ফলে। মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করত। সেই পূবর্ব পাকিস্তান আজ ধ্বংসের পথে। পূবর্ব পাকিস্তানের আজ ডুর্ভিক্ষ এবং মহামারী সৃষ্টি হয়েছে। এদেশের লোকের আজ সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। এরা আজ সামান্যতম মুক্তির পথ খুঁজে পেতে চায়। আজকে পূবর্ব পাকিস্তানের মানুষকে না খাইয়ে শুকিয়ে মেরে যারা পাকিস্তানের মুক্তি কামনা করে তারা পাকিস্তানের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই কামনা করে না। আজ পূর্ব পাকিস্তানের ৪ কোটি ২১ লক্ষ লোক যদি তাদের শিল্প, বাণিজ্য এবং চাষাবাদের সম্পূর্ণ মুক্তি পায় তাহলে এখানে এক একটা সুখী সমৃদ্ধিশালী পরিবার গড়ে উঠবে এবং সেই সমস্ত পরিবার হবে পাকিস্তানের একটা অখন্ড শক্তি। অন্যদিকে কথা হচ্ছে যে পাকিস্তানের একটা অঙ্গকে যদি ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়, ডুবর্বল করে রাখা হয়, নানা রকম অত্যাচারের মধ্যে রাখা হয়। তাহলে সেটা নিশ্চয়ই শুভ লক্ষণ নয়। আজকে সমগ্র পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্যই এই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হচ্ছে। এটা কেবল পূবর্ব পাকিস্তানের বিষয়ই নয়। পশ্চিম পাকিস্তানে দেখা গিয়াছে যে অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা জনগণের বুকের উপর চেপে আছে। এক ইউনিট করে সেখানকার প্রত্যেকটি প্রদেশের সত্তা বিলুপ্ত করে দেবার যে ষড়যন্ত্র চলছে তার বিরুদ্ধে সেখানে আজ ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়েছে। আজকে আমাদের এই আন্দোলন শুধু পূবর্ব পাকিস্তানের আন্দোলন নয়, এ আন্দোলন সমগ্র পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তির আন্দোলন। এ আন্দোলনের বিরোধিতা করার ক্ষমতা কারো নাই।.... আমার প্রস্তাবের উপর সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন আমার বন্ধু জনাব কামরুল আহছান সাহেব। যাঁরা শাসনতন্ত্র পাস করেছেন জনাব কামরুল আহছান সাহেব তাঁদের মধ্যে একজন। শাসনতন্ত্রে কি দেওয়া হয়েছে, মিষ্টার স্পীকার স্যার, আপনি তা জানেন। আপনি একজন বিশেষ আইনজ্ঞ ব্যক্তি। আমি শাসনতন্ত্র পড়েছি, তাতে দেখেছি কতকগুলো অপদার্থ ক্ষমতা পূবর্ব পাকিস্তানের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই শাসনতন্ত্র প্রণেতাদের মধ্যে জনাব কামরুল আহছান সাহেবও একজন ছিলেন। আজকে তাঁরা সেগুলো আমাদের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করছেন। আমি আশা করি এত আলোচনার পর, এত বক্তৃতার পর জনাব আহছান সাহেব তাঁল সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার করবেন।

Mr. Khandaker Mushtaque Ahmed: আপনারা একেবারে স্বাধীন হতে চান?

Mr. Mohiddin Ahmad: মিষ্টার স্পীকার স্যার, জনাব রফিকুল হাসান সাহেব যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন আমি তার প্রতিবাদ করছি। আমরা সবাই যুক্তফ্রন্টের টিকেটে নিবর্বাচিত হয়ে এসেছি। আমরা জনগণের কাছে ওয়াদা করে এসেছি। আমি আশা করি আমার বন্ধু জনাব রফিকুল হাসান তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার করবেন।.........................

Mr. Muzaffar Ahmed: Sir, it was not the only demand of our leader Maulana Bhasani as regards the form of address "Assalamo-Alaikum". Our resolution on regional autonomy is in accordance with the 19th point of the 21-point programme on the basis of which the last general election was faught and to which the various components of the then United Front Party, namely, the Awami League. Krishak Sramik Party, Nizame Islam Party, Ganatantri Dal. are committed. The Muslim League is also committed to this by their Lahore Resolution of 1940 where in it is clearly laid down that the units of

Pakistan are to be autonomous and sovereign. Today this resolution of demand for regional autonomy is not a demand of our Leader Maulana Bhasani alone or any particular party. This is a national demand; this is a demand of 42 million people of East Pakistan. The demand for regional autonomy is based on facts, reasons and history; and it is not an outburst of sentiments and emotions nor is it neither a vote-catching slogan nor an outcome of frustration and disappointment. It means complete freedom of the regions in internal affairs from the control of the Central Government in spheres other than Defense, Foreign Affairs and Currency. The demand for regional autonomy is not undemocratic. It is democratic because at least 56 per cent of the total population of East Pakistan demands it. It is geographically inescapable because the two wings of Pakistan are based on two different economies. It is politically sound. There can be 'union without unity' and unity cannot be achieved through coercion, threat or force. There is no necessity of unity so long as there can be "union without unity'. History confirms it; because Political History is replete with such instances...

After August, 1947 political independence we have achieved no doubt, but economic liberation is yet to be achieved. Containing 56 per cent of the population of Pakistan, East Pakistan has all through these 10 years been smarting under numerous grievances relating to uphold their national rights. East Pakistan has suffered under the discriminatory treatment met out to her economic filed.

Mr. Speaker, Sir, the improvement of the lot of our backward and poverty-striken people will not be possible without regional autonomy. The real solution of the food problem of the country which is suffering from permanent deficiency lies either in the import of foodstuffs from foreign countries or in the increase of yield per acre by the application of scientific appliances. How can we import foodstuffs and scientific appliances from other countries without exporting goods to those countries? Export of a country pays for its import. East Pakistan has nothing today to be called industrial or manufactured goods to export and thereby to earn foreign earnings. The little foreign earnings that she has every year by exporting jute that also she is deprived of. Our agriculture has been very much neglected...

You know, vSir, in the field of industrial development, tariff laws play a great part and East Pakistan has got no control over it. Another important factor is freight charges which again arc under the control of the Central Government. In the name of currency and foreign exchange is controlled by the Central Government and the step-motherly treatment of the Central Government is well known to all of us. The Central Government also on account of its economic subordination to some foreign countries and signing the various military pacts labors under serious handicaps in the field of industrial development.

Mr. Speaker, Sir, in the field of our agriculture, industry, commerce, internal transport, education and health, no development can be conceived of by a Government silting 1,400 miles off at Karachi. In the present pattern of our State, it is regional autonomy and regional autonomy alone that can guarantee an all round development of this wing of Pakistan ...

Mr. Ashabuddin Ahmed : স্যার, স্বায়ত্তশাসনের দাবীর উপরেই পাকিস্তানের ভিত্তি। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবেও স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছে। তাই এখন স্বায়ত্তশাসনের দাবীর বিরোধী করা লাহোর প্রস্তাব ও পাকিস্তানেরই বিরোধিতা করা হবে। আমার আর একটা কথা হ'ল স্যার যে, মুসলিম লীগের পতন হ'ত না- চরম ব্যর্থতায় মুসলিম লীগ শাসন পর্যবসিত হ'ত না যদি পাকিস্তান লাভের পর তারা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য সংগ্রাম করতেন এবং সচেষ্ট হতেন। তা না করে প্রদেশের হাতে বিভিন্ন কর আদায়ের যে ক্ষমতা ছিল সেগুলিও কেন্দ্রের হাতে তাঁরা তুলে দিলেন। যে পরিমাণ ক্ষমতা তাঁরা কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন সে পরিমাণ ক্ষমতা আমাদের এ প্রদেশ হারিয়েছে। তার ফলে হয়েছে দেশবাসী তাদের ক্ষমা করেননি- তাদের ক্ষমতাচ্যুত করেছে। ২১ দফা জাতির মহাসনদ। এই সনদে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব, জনাব এ, কে, ফজলুল হক সাহেব ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাহেব স্বাক্ষর করেছিলেন। সে সনদেও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী করা হয়েছিল। (**ঠেড়রপব:** মওলানা আতাহার আলী সাহেবও সে ২১-দফা সনদে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন)। আমি মনে করি যে আমাদের ২১-দফা যে সমস্ত বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছিল তার মধ্যে ১৯নং দফায় যে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী আছে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই দাবী আদায় করতে না পারলে আমাদের অন্যান্য দাবী পূরণ করা সম্ভব হবে না। আমি একথা বলতে পারি যে যদি এই ১৯নং দফর পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী আদায় করতে না পারি তাহলে আজকে এই আইন পরিষদে যারা সদস্য হয়ে এসেছে জনসাধারণ তাদের দফা রফা করে দেবে।... একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যদি বাস্তব না হয় তাহলে আমরা জাতি হিসাবে বাঁচতে পারব না। একথাও কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে আমাদের পাকিস্তান দু'অংশ পরস্পর শত মা ল দূরে অবস্থিত। এই বাস্তব সত্যের উপর ভিত্তি করে আমাদের রাষ্ট্রের সমস্ত কিছু নীতি নির্ধারণ করতে হবে। আমাদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী অস্বাভাবিক কিছু নয় আজ আমাদের দেশের একটা খাল-বিল কাটতে হলে করাচী থেকে সম্মতি আনতে হয়। এই প্রদেশের খাল-বিল, নদী-নালা, স্বাভাবিক এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু এই নদী-নালা আকাশ পথে সংস্কার অনুমোদনের জন্য করাচী প্রেরণ এটা অস্বাভাবিক না অতিপ্রাকৃত। জনাব স্পীকার সাহেব, গত কয়েক বছর যাবৎ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের এ প্রদেশ কিরূপ ব্যবহার পেয়েছে সেটা আপনি জানেন। হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত এই ভাবে ব্যয় করা হয়েছেঃ

[কোটি টাকার অঙ্কে]

	পূঃ পাকিস্তান।	পঃ পাকিস্তান
রাজস্ব খাতে	১৮৮	১,০০৮
কল-কারখানা ও যন্ত্রপাতি	৫৪	২১৯
সাহায্য খাতে	১৮	৫৪
বিদেশী সাহায্য	১৫	৭৩
কৃষি খাতে	৯	৯৭
পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় সামরিক খাতে	৩৭	৬১২
ডাক ও তার	৩	১৩

তারপর ১৯৪৭-১৯৫৫ সন পর্যন্ত রপ্তানীর জন্য অনুমুতি দেওয়া হয়েছে এই ভাবে-

	[কোটি টাকার অঙ্কে] আমদানী	রপ্তানী
পূর্ব পাকিস্তান	২৮৯	৫৬২
পশ্চিম পাকিস্তান	৭৭১	৫৮১

Mr. Syed Quamrul Ahsan : Mr. Speaker, Sir, I must make it clear at the very outset that I am not opposed to regional autonomy as such by my approach to the problem is fundamentally different from that of the sponsors of the resolution on regional autonomy. To me it appears that the real trouble lies in our failure to implement the provisions of the Constitution. ... To begin with Article 118. It relates to the establishment of a National Finance Commission. Article 199 provides for a National Economic Council. Between these two articles I maintain with the fullest sense of responsibility we have fiscal autonomy of the right type. What do these two articles profess to give us? The representatives of the Provincial and the Federal Governments are to meet, to put their heads together, to chalk out plans relating to the distribution between the Federation and the Provinces of the net proceeds of the taxes, the making of grants-in-aid by the Federal Government of the Governments of the Provinces, the exercise by the Federal Government and Provincial Governments of the borrowing powers conferred by the Constitution and the review of the overall economic position of the country formulating schemes aiming at the attainment of uniform standards in the economic development of all parts of the Country. That is not all. In the implementation of aforesaid plans, Article 199 enjoins the President to take suitable steps to decentralize the administration by setting up in each Province Necessary administrative machinery to provide the maximum convenience to the people and expeditious disposal of Government business and public requirements. I would ask, Sir, cannot we then ensure legitimate economic demand of East Pakistan by implementing Articles 118 and 199?

Article 132 provides for the transfer of railways to the Governments to the Provinces or to the authority constituted in the Province for that purpose.

Then I come to the question of control of All Pakistan Service. Article 183(5) lays down that while a member of All Pakistan Service is serving in connection with the affairs of a Province, his promotion and transfer within that Province, and the initiation of any disciplinary proceedings against him in relation to his conduct in that Province, shall take place by order of the Governor of that Province.

Then Article 200. It relates to the appointment of Advisory Bards for Posts and Telegraphs Department. It is laid down that recruitment to Posts and Services other than class I, in the Posts and Telegraphs Department in a Province shall be made from amongst persons domiciled in that Province.

These are salutary provisions deserving commendation.

Sir, industries, shipping and navigation on tidal waters, coastal shipping confined to ports within one Province-these and many other items, all told 94 in number figure in the Provincial list where as the Federal and the concurrent lists contain 30 and 19 items respectively. I believe that the Constitution offers the possible opportunity of working out our own destiny keeping in fact at the same time the integrity and unity of Pakistan. We cannot conceive anything better under Federal system of Government. To take regional autonomy in the sense, that Bhashani Saheb does, will be putting a premium on disintegration and chaos...

Mr. Abul Khair Rafiqul Hussain : জনাব স্পীকার সাহেব, এ রিজলিউশনের উপর আমার যে সংশোধনী প্রস্তাব আছে, আমি মনে করি যে, এর দ্বারা রিজলিউশনটির আদৌ কোন মৌলিক পরিবর্তন করা হবে না। শুধু ইহার ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যাই করা হবে। (হৈচৈ) আমার বন্ধুরা অনেকে সন্দেহ পোষণ করতে আরম্ভ করেছেন যে এ সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে না আবার স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করা হয়। আমার অতি উৎসাহী বন্ধুরা শুধু স্বায়ত্তশাসনের যোশেই হাঁকছেন না, তাঁদের মনের ভিতরে হয়তো ইহা ছাড়াও অন্য কিছু থাকতে পারে। আমার এ সংশোধনী প্রস্তাব তাদের সেই অব্যক্ত উদ্দেশ্যে বাধা প্রদান করে বলে সন্দেহ পোষণ করলে আমার কিছু আসে যায় না। স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী আমি কখনও নই। কারণ, আওয়ামী লীগের মৌলিক দাবী স্বায়ত্তশাসন (হৈচৈ)।

Mr. Speker: অর্ডার, অর্ডার।

Mr. Abul Khair Rafiqul Hussain : জনাব স্পীকার সাহেব, আমার বন্ধুরা নিজেদের বিবেচনা নিজেরা করে আমার সময়টা নষ্ট না কররেই মেহেরবানী করে ভাল করবেন। (হৈচৈ) মিঃ স্পীকার, স্যার যে ১০/৫ জন লোক গোড়া থেকে আওয়ামী লীগকে গঠন করেছে আমি তাদের মধ্যে একজন। সুতরাং স্বায়ত্তশাসনের দাবীর সঙ্গে আমি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং আমি যে জায়গায় সংশোধনী দিয়েছে ওেসটুকু আমার বন্ধুরা অনুধাবন করলে বুঝতে পারবেন যে, এ সংশোধনী স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী নয়। সে জায়গায় আমি বলেছি...... আমার বন্ধুদের যদি এর কোন শব্দ সম্বন্ধে আপত্তি করার থাকে, তবে এক-একটি শব্দ করে বলতে পারেন। স্বায়ত্তশাসন আছে, প্রদেশ আছে উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা আছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সার্বর্বভৌম ও অখন্ড (হৈচৈ) পাকিস্তানও আছে। শুধু বন্ধুদের অতি-উৎসাহের ফলে পাকিস্তানের উপর যে বিপদের আশঙ্কা আছে তাহাই নাই।......

....

Mr. Ashutosh Singha : মিঃ স্পীকার, স্যার, যে প্রশ্নটা আজকে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে সেটা আমাদের ধীরস্থিরভাবে আলোচনা করা উচিত- বিষাদপূর্ণ মন নিয়ে নয়, মুক্ত মন নিয়ে পাকিস্তানের স্বার্থক সম্মুখে রেখে আলোচনা করা দরকার। এ সম্পর্কে আমাদের পাকিস্তানের ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্রের প্রিএম্বল আছে। সে প্রিএম্বলের একটা ধারার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Where in the territories now included in or in accession with Pakistan and such other territories as may hereafter be included in or accede to Pakistan should form a federation, where in the provinces would be autonomous with such limitations on their powers and authority as might be prescribed.

আমি মনে করি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন একই অর্থবাচক, আর আমরা দলমত নিবির্বশেষে সকলেই এই প্রিএম্বল গ্রহণ করেছি। তাহলে এটা নিশ্চিত বুঝা যায় যে, যারা এ প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তারা এ কথা বলতে চায় না যে, পূবর্ব পাকিস্তান কখনও স্বাধীন হয়ে যাবে। তবে তারা একথা বলে যে পূবর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য বেশী ক্ষমতা দিতে হবে। সৈন্যবাহিনী হচ্ছে আসল জিনিস। যদি সৈন্যবাহিনী কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বে থাকে তা'হলে যারা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী করছেন তারা দেশকে কিভাবে ভাগ করতে চান সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না।... দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অর্থ এই নয় যে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাচ্ছি। আমরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করতে চাই।...

Mr. Sheikh Mujibur Rahman: মিঃ স্পীকার, স্যার, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী আমরা যে শুধু এই পরিষদে পাস করছি তাই নয়, এটা সমগ্র পূবর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবী। এই দাবীর ভিত্তিতে আমরা

গত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করেছিলাম। পূবর্ব পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর লোক এই দাবী সমর্থন করেছে। জাতীয় পরিষদে যখন শাসনতন্ত্র তৈরী হচ্ছিল তখন আমরা আওয়ামী লীগের ১২ জন সদস্য স্বায়ত্তশাসনের দাবী নিয়ে সংগ্রাম করেছিলাম। এটা করেছিলাম পাকিস্তানকে দুবর্বল করবার জন্য নয়, বরং পাকিস্তানকে সবল করার জন্য। দীর্ঘ ৯ বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে, কেন আমরা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চাই। অর্থ, বৈদেশিক নীতি সমস্ত কেন্দ্রের হাতে। পূবর্ব পাকিস্তান যদি পশ্চিম পাকিস্তানের সংলগ্ন রাজ্য হতো তাহলে আমরা এ দাবী নাও করতে পারতাম। আজ আমরা দেখতে পাই যে পাকিস্তানে দুইটা অর্থনীতি চলছে- একটা পশ্চিম পাকিস্তানে আর একটা পূবর্ব পাকিস্তানে। শ্রম শিল্পের উন্নয়ন পশ্চিম পাকিস্তানে হয়েছে, পূবর্ব পাকিস্তানে হয় নই। মুসলিম লীগের আমলে পাকিস্তানে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে জরিপ করার জন্য একটি কমিটি করা হয়েছিল। তাঁরা রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে পূবর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করা হোক। মুসলিম লীগ গভর্ণমেন্ট সে রিপোর্ট চাপা দিয়েছে, আমাদের এ সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়। আমরাও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবী সমর্থন করি। এ দাবী হ'ল পূবর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের দাবী, এ দাবী পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের দাবী। এই স্বায়ত্তশাসনের দাবী রাজনৈতিক দাবী নয়, এই দাবী আমাদের বাঁচা-মরার দাবী। প্রদেশের বিক্রয় করের টাকা আমরা পুরাপুরি পাই না। অর্থের অভাবে আমরা উন্নতিমূলক কাজ করতে পারি না। বৈদেশিক মুদ্রাকর পাওনা অংশ পাইনা। অবস্থা কি-

''আপন ধন পরকে দিয়ে

দৈবজ্ঞ মরে কাঁথা বয়ে।''

ট্যাক্স যা দরকার তা ধরা হোক, তাতে আমাদের আপত্তি নাই। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি কিন্তু স্বায়ত্তশাসন আমাদের দরকার যাতে আমরা প্রদেশের সবর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে পারি। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ২১ দফার অন্যতম দাবী। আজ আমরা মন্ত্রী আছি কিন্তু কাল নাও থাকতে পারি, কিন্তু আমাদের ২১ দফার দাবী থাকবে এবং আমরা ২১ দফার দাবী সমর্থন করে যাব। যারা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবের বিরোধী করবে তাদের জনসাধারণ ক্ষমা করবে না। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য আজ আমাদের নূতন করে শপথ গ্রহণ করতে হবে।

স্যার, এই দাবী শুধু এই পরিষদের দাবী নয় এটা জনসাধারনের দাবী। জনসাধারণ বাঁচতে চায়। এ দাবী পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের দাবী। পূবর্ব বাংলার জনসাধারণের সঙ্গে সেখানকার জনসাধারণের কোন পার্থক্য নাই। পূবর্ব বাংলার জনসাধারণ বুভুক্ষু এবং সর্বহারা, আর পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ না খেয়ে মরে। জনসাধারণের মধ্যে কোন বিভেদ নাই। আমি নির্দিষ্ট করে বলতে চাই যে পাকিস্তানের মুক্তির জন্য, পাকিস্তানের উন্নতির জন্য আমরা এই স্বায়ত্তশাসনের দাবী সমর্থন করি। জনসাধারণ বুঝে যে এ দাবী তাদের ন্যায্য দাবী। এ দাবী আমাদের বাঁচার দাবী, জনসাধারণের বাঁচার দাবী। এ দাবী কারো বিরুদ্ধে দাবী নয়। এই কথা বলেই আমি মহিউদ্দিন সাহেবের প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থন করছি।

The question that this Assembly is of opinion that the Government of East Pakistan should represent to the Government of Pakistan for taking suitable steps for providing autonomy to the Provinces with a view to better and more effective administration considering the geographical peculiarity between the two regions of Pakistan and for setting up an independent commission consisting of Federal and High Court Judges to determine the extent of autonomy necessary for the purpose, so that the solidarity and integrity of Pakistan cannot be at jeopardy, was then put and negatived.

The question that this Assembly is of opinion that the Government of East Pakistan should represent to the Government of Pakistan for taking suitable steps for providing

full regional autonomy for east Pakistan leaving the following subjects only to be the concern of the Centre :

(1) Finance,

(2) Foreign Affairs, and

(3) Defense

was then put and negatived.

The question that this Assembly is of opinion that the Government of East Pakistan should represent to the Government of Pakistan for taking suitable steps for providing full provincial autonomy for East Pakistan leaving the following subjects to be the concern of the Centre :

(1) Currency,

(2) Foreign Affairs, and

(3) Defense

was then put and negatived.

The question that this Assembly is of opinion that the Government of East Pakistan should represent to the government of Pakistan for taking suitable steps for providing full Provincial Autonomy for East Pakistan leaving the following subjects only to be the concern of the Centre :

(1) Currency,

(2) Foreign Affairs, and

(3) Defense

was then put and agreed to.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত	দৈনিক সংবাদ	২৬শে জুলাই, ১৯৫৭

পাকিস্তানের উভয় অংশের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সমন্বয় পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামে নয়া রাজনৈতিক দল গঠিত

ঢাকায় অনুষ্ঠানরত গণতান্ত্রিক সম্মেলনের অভূতপূর্ব সাফল্যঃ বারো শতাধিক প্রতিনিধির সমাবেশে জাগ্রত জনমতের অভিব্যক্তি

বিষয় নির্বাচন কমিটিতে খসড়া ম্যানিফেস্টো গৃহীতঃ প্রতিনিধি সভায় সাময়িকিভাবে অনুমোদন দান

সারা পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গতকল্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকায় পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামের একটি নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করিয়াছে। সমগ্র পাকিস্তান গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সমন্বয়ে গঠিত এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বের ফলে পাকিস্তানের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল সংগ্রামী অধ্যায় সূচনা হইল।

গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে পাকিস্তানের উভয় অংশের বারো শতাধিক কর্মী ও নেতা যোগদান করিয়াছেন।

অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নয়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। সমগ্র পাকিস্তানে ইহাই বৃহত্তম অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংস্থা। আশা ও আকাঙ্খার আলোকে উদ্ভাসিত প্রতিটি প্রতিনিধি নয়া প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাবটির প্রতি সমবেতভাবে সমর্থন জানাইয়াছেন। গণতন্ত্রী দল, ন্যাশনাল পার্টি এবং ভাসানীপন্থীগণ এই নয়া পার্টিতে যোগদান করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বজনমান্য নেতা আবদুল গফফার খান, জি এম সৈয়দ, মিয়া ইফতেখার উদ্দিন, মাহমুদুল হক ওসমানী, আবদুল মজিদ সিন্ধী, আবদুস সামাদ খান আচাকজারী (আচাকজাই), আবরার আবদুল গফুর, গোলাম মোহাম্মদ লাগারী, হাশিম খান গীলরাই; মাহমুদ আলী কাসুরী, এয়ার কমান্ডার ঝাঞ্জুয়া প্রমুখ এক শতাধিক কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের মঞ্চটি জনসাধারণের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সম্বলিত বহুসংখ্যক পোষ্টার দিয়া সজ্জিত করা হইয়াছিল। অপরাহ্নের অধিবেশনে সীমান্তের গান্ধী খান আবদুল গফফার খান এবং প্রাদেশিক মন্ত্রী জনাব মাহমুদ আলী যোগদান করেন। সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সহিত প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সহস্রাধিক গণতান্ত্রিক কর্মী সদরঘাটস্থ রূপমহল সিনেমা হলে সমবেত হন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং কোরান শরীফ তেলাওয়াতের পর সারা পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খান অতিথি ও কর্মীদের স্বাগত জানাইয়া দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বত্তৃতা দেন। তিনি তাহার বক্তৃতায় বর্তমান আওয়ামী সরকারের কার্য্যক্রম ও জনাব সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

ইহার পর সভাপতি মওলানা ভাসানী মুহুর্মুহু জিন্দাবাদ ধ্বনির সংগে ভাষণ দান করিতে উঠেন। তিনি বিভাগপূর্ব কাল হইতে শুরু করিয়া আওয়ামী লীগের ক্ষমতা লাভ এবং পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁহারা বক্তৃতা উর্দুতেও অনুবাদ করিয়া পাঠ করা হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের বক্তৃতার পর জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খান নয়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। প্রস্তাবটিতে বলা হয়: পাকিস্তানের

উভয় অংশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দল এবং সকল গণতান্ত্রিক নাগরিকরেদ প্রতিনিধিবৃন্দদের এই সম্মেলনকে দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা পর এবং (১) পাকিস্তানকে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণমুক্ত একটি শক্তিশালী জাতিতে সংগঠিতকরণ, (২) জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন, (৩) নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও দেশের উভয় অংশে স্বায়ত্তশাসন কায়েম করার উদ্দেশ্যে দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধী করিয়া সম্মেলনে পাকিস্তানবাসীর সেবায় উৎসর্গীকৃত নতুন একটি জাতীয় দল গঠনের প্রস্তাব করিতেছে। এই নতুন দলটির নাম হইবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি।

এই পার্টি একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়নের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পাকিস্তানের উভয় অংশে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্টি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মেলন একটি সংগঠনী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

উক্ত প্রস্তাবক্রমে গঠিত নয়া পার্টির ম্যানিফেষ্টোতে বলা হইয়াছে যে, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন এবং দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তিসমুহের সমন্বয়ের এক নয় রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজন রহিয়াছে। পাকিস্তানের উভয় অংশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রতিনিধিবৃন্দের এই সম্মেলন এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছে যে, এক নয়া রাজনৈতিক দল গঠিত হইল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও পূর্বাঞ্চলের গণতন্ত্রী দল এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি এই নতুন দলে যোগদান করিতেছে।

নয়া দলের ঘোষণাপত্রে পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে বলা হয় আমরা স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করিয়া চলিব। আমাদের জাতীয় স্বার্থের আদর্শে এই পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত হইবে এবং আমাদের স্বাধীনতার শক্তি বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের মর্যাদা বৃদ্ধি ও বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠাই পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য হইবে।

এই ম্যানিফেষ্টোতে ভূমি সংস্কার, জমিদারী উচ্ছেদ, শিল্পায়ন, দুর্নীতি বন্ধ, শিক্ষার প্রসার, শ্রম মূল্য দান, ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভাষার ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশ ভাগের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে।

বিষয় নির্বাচনী কমিটি ম্যানিফেষ্টোটি গতকল্য অপরাহ্নের এক বিশেষ সভায় সংশোধনীয় গ্রহণ করে এবং সাধারণ প্রতিনিধি সভা কর্তৃক অস্থায়ীভাবে গ্রহীত হইয়াছে। অদ্য সকাল সাড়ে আটটায় পুনরায় সম্মেলন শুরু হইবে। যদি কোন প্রকার দুর্বিপাকে অদ্যকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত না হয় তবে প্রতিনিধি সম্মেলনে স্থিরীকৃত সময় অনুযায়ী অস্থায়ী অনুমোদিত ম্যানিফেষ্টো এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নয়া পার্টি পরবর্তী সভা পর্যন্ত কাজ করিয়া যাইবে। গতকাল নয় ঘন্টাকাল অধিবেশন অপরাহ্নে ছয়টা পর্যন্ত চলে। সম্মেলনে গুন্ডা আক্রমণের তীব্র নিন্দা করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। বিভিন্ন বক্তা এই গুন্ডামির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন।

পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের বক্তৃতা

সম্মেলনে জনাব আব্দুল মজিদ সিন্ধী বলেন, আমাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের মুক্তির সংগ্রাম নিয়োজিত হইবে। কিন্তু আমরা দুনিয়ার কোন রাষ্ট্রের হিসাবে থাকিতে চাইনা। সমস্ত প্রকার যুদ্ধজোট আমাদের ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে ঠেলিয়া দিতেছে। আমরা আণবিক যুদ্ধের বিভীষিকা হইতে মানবতাকে রক্ষা করিতে চাই।

তিনি বলেন, বিরোধী দল আমাদের নেতাদের উপর আজ আক্রমণ করিয়াই আমাদের এই সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করিয়া দিয়াছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাধারণ নির্বাচন বানচাল	সাপ্তাহিক 'সৈনিক'	২৮শে নভেম্বর, ১৯৫৭

সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিলম্ব জনগণ বরদাস্ত করিবে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সংকট: রিপাবলিকান দলের সুবিধাবাদিতা : বিপ্লবী পরিষদ গঠনের পূর্বাভাস?

পৃথক নির্বাচন মারফত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের শর্তে কেন্দ্রে মুসলীম লীগের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হইয়াছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকেও এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। যার ফলে যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রণীত ভোটার তালিকা ছাপার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিলেও উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৈরী বিল অদ্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে উজিরে আজম জনাব চুন্দ্রীগরের উত্থাপনের কথা। বলা বাহুল্য এই জন্যই ঢাকার পরিবর্তে করাচীতে তাড়াহুড়া করিয়া এই অধিবেশন আহবান করা হইয়াচে।

কিন্তু কোয়ালিশনের প্রধান অংশ দল রিপাবলিকান পার্টির সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় সংগঠনী কমিটির সভায় জাতীয় পরিষদে এই বিল উত্থাপন না করার জন্য উজিরে আজমকে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং পার্টি সদস্যগণ যাহাতে এই প্রস্তাবের নির্দেশ মানিয়া চলে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য পার্টির নেতাকে ভার দেওয়া হইয়াছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলি আজ যা সিদ্ধান্ত করেন কাল তার বিপরীতে একটি কিছু করিয়া বসেন।

এই মন্ত্রিসভা যদিও মুসলিম লীগের নেতৃত্বে কায়েম হইয়াছে তবুও রিপাবলিকান দল যখন জনাব সোহরাওয়ার্দীর উপর হইতে সমর্থন প্রত্যাহার করে তখন তিনি পদত্যাগ করেন। এই সময় রিপাবলিকান দলের উদ্যোগেই বর্তমান মন্ত্রিসভা কায়েম হইয়াছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় আবার মন্ত্রিসভা ভাংগাগড়া হইতে পারে। হয়ত আওয়ামী লীগেরও আবার গদী লাভ সম্ভব হইতে পারে। রিপাবলিকান পার্টির এই সুবিধাবাদী নীতি পাকিস্তান রাজনীতি মোড় কোন দিকে নিয়া যায় বলা যায় না। তবে এ কথা সত্য যে গদীকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত রিপাবলিকান দল বেশ কিছুদিন ক্ষমতায় থাকিবে। এই দলের নেতৃত্ব পঃ পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদ সারা পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সোপারিশ করিয়াছিল। আবার তারাই ঢাকা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যুক্ত নির্বাচনে সমর্থন করিয়াছিল। তখন অবশ্য তারা পশ্চিম পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচন প্রবর্তনের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। আবার তারা জাতীয় পরিষদে বিল পাস করাইয়া সারা পাকিস্তানের জন্য যুক্ত নির্বাচন চালু করার ব্যবস্থা করে।

সকলেই আশা করিয়াছিলেন পৃথক নির্বাচনের শর্তে যে মন্ত্রিসভা কায়েম হইয়াছে রিপাবলিকান পার্টি সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সংগঠনী কমিটির সভায় তাহারা তার বিরুদ্ধে মতামত জ্ঞাপন করিয়াছে। তবুও শেষ পর্যন্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপে অথবা সলাপরামর্শ মারফত সুবিধাবাদী দর্শন অনুযায়ী তাহারা আবার মত বদলাইতেও পারে।

রিপাবলিকান দলের এই সুবিধাবাদিতার পিছনে কোন গভীর ষড়যন্ত্র রহিয়াছে কিনা বলা যায় না। কারণ উক্ত পার্টির নেতা কিছুদিন যাবৎ ‘‘বিপ্লবী পরিষদ’’ অন্তবর্তীকালীন সরকার’’ ইত্যাদির যে সব ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন সেই সুবিধাবাদিতা তারই পূর্বাভাস কিনা জানি না।

গদীতে যেই থাকুক না কোন পূর্ব ঘোষণা মত ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান আজ জনগণের দাবী। এই দাবী মোতাবেক কাজ না হইলে দেশ এই অশুভ শক্তির হাত হইতে মুক্ত হইবে না এবং বাহির বিশ্বেও পাকিস্তানের কলংক বাড়িয়া চলিবে। জনগণ সাধারণ নির্বাচনে বিরুদ্ধে কোন প্রকার সরকারী-বেসরকারী চক্রান্ত বরদাশত করিবে না। বিপ্লবী পরিষদ বা অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের অগণতান্ত্রিক ও শাসনতন্ত্র বিরোধী অশুভ প্রচেষ্টাকে সকল পাকিস্তান দরদীর রুখিতে হইবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমানের ভাষণ	পূর্ব পাকিস্তান সরকার	৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৫৮

পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক দুর্গতি

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তান এক মারাত্মক রকমের আর্থিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটে ভুগে আসছে, তা থেকে সে আজও মুক্ত হতে পারেনি। বর্তমানে তার অবস্থা আরও চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। বস্তুতঃ পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক জীবনের কতকগুলি সমস্যাকে মূলধন করে কোন কোন পত্রিকা ও রাজনৈতিক দল এমন সব প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে করে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকেবহাল নন তাঁরাও স্বভাবতঃ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। তাই, পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সমস্যাগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে কি, জনসাধারণ সহজেই যাতে তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন, তার জন্য আজ পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চাই।

নিম্নলিখিত খাতগুলি মোট ১৪ কোটি ১৬ লাখ টাকার দেনার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম হয় :-

(১) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে দেনা,

(২) প্রভিডেন্ট ফান্ড,

(৩) বে-সামরিক আমানতাদি,

(৪) অনাদায়ী ট্রেজারী বিলসমূহ,

(৫) খাদ্য ক্রয় খাতে ঘাটতি জমা ও

(৬) সরকারী চাকুরীয়াদের পাওনাসহ চুক্তিগত দেনা।

অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই পাওনা ও অবিভক্ত বাংলার অনাদায়ী ট্রেজারী বিল বাবদ আমাদের যে দেনা ছিল, তা পরিশোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার গোড়াতেই ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেন। কিন্তু অন্যান্য খাতের দেনা থেকেই যায়। ফলে, কার্যভার গ্রহণের পর থেকে প্রাদেশিক সরকারকেই বছরের পর বছর ধরে এসব খাতের দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা করে যেতে হয়। সেই সংগে প্রাদেশিক সরকারকে প্রদেশের রাজধানীতে সদর দফতরসমূহের স্থান সঙ্কুলানের জন্য বহু সংখ্যক দালান-কোঠা নির্মাণ করতে হয়।

৪ কোটি ১৯ লক্ষ লোকের বাসভুমি পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব খাতে ১৯৪৮-৮৯ সালের বার্ষিক আয় ছিল ১৬ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। অপর পক্ষে ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত পশ্চিম পাকিস্তানের রাজস্ব বাবদ আয় ছিল সে সময় ২৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা।

কেন্দ্রের সাহায্য-

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শুরু থেকেই কেন্দ্রের কাছ থেকে পশ্চিম অংশের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানেরই অনেক বেশী আর্থিক সাহায্য পাওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সত্যটি কার্যক্ষেত্রে সর্বদাই উপেক্ষিত হয়েছে এবং গত ক'বছরে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সময়ে উভয় অংশের জন্য যে সাহায্য মঞ্জুর করেছেন, দুই অংশের

আনুপাতিক প্রয়োজনের সংগে তার কোন সঙ্গতি নেই। ১৯৫৮-৫৯ সাল পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ সাহায্য করেছেন, তা থেকেই এ কথার সত্যতা নিরূপণ করা যায়। আলোচ্য সময় পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানকে যে ক্ষেত্রে ৫২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা সরাসরি সাহায্য দিয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তানকে সে ক্ষেত্রে দিয়েছেন ২৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দেশ বিভাগের আগে পূর্ব পাকিস্তানেও কয়েকটি উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চলছিল। বাংলা প্রদেশের এ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য তদানীন্তন ভারত সরকার ৭০ কোটি টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। এই অর্থের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্য হতো অন্যূন ৫০ কোটি টাকা। কিন্তু পাকিস্তান সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে বলেন যে, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ প্রাদেশিক সরকারকে ঋণ মঞ্জুর করা হবে।

ঋণ দানের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান যেখানে ঋন পেয়েছে ৯৮ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা, পূর্ব পাকিস্তান সেখানে পেয়েছে মাত্র ৪৫ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কিভাবে বন্টন করা হয়েছে, তার আনুপাতিক হার সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে যে সকল আভাস পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, এ ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তান তার ন্যায্য অংশ পায়নি। প্রকৃতপক্ষে শূন্যের কোঠা থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের জীবনযাত্রার শুরু। এমতাবস্থায়, পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্নমুখী ঘাটতি পূরণের জন্য এখানকার জনসংখ্যা এবং বৈষয়িক ও আর্থিক অসচ্ছলতার কথা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত সরাসরি সাহায্য, বৈদেশিক সাহায্য ও উন্নয়ন খাতে মঞ্জুরীকৃত ঋণের অন্যূন শতকরা ৫০ ভাগের বেশী পূর্ব পাকিস্তানেরই পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হওয়া তো দূরের কথা- এই প্রদেশ কেবল অবহেলাই পেয়ে এসেছে। প্রদেশের বর্তমান শোচনীয় আর্থিক অবস্থা এই অবহেলারই ফল।

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব খাতের ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়েছে। ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত এই খাতের ব্যয় বরাদ্দের তুলনামূলক বিবরণ থেকে এটা পরিস্কার হয়ে পড়েছে। আলোচ্য সময় পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যেখানে ব্যয় করা হয় মাত্র ৬৩ কোটি টাকা সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয় ৮১ কোটি টাকা।

দেশরক্ষা-

দেশরক্ষা খাতের ব্যয় বরাদ্দের চিত্র আরও নৈরাশ্যজনক। ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত দেশরক্ষা বাবদ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় কিঞ্চিদধিক ১৮ কোটি টাকা, অপরপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় ৪৮০ কোটি টাকা। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, দেশ বিভাগকালে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা সব দিক দিয়েই সন্তোষজনক ছিল। সুতরাং এ প্রদেশের দেশরক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন ও শক্তিশালী করার দিকে আরও বেশী নজর দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, পূর্ব পাকিস্তানকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সংগ্রামের পথেই ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। ফলে, তার পক্ষে জাতি গঠনমূলক কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এ ক'বছরে পূর্ব পাকিস্তানে তেমন কোন বড় রকমের উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী না হওয়ায় এখানকার আর্থিক অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি। আমি আগেই বলেছি, এ সব অসুবিধা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন খাতের আয় বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন। আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার বিগত ১০ বছরে ৩০টি নয়া কর ধার্য করেছেন অথচ সাধারণের আর্থিক মানের উন্নতি না হওয়ায় অধিক করভার বহনের ক্ষমতাও তাদের নেই। যে পরিমাণ সাহায্য করা উচিত ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার তা করেননি। সিএসপি অফিসারদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি এবং গভর্ণরকে আর বেশী সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের উপর কতিপয় ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ায়

প্রাদেশিক কোষাগার থেকে বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে। রাজস্ব আদায়ের উৎসগুলির বিলি বন্টনের ক্ষেত্রে সুবিচারের জন্য প্রাদেশিক সরকার দাবী জানিয়ে এসেছে। এতদসত্ত্বেও ১৯৪৮-৮৯ সালে রাজস্বের একমাত্র সম্প্রসারণশীল উৎস ‘‘বিক্রয়-কর’’ ও কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় নেয়া হয়। রাজস্ব-উৎসগুলির পুনবিন্যাসের জন্য বারংবার দাবী জানাতে থাকায় কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫২-৫৩ সালে এ সম্পর্কে একটি কমিটি গঠনে সম্মত হন, যাকে রেইসম্যান কমিটি বলা হয়। দুঃখের বিষয়, এই কমিটিও প্রদেশকে সাহায্য না করে কেন্দ্রকেই জোরদার করে গেছেন। পাট রফতানী শুল্কের অংশ বন্টন ব্যাপারে রেইসম্যান কমিটির রোয়েদাদ প্রদেশের সত্যিকার কোন উপকারের পরিবর্তে বরং অপকারই করেছে। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫১-৫২ সালে পাট শুল্ক খাতে প্রদেশের আর ছিল যথাক্রমে ৬ কোটি ৭২ লক্ষ ও ৬ কোটি টাকা। কিন্তু রেইসম্যান রোয়েদাদের পর ১৯৫২-৫৩ ও ১৯৫৩-৫৪ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪ কোটি ৩২ লক্ষ ও ৪ কোটি টাকা।

প্রদেশের আর্থিক অবস্থার ক্রমাগত এই অবনতির আর একটি কারণ হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য প্রাদেশিক সরকার যে সব কাজ করেছেন, সে সকল ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দায়িত্ব পুরাপুরিভাবে পালন করেননি। ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও সীমান্ত পুলিশ বাহিনীর জন্য মোট যা ব্যয় হয়, কেন্দ্রীয় সরকার তার শতকরা ৬০ ভাগ বহন করতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত টাকা দেননি। ফলে, এই একটি খাতেই বর্তমান সময় পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পাওনা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ কোটি টাকা।

বেসামরিক দেশরক্ষা বাবদ যা ব্যয় হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের তারও শতকরা ৭৫ ভাগ বহন করার কথা। এ খাতেও পূর্ব পাকিস্তানের পাওনা দাঁড়িয়েছে ৫৩ লক্ষ টাকা। বারংবার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রী সরকার এই খাতে কোন সাহায্যই মঞ্জুর করেননি।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, যে সব কারণে পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা বর্তমানে সঙ্কটজনক পর্যায়ে এসে ঠেকেছে, তা আজও বিদ্যামান রয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশেষ করে ‘‘অধিক খাদ্য ফলাও’’ আন্দোলন জোরদার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত সাহায্য ও ঋণের অংশ যদি পর্যাপ্ত হতো, তা হলে অধিকাংশ অসুবিধাই আমরা এড়িয়ে যেতে পারতাম। রাজস্বের ক্ষেত্রে আমাদের এই যে ক্রমাগত ঘাটতি এরও অন্যতম কারণ কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে রাজস্ব উৎস বন্টনের ব্যাপারে অনুসৃত অসম ব্যবস্থা।

ব্যয় সঙ্কোচ-

কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্ব খাতের আয় পরীক্ষা ও ব্যয়-হ্রাসের জন্য আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু আগেই আমি বলেছি যে, গত ১০ বছরে আমরা ৩০টি নয়া কর ধার্য করেছি। কিন্তু প্রদেশবাসীর বৈষয়িক অবস্থা অতীব শোচনীয় হওয়ায় আমাদের রাজস্ব খাতে আয় তেমন বাড়েনি। পক্ষান্তরে ব্যয় কমানোও সম্ভব হয়নি। কেননা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উচ্চমূল্য এবং জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সাথে সরকারী চাকুরিয়াদের আয় বা বেতনের সামঞ্জস্য নেই। অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যয় আনুপাতিক হারে বেড়ে যাওয়ায় সে সব-ক্ষেত্রেও ব্যয় সঙ্কোচ করা সম্ভব হয়নি। আর্থিক সাহায্য দানের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অতীতে যে সব অবিচার করা হয়েছে তার আশু প্রতিকার এবং কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে রাজস্ব আদায়ে উৎসগুলির ন্যায্য ও সুষম বন্টনের মধ্যেই পুর্ব পাকিস্তানের এসব অভাব-অসুবিধার বাস্তব সমাধান নিহিত।

রিলিফের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা যে সাহায্য চেয়েছি সে সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমি পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

বিশেষ করে খাদ্য মূল্যের দিক থেকে বিবেচনা করলে এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত-এই চার মাস পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সব সময়ই সঙ্কটকাল বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ সময় অবস্থা বিশেষে খাদ্যশস্যের মূল্য

কম-বেশ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তদুপরি ১৯৫৪, ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালের সর্বগ্রাসী বন্যা প্রদেশের অবস্থা আরও সঙ্গীন করে তোলে। এরপর ১৯৫৭ সালে অনাবৃষ্টির ফলে প্রদেশের কতকগুলি জেলায় আউস আমন ও রবিশস্য সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এবং অপর কতকগুলি জেলায় আংশিক শস্যহানি, উপকূল এলাকায় লোনাপনির প্লাবন ও কীটের উপদ্রবে অবস্থার আরও অবনতি ঘটে।

এর উপর আবার মড়কে বিভিন্ন জেলায় বহু গবাদিপশুর মৃত্যু হয়। আর সেই সঙ্গে কালেরা ও বসন্তের ভয়াবহ মহামারী সমগ্র প্রদেশ ছেয়ে ফেলে। এর দরুন-গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের কর্মসক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে।

এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ধান, চাল ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে এখন জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। ফলে, এখন সর্বত্র শোচনীয় দুরবস্থা বিরাজ করছে। দুর্গত এলাকায় বিপন্ন জনসাধারণ জান বাঁচানরো তাগিদে গরু, বাছুর, বীজ এমনকি কৃষির যন্ত্রপাতি পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। এখন তাদের কাছে এমন কোন সম্পদই নেই, যার উপর তারা নির্ভর করে থাকতে পারে। এ অবস্থায় এখন সরকারকে কেবল এদের চাষাবাদের ব্যবস্থা করে দিলেই চলবে না- বরং এই সঙ্কটকালে তাদের বেঁচে থাকবার মত সংস্থানও করে দিতে হবে।

এসব প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে প্রদেশের শতকরা সাড়ে ১২ জন অর্থাৎ মোট প্রায় ৫০ লক্ষ লোক মারাত্মক রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদের সকলেরই সাহায্যের দরকার এবং তাদের তা পাওয়া উচিত। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৩০ লক্ষ লোকের (৬ লক্ষ পরিবার) কৃষি ঋণ প্রয়োজন। এই ৬ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ৫ লক্ষ পরিবারকে পরিবার প্রতি ৫০ টাকা হারে কৃষি ঋণ ও পরিবার প্রতি ১৫০ টাকা হারে দুই লক্ষ পরিবারকে গবাদিপশু ক্রয় ঋণ মঞ্জুর করতে হবে। এ বাবদ প্রয়োজন হবে সাড়ে ৫ কোটি টাকা।

টেষ্ট রিলিফ-

ভূমিহীন যে সব শ্রমিক সহজে কাজ পাচ্ছে না, টেষ্ট রিলিফের মারফত তাদের কাজ দিতে হবে। দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে ১৫ লক্ষ লোক অর্থাৎ ৩ লক্ষ পরিবারের জন্য এই ধরনের রিলিফের প্রয়োজন। টেষ্ট রিলিফের কাজ জুন মাসের শেষ কিংবা জুলাই মাসের মাঝামাঝি এমনকি, কোন কোন জেলায় এর পরেও চালু রাখতে হবে। পরিবার পিছু দুইজন হিসাবে মাথাপ্রতি ২ টাকা করিয়া হিসাব করিলে ছয় লক্ষ লোকের এক মাসের কর্মসংস্থান করিতে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী এবং বগুড়া জেলার এক-ফসলী অঞ্চলের প্রায় এক লক্ষ লোকের সাহায্যার্থে টেষ্ট রিলিফের কাজ নভেম্বর মাসের শেষভাবে আমন ফসল না ওঠা পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে এবং এজন্য অতিরিক্ত ৩ কোটি টাকা প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, টেষ্ট রিলিফের জন্য মোট প্রয়োজন প্রায় ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত ভূমিহীন অক্ষম লোকদেরও খয়রাতি সাহায্য দিয়ে যেতে হবে। আগষ্টের প্রথমভাগে আউস কাটা শুরু হলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে। এ ধরনের লোকের সংখ্যা প্রদেশে ৫ লক্ষের মত। স্বাভাবিক হারে মাসপ্রতি মাথাপিছু ১০ সের চাল জোগালেও দু'মাসে (জুন ও জুলাই) চাল প্রয়োজন হবে ২,৫০,০০০ মণ যার দাম হবে যাবতীয় খরচসহ মোট ৫৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা অর্থাৎ মনপ্রতি ২২ টাকা ৮ আনা। এ ছাড়া এক-ফসলী এলাকার ১ লক্ষ লোককেও আগামী নভেম্বর পর্যন্ত ৪ মাস খয়রাতি সাহায্য দিতে প্রয়োজন হবে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এ নিয় খয়রাতি সাহায্যের জন্য মোট দরকার ৭৮ লক্ষ টাকা।

চট্রগ্রাম, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও অন্যান্য জায়গায় ঘূর্ণিবাতায় ক্ষতিগ্রস্ত ২ লক্ষ পরিবারকে তাদের ঘরবাড়ী মেরামতের জর্ন গৃহনির্মাণ সাহায্য মঞ্জুর করতে হবে। পরিবার-পিছু স্বাভাবিক হবে ৩০ টাকা করে ধরে হলেও ৬০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। ঘূর্ণিঝড়ে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও দাতব্য চিকিৎসালয় ভূমিসাৎ হয়েছে। এগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও মেরামতের জন্য এককালীন দান

হিসেবে কমপক্ষে ১৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা দরকার। নানা দুর্বিপাকে উত্তরবঙ্গের ছাত্র সমাজ খুবই অসুবিধায় পড়েছে। স্কুল-কলেজের বেতন পরিশোধের সামার্থ্য তাদের নেই। এদের সাহায্য দেওয়া জন্য কমপক্ষে ৫ লক্ষ টাকার মত প্রয়োজন।

এসব মিলিয়ে বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মোট সাড়ে ১৩ কোটি টাকারও অধিক প্রয়োজন। তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। কিঞ্চিদধিক সাড়ে ১১ কোটি টাকার এখনও বিশেষ প্রয়োজন। অবিলম্বে এ টাকা যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া না যায়, তা হলে জনসাধারণের দুর্গতির সীমা থাকবে না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত জানুয়ারী মাস থেকে এ ক'মাসে পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাদের নিজ তহবিল থেকে বিভিন্নমুখী সাহায্য ব্যবস্থা বাবদ ৬০ লক্ষ টাকার মত ব্যয় করেছেন।

খাদ্য আমদানী-

১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর মোট ব্যয়ের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করে এসেছেন, কিন্তু বর্তমানে তাঁরা এ ধরনের আর কোন সাহায্য না দেওয়ার সিদ্ধান্ত করায় প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। আলোচ্য দু'বছরে এ বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার যথাক্রমে ২ কোটি ২৯ লক্ষ ও ৯ কোটি ৪১ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এ সাহায্য সত্ত্বেও প্রাদেশিক সরকারকে ১৯৫৬-৫৭ সলে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে ২ কোটি ২ লক্ষ টাকা লোকসান দিতে হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ধান-চাল সংগ্রহের ব্যাপারেও কতিপয় অনাবশ্যক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যাবাসায়গণ লারকান, দাদু, জ্যাকোবাদ ও শুককুরের স্থানীয় মোকামে মাল ডেলিভারী দিয়েই খালাস পাচ্ছে। সেখান থেকে সেই মাল আবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থাধীনে করাচীতে চালান দিতে হচ্ছে।

এভাবে একই মাল দুবার উঠানো-নামানো প্রয়োজন হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারকে এজন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগই রাখতে হচ্ছে। এর জন্য আনুষঙ্গিক যে ব্যয় হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত তা গিয়ে প্রাদেশিক সরকারেরই উপর চাপছে। সাবেক সিন্ধু সরকারের আমলে এবং যখন পূর্ব পাকিস্তান সরকার ধান-চাল সংগ্রহ করতেন তখন ঐসব এলাকায় ধান-চাল সরাসরি করাচী বন্দরেই ডেলিভারী দেয়া হতো এবং সেখানে জাহাজে বোঝাই করা হতো। সে সময় মণপ্রতি আট আনার বেশী অতিরিক্ত ব্যয় পড়ত না। কিন্তু বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তান সরকার আমাদের কাছ থেকে এ বাবদ মণপ্রতি ১ টাকা আদায় করছেন। এর ফলে, পশ্চিম পাকিস্তানী চাল কিনতে গিয়ে আমাদের বর্মার চাল অপেক্ষা মণপ্রতি ৩ টাকা বেশী দাম দিতে হচ্ছে। মণপ্রতি এই ১ টাকা বাড়তি খরচ আদায় করে প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানের গরীব ক্রেতাদের স্বার্থের বিনিময়ে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারকেই প্রকারান্তরে সাহায্য করা হচ্ছে।

ক্রটিপূর্ণ নীতি-

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত এই ক্রটিপূর্ণ সংগ্রহ নীতির দরুন তাদের অনাবশ্যক কতকগুলো খরচের ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। আর সেই অস্বাভাবিক রকমের বাড়তি খরচের চাপ গিয়ে পড়ছে পূর্ব পাকিস্তানেরই দরিদ্র ক্রেতাদের উপর। এর আগে সিন্ধু সরকারের সংগৃহীত চালের স্টক পূর্ব পাকিস্তানকে যে চাল সরবরাহ করা হত তার বাবদ তাঁরা টনপ্রতি মাত্র ১ টাকা ২ আনা হবে তদারকী ফিস আদায় করতেন। এতে করে মণপ্রতি বাড়তি খরচ পড়তো তিন পয়সাও কম।

এদিকে, আমদানীকৃত ও সংগৃহীত চালের আনুষঙ্গিক খরচসহ মণপ্রতি গড়ে মূল্য দাঁড়ায় ২৩ টাকা ১৫ আনা ৭ পাই। বিক্রয় করা হয় মণপ্রতি ২১ টাকা ৫ আনা মূল্য। ফলে, মণপ্রতি সরকারের লোকসান হয় ২ টাকা ১০ আনা ৭ পাই। এই হিসেবে বার্ষিক অনুমান ১,০৮,৮৮,৮০৯ মণ চাল ক্রয়-বিক্রয় বাবদ সরকারকে মোট লোকসান দিতে হয় ২,৮৯,৮০,৩২৪ টাকা।

সমাধানের উপায়-

যে ব্যাপক ও মারাত্মক রকমের দুরবস্থা প্রদেশবাসীকে গ্রাস করেছে তাতে করে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত চালের বিক্রয় মূল্য কোন ক্রমেই বৃদ্ধি করা সম্ভব না হওয়ায় এবং জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য যেসব প্রস্তাব করা যেতে পারে সেগুলি হচ্ছেঃ

(১) প্রদেশের জন্য চাল সংগ্রহ বাবদ যে মোট ব্যয় হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে তদ্দরুন ২ কোটি টাকার মত সাহায্য করতে হবে। অবশ্য, লোকসানের পরিমাণ যদি প্রকৃতপক্ষে কম হয় তবে এই সাহায্যের পরিমাণ কিছুটা কমও করা যেতে পারে। অথবা, বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ১৯৫৭-৫৮ সালের ন্যায় যে কোন স্থানে সংগৃহীত হোক না কেন সে চাল চট্রগ্রামে মণপ্রতি ১৮ টাকা দরে ডেলিভারী দিতে হবে।

(২) পশ্চিম পাকিস্তান সরকার চালের উপর যে বাড়তি খরচ আদায় করেন, হয় তা প্রত্যাহার করতে হবে নতুবা সাবেক সিন্ধু সরকারের মত এই খরচ মণপ্রতি ৮ আনা ধার্য করতে হবে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত ত্রুটিপূর্ণ সংগ্রহনীতির দরুন যে আনুষঙ্গিক ব্যয় প্রাদেশিক সরকারকে বহন করতে হয়, কেন্দ্রীয় সরকারকে তা প্রত্যাহার করতে হবে। অতীতে তদারকী ফিস হিসেবে টনপ্রতি ১ টাকা ২ আনা হারে যে খরচ আদায় হতো, বড়জোর কেন্দ্রীয় সরকার সেই হারেই আদায় করতে পারেন।

অসত্য প্রচারণা-

এবার আমি পূর্ব পাকিস্তানের মহামারীজনিত পরিস্থিতি উপর কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। পূর্ব পাকিস্তানের বসন্ত ও কলেরার প্রাদুর্ভাব বরাবরই ঘটে আসছে। ১৯৫১-৫২ সালে এই রোগে মৃত্যুর হার ছিল সবচেয়ে বেশী। কিন্তু এ বছর পূর্ব পাকিস্তানে মহামারী এমন ভয়াবহরূপ পরিগ্রহ করে যে, প্রাদেশিক সরকার সম্ভাব্য সকল চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও বহু লোকের মৃত্যু ঘটে। গত বছরের শেষ দিকে বসন্ত দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক সরকার উপদ্রুত এলাকার স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মচারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি ছাড়াও সর্বরকমের প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু, তা সত্ত্বেও এই রোগ মহামারী আকারে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার জাতীয় জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে তার মোকাবেলা করতে সর্ব-প্রযত্নে প্রয়াস পান। এ ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য সকল রাজনৈতিক দল ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমন্ত্রণ জানান হয়। সরকারী কর্মচারী ও রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক, স্বাস্থ্য ও মেডিকেল প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রাদেশিক মহামারী প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, মহামারী পরিস্থিতিকে রাজনৈতিক মূলধন হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জনাব ইউসুফ আলি চৌধুরী যে দলে আছেন, সেই দলসহ কতিপয় রাজনৈতিক দল এই কেন্দ্রীয় কমিটির বাইরে থাকেন। এখন দেখছি জনাব চৌধুরী এই পরিস্থিতির পুরা সুযোগই গ্রহণ করছেন। পূর্ব পাকিস্তানে মহামারীতে এক লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি যে হিসাব দিয়েছেন তা কেবল অতিরঞ্জিতই নয় আজগুবিও বটে। সরকারী সংখ্যাতত্ত্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করেও একথা সরাসরি বলা যায় যে, সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহের মত কোন ব্যবস্থাই জনাব ইউসুফ আলি চৌধুরীর হাতে নেই। অবশ্য কল্পনার বশবর্তী হয়ে ইচ্ছামত তিনি যে কোন সংখ্যাই উল্লেখ করতে পারেন। গত দশ বছরে প্রদেশে বসন্ত ও কলেরায় কত লোকের মৃত্যু হয়েছে, তার হিসাব প্রাদেশিক সরকারের কাছে আছে এবং অতীতের যে ব্যবস্থাধীনে এই সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহ করা হতো, আজও তাই চালু আছে। মজার বিষয় এই যে, কিছুদিন আগে জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী ও অপর দুজন কেএসপি নেতা প্রাদেশিক মহামারী নিয়ন্ত্রণ কমিটির কয়েকজন সদস্যের সামনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে টিকা বীজ চান। আলাপ-আলোচনার পর আমি তাঁকে জানাই যে কমিটির কাছ থেকে কিছু টিকাবীজ আদায় করে বিক্ষিপ্তভাবে জনকয়েক স্বেচ্ছাসেবক কোথাও পাঠান আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। পাল্টা প্রস্তাব হিসেবে আমি তাঁর দলের কতিপয় সদস্যকে মহামারী নিয়ন্ত্রণ কমিটিতে

পাঠাতে বলি। কেননা, এই কমিটির অভিযান পরিচালনা বোর্ডটি প্রত্যেক দিনই বৈঠকে মিলিত হয়ে প্রদেশের মহামারীজনিত সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করায় তাঁর দলের সদস্যগণও দৈনন্দিন অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। আমি তাঁকে তাঁর দলের স্বেচ্ছাসেবকদের একটা তালিকা পাঠানেরা জন্যও অনুরোধ করি এবং বলি যে, এসব স্বেচ্ছাসেবককে মহামারী নিয়ন্ত্রণ কমিটির পরিচালনাধীনে উপদ্রুত এলাকায় পাঠানো যাবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী মহামারী নিয়ন্ত্রণ কমিটিতে তাঁর দলের কোন সদস্যের নাম তো দাখিল করেনইনি-এমনকি, স্বেচ্ছাসেবকদের কোন তালিকাও পাঠাননি। এতে করে আমি পরিস্কারভাবে বুঝতে পারি যে, প্রদেশের মহামারী পরিস্থিতিকে তিনি রাজনৈতিক মূলধনই করতে চেয়েছিলেন- সত্যিকার জনসেবার কোন উদ্দেশ্যই তাঁকে তখন প্রেরণা যোগায়নি। সমাজ সেবার ব্যাপারে তাঁর আন্তরিকতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ করবার কিছু না থাকলেও আমার মতে, এ ধরনের কোন কাজে আত্মনিয়োগের মত কোন ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান তাঁর নেই।

প্রদেশের সাম্প্রতিক মহামারীজনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে এ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে একটি রিপোর্ট পেশের জন্য আমি ইতিমধ্যেই একজন বিভাগীয় কমিশনারকে নিয়োগ করেছি। তাঁর কাছ থেকে এই রিপোর্ট পাওয়ার পর আমরা স্থির করব এ সম্পর্কে আরও ব্যাপকভাবে তদন্তের জন্য একটি পূর্ণ কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়ত আছে কিনা। এ প্রসঙ্গে আমি বিগত কয়েক বছরের সংখ্যাতত্ত্ব পেশ করতে চাই। কলেরা ও বসন্তে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৩ সালে মৃতের সংখ্যা ছিল ২৭,৯২০ ১৯৫৪ সালে ১০,৯১২, ১৯৫৫ সালে ১৫,০৭৫, ১৯৫৬ সালে ২০,৭৯৯, ১৯৫৭ সালে ১৬,২৫০ ও ১৯৫৮ সালে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ১৯,০০৬। বিভিন্ন সময়ে প্রদেশে কি পরিমাণ টিকা বীজ বিতরণ করা হয়েছে তারও একটি তুলনামুলক হিসাব দেয়া যেতে পারে। ১৯৫৪-৫৫ সালে যে টিকাবীজ সরবরাহ করা হয় তার পরিমাণ ছিল ১৪,১১৯,৩০০ মাত্র, ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৫,৯৪৪,৪৩০ মাত্রা ১৯৫৬-৫৭ সালে ১৮,৪৮৯,৯১০ মাত্র, ১৯৫৭ সালে ২৭,৮১৯,৯৭০ ও এ বছর ২৪ মে পর্যন্ত ২৬,০৫৭,৬২০ মাত্র। এস হিসাব থেকে প্রদেশের মহামারী ব্যাপকতা ও তা নিরসনের জন্য অতীত ও বর্তমান সরকার কতদূর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে। টিকাবীজ বিতরণের সংখ্যাতত্ত্ব থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, মহামারী পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য বর্তমান সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা পূর্ববর্তী যে কোন সরকারের ব্যবস্থাকে ছাড়িয়ে গেছে। তা ছাড়া বিদেশ থেকে প্রাপ্ত টিকাবীজ ও দেশের অভ্যন্তরে টিকাবীজ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে প্রদেশের অন্যূন ৪ কোটি লোকে টিকা দেয়ার পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। মহকুমা সদর দফতরগুলিতে টিকাবীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও আমরা করেছি। ঢাকা থেকে বিশেষ বাহকের মারফত এ সকল কেন্দ্রে টিকাবীজ পৌঁছে দেয়া হবে।

ভবিষ্যতে মহামারীর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সরকার নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করেছেনঃ সরকার জেলা বোর্ডের পরিচালনায় প্রতি ড়ুইটি ইউনিয়নের জন্য একজন করে হেলথ এ্যাসিষ্ট্যান্ট, প্রতি থানার জন্য একজন স্যানিটারী ইনসপেক্টর ও ৩ জন হেলথ এ্যাসিষ্টেন্ট নিয়োগ করেছেন। জেলা বোর্ডের কর্মচারী ও ভ্রাম্যমাণ ইউনিটগুলিকে সাহায্যের জন্য ৪৭৮ জন গভর্ণমেন্ট হেলথ এ্যাসিষ্ট্যান্ট নিয়োগ করা হয়েছে। ১৯৫৭ সালের মে মাস থেকে অতিরিক্ত ২০০ হেলথ এ্যাসিষ্ট্যান্ড এবং ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে আরও ৩০০ হেলথ এ্যাসিষ্ট্যান্ট কাজ করে যাচ্ছেন। এ ছাড়া ৫০ জন সাব-ডিভিশনাল হেলফ অফিসার ও ১০টি ভ্রাম্যমাণ ইউনিটও নিয়োগ করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়নেও মহামারী প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে তাদের পরিচালনাধীন শত শত স্বেচ্ছাসেবক উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে দুর্গত মানবতার সেবায় ঝাপিয়ে পড়েছেন।

অতীব পরিতাপের বিষয়, জনস্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মচারীগণ যখন গ্রামে গ্রামে গিয়ে টিকাদান অভিযান পরিচালনা করেন তখন গ্রামবাসীদের অনেকেই টিকা নিতে অসম্মত হন। আমরা রিপোর্ট পেয়েছি যে যারাই টিকা নিয়েছেন, তাঁরা হয় এই রোগে আদৌ আক্রান্ত হয়নি, অথবা আক্রান্ত হলেও তাদের মৃত্যু ঘটেনি। কিন্তু যাঁরা টিকা নেননি তাঁদের প্রায়ই এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন ও শেষ পর্যন্ত অনেকে মারা গিয়াছেন। আগেই বলেছি, পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় গত ও বর্তমান বছরে অনেক বেশী পরিমাণ টিকাবীজ সরবারাহ করা হয়েছে। ১৯৫১ সালে,

যখন বসন্ত ও কলেরা মহামারীতে মৃত্যুর হার ছিল সবচেয়ে বেশী (যথাক্রমে ৩৮,৮৭১, ও ১৭,৮১৭) তখন সংশ্লিষ্ট ৪ মাসে টিকা দেয়া হয় মাত্র ৭০ লক্ষ লোককে। অপরপক্ষে, ১৯৫৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ৪ মাসে মোট ২ কোটি ৫১ লক্ষ মাত্রা টিকাবীজ সরবরাহ করা হয় ও টিকা দেয়া হয় মোট ১ কোটি ৭০ লক্ষ লোককে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মহামারী প্রতিরোধের জন্য প্রাদেশিক সরকার সকল প্রকার ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছেন।

[পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান কর্তৃক করাচীতে অনুষ্ঠিত সাংবদিক সম্মেলনের প্রদত্ত ভাষণঃ তারিখ ৪ঠা জুন, ১৯৫৮]

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সামরিক আইন জারি ও জেনারেল মীর্জা কর্তৃক ক্ষমতা দখল	সরকারী	৭ই আক্টোবর, ১৯৫৮

IMPOSITION OF MARTIAL LAW

President's (*Iskander Mirza*) Proclamation

October 7, 1958

For the last two years, I have been watching, with the deepest anxiety, the ruthless struggle for power, corruption, the shameful exploitation of our simple, honest, patriotic and industrious masses, the lack of decorum and the prostitution of Islam for political ends. There have been a few honorable, exceptions. But, being in a minority, they have not been able to assert their influence in the affairs of the country.

These despicable activities have led to a dictatorship of the lowest order Adventurers and exploiters have flourished to the detriment of the masses and are getting richer by their nefarious practices.

Despite my repeated endeavors, no serious attempt has been made to tackle the food crisis. Food has been a problem of life and death for us in a country, which should be really surplus. Agriculture and land administration have been made a handmaiden of politics, so that, in our present system of Government, no political party will be able to take any positive action to increase production.

In East Pakistan, on the other hand, there is a we 11-organized smuggling of food, medicines and other necessities of life. The masses there suffer due to the shortages so caused in, and the consequent high prices of these commodities. Import of food has been a constant and serious drain on our foreign exchange earnings in the last few years, with the result that the Government is constrained to curtail the much needed internal development projects.

Some of our politicians have lately been talking of bloody revolution. Another type of adventurers among them think it fit to go to foreign countries and attempt direct alignment with them which can only be described as high treason.

Disgraceful Scene

The disgraceful scene enacted recently in the East Pakistan Assembly is known to all. 1 am told that such episodes were common occurrences in pre-partition Bengal. Whether they were or not, it is certainly not a civilized mode of procedure. You do not raise the prestige of your country by beating the Speaker, killing the Deputy Speaker and desecrating the National Flag.

The mentality of the political parties has sunk so low that I am unable any longer to believe that elections will improve the present chaotic internal situation and enable us to form a strong and stable Government capable of dealing with the innumerable and complex problems facing us to-day. We cannot get men from the moon. The same group of people who have brought Pakistan on the verge of ruination will rig the elections for their own ends. They will come back more revengeful, because, I am sure, that the elections will be contested, mainly, on personal, regional and sectarian basis. When they return, they will use the same methods which have made a tragic farce of democracy and are the main causes of the present widespread frustration in the country.

Shifting Loyalties

However, much the Administration may try, I am convinced, judging by shifting loyalties and the ceaseless and unscrupulous scramble for office, that the election will neither be free nor fair. They will not solve our difficulties. On the contrary, they are likely to create greater unhappiness and disappointments leading, ultimately, to a really bloody revolution. Recently, we had elections for the Karachi Municipal Corporation. Twenty-nine per cent of the electorate exercised their votes, and, out of these, about 50 per cent were bogus votes.

We hear threats and cries of civil disobedience in order to retain private volunteer organizations and to break up One Unit. These disruptive tendencies are a good "indication of their patriotism and the length up to which politicians and adventurers are prepared to go to achieve their parochial aims.

Our foreign policy is subjected to unintelligent and irresponsible criticism, not for patriotic motives, but from selfish viewpoints, often by the very people who were responsible for it. We desire to have friendly relations with all nations, but political adventures try their best to create bad blood and misunderstanding between us and countries like the USSR, the UAR and the Peoples Republic of China. Against India, of course, they scream for war, knowing full well that they will be nowhere near the firing line.

In no country in the World do political parties treat foreign policy in the manner it is done in Pakistan. To dispel the confusion so caused, I categorically reiterate that we shall continue to follow a policy which our interests and geography demand and that we shall honor all our international commitments, which, as is well-known, we have undertaken to safeguard the security of Pakistan and as a peace loving nation to play our part in averting the danger of war from this troubled world.

For the last three years, I have been doing my utmost to work the Constitution in a democratic way. I have labored to bring about coalition after coalition, hoping that it would stabilize the Administration and that the affairs of the country would be run in the interests of the masses. My detractors, in their dishonest ways, have, on every opportunity, called these attempts as palace intrigues. It has become fashionable to put all the blame on the President. A wit said the other day: "If it rains too much it is the fault of the President and if it does not rain it is the fault of the President" If only I alone is

concerned, I would go on taking these fulminations with the contempt they deserve. But the intention of these traitors and unpatriotic elements is to destroy the prestige of Pakistan and the Government by attacking the Head of the State. They have succeeded to a great extent, and if this state of affairs is allowed to go on, they will achieve their ultimate purpose.

People Disillusioned

My appraisal of the internal situation has led me to believe that a vast majority of the people no longer have any confidence in the present system of Government and are getting more and more disillusioned and disappointed and are becoming dangerously resentful of the manner in which they are exploited. Their resentment and bitterness are justifiable. The leaders have not been able to render them the service they deserve and have failed to prove themselves worthy of the confidence the masses had reposed in them.

The Constitution which was brought into being on March 23, 1956, after so many tribulations, is unworkable. It is so full of dangerous compromises that Pakistan will soon disintegrate internally if the inherent malaise is not removed. To rectify them the country must first be taken to sanity by a peaceful revolution. Then it is my intention to collect a number of patriotic persons to examine our problems in the political field and devise a Constitution more suitable to the genius of the Muslim people. When it is ready and at the appropriate time, it will be submitted to the referendum of the people.

Foremost Duty

It is said that the Constitution is sacred. But more sacred that the Constitution or anything else is the country and the welfare and happiness of its people. As Head of the State, my foremost duty before my God and the people is the integrity of Pakistan. It is seriously threatened by the ruthlessness of traitors and political adventurers whose selfishness, thirst for power and unpatriotic conduct cannot be restrained by a Government set up under the present system. Nor can I any longer remain a spectator of activities designed to destroy the country. After deep and anxious thought, I have come to the regrettable conclusion that I would be failing in my duty, if I did not take steps, which in my opinion are inescapable in present conditions, to save Pakistan from complete disruption. I have therefore, decided that—

(a) The Constitution of March 23, 1956 will be abrogated.

(b) The Central and Provincial Governments will be dismissed with immediate effect.

(c) The National Parliament and Provincial Assemblies will be dissolved.

(d) All political parties will be abolished.

(e) Until alternative arrangements are made. Pakistan will come under Martial Law. I hereby appoint General Mohammad Ayub Khan, Commander in-Chief, Pakistan Army, as the Chief Martial Law Administrator and place all the Armed Forces of Pakistan under his command.

Call to Armed Forces

To the valiant Armed Forces of Pakistan, I have to say "That having been closely associated with them since the very inception of Pakistan, I have learnt to admire their patriotism and loyalty. I am putting a great strain on them. I fully realize this but I ask you Officers and men of the Armed Forces on your services depends the future existence of Pakistan as an independent Nation and a bastion in these parts of the free World. Do your job without fear or favor and may God help you.

To the people of Pakistan, I talk as a brother and fellow compatriot. The present action has been taken with the utmost regret but I have had to do it in the interests of the country and the masses, finer men than whom it is difficult to imagine. To the patriots and the law-abiding, I promise you will be happier and freer. The political adventurers, the smugglers, the black-marketeers, the hoarders will be unhappy and their activities will be severely restricted. As for the traitors, they had better flee the country, if they can and while the going is good.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা কর্তৃক ঘোষিত 'নিউলীগ্যাল অর্ডার' এবং এ প্রসংগে প্রধান বিচারপতি মুনিরের বক্তব্য	ডকুমেন্টস এ্যান্ড স্পীচেস অন দি কনষ্টিউশন অফ পাকিস্তান, জি, ডব্লিউ, চৌধুরী, পৃঃ ৪৮৯-৪৯৬	১০ইং অক্টোবর, ১৯৫৮

NEW LEGAL ORDER

Text of the order

1. (1) This order may be called the Laws (Continuance in Force) Order, 1958.

(2) It will come into force at once and be deemed to have taken effect immediately upon the making of the Proclamation of October 7, 1958, hereinafter referred to as the Proclamation.

(3) It extends to the whole of Pakistan.

2.(1) Notwithstanding the abrogation of the Constitution of March 23, 1956, hereinafter referred to as the late Constitution, by the Proclamation and subject to any Order of the President or regulation made by the Chief Administrator of Martial Law the Republic, to be known henceforward as Pakistan, shall be governed as nearly as may be in accordance with the late Constitution.

(2) Subject as aforesaid all courts in existence immediately before the Proclamation shall continue in being and, subject further to the provisions of this Order, in their powers and jurisdictions.

(3) They law declared by the Supreme Court shall be binding on all Courts in Pakistan.

(4) The Supreme Court and the High Court's shall have power to issue the writs of *habeas Corpus, mandamus, prohibition, quo warranto* and *certiorari.*

(5) No writ shall be issued against the Chief Administrator of Martial Law or the Deputy Chief Administrator of Martial Law or any person exercising powers or jurisdiction under the authority of either.

(6) Where a writ has been sought against an authority which has been succeeded by an authority mentioned in the preceding clause, and the writ sought is a writ provided for in clause (4) of this Article, the Court notwithstanding that no writ may be issued against an authority so mentioned may send to that authority its opinion on a question of law raised.

(7) All orders and judgments made or given by the Supreme Court between the Proclamation and the promulgation of this Order are hereby declared valid and binding on all Courts and authorities in Pakistan, but saving those orders and judgments no writ

or order for a writ issued or made after the Proclamation shall have effect unless it is provided for by this Order, and all application and proceedings in respect of any writ which is not so provided for shall abate forthwith.

3. No Court or person shall call or permit to be called in question

(1) The Proclamation;

(ii) Any Order made in pursuance of the Proclamation or any Martial Law Order or Martial Law regulation;

(iii) Any finding, judgment or order of a special Military Court or a summary Military Court.

4. (1) Notwithstanding the abrogation of the late Constitution, and subject to any order of the President or regulation made by the Chief Administrator of Martial Law, all laws, other than the late Constitution, and all ordinances, orders-in-Council, orders other than orders made by the President under the late Constitution, such orders made by the President under the late Constitution as are set out in the Schedule to this Order, rules, by-laws regulations, notifications, and other legal instruments in force in Pakistan or in any part thereof or having extra-territorial validity, immediately before the Proclamation, shall, so far as applicable and with such necessary adaptations as the President may see fit to make, continue in force until altered, repealed or amended by competent authority.

(2) In this Article a law is said to be in force if it has effect as law whether or not the law has been brought into operation.

(3) No Court shall call into question any adaptation made by the President under Clause (1).

Governor's Powers

5. (1) The powers of the Governor shall be those which he would have had the President directed him to assume on behalf of the President all the functions of the Government of the Province under the provisions of Article 193 of the late Constitution and such powers of making Ordinances as he would have had and within such limitations had Article 106 and clauses (1) and (3) of Article 102 of the late Constitution been still in force.

(2) In the exercise of the powers conferred by the previous clause the Governor shall act subject to any directions given to him by the President or by the Chief Administrator of Martial Law or by any person having authority from the Chief Administrator.

(3) Nothing in this Article shall prejudice the operation of any regulation made by the Chief Administrator of Martial Law or by any person having authority from the Chief Administrator of Martial Law to make martial law regulations and where any ordinance or any provision thereof made under clause (1) of this Article is repugnant to any such regulation or part thereof the Regulation or part shall prevail.

(6) All persons who immediately before the Proclamation where in the service of Pakistan as defined under Clause (1) of Article 218 of the late Constitution and those persons who immediately before the Proclamation were in office as Governor, Judge of the Supreme Court or a High Court, Comptroller and Auditor-General, Attorney-General or Advocate-General, shall continue in the said service or in the said office on the same terms and conditions and shall enjoy the same privileges, if any.

7. Any provision in any law providing for the reference of a detention order to an Advisory Board shall be of no effect.

Schedule

1. The Karachi Courts Order; 1956.
2. The Federal Capital (Essential Supplies) Order, 1956.
3. The Adaption (Security Laws) Order 1956 (Except so far as concerns of a detention order to an Advisory Board).
4. The Stamp Act (Amendment) Order, 1956.
5. The Essential Services (Maintenance of Powers) Order, 1956.
6. The Hoarding and Black Market Order, 1956.
7. The Karachi Courts (Amendment) Order, 1956.
8. The Karachi Rent Restriction Act (Amendment) Order, 1956.
9. The Requisitioned Land (Continuance of Powers) Order, 1956.
10. The University of Karachi (Amendment) Order, 1956.
11. The High Court's (Bengal) Adaptation Order, 1956.
12. The Karachi Development Authority Order, 1957.
13. The Karachi Development Authority (Amendment) Order, 1958.
14. The High Court Judges (Daily Allowances) Order, 1958.
15. The Federal Capital (Powers and Duties of the Chief Commissioner) (Declaration) Order, 1958.
16. The Federal Capital Essential Supplies (Amendment) Order, 1958.
17. The Gwadur (Government and Administration) Order, 1958, except clause (2) of Article 2.
18. The Gwadur (Government and Administration) (Application of Laws) Order, 1958.

Chief Justice Md. Munir's Comment on the New Legal Order.

[Extract from his judgment. *State vs. Dossa,* Dacca Law Report. Vol. XI.)

By the Proclamation of October 7, the President annulled the Constitution of 23rd March, 1956, dismissed the Central Cabinet and the Provincial Cabinets and dissolved the National Assembly and both the Provincial Assemblies. Simultaneously, Martial Law was declared throughout the Country and General Mohammad Ayub Khan, Commander-in-Chief of the Pakistan Army, was appointed as the Chief Martial Law Administrator. Three days later was promulgated by the President the Laws (Continuance in Force) Order, the general effect of which is the validation of laws, other than the late Constitution, that were in force before the Proclamation, and restoration of the jurisdiction of all Courts including the Supreme Court and the High Courts. The Order contained the further direction that the Government of the Country, thereafter to be known as Pakistan, shall be governed as nearly as may be in accordance with the late Constitution.

As we will have to interpret some of the provisions of this Order, it is necessary to appraise the existing constitutional position in the light of the juristic principles which determine the validity or otherwise of law-creating organs in modern States which, being members of the comity of Nations, are governed by International Law. In judging the validity of laws at a given time, one of the basic doctrines of legal positivism, on which the whole science of modern jurisprudence rests, requires a jurist to pre-suppose the validity of, historically, the first Constitution whether it was given by an internal usurper, an external invader or a national hero or by a popular or other assembly of persons, Subsequent alterations in the Constitution and the validity of all laws made there under is determined by the first Constitution. Where a Constitution presents such continuity, a law once made continues in force until it is repealed, altered or amended in accordance with the Constitution. It sometimes happens, however, that a Constitution and the national legal order under it is disrupted by an abrupt political change not within the contemplation of the Constitution. Any such change is called a revolution, and its legal effect is not only the destruction of the existing Constitution but also the validity of the national legal order. A revolution is generally associated with public tumult, mutiny, violence and bloodshed but from a juristic point of view the method by which and the persons by whom a revolution is brought about is wholly immaterial. The change may be attended by violence or it may be perfectly peaceful. It may take the form of a *coupd'etat* by a political adventurer or it may be effected by persons already in public positions. Equally irrelevant in law is the motive for a revolution, inasmuch as a destruction of the constitutional structure may be prompted by a highly patriotic impulse or by the most sordid of ends. For the purposes of the doctrine here explained, a change is, in law, a revolution if it annuls the Constitution and the annulment is effective. If the attempt to break the Constitution fails, those who sponsor or organise it are judged by the existing Constitution as guilty of the crime of treason. But if the revolution is victorious in the sense that the persons assuming power under the change can successfully require the inhabitants of the country to conform to the new regime, then the revolution itself becomes a law-creating fact because thereafter its own legality is judged not by reference

to the annulled Constitution but by reference to its own success. On the same principle the validity of the laws to be made thereafter is judged by reference to the new and not the annulled Constitution. Thus the essential condition to determine whether a Constitution has been annulled is the efficacy of the change. In the circumstances supposed no new State is brought into existence though Aristotle thought otherwise. If the territory and the people remain substantially the same, there is, under the modem juristic doctrine, no change in the corpus or international entity of the State and the revolutionary Government and the new Constitution are, according to International Law, the legitimate Government and the valid Constitution of the State. Thus a victorious revolution or a successful coup ***d'etat*** is an internationally recognized legal method of changing a Constitution.

After a change of the character I have mentioned has taken place, the national legal order must for its validity depend upon the new law-creating organ. Even Courts lose their existing jurisdiction, and can function only to the extent and in the manner determined by the new Constitution. While on this subject, Hans Kelson, a renowned modern jurist, says:

"From a jurist's point of view, the decisive criterion of a revolution is that the order in force is overthrown and replaced by a new order in a way which the former had not itself anticipated. Usually, the new man whom a revolution brings to power annul only the Constitution and certain laws of paramount political significance, putting other forms in their place. A great part of the old legal order remains valid also within the frame of the new order. But the phrase remains valid does not give an adequate description of the phenomenon. It is only the contents of these norms that remain the same, not the reason of their validity. They are no longer valid by virtue of having been created in the way the old Constitution prescribed. That Constitution is no longer in force; it is replaced by a new Constitution, which is not the result of a constitutional alteration of the former. If laws which are introduced under the old Constitution continue to be valid under the new Constitution, this is possible only because validity has expressly or tacitly been vested in them by the new Constitution.

The laws which, in the ordinary inaccurate parlance, continue to be valid are, from a juristic view-point, new laws whose import coincides with that of old laws. They are not identical with the old laws, because the reasons for their validity are different. The reason for their validity is the new, not the old Constitution, and between the two, continuity holds neither from the point of view of the one nor from that of the other. Thus it is never the Constitution merely but always the entire legal order that is changed by a revolution.

This shows that all norms of the old order have been deprived of their validity by revolution and not according to the principle of legitimacy. And they have been so deprived not only de facto but also de jure. No jurist would maintain that even after a successful revolution the old Constitution and the laws based thereupon remain in force, on the ground that they have not been nullified in a manner anticipated by the old order itself. Every jurist will presume that the old order too to which no political reality any longer corresponds has ceased to be valid, and that all norms, which are valid within the new order, received their validity exclusively from the new Constitution. It follows that.

from this juristic point of view, the norms of the old order can no longer be recognized as valid norms." (*General Theory of Law & State*, translated by Anders Wedberg, 20th Century Legal Philosophy Series, pp. 117-118).

Bearing in mind the principle just stated, let us now approach the question involved in these cases. If what I have already stated is correct, then the revolution having been successful it satisfies the text of efficacy and become a basic law-creating fact. On that assumption, the Laws (Continuance in force) order, however, transitory or imperfect it may be, is a new legal order and it is in accordance with that Order that the validity of the laws and the correctness of judicial decisions has to be determined. The relevant provisions of this Order are:

"Article 2-(l) Notwithstanding the abrogation of the Constitution of the 23rd March. 1956, hereinafter referred to as the late Constitution, by the Proclamation and subject to any Order of the President or Regulation made by the Chief Administrator of Martial Law, the Republic, to be known henceforward as Pakistan, shall be governed as nearly as may be in accordance with the late Constitution.

(4) The Supreme Court and the High Courts shall have power to issue the writs of *habeas corpus, mandamus, prohibition,, quo warranto and certiorari*.

Article 4-(l) Notwithstanding the abrogation of the late Constitution, and Subject to any Order of the President or Regulation made by the Chief Administrator of Martial Law, all laws, other than the late Constitution, and all Ordinances, Orders-in-Council, Orders other than Orders made by the President under the late Constitution, such Orders made by the President under the late Constitution, as are set out in the Schedules to this Order, Rules, by laws. Regulations, Notifications, and other legal instruments in force in Pakistan or in any part thereof, or haying extra-territorial validity, immediately before the Proclamation, shall, so far as applicable and with such necessary adaptations as the President may see fit to make, continue in force until altered, repealed or amended by competent authority.

(2) In this Article a law is said to be in force if it has effect as law whether or not the law has been brought into operation.

(3) No Court shall call into question any adaptation made by the President under clause (1)."

The Order applies to the situation that came into existence under the President's Proclamation of October 7. The laws that are in force after that date are enumerated in Article 4, but from the list of such laws the constitution of 23rd March, 1956, has been expressly excluded. This means that when under clause (4) of Article 2 of the order the Supreme Court or the High Court is moved for a writ, the ground for the writ can only be the infraction of any of the laws mentioned in Article 4, or any right recognized by the Order and not the violation of a right created by the late Constitution. The so-called fundamental rights which are described in part II of the late Constitution are, therefore, no longer a part of the national legal order and neither the Supreme Court nor High Court has under the new Order the authority to issue any writ on the ground of the violation of

any of the fundamental rights. The very essence of a fundamental right is that it is more or less permanent and cannot be changed like the ordinary law. In Jibendra Kishore Acharya Chowdhury and 58 others vs. The Province of East Pakistan Secretary, Finance and Revenue (Revenue) Deptt. Govt, of East Pakistan (1), I had occasion to point out that the very conception of a fundamental right is that it, being a right guaranteed by the Constitution, cannot be taken away by the law and that it is not only technically inaccurate but a fraud on the citizens for the makers of a Constitution to say that a right is fundamental but that it may be taken away by the law. Under the new legal order, any law may at any time be changed by the President and, therefore, there is no such thing as a fundamental right there being no restriction of the President's law-making power. Under Article 4 of the late Constitution there was a restriction on the power of the Legislature to make laws involving breaches of fundamental rights and invalidity attached to all existing laws, customs and usages and having the force of law if they were inconsistent with any of the fundamental rights; This test to determine the validity of the laws and the fetter on the power of the Legislature to make laws have both disappeared under the new order. Unless, here fore, the President expressly enacts the provisions, relating to fundamental rights, they are not a part of the law of the land and no writs can issue on their basis. It is true that Article 2 provides that Pakistan shall be governed as nearly as may be in accordance with the late Constitution but this provision does not have the effect of restoring fundamental rights because the reference to Government in this Article is to he structure and outline of Government and not to the laws of the late Constitution which have been expressly abrogated by Article 4. Article 2 and Article 4 can, therefore, stand together and there is no conflict between them. But even if some inconsistency be supposed to exist between the two, the provisions of Article 4 which are more specific and latter must override those of Article 2.

The position in regard to future application for Writs, therefore, is that they lie only on the ground that anyone or more of the laws mentioned in Article 4 or any other right preserved by the Laws (Continuance in Force) Order has been contravened.

As regards pending applications for writs already issued but which are either sub *judice* before the Supreme Court or require enforcement, the relevant provision is clause (7) of Article 2, which provides:

"All orders and judgments made and given by the Supreme Court between the Proclamation and the promulgation of this order are hereby declared valid and binding on all Courts and authorities in Pakistan, but saving these orders and judgments no writ or order for a writ issued or made after the Proclamation shall have effect unless it is provided for by this Order, and all applications and proceedings in respect of any writ which is not so provided for shall abate forthwith."

Analyzed, this provision means that, excepting the writ issued by the Supreme Court after the Proclamation and before the promulgation of the Order, no writ or order for a writ issued or made after the Proclamation shall have any legal effect unless the writ was issued on the ground that anyone or more of the laws mentioned in Article 4 of any other right kept alive by the new Order had been contravened. And if there be a pending application or proceeding in respect of a writ which is not covered by clause (4) of

Article 2 or any other provision of the new Order, that is to say, the application or proceeding relates to a writ sought on the ground that a fundamental right has been contravened, then the application or the proceeding shall abate forthwith. This means that not only the application for the writ would abate but also the proceedings which require the enforcement of that writ. The abatement must, therefore, be held to govern all those writ which were the subject-matter of appeal before the Supreme Court either on certificate or by special leave. No judgment, order or Writ of a High Court can be considered to be final when either that Court has certified the case to be a fit one for appeal and proceeding for appeal have been taken or when the Supreme Court itself has granted special leave to appeal from that Judgment, order, or writ, I am, therefore, of the view that the writs issued by the High Court in this case are not final writs, and that all proceedings in connection with such writs including the original applications in the High Court, have abated.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জেনারেল আউয়ুব খানের ক্ষমতা দখল	পাকিস্তান অবজারভার	২৮শে অক্টোবর, ১৯৫৮

PRESIDENT MIRZA STEPS ASIDE

ALL POWERS HANDED OVER TO GEN. AYUB KHAN.

Karachi, October 27: President Iskander Mirza to-night announced he had decided to "Step aside and hand over all powers to General Mohammad Ayub Khan".

President Iskander Mirza has made the following declaration to-night:-

Three weeks ago, I imposed Martial Law in Pakistan and appointed General Mohammad Ayub Khan as Supreme Commander of the Armed Forces and Martial Law Administrator. By the grace of God this measure which I had adopted in the interest of our beloved country has been extremely well received by our people and by our friends and well wishers abroad.

Since the imposition of Martial Law I have done my best to assist Geperal Ayub Khan and his administration in the difficult task of arresting further deterioration and bringing order out of chaos.

In our efforts to evolve an effective structure for the future administration of this country and based on our experience of the last three weeks, I have come to the conclusion that:

(a) Any semblance of dual control is likely to hamper the effective performance of this immense task which is of emergent nature.

(b) An unfortunate impression exists in the minds of a great many people both at home and abroad that General Ayub and I may not always act in union. Such an impression, I can't help feeling, if allowed to continue, would be most damaging to our cause. I have, therefore, decided to step aside and hand over all powers to General Ayub Khan.

I wish General Ayub Khan and his colleagues the best of luck.

Pakistan Paindabad

সংযোজন

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বংগভংগ সংক্রান্ত আরও সরকারী দলিল	ইষ্টার্ণ বেংগল এন্ড আসাম গেজেট	১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫

GOVERNMENT GAZETTE

EASTERN BENGAL AND ASSAM

Extraordinary
The 16th October 1905.

[No. 1 C-The following is republished for general information:-

GOVERNMENT OF INDIA

HOME DEPARTMENT
PUBLIC

Simla, the 1st September 1905.

No. 2832. -The following proclamation, to which the sanction of His Majesty the King, Emperor of India, has been signified by the Secretary of State for India in Council, is hereby published:-

PR OCL A M ATION

The Governor General is pleased to constitute the territories at present under the administration of the Chief Commissioner of Assam to be, for the purposes of the Indian Council Act, 1861 (24 and 25 Vict., C.67), a province to which the provisions of that Act touching the making of laws and regulations for the peace and good order of the presidencies of Fort St. George and Bombay shall be applicable, and to direct that the said province shall be called and known as the Province of Eastern Bengal and Assam, and further to appoint the Honorable Mr. Joseph Bampfylde Fuller, C.S.I, C.I.E., of the Indian Civil Service, now Chief Commissioner of Assam, to be the first Lieutenant-Governor of that province with all power and authority incident to such office.

2. The Governor General in Council is pleased to specify the sixteenth day of October, One thousand nine hundred and five, as the period at which the said provisions shall take effect and fifteen as the number of Councilors whom the Lieutenant-Governor may nominate for his assistance in making laws and regulations.

3. The Governor General in Council is further pleased to declare and appoint that upon the constitution of the said province of Eastern Bengal and Assam the Districts of Dacca, Mymensingh, Faridpur, Backergonge, Tippera, Noakhali, Chittagong, the Chittagong Hill Tracts, Rajshahi, Dinajpur, Jalpaiguri Rangpur, Bogra, Pabna and Malda which now form part of the Bengal Division of the presidency of Fort William, shall

cease to be subject to or included within the limits of that Division, and shall thenceforth be subject to and included within the limits of the Lieutenant-Governorship of the Province of Eastern Bengal and Assam.

H. H. RISLEY

Secretary to the Government of India.

[Extract from the proceedings of the Lieutenant Governor of Eastern Bengal and Assam in the General Department No. 2C, dated Shillong, the 16th October-, 1905./

READ-

The Resolution of the Government of India, Home Department, Public, No. 2491, dated the 19th July 1905.

Proclamation No. 2832, issued by the Government of India, Home Department, dated the T' September, 1905.

RESOLUTION

By the proclamation issued by the Government of India on the 1st September, 1905, the Province of Eastern Bengal and Assam has been declared to comprise the territories included within the Chief Commissionership of Assam, together with certain districts which have hitherto formed part of the Bengal Division of the Presidency of Fort William, and in the resolution cited above, the Governor General in Council has indicated the circumstances in which the new province has been founded. By the same Proclamation the Honorable Mr. J.B. Fuller has been appointed Lieutenant Governor of the province of Eastern Bengal and Assam, and by Act VII of 1905, the Bengal and Assam Laws Act, the required legal status has been given to the new administration.

2. The Lieutenant Governor proceeds to appoint the officers who will constitute the headquarters staff of the new Government, and to arrange for the administration of the territories that have thus come under his Jurisdiction. Nominations to the Legislative Council will be made hereafter.

5. The new province has been created with the object of improving the moral and material conditions of over 30 millions of people; and to the responsibilities which attach to so onerous a charge are added the difficulties which must accompany the inception of a new administration. The Lieutenant Governor realises very clearly that success is only attainable if all officers of his Government, European and India, will work together with him for the welfare of the people and the province with whose interests they will now be identified, and he confidently relies upon their earnest co-operation. Not less confidently does he hope that their effort will be appreciated by those to whose benefit they will be directed, and that the new local Government will secure the general goodwill, assistance and support which are required to give vitality to its measures.

By order of the Lieutenant-Governor of
Eastern Bengal and Assam,
P. C. LYON,

Chief Secretary to the Government of eastern Bengal and Assam.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বংগভংগ রদ সংক্রান্ত সরকারী দলিল	গেজেট অব ইন্ডিয়া	১২ ডিসেম্বর, ১৯১১

THE GAZETTE OF INDIA

Extraordinary
DELHI, TUESDAY, THE 12TH DECEMBER, 1911.

HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 12th December, 1911.

The Announcement graciously made by His Imperial Majesty, the King Emperor, at the Imperial Durbar is republished below and beneath it are printed' for general information the dispatch of the Government of India of the 25th August 1911,...]

ANNOUNCEMENT BY HIS IMPERIAL MAJESTY

"We are pleased to announce to Our people that on the advice of Our Ministers tendered after consultation with Our Governor-General in Council. We have decided upon the transfer of the seat of the Government of India from Calcutta to the ancient Capital of Delhi, and simultaneously, and as a consequence of that transfer, the creation at as early a date as possible of a Governorship for the Presidency of Bengal, of a new Lieutenant-Governorship in Council administering the areas of Behar, Chota Nagpur and Orissa, and of a Chief Commissionership of Assam, with such administrative changes and redistribution of boundaries as Our Governor-General in Council, with the approval of Our Secretary of State for India in Council, may in due course determine.

"It is our earnest desire that these changes may conduce to the better administration of India and the greater prosperity and happiness of our beloved people."

THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,
DECEMBER 12,1911.
GOVERNMENT OF INDIA
HOME DEPARTMENT

To

THE RIGHT HON'BLE THE MARQUESS OF CREWE, K. G.

His Majesty's Secretary of State for India.

Simla, the 25th August, 1911

MY LORD MARQUESS,

1. We venture in this despatch to address Your Lordship on a most important and urgent subject, embracing two questions of great political moment, which are in our opinion indissolubly linked together. This subject has engaged our attention for some time past and the proposals which we are about to submit for Your Lordship's consideration are the result of our mature deliberation. We shall in the first place attempt to setforth the circumstances which have induced us to frame these proposals at this particular juncture and then proceed to lay before Your Lordship the broad general features of our scheme.

2. That the Government of India should have its seat in the same city as one of the Chief Provincial Governments, and moreover in a city geographically so ill-adapted as Calcutta to be the Capital of the Indian Empire, has long been recognized to be a serious anomaly. We need not stop to recall the circumstances in which Calcutta rose to its present position. The considerations which explain its original selection as the Principal Seat of Government have long since passed away with the consolidation of British Rule through the Peninsula and the development of a great inland system of railway communication. But it is only in the light of recent developments, constitutional and political, that the drawbacks of the existing arrangement and the urgency of a change have been fully realized. On the one hand, the almost incalculable importance of the part which can already safely be predicted for the Imperial Legislative Council in the shape it has assumed under the Indian Council Act, of 1909 renders the removal of the capital to a more central and easily accessible position practically imperative. On the other hand, the peculiar political situation which .has arisen in Bengal since the Partition makes it eminently desirable to withdraw the Government of India from its present provincial environment, while its removal from Bengal is an essential feature of the scheme we have in view for allaying the ill-feeling aroused by the partition amongst the Bengali population. Once the necessity of removing the seat of the supreme Government from Bengal is established, as we trust it may be by the considerations we propose to lay before Your Lordship, there can be, in our opinion, no manner of doubt as to the choice

of the new capital or as to the occasion on which that choice should be announced. On geographical, historical and political grounds, the Capital of the Indian Empire should be at Delhi, and the announcement that the transfer of the seat of Government to Delhi had been sanctioned should be made by His Majesty the King-Emperor at the forthcoming Imperial Durber in Delhi itself.

7. The only serious opposition to the transfer which may be anticipated may, we think, come from the European Commercial Community of Calcutta who might, wc fear not regard the creation of a Governorship of Bengal as altogether adequate, compensation for the withdrawal of the Government of India. The opposition will be quite intelligible, but we can no doubt count upon their patriotism to reconcile them to a measure which would greatly contribute to the welfare of the Indian Empire. The Bengalis might not of course be favorably disposed to the proposal if it stood alone, for it will entail the loss of some of the influence which they now exercise owing to the fact that Calcutta is the headquarters of the Government of India. But as we hope presently to show they should be reconciled to the change by other features of our scheme which are specially designed to give satisfaction to Bengali sentiment. In these circumstances we do not think that they would be so manifestly unreasonable as to oppose it, and if they did, might confidently expect that their opposition would raise no echo in the rest of India.

8. Absolutely conclusive as these general considerations in favour of the transfer of the capital from Calcutta to Delhi in themselves appear to us to be there are further special considerations arising out of the present Political situation in Bengal and Eastern Bengal which, in our opinion, renders such a measure peculiarly opportune at such a moment, and to these we would now draw your Lordship's earnest attention.

9.Various circumstances have forced upon us the conviction that the bitterness of feeling engendered by the partition of Bengal is very widespread and unyielding and that we are by no means at an end of the troubles which followed upon that measure. Eastern Bengal and Assam has, no doubt, benefited by the Partition, and the Mohammedans of Province, who form a large majority of Population, are loyal and contented, but the resentment amongst the Bengalis in both Provinces of Bengal, who hold most of the land, fill the Professions, and exercise a preponderating in hence in public affairs, is as strong as ever, though somewhat less local.

10.The oppositions to the Partition of Bengal was at first based mainly on sentimental grounds, but, as we shall show late in discussing the proposed modification of the Partition, since the enlargement of the Legislative Councils and specially of the representative element in them, the grievance of the Bengalis has become much more real and tangible, and is likely to increase, instead of to diminish. Everyone with any true desire for the peace and prosperity of these countries must wish to find some manner of appeasement if it is in any way possible to do so. The simple rescission of the portion and a reversion to the *stat as quarrante* are manifestly impossible both on political and on administrative grounds. The old province of Bengal was unmanageable under any form of Government, and we could not defraud the legitimate expections of the Mohammedans of Eastern Bengal, who form the bulk of the population of that Province and who have

been loyal to the British Government throughout the troubles, without exposing ourselves to the charge of bad faith. A settlement to be satisfactory and conclusive must-

(1) Provide convenient administrative units;

(2) satisfy the legitimate aspirations of the Bengalis;

(3) Duly safeguard the interests of the Mohammedans of Eastern Bengal and generally conciliate Mohammedan sentiment; and

(4) be so clearly based upon broad grounds of political and administrative expediency as to negative any presumption that it has been exerted by elamour or agitation

11. If the headquarters of the Government of India be transferred from Calcutta to Delhi, and if Delhi be thereby made the Imperial capital, placing the city of Delhi and part of the surrounding country under the direct administration of the Government of India, the following scheme, which embraces three inter-dependent proposals, would appear to satisfy all these conditions:-

(i) To reunite the five Bengali-speaking divisions, viz., the Presidency, Burdwan, Dacca, Rajshahi and Chittagong divisions forming them into a presidency, to be administered by a Governor-in-Council. The area of the province will be approximately 70,000 square miles and the population about 42,000,000.

(ii) To create a Lieutenant Governorship-in-Council to consist of Behar, Chota Nagpur and Orissa, with a Legislative Council and a capital at Patna. The area of the province would be approximately 113,000 square miles and the population about 35,000,000.

(iii) To restore the Chief Commissionership of Assam. The area of that Province would be about 56,000 square miles and the population about 5,000,000.

12. We elaborated at the outset our proposal to make Delhi the future capital of India, because we consider this the key-stone of the whole project, and hold that according as it is accepted or not, our scheme must stand or fall But we have still to discuss in greater detail the leading features of the other part of our scheme.

13. Chief amongst them is the proposal to constitute a Governorship-in Council for Bengal. The history of the Partition dates from 1902. Various Schemes of territorial redistribution were at that time under consideration and that which was ultimately adopted had at any rate the merit fulfilling two of the Chief purposes which its authors had in view. It relieved the overburdened administration of Bengal and it gave the Mohammedan population of Eastern Bengal advantages and opportunities of which they had perhaps hitherto not had their fair share. On the' other band, as we have already pointed out. it was deeply resented by the Bengalis. No doubt sentiment has played a considerable part in the opposition offered by the Bengalis, and, in saying this, we by no means wish to underrate the importance which should be attached to sentiment even if it be exaggerated. It is. however, no longer a matter of mere sentiment but, rather, since the enlargement of the Legislative Councils, one of undeniable reality. In pre-reform scheme

days the non-official element in these Councils was small. The representation of the people has now been carried a long step forward, and in the Legislative Councils of both the provinces of Bengal and Eastern Bengal, the Bengalis find themselves in a minority, being out membered in the on by Beharis and Oriyas, and in the other by the Mohammedans of Eastern Bengal and the inhabitants of Assam. As matters now stand, the Bengalis can never exercise in either province that influence to which they consider themselves entitled by reason of their numbers, wealth and culture. This is a substantial grievance which will be all the more keenly left in the course of time, as the representative character of the Legislative Councils increases and with it the influence which these Assemblies exercise upon the conduct of Public affairs. There is therefore only too much reason to fear that, instead of dying down, the bitterness of feeling will become more and more acute.

14. It has frequently been alleged in the press that the Partition is the root cause of all recent troubles in India. The growth of political unrest in other parts of the country and notably in the Dacca before the Partition of Bengal took place disproves that assertion and we need not ascribe to the Partition evils which have not obviously flawed from it. It is certain, however, that it is, in part at any rate, responsible Jar the growing estrangement which has now unfortunately assumed a very serious character in many parts of the country between Mohammedans and Hindus. We are not without hope that a modification of the Partition, which we now propose, will, in same degree at any rate, alleviate this most regrettable antagonism.

15. To sum up, the results anticipated from the partition have not been altogether relished, and the scheme, as designed and executed, could only be justified by success. Although much good work has been done in Eastern Bengal and Assam and the Mohammedans of that Province have reaped the benefit of a sympathetic administration closely in touch with them, those advantages have been in a great measure counterbalanced by the, via lent hostility which the Partition has aroused amongst the Bengalis. For the reasons we have already indicated we feel bound to admit that the Bengalis are laboring under a sense of real injustice which we believe it would tie sound policy to remove without further delay. The Durbar of December next affords a unique occasion for rectifying what is regarded by Bengalis as a grievous wrong.

16. Anxious as we are to take Bengali feeling into account we cannot overrate the importance of consulting at the sometimes the interests and sentiments of the Mohammedans of Eastern Bengal. It must be remembered that the Mohammedans of Eastern Bengal have at present an overwhelming majority in point of population and that if the Bengali speaking divisions were amalgamated on the lines suggested in our schemes, the Mohammedans would still be in a position of approximate numerical equality with, or possibly of small superiority aver the Hindus. The future province of Bengal, more over will be a compact territory of quite moderate extent. The Governor-in- Council will have ample time and opportunity to study the needs of the various communities committed to his charge. Unlike his predecessors, he will have a great advantage in that he will find ready to hand at Dacca a see and capital with all the conveniences of ordinary provincial headquarters. He will reside there from time to time, just as the Lieutenant-Governor of the United Provinces, frequently resides in Lucknow, and he

will in this way be enabled to keep in close touch with Mohammedans sentiments and interests. It must also be borne in mind that the interests of the Mohammedans will be safeguarded by the special representation which they enjoy in the legislative councils; while as regards representation on local bodies they will be in the same position as at present. We need not therefore trouble your Lordship with the reasons why we have discarded the suggestion that a Chief Commissionership, or a semi-independent Commissionership within the new province might be created at Dacca.

24. Before concluding this despatch we venture to say a few words as regards the need for a very early decision on the proposals we have put forward far Your Lordship's consideration. It is manifest that if the transfer of the capital is to be given effect to the question becomes more difficult the longer that it remains un salved. The experience of last two. sessions has shown that present Council Chamber in Government House, Calcutta fails totally; to meet the needs of the enlarged Imperial Legislative Council, and the proposal to acquire a site and to construct a Council Chamber is already under discussion. Once a new Council Chamber is built, the position of Calcutta as the capital of India will be further strengthened and consolidated and, though we are convinced that a transfer will in any case eventually have to be made, it will then be attended by much greater difficulty and still further expense. Similarly, if some modification of the Partition is. as we believe, desirable, the sooner it is effected the better, but we do not see how it can be safely effected with due regard for the dignity of Government as well as for the public opinion of the rest of India and more specially for Mohammedan sentiment, except as part of the larger scheme we have outlined. In the event of these far reaching proposals being sanctioned by His Majesty's Government, as we trust may be the case, we are of opinion that the presence of dig Majesty the King Emperor at Delhi would offer an unique opportunity for a pronouncement of one of the most weighty decisions ever taken since the establishment of British rule in India. The other two proposals embodied in our scheme are not of such great urgency but are consequentially essential and in themselves of great importance. Half measure will be of no avail, and whatever is to be done should be done so as to make a final settlement and to satisfy the claims of all concerned. The scheme which we have ventured to commend to Your Lordship's favorable consideration is not put forward with any spirit of opportunism but in the belief that action on he lines proposed will be a bold stroke of statesmanship which would give unprecedented satisfaction and will forever associate to unique an event as the visit of the reigning sovereign to his Indian dominions with a new era in the history of India.

25. Should the above scheme meet with the approval of Your Lordship and His Majesty's Government, we would propose that the King Emperor should announce at the Durbar the transfer of the capital from Calcutta to Delhi and simultaneously, and as a consequence of that transfer, the creation at an early date of a Governorship in Council for Bengal and of a new Lieutenant-Governorship in Council for Behar. Chota Nagpur and Orissa, with such administrative changes and redistribution of boundaries as the Governor General-in-Council would in due course determine with a view to removing any legitimate causes for dissatisfaction arising out of the Partition of 1905. The formula of such a pronouncement could be designed after general sanction had been given to the scheme. This sanction we now have the honor to solicit from Your Lordship.

26. We should thus be able after the Durbar to discuss in detail with local and other authorities the best method of carrying out a modification of Bengal on such broad and comprehensive lines as to form a settlement that shall be final and satisfactory to all.

We have the honor to be,

MY LORD MARQUESS

Your Lordship's most obedient, humble servants,

(Signed) HARDINGE OF PENSHURST
" O' MOORE CREAGH.
" J. L. JENKINS.
" R. W. CARLYLE.
" S. H. BUTLER.
" SAIYID ALI IMAM.
" W. H. CLARK.

Printed at the foreign office and Coronation Durbar Press, for the Government of India.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাষ্ট্রভাষা বাংলার সপক্ষে একটি নিবন্ধ	'ইত্তেহাদ'	২০ জুলাই, ১৯৪৭

রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাব

মাহবুব জামাল জাহেদী

পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে, ইহা লইয়া প্রচুর আলোচনা চলিতেছে। এই সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল বিভিন্নমুখী চিমত্মাধারার প্রকাশ হইতেছে, তাহা মুসলিম বাংলার জনগণের প্রাণ প্রাচুর্য্যেরই পরিচয় বহন করে। আলোচনার আলোকেই প্রকৃত পথের সন্ধান পাওয়া যায়, সুতরাং এই তর্ক-বিতর্কে আশংকিত হইবার কোন কারণ নাই।

প্রধানতঃ বাংলা ও উর্দ্দুকে লইয়াই এখন বিতর্কের উদ্ভব হইয়াছে। এবং প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন ভাষা পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গণ্য হইতে পারে না। প্রত্যেক ভাষার সমর্থনেই অনেকে অনেকে জোরালো যুক্তি-তর্ক উপস্থাপিত করিয়াছেন। এবং এই প্রসংগে যে বিতর্কের সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাকে উচ্ছ্বাসও প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু প্রশ্নটি আদৌ উচ্ছাস-সাপেক্ষে নহে। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেকটি ভাষার দাবী বিচার করিতে হইবে। এ জন্যই প্রথমেই রাষ্ট্রীয় ভাষার উপযোগী গুণাবলীর নির্ণয় প্রয়োজন। নিমণলিখিত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত একটি ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষার আসন পাইবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করা যইতে পারেঃ-

(১)ভাষাভাষীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় হইলে চলিবে না।

(২)দুই ভাষাভাষীর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন হইবে।

(৩)এই ভাষার মাধ্যমে ইসলামের ভাবধারাকে ভাষাভাষীর মধ্যে পরিসস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে।

(৪)এই ভাষার ব্যাকরণ, বর্ণমালা ও লিপি জটিলতা বর্জিত হইবে।

পাকিস্তানের জনসংখ্যায় প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলিয়া থাকে, সুতরাং উপরোক্ত আদর্শে বাংলার দাবীই অগ্রগণ্য। গনতান্ত্রিক যুগে যদি গণভোট এই ভাষা সমস্যার সমাধানের প্রস্তাব উঠিত, তবে নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষায় হইত সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু এই প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর অবিচার করা হয়। রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট অংশের সুবিধার্থে অন্য অংশে অসুবিধা সৃষ্টি করা কোন রাষ্ট্রেরই কাম্য নহে এবং হওয়া উচিত নহে। প্রাদেশিক প্রভৃতির রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগনিত হইবার দাবিকে নিতান্তই জিদ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এবং উর্দু ভাষা-ভাষীর সংখ্যাও বাংলার তুলনায় নিতান্তই স্বল্প। ইহা ব্যতিত উর্দু ভাষা বাংলার অধিকাংশ জনগণের নিকটই যে কোন বিদেশী ভাষার ন্যয়ই দুবের্বাধ্য ঠেকিতে বাধ্য। সুতরাং এইদিক হইতে বিচার করিলে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হইবার কোন দাবিই যুক্তিযুক্ত হয় না। রাজনীতি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাভাষীর প্রতিপত্তি প্রচীনকাল হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সববজন-বিদিত প্রতিপত্তি দর্শনেই মহামতি গোখেলে বলিয়াছিলেনঃ What Bengal things today, India things tomorrow.

হৃত-গৌরব ফিরিয়া পাইবার জন্য বাংলার মুসলমান চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রভুত প্রমান পাওয়া যাইতেছে। এইদিক হইতে বিচার করিলে কিছুকাল পূবের্ব উর্দু ভাষার কোস দাবীই খাটিতে না। কিন্তু বাঙালী মুসলমানদের অবস্থা-বিপর্যয়ের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ঐ ভাষাভাষীরা তাহাদের দাবীকে শক্ত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে ইংরেজী ভাষার দাবী অবশ্যই অগ্রগন্য, কারণ এতদিন রাজনীতি ক্ষেত্রে ইংরেজীরই প্রাধান্য ছিল। তবে বৈদেশিক কোন ভাষাই পাকিস্তানের কোনও রাষ্ট্রেরই রাষ্ট্রীয় ভাষা হইতে পারে না-এই জন্য ইংরাজীর দাবী মানিয়া লওয়া যায় না। সুতরাং উর্দু এবং বাংলার দাবীই মাত্র এখন আমাদের বিচার্য্য। কিন্তু উর্দুও যে প্রকৃতপক্ষে এই দেশীয় ভাষা এই কথাও বলা চলেনা। উর্দু হইল তুর্কী শব্দ-মানে 'শিবির'। সৈন্যদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার সুবিধার্থে সম্রাট আকবর এই ভাষার উদ্ভাবন করেন-শিবিরজাত বলিয়াই এই ভাষার এই নাম। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উর্দু ভাষা প্রকৃতপক্ষে দেশের ভাষা নয়।

বিভিন্ন দেশীয় শব্দভান্ডার হইতে চয়ন করিয়া এই ভাষায় শব্দসম্ভার সমৃদ্ধিশালী করা হইয়াছে। স্বকীয়ত্ব বলিতে এই ভাষার কিছুই নাই। এই ভাষার দাবী অগ্রগণ্য হইতে পারেনা।

আবার কেহ কেহ এই ভাষাকে মুসলমানী ভাষা হিসাবে দাঁড় করাইয়া ইহাকে রাষ্ট্রভাষারূপে চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রচেষ্টা যে নিতান্তই ভাবপ্রবণতা, এ কথা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। কারণ, প্রথমতঃ মুসলমানী ভাষা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব নাই। তাহা হইলে মুসলমানগণ যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাকেই মুসলমানী ভাষা বলা যাইতে পারে। ইহা হইতে পারে যে, ইসলামের শিক্ষা, সংস্কৃতি যে-ভাষার মাধ্যমে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেই মুসলমানী ভাষা বলা চলে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা মতে আরবী ভাষাকেই একমাত্র মুসলমানী ভাষা বলা যাইতে পারে। সুতরাং মসলমানী ভাষা পূবর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে এই যুক্তি বলে আরবী ভাষাকেই আমাদের রাষ্ট্রভাষা করিতে হয়। কিন্তু তাহার ফল কি হইবে, উহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ইসলামের ঐতিহ্যিক বহনের দাবীতে রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা বাংলারও নাই, উর্দুরও নাই। তবে পূর্ব প্রদর্শিত কারণে উর্দু হইতে বাংলার দাবীই বেশী যুক্তিসংগত।

দেখা যাইতেছে যে, ইসলামের ভাবধারাকে বাংলার সাহায্য নিতেই হইবে। কিন্তু এই কথা অনস্বীকার্য্য যে, বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে ইসলামিক ভাবধারা ও কৃষ্টির প্রচার করিতে হইলে বাংলা ভাষাই কার্যকরী হইবে বেশী। কারণ মাতৃভাষার সাহায্যে কোন কিছু শিক্ষা না দিয়া একটা নূতন ভাষা শিখাইয়া ঐ ভাষার সাহায্যে এই শিক্ষা দিতে যাওয়া বোকামী হইবে মাত্র। নূতন কোন ভাষা শিক্ষা করিতেই এখন আমাদের অন্ততপক্ষে ৮/১০ বৎসর সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাইবে এবং ইতিমধ্যে এতদ্দেশীয় মুসলমানগণ স্বীয় ঐতিহ্যিক চেতনোপলব্ধির ক্ষেত্র হইতে বহু পিছনে পড়িয়া থাকিবে। তাছাড়া বাংলাভাষায় বহু পূর্ব হইতে আরবী ও ফারসী ভাবধারার চর্চা হইতেছে। প্রাচীন যুগে রচিত পুঁথিগুলি ছিল এই বিষয়ের পুরোধা; বর্তমানেও বহু জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ নানা পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করিয়া এই প্রচারকার্য চালইতেছেন। অবশ্য এই কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, এই প্রচারকার্য্য বাংলা ভাষায় যথেষ্ট কম হইয়াছে। কিন্তু এতদিন এইলপ না হইয়া উপায় ছিল না। একে তো আমাদের রাজভাষা ছিল বিজাতীয় ও বিধর্মীয়, তার উপর বাংলা ভাষার উপর কর্তৃত্ব করিত হিন্দুগণ; সুতরাং নিজ ইচ্ছামত প্রচারকার্য্য চালাইতে পারা যাইত না। এখন যদি আবার বাঙ্গালীর উপর উর্দু ভাষাভাষীদের কর্তৃত্বভার আনিয়া চালাইয়া দেওয়া হয়, তবে উহাকে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা বই আর কিছুই বলা চলিবে না।

ইহা ব্যতীত ব্যাকরণের দিক দিয়াও উর্দু অপেক্ষা বাংলার দাবী যুক্তি সাপেক্ষে। প্রকৃত উর্দু অর্থাৎ সাহিত্যিক উর্দু অত্যন্ত জটিল। ক্রিয়াপদের লিঙ্গভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাকরণের অন্যান্য জটিলতা এত অধিক যে, স্বল্পায়াসে এই ভাষা শিক্ষা করা যায় না। পক্ষান্তরে বাংলা ভাষার জটিলতা উর্দু হইতে বহু অংশে কম। একথা অবশ্যই ঠিক যে, বাংলা শিক্ষার্থীর পক্ষে র, ড়, ষ, স, শ, ন, ণ প্রভৃতির পার্থক্য সঠিক অনুধাবন করা কষ্টকর। কিন্তু ইদানীং ভাষাবিদগণ প্রাচীন বর্ণমালা, ব্যাকরণ ও বানান প্রথার আমুল পরিবর্তনের প্রবৃত্ত হইয়াছেন,যাহার ফলে আশা করা যায়, সুসংস্কৃত হইয়া বাংলা ভাষা, বর্ণমালা, ব্যকরণ ও বানানের দিক হইতে ইংরাজীর ন্যায়ই সহজ এবং সকলের বোধগম্য হইবে। ইতিমধ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা বানান পদ্ধতির সংস্কার সাধন করা হইয়াছে, ফলে ফলে বানান এখন যথেষ্টসহজ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য এই প্রথা এখনও ব্যাপকভাবে সাহিত্যে ও পাঠ্য-পুস্তকে প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু আবশ্যকবোধে প্রচলিত করিয়া লইতে বেশী দেরী হইবারও কোন কারণ নাই। অপরদিকে উর্দুর ব্যাকরণের জটিলতার কথা ছাড়িয়া দিলেও বর্ণমালাগত দুবের্বাধ্যতাও উপেক্ষণীয় নয়। রে, ড়ে, দাল, যাশ প্রভৃতি শব্দের বাক্ ছলতার দরুন প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে উর্দু শিক্ষা দুরূহ হইয়া পড়ে। এবং এই সব দুবর্বহ দুরূহতাকে সরল করিবার কোন প্রয়াসই অদ্যাবধি ঐ ভাষার পন্ডিতগণ করেন নাই। উর্দু অর্থাৎ চলতি বাজারী উর্দুর ব্যাকরণগত জটিলতা অপেক্ষকৃত কম হইলেও উহাকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে উহা কোন ভাষাই নয়- বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার শব্দাবলীর সমাহারে গঠিত এক আজব চিজ বলা যাইতে পারে। যে ভাষার কোস স্বকীয়ত্ব নাই, কোন সাহিত্য নাই, যে ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা জাতির বা দেশের পক্ষে কলংকজনক বই কি। এমতাবস্থায় বাংলা ভাষর দাবীর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোও কারণ নাই।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, পূর্ব পাকিস্থানের রাষ্ট্রভা বাংলা হইলে পশ্চিম পাকিস্তান ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত এই রাষ্ট্রের যোগসূত্র কি প্রকারে স্থাপিত হইবে। এই প্রশ্নের উত্তর প্রধানতঃ নির্ভর করে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর। কোন কোন বিষয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমূহের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব থাকিবে সেই বিষয়টি পরিষ্কার হইলেই এই প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা মতে অর্থাৎ দেশরক্ষা, অর্থ বিভাগ

এবং পররাষ্ট্র বিভাগের উপর যদি কেন্দ্রের কর্তৃত্ব থাকে, তবে অসুবিধা বিশেষ কিছু হইবে না। কেন্দ্রের সহিত দোভাষী অনবাদকের সাহায্যে কাজ অনায়াসেই সমাধা করা যায়। বর্ত্তমানে প্রাদেশিক সরকারের অনুবাদ বিভাগের মত একটি বিভাগ খুলিলেই সব গোলমাল চকিয়া যাইবে এবয় অন্যান্য প্রদেশের সহিতও এই উপায়েই যোগসূত্র অক্ষুণ্ন রাখা যাইবে। শুধু যে বায়লা দেশের জন্যই কেন্দ্রীয় অফিসে অনুবাদকের দফতর খলিতে হইবে, এমন নয়। কেন্দ্রের রাষ্ট্রভাষা যে উন্নত উর্দু কিংবা বাংলা হইবে একথা অবধারিত। সুতরাং বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত যে সংবাদ আদান-প্রদান করিতে হইবে, তাহার জন্যও অনুরূপ দফতরের প্রয়োজন হইবে। এবং হিন্দুস্তান রাষ্ট্রের মধেও অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে কারণ হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে হিন্দি বা হিন্দুস্তানী।

আপাতঃদৃষ্টিতে আরও একটি বিষয়েও আমাদের অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়। সেটি হইল সৈন্য বিভাগে ভাবের আদা-প্রদান। পূর্ব পাকিস্তানের সেবাহিনী ও পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীরা স্ব স্ব প্রদেশের স্বীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষায়ই কথাবার্তা বলিতে পারিবে। কিন্তু যখন এই দুই প্রদেশের সেনাবাহিনী প্রয়োজনানুসারে একত্রিত হইবে, তখনই অসুবিধা হইবে বেশী। পারস্পারিকভাবে আদান-প্রদান ছাড়াও আদেশ ওেয়া (কমান্ড) লইয়াও অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে মনে হয়। কারণ, বর্তমানে বিভিন্ন দেশীয় সেনানী লইয়া সেনাবাহিনী গঠিত হইলেও আদেশকার্য্য চালানো হয় ইংরাজীতে। কিন্তু তখন ইংরাজী বর্জন করা হইবে। এই সমস্যা গরম্নতর হইলেও অতি সহজেই ইহার সমাধান করা যায়। যদি আমরা আদেশবিধিগুলির (Commandments) আরবী ভাষা প্রচলন করি, তবেই অসুবিধার নিরসন হয়। আরবীতে আদেশ দিলে উহা ইংরাজী হইতেও শক্তিশালী হইবে। কারণ আরবী ভাষায় যে ঝংকার, যে দ্যোতনা আছে, সে দ্যোতনা ও ঝংকার ইংরাজী ভাষার নাই। দুই রাষ্ট্রের অবিাসীগণ পরস্পরের সহযোগিতা করিলেই এই সমস্যা এবং অনুরূপ সকল মসস্যারই সমাধান সহজসাধ্য হইয়া যাইবে। নিজস্ব জিদ বজায়া রাখিবার জন্য গোঁড়ামীর আশ্রয় গ্রহণ করা কাপুরুষোচিত ব্যবহার বলিয়াই অবিহিত হইবে। পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য না থাকিলে কোন রাষ্ট্রেরই উন্নতি বিদান সম্ভবপর হইবে না, একথা সুনিশ্চিত।

প্রথম প্রথম অসুবিধা হইবেই, কিন্তু ধীরে ধীরে যখন জনসাধারণ এবং কর্মীগণ নূতন পরিবেশের সহিত নিজকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিবেন, তখন কোন অসুবিধাই ভোগ করিতে হইবে না।

পশ্চিম বংগের হিন্দুগণ পূর্ব বংগ হইতে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া গিয়া যেমন স্বয় সত্তা বিসর্জন দিল, পূর্ব বংগের মুসলমানগণও অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইবে, যদি উর্দুকেই সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হয়। হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে হিন্দুস্তানী হইবে, ইহা নিশ্চিত এবং তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমবংগের যা দান তাহাও নিঃশেষে লোপ পাইবে। তাহাদের সংস্কৃতি, তাহাদের আভিজাত্য সকলই খর্ব্ব হইয়া যাইবে। পূর্ব পাকিস্তানেরও অবস্থা ইহাই হইবে, যদি রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হয়। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, বাংলার মুসলমানগণ কখনই ইহা ঘটিতে দিবে না...।

উর্দূও আমরা শিখিব আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইদের শিক্ষা-সংস্কৃতি জানিতে হইবে বলিয়া। কিন্তু তাহাদিগকেও বাংলা শিক্ষা করিতে হইবে, নতুবা তাঁহারা এক দেশদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিবেন।

---

* পাকিস্তান প্রতিষ্ঠান বেশ কিছুকাল আগে থেকে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। এই প্রবন্ধটি বাংলায় সপক্ষে একটি প্রস্তাব। প্রবন্ধটি কলকতা হতে প্রকাশিত 'ইত্তেহাদ' পত্রিকায় ২০শে জুলাই, ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অবজেকটিভ রেজলিউশন সংক্রান্ত বিতর্ক!	পাকিস্তান গণপরিষদ-এর কার্যবিবরণী	৭-১২ মার্চ, ১৯৪৯

[*Excerpts from the Official Report of the Fifth Session of the Constituent Assembly of Pakistan Debates.]*

Monday, the 7th March, 1949

Mr. Prem Hari Barma (East Bengal General): Mr. President, Sir I beg to move:

"That the Motion" be circulated for eliciting public opinion there on by the 30th April, 1949".

Sir, the Objectives Resolution which we shall pass shall be the foundation stone of the structure of the constitution of the Pakistan State. The constitution which will be framed by this august body will govern the people of Pakistan not only for generations but for centuries to come, because the constitution of a country, once framed, is scarcely changed or modified. The foundation of the constitution must be strong, sound and solid so that the structure built upon it may last long and may not give way after some time. For this purpose, not only the Members of the Constituent Assembly, who entrusted with this noble work, should have time to carefully examine the pros and cons of the proposed Objectives Resolution, but the public also whom we have the honor to represent here, must have an opportunity of expressing their opinion on it. If we get the opinion of the public and if the opinion of the public is in support of it then our task and responsibility will be mush lighter.

I do not think that we shall be right in passing the Resolution in hot haste, without giving any opportunity to the public to express their opinion. It took about ten years to frame the constitution of the United States of America. It will not, therefore, matter much if it is taken up and considered after seven or eight weeks.

We must not forget that our State of Pakistan consists of peoples professing various religions and having different social customs and cultures. We must not proceed with the work of framing the constitution in such a way as may cause apprehension, distrust or anything of the kind to any section of the people. The members of the Constituent Assembly, irrespective of the community to which they may belong, have the sacred duty and trust imposed upon them to look equally to the rights and interests, whether political, social or religious of all section of the people of Pakistan. We should give opportunity and time to all sections of the people of Pakistan to examine and see whether this Objectives Resolution is acceptable to all of them or not. If we see that some portion of the, Objectives Resolution is not acceptable to any section of the population, then we should try to amend or modify that portion of the Resolution to make it acceptable to all.

* The motion refers to the Motion on Arms and Objects.

There is no doubt that the Constituent Assembly has every right and authority to pass any resolution concerning the constitution or any constitution it likes, but I think that it will not be fair for the Constituent Assembly to pass hurriedly any resolution of a vital character, on which will solely depend the destiny of people of Pakistan for generations and nay for centuries to come.

Tuesday, the 8tli March, 1949.

MOTION RE: AIMS AND OBJECTS-Contd.

Mr. Bhupeudra Kumar Datta (East Bengal: General): Sir, I beg to move "That the paragraph beginning with the words whereas sovereignty over the entire universe and ending with the words is a sacred trust be omitted."

Sir, let me make it clear at the outset that I am not moving this amendment because I happen to be in the Opposition. I am moving it in no spirit of opposition; nor am I moving it as a member of the minority community. Whatever the minorities are to get under the constitution is indicated, in the substantive clauses of the Resolution. Sir. I feel, even if I were among the majority in the House, both by religious and political persuasion, I would move this amendment at this hour of the day.

Sir, we are hereby the will of the people of our newly-won independent State of Pakistan to draw up a constitution for its future governance. Although all powers of an independent Slate emanate from the sovereign powers of its people, certain laws, rules and regulations must guide and control the relations between the people and the State. Such laws, rules and regulations have in the modern world come within the domain of matters, political. The relations between a State and its citizens may be, and have been throughout the ages, of diverse forms, but whatever the forms, they are subjects properly of politics. On the other hand, the relation between man and God comes within the sphere of religion. In all ages, there have been men and women who have believed that not a grass grows, not a leaf falls, not a star shows itself except by the will of God. Similarly, whatever takes place there in human affairs is guided and controlled by God. Many in this House, I have no doubt in my mind, do believe that we could not be assembled here except by the will of the Creator. But even if they do believe it, they go about their business, even about the business of this House, with that tacit, albeit, deep faith, with that un-exhibited background of the mind-they go about it in all devoutness, all humility, without making a flourish of it.

Thus even in a world where vast numbers of men had a more living faith than today in the omnipresence and omnipotence of God, they found it more convenient, more suitable, more methodical to assign proper spheres to their relation with their Maker and to their relation with their ruling power of governing apparatus.

Nay, Sir, let me go further, Politics and religion belong to two different regions of the mind, even if it be held that these two regions are inter-related by the presence of God, or

even if, say, by the unity, integrity or indivisibility of the human mind or human personality. For the special study, development and working of each region, we get them more conveniently separated. Thus separated-even without denying the unifying bond either of God or of the human personality-politics comes within the sphere of reason, while religion within that of faith.

The two-reason and faith-may blend together perfectly. But we allow each to work separately in order that each may grow to its fullest maturity so that a higher synthesis of the two may be attained-a mellower blending Even in the evolution towards that ultimate end, the two may be working hand in hand but unobtrusively.

We know, Sir, whenever either has become obtrusive at the cost of the other either in individuals or in groups, convulsions have taken place-convulsions, that in the case of groups, have caused infinite human misery, that have flung States as under, that have debased men. We need not look to Europe in the Middle Ages or for the other side of the picture to the Worship of Reason during the French Revolution. We may look to various chapters of the history of this subcontinent. I need not mention periods. Even two years earlier, we did not behave as if we were rational human beings. We so behaved because on each side, faith became predominant over reason, what normally should have remained unobtrusive became obtrusive.

I feel, Sir, in this House I am treading on exceedingly delicate grounds. But let me put it to you, Sir in all humility.-whatever relation most of us may think or feel, subsists between us and our Maker or between this great State and its people and God Almighty, need we be obtrusive with it, need we make a flourish of it on this occasion when we have met here for a political purpose-for framing the constitution of the State?

Politics, as I have said, Sir, belongs to the domain of reason. But as you intermingle it with religion, as this Preamble to this nobly conceived Resolution does, you pass into the other sphere of faith. The same is done in the paragraph on "Sovereignty" on page 13 of the 1st volume of Select Constitutions of the World, circulated by the Constituent Assembly Office. Thereby, on the one hand, you run the risk of subjecting religion to criticism, which will rightly be resented as sacreligious; on the other hand, so far as the State and State policies are concerned, you cripple reason, curb criticism, Political institutions-particularly modern democratic institutions-as we all know, Sir grow and progress by criticism from broader to still broader basis. As long as you remain strictly within the region of politics, criticism may be free and frank, even severe and bitter.

But as you bring in religion, or things as matters of faith, you open the door ajar for resentment of criticism. You then leave it to absolutism to fling it wide open. Sir, I feel-I have every reason to believe-that were this Resolution to come before this House within the life-time of the Great Creator of Pakistan, the Quaid-i-Azam, it would not have come in its present shape. Even with you Sir, the Honourable Mover of this Resolution at the helm of affairs in the State, I have no fear that criticism will be stifled or absolutism will find a chance to assert itself.

But, Sir, we are framing a constitution, which will outlive us, may be, even many of our succeeding generations. So, as far as human reason can guard against it, let us not do

anything here today that may consign our future generations to the furies of a behind destiny. May be, may God forbid it, but some day, perhaps even within our lifetime-extremely troublous times as we live in-a political adventurer, a Yanshikai, or a Bachcha-i-Sakao may find a chance to impose his will and authority on this State. He may find a justification for it in this Preamble. To people of our State, he may justify his claim on the clause in it that refers to the delegation of the Almighty's authority to the State through its people. He has only to forge a further- link and get it delegated through the State to himself and declare that he is the Ruler of Pakistan, anointed by his Maker.

Besides, Sir, shall we not be prudent to avoid the deification of the State that the Preamble implies? In recent history, Hitler did it. But I am sure, Sir, the Honorable Mover of this Resolution found no merit in that act of Hitler's. Nor the world very much appreciated it. And at the hour when we have come so very near to the rest of the world, we, in this House, shall not be wise to ignore it.

Prof. Raj Kumar Chakraverty: Sir. I beg to move:

"That in the paragraph beginning with the words 'This Constituent Assembly' after the words 'independent' the word 'democratic' be inserted."

So that with the amendment, the paragraph will read thus:

"This Constituent Assembly representing the people of Pakistan resolves t6 frame a constitution for the sovereign, independent, democratic State of Pakistan."

Sir, I take it that this paragraph states the character of the constitution that we shall have. In the first paragraph of the Preamble we have been told that the authority which God has delegated to the State of Pakistan for being exercised within the limits prescribed by Him is a sacred trust, and this paragraph proposes to give us the character of the constitution. It says that the constitution would be a sovereign constitution, it will be independent, but the word 'democratic' is not there. I want to add the word "democratic" in this connection, just after the word 'independent'. My arguments will be very short. I consider the description of the constitution in this paragraph is not all perfect. It is not the complete description. The word 'democratic' should have been here. While telling about the constitution, we should tell the public and the world that the constitution or the form of Government that we shall have will be of this kind or that kind. Whether the Government will be ruled by one man or it will be ruled by a few persons or the Government will be in the hands of many persons, we should state clearly. It may be monarchy; it may be despotism; it may be oligarchy; or it may be democracy. I believe that our Government will be a democratic one, but that is not stated here. That is my complaint and that is why I move the amendment.

Sir, to day, there is a great unrest throughout the world and you know the reasons of this unrest. One of them is that the common men-ordinary people-have no voice in the administration of their Government. They are the producers of the means of our livelihood. They are the workers on the fields and in the factories and unless voice is given to them in the affairs of the State, this unrest of the world will not subside. Up till now, of all the forms of Government that have been evolved, democracy with all its

imperfections of the best sort of Government. Therefore, Sir, we ought to put the word is 'democracy' here, so that we might cure the world of all the unrest and of all the undesirable elements that have crept into our administration. If the word 'democratic' is put here, the Resolution will go before the world with a message of hope, with a message of cheers that we are going to have a rule by the people, a Government of the people, for the people and by the people. No doubt, Sir, in the fourth paragraph which says that "the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed", the word 'democracy' occurs, but I submit that in that paragraph the word 'democracy' is used in a very vague and loose sense and that the principle of democracy is to be applied generally in all our institutions, in all our affairs of life, so in this paragraph, where we are going to characterize the constitution of this State, I want to clinch the issue and say definitely now and here that we shall have a democratic form of Government an no other.

MOTION RE: AIMS AINU OBJECTS-*contd.*

9th MARCH, 1949

Mr. President: The Resolution and amendments are now open to discussion,

Dr. Ishtiaq Husain Qureshi (East Bengal: Muslim): Mr. President Sir, I would like to complement the movers of the various amendments on the excellent speeches that they have made. Most of these speeches were thought provoking and I am sure that the sentiments of patriotism which have been expressed by various movers of the amendments have been most welcome, not only to us on this side of the House, but. I believe, to the entire nation. Sir, it is in the spirit of the patriotism shown by the movers of the amendments that I would like to make a few comments upon the speeches-and the arguments contained therein-which were made in support of the various amendments. Sir; I divide those speeches into two categories. The first category reveals a fundamental difference of outlook between the mover and the supporters of the Resolution, on the one hand, and the movers of the amendments, on the other. The other speeches, which to my mind fall into the second category, are based upon a fear, a fear which cannot be justified by a close study of the wordings of the Resolution and the principles which are embodied therein. With your permission, Sir, I would like to deal first with the fundamental difference of opinion that seems to exist between certain movers of the amendments and some of us.

Sir, it has been said that politics and religion should be completely divorced from each other, that politics and religion belongs to different aspects of human activity and indeed, it has been said that one being founded on reason and the other on faith, they should be related to different compartments of the human mind. I would submit most humbly that this is impossible. They cannot be divorced from each other for the simple reason that our reason is fashioned by our faith and our faith is fashioned by our reason. Unless we can think cogently we cannot possibly have faith in any ideal, and unless we have some faith, it would be absolutely impossible for us to chalk out the channels into which our thought should run. Therefore, I would say that it is absolutely impossible to accept the theory of a split personality. It is impossible to accept the view that we should keep our faith apart from our political behavior and that certain aspect of our behavior should be fashioned purely by reason and certain other aspects purely by faith. I would leave the further discussion of this abstruse problem to the psychologists who may have studied it. I would submit that we, in any case, cannot subscribe to the view advocating divorce between faith and reason. To us religion is not like a Sunday suit which can be put on when we enter a place of worship and put off When we are dealing with day-to-day life. This conception is absolutely foreign to us. Let us examine this a little further. What does the Resolution say? The Resolution says that our policy should be based upon God consciousness. It has been said that God may be there, but do not bring him into your lives. I am reminded of a song which was fashionable amongst the Epicurean philosophers during the later period of the Roman Empire, which said: "There are no gods, but if there be, they do not meddle, with the affairs of humanity." This deity epitomized the attitude which took the Roman civilization to its undeserved end. Are we to repeat the same mistakes today? Are we really to divorce politics completely from

ethical and spiritual principles?; It has been said that if we permit religion to enter the realm of politics, there may be convulsions, there may be revolutions and wars. It is quite true that sometimes humanity has erred and waged wars on the basis of religion. But is it not a fact that the wars which have been fought in the lifetime of all of us were not fought for religion? I challenge anybody to prove that there was any war that was ever fought in the history of the world for religion which was so disastrous as these wars. Let us not bring such confused thinking into the consideration of this Resolution. Vast convulsions are not caused by faith they are caused by the lack of faith. It is when we de not work within the limits set down by ethics, by religion, by spiritual truth that we really get so narrow-minded, so jealous of the good things that others possess that we enter into the realm of war. I would go even further and say that whenever politics has been completely divorced from ethical principles, the sanction for which lies in our faith and not in anything else, humanity has been overtaken by disaster. I am quite willing to quote chapter and verse that various convulsions that have overtaken humanity have been the result of lack of faith. Was it not that the Goddess of Reason was enshrined at Paris? Is it not a fact that bloodshed came in the wake of her enthronement? Has humanity forgotten the days of Red Terror followed by the White Terror? Therefore, for Heaven's sake, do not confuse matter. Whenever the emotions of people exercised very deeply and whenever these emotions are not controlled by ethical principles*which should govern the life of humanity, there has been a disaster. Therefore, Sir, I am afraid, it will not be possible at least for me to describe to the idea that religion and politics should tie completely divorced. If anybody were to say that religious prejudice should not be permitted to effect our relation with humanity, I would certainly say, ‘Yes’.

....

A large number of other arguments have been advanced. It has been said that so far as the fundamental principles of Islam are concerned, they may be as they have been explained by the Honorable the Mover of the Resolution, but then it is asked, "How can you guarantee the fact that tomorrow there will not arise interpreters who will interpret these very terms in a different manner" Well, Sir, who can ever guarantee that? Can any constitution of the world guarantee such a thing? So long as you lay down a law, there is always scope for interpretation. Humanly speaking, who can promise that any limits laid down today or any constitution adopted today may not be interpreted in a different manner tomorrow? But we are laying down at least one limit which cannot be provided simply by constitutional methods, and it is this. This constitution may be interpreted, as it will be, by people who come after us. We cannot bind our successors; but these interpretations must at least follow the fundamental principles which have been embodied for anybody to study in our Scriptures. Besides, it is said that simply by bringing in religion and by recognizing the principles of the sovereignty of God, we are laying the foundation of absolute authority. Not only that but we are also accused of laying the foundations of the deification of the State. I am afraid nothing could possibly betray a greater ignorance of the very words of the Preamble. The Preamble recognizes right in the beginning that all authority is delegated through the people to the State and that authority really belongs to God and to none else. If that is so how can a person believing in the existence of God simultaneously believe in the deification of the State?..........

Sir, it has been said that the secular parliamentary form of government is the only form of democracy. What is meant by 'secular'? I would like my friend to consult the dictionary. The dictionary lays it down that secular is on-monastic, anything which is not dependent upon the sweet will of the priests. When we say that no priesthood is recognized by Islam, we do not know why it is said again and again that our democracy is not secular. Is it to be run by any priesthood? There is such a considerable amount of confusion in the use of the word 'secular', that one gets sick of it. Of course, if the word "secular" means that the ideals of Islam, that the fundamental principles of religion, that the ethical outlook which religion inculcates in our people should not be observed, then I am afraid, Sir, that kind of secular democracy can never be acceptable to us in Pakistan. (Hear, hear)...........

10th MARCH 1949

The Honourable Sardar Abdur Rab Khan Nishtar (West Punjab: Muslim): Sir, the criticism that has been leveled against this Resolution by the Members of the Opposition Party and also by my friend who just spoke, seems, with all respect to them, to be based on some misunderstanding. I will deal with the main amendments that were proposed by some Honorable Members and will endeavor to show whether they are really necessary in view of certain paragraphs of the Resolution where similar thoughts are expressed in a different language, or the suggestions made are such which should be accepted by this House.

The first and the main Opposition was voiced against the Preamble of the Resolution and the basic idea that was put forward in support of this adverse criticism was that politics is different from religion, politics should be divorced from religion and politics should have nothing to do with the religion. Both have different spheres and therefore they should not be mingled together in the affairs of the state. Well, Sir, so far as this point is concerned, the world knows, and particularly those who belong to the Indo-Pak continent know it very well, that on this point there is fundamental difference between the Muslims and the non-Muslims. I can well understand the reason for that difference. May be that the non-Muslims who advocate divorce between religion and politics look at this point from the point of view of their own religion. May be that their religion lays down that religion is only a matter which concerns the relations of a man with his Creator and thus far and no further. But we, the Muslims and our Leader, the foremost Leader of the Muslims, the Quaid-i-Azam, have declared it from thousands of platforms that our outlook on life and of life is quite different from the outlook of our friends. We believe that our religion governs not only our relations with God, but also our activities in other spheres of life. We have always described it, and rightly described it, as a complete code of life. Therefore, if in spite of this knowledge and in spite of the controversy that has been going on for years in the Indo-Pak sub-continent, it is expected of us to-day to accept that philosophy which has been advanced by my friends who have opposed the Preamble, I would submit it is too much. That is not our belief. Our view about this point is quite different. So, let there be no misunderstanding on that point. But this in no way

affects them. They should examine it from this point of view whether this philosophy or this outlook of life in any way adversely affects their legitimate interests. If on account

of this, legitimate interests of minorities suffer one could understand their position. But submit that they have no ground for complaint. As a matter of fact, when we say that our code of life is Islam and we want that we should live as Muslims and our Constitution should be based on Islamic principles, it give the minorities a very great guarantee, a guarantee which no other Constitution would had given to them. It saves them from the tyranny of the majority. They know that in constitutions, which are known as democratic constitutions what the tyranny of the majority means. When we say that the authority that is to be exercised in this state is an authority conferred by the Almighty, who is the Sovereign of the whole Universe and it is a sacred trust from Him to be exercised through the people of Pakistan, they should try to understand the implications of this declaration. What a responsibility this declaration lays upon the shoulders of the majority. It gives the minorities a very great guarantee, a very strong security, against the tyranny of the majority, because the majority who happens to be in power will have to exercise this authority as a sacred trust from one who is the Sovereign of the minorities and of the majority. Therefore, when we say that the constitution shall be based on Islamic principle and the authority of State is derived from the Almighty who is not only the sovereign of Pakistan but of the whole universe, the minority should welcome it. I think it was due to some misunderstanding that they have opposed it. When we say that the Almighty is the sovereign of the whole universe and not only of Pakistan, it is a statement of fact and whether we say it or not, it is true. This declaration implies a very very important principle and_ that is the principle of brotherhood of man all over the world. Therefore, I would submit that it is a principle and a declaration, which everybody should welcome.... It has been said why has it been laid down that the authority has been delegated to the state of Pakistan through its people? It was remarked that it is just possible that it may be misinterpreted by somebody. 1 would submit that anybody who properly studies it will not misinterpret it: only one who has just read it and not understood it will misinterpret it. This sentence has got a very important principle behind it. My friend, Mr. Chakraverty and my other friend, Mr. Kamini Kumar Datta themselves defined "State" as the organized will of the people. That is correct. We say that the authority is conferred upon the organized will of the people through the people. Where does the objection lie: Let me tell my friends what it means, and I hope after they come to know the real meaning of it, they will withdraw their objections. It means that Pakistan does not envisage anarchy. It means that Pakistan does not believe in a chaotic land, a land where there is no Government, where there is mere anarchy-Islam believes in an organized existence-and, therefore, when we say this Resolution that the authority has been delegated to the State of Pakistan through its people it means that the authority has been conferred upon the people but is to be exercised by the people through their own organized will and in an organized manner. It is not that you have to live Just like people of the jungle under the law of the jungle. This is what is meant by this particular phrase. It does not in any way detract from the powers of the people. This position has been again and again explained, in the Resolution. Several amendments that have been put forward by my Honorable friend are all directed to one point because there is some misunderstanding in their minds that probably the State of Pakistan-the constitution of

Pakistan-will not be based on democratic principles. They have proposed the words should be "conferred upon the people". Another gentleman said the word democratic should be inserted. Another gentleman said that we should insert a clause applying the principle of Government of the people, for the people and by the people and so on and so forth. All these amendments were directed to one and one point: that the Constitution of Pakistan shall be a representative constitution, a constitution where the will of the people will be supreme and where no particular individual in the words of one of my friends will be able to arrogate authority to himself. I would submit. Sir, that if a man has, just a cursory glance of this Resolution no doubt will be left in his mind that all these thing had been safeguarded, not only safeguarded but effectively secured. There are at least five portions in this Resolution which relate to this particular point and I would just draw the attention of my Honorable friends to these five points and would ask them to keep the overall picture of this Resolution before their minds and then decide for themselves whether this particular principle has been safeguarded or not.

In the first paragraph, Sir in the Preamble it has been clearly stated that the authority has been "delegated to the State of Pakistan through its people". Then in the second paragraph that immediately follows it, it is stated that:

"This Constituent Assembly representing the people of Pakistan resolves to frame a constitution".

Again emphasis has been laid on the representation by the people. Then in the third paragraph it has been stated very clearly-

"Wherein the State shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people".

Then in the fourth Clause it is sated-

"Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice. as enunciated by Islam shall be fully observed,"

And then ultimately the object of all these steps is stated to be-

"So that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place amongst the nations of the world.............."

In view of this emphasis upon the people: the right of the people, the representation of the people, the prosperity of the people and the exercise of power and authority by the chosen representatives of the people, I do not think. Sir, there can be genuine doubt in the mind of any person about the fact that what is meant by the Mover of this Resolution is a democratic constitution in the real sense of the term. It might be said then: Why don't you accept the word "democratic"? Let me tell my friends that it is I think very right on the part of the Mover of the Resolution that he has avoided this word. As I see the Resolution, Sir, there appear to be two reasons for this. First of all, while describing the Pakistan State, the nature of the state has not been described in any particular term. The status of the state has been described as the sovereign independent state of Pakistan". It was necessary to use the word "Pakistan"-of course, the name of the state is there-and

further the status of the state has been explained that it is to be "independent and sovereign" and that would, I hope, meet the point of Mr. Kamini Kumar Datta about "national sovereignty" because he had proposed an amendment on that point. It is not only the sovereignty of God that has been referred to in the Resolution but within certain limits prescribed by Him: the sovereignty and independence of the Pakistan state has also been declared. So, so far as the "national sovereignty" is concerned that has been secured. The status has been declared but the nature of the state has not been described, and rightly so. The word "democratic" 'has lost all its meaning in the present day world as was stated by one of my friends just now. The state of England with a king-who is there "by the grace of God" is "democratic". The people of America with an all-powerful President have a "democratic" State. France, with peculiar system of Government that is known to all of us is a "democratic" State, So is the case with Holland. Russia also claim to be a "democratic" State and although it was not stated by one Honorable Member probably he meant by "democratic state" the Russian democracy. Now how to interpret this word "democratic" in the present day world? How to interpret it when Kings and no Kings, presidents and no presidents. Parliamentary system of Government and non-parliamentary system of Government and even a state like Russia, which is accused by the so-called democracies to be a dictatorship-all claim to be democratic states. I think it was better to avoid the word "democratic" to give the real features of the state and leave it to the people to judge for themselves whether ours is a good constitution or a bad constitution. And after all what is in a name? Call the rose by any name and it will smell sweet. The nature of the state has not been described but the features-the important features have-been given. If the word "democratic" had been used it would have been interpreted in the light of the present-day multifarious interpretations of this word that exist in the world in different manners by different people.

Sir, the Mover has given as the real features of the State and these features clearly, right at first sight, prove, show and disclose that the state that we shall have, the constitution that is intended to be framed, will be a constitution which will provide for a government of the people and by the people. The last clause says that the constitution is for the purpose of making the people of Pakistan prosper. This shows that it will be for the people also. Therefore, it is unnecessary for us to borrow a sentence from Abraham Lincoln and put it in our Objectives Resolution. It is necessary to borrow a word and put it in this Resolution which has lost all its meaning; I mean the word "democratic". Lookat the provisions of the Resolution, look at the main features that have been given in the Resolution and the emphasis upon the people, the right of the people and the representatives of the people and the authority of the people. After that I do not see any justification for the suspicion that the Resolution, that we have, would mean that the voice of the people will not be supreme. As I understand it, Sir, it will be constitutions which will be purely democratic constitution in that meaning of the term which the Muslims know. It means that even the humblest will have the right to criticize the highest....

12™ MARCH 1949

Mr. Sris Chandra Chattopadhvaya (East Bengal: General): Mr. President, I thought after my colleague, Mr. Bhupendra Kumar Datta, had spoken on the two amendments on behalf of the Congress Party, I would not take any part in this discussion. He appealed, he reasoned and made the Congress position fully clear, but after I heard some of the speakers from the majority Party viz, Muslim League Party, the manner in which they had interpreted the Resolution, it became incumbent on me to take part in this discussion.

I have heard Dr. Malik and appreciate his standpoint. He says that "we got Pakistan for establishing a Muslim State, and the Muslims suffered for it and therefore it was not desirable that anybody should speak against it". I quite agree with him. He said: "If we establish a Muslim State and even if we become reactionaries, who are you to say anything against it?" That is a standpoint that I understand, but here there is some difficulty. We also, on this side, fought for the independence of the country. We worked for the independence of the entire country When our erstwhile masters, Britishers, were practically in the mood of going away, the country was divided -one part became Pakistan and the other remained India. If in the Pakistan State there would have been only Muslims, the question would have been different. But there are some non-Muslims also in Pakistan. When they wanted a division, there was no talk of an exchange of population. If there was an exchange of population, there would have been an end of the matter, and Dr. Malik could establish his Pakistan in his own way and frame constitution accordingly. It is also true that part of Pakistan in which Dr. Malik lives is denuded of non-Muslims. That is clear.

Dr. Omar Hayat Malik: On a point of order, Sir, I never said that. He has understood me quite wrongly.

Mr. President: You may say something as a matter of personal explanation if you like.

Dr. Oniar Hayat Malik: I never said that Pakistan was denuded of non-Muslims. My friend on the opposite has misunderstood me.

Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya: I say the part in which Dr Malik lives is denuded of non-Muslims. I did not say that Dr. Malik had said that Pakistan was denuded of non-Muslims. That is clear.

But we belong to East Bengal. One-fourth of the population is still non-Muslim. Therefore, what constitution is to be framed, it is our duty, it is in our interest to look to. We are not going to leave East Bengal. It is our homeland. It is not a land by our adoption. My forefathers, founder of my family, came to East Bengal thousand years back on the invitation of the King of Bengal. I am 27th in decent from him. Therefore, East Bengal is my land. I claim that East Bengal and Eastern Pakistan belongs to me as well as to any Mussalman and it will be my duty to make Pakistan a great, prosperous and powerful State so that it may get a proper place in the comity of nations because I call myself a Pakistani. I wish that Pakistan must be a great State. That will be covetable

to Muslims as well as to non-Muslims who are living in Eastern Bengal. A few people from East Bengal have left-may be five per cent, and my calculation is not even that. Of course, there are other calculations too-somebody says ten lakhs. We are living in East Bengal peacefully in peace and amity with our Muslim neighbors as we had been living from generations to generations. Therefore, I am anxious to see that its constitution is framed in such a way which may suit the Muslims as well as the non-Muslims. I have gone carefully through this Resolution and I have carefully, read made-to-order, nicely-worded statement of my esteemed friend, Mr. Liaquat Ali Khan. But after reading the Resolution carefully and reading the statement, even after hearing the speeches of my friends, both the Doctors and others, I cannot change my opinion. I cannot persuade myself to accept this Resolution and my instruction to my party would be to oppose this Resolution.

Now, as for the first paragraph:

"Whereas sovereignty over the entire universe belongs to God Almighty alone and the authority which He has delegated to the State of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by Him is a sacred trust".

This part of the Resolution, I think, ought to be deleted. All powers, in my opinion, rest with the people and they exercise their power through the agency of the State. State is merely their spokesman. The Resolution makes the State the sole authority received from God Almighty through the instrumentality of ***people-Nemittamatrorui***, "Merely instruments of the State". People have no power or authority; they are merely post boxes according to this Resolution. The State will exercise authority within the limits prescribed by Him (God). What are those limits, who will interpret them? Dr. Qureshi or my respected Maulana Shabbir Ahmad Osmani? In case of difference, who win interpret? Surely they are not the people. One day a Louis XIV may come and say "I am the State, anointed by the Almighty" and thus paving the way for advent Divine Right of Kings of afresh. Instead of State being the voice of the people, it has been made an adjunct of religion. To me voice of people is the voice of God "Jatra jiba tatra shiva" The people are the manifestation of God.

In my conception of State where people of different religion live, there is no place for religion in the State. Its position must be neutral: no bias for any religion. If necessary, it should help all the religions equally. No question of concession or tolerance to any religion. It smacks of inferiority complex. The State must respect all religions no smiling face for one and askance look to the other. The State religion is a dangerous principle. Previous instances are sufficient warn us not to repeat the blunder. We know people were burnt alive in the name of religion. Therefore, my conception is that the sovereignty must rest with the people and not with anybody else.

Then about the Constituent Assembly representing the people of Pakistan. This Constituent Assembly was created by a Statute-Indian Independence Act-allotting one member for ten lakhs of people to be elected by the members of the Provincial Assemblies. The members were not elected by the people themselves. They are for the purpose of framing a constitution. They have the legal right to do so but they cannot say that they are the representatives of the people. They are merely a Statutory Body.

Then I come to the fourth paragraph:

"Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed".

Of course, they are beautiful words: Democracy, freedom, equality, everything. Now about this portion I had some discussion with some Maulanas from the Punjab. What they told me must be from their religious books. I shall repeat here. If I commit any blunder, I wish to be corrected.

In this connection, you say "equal rights", but at the same time with limitations as enunciated by Islam. Is there any equal right in an Islamic country? Was there any… An honorable Member: "There was in Islamic countries" It was not between Muslims and non-Muslims. We are now divided into Congress Party and Muslim League Party here for framing constitution and suppose after framing of this constitution we face election, and parties are formed on different alignment, there may not be Congress, there may not be Muslim League, because the Congress has fulfilled its mission of attaining independence and Muslim League has also got Pakistan. There may be parties of have and have-nots-and they are bound to be-and have-nots party may have a leader coming from non-Muslims. Will he be allowed to be the head of the administration of a Muslim State? It is not a fact that a non-Muslim cannot be head of the administration in a Muslim State? I discussed this question and I was told that he could not be allowed to be the head of the administration of a Muslim State. Then what is the use of all this? The question is whether there can be Juma Namaz in a country with a non-Muslim as its head. I am told that a country where a non-Muslim is the Head of the administration-as was, in India, the Britishers were the head of the administration-according to the interpretations of Muslim rules and I do not know much of them-Muslims cannot say their Juma Namaz, As an instance, I cite a case and I think, the Honorable President also knows about it-in the District of Faridpur, Dudu Mea's party. They do not say Juma Namaz. His grandson, Pir Badshah Mea, told me that "in a country where the head is a non-Muslim, there cannot be Juma Namaz". Therefore, the words "equal rights as enunciated by Islam" arey-I do not use any other word-a camouflage. It is only a hoax to us, the non-Muslims.

There cannot be equal rights as enunciated by Islam. If the State is formed without any mandate of the religion, anybody whether Hindu, Muslim, Christian, Buddhist who can get votes can become its head, as such there would be difficulty if we accept this Resolution as it is. It cuts at the root of equal rights. I read out a portion of a book-it is not my book, it is not a Congress book, it is a Jamat-i-Islam publication from Lahore and it was handed over to me. I read a few lines from this book-Page 30:

"The preceding statement makes it quite clear that Islam is not democracy; for democracy is the name given to that particular form of Government in which sovereignty ultimately rests with the people, in which legislation depends both in its form and content on the force and direction of public opinion and laws are modified and altered, to correspond to changes in that opinion. If a particular legislation is desired by the mass of people steps have to be taken to place it on the Statute Book if the people dislike any law

and demand its removal, it is forthwith expunged and ceases to have any validity. There is no such thing in Islam which, therefore, cannot be called democracy in this sense of the term".

My friend, the Honorable Sardar Abdur Rab Nishtar, the other day said, 'What is in the name? I also say, what is in the name? Name may be given to mislead people but it will smell theocracy.

The Honorable Sardar Abdur Rab Khan Nishtar (West Punjab:Muslim): Do you know what treatment was meted out to this man by the Government? He is in jail.

Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya: That is a different matter. Further he goes on:

"A more apt name for it would be the kingdom of God which is described in English as 'theocracy'."

I do not know much of your theocracy or ***Surma***. But he told me many things about Islam.

And then you will also find this:

"No law can be changed unless the injunction is to be found in Gods *shariat*. Laws are changed by the consensus of opinion amongst the Muslims."

So, if any law is to be changed, it is to be changed by the vote of the Muslims only. Where are we then? We are not Muslims. There are, I find, many safeguards in the Resolution. I do not attach much importance to them words are there but there is no law which will allow them to be put into practice. That is the limitation. If the non-Muslims cannot vote, then what is the good of our coming here for framing the constitution? Even if we have the right to vote for legislation but if some non-Muslim wants to be the President of the State, he will not be able to do so. If we want to elect somebody who is a non-Muslim, he cannot be elected by us to be a member of the legislature. We may vote, but we can vote for Mr. Nishtar only and not for Mr. Sris Chandra Chattopdhyaya, who is a non-Muslim. I know you can pass this Resolution because you are in the majority and 1 know the tyranny of the majority. But we cannot be a consenting Party to it; we must oppose it in order to safeguard our interests and not to commit suicide by accepting this Resolution. If that is so, what is the position of non-Muslims in a Muslim State? They will play the part of the second fiddle-the drawers of water and hewers of wood. Can you expect any self-respecting man will accept that position and remain contented? If the present Resolution is adopted, the non-Muslims will be reduced to that condition excepting what they may get out of concession or pity from their superior neighbors. Is it equality of rights? Is it wrong if we say that the non-Muslims will be in the position of Plebeians? There may not be patricians and plebeians in the Muslim community, but the question is between the Muslims and non-Muslims.

[Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya.]

The much about this Resolution. Now, Dr. Qureshi has attributed fear complex to the non-Muslims and has found a new dictum of behavior for the minority. He has given a

warning to the non-Muslims and has asked them to discard fear and behave well. What does our conduct show? We are not afraid of anybody. We, the Congress people, were

not afraid of anybody or any power. We are still living in Eastern Pakistan and we are not running away. We are telling our brothers not to leave Eastern Pakistan and not to give up one inch of land. The position in the Western Pakistan is different. There the non- Muslims have left. But we are determined to stay on. As for behavior, it depends upon the majority community by their behavior to get the Confidence of the minority people. The minority people cannot create by their conduct confidence in the majority. The majority people should behave in such a way that the minority people may not be afraid of them and may not suspect them....

Dr. Ishtiaq Husain Qureshi: On a point of personal explanation, Sir, I never said, or implied in my speech that my friends on the opposite side were suffering from the fear of the seen. Unfortunately, they have been suffering from the fear of the unknown and my point was that the Objectives. Resolution does not embody any principle which might make them afraid, I know that my friends are very brave and they would certainly not run away and I also know....

Mr. President: This much will do for your explanation.

Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya: It goes without saying that by introducing the religious question, the differences between the majority and the minority are being perpetuated, for how long, nobody knows. And. as apprehended by us, the difficulty of interpretation has already arisen. The accepted principle is that the majority, by their fail-treatment, must create confidence in the minority. Whereas the Honorable Mover of the Resolution promises respect, in place of charity or sufferance for the minority community, the Deputy Minister, Dr. Qureshi, advises the minority to win the good-will of the majority by their behavior. In the House of the Legislature also we find that, while the Prime Minister keeps perfectly to his dictum, others cannot brook that the Opposition should function in the spirit of opposition. The demand is that the Opposition should remain submissive. That is Dr. Qureshi's way of thinking. The minorities must be grateful for all the benevolence they get and must never complain for the malevolence that may also be dealt out to them. That is his solution of the minority problem.

Dr. Ishtiaq Husain Qureshi: Sir, I again rise on a point of personal explanation. I never said that. My words are being twisted. What I said was this that the best guarantee of a minority's rights is the good-will of the majority and those words cannot be twisted into the way my friend has been twisting them.

Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya: My esteemed friend, Mr. Nishtar, speaks that there is difference of outlook between the two parties. It is true that before the division of India into two States, India and Pakistan, we opposed the division on the ground that the people of India consisted of one nation, and the Muslim League supported the division on two-nation theory, the Muslims and the non-Muslims. There was this fundamental difference in our outlook and in our angle of vision. India was divided without the division of the population. So, in both the States there are Muslims and non-Muslims no exchange of population and even no exchange of population under contemplation. We,

the non-Muslims of Pakistan, have decided to remaining Pakistan, as the loyal citizens of Pakistan. Of course, some non-Muslims from East Bengal and practically the majority of non-Muslims from West Pakistan left the place. We call ourselves the nationals of Pakistan and style ourselves as Pakistanis. But this Resolution cuts at the root of it and Mr. Nishtar's speech makes it clear. We, the Congress people, still stick to our one-nation theory and we believe that the people of Pakistan, Muslims and non-Muslims, consist of one nation and they are all Pakistanis. Now, if it is said that the population of Pakistan consists of two nations, the Muslims who form the majority party and the non-Muslims who form the minority party, how are they to be described? No where in the world nationality is divided on the score of religion?

Even in Muslim countries there are people of different religions. They, do not call themselves a majority or minority party. They call themselves as members of one nation, though professing different religions. If the Muslims call themselves Pakistanis, will the non-Muslims call themselves non-Pakistanis? What will they call themselves?

Some Honorable Members: Pakistanis.

Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya: Will they both call- themselves Pakistanis? Then how will the people, know who is Muslim and who is Non-Muslim? I say, give up this division of the people into Muslims and non-Muslims and let us call ourselves new nation. Let us call ourselves one, people of Pakistan. Otherwise, if you pall me non-Muslim and call yourselves Muslim the difficulty will be if I call myself Pakistani they will say you are a Muslim. That happened when I had been to Europe. I went there as a delegate of Pakistan. When I said "I am a delegate of Pakistan" they thought 1 was a 'Muslim. They said "But you are a Muslim". I said, "No, I am a Hindu". A Hindu cannot remain in Pakistan that was their attitude. They said: "You cannot call yourself a Pakistani". Then I explained everything and told them that there are Hindus and as well as Muslims and that we are all Pakistanis. That is the position. Therefore, what am I to call myself? I want an answer to that. I want a decision on this point from my esteemed friend, Mr. Liaquat Ali Khan.

I request my Honorable friend, Mr. Nishtar, to forget this outlook, this angle of vision. Let us form ourselves as members of one nation. Let us eliminate the complexes of majority and minority. Let us treat citizens of Pakistan members of one family and frame such a constitution as may not break this tie so that all communities may stand shoulder to shoulder on equal footing in time of need and danger. I do not consider myself as a member of the minority community. I consider myself as one of seven crores of Pakistanis. Let me have to retain that privilege.

I have stated about this Resolution. Now what will be the result of this Resolution? I sadly remind myself of the great words of the Quaid-i-Azam' that in state affairs the Hindu will cease to be a Hindu; the Muslim shall cease to be a Muslim. But alas, so soon after his demise what you do is that you virtually declare a State religion! You are determined to create a Herrenvok. It was perhaps bound to be so, when unlike the Quaid-i-Azam-with whom I was privileged to be associated for a great many years in the Indian National Congress-you felt your incapacity to separate politics from religion, which the

modern world so universally does. You could not get over the old world way of thinking. What I hear in this Resolution is not the voice of the great creator of Pakistan-the Quaid-i-Aazm (may his soul rest in peace), nor even that offer Prime Minister of Pakistan, the Honorable Mr. Liaquat Ali Khan, but of the Ulemas of the land.

When I came back to my part of the country after several months absence in Europe, the thing that I saw there depressed me. A great change for, the worse has come over the land. I noticed that change this side also. I told His Excellency Khwaja Nazimuddin of it. I told the Honorable Mr. Liaquat Ali Khan about it and now that spirit of reaction has overwhelmed this House also. This Resolution in its present form epitomizes that spirit of reaction. That spirit will not remain confined to the precincts of this House. It will send its waves to the countryside as well. I am quite upset. I have been passing sleepless nights pondering what shall I now tell my people whom I have so long been advising to stick to the land of their birth? They are passing a state of uncertainty, which is better seen and felt than imagined from this House. The officers have opted out, the influential people have left, the economic conditions are appalling, starvation is wides-spread, women ***are*** going naked, and people are sinking without trade, without Occupation. The administration is ruthlessly reactionary; a steam-roller has been set in motion against the culture, language and script of the people. And on the top of this all, by this Resolution you condemn them to a perpetual state of inferiority. A thick curtain is drawn against all rays of hope, all prospect of an honorable life.

After this what advice shall I tender? What heart can I have to persuade the people to maintain a stout heart? But I feel it is useless bewailing before you, it is useless reasoning with you. You show yourselves incapable of humility that either victory or religion ought to generate. You then go your way, I have best wishes for you. I am an old man not very far from my eaternal rest. Personally I am capable of forgetting all injuries. I bear you no ill will. I wish you saw reason. Even as it is, may no evil come your way. May you prosper, may the newly-born State of Pakistan be great and get its proper place in the comity of nations. (Applause.)

The Honorable Mr. Liaquat Ali Khan (East Bengal: Muslim): I have listened to the speech of my Honorable friend, the Leader of the Congress Party, with great care. I assure him that whatever I say will be with full sense of responsibility and in all sincerity...........

Sir, my Honorable friend, the Leader of the Congress Party, had a visit from some Ulemas. He did not tell us whether it was that they had come in search of knowledge to him or whether he had gone in search of knowledge to them. But I presume that this visit was paid by certain Ulemas according to him from Lahore on their own initiative and they left certain literature with him, which seems to have upset my Honorable friend, who is very seldom upset. I can quite understand why this visit and why this handing over of this literature was done. There are some people here who are out to disrupt and destroy Pakistan and these so-called Ulemas who have come to you, they have come with that particular mission of creating doubts in your mind regarding the bonafide as of the Mussalmans of Pakistan. Do not for God's sake lend your ear to such mischievous propaganda. I want to say and give a warning to this element, which is out to disrupt

Pakistan that we shall not brook it any longer. They have misrepresented the whole ideology of Islam to you. They are in fact enemies of Islam while posing as friends ;and supporters of Islam.

Sir, my honorable friend said that according to these people, the Muslims will not offer their ***Juma*** Prayers if there was a non-Muslim as the head of the State. Well, Sir, till yesterday-when I say yesterday I am only talking figuratively-we had non-Muslim rulers here. Were not the Muslims offering prayers? Were they not offering ***Juma*** Prayers ? Can you say they have never offered ***Juma*** Prayers in this country? How can, then, anybody come to you and how easily you get taken in by a statement of this kind?

Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya: They did not tell me. I mentioned Dudu Mea's party whose grandson is Pir Badshah Mea.

The Honourable Mr. Liaquat Ali Khan: Supposing there are some maniaces in this country or amongst the Mussalmans, are you going to be guided by what they say or are you going to be guided by what a vast majority Mussalmans believe in ? If my friend wants that we should succeed in persuading every Mussalman in Pakistan to think in the same way on every matter. Well that is a task which is not possible for any organization or leader of any people to do.

Sir, my Honorable friend said that you have talked of equality and again he has been misled by these so-called Ulemas because according to these people there can tie no equality. I am really surprised that a man of his ripe experience should really be taken is so easily and should put it all his belief in what these two people have told him and not believe in what we and men like Maulana Shabbir Ahmad Osmani have been telling him about Islam. Sir, as I said when you have made up your mind it is very difficult to try and convince you.

Sir, my friend said that these people told him that in an Islamic State that means a State which is established in accordance with this Resolution no non-Muslim can be the head of the administration. This is absolutely wrong. A non-Muslim can be the head of administration under a constitutional government with limited authority that is given under the constitution to a person or an institution in that particular State. So here again these people have indeed misled him.

Sir, my Honorable friend's last peroration I very much regret. But for the fact that I have great regard for him and a belief that whatever he says is out of sincerity I would have said it was a most mischievous statement to have been made by any responsible citizen of Pakistan. He has interpreted the Resolution in a most undesirable manner. He has by his remarks told the non-Muslims here that if this Resolution is passed there is no place for them in Pakistan. This, Sir, as I said is not the type of statement that one would expect from one who professes to be a true and real Pakistani, Sir let me tell my Honorable friend that the greatest guarantee that the non-Muslims can have, they will get only through this Resolution and through no other manner and therefore I would request him not to be misled by interested persons and do not think, for a moment that this Resolution is really intended, or will really result, In driving out the non-Muslims from Pakistan or reducing them to the position of-as he described-hewers of wood and

drawers of water. In real Islamic society let me tell you, Mr. President, there are no classes of hewers of wood and drawers of water. The humblest can rise to the highest position. Of Course, I can quite understand his believing it because my friend has been brought up in a society where there are condemned people who are born as hewers of wood and drawers of water and remain as such. But let me tell him that there is no such thing in Islamic society or in Islam. When we say social justice we mean social justice. And when we say democracy-as a matter of fact the propounded some other theory that he had learned from the so-called Ulemas that there is no such thing as democracy in Islam-we mean democracy in the real sense and nothing else. I think, Sir, even the bitterest opponents of Islam have never made such an astounding statement. As a matter of fact it has been recognized by non-Muslims throughout the world that Islam is the only society where there is real democracy.

Sir, there was another astounding statement that he made and for this statement he did not get his inspiration from the Ulemas from Lahore, but I do not know from where he got it. He said, "Your Resolution is a misstatement of facts, because you say here that this Constituent Assembly representing the people of Pakistan resolves: This Constituent Assembly does not represent the people of Pakistan". Then, Sir, whom does this Constituent Assembly represent? If it does not. represent the people of Pakistan, then why are my friends wasting their time here ,and sitting in this Constituent Assembly? Then what are we talking about? Either this Constituent Assembly represents. The people of Pakistan or it does not? If It does not represent the people of Pakistan, then this Constituent Assembly has no right to frame any constitution for the people of Pakistan. Is that what he expects me to accept? Sir, I do not know why he made that statement

Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya: I gave them.

The Honorable Mr. Liaquat Ali Khan: He said he gave those reasons. They may be in his mind, but they were never uttered.

Sir, my Honorable friend said that Muslim League has fulfilled its mission because it has achieved Pakistan. I submit, Mr. President, that the Muslim League has only fulfilled half of its mission. The other half of its mission is to convert Pakistan into a laboratory where we could experiment upon the principles of Islam to enable us to make a contribution to the peace and progress of mankind. Therefore, he is not right when he says that the Muslim League has completed its mission.

Sir, my Honorable friend said: "Are the Pakistani nationals only Hindu or Muslims?" I say we are both. There are Hindus and Muslims in Pakistan and everyone of us is a national of Pakistan. I do not see any contradiction in this statement. You can be a national of a State, with equal rights, equal privileges and equal responsibilities and yet remain Muslims and Hindus. I really do not see, Mr. President, what is the difficulty about that. My Honorable friend said that when he went to England and Europe last year, they would not believe that there was any non-Muslim in Pakistan and they all took him to be a Muslim. It is not the fault of Pakistan, Mr. President; it is the fault of the Honorable Member's erstwhile friends and co-workers! The propaganda that they have

been carrying on throughout the world against Pakistan with regard to this very particular matter is responsible for this misunderstanding, not that the Muslims have ever said that there are no non-Muslims in Pakistan or that we do not want that there should be no non- Muslims in Pakistan. As a matter of fact, let me tell you, Mr. President, what we have provided here for minorities I only with that the sister Dominion of India had provided similar concessions and similar safeguards for the minorities in India. Here, we are guaranteeing you your religious freedom, advancement of your culture, sanctity of your personal laws and equal opportunities, equality in the eye of law. What have they done on the other side? No question of culture. As a matter of fact, the personal law of Muslims is not to be recognized in India. That is the position. Does my friend really want me to create a state in Pakistan like what his erstwhile friends are doing in India? Does he really want me to create a State like that? I shall not, Mr. President. I want a State where every community will be free to live its own life and not be forced to act, as the majority wants to it to act.

Sir, my Honorable friend said towards the end of his speech which I call- I think e will pardon me, I am not used to using strong language, but I think on this occasion I must say-a mischievous portion of his speech. He said that in Bengal it is communal rule. The position of non-Muslims is pitiable. Who is responsible for this communal rule, may I ask him? Did we turn out the non-Muslim Officers from our administration? Was it not due to the fact that it was a part of the plen to destroy Pakistan administratively and all the non-Muslims were made to opt for India and not serve Pakistan? Is it my fault today if there are no non-Muslims in the administration of Pakistan? My friend knows what the position in Bengal was and, therefore, I think that it was not really right for him to have made this a grievance against the Pakistan Government or the Muslims of Pakistan. I hope, in due course of time, there will be non-Muslims in the services of Pakistan, because we are leaving the doors open for everyone, Muslim or non-Muslim, to enter Pakistan services.............

Mr. President: First I shall put the amendments. The question is:

"That the paragraph beginning with the words 'Whereas sovereignty over the entire universe.... 'and ending with the words'... .is a sacred trust' be omitted."

The House then divided.

AYES-10

Mr. Prem Hari Barma
Prof. Raj Kumar Chakraverty
Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya
Mr. Akshay Kumar Dass
Mr. Bhupendra Kumar Datta
Mr. Jnancndra Chandra Majumdar
Mr. Birat Chandra Mandal
Mr.Bhabesh Chandra Nandy
Mr. Dhananjoy Roy
Mr. Harendra Kumar Sur

NOES-21

Mr. A.M.A. Hamid
Maulana Mohd. Abdullah-el-Baqui
Mr. Abul Kasem Khan
Maulana Mohd. Akram Khan
The Hon'ble Mr. Fazlur Rahman
Prof. Ishtiaq Husain Qureshi
The Hon'ble Mr. Liaquat Ali Khan
Dr. Mahmud Husain

Mr. Nur Ahmed
Mr. Serajul Islam

Maulana Shabbir Ahmad Osmani
The motion was negatived.

The Hon'ble Khwaja Shahabuddin
Begum Saista Suhrawardy Ikramullah
Mr.Nazir Ahmed Khan
Sheikh Keramat Ali
Dr. Omar Hayat Malik
Begum Jahan Ara Shah Nawaz
The Hon'ble Sir Muhd. Zafrullah Khan
The Hon'ble Sarder Abdur Rab Khan Nishtar

Khan Sarder Bahadur Khan
The Hon'ble Pirzada Abdus Sattar Abdur Rahman

Maulana Shabbir Ahmad Osmani

The motion was negatived.

Mr. President: The question is:

"That in the paragraph beginning with the words 'Whereas sovereignty over the entire universe...." for the words 'State of Pakistan through its people' the words 'people of Pakistan' be substituted."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is:

"That in the paragraph beginning with the words 'Whereas sovereignty over the entire universe....' the words 'within the limits prescribed by Him' be omitted."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is:

"That in the paragraph beginning with the words. 'This Constituent Assembly '

after the word 'independent' the word .democratic' be inserted."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is:

"That after the paragraph beginning with the words This Constituent Assembly...." the following new paragraphs be inserted:

'Wherein the National Sovereignty belongs to the people of Pakistan;

Wherein the principle of the State is Government of the people, for the people, and by the people'.

The motion was negatived.

Mr. President: The question is:

"That for the paragraph beginning with the words 'Where in the State shall exercise..... the following paragraph be substituted:-

'Wherein the elected representatives of the people-in whom shall be centered and to whom shall belong legislative as well as executive authority-shall exercise their powers through such persons as are by law authorized to do so. The elected representatives shall control acts of Government and may at any time divest it of all authority'."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is :

"That in the paragraph beginning with the words 'Wherein the principles of democracy..."the words 'as enunciated by Islam' be omitted."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is:

'That in the paragraph beginning with the words 'Wherein the principles of

democracy..." after the words 'as enunciated by Islam' the words and as based upon

"eternal principles, be inserted."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is:

"That in the paragraph beginning with the words 'Wherein the principles of

democracy...after the words 'as enunciated by Islam' the words 'and other religions'

be inserted."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is:

6 p.m.,

"That in the paragraph beginning with the words 'Wherein the principles of democracy............. after he words 'as enunciated by Islam' the words 'but not inconsistent with the Charter of the Fundamental Human Rights of the United Nations Organization' be inserted."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is :

"That in the paragraph beginning with the words 'Wherein the Muslims shall be."... for the words 'Muslims shall' the words 'Muslims and non-Muslims shall equally' be substituted."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is:

"That in the paragraph beginning with the words, 'Wherein the Muslims shall be............,' for the word 'Islam as set out in the Holy Quran and the Sunna the words 'their respective religions' be substituted."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is :

"That in the paragraph beginning with the words 'Wherein the Muslims shall be ....,' after the words 'Holy Quran and the Sunna' the following be added :-

'in perfect accord with non-Muslims residing in the State and in complete toleration of their culture and social and religious customs'."

The motion was negatived.

Mr. President: - The question is:

"That for the paragraph" beginning with the words 'Wherein adequate provision shall be the made for the minorities', the following paragraph be substituted :-

'Wherein shall be secured the minorities, the freedom to profess and practise their religions and develop their cultures and adequate provision shall be made for it,"

The motion was negatived:

Mr. President: The question is:

Mr. President: The question is:

"That in the paragraph beginning with the words 'Wherein shall be guaranteed ....,' after the word 'guaranteed' the words 'and secured to all the people of Pakistan, be inserted'."

The motion wag negatived.

Mr. President: The question is:

"That in the paragraph beginning with the words 'wherein adequate provision shall be made to safeguard …,' for the words 'and depressed classes the words 'classes and

Scheduled Castes' be substituted."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is:

"That in the paragraph beginning with the words 'Wherein adequate provision shall be made to safeguard ,' between the words 'backward' and 'depressed classes' the words 'and laboring' be inserted."

The motion was negatived.

Mr. President: That finishes all the amendments. I now put the main Resolution. The que8tion is that the following Resolution be adopted:

"In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful;

Whereas sovereignty over the entire universe belongs to God Almighty alone and the authority which he has delegated to the State of Pakistan throug its people for being exercised within the limits prescribed by Him is a sacred trust;

This Constituent Assembly representing the people of Pakistan resolves to frame a constitution for the sovereign independent State of Pakistan ;

Wherein the State shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people;

Wherein the principles of democracy, freedom, quality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed;

Wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accord with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and the Sunna ;

Wherein adequate provision shall be made for the minorities freely to profess and practise their religions and develop their cultures;

Whereby the territories now included in or in accession with Pakistan and much other territories as may hereafter be included in or accede to Pakistan shall form a Federation wherein the units will be autonomous with such boundaries and limitations on their powers and authority as may be prescribed;

Wherein shall be guaranteed fundamental rights including equality of status, of opportunity and before law, social, economic and political justice, and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association, subject to law and public morality;

Wherein adequate provision shall be made to safeguard the legitimate interests of minorities and backward and depressed classes;

Wherein the independence of the Judiciary shall be fully secured;

Wherein the integrity of the territories of the Federation, its independence and all its 'rights including its sovereign rights on land, sea and air shall be safeguarded;

So that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place amongst the nations of the World and make their full contribution towards international peace and progress and happiness of humanity."

The motion was adopted.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাষ্ট্রভাষা বাংলার সমর্থনে ও ২১ ফেব্রুয়ারি হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে দুটি লিফলেট	পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি	২০-২ ফেব্রুয়ারী,১৯৫২

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহবানে সাড়া দিন

সকল ভাষার সমমর্যাদা

ও

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে

২১ শে ফেব্রুয়ারী সারা প্রদেশব্যাপী

ধর্মঘট, হরতাল, সভা ও শোভাযাত্রা করুন।

আওয়াজ তুলুনঃ

0 ইংরেজী ভাষাকে আর রাষ্ট্রভাষা রাখা চলবে না।

0 পাকিস্তানের সকল ভাষার মসমমর্যাদা চাই।

0 বাঙালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বেলুচী, উর্দভাষী প্রভৃতি সকল জাতিকেই নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করা ও রাষ্ট্রকার্য পরিচালনার অধিকার দেওয়া চাই।

0 বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই।

বাংলার জন্য আন্দোলন, উর্দুর বিরুদ্ধে আন্দোলন নয় ইংরেজীর বদলে উর্দু, বাংলা সকল ভাষাকে রাষ্ট্র সমমর্যাদা দেওয়ার আন্দোলন।

ইংরেজ পাকভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতিকে পশ্চাৎপদ রাখিয়া সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য একটি ভাষা ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু করিয়াছিল। লীগ সরকারও একই উদ্দেশ্যে এখন পর্যন্ত ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষ হিসেবে চালু রাখয়াছে । এবং একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিতে চাহিতেছেন।

একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিরে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতি পশ্চাৎপদ থাকিয়া যাইবে এবং ইহার ফরে পাকিস্তানের সামগ্রিক উন্নতিই ব্যহত হইবে।

অতএব পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাকে সমমর্যাদা ও রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর আন্দোলনে পাকিস্তানের বাঙালী, পাহ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী ,বেলুচী উর্দুভাষী সকল জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া আসুন।

২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

পূর্ববংগ সাংগঠনিক কমিটি- পাকসিত্মান কমিউনিস্ট পার্টি।

অত্যাচারী নুরুল আমিন সরকারের বর্বর হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে

সারা পূর্ব বংগব্যাপী তুমূল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন

২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যার কলেজের হোস্টেলে ঢুকিয়া বার বার গুলি, টিয়ার গ্যাস ও বেপরোয়া লাঠি চালাইয়া জুলূমবাজ নুরুল আমিন সরকার ভাষা আন্দোলনের ১৪ জন দেশপ্রেমিক কর্মীদের নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে। শহীদদের খুনে আজ লাল হইয়া উঠিয়াছে আমাদের গৌরবময় ভাষা আন্দোলন।

নিজ মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজ যাহারা শহীদ হইয়াছেন তাহারা জাতির বুকে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। যে ঢাকা নগরী আমাদের প্রিয় শহীদদের খুনে লাল হইয়া উঠিয়াছে সেই ঢাকা নগরীর বিক্ষুদ্ধ জনসাধারণ নুরুল আমিন সরকারের বর্বর হত্যাকান্ডের জবাব দেবার জন্য আগাইয়া আসুন।

লীগ সরকার জনগণের জীবনের কোন সমস্যাই সমাধান করে নাই বরং তাহাদের জীবনের সংকটকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

আজ আমাদের রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনকে নুরুল আমিন সরকর রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিতে চায়। এই জুলুমবাজ সরকারের অবসান ছাড়া জনগণের বাঁচারও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আর কোন পথ নেই্

দলমত নির্বিশেষে সকল প্রতিষ্ঠান ও পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসাধারণেরা একই সংগে আওয়াজ তুলুনঃ

0 নাজিম-নুরুল আমিন সরকার গদী ছাড়।

0 অবিলম্বে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই।

0 হত্যাকারীর শাস্তি চাই, বেসরকারী তদন্ত কমিশন চাই, হত ও আহতদের জন্য পুরা ক্ষতিপূরণ চাই্

0 অবিলম্বে সকল রাজনৈতিক বন্দদদের মুক্তি চাই।

0 নিরাপত্তা আইন, ১৪৪ ধারা ও সমস্ত দমনমূলক আইনের প্রত্যাহার চাই।

জুলুমবাজ লীগ সরকারের অবসানের দাবীতে, হত্যাকরীর শাস্তির দাবীতে, নিজ মাতৃভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবীতে সারা প্রদেশব্যাপী ধমঘট, সভা, শোভাযাত্রা করিয়া প্রবল আন্দোলন পড়িয়া তুলুন। শহীদদের অসমাপ্ত আন্দোলনকে আগাইয়া নিয়ে যাওয়ার জন্য শহীদদের নামে শপথ লউন।

পূর্ববংগ সাংগঠনিক কমিটি-পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারীঃ ভাষা আন্দোলনের ঘটনালী	দৈনিক আজাদ	২১-২৮ ফেব্রুয়রী, ১৯৫২

ফেব্রুয়ারী ২১

ঢাকায় ১৪৪ ধরা জারী একমাসে জন্য সভা-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ

ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গতকল্য (বুধবার) ১৪৪ ধারার আদেশ জারী করিয়া এক মাসের জন্য ঢাকা শহরে সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আদেশজারীর কারণস্বরূপ তিনি বলেন যে, একদল লোক শহরে সভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রয়াস পাওয়ায় এবং তদ্বারা জনসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা থাকায় এই ব্যবসস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

কোতোয়ালী, সূত্রাপুর, লালবাগ, রমনা ও তেজগাঁও থানার অন্তর্গত সমুদয় এলাকায় ইহা প্রবর্তিত হইয়াছে।

ফেব্রুয়ারী ২২

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন ছাত্রসহ চার ব্যক্তি নিহত ও ১৭ ব্যক্তি আহত

হাসপাতালে প্রেরিত আহতদে মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আংশকাজনক

স্কুলের ছাত্র সহ ৬২ জন গ্রেফতারঃ গুলিবর্ষণ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তদন্তের আশ্বাস দান

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) বিকাল প্রায় ৪টায় ঢাকা মেডিক্যার কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি চালনার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ক্লাশের ছাত্র মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন (২৬) ঘটনাস্থলে নিহত এবং বহু সংখ্যক ছাত্র ও পথচারী আহত হয়। আহতদের মধ্যে ২০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাত্রি ৮ টার পর আহতদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবদুল জব্বার (৩০) আবুল বরকাত (২৫) ও বাদামতলি কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের পুত্র রফিকুদ্দীন আহমেদের (২৭) মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশংকাজনক বলিয়া জানা গিয়াছে।

এইদিন সকাল ৯টা হইতে শহরের স্কুল-কলেজের ছাত্র ছাত্রীগণ রাষ্ট্রভাষা বাঙলা দাবীতে ও শহরে ১৪৪ ধারা জারীর প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শান্তিপূর্ণভাবে এক সভার আয়োজন করে। পরিষদে চলতি অধিবেশনে যোগদানকারী সদস্যদিগকে রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে পূবর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনোভাব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করানোই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া সভার উদ্যেক্তাদে নিকট হইতে জানা গিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সভা চলিতে থাকার সময় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার চতুর্দিকে রাইফেলধারী পুলিশ মোতায়েন থাকিতে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চ্যান্সেলার ও বিভাগীয় ডীনগণ ঘটনার সময় বিশ্বাবিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উপসিস্থত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হইতে ছাত্রগণ বেলা ১১টায় গেটে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদিগকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া রাস্তায় বাহির হইতে দেখা যায়। এই সময় পাহারারত পুলিশগণ বিশ্ববিদ্যালয গেটে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ফরে কিছুসংখ্যক ছাত্র দৌড়াইয়া রাস্তার অপর পার্শ্বে বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে আশ্রয় গ্রহন করে এবং কিছু সংখ্যক ছাত্রকে দৌড়াইয়া মেডিকেল কলেজের দিকে যাইতে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত অবিশিষ্ট ছাত্রগণ ঘেরাও করা এলাকার মধ্যে কাদানে গ্রাস নিক্ষেপের রুিদ্ধে দারুণ বিক্ষোভ প্রকাশ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের (যিনি এই ঘটনার সময় ঘটনাসস্থলে উপস্থিত ছিলেন) নিকট পুলিশের এই আচরনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।

গুলী চালনা সম্পর্কে তদমেত্মর আশ্বাসঃ পরিষদে জনাব নুরুল আমিনের বিবৃতি

গতকল্য (বৃহস্পতিবর) পূর্ববঙ্গ পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পরে পরিষদে সংগ্রেস দলের ডেপুটি লীডার মিঃ ধীরেন্দ্র নাথ দারী করেন যে, পরিষদের নেতাকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা আহতদের অবস্থা দেখিয়া আসিয়া পরিষদে বিকৃতি দিতে হইবে।

মিঃ দত্ত বলেন যে, ১৪৪ ধারা ভংগ না করিয়া ছাত্রগন যখন মেডিক্যল কলেজ হোষ্টেলের সীমানার মধ্যে দিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছিল পুলিশ তখন তাহাদের উপর গুলিচালায়। মিঃ মনোরঞ্জন ধর (কংগ্রেস) ও জনাব আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ (মোছলেম লীগ) মিঃ মনোরঞ্জন ধরের দাবী সমর্থন করেন।

জনাব নুরুর আমীন জওয়াব প্রদানের জন্য দন্ডায়মান হইলে জনাব তর্কবাগীশ দাবী করিতে থাকেন যে, প্রদানমন্ত্রীকে কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে ঘটনাসস্থল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াই বিবৃতি দিতে হইবে-তৎপূর্বে নহে। জনাব তর্কবাগীশ স্বীয় আসন গ্রহনে অসম্মত হন।

স্পীকার জনাব আবদুল করিম হাঁহাকে বলেন যে, পরিষদের অন্যান্য সদস্যকে তাহার (তর্কবাগীশ) সুযোগদান করা কর্ত্তব্য অন্যথায় তাহাকে বাধ্য হইয়া নিয়মানুযায়ী ব্যবস্তা অবলম্বন করতে হইবে। অন্যান্য সদস্রের অনুরোধে তিনি (তর্কবাগীশ) আসন গ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন পরিষদ সদস্যের এই মর্মে আশ্বাস দেন যে, তিনি নিশ্চয়ই বিক্ষোভ প্রদর্শনকরী ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলী চালনার দতন্ত করিবেন।

ভাইস চ্যান্সেলরে বিবৃতি

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে চাত্রদের উপর পুলিশ কর্তৃক কাঁদানে গ্রাস প্রয়োগ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আজাদের প্রতিনিধির এ প্রশ্নোত্তরে বলেন যে, ছাত্রদল তাঁহার নিকট আসিয়া পুলিশ কর্তৃক কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ সম্পর্কে অভিযোগ করিলে তিনি পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট কারন জানিতে চাহেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ ভাইস-চ্যান্সেলরকে বলেন যে, ছাত্রদর তাহাদের প্রতি প্রস্তর খন্ড নিক্ষেপ করায় এবং তাহাদের গাড়প্রিস্তর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করায় তাহারা কাঁদুনে বোমা নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে ভাইস-চ্যান্সেলর বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তাঁহার উপস্থিত থাকাকালে তিনি ছাত্রদের মধ্যে কোন...।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন স্থগিত

ঢাকা, ২১ শে ফেব্রুয়ারী। -ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, অভাবিত পূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। তাহা স্থগিত রাখাহইয়াছে, সমাবর্তনের তারিখ পরে ঘোষনা করা হইবে। এ, পি, পি

ফেব্রুয়ারী ২৩

শুক্রবার শহরে অবস্থার আরও অবনতিঃ সরকর কর্তৃক সামরিক বাহিনী তলব

পুলিশ ও সেনাদের গুলিতে ৪জন নিহত ও শাতাধিক ব্যক্তি আহতঃ সাত ঘন্টার জন্য কারফিউ জারী

শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে শহরে স্বর্তস্ফুহর্ত হরতাল পালন

পুলিশ জুলুমের প্রতিবাদে আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের পরিষদ সদস্যপদে এস্তেফা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বৃহস্পতিবারের শোচনীয় ও ভায়াবহ ঘটনা বিস্মৃত হইতে না হইতে গতকল্য (শুক্রবর) জুম্মার দিন আর একবার ঢাকার মাটি শিশু ও ছাত্রের রক্তে লাল হইয়া উঠে। সেদিনকার ঘটনার নিহত ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে শান্তিপূর্ণ মিছিল বাহির করিয়া পুলিশ ও সৈন্যদের গুলীর আঘাতে নাগরিকদের ৪ জনকে প্রাণ বিসর্জন দতে হয় এবং শতাদিক আহত ব্যক্তি হাসপাতালে নিতে হয়। ইহাদের মধ্যে ৪৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাহাদের ১৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া জানা গিয়াছে।

গতকল্য সমস্ত ঢাকা শহরে উত্তেজনাময় পরিস্থিতি বিরাজ করিতে থাকে। সারা শহরটি আপাতঃদৃষ্টিতে একটি সামরিক ছাউনী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে্ বিভিন্ন সস্থানে ছাত্র ও জনসাধারণের মিলিত শোভাযাত্রার উপর পুলিশ ও সৈন্য বাহিনী বারম্বার লাঠিচার্জ ও গুলীবর্ষণ করে। সকাল হইতেই মৃত, আহত ও মুমূর্ষু ব্যক্তিগণকে লইয়া এম্বুলেন্স গাড়ীগুলি মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে আসিতে থাকে। কয়েকটি স্থান হইতে মৃত ও গুরুতররূপে আহত কয়েকজনকে পুলিশ ভ্যানে তুলিয়া লইতে দেখ যায় বলিয়া প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে জানা গিয়াছে।

এইদিন সমগ্র শহরে সমস্ত দোকানপাট বাজার ঘাট সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকে। অফিস-আদালত এমনকি সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মে যোগদান হইতে বিরত থাকিয়া বিভিন্ন সস্থানে শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করে।

শহীদ ছাত্রদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য শহরের আবার বৃদ্ধ সকলে অবিরামভাবে বিভিন্ন মসজিদে জমায়েত হন এবং গায়েবানা জানাজার নামাজ আদায় করেন। পূর্বদিনের ঘটনায় শহরবাসী প্রতিটি নর-নারী বিষন্ন মনে গতকল্যকার প্রতিটি মুহূর্তের ঘটনা-দুর্ঘটনার অপেক্ষা করিতে থাকে। পুলিশ এইদিন মোট ৫২ জনকে গ্রেফতার করেন।

এইদিন মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টের প্রাঙ্গনে জনাব এ কে, ফজলুর হকের উপস্থিতিতে শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনার পর বেলা প্রায় সাড়ে ৩ টায় ছাত্র ও জনসাধারণের এক বিরাট শোভাযাত্রা হোষ্টেল প্রাংগন হইতে হাইকোর্ট পর্যন্ত পৌঁছিলে পুলিশ ও সৈন্যরা তাহাদের উপর লাঠিচার্জ ও পরে গুলীবর্ষণ করে্ ফলে ঘটনাস্থরে কয়েকজন আহত হয়্ ছত্রভংগ ছাত্রগণ পুনরায় নাজিমুদ্দিন রোডে সমবেত হইয়া শোভাযাত্রা সহকারে চকবাজার, মিটফোর্ড, ইসলামপুর হইয়া সদরঘাটে জগন্নথ কলেজের নিকট পৌঁছিলে পুলিশ শোভাযাত্রার উপর পরপর তিনবার লাঠি চার্জ করে। চকবাজার এলাকা দিয়া যাইবার সময় স্থানীয় দোকানদার ও জনসাধারন দলে দলে যোগদান করায় শোভাযাত্রার কলেবর বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

বেলা দুইটার দিকে একটি বিরাট শোভাযাত্রা লালবাগের দিক হইতে 'আজাদ' অফিসের সম্মুখ দিয়া মুসলিম হলের দিকে যাইবার সময় শোভাযাত্রাটির কিছু সংখ্যক লোক 'আজাদ' অফিসের কর্মচারীদের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া শাসাইতে। 'আজাদ' কর্তৃপক্ষ ও র্কচারীগন কর্তৃক ছাত্রদের দাবী সম্পর্কে যাসাধ্র চেষ্টা করা কতিপয় ছাত্রকর্মীর হস্তক্ষেপের ফলে ও তাহাদের পরামর্শে বিক্ষোভকারীগণ ক্ষান্ত হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হয়। পলাশী লেবেল ক্রসিং-এর নিকট পৌঁছিলে পুলিশ হাতাদের উপর লাঠিচার্জ করে।

মেডিক্যাল কলেজ

গতকল্য (শুক্রবার) সকাল অনুমান দশ ঘটিকার সময় মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে গত পরশুর নিহত ছাত্রদের গায়েবানা জানাজা সমাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে জনাব এ, কে, ফজলুল হক উপস্থিত চিলেন। অতঃপর সেখান হইতে প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্র ও স্থানীয় জনসাধারণের একটি মিছিল শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। শাভাযাত্রাটি শান্তিপূর্ণভাবে মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখবস্থা রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। পুলিশ প্রথম দিকে উক্ত শোভাযাত্রাকে কোনরূপ বাধা প্রদান করে নাই। ছাত্র ও নাগরিকদের এই শোভাযাত্রীদের মধ্যে কোনরূপ উচ্ছৃংখলতা দেখা যায় নাই। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে এবং পুলিশের গুলীবর্ষণের বিরুদ্ধে নানারূপ ধ্বনি করিতে করিতে শোভাযাত্রাকারীগণ হাইকোর্টের সম্মুখে উপস্থিত হইরে সেখানকার প্রহরারত সৈন্যবাহিনী তাহাদিগকে বাধা প্রদান করে।

এই শোভাযাত্রার সহিত বহু সরকারী কর্মচারীকেও অংশ গ্রহন করিতে দেখা যায়। হাইকোর্টের নিকট পুলিশ ও সামরিক বাহিনী শোভাযাত্রার পর লাঠি ও গুলী চালায় এবং তাড়া করিয়া হাইকোর্টের ভিতর লইয়া যায়। এখানে কয়েকজন গুরুতররূপে আঘাত পান। ইহা সত্ত্বেও শোভাযাত্রাটি শান্তিপূর্ণভাবে নওয়াবপুরের দিকে যাইবার চেষ্টা করে এবং শোভাযাত্রাটি সম্মুখভাগ ফজলূল হক হলের পাশ্ববর্তী রাস্তা ধরিয়া বেশ কিছুটা অগ্রসর হয় এই সময় পুলিশ বাহিনী তাহাদিগকে দৃঢ়তার সহিত বাধা প্রদান করে।

শোভাযাত্রাটির সম্মুখভাগে নিহত ও আহতদের রক্তমাখা জামা-কাপড় ইত্যাদি দেখান হইতেছিল। শোভাযাত্রাটি প্রতিকারের দাবীসূচক ধ্বনি করিতে করিতে নওয়াবপুর রোড দরিয়া সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ছাত্রগণ কর্তৃক আহত গায়েবানা জানাজায় যোগদানের জন্য অগ্রসর হইতে থাকে। পথে রায়সাহেব বাজারের নিকটস্থ মসজিদে বহুসংখ্যক নাগরিককে শহীদদের গায়েবানা জানাজা সমাপনের জন্য জমায়েত হইতে দেখা যায়।

গতকল্যকার ঘটনার বিশেষত্ব হইল এই যে, সৈন্যগণকে অনেকক্ষেত্রে সঙ্গীনের খোঁচার বিক্ষোভকারীগনকে যালে করিতেও দেখা যায়। রাস্তার মোড়ে দলে দলে সৈন্য ও পুলিশ মোতায়েন থাকিতে দেখা যায়। পরিষদ ভবনের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে সৈন্যগণকে দুইটি মেশিনগান পাতিয়া বসিয়া থাকিতে এব অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া ঘোরাফেরা করিতে দেখা যায়। একদল সৈন্যকে একটি মেশিনগান, কতকগুলি করিয়া টমিগান, ব্রেনগান ও বেয়নেটসহ রাইফেল লইয়া মেডিক্যার কলেজ হাসপাতালের সম্মুখে টহল দিতে দেখা যায়।

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের নিদর্শন স্বরূপ শহরের প্রতিটি ছাত্রাবাসে, এমনকি কোন কোন গৃহেও পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং শহরবাসী কালোব্যাজ পরিধান করেন।

নওয়াবপুর রোডের ঘটনা

গতকল্য সকার হইতেই শহরের প্রদান রাস্তা নওয়াবপুরের উপর লোকের ভীড় জমিতে থাকে। মোড়ে মোড়ে জনসমাগম হয় নওয়াবপুর রোডে যান চলাচলেও বাধা দেওয়া হয়।

সাইকেল ও মোটর-সাইকেলের চাকার হাওয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় পরে দশটা সাড়ে দশটার সময় তথায় সামরিক যান ব্যতীত বেসামরিক যান চলাচল একরূপ বন্ধ হইয়া যায়।

এই রাস্তায় পুলিশের পরিবর্তে সামরিক লোকদের নিয়োগ করা হইয়াছিল। তাহারা অস্ত্র শস্ত্রসহ পায়ে হাঁটিয়া এবং ট্রাকে করিয়া রাস্তায় টহল দিত থাকে। রথখোলার মোড়ে এক ট্রাক সশস্ত্র রক্ষীকে মোতায়েন করা হয়। এদিকে নওয়াবপুরের জনতা ছোট ছোট শোভাযাত্রাসহ ''রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'' শ্লোগান দিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহারা কাপ্তান বাজারের মোড়ে পৌঁছিলে ঐ সস্থানে অপেক্ষারত সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী তাহাদের লক্ষ্য করিয়া এক রাউন্ড গুলী ছুড়ে। প্রকাশ, ঐ গুলবির্ষণের ফলে কেহ হতাহত হয় নাই।

নওয়াবপুর রাস্তার উভয় দিকের সমস্ত দোকান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে। প্রতিটি বাড়ীর বারান্দা ও পথিপার্শ্বে জনসাধারণ শান্ত ও বিষাদপূর্ন নেত্রে দাঁড়াইয়া রাস্তার হালচাল লক্ষ্য করিতে দেখা যায়। বেলা প্রায় এগারটার সময় রথখোলা ও নিশাত সিনেমা হরের মোড়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চলতি সামরিক ট্রাক হইতে অপেক্ষামাণ নিরীহ পথচারদদের উপর বেপরোয়াভাবে গুলী চালান হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। ফলে একজন যুবক ঘটনাস্থলেই নিহত এবং দুইজন আহত হয়। আহতদের মধ্যে একটি বালককে বেয়নেট দ্বারা মাথায় আঘাত করা হয় বলিয়া জানা গিয়াছে । আরও প্রকাশ, সামরিক ট্রাকে করিয়া তাহাদের লইয়া যাওয়া হয়। সকালের দিকে নওয়াবপুরের বিভিন্ন স্থানে সামরিক লোকজন বিক্ষিপ্তভাবে গুলী চালায়।

গতকল্য সেক্রেটারিয়েট ভবনে অতি অল্পসংখ্যক কর্মচারী কার্য্যে যোগদান করেন। যাহারা উপস্থিতি ছিলেন তাহাদের মধ্যে অনেককে কোন কাজ করিতে দেখা যায় না।

গতকল্য রেল হাসপাতালের নিকট একখানি এ্যাম্বুলেন্সে চাপা পড়িয়া এক যুবকের মৃত্যু হয়।

অপরাহ্নে মুসলিম হল হইতে এক বিরাট জনতা পরিষদ ভবনের দিকে নানা প্রকার ধ্বনি সহকারে শান্তি পূনভাবে অগ্রসর হয়। তাহারা পরিষদ ভবনের নিকটবর্তী হইলে পুলিশ তাহাদের উপর তীব্রভাবে লাঠিচাজ করে। তাহার তখন ইঞ্জনিয়ারিং কলেজ সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে নুরুল আমিন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ও পুলিশ জুলুমের বিরুদ্ধে বিক্ষোপ প্রদশন করিতে থাকে। বৈকালে মুসলিম হলের নিকটও লাঠিচার্জ হয়।

অপরদিকে মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেলের মধ্যে বহু ছাত্র জমায়েত হয় এবং মাইকযোগে বক্তৃতা করিতে শোনা যায়। বৈকালে যখন তাহারা বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময় পুলিশ এবং সৈন্যগণ হোষ্টেলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রুমের অধিকারী জনাব আবুল হাশেমকে বেয়নেটের খোঁচার ভয় দেখাইয়া মাইক কাড়িয়া লয় এবং কামরায় প্রবেশ করিয়া পেন, ঘড়ি ও রেডিও সেট লইয়া যায় বলিয়া উক্ত কামরার মালিক জনাব আবুল হাশেম জানান। পুলিশ ও সৈনিক দলের এই জুলুমের প্রতিবাদে গতকল্য সার্জেন জেনারেলের সভাপতিত্বে মেডিকের কলেজে এক সভা হয়। জানা গিয়াছে যে, উক্ত সভায় সার্জেন জেনারেল পুলিশ জুলুমের বিরুদ্ধে যথারীতি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া ছাত্রদিগকে আশ্বাস দেন। আরও জানা গিয়োছে যে, গতকল্য সার্জেন জেনারেল ও কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ডাঃ এ,কে, এম আবদুল ওয়াহেদ এই বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

জুবিলী প্রেসে অগ্নিসংযোগ

গতক্যল জনসন রোডস্থ জুবিলী প্রেসে অগ্নিসংযোগ করার দরুন উহা সম্পূর্ণ ভস্মীভহহ হইয়া যায়। দমকল প্রায় দেড়ঘন্টাকাল আগুন নিবাইবার কার্যে নিয়োজিত থাকে। উক্ত প্রেস হইতে মর্নি নিউজ পত্রিকা মুদ্রিত হইত।

শহীদদের রুহের মাগফেরাৎ কামনা

গতকল্য শুক্রবার শহরে প্রত্যেক সমজিদে জুম্মার নামাজের পর শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় হাজার হাজার মুসল্লী শরীক হন। অপরাহ্নে প্রায় ৩/৪ জন মুসল্লী করবস্থান হইয়া সলিমুল্লা মুসলিম হরে জমায়েত হয়। জুম্মার নামাজের পর সলিমুল্লা মুসলিম হলে এক বিরাট জনতার উপস্থিতিতে কোরান তেলাওয়াতের পর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা সকাল বেলায় পুলিশ ও সামরিক বাহিনী কর্তৃক এক বিরাট মিলিলে শান্তিপুর্ণভাবে যোগদানকারী জনতা উপর বেপরোয়াভাবে গুলী চালানোর তীব্র প্রতিবাদ করেন।

তাঁহারা গতকল্যকার শোচনীয় ও মর্মন্তুদ দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া পুলিশ বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং জনসাধারণকে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, বহু ছাত্রকে গুরুতর আহত অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে । তাহাদের চিকিৎসার জন্য রক্তের প্রয়োজন্ ব্লাড ব্যাংকে অকাতরে রক্তদান করিতে হাঁহারা অনুরোধ জানান। অতঃপর বক্তাগণ শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাইয়া যাইতে অনুরোধ করেন।

বৃহস্পতিবারের ঘটনা সম্পর্কে শহরে প্রবল গুজব রটে যে, ঐদিন ৪ জনেরও বেশী লোক নিহত হয়, কিন্তু ঘটনার সংগে সংগেই তাহাদের মৃতদেহ সরাইয়া ফেলা হয় । একটি কিশোর বয়স্ক বালক সম্বন্ধে অনুরূপ গুজব শনিয়া বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানা যায় যে বালকটি মেডিক্যাল কলেজ ও পরিষদ ভবনের মধ্যে ফুলার রোডে গুলীর আঘাতে নিহত হয় এবং তার লাশ অপসারিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় পোষ্টগ্রাজুয়েট ছাত্রীর নিকট হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া গিয়াছে।

পুর্ববংগ সরকারের এশতেহার

শহরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভায় প্রস্তাব গ্রহণ

ঢাক, ২২ শে ফেব্রুয়ারী । -অদ্যকার ঢাকা শহরের অবস্থা সম্পক্তে পূবর্ববংগ সরকারের এক এশতেহারে কলা হইয়াছে যে অদ্য অপরাহ্নের পরে শহরের অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে আসে। অদ্য নওয়াবপুর রাস্তায় পুলিশের গুলী চালনার পর মোট ৪৫ জন আহত ব্যক্তিকে হাসপাতারে স্থানান্তরিত করা হয়। ২ জন নিহত হয়।

এশতেহারে বলা হইয়াছেঃ অদ্য সকালের দিকেই অবস্থা খারাপ হইয়া উঠে এবং ইসলামপুর ও নওয়াবপুর এলাকায় লোকজনের ভীড় হয় গুন্ডা শ্রেণীর লোকেরা এই অবস্থার সুযোগ গ্রহন করিয়া লুটতরাজের উদ্দেশ্যে জনতার সহিত মিশে। অবস্থা যাহাতে আরও খারাপ না হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে পুলিশ বাহিনীর সাহার্য্যার্থে সৈন্য বাহিনী আনয়ন করা হয়

মর্নিং নিউজ প্রেসটি জনতা পোড়াইয়া দেয়।

কার্জন হল, হাইকোর্ট, নওয়াবপুর রোড, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা প্রভৃতি স্থানে উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য পুলিশের লাঠিচার্জ ও গুলী চালনার ফলে আহত মোট ৪৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২ ব্যক্তি নিহত হয়।

নিরস্ত্র ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের নিন্দা

গত ২১ শে ফেরুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গনে নিরীহ ও নিরস্ত্র ছাত্রসমাবেশের উপর পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার ও গুলীবর্ষণের নিন্দা করিয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে ও প্রতিষ্ঠানের সভায় নিন্দাজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হয় । বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কতিপয় প্রস্তাব ও কয়েকজনের বিকৃতি নিমেণ প্রদান করা হইলঃ

হাইকোর্ট বার-এসোসিয়েশনের সভা

গতকল্য (শুক্রবার) জনাব এ,কে, ফজলূল হকের সভাপতিত্বে ঢাকা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের এক জরুরী সভায় গত ২১ শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের মধ্যে নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

বিনা কারণে শহরে ১৪৪ ধারা জারী করায় এই সভা সরকারের নিন্দা করিয়া ও অবীলম্বে ইহার প্রত্যাহার দাবী করিয়াও প্রস্তাব গ্রহন করে।

এই সভা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য পুলিশ কর্মচারীদের অপসারণ এবং রিপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী জানাইয়া আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

এই সভা নিহত ও আহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া ব্যবস্থা পরিষদ ও গনপরিষদের এই প্রদেশের সদস্যদের নিকট বাংরাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহনের দাবী জানায়।

জনাব আবুল হাশেমের বিবৃতি

যুক্তবাংলার প্রাক্তন মুসলিম লীগ সেক্রেটারী জনাব আবুল হাশেম এক বিবৃতিতে বলেন যে আজিকার সভ্যজগতে কোন সভ্যদেশের সরকরী অফিসারগণ কি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বারংবার নিষেধ সত্তেও বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্যে নিরস্ত্র ছাত্র ও যুবকদের উপর বেপরোয়াভাবে গুলী চালাইয়া তাহাদের হত্যা করিতে পারে তাহা কল্পনাতীত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারে বিবৃতি হইতে পরিস্কারভাবেই জানা যায় যে, পুলিশই প্রথমে আক্রমন চালায়। ছেলেদের বুলেটের আঘাতে দাবাইয়া রাখার সরকারী সিদ্ধান্তকে নগ্ন বর্বরতারই পরিচায়ক বলা যাইতে পারে। গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মার্মান্তিক ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা যে আল্লাহ ও জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করিয়াছেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। নির্লজ্জ সরকরী জয়ঢাক ঢাকার মর্নিং নিউজ পত্রিকায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের উপর সাম্প্রদায়িকতার ছাপ দেওয়ার জন্য জঘন্যভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য পূর্ববংগের হিন্দু এম-এল-এ রাই দায়ী এবং হিন্দু মারোয়াড়ী ও অন্যান্য ভরতীয় ব্যবসায়ী স্বার্থের প্রভাবেই নারায়ণগঞ্জে হরতাল সাফল্যমন্ডিত হইয়াছে। সত্যকে সাহসের সহিত জনসাধারনের সম্মুখে তুলিয়া দেওয়ার জন্য আমি মিল্লাত, আজাদ ও ইনসাফ পত্রিকার প্রতি অভিনন্দন জানাইতেছি।

এই দুই দিনে আমরা দেশের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ তরুণ ও ছাত্রকে হারাইয়াছি। তাহাদের পবিত্র স্মৃতি পূর্ববংগের জনসাধারনকে চিরদিনই অনুপ্রেরণা যোগাইবে।

মাওলানা ভাসানীর বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাহার বিবৃতিতে বলেন, কর্তৃপক্ষ কি করিয়া এ্রূপ নির্মম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন তাহা আমার পক্ষে বুঝা শক্ত। প্রতিবাদ দিবসের প্রাক্কালে ১৪৪ ধারা জারী করার কোনই যৌক্তিকতা ছিল না।

এই বিষয়ে আর বেশী কিছু আলোচনা না করিয়া ঘটনার জন্য আমি একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং অপরাধীদের প্রকাশ্য বিচারের জন্য দাবী করিতেছি।

নিরাপত্তা বন্দীদের অনশন ধর্মঘটঃ
স্বাস্থ্যের অবনতি সম্পর্কে মাওলানা ভাসানী

নিরাপত্তা বন্দীদের অনশন ধর্মঘট সম্পক্তে মওলানা আবদুল হামিদ খান বাসানী নিমণলিখিত বিবৃতি দিয়েছেনঃ

‘‘আমি জানিতে পারিয়াছি যে, গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে নিরাপত্তা বন্দী শেখ মুজিবুর রহমান ও মহীউদ্দীন আহমদ অনশন ধর্মঘট শুরু করিয়াছেন। জনসাধারণ অবগত আছেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘদিন হইতে মারাত্মক রোগে বুগতে ছিলেন এবং কিছুদিন পূর্বে চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাকে রোগ মুক্তির পূর্বেই আবার জেরে প্রেরণ করা হয়। মহীউদ্দীনের স্বাস্থ্যও দ্রুত অবনতির দিকে যাইতেছে। এমতাবস্থায় আমরা সকলেই বুঝিতে পারিতেছি যে, এই অনশন ধর্মঘট তাঁহাদের ভগ্ন স্বাস্থ্যের কি পরিনতি ঘটাইবে। তাঁহাদিগকে আটক রাখার সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাব দেখিয়া আমি অতন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমি মানবতার নামে সরকারের নিকট এই আবেদন করিতেছি যে, অন্ততঃ আশংকাজনক স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়াও যেন তাঁহারা মুজিবুর রহমান ও মহীউদ্দীনকে মুক্তি দান করেন।

পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে কুমিল্লায় জনসভা

কুমিল্লা, ২২ শে ফেব্রুয়ারী । ঢাকয় ছাত্রদের উপর পুলিশের বেপরোয়া গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে অদ্য কুমিল্লা টাউনহল প্রাঙ্গনে জনাব জহিরুল হক বিএল সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় পুলিশের বর্বরোচিত তীব্র সমালোচনা করা হয়। ইহা ছাড়া কুমিল্লায় শোভাযাত্রী ছাত্রদের উপর স্থানীয় মোহাজেরদের আক্রমন ও ছাত্রদিগকে মারপিটের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

সভায় নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার পদত্যাগ, বাংলাকে রাষ্ট্রভাসার মর্যাদা দান, মোহাজেরদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন দাবী করা হয়। সভায় মোহাজেরদের সামাজিকভাবে বয়কটের সিদ্ধান্ত করা হয়।

ঢাকায় সান্ধ্য আইন

ঢাকার জিলা ম্যাজিস্ট্রেট লালবাগ, কোতোয়ালী ও সূত্রাপুর থানায় শুক্রবার রাত্র ১০টা হইতে ভোর ৫টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন জারী করিয়াছেন।

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পূবর্ববংগ ব্যবস্থা পরিষদের সুপারিশ

গতকল্য (শুক্রবার)অপরাহ্নে ব্যবস্থা পরিষদে সবর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে গণপরিষদের নিকট বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার সুপারিশ করা হয় প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। এই সম্পর্কে আনীত সমুদয় সংশোধনী প্রস্তাব বাতিল হয়।

উক্ত সুপারিশ সংক্রান্ত দুইটি সংশোধনী প্রস্তাব সম্পর্কে পরিষদে ভোট গৃহীত হয় । ইহার মধ্যে একটি মিঃ মনোরঞ্জন ধর (কংগ্রেস) এবং অপরটি জনাব শামসুদ্দিন আহমদ (অদলীয়) উত্থাপন করেন।

এই সময় জনৈক সদস্য জনাব নুরুল আমীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, শহরে সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে।

জনাব নুরুল আমীন বলেন যে, পরিস্থিতিদৃষ্টে প্রয়োজন হইলে সরকার সান্ধ্য আইন জারী করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, দুস্কৃতকারীরা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সুযোগ কে কাজে লাগাইবার উপক্রম করিয়াছে। সুতরাং নাগরিকদের জানমাল রক্ষা করা দরকার।

পূর্বাহ্নে জনাব আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, জনাব...হোসেন ও আলী আহমদ পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনটি মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা করেন কিন্তু পরিষদ উহার অনুমতি দেন নাই।

আগামী সোমবার বেলা ৩-৩০ মিঃ পর্যন্ত পরিষদের অধিবেশন মুলতবী আছে।

প্রস্তাব পাশ করিয়া জনাব নুরুল আমীন বলেন যে, বৃহস্পতিবার সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত দাবীর বিরোধী বলিয়া মনে করায় নানারূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, সেরূপ বিরোধিতা করার ইচ্ছা সরকারের নাই। শহরে ১৪৪ ধারা জারীর কারণ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেনঃ সরকার জানিতে পারিয়াছে যে, কোনও কোনও লোক শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে অচল করিয়া ফেলিতে চায়। তিনি বলেন যে, পূর্ববর্তী অন্যান্য সময়ে ছাত্ররা যখন মিছিল বাহির করে সরকার তখন উহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি বলেন যে, উদ্দেশ্য যতই মহৎ এবং বাঞ্চনীয় হউক না কেন, যাহাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা ভংগ না হয় তৎপ্রতি সরকারকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

স্বাস্থ্য সচিব জনাব হাবিবুল্লাবাহার এবং জনাব সরফউদ্দিন আহমদ জনাব নুরুল আমীনের বিষেশ প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। জনাব আহমদ বলেন যে, প্রস্তাবটি পাশ হইলে বিক্ষোভ প্রশমিত হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

মিঃ মনোরঞ্জন ধর তাঁহার সংশোধনীতে বলেন যে, গণপরিষদের পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যগণকে সমস্যাটি সম্পর্কে চাপ দেওয়ার নির্দেশ দিতে হইবে। জনাব শামসুদ্দীন আহমদের সংশোধনীতে বলা হয় যে, গণপরিষদ সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করিলে পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যগণকে পদত্যাগ করিতে বলিতে হইবে।

মিসেস আনোয়ারা খাতুনও একটি সংশোধনী পেশ করেন। তাঁহার সংশোধনীতে বলা হয় যে গণপরিষদকে ইহার পরবর্তী অধিবেশনেই সুপারিশ গ্রহণ করিতে বলিতে হইবে।...

মিঃ ধরের সংশোধনী সমর্থন করিয়া বিরোধীদলের নেতা মিঃ বসন্তকুমার দাস বলেন যে, ভাষা আন্দোলনকে দমন করিবার জন্যই ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে।

পরিষদ হইতে আজাদ সম্পাদকের পদত্যাগ

''আজাদ'' পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন অদ্য পূর্ব-পাক পরিষদের সদস্যপদে এস্তেফা দিয়াছেন।

গভর্ণর ও পরিষদের স্পীকারের নিকট প্রেরিত এক আবেদনে তিনি বলিয়াছেনঃ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করায় ছাত্রদের উপর পুলিশ যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে তাহার প্রতিবাদে আমি পরিষদে আমরা সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিতেছি। যে নুরুল আমীন সরকারের আমিও একজন সমর্থক-এ ব্যাপারে তাহাদের ভূমিকা এতদর লজ্জাজনক যে, ক্ষমতায় অধিষ্টিত এই দলের সহিত সংযুক্ত থাকিবে এবং পরিষদের সদস্য হিসাবে বহাল থাকিতে আমি লজ্জাবোধ করিতেছি।

বার এসোসিয়েশনের সভায় নিন্দা

গতকল্য (শুক্রবার) ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে জনাব আবদুল লতিফ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঢাকা বার এসোসিয়েশনের সদস্যদের সভায় নিমেণাক্ত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(ক) গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে পুলিশের অমানুষিক ও বর্বরোচিত গুলীবর্ষণ দ্বারা শত শত নিরস্ত্র ও নিপরাধ ছাত্রকে হত্যা ও আহত করার তীব্র নিন্দা এই সভা করিতেছে।

(খ) এই সভা দাবী করিতেছে যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, সিটি এস,পি,ডি, আই, জি, ও অন্যান্য কর্মচারীদেরকে চাকুরী হইতে অবিলম্বে অপসারিত করিয়া বেসরকারী তদন্ত কমিটি দ্বারা ঘটনার তদন্ত করা হউক।

(গ) এই সভা ঢাকা শহরে বিনা কারণে ১৪৪ ধারা জারীর তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং অবিলম্বে উহার প্রত্যাহার দাবী করিতেছে।

(ঘ) এই সভা অপদার্থ নূরুল আমীন মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করিতেছে এবং বর্তমান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ নির্বাচনের সম্মুখীন হইতে দাবী জানাইতেছে।

(ঙ) যাহারা পুলিশের গুলীতে শহীদ হইয়াছেন এই সভা তাহাদের শোকার্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছে।

এই সভা শহীদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনার্থে এক মিনিটকাল নিঃশব্দে দন্ডায়মান থাকিয়া তাহাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে।

নিখিল পূর্ব-পাক ছাত্রলীগ কর্মীদের নিন্দা

নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি জনাব শামছুল হুদা অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক জনাব এ, এস, এম, তওমিদ উদ্দিন, ঢাকা সিটি মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি কাজী আওলাদ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মনজুরুল হক ঢাকায় ছাত্রদের উপর পুলিশের বেপরোয়া গুলীবর্ষণের তীব্র নিন্দা করিয়া সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়াছেন।

বিবৃতিতে তাঁহার এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত ও এই বর্বরতা কার্যের জন্য যাহারা দায়ী তাহদের সমুচিত শাস্তির দাবী করে।

<u>ফেব্রুয়ারী ২৪</u>

গুলিবর্ষণ সম্পর্কে হাইকোর্টের বিচারপতিদের দ্বারা তদন্ত অনুষ্ঠানের দাবী
প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব
নিহত ছাত্র ও নারিকদের আত্মীয়দের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন
লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবী

ঢাকা ২৩ ফেব্রুয়ারী।- আজ পূর্ব পাকিস্তান মোছলেম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে পুলিশের সাম্প্রতিক গুলি চালনা সম্পর্কে হাইকোর্টের জজের দ্বারা তদন্ত অনুষ্ঠান ও অপরাধীদের শাস্তির দাবী করা হইয়াছে।

ছাত্র ও নাগরিকদের মধ্যে যাহারা শোচনীয়ভাবে নিহত হইয়াছে তাহাদের জন্য ওয়ার্কিং কমিটির তরফ হইতে গভীর শোক প্রকাশ করা হইয়াছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও আহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী ইহাতে সভাপতিত্ব করেন। এই বৈঠকে নিমণলিখিত মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছেঃ

পূর্ব পাকিস্তান মোছলেম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এই সভা পুলিশের গুলী চালনার ফলে যে সকল ছাত্র ও নাগরিক শোচনীয়ভাবে নিহত হইয়াছে তাহাদের জন্য গভীর দুঃখ ও বেদনা অনুভব করিতেছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও আহতদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

এই ঘটনা সম্পর্কে হাইকোর্টের বিচারকদের দ্বারা তদন্ত, অপরাধীদের কঠোর শাস্তিদান এবং নিহতদের পরিবারবর্গের জন্য উপযুক্ত ও যথোচিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার জন্য এই সভা সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে।

বাংলা ভাষার সমর্থনে লাহোরের ছাত্রবৃন্দ

লাহোর গভর্ণমেন্ট কলেজের ১৪৬নং নিউ হোস্টেল হইতে পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সংঘের লাহোর শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ ''আজাদ'' সম্পাদকের নিকট লিখিত এক পত্রে জানাইয়াছেন,''আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় কর্মপরিষদ বিতরিত কতকগুলি 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ব্যাজ আমি পাইয়াছি এবং ঐগুলি আমি আমার লাহোরস্থ বাঙ্গালী বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছি। আজ প্রাতে বিশ্ববিদ্যলয়ের কতকগুলি অ-বাঙালী ছাত্রকেও এই ব্যাজ পরিহিত দেখিতে পাই। কৌতুহলবশতঃ আমি এ ব্যাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি যে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবীতে তাঁহারাও ঐ সকল ব্যাজ ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত''

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শুধুমাত্র বাঙ্গালীরাই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিতেছেন তা না বরং জাগ্রত অবাঙ্গালীরাও আজ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন।

গভর্ণমেন্ট দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে, সামরিক বাহিনীর লোকে জনতার উপর গুলিবর্ষণ ও বেয়নেট চার্জ এবং লুটতরাজ করিয়াছে বলিয়া কোন কোন সংবাদপত্রে বিবরণ প্রকশিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

এ পর্যন্ত কোন দল বা জনসাধারণের সহিত সামরিক বাহিনীর কোনরূপ সংঘর্ষ হয় নাই।

বিশ্বস্ত মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, এ যাবৎ শহরের বিভিন্ন স্থানে গুলিবর্ষণ ও লাঠি চালনার যেসব সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে সে সবের সাথে সারিক বাহিনীর কোন সংশ্রব নাই। শুধু পুলিশই তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বলিয়া জানা গিয়াছে।

বাংলাকে উর্দুর সমমর্যদা দিতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের আপত্তি নাই-
ঢাকার মর্মান্তিক ঘটনার পর্যালোচনাকালে 'ডন' পত্রিকার মন্তব্য

করাচী, ২৩শে ফেব্রুয়ারী।- আজ ডন পত্রিকার ''ঢাকার মর্মান্তিক ঘটনা'' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণকে এই মর্মে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, বাংলা ভাষাকে উর্দুর সমমর্যাদা দেওয়া হইলেও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের মোটেই আপত্তি থাকিতে পারে না। বাংলা ভাষা সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর দাবী অবশেষে আদায় হইয়াছে।

উহাতে বলা হইয়াছে, ঢকার এই মর্মান্তিক ঘটনার ফলে সমগ্র পাকিস্তান দুঃখভারাক্রান্ত হইবে এবং আমাদের শক্ররা উল্লসিত হইবে। এক দিকে আপন আপন বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা এবং অপরদিকে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা- এই দুই-এর সংঘর্ষে যাঁহারা প্রাণ হারাইল, তাঁহাদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। এই সমস্ত তরুণ যে দাবী বলিয়া আন্তরিকতা সহিত বিশ্বাস করিত তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন তাহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্তব্য। অন্যান্য অনেকে যাহারা আহত হইয়াছে, তাঁহাদের জন্যও আমরা দুঃখ বোধ করিতেছি এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ছাত্র সমাজের একটা বিরাট অংশ তাহাদের আন্তরিক বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে এবং সত্যিকার পাকিস্তানী হিসাবে তাহারা আপনাদের ধারণা অনুযায়ী কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। অবশ্য তাহাদের মধ্যে প্ররাচনাদানকারী হিসাবে কিছুসংখ্যক লোক থাকিতে পারে। কিন্তু এই দুঃখজনক

ঘটনাবলীর মধ্যেও একটা আশার আলো দেখা যাইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানে আত্মীয়স্বজনেরা ভাষাগত সমস্যাটিকে কিরূপ গভীরভাবে অনুভব করে, তাহার পরিচয় আমরা এই সকল ঘটনাবলীর মধ্য হইতে লক্ষ্য করিতেছি। উর্দুর ন্যায় বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দান সম্পর্কে একটি প্রস্তাব এক্ষণে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে প্রধানমন্ত্রী পাশ করাইয়া লইয়াছেন। সুতরাং রাষ্ট্রভাষা সমস্যার এইভাবে একট মীমাংসা হইয়াছে। গণপরিষদও যথাসময়ে ইহা অনুমোদন করিবেন এবং বাংলা ভাষাকে উর্দুর সমমর্যাদা দানের ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানেরও কোন ক্ষোভের কারণ থাকিবে না বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

গুলী চালনা সংগত হইয়াছে কিনা, তৎসম্পর্কে প্রতিশ্রুত তদন্ত কার্যের ব্যবস্থা দ্বারা এই মর্মান্তিক ব্যাপারে এইখানেই যবনিকাপাত হউক। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, পুলিশ গুলীবর্ষণ না করিলে মোটেই গণপ্রাণহানী ঘটিত না। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে এ জন্য জওয়াবদিহি করিতেই হইবে।

নিতদের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবীঃ
জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরীর বিবৃতি

পূর্ব পাক মোছলেম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী নিম্নলিখিত মর্মে এক বিবৃতি দান করিয়াছেনঃ

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে নির্বাচন উপলক্ষে আমি ফরিদপুর থাকালে ঢাকায় ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ সংবাদ শুনিয়া স্তম্ভিত হই। ছাত্রদের উপর কি কারণে যে গুলীবর্ষণ ও লাঠিচার্জ করিতে হইয়াছিল তাহা আমার জানা ছিল না।

আমি অবিলম্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি কর্তৃক পুলিশী জুলুমের তদন্তের নির্দেশ দানের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছি। আমি নিহতদের পরিবারবর্গকে যথাযথ ক্ষতিপুরণ দানের ব্যবস্থা করিবার জন্যও সরকারকে জানাইয়াছি।

বর্তমান মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবীঃ
বিভিন্ন স্থানে জনসভায় প্রস্তাব গৃহীত

মোমেনশাহী ২৩শে ফেব্রুয়ারী গতকল্য মোমেনশাহীর জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী অদ্য সর্বদলীয় একটি ''রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'' গঠিত হয়। অপরাহ্নে সদর মহকুমা মোছলেম লীগের সভাপতি জনাব ফখরুদ্দীন আপমদের সভাপতিত্বে ঢাকায় পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে স্থানীয় টাউন হল প্রাঙ্গণে জেলা ও সদর মহকুমা লীগের উদ্যোগে এক জনসভা হয়। সভার শুরুতেই জনতাকে খুব উত্তেজিত দেখা যায়। তাহারা বর্তমান মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবীতে নানাপ্রকার ধ্বনি করিতে থাকে। সভাপতির অনুমতিতেই জনাব রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া সভায় কতিপয় প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তাহা জনসাধারণের সর্বসম্মত সমর্থন লাভ করে এবং তাহা সভায় গৃহীত হয়। সৈয়দ সুলতান আহমদ বি-এস, রফিকুদ্দিন ভূঁইয়া, আলতাফুদ্দীন তালুকদার, জেলা ছাত্রলীগ সম্পাদক জনাব শামসুল হক, মোফাজ্জল হোসেন বি-এস, প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে ঢাকার নানা স্থানে সভা অনুষ্ঠান
নিহত ব্যক্তিদের রূহের মাগফেরাৎ কামনাঃ
ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী

ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে গতকল্য (শনিবার) ঢাকার নানা স্থানে সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হয় এবং অবিলম্বে ১৪৪ ধারার আদেশ প্রত্যাহারের ও নিপেক্ষ তদমেত্মর দাবী জানান হয়। সভায় পূর্ব বঙ্গ

সরকার আচরণের তীব্র নিন্দা করা হয়। নিহত ব্যক্তিদের রূহের মাগফেরাত কামনা করতঃ তাঁহাদের শোকসন্ত ও পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়।

গতকল্য (শনিবার) অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মোছলেম ছাত্রলীগ ওয়াকিং কমিটির এক জরুরী সভায় সর্বসম্মতিক্রম নিমণলিখিত প্রস্তাব কয়েকটি গৃহীত হয়ঃ-

(1) সরকারের যে কার্যকলাপের ফলে বহু ছাত্রের জীবন বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাতে এই সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে এবং সরকারের নিকট হইতে ইহার কৈফিয়ৎ তলব করিতেছে এই নৃশংস হত্যাকান্ডের জন্য যে সকল কর্মচারী দায়ী, এই সভা অবিলম্বে তাহাদের অপসারণ দাবী করিতেছে।

মওলানা তর্কবাগীশের পদত্যাগ

পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ অদ্য শনিবার লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি হইতে পদত্যাগ করিয়াছে। পদত্যাগের কারণ বর্ণনা করিয়া অদ্য (রবিবার) তিনি এক বিবৃতি দান করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

শনিবার পূর্ণ হরতাল পালনঃ
সান্ধ্য আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি

গতকল্য (শনিবার) নাজিরাবাজার পশু হাসপাতালের নিকট এক জনতার উপর পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে ৪ ব্যক্তি আহত হয়। তন্মধ্যে ২ ব্যক্তি আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাহাদিগকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ইহা ছাড়া শহরের আর কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া সংবাদ পওয়া যায় নাই।

পূর্ব দিনের ন্যায় গতকালও পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ঢাকা রেলষ্টেশনের কর্মচারীরাও এদিন হরতাল পালন করেন।

কর্মচারীগণ যথারীতি উপস্থিত হইলেও কোন কাজ করেন না। অনেক বিভাগের লোক আদৌ কাজে যোগদানও করেননি। তাদের এই হরতালের বেলা ১টা পর্যন্ত চলে এবং আপডাউন মিলাইয়া মোট ৪টি ট্রেন যাতায়াত করে। প্রাতে যে সকল রেল ইঞ্জিনে কয়লা বোঝাই করা হইয়াছিল, পরে তাহাও ইঞ্জিনে কয়লা বোঝাই করা হইয়াছিল, পরে তাহাও ইঞ্জিন হইতে ফেলিয়া দেওয় হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে।

রাত্রি ৮টি হইতে সকাল ৫টা পর্যন্ত সন্ধা আইন জারী হইয়াছে এবং পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ইহা চলিবে বলিয়া ঘোষণা হইয়াছে।

পুলিশ ও সামরিক পাহারা পূর্বের ন্যায়ই আছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মোড়ে উহার শক্তি কিছু বৃদ্ধিও করা হইয়াছে।

পূর্ব বঙ্গ পরিষদের বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার অনুকূল দাবী গৃহীত হইলে শহীদদের বিয়োগব্যথায় ব্যথিত ছাত্রগণের মধ্যে কোনও উল্লাসের সঞ্চার করিতে পারে নাই। শহরে ১৪৪ ধারর নিষেধাজ্ঞা বলবত থাকিলেও হাজার লোককে রাস্তায় ঘোরাফেরা করিতে দেখা যায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সমবেত লোকগণকে বর্তমান পরিস্থিতির আলোচনা করিতে দেখা যায়। কালব্যাজ পরিধান করিয়া শত শত লোক সলিমুল্লা মোছলেম হল প্রঙ্গণে সমবেত হইয়া শুক্রবারের নিহত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য গয়েবী জানাজা আদায় করেন।

সকাল হইতেই হলে লাউড স্পীকার যোগে বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভাষা সমস্যার প্রকৃত বিবরণ সম্পর্কে বিভিন্ন ঘোষণা প্রচার করা হয়। বিভিন্ন বক্তা পুলিশের গুলীবর্ষণ এবং জনসাধরণের কর্তব্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেন।

কতিপয় উর্দুভাষী ছাত্রও বক্তৃতা দান করেন। ইহাতে ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয়। তাহারা জনসাধারণের নিকট এই বলিয়া আবেদন জানা যে, তাঁহাদের পথকে কেহ যে ভুল ধারণা না করেন এবং কল্পিত বিরোধের ধুয়া তুলিয়া দুই দলে বিভেদ বাধাইয়া না দেয়।

গায়েবানা জানাজা

বেলা ২টায় উক্ত হল প্রাঙ্গণে গায়েবানা জানাজা আদায় হয় এবং তাহাতে প্রায় চারি হাজার লোক যোগদান করেন। তন্মধ্যে বিশববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, সলিমুল্লা মোছলেম হলের প্রভোষ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপকও উপস্থিত ছিলেন।

জনাব ফজলুল হকের আবেদন

অপরাহ্নে জনাব এ, কে, ফজলুল হক মোছলেম হলের সভায় উপস্থিত হইয়া ছাত্রদিগকে নিজেদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখিতে বলেন। ছাত্রদের দাবীকে জয়যুক্ত করাইবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়াও আশ্বাস দেন।

গুলী চালানোর হুকুম আমি দেই নাইঃ মফিজুদ্দিন

পূর্ববঙ্গের সাহায্য সচিব জনাব মফিজউদ্দিন আহমদ সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি দান করিয়াছেনঃ

''ছাত্রদের উপর গুলী চালনার জন্য আমি পুলিশকে হুকুম দিয়াছি বলিয়া বাহিরে গুজব উঠিয়াছে জানিতে পারিয়া আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। এইরূপ একটি ভিত্তিহীন সংবাদ কি করিয়া রটিতে পারে, তা ভাবিয়া আমি বিস্ময় বোধ করিতেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত প্রেসের নামসহ একটি প্রচারপত্র আজ আমার হস্তগত হইয়াছে।

প্রচারপত্রটিতে বলা হইয়াছে, আমার আদেশেই পুলিশ গুলী করে। ইহা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নাহে সুতারং জনগণ যাহাতে ভুল না বুঝেন তার জন্য সত্য বিকৃত করিতেছি।

আমি মেডিক্যাল কলেজের গেট দিয়া মোটেও যাই নাই, ঘটনাস্থলেও ছিলাম না...কোন পুলিশ কর্মচারীর সাথে আমার সাক্ষাৎকাও হয় নাই। সাধারণত যে পথে পরিষদে যাইয়া থাকি ঐ দিনও সেই অর্থাৎ...(রেসকোর্সের পশ্চিম দিক) পূর্ব দ্বার দিয়া পরিষদ ভবনে প্রবশ করি। পরিষদের অধবেশন ৩-৩০ মিঃ শুরু হয়। পরিষদে বিরোধী দলের সদস্যগণ ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলী করার কথা বলিলে প্রথম আমি সংবাদ জানিতে পারি।...

গুলীবর্ষণের দুঃখজনক ঘটনায় অত্যন্ত ব্যথিত। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাছেল করিবার জন্য একটি দুঃখজনক ঘটনাকে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার হইবে ইহা আমি ভাবিতেই পারি নাই।''

আজাদ সম্পাদক অভিনন্দিত

ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য পদে এস্তেফা দেওয়ায় আজাদ সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিনকে অভিনন্দন জানাইয়া আগামসিহ লেনের জনাব কাজী হেদায়েত হোসেন যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার একটা অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইলঃ

"এই বর্তমান সন্ধিক্ষণে আপনি পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া যে মমত্ববোধ ও কর্তব্য জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয়। আপনার এই সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য উপযুক্ত শোকর-

গোজরী কারার ভাষা আমার নাই। খোদার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আপনাকে সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী করেন এবং জনগণের সংকটের দিনে তাদের পশ্চাতে দাঁড়াইবার তৌফিক দেন।

কুমিল্লায় পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত

কুমিল্লা, ২৩ শে ফেব্রুয়ারী। -ঢাকায় পুলিশের গুলীর আঘাতে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ অদ্য এখানে পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়। যানবাহন, দোকানপাট, বাজার-ঘাট এমনকি, নিয়মিত বাস সার্ভিসও সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। রাস্তাগুলি সম্পূর্ণ জনশূন্য এবং সিনেমা হলগুলি বন্ধ থাকে। কুমিল্লার ইতিহাসে এই ধরনের ধর্মঘট ও হরতালের কোন নজীর নাই। সকালে প্রায় এক মাইল দীর্ঘ এক শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন রাস্তা ও জনপদ প্রদক্ষিণ করে। স্থানীয় টাউন হল প্রাঙ্গণে ৫ হাজার লোকের এক সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন মীর জহীরুল হক।

সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান কলেজ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক প্রফেসর আবুল খায়ের ঢাকার শহীদদের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং সমিতির পক্ষ হইতে প্রয়োজন হইল যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার প্রস্তুতি প্রকাশ করা হয়। অধ্যাপক শওকত আলী, জনাব হাসান ইমাম, জনাব আবদুল গনি, জনাব আবুল হোসেন প্রমুখ বক্তা পুলিশী জুলুমের তীব্র নিন্দা করেন।

সভায় গ্রহীত একটি প্রস্তাবে শহীদদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন এবং নিরীহ ছাত্র ও জনসাধারণের প্রতি পুলিশের গুলীবর্ষণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার পদত্যাগ এবং চীফ সেক্রেটারী ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব কোরায়েশীর অন্যত্র অপসারণ দাবী করা হয়।

জেলা লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আজীজুর রহমান এক বিবৃতি ঢাকার ছাত্রদের প্রতি গুলীবর্ষণের তীব্র নিন্দা করেন এবং বলেন যে, এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত ও বিস্মত হইয়াছেন।

নারায়ণগঞ্জে বিরাট জনসভায় মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী

নারায়ণগঞ্জ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী। অদ্য-নারায়াণগঞ্জ সিটি মোসলেম লীগ একটি শান্তি স্কোয়াড লইয়া সমগ্র শহর প্রদক্ষিণ করে এবং ঢাকার ছাত্র ও জনসাধারণের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

অপরাহ্নে চাষাড়ার তুলারাম কলেজের রিকুইজিশন করা জমিনে এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক নেতা জনাব ফয়েজ আহমদ। শ্রমিক নেতা জনাব সোলায়মান, এফ, রহমান, শফীকুল হোসেন খান, খোরশেদ আহমদ প্রমুখ বক্তাগণ প্রদেশের বর্তমানে মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করেন।

পুলিশের গুলীতে নিহতদের রূহের মাগফেরাত কামনা করিয়া সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে বগুড়ায় পূর্ণ হরতাল

বগুড়া, ২৩শে ফেবব্রুয়ারী। -সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কর্মপরিষদের আহবানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী এখানে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। ছাত্র ও জনসাধারণের এক বিরাট শোভাযাত্রা শহর পরিভ্রমণ করে ও ‘‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’’ প্রভৃতি ধ্বনি করিতে থাকে।

বৈকালে স্থানীয় আলতাফুন্নেছা ময়দানে এক জনসভা হয়। বিভিন্ন বক্তা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করিয়া বক্তৃতা করেন।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্যদের অবিলম্বে পদত্যাগ দাবী করা হয়।

আগামী মঙ্গলবার সমগ্র শহরে পূর্ণ ধর্মঘট ও হরতাল পালনের প্রস্তাবও সভায় গ্রহীত হয়।

সভায় গ্রহীত এক প্রস্তাবে পূর্ববঙ্গের বর্তমান মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে পূর্ণ অনাস্থা প্রকাশ করা হয় এবং প্রকাশ্য আদালতে তাঁহাদের বিচার দাবী করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে ঢাকার শহীদ বীরদের রূহের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা হয় এবং বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট তীব্র দাবী জানানো হয়।

নূরুল হোসেন খানের প্রতিবাদ

হবিগঞ্জ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী। -হবিগঞ্জের এম-এল-এ জনাব নূরুল হোসেন খান জানাইতেছেন যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন উপলক্ষে সম্প্রতি ঢাকায় ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলী চালনার সংবাদে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছেন। তিনি বলেন, ''পুলিশের কাজে নিন্দা করার উপযুক্ত ভাষা নাই।''

পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রয়োজন হইয়াছিল এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া আমি কখনও বিশ্বাস করি না। এই গুলী চালনার জন্য যে বা যাহারা দায়ী হউন না কেন অবিলম্বে তাঁহাদিগকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা উচিত এবং বিচার বিভাগীয় কর্মচারী ও এম-এল-এদের দ্বারা গঠিত কমিটি দ্বারা এই সম্পর্কে তদন্ত হওয়া উচিত।

এ যথেচ্ছ ও নিষ্ঠুর কাজের জন্য বর্তমান প্রাদেশিক সরকারের লজ্জিত হওয়া উচিত।

তমদ্দুন মজলিম কর্তৃক নিন্দা

পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের কেন্দ্রীয় দফতর এক বিবৃতিযোগে বলিয়াছেনঃ ২১শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র সমাবেশের উপর যে নৃশংস পুলিশী জুলুম চালানো হইয়াছে তাহার নিন্দা করার ভাষা আমাদের নাই। আমরা এই দুস্কার্যের সহিত জড়িত প্রতিটি অপরাধীর আশু তদন্ত ও কঠোর শাস্তির দাবী জানাইতেছি। শহীদানের শোকসন্তপ্ত পরিবজনবর্গের প্রতি আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।......

ফেব্রুয়ারী ২৫

অপ্রত্যাশিতভাবে পূর্ববংগ পরিষদের অধিবেশন স্থগিত

ঢাকা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী। -গভর্ণর অদ্য হইতে পূর্ববংগ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন। বাজেট সম্পর্কে আগামীকল্য যে অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল, তাহা অনুষ্ঠিত হইবে না। -এ,পি,পি

শহীদ বীরদের স্মৃতিতে

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যেসব শহীদ বীর গত ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী পুলিশের নিষ্ঠুর গুলীর আঘাতে বুকের রক্তের ঢাকার মাটি রাঙ্গাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রগণ তাহাদের কলেজ প্রাঙ্গণে নিজ হস্তে এক রাত্রির মধ্যে ১০ ফুট উচ্চ ও ৬ ফুট চওড়া একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছেন।

পুলিশের অনধিকার চর্চা

গতকল্য রবিবার, জনৈক প্রফেসর যখন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণের সভায় যোগদানের জন্য আসিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে জনৈক পুলিশ তাঁহাকে তাঁহার জামায় লাগানো কালো ব্যাজটি খুলিয়া ফেলিতে বলে। তিনি তাঁহাতে অসম্মত হইলে পুলিশটি বলপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে উহা ছিনাইয়া লয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

জনমতের কণ্ঠরোধ করিবার কোন ইচ্ছা সরকারের নাই-

পূর্ববংগের প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমীনের বেতার বক্তৃতা

ঢাকা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন অদ্য রাত্রে বলেন যে, ''ভাষা বা অপর কোন সমস্য সম্পর্কে শাসনতন্ত্র মোতাবেক জনমত প্রকাশ করা হইলে, তাহার কণ্ঠরোধ করিবার কোন ইচ্ছাই সরকারের নাই।'' তিনি সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন ''সরকারের নিকট প্রমাণাদি রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে বুঝা যাইতেছে, যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, বহির্দ্দিক অপেক্ষা তাহার ভিতরে আরও গূঢ় অর্থ রহিয়াছে এবং পরিকল্পনাকারীরা পাকিস্তানের বাহির হইতে প্রেরণা পাইতেছে।''

ঢাকা বেতার কেন্দ্র হইতে বক্তৃতাদানকালে জনাব নুরুল আমীন ''পাকিস্তানের শুভাকাঙ্ক্ষীদের'' পূর্ণ সমর্থন কামনা করেন এবং বলেন যে, ''এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য এবং দেশের নিরাপত্তার প্রতি বিশ্বাঘাতকের ন্যায় যে হুমকী দেওয়া হইতেছে তাহা দমন করিবার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সরকার সেই ব্যবস্থাই অবলম্বন করিবেন।

প্রধানমন্ত্রী বেতার বক্তৃতার বিবরণ নিমেণ প্রদত্ত হইলঃ

আজ ঢাকায় কোন ঘটনা-দুর্ঘটনা হয় নাই।

ঢাকার শৃঙ্খলা বিনষ্ট করিবার যে চেষ্টা করা হইয়াছে এবং ইহার ফলে যে ঘটনা-দুর্ঘটনা হইয়াছে ও সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সরকারী এতেশহারে এ যাবৎ তাহার সত্য বিবরণই কেবল প্রকাশ করা হইয়াছে। ১৪৪ ধারা জারীর যৌক্তিকতা সম্পর্কে খোলাখুলিভাবেই সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। কলিকাতার সংবাদপত্রে সাধারণতঃ দেশের জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার এবং তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টাই করা হইয়া থাকে, কিন্তু শুধু কলিকাতার সংবাদপত্রে নয়, ঢাকায়ও কোন কোন মহলে বলা হইয়াছে যে, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যে দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহার কণ্ঠরোধ করিবার জন্যই এই আদেশ জারী করা হইয়াছে। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কেও কতিপয় উত্তেজনাকর এবং বস্ততঃপক্ষে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্থানীয় কতিপয় সংবাদপত্রে বলা হইয়াছে যে, শুক্রবার-এ সেনাবাহিনী নিরপরাধ জনসাধারণের উপর গুলীবর্ষণ করে, কয়েকজনকে বেয়নেট দ্বারা ঘায়েল করে এবং লুঠতরাজে যোগদান করে এই বিবরণী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

গোলযোগের ফলে, দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা আহত বা নিহত হইয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য যানবাহন অচল করিয়া দেওয়ার, দোকানদারগণকে হরতাল পালনের জন্য প্ররোচিত বা বাধ্য করায় এবং সরকারী কর্মচারীদিগকে কাজে যোগদান হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয় বলিয়া সরকার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। কাজেই এই সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন বলিয়া সরকার মনে করেন এবং আশা করেন যে, গত বৃহস্পতিবার হইতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাদের শুধুমাত্র বিবরণ দান করিলেই শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সরকার ১৪৪ ধারা জারী করাসহ যে সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন জনসাধারণ তাহার যৌক্তিকতা হৃদয়ংগম করিতে পারিবেন।

গত বৃহস্পতিবার হইতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, এই ঘটনার তাৎপর্য সম্পর্কে আরও অধিক তথ্য উদঘাটন এবং যাহারা উহার প্ররোচনা দান করিতেছিল তাহাদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন।

ভাষা সমস্যা সম্পর্কে জনমত চাপা দেওয়ার অভিপ্রায়ে ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছিল বলিয়া যে অভিযোগ করা হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন। ১৪৪ ধারা জারী করার সহিত ভাষা সমস্যার কোন সম্পর্ক নাই। একদল স্বার্থান্বেষী লোক প্রাদেশিক আইন পরিষদ অধিবেশন আরম্ভের দিন এবং যতদিন উহার অধিবেশন চলে ততদিন শৃঙ্খলা নষ্ট করার পরিকল্পনা করিয়াছে বলিয়া সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া জেলা কর্তৃপক্ষ সতর্কতা হিসাবে ১৪৪ ধারা জারী করার সিদ্ধান্ত নেন। আইন ও শৃঙ্খলা ভংগ করার যে কোন প্রয়াসের মোকাবেলা করার জন্য জেলা কর্তৃপক্ষ এই নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। সরকার আইন ও শৃঙ্খলা ভংগ করার পরিকল্পনার কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। ভাষা বা অন্য যে কোন প্রশ্ন সম্পর্কে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনমত প্রকাশে বাধাদানের কোন অভিপ্রায়ই ছিল না। এক পক্ষেরও অনধিককালে পূর্বে সরকার কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করে নাই। ভাষার প্রশ্নে ঢাকা ও ঢাকার বাহিরে মিশিল বাহির করিতে এবং সভা শোভাযাত্রার অনুমতি দান করিয়াছিলেন। তাহা হইতে এই উক্তির সত্যতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

ভাষা আন্দোলনের দাবী কিছু নয়, আইন ও শৃঙ্খলা ভংগ করিয়া শান্তিও নষ্ট করার জন্য যে একটা ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল ১৪৪ ধারা জারী করার পরবর্তী ঘটনা পরিস্থিতিই তাহার প্রমাণ। এই যুক্তির সমর্থনের দুইটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ শোভাযাত্রা ও জনসভা একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ১৪৪ ধারা জারীতে তেমন কোন কথা ছিল না। নিষেধাজ্ঞায় বলা হইয়াছিল যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি লইয়া শোভাযাত্রা ও জনসভা অনুষ্ঠান করা অথবা শোভাযাত্রা বাহির করার যদিও তাহাদের ইচ্ছা ছিল তবে তাহার জন্য এই অনুমতি লওয়ার পথে কোনই বাধা ছিল না। কিন্তু তাহারা কখনও এরূপ করে নাই। দ্বিতীয়তঃ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যদা দেওয়ার জন্য প্রাদেশিক সরকারের সোপারিশ সত্ত্বেও এখনও দৃঢ়তার সহিত ছাত্র ও জনসাধারণকে হিংসাত্মক কাজে উত্তেজিত করার ও আইন ভংগের জন্য সংঘবদ্ধ করা প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই সকল যুক্তির এবং হাঙ্গামাকারীদের কার্যকলাপ হইতে নিঃসন্দেহে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভীষণ রকমের কোন একটা বিপর্যয় সৃষ্টি করাই ছিল তাহাদের প্রধান মতলব, শুধু জনসাধারণের সহানুভূতি লাভের জন্যই তাহারা ইহার সহিত ভাষার প্রশ্ন যোগ করে। ঢাকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে মিথ্যা ও ভীষণ উত্তেজনামূলক গুজব শুধু ঢাকা শহরেই প্রচার করা হইতেছে না- সমস্ত প্রদেশেই ইহা ছড়ানো হইতেছে। আইন ভংগকারীদের সমর্থন জানানোর জন্য মোছলেম লীগ এম-এল-এ গণকে এবং স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিকেও ভীতি প্রদর্শন করা হইতেছে। স্বাভাবিক শাসন পরিচালন কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্যও চেষ্টা চলিতেছে। স্থানীয় ছাত্র মহলকে উত্তেজিত করার জন্য প্রতি মুহূর্তে সুযোগ গ্রহণ করা হইতেছে। তাহাদিগকে এই বলিয়া উৎসাহিত করা হইতেছে যে ইহা তাহাদের জাতীয় আন্দোলন। আইন ভংগের জন্য তাহাদিগকে চাপ দেওয়া হইতেছে। অনুরূপ প্রচেষ্টার জন্য প্রদেশের বিভিন্ন স্থানেও তাহার দল প্রেরণ করিতেছে।

উল্লিখিত ঘটনাগুলি এবং সরকারের হাতে যে সমস্ত প্রমাণ রহিয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, এই ষড়যন্ত্রের মূলে গভীর উদ্দেশ্য রহিয়াছে এবং ষড়যন্ত্রের নেতাগণ পাকিস্তানের বাহির হইতে উৎসাহ পাইতেছে। এমতাবস্থায় এই সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সরকার কখনও ইতস্ততঃ করিবেন না। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পাকিস্তানের শুভার্থীগণও এই কাজে সম্পূর্ণরূপে সহায়তা করিবেন।

হাসপাতালে আর একজনের মৃত্যু

অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, ঘটনার দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ গত শুক্রবার পুলিশের গুলীতে আহত এক ব্যক্তি গত শনিবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে...... রাজেউন)।

ইহাছাড়া, গতকল্য (রবিবার) লালবাগ পুলিশ হাসপাতাল হইতে পূর্ব দুই দিনের আহত ৫ ব্যক্তিকে মিটফোর্ড হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অদ্য প্রতিবাদ দিবস পালন

একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভায় প্রস্তাব গৃহীত

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীঃ শহীদ ছাত্রদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

গতকল্য (রবিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিল ও অধ্যাপকদের বৈঠক হয়। উভয় বৈঠকের প্রস্তাবে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানান হয়। ঢাকায় ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষণের নিন্দা করিয়া এবং গুলীবর্ষণের ফলে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের শোকে সহানুভূতি জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

অধ্যাপকের বৈঠকের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত অধ্যাপকই উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে সলিমুল্লা, মোছলেম হল, ফজলুল হক হল এবং জগন্নাথ হলের প্রভোষ্টগণ, কলা, বিজ্ঞান ও আইন বিভাগের ডীন এবং ডাঃ জিলানী, মেসার্স প্যাটেল, রিজভী হোসেন, সিদ্দিকী প্রমুখ বহুসংখ্যক অবাঙ্গালী অধ্যাপকের নাম উল্লেখযোগ্য। একটি প্রস্তাবে কাউন্সিল ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গুলীবর্ষণের ফলে হতাহত ছাত্রদের জন্য গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন।

অপর একটি প্রস্তাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে পুলিশের প্রবেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা হয়।

২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী যে সমস্ত ছাত্র পুলিশের গুলীবর্ষণে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ ও তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ ও তাহাদের শোসসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও আহতদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এবং পুলিশের বেপরোয়া গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে কাউন্সিল ২৫শে ফেব্রুয়ররী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বৈঠকে আসন্ন আইন পরীক্ষাও স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং এ ব্যাপারে চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারণ করার জন্য ভাইস চ্যান্সেলরকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

অপর একটি প্রস্তাবে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের জন্য গণপরিষদের নিকট দাবী করা হয়।

অধ্যাপকদের বৈঠক

বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ডীন ডাঃ আই, এইচ, জুবেরী সভাপতিত্বে গতকল্য (রবিবার) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের এক বৈঠক হইয়াছে। বৈঠকে সরকারকে অবিলম্বে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে ঘোষণা করার দাবী জানানো হইয়াছে। বৈঠকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে যথাসম্ভব বাংলা প্রবর্তনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হইয়াছে। ২১শে ফেব্রুয়ারী ও পরবর্তী দিনসমূহের পুলিশ ও মিলিটারীর নির্বিচারে ছাত্র সমাবেশের উপর গুলীবর্ষণ এবং 'নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের' তীব্র নিন্দা করা হয়। পুলিশ ও মিলিটারী কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লংঘন সম্পর্কেও বৈঠকে নিন্দা করা হয়।

একটি প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকের উপর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

সম্মিলিত অধ্যাপকগণ হাইকোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বের গঠিত একটি বিচার বিভাগীয় কমিটির দ্বারা ঢাকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর তদমেত্মর দাবী করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহারা অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে ঢাকার শোচনীয় ঘটনাবীলর জন্য দায়ী অফিসারদের অপসারণ, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার এবং পুলিশ ও মিলিটারী পাহারা উঠাইয়া দানের জন্য এবং অবিলম্বে বিনা শর্তে বন্দীদের মুক্তিদানের প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

রবিবারে শহরের অবস্থার আরো উন্নতি

দুই স্থানে পুলিশের মৃদু লাঠিচার্জঃ সান্ধ্য আইনের মেয়াদ হ্রাস

গতকল্য (রবিবার) ঢাকার অবস্থা অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে। তবে ইছলামপুর রোড ও ঢাকা রেল স্টেশনের আর-এম-এস অফিসের নিকট এক জনতার উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ফলে কয়েক ব্যক্তি আহত হয়। দুজনকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। এই দিন শহরে সান্ধ্যা আইন কিছু শিথিল করিয়া রাত্রি ৮টার বদলে ১০টা হইতে ভোর ৫টা করা হয়। সর্বত্র পুলিশ ও সামরিক প্রহরা পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে।

এইদিনে শহরের নানাস্থানে সরকারের সমালোচনামূলক নানান নতুন ধরনের প্রচারপত্র বিলি করা হয়। বহু গৃহ ও প্রাচীরপত্র সংলগ্ন অনুরূপ বহু প্রাচীরপত্র পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কিছুসংখ্যক পুলিশকে এই দিন বিভিন্ন রাস্তা হইতে প্রাচীরপত্রগুলি তুলিয়া ফেলিতে ব্যস্ত দেখা যায়।

এই দিন শহরে রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ী ছাড়া অন্যান্য সর্বপ্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। নওয়াবপুরের কয়েকটি ছোটখাটো দোকান ব্যতীত শহরের অন্যান্য এলাকার সমস্ত দোকান বন্ধ থাকে। এই দিন শহীদানের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য অনেকে রোজা রাখেন।

গত চারি দিবস ঢাকা বেতার কেন্দ্রে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। ফলে কেবলমাত্র সংবাদ বুলেটিন ব্যতীত অন্য কোন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় নাই।

গতকল্য সকাল হইতে সলিমুল্লা মোছলেম হলে মাইকযোগে বক্তৃতা দেওয়া হয়। এই বক্তৃতায় উর্দু ভাষার ছাত্ররাও অংশ গ্রহণ করেন। উর্দু ভাষার ছাত্রগণ বাঙ্গালী ছাত্রদের বর্তমান আন্দোলনকে মোবারকবাদ জানান এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বলিয়া অনতিবলিম্বে ঘোষণা করার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান। এক শ্রেণীর দুস্কৃতকারী বাংলা ও উর্দুভাষীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া এই আন্দোলনকে বানচাল করিবার যে চেষ্টা করিতেছে; উর্দুভাষী ছাত্রগণ তাহার বিরুদ্ধে দারুণ ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

করাচীর ছাত্রদের সমবেদনা

করাচী মেথরান হোস্টেলের ছাত্রগণ এক তারযোগে রাষ্ট্রভাষা সংগামী কর্মীদের উপর পুলিশের গুলী চালনায় তীব্র প্রতিবাদ ও শহীদ ছাত্রবৃন্দের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সমবেদনা জানাইয়াছেন। এই ঘটনায় তদন্ত করিয়া প্রকৃত দোষীর শাস্তির বিধানের জন্য এই তারে সরকারকে অনুরোধ করা হয়।

পুলিশের কাজের প্রতিবাদঃ বিশিষ্ট লীগ সদস্যদের বিবৃতি

ঢাকা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী। -গাইবান্ধা লীগের সেক্রেটারী জনাব সৈয়দুর রহমান, বগুড়া লীগের সেক্রেটারী জনাব ফজলুল বারী, নীলফামারী লীগের প্রেসিডেন্ড কাজী আবদুল কাদের, বগুড়া লীগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল বারী, যশোর লীগের সেক্রেটারী জনাব শামছুর রহমান এবং বগুড়া লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব

হাবিবুর রহমান অন্য এক যুক্ত বিবৃতিতে গুলীবর্ষণে নিহত ব্যক্তিগণের শোকসন্তপ্ত পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে এবং বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার দাবী সমর্থন করেন।

শহীদ ছাত্রদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

করাচীর পত্রিকাসমূহে প্রবন্ধঃ গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদন্ত দাবী

এখানকার 'ইভনিং স্টার' ও 'ইভনিং টাইমস'- এই দুইটি দৈনিক পত্রিকাও ঢাকার সাম্প্রতিক গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদন্ত দাবী করিয়াছেন। গুলীবর্ষণের ফলে যাহারা নিহত হইয়াছেন তাহাদের জন্য পত্রিকা দুইটিতে গভীর শোক প্রকাশকতরঃ তাঁহাদের পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

অন্যান্য পত্রিকাগুলিতেও এই গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদমেত্মর জন্য সর্বসম্মত দাবী জানাইয়া ছাত্র শহীদদের জন্য আন্তরিক শোক প্রকাশ করা হইয়াছে।

''ইভনিং টাইমস''-এ বলা হইয়াছে ''উর্দুর সহিত বাংলা ভাষাও যে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং যত শীঘ্র এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়, ততই মঙ্গল। বাংলা ভাষার দাবীর সমর্থকগণ দেশপ্রেমিক নন বলিয়া অপবাদ দেওয়া অন্যায়। এই দাবীর জন্য সংগ্রামে যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন, সেই বীর শহীদদের জন্য আমরা গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। এই বীর শহীদগণ যে আদর্শে বিশ্বাস করিতেন, সেই আদর্শের জন্য প্রাণ দিয়াছেন। বাংলার এই তরুণগণ আত্মদানের ভিতর দিয়া যে সাহসিকতা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিলেন, তাহাতে আমরা ইহাই আশা করিতে পারি যে, পাকিস্তান স্থায়ী হইবে। ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষণের জন্যও পত্রিকায় তীব্র সংশ্লিষ্ট সরকার ও সরকারের ভ্রান্ত নীতির নিন্দা করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের সিদ্ধান্ত

বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্যে পুলিশ কর্তৃপক্ষ নিরস্ত্র ছাত্রগণের উপর অহেতুক ও অন্যায় জুলুম এবং বেপরোয়া গুলী চালনার ফলে যে তরুণ ছাত্র নিহত ও আহত হইয়াছে, তাহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি এই সভা গভীর সমবেদনা জানাইতেছে। তাহাদের মৃত্যুতে আমরা আমাদের পরমাত্মীয়দের মৃত্যুজনিত শোক অনুভব করিতেছি। আমরা নিহতদের রূহের মাগফেরাত কামনা করি।

বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতিবাদ সত্ত্বেও পুলিশের অহেতুক ও বেপরোয়া আক্রমণে শিক্ষায়তনের পবিত্রতা বিনষ্ট হইয়াছে।

এই সভা উহার তীব্র প্রতিবাদন করিতেছে এবং গভর্ণমেন্টের নিকট ভবিষ্যতে ইহার পুনরুক্তি যাহাতে না হয়, তাহার প্রতিশ্রুতি দিতে এবং সরকারকে তাহাদের কৃতকার্যেল জন্য ক্ষমা চাহিতে বলিতেছে।

এই প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইতেছি।

এই ঘটনার জন্য দায়ী সরকারী কর্মচারীগণকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করা হউক এবং.... অন্যায়ভাবে আটক ছাত্রদের মুক্তি দেওয়া হউক।

ছাত্রদের প্রতি অন্যায় জুলুম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা নষ্ট করার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দ রবিবার কাজে যোগদান হইতে বিরত থাকেন।

লাহোরেও তদন্তের দাবী

লাহোর, ২৩ শে ফেব্রুয়ারী।- গণতন্ত্রী ছাত্র ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি অদ্য এখানে ঢাকার ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে।

সভায় নিহতদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদন্তের দাবী জানায়।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দী

হায়দারাবাদ, ২৪ শে ফেব্রুয়ারীঃ জনাব এইচ, এম, সোহরাওয়ার্দী সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে ঢাকায় গুলীবর্ষণের ফলে নিহত ব্যক্তিদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

তিনি বলেন, ‘‘আমি একদিকে শুনিতেছি ছাত্ররা শান্ত ছিল এবং আর একদিকে শুনিতেছি, তাহারা পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করিয়াছিল। সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্নে উঠে পুলিশ ঘটনাস্থলে কি করিতেছিল এবং আইনসংগতভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য তাহারা কেন শান্তিপূর্ণভাবে শোভাযাত্রা করিতে দেয় নাই।

তিনি বলেন, ঘটনা বর্তমানে ঘটিলেও বহু পূর্বেই পূর্ববংগে ভাষা সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দিয়াছে। আমি সেই সময় একটি জনসভায়ও এক বিবৃতিতে বলিয়াছিলাম, যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তদনুসারে উর্দুই হইবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু সেই সময় আমি ইহাও বলিয়াছিলাম যে, বাংলা পাকিস্তানের জনগণের একটি বিরাট অংশের মাতৃভাষা প্রকৃতপক্ষে ইহা জনসাধারণের সংখ্যাগুরু অংশের মাতৃভাষা।

বাংলার বুকে উর্দুকে অবশ্য জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইবে না, তবে বিদ্যালয়ে আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষারূপে ইহা পড়ান হইবে এবং যথাসময়ে এই প্রদেশবাসীগণ এই ভাষার সহিত পরিচিত ইহয়া উঠিলে প্রদেশের শিক্ষিত সমাজ ও সরকারী কর্মচারীগণ আপনা হইতেই ইহা পড়িতে ও লিখিতে শুরু করিবে। তখন উর্দু তাহাদের নিকট গৌরবজনক মর্যাদা লাভ করিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানীরাও দুই ভাষাভাষী হইবে। পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্প্রীতির ভাব রক্ষার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানেরও বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত..... ইহাই সমস্যা সমাধানের বাস্তব উপায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য বারংবার জেদ করিবার প্রতিক্রিয়া হিসাবে দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি ঘটিয়াছে। মোট কথা বাংলায় বা পশ্চিম পাকিস্তান উর্দুর প্রসারের জন্য যখন কোন চেষ্টা কর হইতেছে না তখন এই প্রশ্ন উত্থাপনের হেতু কি? ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারন পূর্ব পাকিস্তানের সম্পর্কে কিছুই অবগত নহে। তজ্জন্য অনেক সংবাদপত্রের সম্পাদক ফাঁদে পড়িয়াছেন। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর এবং প্রচার বিভাগের মতামত অবগত হইবার জন্য আমি পত্র লিখিয়াছিলাম এবং তাঁহাদের অভিমত জানিতে পারিলে একটি বিবৃতি দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম কিন্তু আমি তাঁহাদের নিকট হইতে কোন জওয়াব পাই নাই। বর্তমান পরিস্থিতির দরুন আমাকে বাধ্য হইয়া এই ক্ষুদ্র বিবৃতি দিতে হইল।

ফেব্রুয়ারী ২৬

সোমবার ঢাকা শহরে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত

পাঁচদিন পর অদ্য স্বাভাবিক নাগরিক জীবন পুনরারম্ভ

জননিরাপত্তা আইন অনুসারে পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তি গ্রেফতার

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (সোমবার) রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পঞ্চম দিবসে ঢাকা শহরে সর্বত্র পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়। ঐদিন সকল প্রকার যানবাহন, বাজার, দোকান-পাট, ব্যাংক, সিনেমা ও খেলাধুলা বন্ধ থাকে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অফিসগুলি ও আদালতসমূহ জনশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সোমবারে শহরে উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজমান থাকিলেও কোনরূপ দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এবং ছাত্রদের মধ্যে কেহ গ্রেফতার হইয়াছে বলিয়াও শোনা যায় নাই। অদ্য মঙ্গলবার হইতে শহরে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে বলিয়া মনে হয়।

সকাল হইতে সলিমুল্লা মুসলিম হল প্রাঙ্গণে ছাত্র ও জনসাধারণকে জমায়েত হইতে দেখা যায় এবং বহু বক্তা মাইকযোগে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার এবং অবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবীতে বক্তৃতা করেন।

বেলা প্রায় ১১টার সময় পুলিশ বাহিনী, ই,পি,আর দল সলিমুল্লা মুসলিম হল হইতে মাইক ছিনাইয়া লইবার জন্য হল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া হলগৃহ ঘিরিয়া ফেলে। কিন্তু হলের ভিতরে গেট বন্ধ থাকায় পুলিশ বাহিনী ভিতরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না।

এই সময় সলিমুল্লা হলের প্রভোষ্ট ডঃ ওছমান গণি দুইজন অধ্যাপকসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন। আলোচনার পর ছাত্রগণ ডঃ গণির অনুরোধক্রমে মাইকটি তাঁহার (ডঃ গণির) হাতে দেয়। কিছুক্ষণ পর পুলিশ ও ই,পি,আর বাহিনী ঘটনাস্থলে হইতে চলিয়া যায়।

তারপর অনুমান ৪ হাজার লোকের এক সভা হয়.....।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবী আদায়ের আশ্বাসঃ

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়ার্ক কমিটির প্রস্তাব

ধ্বংসাত্মক কার্য্য হইতে বিরত থাকার উপদেশ

পূবর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে জনসাধারণকে দৃঢ় আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, গণপরিষদ কর্তৃক যাহাতে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গৃহীত হয় তজ্জন্য লীগ পার্লামেন্টারী দলের সুপারিশ আদায়ের অভিপ্রায়ে ওয়াকিং কমিটি সবর্বপ্রকার চেষ্টা করিবেন।

প্রাদেশিক লীগ ওয়াকিং কমিটির তিন দিনব্যাপী বৈঠক গতকল্য (সোমবার) সমাপ্ত হইয়াছে।

ওয়াকিং কমিটি ধ্বংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত লোকদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে এবং পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও সাবর্বভৌমত্ব হরণের জন্য যে সকল শত্রু চেষ্টা করিতেছে তাহাদের আক্রমণাত্মক মতলব হইতে পাকিস্তানকে রক্ষা করার ব্যাপারে সাহায্য করিতে জনসাধারণ এবং ছাত্রবৃন্দকে অনুরোধ করেন।

মুছলমানদের ঐক্য ও সংহতির জন্যও ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাবে আবেগময় আবেদন জানান হয়।

ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাবে বলা হইয়াছেঃ পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে কয়েকজন ছাত্র ও সাধারণ লোক নিহত হওয়ার গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া এবং পুলিশের কাজের তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থ্যা গ্রহণের দাবী জানাইয়া ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব গঠন করিয়াছিলেন, তাহার পরে পরিস্থিতির উন্নতি হয় নাই; আইন ও শৃঙ্খলা ভংগের জন্য জনসাধারণ প্রকাশ্যে প্ররোচিত হইতেছে এবং পরিস্থিতিকে আর অবনত করার জন্য আতঙ্ক ও হিংসাংত্মক কাজ অবাধে চলিতেছে বলিয়া কমিটির গভীর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন।

গভীর উৎকণ্ঠার সহিত কমিটি আরও লক্ষ্য করিতেছেন যে, কম্যুনিষ্ট এবং বিদেশী দালারগণ প্রচুর উপকরণ লইয়া পূর্ব্ববংগে অনুপ্রবেশ করিতেছে এবং আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও অসন্তুষ্ট রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের সহযোগিতায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আন্দোলনের মোড় ঘুরাইয়া চেষ্টা করিতেছে।

তাহারা ট্রেন লাইন তুলিয়া ফেলিয়া, তার ও টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বানচাল করিয়া এবং জনসাধারণকে মৃত্যু অথবা মারপিটের ভয় দেখাইয়া সরকারকে অচল করিয়া ফেলার জন্য পরিকল্পনা করিতেছে।

দেশে আইন ও শৃঙ্খলা ভংগ করিয়া পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিতে ও পাকিস্তানকে ধ্বংস করিতে তাহারা ধ্বংসাত্মক অভিযান ও শুরু করিয়াছে......।

অদ্য শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন

অদ্য (মঙ্গলবার) সকাল সাড়ে নয়টায় মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেল প্রাঙ্গণে ''আজাদ'' সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন ''শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ'' উদ্বোধন করিবেন।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে না পারিলে পদত্যাগ করিবঃ

গণ-পরিষদের সদস্য জনাব এ, এম, এ, হামিদের প্রতিশ্রুতি

পূর্ব্ব ব্যবস্থা পরিষদ ও পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য এ, এম, আবদুল হামিদ সাংবাদপত্রে প্রকাশনার্থে নিমণলিখিত বিবৃতি দিয়াছেনঃ

''আমি সম্যক উপলদ্ধি করিয়াছি যে, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানোই আমার কর্তব্য। বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা মর্যাদাদানের জন্য আমি পাক গণ-পরিষদে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।''

''আমি ঘোষণা করিতেছি যে, যদি আমি ইহাতে অসমর্থ হই, তবে আমি অবশ্যই গণ-পরিষদে পদত্যাগ করিব।''

সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতার নিন্দা

ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া ভাষা আন্দোলনের সৃষ্টি নহে বলিয়া আহবায়কের উক্ত

জনাব ফজলুল হক সংক্রান্ত সংবাদের সহিত সম্পর্ক অস্বীকার

প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন তাঁর সাম্প্রতিক বেতার বক্তৃতায় ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদে সর্ব্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর জনাব কাজী গোলাম মাহবুব এক বিবৃতি দান করিয়াছেন। মওলবী এ, কে, ফজলুল হককে বাংলার প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসাইবার আহবান জানাইয়া সম্প্রতি যে এশতেহার প্রচারিত হইয়াছে জনাব কাজী গোলাম মাহবুব তাহার উল্লেখ করতঃ জানাইয়াছেন যে, ঐ এশতেহারের সহিত তাঁহার কোনও সংশ্রব নাই।

জনাব কাজী গোলাম মাহবুব বলেনঃ

‘‘প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন বেতার বক্তৃতায় ভাষা আন্দোলনের উপর যে কটাক্ষ করিয়াছেন, আমরা তাহার তীব্র নিন্দা করি। আমরা জনসাধারণের কাছে তাঁর বক্তব্যের আসল রূপ প্রকাশ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

জনাব নুরুল আমীন বলিয়াছেন যে, ভাষা বা অপর কোন সমস্যা সম্পর্কে শাসনতন্ত্র মোতাবেক জনমত প্রকাশ করা হইলে তাহার কণ্ঠরোধ করার কোনও ইচ্ছা সরকারের নাই। তাঁর কার্যকলাপ এবং ঢাকার বুকে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক হত্যা এবং পুলিশ ও মিলিটারী আচরণই প্রমাণ করিতেছে যে, এই উক্তি সর্বৈব মিথ্যা। যে শাসনতন্ত্রের উপর নুরুল আমীন সরকার প্রতিষ্ঠিত, তাহা বৃটিশ আমলের কুখ্যাত দমনমূলক আইন ও অর্ডিন্যন্সেরই সমষ্টি। এই দমনমূলক আইনের বলেই তিনি তাঁহার স্বৈরচারী শাসন কায়েম রাখিয়াছেন।

জনাব নুরুল আমীন আরও বলিয়াছেন যে, আন্দোলনকারীর পাকিস্তানের বাহির হইতে প্ররণা পাইতেছেন। এই উক্তি প্রমাণ করিবার জন্য আমরা তাঁহাকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি। বর্তমান আন্দোলন সমগ্র দেশবাসীর আন্দোলন এবং ইহার নেতৃত্ব করিতেছেন বিভিন্ন দল ও মতাবলম্বী কর্মীবৃন্দ। জনাব নুরুল আমীন তাঁহার ঘৃণ্য কার্যকলাপ আজ আর গোপন রাখিতে পারিতেছে না, তাই তিনি এবং লীগ নেতৃবন্দ মিথ্যা রটনার পথ বাছিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, যে জনতা গুলির সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছে তাহারা এই সমস্ত অপপ্রচার বিভ্রান্ত হইবে না।

তৃতীয়তঃ আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া শান্তি বিনষ্ট করার জন্য কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ ও জনসাধারণের উপর তিনি যে দোষারোপ করিয়াছেন তাহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আমরা শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে, সরকারের পুলিশ ও মিলিটারীই শান্তিভঙ্গ করিয়াছে এবং বর্তমান বিশৃঙ্খলার জন্য সরকারই দায়ী। সংগ্রাম পরিষদ বরাবরই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কথা বলিয়াছেন এবং এখনও শান্তিপূর্ণ হরতালের নির্দেশ দিয়াছেন, আমরা সবর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলার বিরোধী।

জনাব নুরুল আমীন আর বলিয়াছেন যে, ছাত্রগণ জনসভা ও শোভাযাত্রা করার অনুমতি চাহিলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঐরূপ অনুমতি দিতেন। কিন্তু আসল ব্যাপার এই যে, সংগ্রাম পরিষদ অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন।

অতঃপর জনাব নুরুল আমীন ‘‘ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক বাংলা ভাষার দাবী স্বীকৃত হওয়ার পরও হরতাল পালন’’ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, সে প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট... আমাদের দাবী মানিয়া লইলেই আন্দোলন ক্ষান্ত হইবে। অন্যথায় শহীদানের বুকের রক্ত-রঞ্জিত শপথ লইয়া জনসাধারণের আগাইয়া চলার অভিযান কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না।

প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন তাঁহার বক্তৃতায় মিলিটারীর কাজের সমর্থনে যে সমস্ত উক্তি করিয়াছেন, তাহা জনসাধারণের তীব্র ঘৃণারই উদ্রেক করে।

এই ব্যাপারে দুইটি বিষয়ে আমরা জনসাধারণকে সর্তক করিয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি।

প্রথমতঃ জনাব এ, কে, ফজলুল হককে পূবর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসাইবার আহবান জানাইয়া প্রকাশিত এশতেহার। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সহিত এই এশতেহারের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের আন্দোলন কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দলকে কেন্দ্র করিয়া নহে, আমাদের আন্দোলন সবর্বদলীয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রাদেশিক লীগ ও বিভিন্ন লীগ নেতৃবৃন্দ এখন কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করিয়া জনসাধারণকে বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, তাঁহারা ভাষা আন্দোলনের সমর্থক। জনগণ লীগের এই চালে বিভ্রান্ত হইবে না। শহরে যে নরহত্যা সংঘটিত হইয়াছে পুলিশ-মিলিটারী যে জঘন্য আচরণ করিয়াছে তাহার জন্য দায়ী মুসলিম লীগ ও লীগ সরকারই। এই হত্যাকান্ডের জওয়াব মুসলিম লীগকেই দিতে হইবে। সেই কারণেই আমরা দেখিয়াছি যে ব্যবস্থা পরিষদের বহু সদস্য পূবর্ববঙ্গ লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। আমরা এই সমস্ত পদত্যাগী সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

ফেব্রুয়ারী ২৭

সলিমুল্লা মুসলিম হলে পুলিশ কর্তৃক তল্লাসী

বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক ও বহু ছাত্র গ্রেফতার

মেডিক্যাল হোস্টেলে নির্মিত শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের বিলোপ

গতকল্য (মঙ্গলবার) প্রায় বেলা আড়াই ঘটিকায় সলিমুল্লা মুসিলম হলে খানাতাল্লাসী হয়। বহু পুলিশ হলে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেকটি কামরা তল্লাসী করে। এই তল্লাসী প্রায় দুই ঘন্টা যাবৎ চলে। পরে অনুমান ৩০ জন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে। মুসলিম হলের হাউস টিউটর ডঃ মফিউদ্দিন আহমদকেও পুলিশ গ্রেফতার করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

তল্লাসীর সময় ভাইস চ্যান্সেলর, মুসলিম হলের প্রভোষ্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারকে গেটের নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। প্রকাশ, পুলিশ তাঁহাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয় নাই। মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে নির্মিত শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ পুলিশ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

এই দিন ভোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক মুনির চৌধুরী ও অধ্যাপক ডঃ পি, সি, চক্রবর্তীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ইহাদের ছাড়াও জগন্নাথ কলেজের প্রফেসর আজিত কুমার গুহ এবং বরিশালের এম, এল, এ মিঃ সতীন্দ্রনাথ সেনকেও পুলিশ গ্রেফতার করে।

বেলা প্রায় আড়াইটার সময় পুলিশ মুসলিম হলের গেটের তালা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং প্রত্যেক কামরা তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাসী করে। এই তল্লাসীর সময় ছাত্রগণ কোন প্রকার বাধা দেন নাই। ছাত্রগণ অভিযোগ করেন যে, তল্লাসীর সময় পুলিশ বহু পুস্তক ও অন্যনায্ জিনিসপত্রও লইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, জনৈক ছাত্রের অভিভাবক একটি বন্দুক আনিয়াছিলেন, পুলিশ সেই বন্দুকটিও লইয়া যায়।

গতকল্য মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে শহীদানের যে স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন করা হইয়াছিল, পুলিশ সন্ধ্যায় তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

গতকল্য (মঙ্গলবার) শহরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। একমাত্র শিক্ষায়তনসমূহ ছাড়া শহরের প্রতিটি দোকান ও অফিস কাছারী পুনরায় খোলা হয় এবং সেখানে স্বাভাবিকভাবেই কাজ-কর্ম চলে। শহরের রাস্তায় অন্যান্য দিনের চাইতে গতকল্য যানবাহন এবং জনতারও অধিক ভীড় পরিলক্ষিত হয়। শহরে সিনেমা গৃহসমূহ ও সার্কাস পার্টি এই কয়দিন বন্ধ থাকিবার পরে পুনরায় খোলা হয়। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা খেলাও এইদিন অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যাংক এবং পোষ্ট অফিস গত কয়েক দিন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকিবার ফলে সেখানে গতকল্য অধিক জনতার ভিড় পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দানের প্রশ্ন গণপরিষদের আগামী অধিবেশনে আলোচনা- জনাব নূর আহমদ কর্তৃক প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ দান

চট্রগ্রাম, ২৬শে ফেব্রুয়ারী- আগামী ২০শে মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদের যে অধিবেশন হইবে, জনাব নূর আহমদ তাহাতে উর্দুর সহিত বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গ্রহণের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন।

জনাব নূর আহমদ ইতিমধ্যেই পাকিস্তান গণপরিষদের সভাপতির নিকট এ সম্পর্কে একটি নোটিশও পেশ করিয়াছেন।

লাহোরস্থ পূর্ব পাক ছাত্রদের প্রস্তাব

লাহোর, ২৫ শে ফেব্রুয়ারী।- গত শনিবার লাহোরের উইং হলে জনাব মুস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লাহোরস্থ পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্রদের এক সভায় ঢাকার সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ ও ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা করা হয়।

সভায় শহীদ দেশপ্রেমিক যুবকদের রুহের মাগফেরাত ও তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের এবং পুলিশের ও সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণে আহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

সভায় বেসরকারী সদস্যদের দ্বারা গঠিত তদন্ত কমিশন কর্তৃক ঢাকার এই মর্মান্তিক ঘটনার তদন্ত এবং হত্যার জন্য দায়ী কর্মচারীদিগকে অনতিবিলম্বে স্থায়ীভাবে পদচ্যুতি ও বিচার দাবী করা হয়।

সভায় পাকিস্তান গণপরিষদকে বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার অনুরাধ জানান হইয়াছে।

পুলিশ জুলুমের নিন্দা

ঢাকার মহিলাদের সভায় প্রস্তাব গ্রহণ

ঢাকার নিরীহ ছাত্র ও জনসাধারণের উপর পুলিশের গুলি সম্পর্কে প্রতিবাদে ১২ নং অভয় দাস লেনে মহিলাদের এক বিরাট সভা হয়। সভার বিশেষত্ব ছিল এই যে, শহরে রিক্সা ও ঘোড়ার গাড়ী বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বহুদুর হইতে পায়ে হাঁটিয়া বৃদ্ধা ও বয়সী মহিলারা পর্যন্ত এই সভায় যোগদান করেন।

সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে ২১ শে ফেব্রুয়ারী ও পরবর্তী দুইদিনের ছাত্র ও জনসাধারণের উপর পুলিশ ও মিলিটারী 'নিষ্ঠুর' গুলিবর্ষণ, লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস বর্ষণের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং হাসপাতালে আহতদের দ্রুত নিরাময় কামনা করা হয়।

সভায় ঢাকার হত্যাকান্ডের তদমেত্মর পর দোষী কর্মচারীদের প্রকাশ্য বিচার ও উপযুক্ত শাস্তি দাবী করা হয়।

শহরে অকারণে ১৪৪ ধারা জারী করার তীব্র নিন্দা করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নুরুল আমীনের কাজের সমালোচনা
জনাব এ, সবুরের বিবৃতি

প্রাদেশিক লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্য ও খুলনা জেলা লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুস সবুর অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে আছেন। তিনি পুলিশের সাম্প্রতিক গুলিবর্ষণের নিন্দা করিয়া নিম্নোক্তরূপ বিবৃতি দান করিয়াছেনঃ-

গত ২১ শে ফেব্রুয়ারী হইতে ঢাকায় যে সকল কান্ড ঘটিয়াছে, তাহা হাসপাতালের রোগশয্যায় থাকিয়া আমি কিছু কিছু উপলব্ধি করিতেছে। ছাত্রদের উপর যে জুলুম চালিয়াছে তাহা অমানুষিক এবং আকারণে এই জুলুমের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। সরকার ও ছাত্ররা সবাই যখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে চায়, তখন বিরোধ কোথায়? ১৪৪ ধারারই বা প্রয়োজন কেন হইয়াছিল?

জনাব নুরুল আমিন গত ২৪ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাহার বেতার বক্তৃতায় ১৪৪ ধারা জারীর যে কারণ দর্শাইয়াছেন, তাহার উৎস কোথায়, অনুমান করা শক্ত নহে। গত কয়েকদিন ধরিয়া ঢাকার একখানি তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজী দৈনিক বিদেশী গুজব ও ভারতীয় এজেন্ট-এর এবং বিশেষ করিয়া হিন্দু ষড়যন্ত্রের আওয়াজ তুলিয়া ছাত্র ও জননেতাদের উপর জুলুমের রথচক্র চালাইবার যে হীন পরামর্শ দিতেছিল, নুরুল আমীন সাহেব তাহার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ক্ষমতালোলুপতা ত্যাগ করিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া চিন্তা করিলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, অহমিকার বশে দেশকে তিনি কোথায় লইয়া যাইতেছেন।

জনাব মোয়াজ্জেম উদ্দীন হোসেন কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতার সমালোচনা

অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন শিক্ষা সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন এক বিবৃতিতে বলেন, পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীনের সর্বশেষ বেতার বক্তৃতায় মনে হয়, যে, ছাত্রগণ রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে উন্মুখ হইয়া আইন ও শৃঙ্খলা ভংগ করিবার ফলেই পুলিশ গুরি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যদি ইহাই সত্য হয় যে, ছাত্রগণ বাহিরের উস্কানীতে আইন ও শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটাইতেছিল, তবে তাহাদিগকে পশুপক্ষীর মত হত্যা না করিয়া যথার্থ ব্যবস্থা অবলম্বন বিধেয় ছিল।

তিনি আরও বলেনঃ জনাব প্রধানমন্ত্রীর মতে এই আন্দোলন ও বিক্ষোভের পিছনে অন্যের উস্কানী রহিয়াছে। একমাত্র ছাত্রগণই এজন্য দায়ী নহে। যদি তাহাই হয় তবে ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষণের হুকুম জারী করা নেহায়েত বিকৃত মস্তিস্কেরই পরিচায়ক মাত্র।

জনাব নুরুল আমীন যে সমস্ত বিবৃতি দিয়াছেন তাহা দ্বারা জনসাধারণকে আর বিভ্রান্ত করা চলিবে না। গত দুই সপ্তাহে সংবাদপত্র পাঠে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে ছাত্রদের মধ্যে একটি বিশেষ জাগরণের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এ ব্যাপারে জনসাধারণ ও স্থানীয় অধিকাংশ সংবাদপত্রের পূর্ণ সমর্থন পাইতেছে। এই আন্দোলন শুরু করিবার জন্য ছাত্র ও জনসাধারণ বাহির হইতে কোন উস্কানী পায় নাই। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, সরকার আশংকিত কোন অশান্তি দমনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করেন নাই।

জনাব সোহারাওয়ার্দীর সাম্প্রতিক বিবৃতিঃ
পূর্ব পাক আওয়ামী মোছলেম লীগ সেক্রেটারীর তীব্র সমালোচনা

ঢাকা, ২৫ শে ফেব্রুয়ারী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শামসুল হক এক বিবৃতি প্রসংগে বলেন, ‘‘অন্য কয়েকটি সংবাদপত্রে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এক বিবৃতি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। উহাতে তিনি পরোক্ষভাবে উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের জন্য ওকালতী করিয়াছেন। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ বিবৃতি দিয়াছেন কিনা তাহা আমরা সঠিক জানি না। কিন্তু

আমরা ইহা সঠিকভাবে অবগত আছি যে, গত বৎসর আরমানীটোলার এক বিরাট জনসভায় তিনি পরিস্কারভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা উচিত। এখন কি করিয়া তিনি ইহার বিপরীত বিবৃতি দিতেছেন, যাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা এ সম্পর্কে তাঁহার নিকট হইতে প্রকৃত তথ্য জানিতে চেষ্টা করিতেছি। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি উপরোক্ত মর্মে বিবৃতি দিয়া থাকেন, তবে উহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমতই প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিতেছি যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার দাবী করে এবং পাক গণপরিষদে বাংলা রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এবং সরকার কর্তৃক কার্যকরী না করা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাইবে। আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার দাবী করা হইয়াছে এবং এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়ার পর হইতেই আমরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার জন্য আন্দোলন করিয়া আসতেছি।

<u>ফেব্রুয়ারী ২৮</u>

প্রদেশের শান্তি ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদনঃ

জনসাধারণের প্রতি লীগ নেতৃবৃন্দের আহবান

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সমর্থন দানের আশ্বাস

গুলিবর্ষণ সম্পর্কে তদমেত্মর জন্য কমিটি গঠনের সোপারেশ

''গত সপ্তাহে ঢাকা শহরে গুলি চালনার ফলে যে বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে প্রাদেশিক মুসলিশ লীগ ওয়ার্কিং কমিটি গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া নিহত ব্যক্তিদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। হাইকোর্টের বিচারপতি লইয়া একটি নিরপেক্ষ উচ্চক্ষমতাবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করতঃ প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের শাস্তিবিধান এবং নিহত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি সরকারের নিকট দায়ী জানাইয়াছেন। ঢাকা শহরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসার সংগে সংগেই ১৪৪ ধারা এবং সান্ধ্যা আইন তুলিয়া লওয়ার জন্যও সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।'

প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রেসিডেন্ট মওলানা আবদুল্লাহের বাকী, সেক্রেটারী জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট খাজা হাবিবুল্লা, পাকিস্তান মোছলেম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী ও প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য জনাব গিয়াসুদ্দিন পাঠান ও প্রাদেশিক লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী শাহ আজিজুর রহমান এক যুক্ত বিবৃতিতে উপরোক্তরূপ আবেদন করেন।

তাঁহারা আরও বলেন, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি এবং প্রাদেশিক আইনসভা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার যে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা যাহাতে গণপরিষদে গৃহীত হয় তার চেষ্টা করিব।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব সমর্থনে প্রতিশ্রুতিঃ

সাহায্য সচিব জনাব মফিজুদ্দিন আহমদের বিবৃতি

ঢাকা, ২৭ শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের সাহায্য ও পুনর্বাসিত সচিব জনাব মফিজুদ্দিন আহমদ অদ্য এখানে এই আশ্বাস দেন যে, গণপরিষদে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের দাবীকে তিনি পূর্ণভাবে সমর্থন করিবেন।

জনাব মফিজুদ্দিনের বিবৃতি

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে দেখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।.... পাকিস্তান গণপরিষদ এইরূপ একটি জনপ্রিয় দাবীকে এড়াইয়া চলিবে, তাহা মুর্হূর্তের জন্যও আমি ধারণা করিতে পারি না। খোদা না করুন যদি গণপরিষদে এ সম্পর্কে আলোচনা করিবার অনুমতি না দেওয়া হয়, তাহা হইলে গণপরিষদের পূর্ব বঙ্গীয় সদস্যগণের উপরই পরবর্তী দায়িত্ব পালিত হইবে।

জনাব মফিজুদ্দিন আরও বলেন যে, ব্যবস্থা পরিষদ যখন ভাষা সংক্রান্ত দাবী গৃহীত হইয়া গণপরিষদের বিবেচনাধীন রহিয়াছে, তখন শহরে পূর্ণ শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ না করার কোন কারণ থাকিতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না।

তিনি আরও বলেন যে, শহরে পূর্ণ শান্তি ফিরাইয়া আনার জন্য প্রত্যেককে চেষ্টা করিতে আমি অনুরোধ জানাইতেছি। কারণ এই অস্বাভাবিক অবস্থা বর্তমান থাকিলে পাকিস্তানের দুশমনরাই কেবল আনন্দিত হইবে।

জনসাধারণ ও ছাত্রগণের রাষ্ট্রানুগত্যের উপর আমার পূর্ণ আস্থা রহিয়াছে। তাহারা কোনরূপ অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইতে দিবে বলিয়া আমি মনে করি না।

পাকিস্তান অবজারভার-এর উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবীঃ

সম্পাদক পরিষদের সভায় প্রস্তাব গ্রহণঃ পূর্ব বংগ সরকারের আচরণের নিন্দা

লাহোর, ২৪ শে ফেব্রুয়ারী- অদ্য এখানে 'ডন' সম্পাদক জনাব আলতাফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান সম্পাদক পরিষদের সভায় ঢাকার 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকা সম্পর্কে অবলম্বিত সরকারী ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া এবং অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।......

চাঁদা দাতাদের প্রতি হুঁশিয়ারী

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের দফতর হইতে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন লোক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের নাম করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতেছে। এই জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করা হইতেছে যে, তাহারা যেন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহবায়ক (কে,জি মাহবুব)-এর দস্তখতযুক্ত ছাপা রসিদ না লইয়া বা সীলবিহীন চাঁদার বাক্সে চাঁদা না দেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভাষা-আন্দোলনকালীন দৈনিক আজাদ-এর দুটি সম্পাদকীয়	দৈনিক আজাদ	২২ ও ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২

(১)

তদন্ত চাই

গতকাল ঢাকার বুকে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের নিকটে যে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা যেমন মর্মভেদী তেমনি অবাঞ্চিত। আইন অমান্য, নিয়মভংগ, উচ্ছৃংখলতা সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু এই সংগে এ কথাও সত্য যে, আইন অমান্য হওয়ার মত ক্ষেত্র সৃষ্টি করাও কোন গণতান্ত্রিক সরকারের উচিত নয়।

বিগত দুই দিনের ঘটনা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবীর সমর্থনে ছাত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রায় একপক্ষ পূর্বে ধর্মঘট পালন করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছিল। গত পরশু তারিখে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হঠাৎ ১৪৪ ধারা জারী করিয়া শোভাযাত্রা ও সভা-সমিতি বন্ধ করিয়া দেন। গতকাল এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্র বিক্ষোভ হইয়াছে, টিয়ার গ্যাস ও গুলি চলিয়াছে, কতকগুলি হতাহতও হইয়াছে।

১৪৪ ধারা জারী করিবার কোন কারণ ঘটিয়াছে কিনা, এই প্রশ্নই সকলের আগে মনে হয়। কয়েকদিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখন ঢাকার স্কুল-কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট পালন এবং বিরাট শোভাযাত্রা করিয়াছিল, তখন শহরে শান্তিভংগ হয় নাই। গতকল্য ছাত্র ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা হইলে শান্তি ভংগের আশংকা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কতটা নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাইয়াছিলেন, বর্তমান মন্ত্রীসভা দেশবাসীকে তাহা জানাইতে বাধ্য বলিয়া আমরা মনে করি।

গতকল্যকার ঘটনার মধ্যে গুলি চালাইয়া কতকগুলি ছাত্রকে হতাহত করার ব্যাপার সব চাইতে বড় হইয়া উঠিয়াছে। পাকিস্তানে এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে বলিয়া আমরা কখনও ভাবিতে পারি নাই- দেশের জনসাধারণও আশা করে নাই। গুটিকতক বালক ও যুবক যদি নিয়মবিরোধী কার্য করিয়াই থাকে, এমন কি যদি তাহারা কর্তৃপক্ষকে উত্তেজনার কারণও দিয়া থাকে, তাহা হইলেও গুলি চালাইবার মত সংকটাপন্ন অবসস্থা হইয়াছিল কিনা, তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য, হতাহতদের অনেকের আহত স্থান সম্পর্কে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নির্বিচারেও গুলি চালান হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতেছি। কেবল টিয়ার গ্যাস ছাড়িয়া জনতাকে ছত্রভংগ করা কি সম্ভব ছিল না? দেহের উর্ধ্বাংগে গুলি চালান সুবিবেচনা সংগত কিনা, অথবা উহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম কিনা, তাহাই আজ আমরা কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। উর্ধ্বাংগে গুলি চালানোর কথা দূরে থাক, মোটেই গুলি চালাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না।

সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমরা মনে করি, একটা নিরপেক্ষ শক্তিশালী ও জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত কমিটির দ্বারা এই ঘটনার বিশদ ও প্রকাশ্য তদন্ত হওয়া আবশ্যক। হাইকোর্টের জজ এবং বেসরকারী ব্যক্তিদের লইয়া এই কমিটি গঠিত হওয়া প্রয়োজন। স্বাধীন দেশের নাগরিকগণের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণের জন্য দেশবাসীর পক্ষ হইতে এই তদন্ত দাবী করিতেছি। তদন্তকালে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত বিষয়গুলির বিচার করা আবশ্যক-(১) ১৪৪ ধারা জারী করিবার প্রয়োজন কি ছিল? (২) বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ এলাকার মধ্যে পুলিশের আক্রমণ চলিয়াছিল কি? (৩) গুলি চালাইবার মত অবস্থা ঘটিয়াছিল কি? উপরে আমরা

যে তদন্ত দাবী করিয়াছি, উক্ত প্রস্তাব কার্যকরী করিলে সমস্ত ঘটনা এবং জনকয়েক তরুণের মৃত্যুর জন্য কাহারা দায়ী, তাহাও প্রকাশ হইবে বলিয়া আমরা ঘটনা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিলাম না।

গতকল্যকর দুর্ঘটনায় যে সমস্ত পরিবার শোকসন্তপ্ত, তাহাদের শোককে আমরা নিজেদের শোক বলিয়া গণ্য করি, আমরা সেই সব পরিবারকে গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

(২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২)

(২)

ভুলের মাশুল

গত শুক্রবার বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য করার জন্য পাক-গণপরিষদের নিকট সুপারিশ করিয়া প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন ব্যবস্থা পরিষদে এক বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করেন; উহা সবৃসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বহু বিলম্বে এবং অবাঞ্চিত ঘটনার পর মন্ত্রিসভা ও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণের আংশিক শুভবুদ্ধি উদয় হইয়াছে দেখিয়া সকলেই সুখী হইবেন। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যকরী করণে মন্ত্রিসভা ও তাদের সমর্থক দল কতটা দৃঢ়তা দেখাইবেন, এ সম্পর্কে জনমনে সন্দেহের অবসান হয় নাই। বিশেষতঃ যেসব ঘটনার পর উক্ত প্রস্তাব পেশ ও গ্রহণ করা হয় উহাই মন্ত্রিসভার উপর জনসাধানণের আস্থা-হ্রাস করিয়াছে।

প্রস্তাব পেশ কিরবার সময় জনাব নুরুল আমীন বলেন যে, গত বৃহস্পতিবারে সরাকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহা রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত দাবীর বিরোধী বলিয়া মনে করার নানরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন যে, সেরূপ বিরোধিতা করার ইচ্ছা সরকারের নাই। ইহাই যদি প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীসভার প্রকৃত বক্তব্য হয়, তাহা হইলে তাহারা ২১শে তারিখের পূর্বেই উহা প্রকাশ না করার কারণ দুর্জ্ঞেয় রহস্যরূপে থাকিয়া যাইতেছে। এমন কি ২১শে তারিখের সমাল বেলাতেও এরূপ একটা বিবৃতি মন্ত্রিসভার তরফ হইতে প্রকাশিত হইলে পরবর্তী মর্মন্তুদ ঘটনা হইত না এবং আমাদের বিশ্বাস, কতকগুলি অমূল্য জীবনেরও অবসান হইত না। সুতরাং নানারূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াই থাকে, তাহা হইলে সেজন্য জনসাধারণকে দোষ দেওয়া যায় না।

শহরে ১৪৪ ধারা জারীর কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, সরকার জানিতে পারিয়াছেন যে, কোনও কোনও লোক শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে অচল করিতে চায়। ২২শে তারিখে প্রকাশিত সরকারী বিবৃতিতেও এই মর্মে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল যে, যে সকল তথ্য আছে তাতে জানা যায়, বেআইনী কার্যকলাপের দরুন আজকের (অর্থাৎ ২১ শে তারিখের) অবাঞ্চিনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য দায়ী এমন একদল লোক, যাহাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক নাই। কথাটা যদি সত্য হয় তাহা হইলে এতদিন জনসাধানণের নিকট এসব তথ্য যতদূর সম্ভব উদঘাটন করা হয় নাই কেন? যদি পূর্বাহ্ণেই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা সম্পর্কে মন্ত্রিসভার মনোভাব প্রকাশিত হইত এবং দেশবাসীর নিকট রাষ্ট্র-বিরোধীদের কার্যকলাপ প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে গুলি চালান বন্ধ হত। ১৪৪ ধারার প্রয়োজন হইত না। মন্ত্রিসভা আজ নিজেদেরে যে অবস্থা করিয়াছেন তাহাকে কেবল সুস্পষ্ট অভিযোগ দ্বারা দেশের জনসাধারণকে স্বীকৃতি বা তাহাদের আস্থা অর্জিত করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। দেশে জনসাধারণ শান্তি ও শৃংখলাকারী বা রাষ্ট্রবিরোধীদের কখনও সহ্য করিবে না। ছাত্রসমাজের দেশাত্নবোধের উপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। সুতরাং সরকার আজ তাঁহাদের খোলা ঢেল টেবিলে রাখুন। সব তথ্য হয়ত প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু

যথাসম্ভব প্রকাশ করুন। আমরা তাহদের এ নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আমাদের ছাত্রসমাজ, আমাদের দেশের জনসাধারণ দুষ্কৃতকারীদের সমূলে উচ্ছেদ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না।

জনাব নুরুল আমীন ও তাঁর মন্ত্রিসভা ভুলের পর ভূল করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার নিজেদের গণনেতা বলিয়া দাবী করেন। সর্বজনবিদিত যে, জননেতা তাহারাই, যাদের পরিপূর্ণ যোগাযোগ আছে জনতার অন্তরের সঙ্গে, সংকটকালে তাঁহারা ‘সঙ্কটকালে তাঁরা.........জনতাকে সুষ্ঠুপথে চালিত করিতে পারেন। এই মাপকাঠিতে জনাব নুরুল আমীন ও তাঁর মন্ত্রিসভার বিচার করিলে তাহাদের সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়, তা নিষ্প্রয়োজন।

সে যাহাই হোক বর্তমান মন্ত্রিসভার বিচার দেশের জনসাধারণই করিবে। কিন্তু আজ তাহারা যে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সমাধান তাহাদেরই করিতে হইবে। এখন তাহাদেরই ভুলে যে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, উহার সমাধানের জন্যই তাহাদেরই অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। এটা তাহাদের ভুলের মাশুল এবং তাহা দেওয়া হইবে যদি তাহারা অহেতুক প্রেষ্টিজ ত্যাগ করিয়া অনতিবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করেন এবং উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ আস্থাভাজন তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে এবং দেশের কল্যাণের জন্য এ ছাড়া অন্য কোন পথ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

(২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী ও মীর্জা গোলাম হাফিজের বিরুদ্ধে সরকারের আটকাদেশ সংক্রান্ত তথ্য	সরকারী	২৪ মার্চ ও ৪ এপ্রিল, ১৯৫২

GOVERNMENT OF EAST BENGAL
Home Department
Special Branch
ORDER

No. 842-U.S. Dacca, the 24th March, 1952.

Whereas the person known as Muzaffar Ahmad Chaudhuri, son of Moulvi Obaidullah of lbrahimpur, P. S. Lakshmipur, Dist. Noakhali, and of University Quarters at the gate of the Dacca University, Dacca, is detained in the Dinajpur Jail under the provisions of section 41 of the East Bengal Public Safety Ordinance, 1951 (East Bengal Ordinance No. XXI of 1951) as enacted and continued in operation by the East Bengal Expiring Laws Act, 1951 (East Bengal Act No. XXXVIII of 1951).

And whereas having considered the materials against the said person the Governor is satisfied that with a view to preventing the said person from acting in any manner prejudicial to the public safety and the maintenance of public order, it is necessary to make the following order for the purpose of continuing his detention:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the East Bengal Public Safety Ordinance, 1951 (East Bengal Ordinance No. XXI of 1951) as enacted and continued in operation by the said Act the Governor is pleased to direct:

(a) that the said person shall subject to the provisions of section 18 of the said Ordinance as enacted and continued in operation by the said Act be detained until further orders;

(b) that, subject to the provisions of clause (a) of this paragraph the said person shall until further orders, continue to be detained in the Dinajpur Jail; and

(c) that during such detention the said person shall be subject to the conditions laid down in the East Bengal Public Safety (Security Prisoners) Rules, 1951.

By order of the Governor
M. F. BAR1
Asstt. Secy, to the Govt, of East Bengal.

[Communication of grounds of detention under section 19 of the East Bengal Public Safety Ordinance, 1951 (East Bengal Ordinance No. XXI of 1951) as enacted and continued in operation by the East Bengal Expiring Laws 1951<East Bengal Act No. XXXVIII of 1951).]

In pursuance of section 19 of the East Bengal Public Safety Ordinance 1951 (East Bengal Ordinance No. XXI of 1951), as enacted and continued in operation by the East Bengal Expiring Laws Act, 1951 (East Bengal Act XXXVIII of 1951), you Prof. Muzaffar Ahmad Chaudhuri, son of Maulvi Obaidullah of Ibrahimpui, P.S. Lakshmipur, Dist. Noakhali and of University Quarters at the gate of the Dacca University, Dacca, at present detained in the Dinajpur Jail under Order No. 842-H.S., dated 24th March 1952, made under clause (a) of Sub-Section (1) of Section 17 of the said Ordinance as enacted and continued in operation by the said Act are hereby informed that your detention has been considered necessary on the following grounds:

1. That you have been and are associated with the illegal activities of a secret association in the district of Dacca, the object of which is to overthrow this Govt. (i.e. Govt, of East Bengal) by violent means and that during the years 1947, 1948, 1951 and 1952 (till your arrest you were concerned in prejudicial and disruptive activities in the district of Dacca against the Govt, and particularly in the months of December 1947; January, February and March, 1948; June 1951 and February 1952 (till your arrest you along with some anti-State elements held meetings and made prejudicial propaganda amongst the people of Dacca district as well as the students of the Dacca University and incited them against the Govt, with the ultimate object of overthrowing the Government of East Bengal. Furnishing any more facts and particulars other than those given above would be against public interest.

2. That all your activities mentioned above threaten and are likely to endanger the existence of public order and safety in this province.

3. You are further informed that you have a right to make a representation in writing to this Govt, against the order of detention made against you, and should you wish to do so you should send the representation to the undersigned through the Superintendent of Dinajpur Jail, where you are at present detained.

By order of the Governor
M.F.BARI,
Asstt. Secretary to the Govt, of East Bengal
Home (Special) Department.

GOVERNMENT OF EAST BENGAL
Home Department
Special Branch
ORDER
No. 1220 H.S. Dacca, the 4th April, 1952.

Whereas the person known as Mirza Golam Hafiz, son of late Mirza Asimuddin, of Atwari, District Dinajpur and of 40/1, Abdul Hadi Lane, P. S. Kotwali, District Dacca, is detained in the Dacca Central Jail under the provisions of section 41 of the East Bengal Public Safety Ordinance, 1951 (East Bengal Ordinance No. XXI of 1951) as enacted and continued in operation by the East Bengal Expiring Laws Act, 1951 (East Bengal Act No. XXXVIII of 1951)

And whereas having considered the materials against the said person the Governor is satisfied that with a view to preventing the said person from acting in any manner prejudicial to the public safety and the maintenance of public order, it is necessary to make the following order for the purpose of continuing his detention:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of subsection (1) of section 17 of the East Bengal Public Safety Ordinance,. 1951 (East Bengal Ordinance No. XXI of 1951) as enacted and continued in operation by the said Act the Governor is pleased to direct:

(a) that the said person shall subject to the provisions of Section 18 of the said Ordinance as enacted and continued in operation by the said Act be detained until further orders;

(b) that, subject to the provisions of clause (a) of this paragraph the said person shall until further orders, continue to be detained in the Dacca Central Jail; and

(c) that during such detention the said person shall be subject to the conditions laid down in the East Bengal Public Safety (Security Prisoners) Rules, 1951.

By order of the Governor,
M. F. BARI
Asstt. Secy, to the Govt, of East Bengal.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রী দলের আত্মপ্রকাশঃ পাকিস্তানে কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার দাবী	দৈনিক আজাদ	১৭ ও ১৮ জানুয়ারী ১৯৫৩

১৭ জানুয়ারী

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (শুক্রবার) আরমানীটোলা ময়দানে প্রস্তাবিত পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রী দলের তিন দিনব্যাপী সম্মেলন উদ্বোধন হয়। সম্মেলনে প্রদেশের নয়টি জেলা হইতে আগত প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি জনাব দেওয়ান মাহবুব আলী সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসংগে বলেন যে, দেশের বর্তমান সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সাধনকল্পে অবিলম্বে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজন রহিয়াছে। তিনি মন্ত্য করেন যে, দেশের বর্তমান গঠনতন্ত্র ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রেরই নামান্তর মাত্র। মুসলিম লীগ সরকার ধনী শ্রেণীর ধন বৃদ্ধিকেই সহায়তা করিয়াছে শুধু। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের কোন চেষ্টাই করে নাই। দেশ হইতে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবাদের উচ্ছেদ করিয়া পাকিস্তানের সমৃদ্ধিতে সকল নাগরিককে সমান অধিকার দানের উদ্দেশ্যই গণতন্ত্রী দল গঠিত হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

গনতন্ত্রী দলের আহবায়ক জনাব মাহমুদ আলী তাঁহার বক্তৃতায় গণতন্ত্রী দল গঠনের প্রয়োজনীয়তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বলেন যে, দেশ শাসনে মুসলিম লীগ সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। গত পাঁচ বছর লীগ শাসনের ফলে দেশের বিভিন্ন দিকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে এবং দেশবাসীর দুর্দশা চরম সীমায় পৌছিয়াছে।

পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির সমালোচনা করিয়া তিনি কবলেন যে, উহা নিরপেক্ষ নীতি নয় এবং উহা প্রাশ্চাত্য সাম্রজ্যবাদী ব্লকের প্রভাবাধীন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বৃটিশ কমনওয়েলথের সহিত পাকিস্তানের জড়িত থাকবার কথা উল্লেখ করেন।

১৯ জানুয়ারী

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (রবিবার) নবপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রী দলের তিন দিবসব্যাপী অধিবেশন শেষ হয়। অপরাহ্নে বিপুল জনসমাবশে প্রকাশ্য অধিবেশন হয়। প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব দবিরউদ্দীন আহমদ চৌধুরী। সভায় গণপরিষদের সদস্য পাঞ্জাবের জনাব সর্দার শওকত হায়াত খান, জনাব আবদুস সালাম, জনাব মাহমুদ আলী প্রমুখ ব্যক্তি বক্তৃতা করেন।

জনাব শওকত হায়াত খান তাঁহার বক্তৃতায় পাকিস্তান সরকার ও মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের সমালাচনা করিয়া বলেন যে, উক্ত রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দাদের সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হইয়াছে। পাকিস্তানে কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দাবী জানান। তিনি বলে যে পশ্চিম পাকিস্তানের গদীতে আসীন থাকিয়া পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দাদের অভাব-অভিযোগের সঠিক সন্ধান রাখা এবং তাহা নিরসনের উপযুক্ত উপায় নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব কল্পনা। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা এই প্রদেশের বিবিধ উন্নতির উপয় নির্ধারণ একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানবাসীর দ্বারই সম্ভব। এই কারণে তিনি পূর্ব পাকিস্তানবাসীকে সম্মিলিতভাবে কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার দাবীতে আন্দোলন শুরু করিতে উপদেশ দেন।

গণপরিষদে পূর্ব বংগের যে সকল সদস্য মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট মানিয়া লইয়াছেন তাঁহাদের আশু পদত্যাগের দাবীতে জনমত গঠনের জন্যও তিনি পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীকে উপদেশ দেন।

সর্বশেষে তিনি মন্তব্য করেন যে, মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গঠন করা হয় নাই। মুসলিম লীগ সরকারের গদীর নিরাপত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তাহা গঠন করা হইয়াছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের আজাদ পাকিস্থান পার্টি এবং পূর্ব পাকিস্তানের গণতন্ত্রী দলের উদ্দেশ্যে ও কর্মপদ্ধতি ভবিষ্যতে একইরূপ হইবে বলিয়াও তিনি তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন।

সভায় জনাব হাজী মোহাম্মদ দানেশকে নবপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রী দলের সভাপতি, জনাব মুজিবর রহমান খান (সম্পাদক, 'চাষী'), জনাব আব্দুল জববার (খুলনা), জনাব দবির উদ্দীন আহমদ চৌধুরী (সিলেট), জনাব মহিউদ্দীন আহম্মদ (সম্পাদক, 'আমারদেশ'), ও অধ্যাপক রফিকুল ইসলামকে (চাঁদপুর) সহসভাপতি; জনাব মাহমুদ আলীকে সাধারণ সম্পাদক এবং জনাব আতাউর রহমান (রাজশাহী) ও দেওয়ান মাহবুব আলীকে যুগ্ম-সম্পাদক নির্ধারণ করা হয়। ইহা ছাড়া ২১ জনকে সভ্য নির্ধারণ করা হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানের আজাদ পাকিস্তান পার্টির সহিত একযোগে কাজ করিবার উদ্দেশ্য উভয় পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নির্ধারণ এবং তাহার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মপন্থা স্থির করিবার জন্য আজাদ পাকিস্থান পার্টির সহিত আলা-আলোচনা চালাইবার ক্ষমতাও নবগঠিত কমিটির হাতে অর্পণ করা হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব বাংলায় ৯২-ক ধারা জারীর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের দমন নীতি: রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক গ্রেফতার	পাকিস্তান অবজারভার	১-১৫ জুন, ১৯৫৪

PAKISTAN OBSERVER

June 1,1954

About 190 persons arrested throughout Province, Promulgation of Section 92-A welcomed in West Pakistan.

(By A Staff Reporter)

General sense of disappointment and frustration prevails among the people in the city since the imposition of 92-A in Province. Contingents of Army continue to patrol the city through-fates and guard the strategic points. It may be mentioned that since the Adaiujee disturbances Armymen were posted in the city as a precaution against any possible breach of peace.

About 190 arrests were made throughout the province yesterday (Monday) evening which include Mr. Shaikh Mujibur Rahman, one of the members of the former Huq Cabinet, Mirza Gholam Hafiz, MLA, Mr. Gholam Quader Choudhury, MLA.

Chittagong Arrests

A report received here from Chittagong says that 17 persons were arrested on Monday among whom Mr. Zahur Ahmed Choudhury, MLA and Mr. A. Aziz, Secretary of the District Awami League, are prominent.

At Sylhet

Mr. Mahmud Ali, MLA, Secretary -General, Pakistan Ganatantri Dal was reported to have been arrested at Sylhet on Sunday night.

At Bogra

As a precautionary measure section 144 has been promulgated at Bogra and some arrests have been made according to reports received in Dacca.

APP adds : The situation in East Pakistan was quiet and normal and no untoward incident has occurred anywhere in the districts according to reliable reports received here till this evening.

Dacca city life was queit normal and people were seen busy in Eid purchase.

Tension existing since the recent rioting in the Adamjee Jute Mills has also died down and the Mill is expected to restart functioning from June 6.

188 person have been arrested under Public Safety Act and other specific charges all over the province till this evening.

Pre-sensorship has been imposed on all the local papers.
Another A.P.P. report from Karachi, dated May 31 says:

Mr. Ghulam Ali Talpur, Speaker, of the Sind Legislative Assembly and Vice-President of All-Pakistan Muslim League has issued the following statement to the press:
"I sincerely congratulate His Excellency the Governor-General and Hon'ble the Prime Minister of Pakistan for their timely action of removing the Fazlul Huq Ministry in East Bangal.

1 condemn with all emphasis the attitude of Mr. Fazlul Huq in non-cooperating with the Central Government and his design of breaking the solidarity of East and West Pakistan.

I assure His Excellency the Governor-General and the Prime Minister that the entire people of Sind are behind them".

Frontier Chief Minister

Peshawar, May 31: The Frontier Chief Minister Sardar Abdur Rashid, who returned here from Karachi this morning after about ten days, declared that people of the Frontier Province would stand by the Centre in any action that they might take to preserve the integrity and solidarity of the State.

Commenting on the imposition of section 92-A in East Bengal the Chief Minister said on his arrival. 1 am sure that every true Pakistani has received the news with great relief and will laid and endorse this wise decision of the Governor-General and the PrimeMinister of Pakistan. To us no price can be too dear for keeping the integrity and solidarity of Pakistan. We shall stand by and support the centre in any action that they may consider necessary towards that end.

(By A Staff Reporter)

According to latest information received from the Police Control, Dacca at 2.30 a.m. this morning (Tuesday), the number of arrests throughout the province is 209. Of these, 144 were arrested in Dacca City and Narayanganj and the rest in the districts.

June 3, 1954.
2 more M.L.A's arrested. Total arrests: 484.
(By a Staff Reporter)

According to information received from the Dacca Police Control at 2 a.m. (Thuesday), the total number of arrest made throughout the Province following the Imposition of section 92-A rose up to 484.

With the arrest Mr. Altaf Hossain (Mymensingh) and Mr, Azizur Rahman Khondoker (Rangpur) the number of M.L.A's so far arrested totals 9.

Mr. Sajid Ali, Assistant Secretary of the former Chief Minister Mr. A.K. Fazlul Huq is also among those arrested.

The situation in Dacca remains quiet. No untoward incident anywhere in the Province was reported till late hours on Wednesday night.

An earlier APP message said: Total number of persons arrested so far is 435 states a Press note here yesterday.

June 6, 1954.
More arrests in Districts.

Barisal, June 6 : Five persons including Mrs. Monoroma Bose, Mrs. Sujata Das Gupta and Mr. Nurul Islam, B.L, have been arrested under the East Bengal Public Safety Ordinance on May 3I-UPP.

Khulna, June 6: Several persons including Mr. Nepal Das of the Communist Party have been arrested under the Public Safety Ordinance on May 31.

Dr. Atulendra Nath Das was also arrested under the Safety Ordinance on June 1-UPP.

(*From a Correspondent)*

Kliulna, June 1: Mr. Devendra Nath Das, MLA and two Communist workers have been arrested by local police under the East Bengal Special Power Ordinance.

Chittagong, June 6: 17 persons were arrested here under the East Bengal Public Safety Ordinance on May 31. -UPP.

Rajshahi, June 6: Several persons including Mr. Ataur Rahman, MLA, Sri Santu Bhaduri, Srimati Sonamani Lahiry and Mr. Momtazuddin have been arrested under the East Bengal Public Safety Ordinance on June 1.

The District Magistrate has promulgated Section 144 Cr. P.C. since the beginning of this week. -UPP.

(From our own correspondent)

Faridpur, May 31: It is reported that three Communist workers named Mokhlesur Rahman, Liaqat Hossain and Monawar Hossain were arrested today as a preventive measure taken by Government to maintain peace and under.

June 11, 1954.
772 arrested so far.

Another 38 persons have been arrested on June 10, making the total 772 says a Press note issued last night (Thursday) by the Government of East Bengal.

Mr. Khair Ahmed. MLA, has been arrested at Feni on June 8, under Safety Act, it is learnt and on the same day Mr. Mohammed Ullah, Secretary, Tippara District Youth League has also been arrested.

June IS, 1954.

890 persons detained so far.

(By a Staff Reporter)

Nine hundred and ten persons were arrested till yesterday (Monday) evening throughout the Province according to the information received from Official sources.

These figures also include 20 students who had already been released.

APP adds: The number of persons detained so far in the Province is 910 including 20 students who had already been released according to information received from official source last night (Monday).

Mrs. Selina Banu, United Front, MLA, was arrested in Pabna recently according to the same source.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান গণপরিষদ বাতিলের বিরুদ্ধে তমিজ উদ্দিন খানের রীট আবেদন	ঢাকা ল'রিপোর্ট পশ্চিম পাকিস্তান ৭ম খন্ড	..........১৯৫৫

154 TAMIZUDDIN KHAN VERSUS FEDERATION OF PAKISTAN (W.P.C. SIND) VII. D.L.R.

[Excerpts from the Writ petition by Tamizuddin Khan against the dissolution of Constituent Assembly of Pakistan]

................The petitioner's case is stated in para 11 which is reproduced below :

"The petitioner is advised that the alleged Proclamation is unconstitutional, illegal, ultra vires, without jurisdiction, inoperative and void on the following among other grounds:

(a) That His Excellency the Governor-General has no authority either under the Indian Independence Act of 1947 or under the Government of India Act, 1935 (as adapted by Pakistan or under any law for the time being in force in Pakistan) for issuing the alleged proclamation.

(b) It is denied that the Constitutional Machinery had broken down. It is submitted that the said allegation was made in the alleged proclamation merely with a view to justify the promulgation thereof. In any case the insertion of assertion of such allegation therein does not empower His Excellency the Governor-General to issue the alleged proclamation.

(c) Under the provisions contained in the India Independence Act 1947 the Constituent Assembly performs dual functions. It is invested with the higher overriding functions of acting as a supreme, sovereign, unfettered legislature and is also empowered to act as the Federal Legislature for the purposes of the Government of India Act 1935 (as adapted by Pakistan).

(d) The said proclamation recites that the Constituent Assembly could no longer function. If thereby it is purported or otherwise intended to dissolve the Constituent Assembly the said petitioner submits that the Proclamation is void as His Excellency the Governor-General has no power to dissolve the Constituent Assembly.

(e) It is denied that the Constituent Assembly has ceased to function. The Constituent Assembly cannot be dissolved by the Governor-General or any other authority except by the Assembly itself.

(f) The constituent Assembly even in its capacity as the Federal Legislature cannot be dissolved by the Governor-General. The power to dissolve the Federal Legislature was contained in section 19(2) (c) of the Government of India Act

1935 prior to August 15, 1947. Thereafter the said sub-section was omitted by and under the Pakistan (Provisional Constitution) Order of 1947. The Governor-General, therefore, does not possess any power to dissolve the Federal Legislature.

(g) As regards the Constituent Assembly exercising the powers of the Legislature of the Dominion, His Excellency the Governor-General has no jurisdiction, authority or power to dissolve it. The provisions regarding the summoning, adjourning a meeting, proroguing or dissolving the Constituent Assembly are contained in the rules framed by the Constituent Assembly. The President alone has the power to summon, adjourn a meeting of and to prorogue the Constituent Assembly. So far as dissolution is concerned it is provided that the Assembly could not be dissolved except by a Resolution assented to by at least two thirds of the total number of Members of the Assembly.

(h) It is therefore submitted that by virtue of alleged proclamation the Constituent Assembly could not be dissolved.

(i) His Excellency the Governor-General had no control over the Constituent Assembly (Constitution). In fact the acts passed by the Constituent Assembly in that capacity do not require his assent. It is provided that when a bill is passed, a copy thereof shall be signed by the President and it shall become law on being published in the Official Gazette of Pakistan under authority of the President." ....

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভায় আতাউর রহমান খানের বাংলায় বাজেট বক্তৃতা	পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যবিবরণী	১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

EAST PAKISTAN ASSEMBLY PROCEEDINGS

OFFICIAL REPORT OF THE THIRD SESSION, 1956

Volumne XV, No. 1.

17th September, 1956

BUDGET ESTIMATES, 1956-57

MR. ATAUR RAHMAN KHAN: আমি ১৯৬৫ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ১৯৫৭ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বাজেটের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ পেশ করিতেছি। পরিষদের সদস্যগণ অবগত আছেন যে গণপরিষদ গত মার্চ মাসে একটি আইন পাস করিয়া চলতি আর্থিক বৎসরের এপ্রিল ও মে মাসের ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করিবার জন্য গভর্ণরকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করেন। তদানুসারে গভর্ণর এপ্রিল ও মে মাসের বরাদ্দকৃত ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। গত ২৬শে মে তারিখে শাসনতন্ত্রের ১৯৩ ধারা মোতাবেক প্রেসিডেন্ট একটি ঘোষণা প্রচার করেন। উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইন সভার ক্ষমতাবলী পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হয়। কিন্তু তখন জাতীয় পরিষদের কার্য বন্ধ থাকার দরুন প্রেসিডেন্ট শাসনতন্ত্রের ১৯৩ ধারার (৩) উপ-ধারার (গ) দফায় এবং ২৩০ ধারার (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৫৬ সালের ১ লা জুন হইতে ৩১ শে আগষ্ট পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব হইতে ব্যয় মঞ্জুর করেন। অনুরূপভাবে ৩১শে আগষ্ট তারিখেও প্রেসিডেন্ট পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব হইতে ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের জন্য আবশ্যকীয় ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। এইসব কারণ আমি এখন চলতি আর্থিক বৎসরের অবশিষ্ট ছয় মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাবই পেশ করিতেছি মাত্র। এই সঙ্গে আমি সভার সদস্যদের অবগতির জন্য গভর্ণর এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত টাকার হিসাব-নিকাশ পাশাপাশি দেখাইয়াছি এবং মঞ্জুরীকৃত টাকা সমেত সারা বৎসরের মোট ব্যয়ের হিসাবও প্রদর্শন করিয়াছি।

আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার সবেমাত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। বিগত সাধারণ নির্বাচনে জনসাধারণকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মাফিক এই সরকার ২১ দফা কর্মসূচী কার্যকরী করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। বিগত কয়েক বৎসরে দেশের সমস্যার সমাধান তো হয়ই নাই বরং নতুন নতুন সমস্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রদেশের জনগণ তাই আজ অন্তহীন। সমস্যার সম্মুখীন; আমাদের সরকার এইসব সমস্যা সমাধানে বর্তমান তৎপর রহিয়াছে। প্রকৃত সমাধান যদিও সময়সাপেক্ষ তবুও আশা করা যায় যে সত্বরই দেশের বর্তমান সমস্যাগুলির যথেষ্ট উন্নতি সাধন সম্ভবপর হইবে। নূতন মন্ত্রীসভাকে কার্যভার গ্রহণ করিয়া পক্ষকালের মধ্যেই বাজেট পেশ করিতে হইতেছে। এই স্বল্পকালের ভেতর কোন বিশিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেট পেশ করা সম্ভব নয়। আগামী জানুয়ারী মাসে যখন বর্তমান বৎসরের সংশোধিত বাজেট ও ১৯৫৭-৫৮ সনের জন্য নূতন বাজেট পেশ করা হইবে, তখন মন্ত্রীসভা দলীয় কর্মসূচী অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দের জন্য পরিষদের সম্মুখীন হইবে।

জনকল্যাণই এই সরকারের একমাত্র লক্ষ। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য মন্ত্রীসভা পাঁচসালা পরিকল্পনা যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিবেন। সদস্যগণ অবহিত আছেন যে, পাঁচসালা পরিকল্পনার খসড়া কেন্দ্রয়ী সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই প্রদেশের জন্য বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ খুবই অল্প। এই প্রদেশ অতীতে ভয়ানক রকমে অবহেলিত হইয়াছে। পাকিস্তানের লোকসংখার শতকরা ৫.৬ ভাগ এই প্রদেশে বাস করে। তাঁহাদের দারিদ্র প্রবাদ বাক্যে পরিনত হইয়াছে। তথাপি পাঁচশালা পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করা হয় নাই। আমরা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান বৃদ্ধি করিয়া উক্ত পরিকল্পনায় আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে চেষ্টা করিব।

বরাদ্দ

বর্তমান বাজেটে নিমণরূপ বরাদ্দ ধার্য করা হইয়াছেঃ

বাজেট ১৯৫৬-৫৭

আয়

গতবৎসরের উদ্বৃত্ত	১,৫২
রাজস্ব	৩২,৬৫
ঋণ খাত হইতে প্রাপ্তি	১,২২,৮৪

ব্যয়

	১৯৫৬ সালের এপ্রিল হইতে মে পর্যন্ত গভর্ণর কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয়	১৯৫৬ সালের জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয়	১৯৫৬ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ১৯৫৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বরাদ্দকৃত ব্যয়	সমগ্র বৎসর ১৯৫৬-৫৭
রাজস্ব খাতে ব্যয়	৪,৬৬	৯,৩০	১৮,৯৪	৩২,৯০
মূলধন খাতে ব্যয়	২,৯৫	৬,৩৩	১২,৩৭	২১,৬৫
ঋণ খাতে ব্যয়	১৪,৮২	৬৩,৭৬	৫২,৬৮	১,০১,২৬
উদ্বৃত্ত	...	...	...	১,২০

১৯৫৫-৫৬ সালের শেষ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের একাউন্টেন্ট-জেনারেলের নিকট হইতে এখনও পাওয়া যায় নাই। ঐ বৎসরের প্রাথমিক হিসাবে দেখা যাযে, ১৯৫৫-৫৬ সালের রাজস্ব খাতে আদায় হয় মোট ২১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। এই সকল সংখ্যার পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে; কারণ দেখা যায় প্রারম্ভিক হিসাবে কোন কোন কেন্দ্রীয় ট্যাক্সর প্রাদেশিক সরকারের হিস্যা ও কেন্দ্রীয় সরকারের কতিপয় মঞ্জুরীকৃত সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে ধরা হয় নাই। গত বৎসরের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকার উপরে দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে পূর্ব সালের তুলনায় এই বৎসরে আয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ ভূমি রাজস্ব। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫০-৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয় এবং ইহাতে প্রদেশের সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব দখলের বিধান করা হয়। গত ছয় বৎসরে এই আইন পুরোপুরিভাবে কার্যকরী করা হয় নাই। বর্তমান আর্থিক সারের সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব দখলের কর্মসূচী সম্পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। এই কার্যসূচিতে দখলকৃত জমিদারী হইতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। পাট রফতানী শুল্কের হিস্যা বাবদ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধির আশা করা যাইতে পারে এবং বিক্রয় করের হিস্যা বাবদ আরও ৩৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। জমিদারী দখল করার দরুন ‘‘স্ট্যাম্প’’ খাতে ৪০ লক্ষ টাকা এবং কৃষি ‘‘আয়-কর’’ বাববদ ৫০ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে।

ব্যায়ের খাতে যদিও আইন পরিষদকে ১৯৫৬ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ১৯৫৭ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত ৬ মাসের হিসাব বিবেচনা করিতে হইবে, তথাপি তুলনা করিয়া দেখার সুবিধার্থে গোটা বৎসরের হিসাবই আলোচনা করা হইতেছে। মার্চের প্রাথমিক হিসাবে ১৯৫৫-৫৬ সালের রাজস্ব ব্যয় ২৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, তদস্থলে ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেট বাবাদ ৩২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন খাতে প্রধান প্রধান বিষয়ে হিসাবের বিসত্মৃত বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। যে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য রাজস্ব খাত হইতে ব্যয় করা হয়। উহাদের জন্য ২ কোটি টাকা বেশী বরাদ্দ করা হইয়াছে। সিভিল ওয়ার্কসে ৯৭ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। বস্ত্ততঃ প্রায় সমস্ত জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজেই বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। রাজস্ব খাতে মোট ২৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে। জনকল্যাণমূলক কার্যের চাহিদা মিটাইতে আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন। কিভাবে রাজস্ব খাতে আয় বৃদ্ধি করা যায়, মন্ত্রীসভা সেই বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। আবশ্যক হইলে নতুন করা ধার্য করিয়া জাতীয় গঠনমূলক কার্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইবে। এই সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বিল পরিষদের আগামী অধিবেশনে পেশ করা হইবে।

গত বৎসরের মূলধন খাতে খরচ হইয়াছিল ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা, অথচ এই বৎসর আমরা ঐ খাতে বরাদ্দ কারিয়াছি ২১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনা, কর্ণফুলী পরিকল্পনা, বৈদ্যুতিক পরিকল্পনা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ইত্যাদি দেশের ভবিষ্যত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি বাবদ ব্যয় মূলধন খাত হইতে বরাদ্দ করা হইয়া থাকে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত কয়েক বৎসরের মূলধন খাতে গড়পড়তা ব্যয় ছিল বার্ষিক ৫ কোটি টাকার মত। ১৯৫৬-৫৭ সারের বাজেটে ২১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কাজ ত্বরান্বিত করিয়া সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নয়ন করাই সরকারের লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্যেই বেশীর ভাগ ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সরকারের গৃহীত ঋণ রাষ্ট্রীয় প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিভিন্ন প্রকারের ডিপোজিট ও এ্যাডভান্স, যথা-সিভিল, রেভিনিউ এবং ক্রিমিনাল কোর্ট ডিপোজিট, ডিপোজিট অব লোকাল বডিজ ইত্যাদি ঋণ খাতে হিসাব দেখানো হয়।

চলতি বৎসরের বাজেটের কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ বিষয় নিমেণ বর্ণনা করা হইতেছেঃ

ভূমি রাজস্ব

ভূমি রাজস্ব খাতে ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। বাজেটের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রদেশের সমস্ত খাজনা আদাযকারী স্বত্ব দখলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৫০ সালের পূর্ব পাকিস্তান জমিদারী দখল ও

প্রজাস্বত্ব আইনের সরাসরি দখলের বিধান অনুযায়ী সরকার প্রদেশের মোট ৫০,০০০ টাকা ও তদূর্ধ্বের বার্ষিক আয়বিশিষ্ট বড় বড় জমিদারগুলি দখল করার পর এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন যে, অতঃপর সরাসরিভাবে দখল করা আর সম্ভবপর হয় নাই। সুতরাং, অবশিষ্ট সমস্ত রাজস্বভোগীদের স্বত্ব বর্তমান বৎসরে দখল করার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

বন

চলতি আর্থিক বৎসরে এই প্রদেশের রক্ষণ ও বন সম্পদের উন্নতির জন্য ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং বর্তমান ষ্টক সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য বন বিভাগ কর্তৃক বহুবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। পার্বত্য চট্ট্রগ্রামের বন হইতে কাঠ সংগ্রহ পরিকল্পনার জন্য ২১ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তান বেসরকারী বন আইন মোতাবেক সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনীত বেসরকারী বনসমূহ বেসরকারী বন সংরক্ষণ পরিকল্পনা মতে পরিচালিত হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বনসমূহের সংস্কার পরিকল্পনাও কার্যকরী করা হইতেছে এবং এই উদ্দেশ্যে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সেচ

সেচ কার্যের জন্য ৮ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। সেচ পরিকল্পনাগুলির মধ্যে কর্ণফুলী পরিকল্পনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উহার জন্য বাজেটের ৪ কোটি বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার কাজ সমেত্মাষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। আশা করা যায় যে, ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি ভাগে এই পরিকল্পনার কাজ সম্পন্ন হইবে।

গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনা আকেরটি গুরুত্বপূর্ণ সেচ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে আনুমানিক ১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। ইহার জন্য ক্যাম্প, অফিস গৃহ, রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মাণ এবং আবশ্যকীয় সামগ্রী সংগ্রহের প্রাথমিক কাজ প্রায় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রধান এবং শাখা খাল খননের কাজ অগ্রসর হইতেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন গৃহের ভিত্তি স্থাপনের কাজও আরম্ভ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার জন্য বাজেটে ৭০ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের কাজ অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা জেলায় বাকী অংশের সেচ ও জল নিষ্কাশন পরিকল্পনা তৈয়ারীর উদ্দেশে জাতিসংঘ প্রেরিত একজন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সমগ্র অঞ্চল জরীপ করা হইতেছে। বর্তমান বৎসরের বাজেটে উহার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

তিস্তা বাঁধ পরিকল্পনা আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ পরিকল্পনা। উহার জন্য আনুমানিক ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। বাজেটে উহার জন্য ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। আশু ফল লাভের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুযায়ী একটি উপ-পরিকল্পনা (তিস্তা পরিকল্পনা প্রথম পর্যায়ে) তৈরী করা হইয়াছে। এই উপ-পরিকল্পনায় আনুমানিক ১৬ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা খরচ হইবে। উহার কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ করা হইয়াছে। এই উপ-পরিকল্পনাটির জন্য বাজেটে ১১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত অধিক খাদ্যশষ্য উৎপাদনের জন্য অনেকগুলি জলনিষ্কাশন পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইতেছে। প্রায় ৫ লক্ষ একর জমি উন্নয়ন ও বার্ষিক ৮০ লক্ষ মণ অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনই এই পরিকল্পনাগুলির মূল লক্ষ্য। উহাদের জন্য বাজেট ৩৪ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ

প্রদেশের বন্যা সম্যার প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ জরীপে কার্যের কর্মসূচী প্রণয়ন, তথ্যাদি সংগ্রহ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্ত্তত কার্যের জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকার বন্যা কমিশন গঠন করিয়াছেন। একটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানও গঠন করা হইয়াছে। জরীপ ও তদন্ত কার্য পরিচালনার জন্য বন্যা কমিশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধামেত্মর পরিপ্রেক্ষিতে দশটি স্বল্পমেয়াদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রস্ত্তত করিয়া বন্যা কমিশনের নিকট পেশ করা হয়। অতঃপর উহা পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও মঞ্জুরীর জন্য পাকিস্তান সরকারের নিকট দাখিল করা হয়। পাকিস্তান সরকার পরীক্ষামূলকভাবে পরিকল্পনাগুলির মধ্যে দুইটি, যথা (১) জরীপ ও তদন্ত এবং (২) রংপুর জিলার কালাপনী বাঁধ সম্প্রসারণ কার্যের আশু ব্যয় নির্বাহের জন্য ৪ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। উভয় কার্যই আরম্ভ করা হইয়াছে।

কালাপনী বাঁধ নির্মাণের কাজ বেশ অগ্রসর হইতেছে। এই বাঁধ নির্মিত হইলে যমুনা নদীর বন্যার ব্যাপক ধ্বংলীলা হইতে প্রায় ৫২ বর্গমাইল পরিমিত শস্য উৎপাদনকারী এলাকা রক্ষা পাইবে। পাকিস্তান সরকার এ যাবত অন্যান্য আরও বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। এবং বর্তমান আর্থিক বৎসরের জন্য ১ কোটি ১০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। এইসব পরিকল্পনার মধ্যে ৭টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ও ১২টি সেচ ও জল নিষ্কাশন পরিকল্পনা রহিয়াছে। বর্ষা শেষে এইসব পরিকল্পনার কাজে হাত দেওয়া হইবে। জল নিষ্কাশনের সুবিধার্থে সরকার খাল সংস্কার করিবার জন্য বহুসংখ্যক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এইসব পরিকল্পনা বন্যার তীব্রতা হ্রাসে সাহায্য করিবে।

শিক্ষা

শিক্ষার খাতে ৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। সাধারণ প্রয়োজনে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনারদির জন্য বর্ধিত হারে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশে বাংলা একাডেমী স্থাপিত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই একাডেমী কালক্রমে শুধুমাত্র অন্যান্য ভাষায় লিখিত দর্শন, কারিগরী বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ কেন্দ্ররূপেই গড়িয়া উঠিবে না, বরং ইহা বাংলা ভাষার অভিজ্ঞ পন্ডিত ও শিক্ষার্থীগণের একটি গবেষণা ও আলোচনার কেন্দ্ররূপ পরিপূর্ণতা লাভ করিবে।

ঢাকা কলেজ ধানমন্ডাই এলাকায় নতুন গৃহ স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই কলেজের ছাত্রাবাসের নির্মাণ কার্যও শুরু করা হইয়াছে।

ইকবাল হলের বর্তমান গৃহের স্থলে একটি নূতন গৃহ নির্মাণের জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইডেন গার্লস কলেজ ও হোষ্টেলের জন্যও নতুন গৃহ নির্মাণ করা হইবে। এই জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য যাহাতে দেশের বালকগণ নিজেদেরকে গড়িয়া তুলিতে পারে, তজ্জন্য সরকার চট্টগ্রামে একটি ক্যাডেট কলেজ স্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে যে ব্যয় হইবে উহার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রাদেশিকসরকার জমি প্রদান ও এককালীন খরচের অংশ বহন করা ছাড়াও এই পরিকল্পনা বাবদ বার্ষিক পুনঃপৌনিকভাবে যে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে উহা বহনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করিবেন। কারিগরী শিক্ষা ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য সরকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আর একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে বাজেট প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সরকার বর্তমান বৎসরের জন্য গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি ও সাহায্য বাবদ ৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত বৎসর সরকার এই বাবদ মোট ৬ লক্ষ

৫৩ হাজার টাকা ধার্য করিয়াছিলেন। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি দাবী বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমরা উক্ত উদ্দেশ্যে এই বাজেটে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার যাহাতে ত্বরান্বিত হয়, সেই জন্য সরকার খুব উদ্বিগ্ন। তদুদ্দেশ্যে ৪ লক্ষ টাকার স্বাভাবিক বরাদ্দ ছাড়াও বাজেটে আরো অতিরিক্ত ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য স্বাভাবিকভাবে বরাদ্দকৃত ১০,০০০ টাকা ছাড়াও আরো অতিরিক্ত ৩,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য

এই খাতে ৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। প্রধান প্রধান পরিকল্পনার জন্য বর্ধিত হারে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের জন্য বহনযোগ্য নূতন এক্সরে যন্ত্র এবং ষ্টেরিলাইজার ক্রয় বাবদে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে ক্লাশ খোলার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ কলেজের গৃহনির্মাণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হইয়াছে। সরকারী হাসপাতালসমূহে ঔষধপত্র ও অস্ত্রোপচারের সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। সরকার প্রদেশের মেডিক্যাল স্কুলগুলিকে কলেজে উন্নীত করিবার দাবী সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত আছেন। কাজেই আর্থিক বৎসরের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি মেডিক্যাল কলেজ খোলার মত প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১৯৪৯-৫০ সালে বি,সি,জি, টিকা প্রদান কর্মসূচী গৃহীত হয়। এবং ক্রমাগত বাধিত হারে ইহার কাজ অগ্রসর হইতেছে। চলতি সনের বাজেটে এই জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া মশক নিবারণী ও ম্যালেরিয়া নিরোধ অভিযান চালান হইতেছে এবং বন্যাপীড়িত এলাকায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। গৃহীত ক্রমসম্প্রসারণ কর্মসূচী অনুয়ায়ী ১৯৫৬-৫৭ সালের জন্য ৫০ লক্ষ লোককে ম্যালেরিয়া রোগমুক্ত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

সুতরাং এই বাজেটে বর্ধিত হারে অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে। শহর এলাকায় ম্যালেরিয়া নিরোধ ব্যবস্থার জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিক অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

এ পর্যন্ত আংশিকভাবে চারিটি জেলায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থ্যাবলী প্রাদেশিক সরকার স্বহসেত্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা পুনর্গঠন করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন পদে চাকুরীর বাবদ প্রতি বৎসর ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। আরো কতকগুলি ডিসপেন্সারী প্রাদেশিক সরকারের অধীনে আনার জন্য ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেটে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে ইনপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট স্থাপন করিবার জন্য ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার জন্য বহু পূর্বেই প্রয়োজনীয় আইন পাশ করা হইয়াছে।

কৃষি

কৃষিখাতে ২ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কৃষি স্কুল ও কৃষি কলেজের জন্র স্বাভাবিক ব্যবস্থা বাদে কৃষি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। অধিকতর ব্যাপকভাবে কৃষি গবেষণা চালাইবার জন্য বর্তমান বৎসরের বাজেটে বর্ধিত হারে অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে। অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলনের জন্য বর্ধিত বরাদ্দ এই বাজেটের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

মৎস্য

এই খাতে বাজেটে ৬ লক্ষ ১৯ হাজার টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকাংশ প্রোটিনজাত খাদ্য মাছেই পাওয়া যায় এবং প্রদেশের মৎস্য সম্পদকে প্রকৃত 'সোনার খনি' আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু এই সম্পদকে এ পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করা হয় নাই। ১৯৫০ সালের পূর্ব পাকিস্তান মৎস্য পালন ও সংরক্ষণ আইন এ পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে চালু করা হয় নাই। বর্তমান প্রাদেশিক সরকারের নীতি হইতেছে এই আইনের বিধানসমূহকে কার্যকরী করা এবং মৎস্য, ডিম্বও পোনা মাছ ধ্বংস বন্ধ করা।

সেই মতে মৎস্য ডিরেক্টরেটকে (১) বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্য চাষ দ্বারা দেশের মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য ও (২) মাছের পরিত্যক্ত অংশ এবং নষ্ট মাছের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার পদ্ধতি নিরুপণের জন্র ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেটে অধিক পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সিভিল ওয়ার্কস

রাস্তাঘাট এবং সরকারী ইমারত প্রভৃতি নির্মাণ বাবদ ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই খাতে পূর্বে গড়পড়তা বাৎসরিক ব্যায়ের অঙ্ক ছিল ৪ কোটি টাকা। বর্তমান আর্থিক বৎসরে এই খাতে আমরা ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছি। বাজেটে বহুসংখ্যক জাতীয় গঠনমূলক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সমস্ত পরিকল্পনা দেশকে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবে।

খাদ্য

বর্তমান বৎসরের আনুমানিক খাদ্য ঘাটতি ৭ লক্ষ টন। বর্তমান বাজেটে এই ৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে। সরকার নিমেণাক্ত স্থানসমূহ হইতে খাদ্রশস্য পাইবার আশ্বাস পাইয়াছেনঃ

পশ্চিম পাকিস্তান	..	..	৯৪,৩৭৫
ব্রহ্মদেশ	..	..	৬১,৪৫০
যুক্তরাষ্ট (আমেরিকা)	..	..	৪,১৪,৭১৩
ভারত	..	..	২৫,০১৯
সিংহল	..	..	১,০০০
জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক জরুরী শিশু তহবিল	..	..	৩,২২৩
সোভিয়েট রাশিয়া	..	..	৪০,০০০
চীন	..	..	৬০,০০০
		মোট-	৬,৯৯,৭৮০

ইহার প্রায় অর্ধেক পরিমাণ খাদ্যশস্য ইতিপুর্বেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বাদবাকী খাদ্যশস্য হয় আসিবার পথে, না হয় উক্ত দেশগুলিতে জাহাজে বোঝাই হইতেছে। এতদুপরি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা সাহেব গত ৭ ই সেপ্টেম্বর তারিখে আরও ১ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করিবার আদেশ দিয়াছেন। উক্ত দেশ হইতে খাদ্যশস্য জাহাজে আনয়ন করার বিশেষ অসুবিধা বিধায় আমরা অন্যান্য দেশ হইতেও খাদ্যশস্য অতি সত্বর আনাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। যখন সমস্ত আমদানীকৃত খাদ্যশস্য আসিয়া পৌঁছিবে তখন খাদ্যাবস্থা শুধু স্বাভাবিকই হইবে না বরং সঞ্চয়ের জন্য যতেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য হাতে রহিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পল্লী উন্নয়ন কার্যসূচী

এতদুদ্দেশ্যে বাজেটে ৯২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

পল্লী উন্নয়ন কার্যসূচী ১৯৫৫-৫৬ সালে বিশেষ কার্যকরী করা হয় এবং বর্তমানে উহা সমেত্মাষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। তেজগাঁও, দৌলতপুর ও গাইবান্ধার অবস্থিত পল্লী উন্নয়ন শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত তিনদল কর্মী তেজগাঁও, দৌলতপুর, ফুলতলা ও গাইবান্ধা থানাসমূহে তিনটি বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন কার্যে নিযুক্ত আছেন। তাহারা সমেত্মাষজনকভাবে কার্য করিতেছেন। যে দুই দল ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মী এই বৎসর পাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নূতন উন্নয়ন এলাকায় নিযুক্ত করা হইয়াছে। ১৫ জন মহিলার একটি দলও তেজগাঁও প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বর্তমানে তিনটি উন্নয়ন এলাকায় নিযুক্ত করা হইয়াছে।

যাহাতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান বর্তমানের ব্যবস্থা মাফিক ৬০-এর পরিবর্তে ১২০ জন কর্মীকে শিক্ষা দিতে পারে; সেই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহের ট্রেনিং ব্যবস্থার সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে আরও দুইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন কথাও চিন্তা করা হইতেছে। উহার উদ্দেশ্য অল্প সময়ের মধ্যে অধিকসংখ্যক কর্মী তৈয়ার করা-যাহাতে যত শীঘ্র সম্ভব সমগ্র প্রদেশে উন্নয়ন কার্য ত্বরান্বিত করা যায়। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কর্মচারীদের ভিতরে পল্লীমুখী মনোভাব সৃষ্টির জন্য এবং যে সমস্ত কর্মচারী সরাসরি পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী অনুযায়ী নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাদের নূতনভাবে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটি ''একাডেমী'' প্রতিষ্ঠার কথাও চিন্তা করা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে সিভিল সার্ভিস কর্মচারীদিগকে এই ''একাডেমীতে'' কিছুকাল শিক্ষালাভ করিতে হইবে যাহাতে তাঁহারা এই প্রদেশে অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ চাকুরী গ্রহণ করিবার আগে এই কর্মসূচী সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা লাভ করিতে পারেন। আশা করা যায়, এই পরিকল্পনার সাহায্যে একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের কার্য ত্বরান্বিত হইবে।

উপসংহারে সকলের সহযোগিতা কামনা করিয়া আমি বলিতে চাই প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব সবেমাত্র আমাদের হাতে আসিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় কেন্দ্রেও আমাদের সুযোগ্য নেতা জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী এক কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বন্যা ও খাদ্য সমস্যায় বিপন্ন দেশবাসীর খেদমত পূর্ণভাবে করা প্রকৃতই সুকঠোর কর্তব্য। আশা করি, পরিষদের মাননীয় সদস্যবর্গ ও দেশবাসীর সহযোগিতায় এই কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়া আমরা ক্রমে ক্রমে দেশকে প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে আগাইয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হইব।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচন প্রথা সম্পর্কিত বিতর্ক ও যুক্ত নির্বাচনের সপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ	পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভায় কার্যবিবরণী	১২ অক্টোবর, ১৯৫৬

ELECTORATE ISSUE
(29th September)

MR. SPEAKER**:** Ladies and Gentlemen, we are now upon the threshold of the most momentous issue, namely, the electorate issue. The destiny of the millions of the people of Pakistan hangs in the balance in this respect. Whether there is a volume of demonstration on this side or on that side is beside the point. We, the legislators here, as the true representatives of the country in exercise of our freedom, in response to the voice of conscience-not in response to slogans and demonstrations should exercise our votes freely and conscientiously. We should conduct the proceedings of the House coolly, calmly and in a peaceful atmosphere. Now Mr. Khurshiduddin Ahmad of the Nizame Islam Party would move his resolution on Separate Electorate first.

(1st October)

Mr. KHURSHIDUDDIN AHMAD**:** Sir, I beg to move that the East Pakistan Assembly is of the views that elections to the National Assembly and Provincial Assemblies shall be held on the principle of Separate Electorate.

সভাপতি মহোদয়, পৃথক বা স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী এখানে কোন নূতন কথা নয় এবং আমার প্রস্তাবও নূতন কথা নয়। আপনি এক সময় বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী নূতন কথা এবং স্বাভাবিক বস্তু বিপরীত-আমি এ কথার দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করি। আল্লাহর সার্ববৌমত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথক নির্বাচনের দাবিতে পাকিস্তানের জন্ম সম্ভবত ও সার্থক হয়েছিল। পাকিস্তানের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী ধর্মভিত্তিক এবং আদর্শভিত্তিক। যে আদর্শ রূপায়ণের জন্য পাকিস্তান এই পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছিল সে আদর্শ হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদের আদর্শ। পৃথিবীর অপরাপর ইসলাম বিরোধী যা কিছু শক্তি বা আদর্শ আছে তার প্রতিকূলে একথা বলা চলে যে মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়বোধ একটি নূতন কথা নয়। এটি কোরান শরীফের শাশ্বত বাণী-হাদিস এর ব্যাখ্যা পূর্ণতা লাভ করেছে। সমস্ত জগতের উপর এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে যে মতবাদ তার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি। যদি এই পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি অস্বীকার করা হয় তাহলে পাকিস্তানের দাবীকে নস্যাৎ করে দেয়া হবে। ‘‘ইসলামী প্রজাতন্ত্র’’ বিশিষ্ট মতবাদের রূপায়ণকে কেন্দ্র করে সম্ভব হয়েছে। ভৌগলিক মতবাদ বা বস্তুতান্ত্রিক মতবাদ থেকে ইসলামী জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণ পৃথক। Secular State-সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয় না। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের মুখেবন্ধে প্রথমেই সমস্ত জগতের উপর এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে যে জাতীয়তাবাদ তারই উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে। যদি পৃথক নির্বাচন প্রথা অস্বীকার করা হয় আজ তাহলে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে জেহাদ ঘোষণা করা হবে এবং তার ফলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এবং কাশ্মীর, জুনাগড় ইত্যাদির দাবি প্রত্যাহার করতে হবে।

এই পাকিস্তানের জন্ম এই স্বাতন্ত্রবোধ থেকে হয়েছিল সেটা প্রমাণ করবার জন্য বেশী দূরে যেতে হয় না। কোরান থেকে দু'একটি কথা উদ্ধৃত করে আমার কথা যে অন্যায়ও কৌতূহলপ্রসূত নয় সেটা প্রমাণ করব। কোরান বলেছে যে সমস্ত মানবজাতি এক মন্ডলীর অন্তর্ভূক্ত। বিশ্ব মানব একই মানবতার শৃংখলে আবদ্ধ। এই ভিত্তিকে-এই আদর্শকে যদি আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি তাহলে মানব জাতির বিভেদ সৃষ্টি করা হবে। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কেহ সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েছে- কেত সম্পুর্ণ অস্বীকার করেছে আবার কেহবা ২/৪/৭ আনা স্বীকৃতি দিয়েছে। এই প্রকার স্বতন্ত্রবোধ বৈষম্যের দরুন পৃথিবীতে জাতিভেদের সৃষ্টি হয়েছে। এই জাতিভেদের বিরুদ্ধে যাঁরা সংগ্রাম করেছেন তাঁরা যুগে যুগে অবতার বা মহাপুরুষ বলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইসলাম ধর্ম প্রচারের পূর্বে পৃথিবীর মানুষ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়েছিল এবং জাতিভেদ দূর করাই ছিল ইসলামের প্রচেষ্টা। ইসলাম প্রচার করল যে মানবজাতি এক। কিন্তু অস্বাভাবিক ভৌগলিক জাতীয়তাবোধ পৃথিবীর মানুষকে বিভক্ত করেছে। China for chinese, India for Indians and Russia for Russians, এ কথা প্রমাণিত হতে চলেছে যে নিরাপত্তা কাউন্সিল মানব জাতির সার্বভৌমত্বের যোগসূত্র খুঁজে পায় নাই। মানবতার ধর্মভিত্তিক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও সকল মর্যাদাকে যদি স্বীকার করি তাহলে মানব জাতির এই অধিকার লাভ সম্ভব হবে। কোরানের এই আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের জন্যও সে আদর্শকে পরিপূর্ণ করা জন্য পাকিস্তানের স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। জনাব স্পীকার সাহেব, পাকিস্তানের দাবী ছিল দ্বিজাতি ভিত্তির উপর। এই দ্বিজাতিবাদ ভিত্তি করে দুটো আদর্শের সংগ্রামের উপর পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে অর্থাৎ বিশ্ব মানব সভায় পাকিস্তান বা আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধের দাবী স্বীকৃত হয়েছে। তার ফলে পাকিস্তান জন্মলাভ করেছে। তখন ভারত বিভাগকে মাতা বিভাগ করবার সমপর্যায় মত বলা হয়েছিল। যারা পাকিস্তানের বিরোধীবাদী ছিল তাদের সঙ্গে সক্রিয় agreement, সমঝোতা করে পাকিস্তানের সৃষ্টি হল। তারা পাকিস্তানের আদর্শকে স্বীকার করে নিয়েছিল। আজকে যদি এই স্বাতন্ত্র্যবাদকে অস্বীকার করা যায় তাহলে বলতে হবে যে পাকিস্তান দাবীর মূলে ধোঁকাবাজী ছিল। একথা কোন মানুষ বলতে পারে না যে কায়েদে আযম আমাদের ধোকা দিয়েছেন। সুতরাং আজকে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেখান হয় তা অচল। (Noise) ....

আজ দ্বিজাতির ভিত্তি যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক body-র চাপে পড়ে সে আদর্শকে মুসলমান জাতি বিসর্জন দিতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা সে আদর্শবাদ কি কারণে জলাঞ্জলী দিতে হবে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধই হচ্ছে মুসলমানদের জাতীয়তাবাদের উৎস। আমাদের কোরান ও সুন্নাহ তাই বলে। সেটাকে যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে বুঝতে হবে আর একটি কোরান ও হাদিস পাওয়া গিয়াছে এবং মুসলমানদের বিশ্বমানব পরিকল্পনা আদর্শকে পরিত্যাগ করতে হবে। বলাবাহুল্য আমাদের কোরান ও হাদিস এই ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ কখনো সমর্থন করে না। আমি আপনার মাধ্যমে বন্দুদের জানাচ্ছি...

এই রকম নবকল্পিত ভৌগোলিক, সীমাবদ্ধ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে জনাব ইকবাল মরহুম যা লিখেছেন আমি তা থেকে দু'একটি কথা উল্লেখ্য করছি- If Turky is left to seek forces of energy in the cretion of new loyal, such a patriotism and nationalism nourishes the strongest force against that culture. তুরস্ক, মিসর ও ইরানের আধুনিক মুসলমানদের দেশ কেন্দ্রীয় জাতীয়তাবাদ নূতন জীবন শক্তির কল্পনায় লিপ্ত হয়েছে। এই দেশ কেন্দ্রীক জাতীয়তাবাদ সভ্যতার প্রকৃষ্ট প্রতিবন্ধকরূপ বলে আখ্যায়িত হয়েছে। জনাব স্পীকার সাহেব, জাতীয়তাবাদের নামে যা বলা হয় সেটি অযৌক্তিক বলে জগতের মনীষীগণ একবাক্যে বলেছেন। জনাব ইকবাল মরহুম মুসলমানদের জাতীয়তাবাদের এক নূতন সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। মার্কস বলেছেন, এটা unreasonable, তার মানে কৃষ্টি ও কালচারের বিরুদ্ধে মানব সভ্যতায় এটা একটি অপশক্তি ও অপকৌশল। এই অপকৌশল বর্তমান পৃথিবীকে দুটি যুযুৎসু শিবিরে পরিণত করেছে। একটি হচ্ছে রাশিয়ার communism বা সমাজতন্ত্রবাদ আর একটা হচ্ছে ধনতন্ত্রবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ। এই দুটি মতবাদে সংঘর্ষ হচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে নিরাপত্তা পরিষদ যত সংগ্রামই করুন না কেন এ লড়াই

পৃথিবীকে শান্তিতে থাকতে দিবে না। এই সংগ্রামের শেষ করতে হলে দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে মানব জাতির সীমার ঊর্ধ্বে উঠে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে যে জাতীয়তাবাদ আসবে সেটি। তাহলে দু'টি মতবাদের সামঞ্জস্য হতে পারে। জগতের শান্তির পথ প্রশস্ত হতে পারে। পৃথিবী শান্তির দিকে অগ্রসর হবে। পৃথিবীর শান্তি আমাদের শান্তি যোগাবে। আমরা আমাদের শাসনতন্ত্রের Preamble-এ বলেছি যে পৃথিবীতে যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তার চেষ্টা আমরা করব। আমাদের শাসনতন্ত্রের এই কথা যদি আমরা বিশ্বাস করি ও মেনে চলি তাহলে বিশ্বমানবের শান্তির জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবীর দরকার আছে। আর একটা কথা অনেকে বলে থাকেন যে, আমাদের Local Board, District Board, Municipality প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের এবং National Assembly-র স্পীকার নির্বাচনে আংশিকভাবে Joint Electorate প্রথা আংশিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এর প্রতিবাদে আমি বলতে চাই যে, Head of the state হচ্ছে Titular figure head যেমন English king হচ্ছে constitutionalt figure head, তাঁর নিজের কার্যাবলী কিছু নেই। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে Municipality, Local Board,-এর নির্বাচন আদর্শের সংগ্রাম নয়। সেখানে হচ্ছে আইন সভার সিদ্ধান্তের-Distic Board, Union Board- Lical Self Govt. Act যে সিদ্ধান্ত আছে তার রূপায়ণ।

একটা রাস্তা হিন্দু করল কি মুসলমান করল, একটা জলাশয় হিন্দু করল না খৃষ্টান করল এতে কিছু আসে যায় না। সুতরাং সেখানে স্বতন্ত্র বা যুক্ত নির্বাচনের প্রশ্ন আসে না। কিন্তু আইন সভার নির্বাচন একটা স্বতন্ত্র জিনিস। আমাদের শিক্ষা, আমাদের সাংস্কৃতি, আমাদের সভ্যতা, আমাদের তাহবীজ, তমুদ্দুন সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিভিন্ন গোষ্টি, বিভিন্ন পরিবারের লোক দ্বারা এই আইনসভা গঠিত হয়।

আমি বলেছিলাম যে আমাদের বর্তমান সরকারকে আসি সেই সমস্ত নির্দেশের পথে আকৃষ্ট করতে চাই। সরকার গঠনের মধ্যে তিনটি বিভাগ থাকে- একটা হচ্ছে সর্বোচ্চ পরিষদ, যাকে আমরা বলি বিধান পরিষদ। সেটা হল Legislative Body, সেখানে আইন প্রণয়ন করা হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আইনের বিধান ঠিকমত প্রতিপালন করবার জন্য Executive Body বা শাসন কর্তৃপক্ষ। তৃতীয়টি হচ্ছে এই আইনের বিধান যারা লঙ্ঘন করে তাদের যথাযোগ্য ন্যায়ের তুলাদন্ডের বিচার করে শাস্তি বিধান করে তা হচ্ছে Judiciary.

আমরা আজ এই আইন সভায় যে সমস্ত লোক এসেছি তারা বিভিন্ন কৃষ্টি, বিভিন্ন সমাজ, বিভিন্ন আদর্শের প্রতীকরূপেই এখানে মেম্বার হয়ে এসেছি। আমাদের নিজেদের constituency অনুযায়ী আমাদের শিক্ষা, সাংস্কৃতি, তাহজীব, তমুদ্দুন বিভিন্ন, একথা স্বীকৃত সত্য। এই বৈষম্য থাকার কারণ হল আমাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের নিজের কথা বলবার জন্য আজ প্রতিনিধি হিসেবে এই আইন সভায় এসেছি। পৃথকভাবে নির্বাচন হওয়া একান্ত দরকার কারণ, কোন খৃষ্টান কোন মুসলমানের তাহজীব, তমুদ্দুন, প্রকাশ করতে পারে না, কোন হিন্দু জাতির মঙ্গলের রূপায়ণ মুসলমান প্রতিনিধিরা করতে পারে না। সুতরাং এক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষা, কৃষ্টি, সাংস্কৃতিক, ভাষা এবং নানা দিক দিয়েই বৈষম্যের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিভিন্ন সমাজ হতে আগত মেম্বাররা সকলেই যে স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী এ কথা স্বীকৃত সত্য। সুতরাং বিভিন্ন জাতীয় সত্তা কথার জন্য আইন পরিষদের নির্বাচন যুক্ত না হয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে হওয়াই বিধেয়। স্পীকার মহোদয়, একটা কথা শুনতে পাই যে আমাদের কায়েদে আযম যুক্ত নির্বাচনের সমর্থক ছিলেন। এটা জাজ্বল্যমান মিথ্যা এবং স্বদেশ বিরোধী কথা। কায়েদে আযমের সমস্ত জীবনের দৃষ্টান্ত থেকেই এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসে ছিলেন। তখন তিনি দুইটি জাতিকে একত্রিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেসের খামখেয়ালির জন্য তিনি পাকিস্তানের দাবী উত্থাপন করেছিলেন। এই দাবী স্বীকৃত হবার পর আমার নূতনভাবে একথা উঠা নিতান্তই অসঙ্গত। আমি এই প্রসঙ্গে কায়েদে আযমের শেষ বাণীর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তিনি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের National Parliament- এর বক্তৃতায় যে কথা বলেছিলেন সেকথাবিজয়ী মুসলমানদের নিকট তার একটা শাশ্বত বাণী এবং বিজিত অমুসলমানদের প্রতি পরাজয়ের গ্লানি ভুলে যাওয়ার একটা মস্তবড় আশ্বাসের বাণী। এই বাণীর আমরা তুলনা করতে পারি। আমাদের রাসুলুল্লাহ বলেছিলেন, তাঁর

বিজয়ের দিনে, ''হে আমার বিজয়ী বন্ধুগণ! তোমরা যে জাতিই হওনা কেন, মনে রেখ, আজ প্রতিশোধ নেওয়ার দিন নয়; আজ শুধু প্রেম বিতরণ করা এবং দোষ ভুলে যাওয়ার দিন।'' সুতরাং সেই যে কায়েদে আযমের বাণী সেটি অমুসলমানদের নিকট তৃপ্তি এবং আশ্বাসের বাণী এবং মুসলমানদের নিকট গৌরবের বাণী। বিজয়ী উৎফুল্ল মুসলমানদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর, তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, তোমরা হিন্দু মুসলমান একসাথে বসবাস কর। আমি এরূপ কল্পনা করতে পারি না যে এর অর্থ হতে পারে যে তিনি পৃথক নির্বাচনের দাবী নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। জুনাগড় সম্বন্ধে, কাশ্মির সম্বন্ধে হায়দ্রাবাদ সম্বন্ধে নজর দিলেই সকলে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে তাঁর সমগ্র জীবন প্রমাণ দিচ্ছে যে তিনি পাকিস্তানের যুক্ত নির্বাচনের বিরুদ্ধে এবং স্বতন্ত্র নির্বাচনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। একথা সর্ববাদী সত্য। সভাপতি মহোদয়, গণতন্ত্র সম্বন্ধে একটা কথা বলা হয় যে, স্বতন্ত্র নির্বাচন কায়েম হলে গণতন্ত্র ব্যাহত হবে। এ কথা মোটেই সত্য নয় ....

স্পীকার মহোদয়, আমি উপসংহারে বলতে চাই, যদি স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী পরিত্যাক্ত হয় তাহলে সর্বপ্রথম কতা হচ্ছে, মুসলমানদের সনাতন, শাশ্বত মানবতার যে আদর্শ আছে সে আদর্শ হল আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি, তা ব্যাহত হবে। পাকিস্তানের মুসলমানদের দ্বারা স্বতন্ত্র নির্বাচন পরিত্যক্ত হলে পূর্বোক্ত আদর্শকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেয়া হবে। যদি এই স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী পরিত্যাগ করা হয় তাহলে পাকিস্তানের সমাধি আজ নাহোক কাল রচিত হবে। যে বিশাল সংস্কৃতি এবং মানসিকতার বলে এই নূতন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, মুসলমান জনগণ আজ সে আদর্শ বিস্মৃত হতে চলেছে। সেই বিস্মৃত আদর্শকে পুনরায় বিশ্বে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আজ বিশ্বের সমস্ত মুসলিম দেশে নব জাগরণের তূর্যনিনাদে মহাজাগরণের বাণী উঠেছে, আত্মাহুতির দাবী এসেছে। আজ পাকিস্তানে সে আদর্শের পরিপন্থী পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। সেই পরিবেশ নষ্ট করে দিতে হবে। পাকিস্তানে আমরা একজাত হয়ে যদি পাকিস্তানের থিওরী ভুলে যাই তাহলে কলকাতা আর সীমামেত্মর কোন ব্যবধান থাকবে না। অনাগত ভবিষ্যতে হিন্দু মুসলমানের ভোটে এবং মুসলমান হিন্দুর ভোটে নির্বাচিত হবেন কিন্তু তারা প্রকৃত প্রতিনিধি হতে পারবেন না। যদি পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় নির্বাচন হয় তাহলে তারা সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন। যদি হিন্দু মুসলমানকে এবং মুসলমান হিন্দুকে ভোট দেয় সেটা অত্যন্ত অন্যায় এবং মারাত্মক হবে। তার ফল সব দিক দিয়েই খারাপ হবে। আরও একটা কথা হচ্ছে যে পাকিস্তান যে বিশ্বমানবের মংগল এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছে, সেই সার্বভৌম মানবতার অধিকার ক্ষুণ্ন হবে।

Mr. ABUL BASHAR MOHD. SULTANUL ALAM CHOWDHURY: Mr. Speaker. Sir, the question of electorate wliich is being mooted and debated here, I think, is one of the most outstanding and serious subjects that have been placed before this House in the last nine years of its splendid existence. I call it an outstanding and serious subject because, to me, it is not a political question pure and simple, as is often explained and interpreted by the exponent of Joint Electorate but with it are interlinked the very important religious and culture, questions and above all the safety and security of the state itself. Before entering deep into the main theme, sir, I think it behaves me to give in nutshell the genesis and history of separate Electorate in the undivided subcontinent of India.

In 1906 a deputation consisting of Nawab Mohsinul Mulk, Nawab Vikarul Mulk, Sir Syed Ali Imam, Hakim Azmal Khan, Mr. Justice Shahi Din and others under the leadership of the Aga Khan waited upon Lord Minto, the then Viceroy of India and demanded among other things the right of separate Electorate for the Muslims and that was agreed to and was in view of the political backwardness of the Muslims embodied in the Minto-Morley Reforms.

The period extending from 1915 to 1918 may be called the dawn of political consciousness in the Indian sub-continent. In that period the Indian Home Rule Movement gained momentum; Hindus and Muslims came on the same platform, so much so that a joint session of the Indian National Congress and the All India Muslim League was held at Lucknow to press united demand for self-Government and the Muslim and Hindu leaders hammared out a pact as a land mark in the history of the Hindu-Muslim unity known as the Lucknow Pact which later on formed the basis of Montague- Chelmsford Reform and the Government of India Act of 1919. Even in that historical Lucknow Pact the principle of separate Electorate was recognised and adopted. Again in the year 1935 the Report of the Joint Select Committee of the British Parliament also recommended separate Electorate and that was later on embodied in the Government of India Act of 1935. The first election under the Act was held in 1937. Mussalmans were elected on legislatures in large number; a ware of enthusiasm and political activity surged over the country inflaming the Mussalmans to hope and action. In that election the seed of the future Pakistan Movement was imperceptibly sown to bear the golden fruit eleven years later.

Then again, sir, election came in 1946 and that election was also held according to the principle of Separate Electorate envisaged in the Government of India Act of 1935. In that election the two main political parties of the Sub-continent had two distinct issues before them. The National Congress with a microscopic minority of muslim exponents stood for an undivided India on the principle of United Nationalism and the All India Muslim League stood for Pakistan or divided India on the principle of an ideological nationalism better known as the Two Nation Theory. The non-muslims voted for the Congress or the united nationalism and Mussalmans en masse voted for the Muslim League or the Two Nation Theory.

Then the Cabinet Mission visited India to find out a compromise between the two extremely contradictory and militant political ideologies and demands. The plan, they suggested, though accepted by the Muslim League, was intransigently rejected by the Congress on the question of grouping and as a result India was divided under the Mountbatten plan and Pakistan came into existence symbolising the hopes and aspirations of ten million Mussalmans of the Indian Sub-continent. So, Sir, Pakistan is a creature and off-spring of the Two Nation Theory.

What is that Two Nation Theory? I beg to explain that with the words of the Father of the Nation himself.

"We maintain and hold that Muslims and Hindus are two major nations by any definition or test of a nation. We are a nation of a hundred million and what is more we are a nation with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of value and proportion. Legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitudes and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook on life and of life. By all canons of international law we area nation."

Mr. Speaker:, Sir, the conception of the two nation theory is not an invention or innovation of the Quaid-e-Azam in the political theories of Islam, the main springhead of

that conception is the Holy Quoran, the book of Allah. In illustration, therefore, I am giving the English translation of a verse of the Quoran.

"O. believers do not take the people other than you into confidence in your own affairs, they will have no stone unturned to destroy you, they love. What pains you, their hatred against you has found expression through their mouth and what their heart conceals is much more dangerous; I have shown you the signs if you can understand them.'"

There are many other verses in the Quoran which also substantiate and justify the two nation theory on which stands the superstructure of the mighty edifice of Pakistan.

Now 1 wish to observe that separate Electorate is the living symbol of the Two Nation Theory and the pith and marrow of our political Philosophy. The words of the Quaid-i-Azam will further illustrate this matter. He said, "we (the Hindus and Muslims) are different in everything. We differ in our religion, our civilization and culture, our history, our language, our architecture, music, jurisprudence and laws, our food and our society, our dress-in everyway we are different. We cannot get together only in the ballot box."

In view of these facts, I say acceptance of Joint Electorate will be tantamount to violating the eternal principles of Islam, subverting the very cause for which Pakistan stands, ignoring the evolutionary history of our political growth and forgetting the struggles and sacrifices undergone by our predecessors to secure for us a place of honour in the comity of nations.

Many of our friends on the treasury bench often endeavoured to convince us that secularism and nationalism are the order of the day and a state to be progressive and to keep pace with the dynamic forces of time has no other alternative but to take recourse to these two "isms" as the Summum Bonum or the highest good of political life. Let us, Mr. Speaker, sir, examine this preposition, secularism or laicism may be the guiding principles of that state which had no predetermined or premeditated programme or policy before its emergence. But the case of Pakistan was absolutely different. The policy and programme of Pakistan were chalked out beforehand. Quaid-i-Azam declared:

"Our bedrock and sheet anchor is Islam." He again said, "Pakistan not only means freedom and independence but the muslim ideology, which has to be preserved, which has come to us as a precious gift and treasure and which we hope, others will share with us.

These words falling upon a people proned to quick impulses, worked a mighty revolution, solidified the Mussalmans from Cape Camorin to the Himalayas and electrified them to heroic sacrifices and actions. Had secularism been the main idea there would have been no necessity of carving out an independent sovereign state under the name of Pakistan; the undivided Indian Subcontinent would have been wide and spacious enough for the cultivation and materialization of that idea.
So in the face of all these speaking of secular National State and Joint Electorate is tantamount to throwing into oblivion the memories of the great heroes and architects of

Pakistan, forgetting the untold miseries and in describable affections which befalls the muslims of India just before and after the birth of Pakistan and, in fact, it will be equivalent to passing a vote of censure on Pakistan herself

MR. SHEIKH MUJIBUR RAHMAN:

জনাব স্পীকার সাহেব, আজ আমরা পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ থেকে জাতীয় পরিষদের নিকট আমাদের opinion পাঠায় যে আমরা যুক্ত নির্বাচন চাই, না পৃথক নির্বাচন চাই- যিনি পৃথক নির্বাচনের পথে resoultion move করছেন তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। তাঁর points শুনেছি। জনাব সুলতানুন আলমের বক্তৃতাও শুনেছি। কিছুদিন পূর্বে যখন আমরা শাসনতন্ত্র তৈরী করার কাজে ব্যস্ত ছিলাম তখন তেকে আলোচনা শুরু হয়েছে যুক্ত নির্বাচন হবে কি পৃথক নির্বাচন হবে। Constitution এ এই provision আছে যে সকল প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন প্রথা স্থির করে জাতীয় পরিষদের নিকট জানাবে। মিঃ স্পীকার, স্যার, অনেক আলোচনা আপনি শুনছেন, ইসলামী principle-এর কথা শুনেছেন। পাকিস্তান কেন চেয়েছিলাম? আমার একটি কথা মনে পড়ে; পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে যারা এক জাতিত্বে বিশ্বাস করতঃ পাকিস্তান হওয়ার পর তারা দুই জাতিত্বে বিশ্বাস করছে। মিঃ স্পীকার, স্যার ইসলাম বিশ্বাস করে বিশ্বভ্রাতৃত্বে। আজকে একদল লোক খোদাকে ছোট করতে চায়। একমাত্র মুসলমানের আল্লাহ? দুনিয়ার মানুষের আল্লাহ নয়? এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই না। এইটুকু আলোচনা করতে চাই, যিনি দুনিয়ার মানুষের আল্লাহ, তিনি সমস্ত মানুষকে এক চক্ষে দেখেন। দুই জাতি, থিওরীর কথা বলতে বলতে কেউ বলেছেন পাকিস্তানে দুই জাতি আছে। জাতি হিসাবে যদি ধরা হয় তাহলে আমরা পাকিস্তানে ৫/৬/৭ জাতি আছি। মুসলমান জাতি, খৃষ্টান জাতি, শেখ জাতি, বৌদ্ধ জাতি, হিন্দু জাতি, পার্শী জাতি ইত্যাদি। অনেকেই বলেন তপশীলভুক্ত এক জাতি আছে। ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান যে হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে চাই। আজকে আমাদের এই পরিষদ থেকে opinion দিব যে এই প্রদেশ যুক্ত নির্বাচন চায়, কি পৃথক নির্বাচন চায়। জাতীয় পরিষদে যখন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন হয় তখন সভাপতিত্ব করেছেন মিঃ গিবন। তিনি ‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’ বিশ্বাস করেন না। তিনি আমাদের ইসলামী শাসনতন্ত্র পাশ করে দিয়েছেন। জাতীয় পরিষদের ৮০ জন সদস্যের মধ্যে ১২ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। সেখানে হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, একসঙ্গে ভোট দিয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্র পাশ করেছে। এটা জায়েজ কিনা? মিঃ স্পীকার, স্যার, আমরা ধর্মের নামে যুগে যুগে exploit করেছি। এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই না। আমি practical দিক দিয়ে আলোচনা করতে চাই। যুক্ত নির্বাচন জায়েজ, কি না জায়েজ তা প্রমাণ করবার মত মৌলানা ওদিকে আছেন। তাঁরা বলেছেন যে, মুসলমানেরা একটা পৃথক জাতি এবং পৃথক নির্বাচন ছাড়া ইসলাম থাকতে পারে না, ইসলাম বাঁচতে পারে না। ইসলামের নীতি উপেক্ষা করলে ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত করা হবে। আমরা সারা দুনিয়ার ৫০ কোটি মুসলমান বাস করি। পূর্ব পাকিস্তানে সাড়ে চার কোটি লোক বাস করে। ইন্দোনেশীয়ার ৭ কোটি মুসলমান বাস করে; সেখানে হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ আছে, সেখানে যুক্ত নির্বাচন। ইজিপ্টে মুসলমান ও খৃষ্টান আছে, সেখানে যুক্ত নির্বাচন। টার্কীতে প্রেসিডেন্ট মুসলমান, সেখানে যুক্ত নির্বাচন। ভারতে তিন কোটি মুসলমান হিন্দুদের সঙ্গে ভোট দেয়, সেখানে যুক্ত নির্বাচন। রাশিয়ার মুসলমানরা যুক্ত নির্বাচনে ভোট দেয়। দুনিয়ার সমস্ত জায়গায় মানুষ যুক্ত নির্বাচনে ভোট দেয়। আমরা যুক্ত নির্বাচনে ভোট দিলে কাফের হয়ে যাব?

যখন জনাব সুলতানুল আলম চৌধুরী বক্তৃতা করছিলেন তখন আমরা চুপ করে ছিলাম। আমি এখন যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে বলছি। আশা করি opposition আমার কথা শুনলেন। পৃথক নির্বাচন প্রস্তাব যদি পাশ হয়ে যায় আমরা দুনিয়ার সামনে হীন প্রতিপন্ন হয়ে যাব। এক বন্ধু বলেছেন, যখন আমরা ভারতে দশ কোটি মুসলামান ছিলাম তখন দুই জাতির ভিত্তিতে পাকিস্তান পেয়েছিলাম। ভাল কথা, যখন দেশ ভাগ হয়ে গেল তখন

দশ কোটি মুসলমানের মধ্যে চার কোটি মুসলমানকে হিন্দুস্তানে ফেলে আসা হলো। যারা এক জাতিতে বিশ্বাস করেন তারা কেমন করে চার কোটি মুসরমানকে হিন্দুস্তানে পেলে আসলেন? তাঁরা বে-ঈমানী করে চার কোটি মুসলমানকে হিন্দুস্তানে ফেলে এসেছেন।

দুই জাতির ভিত্তিতে পাকিস্তান এসেছে, তা নয়। এর পিছনে আর একটি জিনিষ ছিল। সেটা হচ্ছে ভারতীয় মুসলমানের আর্থিক দুরবস্থা। এই আর্থিক দুরবস্থা হতে মুক্তি লাভের সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় আন্দোলন এসে পড়ে। চার কোটি মুসলমান ভারতে যুক্ত নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। আমরা এক জাতি দাবী করতে পারি, পৃথক নির্বাচন দাবী করতে পারি যদি চার কোটি মুসলমানকে এখানে আনতে পারি। পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে যুক্ত নির্বাচন আছে, তারা তা মুসলমান বলে গর্ব অনুভব করে, তারা non-muslim হয়ে যায়নি। ইসলামের নামে জনসাধারণকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। এবং দুনিয়ার বহু মুসলমান ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং third grade, fourth grade জাতিতে পরিণত হয়েছে।

আজ দুনিয়ার প্রত্যেক ইসলামী রাষ্ট্র 3rd grade, 4th grade রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। টার্কী, ইজিপ্ট, সিরিয়া, ইরান, লেবানন, ইন্দোনেশিয়া- সব ইসলামী রাষ্ট্রে যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রচলিত। সে সমস্ত দেশের মুসলমানদের কথা চিন্ত করুন। পাকিস্তানে কথায় কথায় ইসলামের দেহাই দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু মানুষের দুঃখের সীমা নাই। মানুষ খেতে পায় না, পরতে পায় না, গৃহহারা সর্বহারাথ-মিথ্যা bribery বেদম চলছে। ইসলাম তা নয়। প্রকৃত ইসলাম হ'ল যেখানে জুলুম থাকবে না, ঘুষ থাকবে না, দুর্নীতি থাকবে না, মানুষে মানুষে ভোদভেদ থাকবে নাথ- সকল মানুষে খেতে পাবে, পরতে পাবে, শিক্ষা পাবে, থাকবার বাসস্থান পাবে, রোগে ঔষধ পাবে। আমার নাম মুজিবর রহমান- আমাকে কাজে দেখাতে হবে যে আমি মুসলমান এবং ইসলাম আমার ধর্ম।

আজকে এই হাউসে ৭২ জন minority সদস্য আছে। স্যার, আমি জানতে চাই যে, যদি যুক্ত নির্বাচন প্রথা গ্রহণ করা না হয় তাহলে কি পাকিস্তানে একটি Assembly-তে চলবে? পাঁচটা Assembly করতে হবে। হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে ভোট দিলে যদি un-Islamic হয় তাহলে এই Assembly-তে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান এক সঙ্গে ভোট দেয় কেমন করে? স্যার আমরা হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে ভোট দিয়ে আপনাকে এই হাউসের স্পীকার করেছি, হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে ভোট দিয়ে Islamic Republic of Pakistan করেছি- আজ পর্যন্ত যত আইন পাশ করেছি সবই হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে ভোট দিয়ে করেছি- আমি জানতে চাই, এই সমস্তই কি ইসলাম বিরোধী হয়েছে? আমার দেশের লোক অশিক্ষিত হতে পারে কিন্তু মুর্খ নয়। বুঝেই জনসাধারণ আজ যুক্ত নির্বাচনের পথে সমর্থন জানাচ্ছে। আমি বলতে চাই, স্যার এই হাউসে আমরা বসে আছি- আমরা আইন পাশ করছি- আমরা debate করছি- হিন্দু-মুসলমান ভোট দিচ্ছি- খৃষ্টান ভোট দিচ্ছে-বৌদ্ধ ভোট দিচ্ছে- একত্রে আইন পাশ করছি। আমি আপনার মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি যে এই যে আইন সকল সম্প্রদায়ের লোক একসঙ্গে ভোট দিয়ে পাশ করলাম এটা কি Islamic আইন বল, না un-Islamic আইন হল? এই আইন সভায় যদি হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে বসে, একত্রে ভোট দিয়ে আইন পাশ করতে পারি, জনসাধারণ কেন একসঙ্গে ভোট দিতে পারবে না- জনসাধারণ কোন অপরাধে তা করতে পারবে না? স্যার, আর একটা প্রশ্ন করতে চাই- যারা যুক্ত নির্বাচনের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করেছেন, তাদের কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাই- বিশেষ করে মুসলিম লীগ বন্ধুদের কাছে জানতে চাই যে, এই যে National Assembly-র নির্বাচন হল- পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হুকুম দিলেন নির্বাচন যুক্তভাবে হবে। পূর্ব বাংলার ৪০ জন হিন্দু-মুসলমান মেম্বার আমরা যুক্তভাবে নির্বাচিত হয়েছি। সেটা কি জায়েজ, না না-জায়েজ কাজ হয়েছে? তখন যদি মৌলানা আতাহার আলী সাহেব ঘোষণা করতেন যে এটা ইসলাম, কোরান এবং হাদীসের বিরোধী কাজ- এতে আমি শরীক হব না। তাহলে বুঝতাম যে তাঁরা সত্যিকারের আদর্শ নিয়ে সংগ্রাম করছেন। আজকে মৌলানা আতাহার আলী ফরিদ আহম্মদ সাহেব সেই National Assembly-র মেম্বার। স্যারআমার দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে যে পৃথক নির্বাচন সমর্থকদের হিন্দু-মুসলমান একসাথে ভোট দিতে আপত্তি আছে, কিন্তু একসঙ্গে

মন্ত্রিত্ব করতে আপত্তি ছিল না। যেখানে অক্ষয় কুমার দাস, কামিনী কুমার দত্ত মন্ত্রী ছিল সেখানেই নিজামে ইসলামের নুরুল হক চৌধুরী মন্ত্রী ছিল। এখানে বসন্ত কুমার দাসের সঙ্গে নিজামে ইসলামের আশরাফউদ্দীন চৌধুরী একসঙ্গে মন্ত্রিত্ব করেছেন। একসঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের শাসন করা জায়েজ, কি না-জায়েজ? এই কথার উত্তর দিবেন। আলোচনা করবার যথেষ্ট রয়েছে। নিজেদের গরজের সময় দরকার হয় Separate Electorate-এর। আবার যখন মানুষ দলে আসতে চায় তখন বলে যে যুক্ত নির্বাচন কর। দুর্বল যারা-জনসাধারণের সুখ-দুঃখের ভাগী নয়- যারা জনগনের রক্ত শোষণ করে- যারা সমস্ত বৎসর Arm chair politics আওড়ায় এবং সাধারণ নির্বাচনের সময় ধর্মের ধুয়া তুলে জনসাধারণের মন ভাঙ্গিয়ে নির্বাচিত হতে চায়, কেবলমাত্র তারাই পৃথক নির্বাচন চায়। জনদরদী, জনকল্যাণকামী, কোন দল বা লোক পৃথক নির্বাচন চায় না এবং চাইতে পারে না।

আমারা এক বন্ধু বলেছেন, যে তারা minority-দের সমানভাবে দেখবেন। আমি জিজ্ঞাসা করি কিভাবে সমানভাবে দেখবেন-Islamic Republic নাম change করে দিয়ে? Islamic Republic না হয়ে Pakistan Republic হোক আমরা একথা fight করেছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম রাজনীতিতে হিন্দু, মুসলমান,বৌদ্ধ, খৃষ্টান সব সমান হবে- সত্য এবং সাম্যের নীতির উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক। যেখানে মিথ্যা, ঘুষ, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, অবিচার, অনাচার, অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ চলছে- যেখানে মানুষ খেতে পায় না, পরতে পায় না, শিক্ষা পায় না, রোগে ঔষধ পায় না, থাকবার গৃহ পায় না সেখানে ইসলাম কি করে থাকে? আর যদি দেখতে পেতাম প্রত্যেক মানুষ সমানভাবে খেতে পাচ্ছে, শিক্ষা পাচ্ছে, বে-ইনসাফ নাই, অনাচার নাই, অত্যাচার নাই মিথ্যা নাই, তখন নাম না থাকলেও Islamic Republic হবে। স্যার, আর একটা কথা বলতে চাই। ... আমি আমার বন্ধুদের বুঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, Minority, Majority, মোহাজের, আনছার, হিন্দু এবং মুসলমান মানুষ হিসাব এদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। একথা সত্য যে আমি মুসলমান হিসাবে আমার ধর্ম পালন করব- সে হিন্দু হিসাবে তার ধর্ম পালন করবে- খৃষ্টান তার ধর্ম পালন করবে। কিন্তু স্যার, আজ পাকিস্তানে আইন করে যদি কোন tax ধরে সে tax হিন্দুকেও দিতে হবে, মুসলমানকেও দিতে হবে, চুরি যদি করে, হিন্দুও করবে, মুসলমানও করবে- হিন্দু মুসলমান উভয়েরই বিচার হয়ে শাস্তি হবে। গরীব হিন্দু-মুসলমান না খেয়ে মরে, বড়লোক হিন্দুও আরাম করে, মুসলমানও আরাম করে- একথা সত্য। আমরা দুনিয়াকে দেখাতে চাই পাকিস্তানের সাত কোটি হিন্দু মুসলমান মিলে এমন রাষ্ট্র কায়েম করব যেখানে থাকবে না ভেদাভেদ-inority, majority প্রশ্ন থাকবে না, মোজাহের, আনছার প্রশ্ন থাকবে না। আজ যদি একথা বলি তা সত্য নয়। আমরা সাড়ে চার কোটি লোকের জীবন নিয়ে খেলা করছি। Mr. Speaker, Sir আজকে আমরা হিন্দুস্তানের হিন্দু মহাসভাকে প্ররোচনা দিচ্ছি। আমাদের বিবেচনা করা উচিত যে, সাড়ে তিন কোটি মুসলমান যারা এই পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেছে তারা আজও হিন্দুস্তানে পড়ে আছে। আমাদের দেখা উচিত যে ইন্ডিয়ার সাম্প্রদায়িক দলগুলি এমন ক্ষমতায় না আসে যাতে তারা সে জায়গার মুসলমানদের উপর অত্যাচার করতে পারে। সেখানে যদি আজ হিন্দু মহাসভা বরে যে Head of the Republic অর্থাৎ হিন্দু প্রেসিডেন্ট হবে, সেখানে মুসলমান স্থান পাবে না তাহলে আজ ৫০ কোটি মুসলমানদের বুক দুরু দুরু করে কেঁপে উঠবে। ভারতে ইনসাপ বলে কিছু থাকবে না। আজ যদি আমরা হিন্দু সংখ্যালঘুদের সমানভাবে গ্রহণ করে বিচার করি, দুনিয়ায় তাহলে বলতে পারবথ- হিন্দুস্তানের মিঃ নেহেরু এবং রাজেন্দ্র প্রসাদকে বলতে পারব, “Do justice to the minority of your country”.

Sir, আমরা Head of the State মুসলমান করে দিলাম। Islamic Republic of Pakistan নাম করলাম। এইভাবে দুই জাতি তো করেই দিলাম তার উপরেও যদি Spearate Election হয় তাহলে কি হয়? দুই জাতির ভিত্তিতে আমাদের পাকিস্তান হয়েছে এরপরও যদি আজকে আলোচনা করা হয় যে পাকিস্তানে আমরা দুই জাতির ভিত্তিতে আমাদের পাকিস্তান হয়েছে এরপরও যদি আজকের আলোচনা করা হয় যে পাকিস্তানে আমরা দুই জাতি, একটা হিন্দু আর একটা মুসলমান তাহলে Provocation একটা দেয়া হয়। আজ যদি পূর্ব বাংলার এক কোটি হিন্দু বলে যে আমাদের আলাদা জায়গা অর্থাৎ একটা Hindu State দিতে হবে তাহলে কি হবে?

পাকিস্তানের খাতিরে, পাকিস্তানের ইনসাফের খাতিরে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের খাতিরে আমি আমার বন্ধুদের অনুরোধ করব তাঁরা যেন এই Separate Electorate- এর প্রস্তাব withdraw করেন। হিন্দুরা যদি যুক্ত নির্বাচন চায় তাহলে মুসলমানদের আপত্তি থাকার কি আছে? আজ একজন লোক যদি তার অঞ্চলের গরীবের জন্য খাবার বণ্টন করে, মিথ্যা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, আর খৃষ্টানই হোক, সে মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারবে। জনসাধারণ তাঁকেই ভোট দেবে। সেইজন্য আমি বলছি যে আজ যখন minority যুক্ত নির্বাচন চায়, তখন মুসলমান জনসাধারণের আপত্তি থাকার কোন কারণ নাই। আজ মুসলমানরা যদি জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জন হয়েও বলে যে আমাদের safe guard-এর জন্য Spearate Electorate হওয়া উচিত তাহালে দুনিয়ায় আর মুখ দেখানো যাবে না। ভারতে আমরা ৪০ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ১০ কোটি মুসলামান ছিলাম। সেখানে আমরা minority ছিলাম সেইজন্য আমরা Spearate Electorate চেয়েছিলাম। আজ যদি আমরা শতকরা ৯০ জন হয়ে হিন্দুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য Spearate Electorate চাই তাহলে লজ্জায় আর মুখ দেখানো যাবে না। আজ হিন্দুরা Spearate Electorate. তারা তাদের safe guard-এর জন্য, তাদের অধিকার রাখার জন্য Spearate Electorate চাইতে পারে, majority হয়ে তা চাইতে পারি না। যদি চাই তাহরে দুনিয়ায় হেয় প্রতিপন্ন হয়ে যাব। আমি চাই পাকিস্তান একটি জাতি হিসাবে গড়ে উঠবে, পাকিস্তানে, পাঁচটি জাতি হবে না। যদি পাকিস্তানে পাঁচটি জাতি হয় তাহলে পাঁচটি Assembly House করতে হবে, পাঁচটি Speaker করতে হবে এবং ভোটাভুটি করে হিন্দুরা হিন্দু আইন, মুসলমানরা মুসলমান আইন, খৃষ্টানরা খৃষ্টান আইন আর বৌদ্ধরা বৌদ্ধ আইন করবে। Sir, আমরা বক্তৃতা শেষ হয়ে গেছে। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে আমরা মানুষ এবং আমরা জানি যে ইসলাম একথা বরাবর বলে গেছে এবং কোরান মজিদের ভিতরও আছে যে do good to the people অর্থাৎ মানুষের মঙ্গল কর। মানুষের মঙ্গল করতে হলে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ থাকতে পারে না। তাই আমি বলি, দেশের জন্য, পাকিস্তানের জন্য, যে পাকিস্তানকে আপনারা ভালবাসেন, আমরা ভালবাসি, পাকিস্তানে দুই জাতির কথা বলে, তাই আজ Spearate Electorate চায়।

আমি বলতে চাই যে, যুক্ত নির্বাচন দেশ, জাতি এবং পাকিস্তানের মঙ্গল করবে। কাজেই আপনারা Spearate Electorate-এর প্রস্তাব withdraw করুন এবং Joint Electorate support করুন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. A.K.M. FAZLUL QUADER CHOUDHURY: Mr. Speaker, Sir, I thank you very much for allowing me the opportunity of participating in this momentous issue which concerns everybody in Pakistan. It is needless to repeat here that the history of electorate dates back to the first decade of this Century

Now what is the background of this demand? In 1940 the All India Muslim League at Lahore passed a resolution demanding Pakistan as the Muslims were a separate nation. Quid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah who presided over the conference sad in his presidential speech that the Mussalmans of India were a separate nation. He also declared from many political platforms that Muslims were a separate nation. In 1946 election was sought on definite and distinct issues-Pakistan or no Pakistan-whether the Muslim League represented Muslim India or the Congress represented the whole of India and the verdict was that the Muslim League represented Muslim India and the verdict was for the establishment of Pakistan-Muslim homeland.

The Congress wanted Akhand Bharat. Sir, had there been joint Electorate the Congress-Muslim would have returned to the Assembly in the 1946 election and no Pakistan could have been dreamt of. Sir, it will be confirmed by the fact that in the plebiscite that was conducted in the North-West Frontier Province the majority of Muslims voted for Pakistan. Had there been Joint Electorate many of us would not have the privilege to talk with authority here in this House and there would not have been any Pakistan. So, Sir, Separate Electorate is the mother of Pakistan.

Now, Sir, I come to Pakistan itself. Quid-i-Azam was the leader of the whole movement. He came to preside over this country. In March, 1948, Quide-i-Azam came out with these words not very long before his death that Pakistan was the embodiment of the Muslim nation and it must remain so. Sir, arguments are advance that Quid-i-Azam said that 'the Mussalmans will cease to be Muslims, Hindus cease to be Hindus'. Yes, Sir, it is correct. So far as rights and privileges are concerned, all citizens of Pakistan both HindusjantfMusIims are equal before law. They will get equal protection. That is correct but that does not improve the case of joint electorate.

Sir, my learned friend, Mr. Mujibur Rahman has tried to draw analogy of the other Muslim countries of the world. My reply to his argument is that the background of the creation of Pakistan is unique in the annals of the world. So, you cannot compare Pakistan with any other country of the world. No nation of the world has been curbed out on religious basis. So the question of comparison does not arises, Sir. In Egypt 95 per cent of the people are Muslims. In Iraq the population is 50 Lakhs of which 98 per cent are Muslims. In Lebanon it is not 35 lacs as Mr. Mujibur Rahman has said. It is only 13 lacs of which 7 lacs are Muslims. So, Sir, in the absence of the background of the creation of Pakistan the question of electorate in those countries is no problem. There is reservation in Lebanon. In Syria they have divided the people into different nationalities. Our case is altogether different from those countries. Those countries do not have a neighbour like India by their sides. Take the question of Indonesia. Is there a neighbor like India by their side? Was Indonesia curbed out on religious basis? Was Indonesia curbed out of a country where everybody cried, form Akhand Bharat? No. So, Sir, that analogy cannot stand.

Now, Sir, let us examine what joint Electorate can offer to them. You have already put a seal on the question of electorate in the constitution of Pakistan. The word 'minority' exists nowhere in any constitution of the world, even not in India. What is written there is "backward people". The preamble of the constitution of Pakistan presupposes two nations in the Sub-continent (VOICES of hear, hear from the opposition). In the preamble it is written that adequate provision must be made for the protection of minorities and back- ward and the depressed classes. The word 'minority' presupposes the existence of two nations. Muslim India wanted Pakistan and Hindu India wanted Akhand Bharat. Hindu India included many members of the treasury benches to-day also. (VOICES from the opposition: yes, yes,). Sir they said 'No, ভারত মাতাকে দ্বিখন্ডিত করা যাবে না, এটা অসম্ভব কথা।' May I tell you why the congress wanted Joint Electorate? Sir, Pakistan was achieved on Two Nation Theory and the Congress wants to kill the Two Nation Theory. So that India and Pakistan is united. Sir, a responsible Muslim member in the House of Parliament said

East Bengal is a distinct country and West Pakistan is a distinct country; they are two completely separate countries. If that is so, Sir, then why remain with West Pakistan, go to West Bengal. (Interruptions from the Government benches) Sir, I did not interrupt them. Why should they interrupt me now?

Sir, it has been said by a Muslim colleague of mine from Comilla to the effect, if you introduce separate Electorate the Hindus will be just wiped out and they cannot do anything. May I remind those friends of mine that our friends of the Congress at least are no fools to vote for their liquidation? They are sacrificing their to-day only for their tomorrow. (ries of yes, yes from the opposition.) I asked a non-Muslim friend of mine who happens to be a member of the opposition as to why they were voting for joint Electorate. He said that this was an investment for his son (Laughter).

Sir, it is said the minority member of the House hold the balance. The proportion is 72 out of 309. What is the population of East Pakistan to-day? 4 crores 22 lacs. What is the non-Muslim population? 1 crore. The proportion of their representation is more than what they are to-day. They do not want to be M.L.As ; they want to get their purpose served and they have realised by experience that the purpose can be best served not by the Hindus but by the Muslims.

Mr. SPEAKER: Order, Order, this is casting reflection on the other section of the House.

Mr. A. K. M. FAZLUL QUADER CHOWDHURY: Sir, the Ottoman Empire which comprised states like Syria, Iraq, Lebanon, Saudi Arabia and Egypt and which was a solid rock of Muslim nation was disintegrated and dismembered by the machination of designing power. Now Syria is again thinking of re-union with Egypt. Sir, Pakistan is an experiment of Islamic Ideology-an unique experiment in history and separate electorate is the bedrock of Pakistan. If the bottom ceases to exist, Pakistan will also cease to exist. Sir, after the great debates in the round Table Conference and after the great debates in Delhi and Simla, to-day in the year 1956 again debate has started in Pakistan Whether we should have separate electorate or joint electorate in Pakistan, i.e.. Whether Muslims are a separate nation or not. Unfortunately we have come to that stage

Mr. SPEAKER: Speak about the effects of separate Electorate.

Mr. A. K. M. FAZLUL QUADER CHOWDHURY: All right, Sir, the Scheduled Castes have no ulterior motive. They have been ousted from political life by the caste Hindus wedded to Brahmanical cult; and who will dieted them? In the case of joint Electorate, Scheduled Caste will have no voice. They will only be dictated by the Caste Hindus.

You say that Muslims and non-Muslims are one nation. In that case how do you go to Security Council for Kashmir case? How do you then claim Kasmir? You have seen. Sir, in this morning's paper, Mr. Justice Din Mohammad, Adviser on Kashmir Affairs to the Government of Pakistan's statement. He says that Muslims are in majority in Kashmir and by usage, religion and culture they form one nation, and are linked up with Pakistan. They must be allowed freedom too. If you say that two Nation Theory goes then with what arguments you will face the nations in the Security Council.

Sir, it is advocated that joint Electorate will bring communal harmony. But look at the joint Electorate and Secularism of India. Riots are almost occurring everyday there and Muslims are being persecuted and killed. So, Sir, instead of bringing communal harmony it will raise communal frenzy and instead of solving communal problem, this country will be landed into turmoil and communal fire.

It is being urgued; good and efficient people will be elected in joint Electorate. Sir. Dr. Ambedker. the author of the Indian constitution could not get himself elected because, he belong to schedule caste. He was defeated and he could not have a seat in the parliament. Any way, Sir, those who advocate for joint Electorate, they ought to know that joint Electorate will cut at the very root of Pakistan. Separate Electorate does not harm anybody. Sir, this country has been on religious basis, and this country must observe the ideology, for which Pakistan came into being as the Homeland of the Muslims. Pakistan did not come into being for making ministers. It came into being for making experiments with the ideologies of Islam. It is the last foothold of the Muslims in the world. Pakistan is the only country in the world which is called Islamic Republic. If our friends start bartering away our ideology for political expediency and for capturing power only, then their loyalty to Pakistan will be questioned; that will be no service to Pakistan. Their names will go down in the history as one who parted with the ideology of Pakistan for temporary gains.

Sir, East Pakistan and West Pakistan are the two integral parts of Pakistan. They are linked with each other on the basis of Muslim nationhood. If you have the feeling that Bengalees arc one nation and if you have joint Electorate, then East Bengal will be separated from Pakistan. In the absence of any common ideological basis there is the feeling of Bengali nationalism what would be the objection of getting East Bengal linked up with West Bengal. Sir, I can prove that joint Electorate will end in joint Bengal,i.e., East Pakistan will be united with West Bengal.

Mr. BASANTA KUMAR DAS: Mr. Speaker, Sir, after the debate has proceeded so far, I do not think that I should take much time of the House. Many Points which I wanted to stress have been stressed and spoken in support of Joint Electorate System and against the motion. I have listened with interesf and attention to the Speeches that have been delivered in support of Joint Electorate System and against their motion and 1 really congratulate the members who have spoken for the manner in which their speeches have been delivered. Those members who have spoken in support of the motion have shown their great enthusiasm and they have placed before the House the sentiments that are working in their minds; but, Sir, I regret to say that all these sentiments and enthusiasm have made them forget the real point at issue. However, Sir, I shall place my viewpoints against the motion in as dispassionate a manner as possible and I would appeal to this august House through you. Sir, to examine the viewpoints I shall place in the light of reason and with a vision unblurred and undeemed by any sentiment and prejudice. Sir, the question before the House is that there should be separate Electorate for election to the National Assembly and the provincial Assemblies. Now, I would remind the House that this question has come before us. after the Constitution has been framed and put into operation. All the speeches that have been delivered in suppprt of the motion have given

the background of how the question of Joint Electorate verses Separate Electorate arose in India before partition. They have also given the Historical background why Pakistan was necessary for the Muslims and how Pakistan came to be created. But Sir, after the Constitution has been framed and accepted and that specially by my friends of the majority Community, as an Islamic Constitution, I would submit that all that has been said in those speeches are now irrelevant and would have been pertinent when the Constitution was being framed for giving an Islamic Constitution to Pakistan. All this is now a reiteration of the demand which now stands embodied in the Constitution. So I would appeal to them to examine the various provisions of the Constitution and judge for themselves whether the issue of Separate Electorate can be considered to be a live issue and whether Separate Electorate System can at all come and be adopted for future elections. This morning, Sir, you very rightly said as the reason for deciding that this motion should be first moved, that "Joint Electorate is the natural thing and the separate Electorate is an exception". (MR. FARID AHMED: No, Sir, you didn't say like that). Yes Sir, you said it, and it is so, because if the provisions of the Constitution are analysed it will be found that all that has been said about Two-nation Theory Stands negatived in the Constitution and that an Islamic Constitution giving effect to, what was demanded in that behalf, and that all matters that were necessary to make the members of the Majority Community lead their lives according to the Quoran and Sunnah have been embodied in the Constitution, along with the matters for making it a Democratic Constitution. Now what are the provisions of the Constitution? Islamic provisions lave been embodied in the Constitution and that has made the Muslims of Pakistan to acclaim it as an Islamic Constitution. From the provisions in the directive principles you will find that the State will take all care to see that the Mussalmans would endeavour to lead their lives according to the Quoran and Sunnah., and that the state would help the Mussalmans in that behalf. Then there are come specific provisions as to how the provisions of the Quoran and Sunnah are to be enacted into law. A Commission will be appointed under articles 197 and 198 by the President within a year from the Constitution day to examine the provisions of the Quoran and Sunnah and then report to the President what provisions of the Quoran and Sunnah are enactable and should be enacted into law. When such laws would be brought before the National Assembly, the members of the National Assembly composed of Muslims and non-Muslims will have to take a decision. Here the Two-nation Theory was not adhered to by debarring non-Muslim members from taking any part in such, a decision. Now, Sir, here I submit that by these provisions jointness is established in the very Constitution. Then with, regard to the other matters take for instance the case of election of the President. The President is to be elected through the Electoral College composed of the members of the National Assembly and members of the provincial Assemblies of both the wings. Then they will have to vote together and elect one for the Presidentship. Here also the Two-nation Theory stands abandoned. Of course, there is a provision that none but a Muslim should be elected as the President. That is another matter. I will come to that later on if time permits.

The other provisions in the Constitution are to enable the members of the Provincial Assemblies and of the National Assembly to take such measures as will aim at establishing a Welfare State-a Socialistic State-as would do away with the disparity of wealth and all existing inequalities in the economic field that hamper the growth of the

nation. In enacting those provisions the Muslim and non-Muslim members of the Constituent Assembly took part. There was thus jointness of action of the members as equal citizens. Then for enacting legislations for working the Constitution in the National Assembly and in the Provincial Assemblies all members thereof will act conjointly and no question of a Muslim Nation or a non-Muslim Nation would ever arise. Sir. this being the position, there should be also jointness i.e., equality, with regard to the franchise that has to be exercised by the people of Pakistan. Now, Sir, what is this Electorate Issue? This Electorate issue is connected with franchise and how that franchise is to be exercised? Here the franchise we are considering is the right to elect members for the National Assembly or the Provincial Assemblies. Should we introduce the Two-nation Theory here in deciding the question of Electorate? One of my friends, who spoke in favour of the motion, said that there is mention of Minorities in the Constitution which is not to be found in any other onstitution and that indicates two nations. That, I think, is wrong. However, Sir, in the Constitution it has been provided that all Minorities and Majorities are equal citizens and all shall have equal rights. So the Minorities and the Majorities have been placed on the same footing. Now if there is equal right, then the Minority has got equal right to elect his representative. He has got equal right. How can you curtail his right? He has got equal right to elect anyone, anyone of the citizens, be he a non-Muslim or a Muslim. This is the very fundamental right in a Democratic Country and that is a right which is one of the human rights that have been declared by the United Nations. Now ne of my friends, I think it was Mr. Sinha referred to the declaration of human rights formulated by the United Nations Organisation of which Pakistan is also a member. Now that declaration was framed on the 10th of December, 1948 and Quaid-i-Azam made his memorable declaration in the Constituent Assembly while inaugurating the Assembly on the 11th August, 1947. Just after the creation of Pakistan, Pakistan became a member of the U.N.O. and the representatives of Pakistan were sent there. They went there as members of the Nation of Pakistani People and she was a party to this declaration. If you read the Preamble of this declaration and if you read the intention that was expressed while promulgating this declaration you will find what impelting necessity was felt for preparing the declaration and there was a perfect unanimity in framing the declaration. So far as this question is concerned the Pakistani Representative did not stress that Pakistan did stand on a different footing. It was not stressed that there were two nations in the country, and that the declaration No. 21, which relates to the question of franchise in a democratic country would not be possible to be applied.

Now, my friend, Mr. Sinha read some portion of the declaration. I shall read this declaration in full and that would give you an idea as to what this declaration is. Now, Article 21 says, "Everyone has the right to take part in the Government of his country directly or through freely chosen representatives. Everyone has the right of equal access to public service in the country. The will of the people shall be the basis of the authority of Government. This will be expressed in periodic and genuine elections which stall be on Universal and Equal Suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedure".

Now, Sir, I would draw your attention to the words "Universal" and "Equal". What do these two words "Universal" and "Equal" signify? "Universal" means that all people

should vote, of course, excluding minors, for obvious reasons. It comes to this then that all adult members of the people should vole and everyone should have equal right to vote. What is .the meaning of Equal? It is to be equal in extent and equal in value. Otherwise equality would not really be equality. Now if one territorial constituency is to elect its representative, every citizen thereof would try to select the best man possible and if he wants to select a person who does not belong to his faith he has got that right. How can you put a restriction on that right? If you do it you will destroy the totality of the citizens of the territory, from amongst whom a citizen is to elect his representative. Hindus to elect Hindus from particular area and Muslims of that area to elect Muslims would lead to create compartments and thereby destroy the equality which the underlying intention of the declaration. That will affect his fundamental right. Take for instance a simple case. Can you legislate that when there is illness of a member of a Muslim family he will have to call in only a Muslim doctor? To exercise his right of franchise he should elect the best man to represent his cause in the National or Provincial Assemblies. He would like to choose anyone from the territory from which he is to elect. He has equal right, and that equal right cannot be curtailed in anyway. What is the separate Electorate? It means that the Hindus should elect members for the Provincial or National Assembly only from the Hindus and Muslims should elect members for the Provincial Assembly and the National Assembly only from the Muslims. That would go against what has been stated in the United Nations declaration and it will be an infringement of this declaration. It is the natural right of a citizen that stands recognized in the declaration, which he should be allowed to exercise. Now, having regard to the provisions of the Constitution and having regard to what has been declared in the declaration of Human Rights by the United Nations this motion, I think, is really irrelevant being not in conformity both with our Constitution and the Declaration of Human Rights. The jointness is there and a citizen is to exercise his right, on the basis of the jointness of the right, whether he be a Muslim or a Hindu. That is the position. This motion has come before us in compliance with Article 145 as enacted in the Constitution. Let me give a brief history how it came to be nacted. I was a member of the Constituent Assembly and we the non-Muslim members fought tooth and nail that this question of Electorate should be there and then in the Constituent Assembly. My friends of the United Front who wanted to support us did not give us support although they were pledge bound to support us and our demand was for Joint Electorate with reservation of seat for the backward classes including the Scheduled Castes. But they could not agree. So this matter had to be postponed. My esteemed friends Mr. Abu Hossain Sarkar and Mr. Hashimuddin rang me up from here over the phone. My esteemed friend Mr. Datta, now the Health and Medical Minister, was also with them at Dacca, when I was rung up. They all said, "well do not try to have the matter decided in the Constituent Assembly. Bring it down to the Province and we shall give you Joint Electorate." Not only that, along with Mr. SarkaT, my esteemed friends Messrs. Ashrafuddin Choudhury and Abdus Salam Khan went to Karachi requested me to agree to the said proposal. But what do we see now today? I told them then that I anticipated trouble if we brought this matter to the Provincial Assembly, because in that case there would be commotion in the country, and communal hatred and communal frenzy will be roused, and that is what actually has happened today round about Dacca. Not only so, we are getting information of such happening from the districts also. You

have rightly said that Joint Electorate is natural and we say why there should be an exception made by accepting this exception. My friend Mr. Mujibur Rahman has rightly said that, everywhere there is jointness. He has very clearly and impressively shown 10 the House that there is jointness everywhere and that this motion, if accepted, would be inequitable. Now, Sir, what does the two-nation theory mean? When Quaid-i-Azam made his memorable declaration he took a realistic view of the whole situation. He was faced by the realities. Two-nation theory was propounded for getting the Indo-Pakistan continent partitioned in order to get Pakistan, for which he strenuously fought. But what Pakistan did he fight for? He fought for a Pakistan in which the population would be exclusively Muslims. There will be no minorities and really that was the original scheme. Therefore, along with this scheme there was the logical demand for exchange of population. Now, the date of Independence was fixed to August, 1948, but after the advent of Lord Mountbatten, as the Viceroy of India, the date was altered and independence came to us on the 14th August, 1947, by creating Pakistan and the demand for exchange of population was abandoned. This question of Pakistan and India was settled and it was settled in a manner by which in Pakistan there were not only Muslims, but also there were Hindus, Christians, Jains, Buddhists and many other backward classes. That is the Pakistan that was created. Quaid-i-Azam thought over this and in his very first inaugural address delivered in the Constituent Assembly he said, "After all we have got Pakistan. We wanted to avoid the Minorities but there are Minorities. What are we to do now the perceived that the two-nation theory was inapplicable as it was created. Therefore, lie exhorted the people to forget the past and bury the hatchet. "Do not raise religious cries in connection with political rights." He pointed out that in England there was now no Presbyterian, there was no Catholic although they fought for rights on religious grounds. They are now all British citizens. Similarly he asked the people to forget the past and remember that they are all one nation and he very significantly said that a time might come when there will be no Hindu and no Muslims; meaning that there would be one nation composed of all religious groups. Now, Sir, that inaugural speech of Quaid-i-Azam came to be scrutinized by eminent Judges, in connection with the Punjab disturbances and one of the Judges was the Chief Justice of the present Supreme Court of Pakistan, I mean Mr. Justice Munir. They said, "if we realised the real meaning of the utterances of Quaid-i-Azam in his inaugural speech we would find that it meant that he stressed the creation of one nation in Pakistan." He dreamt that all the people of the various religious groups would unite to form one nation to have one political life and that in that lay the overall welfare of the country, which would be hampered if religious differences art actuated even in regard to political rights. One nation composed of various religious groups merged together, working together for the amelioration of the condition of the people and to create a Pakistan of peace, prosperity and happiness, so that the country might lake its rightful place in the comity of Nations, was what he emphasised. But whal do we find now? That speech is now distorted and misinterpretation by reference to some of his previous statements in which he made mention of Two nations- non- Muslims and Muslims. The criteria for determining the nationality of the two nations are differences of dress, food, manners and language. But he did never say that these differences should make them politically to be two different nations. His idea was that religious faiths should be kept apait from political affairs of the country of Pakistan.

And if he mentioned two nations he really emphasised that Muslims might remain a nation by ordering their lives according to Quoran and Sunnah and by maintaining their distinctive manners and language and other things. Let them follow the Quoran, let them follow the Sunnah in the right way. No one of the other communities will obstruct them and even no objection will be there from anyside. Let the Hindus and the followers of other faiths also follow their religions in the rightway in order to order their life according to the tenets of their respective religions.

Therefore, Sir, so far as the political life of the people of Pakistan is concerned, from what I have shown, Two-nation Theory has vanished. To stick to that even now is to land us to an absurd position. We are not two nations in the United Nations. We are one Pakistani Nation there. As a member of the Commonwealth of Nations, we are also one Nation. But so far as the question of Electorate is concerned, we are to remain two nations and so, there cannot be Joint Electorate. What would be the effect of this? It would mean that we are to act as one nation when working the Constitution even for giving effect to all Islamic provisions and we are to be known as one nation to the outside world, but that at the base, we are to remain two nations on account of the differences in the faiths that different groups of us profess. This a position, besides affecting our prestige to the outside world, would be fruitful of many evils affecting our life at home. It would be accentuating religious difference to such an extent as will be detrimental to the very best interests of Pakistan by making the non-Muslims to remain a perpetual minority and a subordinate political entity. The people are to be welded into one nation and to merge together, work together for the upliftment of Pakistan. But, Sir, we feel that creation of such compartments, as Separate Electorate means, would tend to do would grievously hamper it.

Now, Sir, many of my friends have said many things by which they have imputed some motives to us. Of course, Sir, I can very well reply to those in the same way as they have done. But I submit that I will not do so. I submit, Sir, that the imputation of motives is the weakest part of an argument. I can hit back with a greater show of reasons. But I will not do that. Yet I would like to submit one matter which may supply a cue to the claim for Separate Electorate. Now, Sir, there is one Moulana-I mean Maulana Maududi who toured East Pakistan and preached for Separate Electorate. He said that Pakistan would be destroyed if Joint Electorate was accepted. He bas written a book in which he has given fantastic ideas. He had mentioned in the book that non-Muslims in Pakistan have no right to be placed in responsible positions and even women have no right to be so placed. If the women are to be given any right to be elected for legislatures then there should be a Separate Assembly for them so that in that Assembly they might discuss matlers which affect them. They might discuss also other matters and submit their decisions to the men's Assembly. There is another paragraph in which he has said that the Separate Electorate for minorities is the only thing, as by giving to them Separate Electorate, the minority will never be placed in a responsible position and the result will be that in order to get that right they will gradually become Muslims. That is the statement in the book. If any friend of mine wants to see that, I can show it. So, if you impute motive we can also say that, the claim for Separate Electorate is motivated by the same motive as that of Moulana Moududi. It is said that if Joint Electorate is given,

Pakistan will be destroyed. It is a fantastic idea without any valid ground. Sir, much abuses have been hurled on us, the Congressmen, in so vociferous a language as carries its own weakness. Sir, I have got to tell you. that we here believe that Pakistan was created on account of the demand of the Muslims, and the Congress of India stressed that there was one nation throughout India and for the unity. Congressmen opposed partition; but ultimately the Congress yielded and they agreed to the creation of Pakistan. If the Congress had not agreed, there would have been no Pakistan. They agreed and Pakistan was created. (Cries of "No, No. We fought out Pakistan."). Yes, you Ibught out Pakistan. That cannot be denied. So, we who have remained in Pakistan, feel it our moral duty to see that Pakistan should emerge as a country to take its rightful place in the Comity of Nations. And Sir, I feel in my heart of hearts that Pakistan was justified. When I took round, I find that the administration is being mainly manned and run by the Muslims. I feel that my Muslim brethren are really coming into their own. When I see there very many young men going about with a glow of great enthusiasm in their activities and even going abroad in large number for higher education, I feel that the creation of Pakistan was justified. Whether Pakistan is being managed in a good way or in a badway or in an indifferent way, that is quite another matter. But Pakistan has come and Pakistan will stay. Nobody can dispute that. It has been said that those who want Joint Electorate want to unite East Pakistan with West Bengal. I submit, Sir, that it is only mere imagination and fiction. There cannot be any union between West Bengal and East Bengal Pakistan that they so glibly talk about.

Now, Sir, in one of the debates in the Constituent Assembly when this was asserted by the then Prime Minister, Mr. Mohammad Ali of Bogra, my friend Mr. Bhupendra Datta said to Mr. Mohammad Ali, "You go to your elder brother (meaning Mr. Nehru) and make a present of Pakistan in a platter of gold and see what he does." So, that is the position. It is only misleading the people when they say that there is the intention of bringing about an annexation of East Pakistan with West Bengal. I say that, that is a fantastic idea.

Now Sir, with regard to the historical backgrounds, I referred to earlier I shall point out certain inaccuracies. It has been said that the Quaid-i-Azam always wanted Separate Electorate for Pakistan. It is not so. Sir, I had the privilege of associating myself with Quaid-i-Azam in the Indian Legislative Assembly from 1935 to 1937. At the time when he discussed the mailer in a convention on the Nehru Report on India's claim for self-Government in the Congress Session, 1928, I came to know his mind. He clearly said in some of his speeches, "I am not wedded to Separate Electorate." That was in 1927. Four years after that, after the formation of his well known 14-points, addressing the U.P. Conference at Allahabad on the 8th of August, 1931, just when the Constitutional proposals to be embodied in the Government of India Act of 1935 were being considered, he said, "The next question that arises is one of Separate Electorate versus Joint Electorate. I myself believe that if majority is conceded in the Punjab and Bengal. I would personally prefer a settlement on the basis of Joint Electorate." He added, "My position is that I would rather have a settlement even on the fooling of Separate

Electorate hoping and trusting that when we have our constitution, and both the Hindus and Muslims get rid of the distrust, suspicion and fear and when they gel their freedom, they would rise to the occasion and probably separate Electorate will go sooner than most of us thought." Now, Sir, in Pakistan Muslims and Hindus are not to get rid of the distrust, suspicion and fear are not to go, but are to be perpetuated by Separate Electorate.

Now, Sir, that is the position. Here the majority community are the Muslims. They were wanting Separate Electorate. That is a position which no one can understand. These are my submissions and I appeal to the House to consider this matter dispassionately and come to their considered decision in a calm way on the question whether Separate Electorate is to be the desideratum in the present context of things.

Mr. MOHIUDDIN AHMEDP: Mr. Speaker, Sir, যুক্ত নির্বাচন ও পৃথক নির্বাচন লইয়া পাকিস্থানের রাজনীতিতে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে। এই জটিল ও বিতর্কমূলক বিসয়টাকে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃ রাজকঃনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করিতে হইবে তারা গোড়াতেই বলিয়া রাখা দরকার যুক্ত নির্বাচন অথবা পৃথক নির্বাচন এই প্রশ্নটি কতিপয় বুদ্ধজীবীর মস্তিষ্কপ্রসূত এককদিনের একটি ঘটনা নহে, অথবা উহাকে খেয়ালীর খেয়াল বলিয়াও আখ্যা দেওয়া চলে না পাকিস্তান লাভের পর পাকিস্তানে;বিশেষ করিয়া পূর্বাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের মুক্তি সাধনার যে কঠোর সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছেল, সেই কঠোর সংগ্রামের স্বাভাবকি নিয়মেও প্রয়োজনের তাগিদে এই বিতর্ক বীজ জন্ম দিয়াছে । পাকিস্থানঃলাভের সাথে সাথে নির্বচন পদ্ধতির প্রসঙ্গটি কাহাকেও তত ভাবাইয়া তুলিতে পারে নাই । তাহার কারণ ছিকল এই যে; পাকিস্তানে অগণতান্ত্রিক রাজনীতির বিজয় পতাকা মুসলিম লীগ বহুদিন পর্যন্ত নির্বিঘ্নে উড়াইতে পারিয়াছিল । কিন্তু দীর্ঘ্ নয় বচরে পাকিস্তানের জনঘণ হতাশা, দু:খ লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের ভিতর দিয়া অনেক শিখিয়াছে। জনগণের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। জনগণ গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করিতেও শিখিয়াছে। জনগণের চিন্তার এই বিকাশ প্রতিফলিত হইয়াচে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে, ইতিমধ্যে পাকিস্থানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওামী লীগ তাহার দ্বার জাতি ধর্ম বির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছে।অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান Repubican party, আজাদ পাকিস্থান পার্টি, গণতন্ত্রীদলের জন্ম হইয়াছে। এইঃঅসাম্প্রদায়িক কারণের ধারা কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকে নাই ছাত্র ও যুব পতিষ্ঠানের মধ্যেও দেখা দিয়াছে। যবলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রীসংসদ অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্যতম বৃহত্তম ছাত্র প্রতিস্ঠান ছাত্রলীগকেও অসাম্প্রদায়িক করা হইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান এই উভয় অঞ্চলের পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে অম্প্রদায়িক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। পূর্ব পাকিস্থানের সরকার বিরোধী দলসমূহের কোয়ালিককশন গঠনে যুক্ত নির্বাচন গ্রগণ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। পাকিস্থানের জাতীয় পতাকা নির্বাচনের সময় পতাকার চার অংশের এক অংশ সাদা রং এ রঞ্জিত করিয়া শাসকবর্গ এই সাম্প্রদায়িককতার সমাধান চাহিয়াছিলেন । সুতরাং যুক্ত নির্বচন প্রশ্নটি নিছক একটি পরিষদ ভবনের বিতকের্কর পরিণতি বলিলে ভুল হইবে। পাকিস্থনের জনগণেৰ্ওক্যের সূচনা এই যুক্ত নির্বাচন। এই দীর্ঘ নয় বৎসরের সংগ্রামের অভিজ্ঞতলদ্ধ জনগণের যাত্রাপথে ইহা একটি শুব ইঙ্গিত। পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ সমাজ জীবনের ইহা এক নব অধ্যায়।

পৃথক নির্বাচন যে সমস্ত দল সমর্থন করিয়াছে, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ; জামাতে ইসলাম, জামায়তে ইসলাম প্রভৃতি দল তাহাদের অন্যতম। ইহা ছাড়াও কতিপয় গ্রুপ ও ব্যাক্তি পৃথক নির্বাচনের প্রতি সমর্থন জানাইয়াছেন। অসংখ্য পুস্তিকা ও যুক্তির জাল দ্বারা পৃথক র্বিাচনের সমর্থনে জনমত সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পৃথক নির্বাচনের সমর্থকদের প্রধান যুক্তি এই যে, পাকিস্তান লাভের পিছনে যে দুই জাতিততত্ব ছিল, পৃথক নির্বচন মনিয়া না লইলে, এই জাততত্ত্ব ধ্বংস হইয়া পাকিস্থান লাভের মূল উদ্দেশ্যের ভিত্তির উপর আঘাত হানিবে। অর্থাৎ পাকিস্থানের হিন্দু ও মুসলমান, এদের পাকিস্থানের দুইটি জাতি হিসেবে বিভক্ত করিয়া

না রাখিলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বজায় থাকিবে না। ''পাকিস্তান লাভের জন্য তাহা হইল আমাদের সংগ্রাম করা বৃথা হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান যদি এক জাত হিসাবে পরিগণিত হয়, তাহা হইল অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান এক হইয়া যাইবে'' ইত্যাদি। এইখানেই তাহারা ক্ষান্ত হন নাই, ইতিমধ্যে তাহারা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ''যুক্ত নির্বাচনের সমর্থকরা বাহিরে স্বার্থেই রাষ্ট্রের এই শত্রুতা করিতেছে- ইসলামকে বিপন্ন করিতেছে''। ইহাই পৃথক নির্বাচনের সমর্থকদের সবচয়ে ''মূল্যবান'' বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। ইহা ছাড়া অন্যান্য যে, যুক্তি তাহারা দিয়া থাকেন সেগুলো হইতেছে ''মুসলমানরা বোকা; সুতরাং হিন্দুরা সংখ্যায় অল্প হইলেও যেহেতু তাহারা বুদ্ধিমান, সেহেতু মুসলমানদের নির্বাচনে জয়লাভ করার কোনই আশা নাই। মুসলমানদের উপর ইসলামের রক্ষকদের কি অপূর্ব শ্রদ্ধা! পৃথক নির্বাচনের সমর্থকগণ তাদের দাবীর সমর্থনে যে সমস্ত যে যুক্তি দিয়া থাকেন, তাহা মোটামুটিরভাবে এরূপ। এখন আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে তাহাদের দাবীগুলো পূরণ করা হইলে পাকিস্তানের মঙ্গল হইবে কিনা।

যুক্ত নির্বাচনের সমর্থকদের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোপ ও সন্দেহ সৃষ্টি করার আয়োজন চলিতেছে, তাহা নিছক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার প্রয়াস ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। একথা সত্য যে পাকিস্তান লাভের পিছনে কায়েদে আযম জিন্নাহর দুই জাতিতত্ত্ব কাজ করিয়াছে। কিন্তু পাকিস্তান লাভের পিছনে উহাই সব নহে। পাসিত্মান লাভের পর কায়েদে আযম জিন্নাহও দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে, ''আজ আর হিন্দু , হিন্দু নহে; মুসলমান; মুসলমান নহে, সকলে মিলিয়াই আজ আমরা পাকিস্তানী।'' বাস্তব দ্রষ্টা, কায়েদে আযম জিন্নাহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সাম্প্রদায়িকতার অবসান না হইলে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। দীর্ঘ দুই শত বৎসরের সাম্রাজ্যবাদী শোষণে জনগণের জীবনে যে চরম সংকটের সৃষ্টি হইয়াছিল, জনগণ সেই সংকট হইতেই মুক্তি চাহিয়াছিল। এবং জনগণের এই মুক্তির আকাঙ্খাই জনগণকে পাকিস্তান লাভের প্রেরণা যোগাইয়াছে। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগও খাদ্য সমস্যা, জমিদারী প্রথা, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতি জনসমস্যার মূল দাবীগুলিকে উত্থাপন করিতে হইয়াছিল। জনগণ ইহাই বিশ্বাস করিয়াছিল মুসলিম লীগ আজ পর্যন্ত দুই জাতিতত্ত্বকে প্রচার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু জনগণ মুসলিম লীগকে তবুও নির্মূল করিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, মুসলিম লীগ জনগণের মূল সমস্যার কোনই সমাধান করে নাই। ইহা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জনগণের সমস্যার সমাধান হইবে পাকিস্তান লাভের পিছনে জনগণের এই বিশ্বাস কাজ করিয়াছে। এই বিশ্বাসর তাৎপর্য লীগ নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করিয়াছিলেন, তাই জনগণের মুক্তি এই তীব্র আকাঙক্ষা অদূর ভবিষৎতে শোষক নেতৃত্বের শোষণ যন্ত্রকে নির্মূল করিবার পথে পরিচালিত হইতে পারে সেই আশংকা ''মুসলিম জমিদার,'' হিন্দু জমিদার'' মুসলিম শোষক'' হিন্দু শোষক'' মুসলিম অত্যাচারী, হিন্দু অত্যাচারী'' প্রভৃতি শ্লোগান দ্বারা জনগণকে বিভেদ, বিভ্রান্তি ও সাম্প্রদায়িতকার পথে পরিচালিত করিয়া লোক দেখানো ধর্মের কর্মে নিজ স্বার্থকে বজায় রাখার প্রয়াস পাইয়াছে।

পাকিস্তান লাভের পরে দুই জাতিতত্ত্ব দ্বারা পাকিস্তানের জনগণকে দুইটি ভিন্ন জাতিতে পরিণত করা এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উহাকে রূপদান করার প্রয়াস পাকিস্তানকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। দুই জাতিতত্ত্ব পাকিস্তান লাভের মূল দাবী হইলে পাকিস্তান লাভের সাথেই সাথেই সেই দাবী পূরণ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। নতুবা হিন্দু ও মুসলমানকে যদি পাকিস্তানের ভিতর দুইটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে পরিগণিত করা হয় তাহা হইলে দুই জাতিতত্ত্বের পন্ডিতবর্গের সামনে মাত্র একটি পথই খোলা থাকিবে। সেইটি হইতেছে , এই ''হিন্দু জাতির'' জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানে একটি অংশকে ছাড়িয়া দেওয়া, হিন্দুরা এই ''ইসলামের রক্ষকদের''নিকট ন্যায়তঃ ও যুক্তসঙ্গতভাবে দুই জাতিতত্ত্বে ভিত্তিতে তাহাদের আবাসভহমি দাবী করিতে পারে। এর পরিণতি, পাকিস্তান খন্ড-বিখন্ড হওয়া ও পাকিস্তারে বিলুপ্তি। যুক্তি নির্বাচনে সমর্থনকারীদের যাহারা পাকিস্তানের শত্রুআখ্যা দিয়া নিজেদের দুই জাতিতত্ত্বকে পেশ করিবার ভূমিকা সৃষ্টি করিতেছে, তাহাদের দাবী পূরণ করিতে হইলে পাকিস্তানের অস্তিত্বকে বিপন্ন না করিয়া উপায় নাই।

এইসব পন্ডিতদের বিজ্ঞোচিত তত্ত্বের এই ভয়াবহ পরিণতি ও যুক্তি অসারতা আজ জনসাধারণের নিকট ধরা পরিয়াছে। সুতরাং জাতি বাদ দিয়া হিন্দুদিগকে সংখ্যালঘু প্রভৃতি আখ্যা দিয়া নিজেদের মুখ বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং এই সকল সংখ্যালঘুকে রক্ষাকবচ দেওয়ার নামে পৃথক নির্বাচনের ওকালতি করিতেছেন। সংখ্যালঘুদের অবশ্যই রক্ষাকবচ দিতে হইবে, ইহা পৃথিবীর সর্বত্রই স্বীকৃত হইয়াছে। একটি রাষ্ট্রে এমন কয়েকটি গোষ্ঠী থাকিতে পারে, যাহারা বিভিন্ন কারণে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিকাশের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া রাষ্ট্রের উন্নত নাগরিক হিসাবে নিজেদের গড়িয়া তোলার সুযোগ পায় নাই। এই ক্ষেত্রে তাহাদের ঐ সমস্ত সুযোগদানের জন্য রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রে তদুপযোগী বিধান সন্নিবেশিত করিয়া মনগড়া বিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই রক্ষাকবচদিতে হইবে, ইহা যেমন হাস্যোদ্দীপক, তেমনি কৌতুকপূর্ণ। অন্যদিকে রক্ষাকবচ অর্থ পৃথক নির্বাচনে, এই উদ্ভট যক্তি তাহারা কোথায় খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তাহা তাহারাই বলিতে পারেন। যাহাদিগকে একবার ''জাতি'' বলা হইতেছে, মুখের এক কথায় আবার তাহাদিগকে '' সংখ্যালঘু'' বানান হইতেছে। ইহার কারণ ''জাতি'' ''সংখ্যালঘু'' রক্ষাকবচ'' ও ''পৃথক নির্বাচন'' প্রভৃতি সামঞ্জস্যহীন যুক্তির অবতারণা করিয়া নিজেদের মুখ বাচাঁনোর ছাড়াতাদের আর গত্যন্তর নাই।

সংখ্যালঘুদের জন্য নিরাপত্তা রক্ষাকবচ ব্যবস্থাকে সংখ্যালঘুদের মতামত নিয়াই কায়েক করা উটিত এবং কি ধরনের রক্ষাকবচদরকার, তাহাও তাদের মতামতের উপর নির্ভর করিতে হইতে। সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচ তাদের মতের বিরুদ্ধে চাপাইয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। পাকিস্তানে এই '' সংখ্যালঘুরা'' তাদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের মারফতে যুক্ত নির্বাচনে স্বপক্ষে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। তবুও তাহাদিকে পৃথক নির্বাচনের রক্ষাকবচ নিতেই হইবে'' এই মনোভাব পরিহার করা উচিত।

কায়েমী স্বার্থের সাম্প্রদায়িতকা বিদ্বেষকে কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় নাই, ইহার বিষক্রিয়াকে সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে চালানো হইয়াছে। এই সেইদিনও পাঞ্জাবের কাদিয়ানী-আহ্‌রার পৈশাচিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হইয়াছে। পাঞ্জাবী-বাঙ্গালী বিদ্বেষ আদমজী পাটকলের দাঙ্গায় নিরীহ শ্রমিকদের রক্ত বহিয়াছে। শিয়াদের ইমামতিতে সুন্নীরা নামাজ পড়িতে রাজী নহে। খোঁজ করিলে যেখানে বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যেই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে এই ''পৃথক নির্বাচনের রক্ষাকবচের'' ব্যবস্থা কোথায় গিয়া শেষ হইবে তাহা চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। এই পৃথক নির্বাচনের রক্ষাকবচ পরিণামের এমন অবস্থার সৃষ্টি করিবে যে অদূরভবিষৎতে নিজের দেওয়া ছাড়া অন্যকে ভোট দেওয়ার আর উপায় থাকিবে না।

সাম্প্রদায়িকতার সীমা নাই। এই বিদ্বেষ বর্তমান সমাজব্যবস্থারই একটি অভিশাপ, সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে তাগিদে এই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয় নাই। ইহা কতিপয় মানুষের স্বার্থের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাই পৃথক নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের প্রয়োজনে না লাগিলেও তাহাদের রক্ষাকবচের নামে তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়ার এত আড়ম্বর ।

এই রক্ষাকবচ দেওয়ার কথা তুলিয়া সংখ্যালঘ দের রক্ষাকবচের নামে পৃথক নির্বাচনের দাবীকে খর্ব করার চেষ্টা করা হইয়াছে বলিলে ভুল করা হইবে। অতীতে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভিতর দিয়া হিন্দু মুসলমানদের ভিতর বিভেদের ''বাস্তবতার '' জিগীর তুলিয়া যাহারা পৃথক নির্বাচনের যৌক্তিকতা দাঁড় করাইয়াছেন, তাহাদের মনে রাখা উচিত যে, মুসলমানে মুসলমানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাহাদের চাইতেও মর্মান্তিক রক্ত ক্ষয় হইয়াছে৷ সাম্প্রদায়িকতা মানুষের ভিতরে একটি বিদ্বেষভাব ছাড়া আর কিছুই নহে।

ইহার অবসান, এই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়া হইতে পারে না। ইহার অবসান হইতে পারে মানুষের মহা মিলনের পথে।

ইহা সত্য যে, সাম্প্রদায়িকততা পাকিস্থানের গণজীবনে একটি সমস্যা হইয়াই রহিয়াছে। উহার অবসানের সর্বরকমের আয়োজন করিতে হইবে । কিন্তু পৃথক নির্বাচন দ্বারা এই সমস্যাকে কিছুতেই দূর করা সম্ভব নহে। উহা দ্বারা এই সাম্প্রদয়িকতাকে উস্কানিই দেওয়া হইবে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ বপনে অতী উৎসাহী প্রচারকের এই পৃথক নির্বাচনের অভিযানে যাঁহাদিগকে বিভ্রান্তির ফাঁদে ফেলিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদের এই অসীম সর্বনাশা পরিণতি সম্বন্ধে ভাবিয়া উহার অবসান করা যায় না । রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিক্ষেত্রে কি সামাজিক, কি অর্থনৈতিক, কি রাজনৈতিক, সকল সম্প্রদায়ের সকল সম্প্রদায়ের সকল ধর্মের সকলের অবাধ অধিকার এই মহান প্রীতির দ্বার উন্মুক্ত করিতে পারে।

পৃথকভাবে নির্বাচিত হওয়ার পরে পরিষদের সদস্যরা যে কোন আইন পাশ করাইতে যুক্তভাবেই ভোট দিতে পারেন। অন্যদিকে সুপারীর ট্যাক্য হ্রাস, পাটের মূল্য বৃদ্ধি, রেশন ব্যবস্থা, খাজনা হ্রাস, সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল প্রভৃতি জনহিতকর আইনগুলি গৃহীত হইলে কেবলমাত্র একটি সম্প্রদায়েরই উপকার হয় না, প্রত্যেকটি পাকিস্তানী উহার দ্বারা উপকৃত হয় । ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে কোন সদস্যই যে কোন আইনের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে ইচ্ছামত নিজ ভোট দিতে পারেন। ধর্মীয় কূটতর্কের মীমাংসার জন্য রক্ষাকবচ নামে পৃথক নির্বাচনের জন্য ব্যবস্থা নাই, অথবা মন্ত্রী হওয়ার বেলায় এই সংখ্যালঘু সদস্যদের ভোটকে বর্জন করা হয় না। অথচ জনগণ সম্মিলিত ও যুক্তভাবে ভোট দিয়া নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারিবেন না, এই যুক্তি সম্পূর্ণ অচল ।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য গুলি যন্ত্র রহিয়াছে: তাহার কোথাও পৃথক নির্বাচন নাই। ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড: জিলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যকালিটি: পার্লামেন্ট প্রভৃতিতে যুক্ত নির্বাচন চালু রহিয়াছে। নেজামে ইসলামের সভাপতি ও পৃথক নির্বচনের অন্যতম নেতা মাওলানা আতাহার আলী এই যুক্ত নির্বাচনেই জাতীয় পষিদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ গিবনের সভাপতিত্বে তাহারা ইসলামী শাসনতন্ত্র পাশ করাইয়াছেন। হিন্দু মুসলমান সকল সদস্যের ভোটে জনাব ইস্কান্দার মীর্জা ''সদরে রিয়াসত'' প্রেসিডেনট নির্বাচিত হইয়াছেন বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রীসভায় যেখানে নেজামে ইসকলামের জনাব আশরাফউদ্দীন চৌধুরী মন্ত্রী চিলেন, সেইখানে তিনজন হিন্দু মন্ত্রী মন্ত্রীদের সমান অধিকার লইয়া বিরাজ করিয়াছেন,। মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তে এই হিন্দু মন্ত্রীদিগকে ভোট দিতে দেওয়া হয় নাই , এইরুপ খবর আজ পর্যন্ত আমরা পাই নাই। শাসক শ্রেণী ভালোভাবেই জানেন যে; রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য মিলিত হইয়া কাজ করা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। তাই মুখে বিভেদের বাণী যতই প্রচার করুক না কেন, উহা কেবল জনসাধারণের বেলায়।

পাকিস্তানের সর্বত্রই যেখানে আজ যুক্ত নির্বাচন চালু রহিয়াছে, সেখানে জনগণকে সেই যুক্ত নির্বাচনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ। পাকিস্তান লাভের সাথে সাথে জনগণকে তখনকার শাসকগোষ্ঠী শিক্ষা দিয়াছেন যে, এদেশের জনগণ দুই জাতি-হিন্দু আর মুসলিম। একটি অত্যাচারী আর একটি অত্যাচারিত, এরা কোনদিনই এক হইতে পারে না। এই প্রচার জনগনের মনে সামকিয় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকিলেও তাহাদের শোষকদের চিনাইয়াছে। ট্যাক্রের জ্বালায় আর অনাহারে যাহারা মরিতেছে গুলী, জেলখানা যাহাদের মুখের ভাসা কারিয়া নিতেছে, দূর্গাপুরে যাহাদের বুকের রক্তে মাটি লাল হইয়াছে তাহারা সর্বহারা পাকিস্তানী। ব্যথা, দুঃখ আর সংগ্রাম সাধারণ মানুষের মধ্যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লৌহদৃড় ঐক্য গড়িয়া তুলিয়া এই ঐক্য তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা জনগণকে প্রতারিত করিয়াছে, যাহারা জনগণকে অনাহারে মারিয়াছে, সোনার পাকিস্তানি যাহারা সর্বনাশ করিয়াছে সাধারণ মানুষের ঐক্য ধ্বংস করিয়া মানসে পৃথক নির্বাচনের নামে একটি অবাস্তব কল্পিত সমসর দিকে ধাবিত করার জন্যই শাসক শ্রেণীর এত উদ্যোগ আর আয়োজন। মাত্র নয় বৎসরের নূত জাতির পক্ষে এতবড় সাম্প্রদায়িক কলুষতার বিরুদ্ধে এত অল্প

সময়ের মধ্যে রুখিয়া দাঁড়ানো অসাধারণ মনে হইলেও পাকিস্থানের জনগণ আজ সাফল্যের সহিত সেই অসাধারণ কাজ করিতে পারিয়াছে ।

জনগণের এই বিরাট ঐক্যকে শোষক শ্রেণী ও তাহাদের তাঁবেদারেরা ভীতির চক্ষে দেখিতেছে।পৃথক নির্বাচনের সমর্থনকারীদের যুক্তির অসারতা ও অসামঞ্জস্যতা সত্বেও কেন তাহারা তাহাদের দাবীর সমর্থনে অজস্র অর্থ ও জনবল ব্যয় করিতেছে তাহা আজ ভাবিবার সময় আসিয়াছে। শোষকযন্ত্রকে নিরস্কুশভাবে পরিচালিত করার উপযোগী ক্ষেএ সৃষ্টি করিতে সর্বপ্রথম দরকার মেহনতী জনতার ভিতরে ঐক্যকে নষ্ট করিয়া দেওয়া ।এই ঐক্যকে ধবংস করিতে হইলে প্রয়োজন মেহনতী জনতার ভিতরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা এবং সেই বিভ্রান্তি র ফাটল পথে অত্যাচারীর আসন কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এই বিভ্রান্তি ও বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য শোষক গোষ্ঠীর হাতে যতগুলি অস্র্ রহিয়াছে সাম্প্রদায়িকতা তাহাদের মধ্যে অন্যতম ।কিন্তু গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার কৃষক কারখানা মজুর পাকিস্থানের অসংখ্য অত্যাচারিত নরনারী যদি এই ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকত কে দূর করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে মেহনতী জনতার বিরাট ঐক্য শোষক শ্রেণীর সকল শোষণ যন্ত্রকে নিমূল করিয়া দিবে।ইতিহাসের নির্ধারিত গতিকে কেহই রোধ করিতে পারে নাই।জনতা তাহার নির্ধারিত্ঐক্যের পথকে বাছিয়া নিয়াছে।জনগণ গতিপথের প্রতিটি বাধা তাহারা অতিক্রম করিবেই।

সর্বশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।যুক্ত নির্বাচনের সমর্থনের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার কিছু কিছু জের রহিয়া গিয়াছে, তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা দরকার।কেহ কেহ যুক্তি দিয়া থাকেন যে,যদি যুক্ত নির্বাচন হয়,তবে হিন্দুদের বর্তমানে বিশেষ সুবিধাজনক ভূমিকা থাকিবে না ।এমনকি সব কয়টি আসনই মুসলিম নির্বাচন প্রার্থীগণ দখল করিতে পারিবে,এই ধরনের যুক্তি দিতে যাওয়া ভুল এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর।একই ভুল হইতেছে সংরক্ষিত আসনসহ যুক্ত নির্বাচন দাবী।গণতান্ত্রিক জনতা এবং তাহাদের প্রতিনিধিদের উপরই ভার দেওয়া্উচিত,যাহাতে সকল স্তর হইতে জনতার নিজস্ব লোক পরিষদে প্রেরিত হইতে পারে।

(Nothing was audible due to the continuous thumping of tables by the opposition.)

Mr. SHEIKH MUJIBUR RAHMAN: Sir, I beg to move that the question be now put:

The question that the question be now put, was put and agreed to.

The question that the East Pakistan Assembly is of the views that elections to the National Assembly and Provincial Assemblies shall be held on the principle of Separate Electorate was then put and negatived.

Mr. ATAUR RAHMAN KHAN: Sir, I beg to move that the East Pakistan Provincial Assembly is of the view that election to the National Assembly and Provincial Assemblies should be held on the principle of Joint Electorate.

The question that the East Pakistan Provincial Assembly is of the view that election to the National Assembly and Provincial Assemblies should be held on the principle of Joint Electorate, was then put and a division called.

Mr. PRAVAS CHANDRA LAHIRY: Sir, I express my desire.

Mr. SPEAKER: Not now. You will do so after the voting is closed.*(Thumping of desks was continuing)*

AYES-159

Ahmed, Abul Mansur
Ahmed, Aftabuddin
Ahmed, Dabiniddin
Ahmed, Jasimuddin
Ahmed, Khawja
Ahmed, Mafiz Uddin
Ahmed, Maizuddin
Ahmed, Md. Muzafar
Ahmed, Mohammed Ashabuddin
Ahmed. Mohiuddin
Ahjned, Momtaz
"Ahmed, Rahimuddin
/ Ahmed, Haji Ramizuddin
Ahammad, Raisuddin
Ahmed, Serajuddin
Ahmed, Syed
Ahmed, Taj uddin
Ahammad, Zamiruddin
Ali Abu Md. Younus
Ali, Dewan Mahboob
Ali, G.M. Okalai
Ali, Mahmud
Ali, Mohammad Munsoor
Ali, M. Korban
Ali, Syed Akbar
Awal, Abdul
Bala, Gour Chandra
Banu, Selina
Barman, Abhoy Chandra
Barman, Canteswar
Begum, Amena
Begum, Bad run Nessa
Begum, Toftunnessa
Bhattacharjee, Munindra Nath
Bhuiya, Aftabuddin
Biswas, Kshitish Chandra
Chakravarty, Trailokya Nath
Chatterjee, Bejoy Bhusan
Choudhury, Abdul Hamid
Choudhury, Abdul Wazed
Choudhury, Akbar Ali Khan
Choudhury, Aminul Huq
Choudhury, Habibur Rahman
Choudhury, Khoda Baksh
Choudhury, Mohammad Harunur Rashid
(alias Khushu Mia)
Choudhury, Dr. Nuruzzaman
Choudhury, Prafulla
Choudhury, Sakhawatul Ambia.
Choudhury, Tohur Ahmed
Choudhury, Zahur Ahmed
Danish, Haji Md
Das, Basanta Kumar
Das, Braja Madhab
Das, Debendra Nath
Das, Gour Kishore
Das, Radha Madhab
Das, Sanjiban Chandra
Das, Choudhury Kali Prasanna
Das . Gopta, Sures Chandra
Dastidar, Purnendu
Datta, Bhupendra Kumar
Datta, Dhirendra Nath
Datta, Ramesh Chandra
Datta, Sudhanshu Bimal
De, Pulin Behari
Deb Roy, Jogendra Chandra
Dhar, Monoranjan
Ghose, Debendra Nath

Gomes, Peter Paul
Hafez, Mirza Gholam
Hussain, Abul Khair Rafiqul
Hossain, Altaf
Hossain, Khairat
Hussain, Maqbul
Hussain, Md. Moazzam
Hussain, Syed Altaf
Hossain, Syed Sharfuddin
Huq, Farmuzul
Haque, Fazle
Huq, Serajul
Hoq, Shamsul (Dacca)
Huq, Dr. Zikrul
Islam, Azharut
Islam. Iqbal Anwarul
Jaladas, Satish Chandra
Jaiil, A. F. M. Abdul
Joardar, Ohid Hossain
Kanchu Uddin
Karim, Abdul (Patuakliali)
Kazi, Rokonuddin Ahmed
Khoddar, Abdul Jabbar
Khaleque, Mohammad Abdul
Khan, Abdul Ghani
Khan, Abdur Rahman
Khan, Achmat Ali
Khan, Ahmed Ali
Khan, Aktaruzzaman
Khan, Ataur Rahman
Khan, Faizur Rahman
Khan, Haiem Ali
Khan, Yar Mohammad
Khandakar, A. Hamid
Khandakar, Azizur Rahman
Khatun, Meherun Nessa
Khoda Baksha
Khondker, Abul Quasem
Lakitullah, S. W.
Majumder, Muhammad Abdul Hamid
Majumder, Phani
Majumder. Sarat Chandra
Miah. Abdul Avval
Miah, Abdul Hakim
Miah, Azizul Haque
Mia, Mohammad Toaha
Mitra, Khetra Nath
Mohiuddin, Dewan
Molla. Abul Kalam Azad
Molla, Moslem Ali
Mandal, Rasaraj
Mondal, Sural Ali
Mallik, Hyder Ali
Quamaruzzaman
Quazi, Kafiluddin Ahmed
Rahman, Ataur
Rahman, Azizur
Rahman, Mojibar (Rajshahi)
Rahman, Mashihur
Rahman, Mohammad Abdur
Rahman, Hafez Mohammad Habibur.
Rahim, Zillur
Rashid, Md. Abdur
Roy, Amorendra Nath
Roy, Bejoy Chandra
Roy, Bibhuti Bhusan
Roy, Dhananjoy
Roy, Durga Mohan
Roy, Prasun Kanti
Roy, Rai Chandra
Roy Choudhury, Gazendra Nath
Saha, Dhirendra Nath

Saha, Sudhansu Sekliar
Samad, Abdus
Samad, Mahibus
Santal, Jiban
Sarkar, Abdur Rashid
Sarkar, Nil Kamal
Sarkar, Rajendra Nath
Sen, Pran Kumar
Sen Gupta, Purnen Kishore
Sen Gupta Nellie
Serajuddin
Shaikh, Abdul Aziz
Shaikh, Mujibar Rahman
Singha, Bhabesh Chandra
Sutar, Chitta Ranjan
Talukdar, Md. Ismail
Talukdar, Nagendra Nath
Tarkabagish, Moulana Abdur Rashid
Waliullah, M.

NOES—I

Bhuya, Islam

The Ayes being 159, and Noes 1, the question was agreed to.

(The Opposition Party Members did not participate in the voting.)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা	সম্মেলন কমিটি পুস্তিকা	২৫-২৬ জুলাই, ১৯৫৭

পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ!

আপনারা অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনে সমবেত হইয়াছেন। সম্মেলনকে সফল করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আপনারা সকল প্রকার অসুবিধা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। আপনাদের সকলের প্রতি তাই আমার গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানই।

বন্ধুগণ!

দশ বছর পূর্বে আমরা পাকিস্তান অর্জন করিয়াছি। সংগ্রামের দিনগুলি ছিল আমাদের স্বপ্নে ও কল্পনায় ভরপুর। আমরা পাকিস্তানে এক সোনার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলাম। আমরা কল্পনা করিয়াছিলাম সুখী সমৃদ্ধ একটি দেশ। আমরা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম ত্যাগ ও সাধনার ঐশ্বর্য্যে মহিমান্বিত একটি জাগ্রত জাতি। সে জাতি বিশ্বে অধিকার করিবে এই গৌরবময় আসন।

কিন্তু দশ বছরের স্বপ্ন আমাদের ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। দেশবাসীর কল্পনার সৌধ আজ বিধ্বস্ত। অমানিশার অন্ধকারে নিমজ্জিত ও দিকভ্রান্ত জাতি আজ পথের সন্ধান চায়, সন্ধান চায় মুক্তির।

সে পথ নির্দেশের পবিত্র দায়িত্ব আজ আপনাদের সকলের উপর। সুদূর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে শুরু করিয়া চট্রগ্রামের কক্সবজার পর্যন্ত আমাদের দেশের সকল মানুষ আপনাদের উপর সে মহান দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে। দেশের আহবানে আপনারা সাড়া দিয়াছেন। পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক জীবনধারাকে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য আপনারা যে দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দিয়াছেন সেজন্য আবার আপনাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধ্যনবাদ।

বন্ধুগণ!

স্বাধীনতার মর্মকথা সকল দেশে ও সকল কালে প্রায় এক। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের অবসান, আর্থিক দুর্গতির নিরসন এবং মানুষের সংস্কৃতি ও মননশীলতার উন্নতি ও ব্যাপ্তিই স্বাধীনতার প্রাণকথা। মানুষের জীবন হইতে এই বস্ত দুইটিকে বাদ দিলে মানুষে-পশুতে ব্যবধান তাকে না। তাই মানুষ তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রেরণায় যুগে যুগে আত্মহুতি দিয়াছে: নিজের জানমাল কোরবানী করিয়াছে। এমন একটি গুণে গুণান্বিত বলিয়াই বিশ্ব স্রষ্টা পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা মানুষকে বলিয়াছেন- আশরাফুল মখলুকাত। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ সকল যুগেই নিজদের ভোগলালসা চরিতার্থ করার জন্য মানুষকে গোলাম বানাইয়া স্রষ্টার ‘আশরাফা’কে ‘আতরাফে’ পরিণত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে, কিন্তু এই অস্বাভাবিক বিভেদ মানুষ কোন কালেও মানিয়া লয় নাই। এ জন্যই যুগে যুগে মানুষ করিয়াছে বিদ্রোহ। দেশে দেশে স্বাধীনতা আন্দোল ও গণ-অভ্যুত্থান সেই বিদ্রোহেরই অপর নাম।

নিপীড়িত মানুষের ইজ্জত ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই তো সেদিন আমার রসুল আরব মরুভূমির বুকে আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন তাঁহার সংগ্রাম ছিল জালেম কোরেশদের বিরুদ্ধে। আরবের মানুষকে কৃতদাসে পরিণত করিয়া কোরেশরা জাজিরাতুল আরবে নির্যাতন-নিপীড়ন ও দুর্নীতির এক বিভীষিকা কায়েম করে।

রাসুলুল্লাহ আবির্ভাব না ঘটিলে সেখানকার ইতিহাস হয়তো মানব ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায় হইয়া থাকিত।

আরবের নিপীড়িত মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা আজও সম্ভবপর হয় নাই, সত্য কথা, কিন্তু রসুলুল্লাহ প্রদর্শিত মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামও তাদের থামে নাই। দেশী ও বিদেশী জালেমদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে জাজিরাতুল আরবের মজলুম জনসাধারণ সংগ্রাম করিতেছে। তাদের পশ্চাতে আছে সারা পৃথিবীর মজলুম জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও নৈতিক সমর্থন।

বন্ধুগণ!

পাক-ভারতের আজাদীর সংগ্রামের ইতিহাস অন্য দেশের সংগ্রামের ইতিহাস হইতে ভিন্ন নয়। যেদিন হইতে বিদেশী শক্তি ভারতে তাদের রাজত্ব কায়েম করে সেদিন হইতেই সেই বিদেশী শক্তির নির্যাতনের যূপকাষ্ঠে প্রাণ দিল ভারতের মুসলমান। প্রাণ দিল ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ সকলে সমানভাবে। সিপাহী বিদ্রোহ স্বাধীনতাকামী জনসাধারনের এক ঐতিহাসিক জাগৃতি, এক গৌরবোজ্জ্বল স্বাক্ষর।

দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ বার্ম্মায় নির্বাসিত হইলেন। আর তাঁর সঙ্গে প্রাণ দিলেন ঝান্সির রানী, অযোধ্যার বেগম, তাঁতিয়াটোপী, নানা সাহেব, মাওলানা আহমদুল্লাহ এবং আরও লক্ষ লক্ষ নাম না জানা মুসলমান ও হিন্দু।

পলাশীর প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে জীবন দান করেন মীর মদন, মোহন লাল। সেদিন বাংলার স্বাধীনতাকামীদের প্রথম এবং মহান পরীক্ষা। কিন্তু কতিপয় দেশদ্রোহীর চক্রান্তে আমাদের স্বাধীনতার রবি অস্তমিত হইল। যাহারা বিশ্বাসঘাতক, যাহারা দেশদ্রোহী তাহাদের কোন ধর্মীয় পরিচয় নাই। তাই অতীতের সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিরুদ্ধে বিদেশী শক্তির চক্রান্তে যোগ দেয় মুসলমান মীর জাফর, আগাইয়া আসে হিন্দু উমি চাঁদ, রাজবল্লভ। স্বাধীনতা রক্ষার শপথ নিয়া একদিকে অগ্রসর হইলেন সিরাজ, মোহন লাল ও মীর মদন। অপরদিকে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের জন্য দেশের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ। বিশ্বাসঘাতকরাই সেদিন জয়লাভ করিল। বিদেশী শক্তির সাহায্যে দেশদ্রোহীরাই প্রমাণিত হইল অধিকতর শক্তিশালী।

সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আমাদের দেশে আবারও কি ঘটিবে?

বন্ধুগণ! পলাশী যুদ্ধের পর হইতে বৃটিশ সরকার একটি নতুন দেশীয় শোষক শ্রেণী সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই শোষকের দলে মুসলমান ছিল নগণ্য; কারণ মেকিয়াভেলির নীতি অনুসারে ইংরাজ পরাজিত মুসলমান সমাজের শিক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী লোকদিগকে পাইকারীভাবে হত্যা করিয়াছিল। মোট কথা ইংরেজ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য চিরাচরিত পথ অবলম্বন করিল।

কিন্তু বিরোধের মধ্যেও ঐক্যের সুর ছিল। সে ঐক্য ধ্বনি শুনাইয়া দিয়া গিয়াছে ওহাবী আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ। সে ঐক্যের পতাকা উর্ধে তুলিয়া ধরিয়াছে খেলাফত আন্দোলন। বিদেশী শক্তির সঙ্গে সঙ্গে মীর জাফর, ঊমিচাঁদের ন্যায় ভারতের গণদুশমন প্রতিক্রিয়াশীল চক্রও জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে আতংকিত হইয়া উঠে। কিন্তু তাহাতে আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন থামিয়া যায় নাই। স্বাধীনতার প্রেরণা ও আদর্শ নিয়াই আমরা আমাদের স্বাধীন আভাসভূমি পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ি। ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্ব মজলুম মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি দিতে রাজী হয় নাই। তাই আমরা কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি। কিন্তু আমাদের সে সংগ্রামের মূল কথা ছিল সর্বপ্রকার অত্যাচারের অবসন ঘটাইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের পত্তন করা। স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আদশেই সেদিন ভারতের কোটি কোটি মুসলমান উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।

বন্ধুগণ!

স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি। আমাদের স্বাধীন বাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুনিয়ার কাছে সে স্বাধীনতার স্বীকৃতিও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু গত দশ বৎসরেও দেশবাসীর জীবনে কি সে স্বাধীনতার স্বীকৃতি লাভ ঘটিয়াছে? আপনারা শুনিয়া লজ্জিত হইবেন যে আজ পর্যন্ত গ্রামে এমন কথাও শোনা যায় যে দেশের অবস্থা প্রাক-স্বাধীনতার আমলেই নাকি অধিকতর ভাল ছিল। পল্লী পরিভ্রমণে সে সত্য নির্মমভাবে চোখের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

পাকিস্তান একটি কৃষিপ্রধান দেশ। তার অর্থনীতির মূল ভিত্তি নিহিত কৃষকের জীবন আর কৃষকের জমিতে। বর্তমানে পৃথিবীর কৃষিপ্রধান কোন দেশের অগ্রগতিই সম্ভবপর নয়, যদি না দেশের কৃষি ব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালিত হয়।

আমাদের কৃষি ব্যবস্থা অতিশয় পশ্চাৎপদ। সেই মান্ধাতা আমলের ভাঙ্গা লাঙ্গল আর আধমরা গুরু আজিও পাকিস্তানের কৃষকের একমাত্র পুঁজি।অনাহারে, অর্ধাহারে,সে আজ জীবন্মৃত।সরকারি হিসাব মতেই পূর্বপাকিস্তানের কৃষকের ভিতর শতকরা ৩৬ জন হইল ভূমিহীন এবং শতকরা ৪০ জন হইল গরীব কৃষক। এই হিসাব ১৯৪৮ সনের হিসাব। তারপর গত ৯ বৎসর উপর্যুপরি সংকটে আরো কত কৃষক যে জমিহারা হইয়াছে তাহার কোন হিসাব নাই। আমাদের এই প্রদেশের চাষীগণ দুনিয়ার সেরা পাট পয়দা করে; কিন্তু গত দশ বৎসরের ভিতর তাহার ন্যায্য মূল্য তাহারা পায় নাই। উত্তরবঙ্গের পটল, তামাক, দক্ষিণবঙ্গের মাদুর, পূর্ববঙ্গের বেত ও চাটাই শিল্প আজ মরোনোন্মুখ। ইহা ছাড়া, কৃষকের ট্যাক্স ও খাজনার বোঝা বাড়িয়াছে। অনাহার ও দুস্থতাই হইয়াছে আমাদের কৃষকদের নিত্যসঙ্গী এবং কৃষকের দুস্থতার ফলে কৃষি উৎপাদন দিন দিন কমিয়া চলিয়াছে। কৃষির উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার ফলেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া তীব্র খাদ্য সংকট আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। সুজলা সুফলা পূর্ব পাকিস্তান এবং শস্যভান্ডার বলিয়া বিখ্যাত, পশ্চিম পাকিস্তান আজ বিদেশী খাদ্য সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে।

বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীতে আজ আমাদের বৈদেশিক তহবিলের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইয়া যাইতেছে, দেশের শিল্পোন্নয়নে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি হইতেছে এবং ভিক্ষার ঝুলি হস্তে আমরা বিদেশের সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি।

মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি সরকার কৃষকদের এই দুরবস্থার প্রতিকার করে নাই। আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার পর কৃষকদের মনে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল। এই সরকার প্রথম দিকে কয়েকটি প্রসংশনীয় কাজ- যথা, গত তীব্র খাদ্য সংকটের সময় লঙ্গরখানা খোলা, সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি, নিরাপত্তা আইন বাতিল এবং যুক্ত নির্বাচন প্রথা কায়েম করেন। সম্প্রতি এই সরকার সার্টিফিকেট প্রথা রদ করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়ছেন।

কিন্তু কৃষকদিগের মৌলিক সমস্যা- যথা, ভুমি সমস্যা, খাজনা সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, বেকার কৃষকের নিয়োগ সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা দেখাইয়াছেন। সময় মত বিদেশ ও দেশের অভ্যন্তর হইতে খাদ্য সংগ্রহ, প্রতিটি মিউনিসিপ্যাল এলাকায় পূর্ণ রেশনিং, গ্রাম্য ঘাটতি এলাকায় সংশোধিত রেশনিং, মওজুত উদ্ধার প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলি সময় মত অবলম্বন করেন নাই। ফলে প্রদেশে এখনও তীব্র খাদ্য সংকট বিরাট করিতেছে এবং গরীব কৃষক জনসাধারণের ঘরে অর্ধাহার ও অনাহার চলিতেছে। মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক রচিত ভূমিদখল ও প্রজাস্বত্ব আইনের যতাবিহিত সংস্কার না করিয়া এই সরকার ঐ আইন চালু করিতেছেন। ইহার ফলে গ্রামে গ্রামে সৃষ্টি হইয়াছে দুর্নীতিপরায়ণ আমলঅ আমিনদের অকথ্য জুলুম ও দুর্নীতির রাজত্ব। বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদের সার্বজনীন দাবী সত্ত্বেও এই সরকার কৃষকদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া জমিদারগণকে খেসারত দানের ব্যবস্থাই বহাল রাখিয়াছেন। এছাড়া ২১-দফা মোতাবেক খাজনা হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই, বরং বহুক্ষেত্রে খাজনা বৃদ্ধি হইতেছে।

আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষক ভাইদের অবস্থা পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকদের চাইতে উন্নত তো নয়ই, বরঞ্চ বহু ক্ষেত্রে তাহাদের দুরবস্থা আরো বেশী। সেখানে মুসলিম লীগ ও রিপাবলিকান সরকার কৃষকদের প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। তাই প্রাক্তন সিন্ধুর বিশ লক্ষ হারী (ভূমিহীন কৃষক) আজও জায়গীরদার জমিদারদের অধীনে গোলামের জীবন যাপন করিতেছে। এবং প্রাক্তন পাঞ্জাবের লাখ লাখ মজলুম কৃষক বর্বর বাটাই ও বেগারী প্রথার চাপে নিষ্পেষিত হইতেছে। পক্ষান্তরে মুষ্টিমেয় তিওয়ানা, মালিক, খিজির, মিয়া, নুন প্রভৃতি জমিদার জায়গীরদার পরিবার পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ জমি দখল করিয়া ভোগবিলাস করিতেছে।

মোট কথা, ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে আজ হইতে দশ বৎসর পূর্বে স্বাধীন পাকিস্তান কায়েম হইলেও, পাকিস্তানের জনসাধারণের যারা শতকরা ৮৫ জন সেই কৃষক সমাজ স্বাধীনতার কোন আস্বাদন পায় নাই। তাহারা আজও ভূখা। অনাহারে কৃষকদের পেট আর পিঠ আজ এক হইয়া গিয়াছে।

বন্ধুগণ!

পাকিস্তান মধ্যবিত্তের অবস্থা কৃষকের চেয়ে বেশী ভাল নয়। খাদ্য মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্য এবং দেশের এক অনিশ্চিত পরিস্থিতি আজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াচে। সরকারই এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতে তাহারা এমন একটি অর্থনীতি অনুসরণ করিলেন যার ফলে দেশের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা সৃষ্টি না হইয়া এক অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিল। অবস্থা আজ আয়ত্তের বাহিরে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলে দেশের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক মেরুদন্ডও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এরূপ পরিস্থিতি ঠেকাইবার কোন পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের নেই। ফলে দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনে আজ বিরাটকায় প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখা দিয়াছে।

শিক্ষা সংকটঃ

পাকিস্তানের বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা জীবনে মুসলিম লীগ সরকার এক ধ্বংসাত্মক নীতি অনুসরণ করিয়া চলেন। তাদের শাসনকালে সাত বছরে পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্যায়তনগুলি হ্রাস পাইয়া অর্ধেক দাঁড়ায়। প্রাইমারী ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ সরকারের শিক্ষা-নীতি আতঙ্কের সৃষ্টি করে। ফলে অনেক শিক্ষক শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পেশা গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন। গ্রামে বহু স্কুল পাঠশালা গরুর খোঁয়াড় ও ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত হয়। মাসের পর মাস শিক্ষকদের বেতন বকেয়ার খাতায় পড়িয়া থাকে। এইরূপ কয়েক হাজার শিক্ষকের প্রায় এগারো মাসের বেতন বকেয়া রাখিয়া তদানীন্তন অর্থ সচিব জনাব গোলাম মোহাম্মদ দেশবাসীর সামনে পেশ করেন এক তথাকথিত উদ্বৃত্ত বাজেট। আশ্চর্যের বিষয়, দেশবাসী আন্দোলন এবং প্রতিবাদ সত্ত্বেও মুসলিম লীগ সরকার শিক্ষা জীবনে তাদের ধ্বংসাত্মক নীতি চালাইয়া গেলেন।

লীগ-যুক্তফ্রন্ট সরকার সে নীতির কোন পরিবর্তন করেন নাই এবং বর্তমান আওয়ামী কোয়ালিশন সরকারও সেই নীতিই অনুসরণ করিতেছেন। সোহরাওয়ার্দী সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষয়িষ্ণু শিক্ষা ব্যবস্থা উপর চরম আঘাত হানিলেন ৭৭৭১টি প্রাইমারী স্কুল বন্ধ করিবার পরিকল্পনা করিয়া। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমান প্ল্যানিং কমিশনের সভ্য হিসাবে তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পরও দেশবাসীকে শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিবার পরিকল্পনাকে ধ্বংসাত্মক কার্য্য ছাড়া আর কি বলা যায়?

শিল্পোন্নয়ন :

বন্ধুগণ!

সদ্য আজাদীপ্রাপ্ত একটি দেশের বিশেষ করিয়া পাকিস্তানের মত একটি অনুন্নত দেশে অর্থনীতর উন্নয়ন নির্ভর করে শিল্প প্রতিষ্ঠায়। খোদাতায়ালা আমাদিগকে প্রচুর সম্পদ দিয়াছেন। কাজেই সরকার পক্ষের যদি

যথাযোগ্য প্রচেষ্টা থাকিত তাহা হইলে গত দশ বৎসরে আমাদের এই দেশ বিশেষ অগ্রগতি লাভ করিতে পারিত। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশে পূর্বাপেক্ষা শিল্পোন্নতি হইয়াছে সত্য। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা যথেষ্ট নহে। সুতিবস্ত্র, সিমেন্ট, পাট, কাগজ, চিনি প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিল্পের যে অগ্রগতি হইয়াছে তাহাতে এখনও দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানো সম্ভবপর হইতেছে না- বিদেশে রফতানি তো দূরের কথা। অবশ্য আমাদের শিল্পজাত কিছু কিছু মাল বিদেশে রফতানি হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমাদের দেশ শিল্পে প্রভূত অগ্রসর হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের দেশে বস্ত্র পায় না। অথচ সামান্য কিছু কাপড় বিদেশে পাঠাইয়া সরকার প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে আমাদের দেশের শিল্পোন্নয়ন হইয়া গিয়াছে।

দেশে শিল্পের উন্নতির বিরাট সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমাদের দেশের শিল্পের এই অবস্থার জন্য দায়ী সরকার। আমাদের পাট, তুলা প্রভৃতির বিনিময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানীর যে সুবিধা ছিল মুসলিম লীগ সরকার বা লীগ-যুক্তফ্রন্ট সরকার সে সুযোগ কাজে লাগান নাই। আওয়ামী কোয়ালিশন সরকারও এখন পর্যন্ত এক্ষেত্রে নূতন কিছু করেন নাই। শিল্পের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতির জন্য সরকার নির্ভর করিতেছেন যাহাদের উপর তাহাদের নিকট হইতে সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যায় নাই। অথচ পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেও সরকার নারাজ। ফলে আমাদের দেশের শিল্পোন্নতির পথে আজ নানাবিধ বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। এবং যাহারা শিল্প গড়িতে চান তাহারা পরিপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা পাইতেছেন না। তাই স্বাধীনতা লাভের দশ বৎসর কাটিয়া গেলেও আমাদের দেশের পশ্চাৎপদতা কাটে নাই।

আমরা বার বার দাবী করিয়া আসিতেছি পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করা হউক। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার ও যুক্তফ্রন্ট লীগ সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী বিবেচনা করা তো দূরের কথা ইহাকে প্রাদেশিকতা বলিয়া প্রচার করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইগণকে পূর্ব পাকিস্তানের ভাইগণের বিরুদ্ধে বিষাক্ত করিবার অপচেষ্টা করিয়াছে।

আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠিত হওয়ার পরেও দেশকে শিল্পায়িত করার প্রশ্নে পূর্বকার নীতি অনুসৃত হইতেছে। এই সরকার ২১ দফা ওয়াদা অনুসারে দেশকে শিল্পায়িত করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু সে ওয়াদা তাঁহারা পালন করেন নাই। তাঁহারা দেশকে শিল্পায়িত করার জন্য কোনরূপ সুষ্ঠু নীতি এখন পর্যন্ত প্রণয়ন করেন নাই।

শ্রমিক সমস্যাঃ

বন্ধুগণ, মাত্র যে কয়েকটি শিল্প-কারখানা এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সরকারী অব্যবস্থার দরুন তাদের কয়েকটি বছরের অনেক সময় কাঁচামালের অভাবে অসুবিধা ভোগ করে। বিশেষ করিয়া কাপড়ের কলগুলির কথা বলিতেছি।

শ্রমিক শোষন ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের কতটা নীতিগত ব্যাপার। কাজেই শ্রমিক-মালিক তিক্ততা সেসব দেশের নিত্যনৈমিত্তিক কথা। কিন্তু আমাদের দেশের মত একটি অনগ্রসর দেশে যাহাতে শ্রমিক মালিকের তিক্ততা বৃদ্ধি না পায় দেশকে শিল্পায়িত করার শর্ত হিসাবে সরকারের সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু এ পর্যন্ত কোন সরকারই শ্রমিকদের জীবনধারণের উপযোগী মজুরী, তাহাদের উপযুক্ত বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি কোন বিষয়েই কিছু করেন নাই। ন্যায্য দাবীর জন্য শ্রমিক বৈধ আন্দোলন করিলে সরকার শ্রমিকদের উপর শুধুমাত্র দমন নীতি চালাইয়া গিয়াছেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রমিকগণ বর্তমানে যে মজুরী পাইয়া থাকেন তদ্বারা তাহাদের স্ত্রী-পুত্র নিয়া জীবনধারণ করাই কঠিন। বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকরা এমন সব বস্তিতে

বাস করিতে বাধ্য হয় যাহা মানুষের বাসোপযোগী নয়। বহু ক্ষেত্রেই শ্রমিক আইন ভঙ্গ করিয়া শ্রমিকদিগকে অতিরিক্ত খাটাইয়া লওয়া হয়। পাকিস্তানের শ্রমিকদের অবস্থা সত্যই অবর্ণনীয়।

বর্তমানে নিত্যব্যবহার্য্য প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় ২১ দফা ওয়াদা মোতাবেক শ্রমিকদের বেতন ও মাগগী ভাতা বৃদ্ধি করা আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারের উচিত ছিল। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। বরং বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান সরকার শিল্পে শান্তি রক্ষার নামে এক চুক্তি সম্পাদন করিয়া শ্রমিকগণের বৈধ ধর্মঘটের অধিকার হরণ করিয়াছেন। কৃষকদের অবস্থা বর্ণনার সময় আমি বলিয়াছি এবং শ্রমিকদের ব্যাপারে পুনর্বার আমি সেই কথাই বলিতে চাই যে, আমাদের আযাদী লাভের দশ বৎসর অতীত হইয়া গেলেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রমিকদের জীবনে স্বাধীনতার ছোঁয়া লাগে নাই। কঠোর পরিশ্রম, মালিকদের জুলুম ও স্ত্রী-পুত্রসহ কায়ক্লেশে জীবনধারণ ইহাই পাকিস্তানী শ্রমিকদের নসিব।

দুর্নীতি দমনে ব্যর্থতাঃ

এরপর আসে দুর্নীতির কথা।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বেও দেশে দুর্নীতি ছিল। কিন্তু উহা অস্বাভাবিক ছিল না, কারণ বৈদেশিক সরকার বহু প্রকারের দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়া থাকে। তাহাদের শাসন কায়েম রাখার জন্য চাই দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ। তাদের শোষণ কায়েম রাখিতে হইলেও প্রয়োজন দুর্নীতির। কাজেই শাসন ক্ষমতা হাতে রাখার এক বিরাট হাতিয়ার তাদের দুর্নীতি।

উদাহারণস্বরূপ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের কথা বলা যাইতে পারে। এই ‘মহান ব্যক্তিরা’ যে দেশেই গিয়াছেন সেখানেই দুর্নীতি বাসা বাঁধিয়াছে। তাদের আগমনও দুর্নীতিমূলক এবং তাদের অবস্থানও দুর্নীতিমূলক। আমেরিকার প্রিয় পাত্র চিয়াং কাইশেকের দেশ চীন একদা দুর্নীতিবাজদের আখড় হইয়া দাঁড়ায়। বৃটিশের অধীনে থাকাকালে ভারতেও দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। আজ বৃটিশ, আমেরিকা ও ফরাসীর যুক্ত অভিযানে গোটা মধ্যপ্রাচ্য দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর জাপান ও তুরস্কও আমেরিকার কল্যাণে দুর্নীতিবাজির আখড়ায় পরিণত হইয়াছে।

উত্তরাধিকার সূত্রে পাকিস্তানের শাসকগণও বৃটিশের নিকট হইতে দুর্নীতির পদ্ধতি আয়ত্ত করেন। মুসলিম লীগ সরকার পাকিস্তানে দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। যুক্তফ্রন্ট-লীগ কোয়ালিশন সরকারের আমলে উহা আরো প্রসারলাভ করে।

আওয়ামী-কোয়ালিশন সরকার বহু ঢাকঢোল পিটাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহারা দুর্নীতির মূল্যোৎপাটন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু অবস্থা বর্তমানে এমন এক স্তরে আসিয়াছে যে, দুর্নীতি আজ প্রায় সমগ্র সমাজ-জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

দুর্নীতি দমন করা যায় না আমি একথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নই। সমাজ জীবন হইতে দুর্নীতি দূর করিতে না পারিলে পাকিস্তানের কোন উন্নতি হইতে পারে না। তাই সমাজ জীবন হইতে দুর্নীতি উৎখাত করিবার জন্য আমি সমস্ত পাকিস্তানবাসীর নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি।

আমি বিশ্বাস করি যে, সরকার যদি উদ্যোগী হইতেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে এদেশের সমাজ জীবন ও শাসনযন্ত্রকে তাঁহারা দুর্নীতিমুক্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টারই অভাব রহিয়া গিয়াছে। তাই দুর্নীতিরোধ সম্পর্কিত সরকারের কথাবার্তা আজ অন্তসারশূন্য প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা :

মুসলিম লীগ সরকার, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলাম আমাদের দেশের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বিপর্যস্ত করিয়া গিয়াছিল। আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার প্রথম দিকে রাজবন্দীদের মুক্তি এবং নিরাপত্তা আইন বাতিল করিয়া দিয়া হৃত ব্যক্তিস্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে সচেষ্ট হন। তজ্জন্য দেশবাসী তাঁহাদিগকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কিন্তু সোহরাওয়ার্দী সরকার অডিন্যান্স দ্বারা কেন্দ্রীয় কালাকানুন পুনরায় প্রয়োগ করিয়াছেন। পাকিস্তানের নাগরিকদের পাসপোর্ট ইত্যাদি কাড়িয়া লইয়া এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্র আটক করিয়া মৌলিক নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। এ কারণে গণতন্ত্রকামীদের দায়িত্ব শত গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা আজ তাঁদের কায়েম রাখিতেই হইবে। এজন্য যে কোন মূল্য দিতে হইলেও তাকে করিতে হইবে।

স্বায়ত্তশাসনঃ

এবার আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরিতে চাই। পাকিস্তানের যে বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানহেতু আমরা ২১-দফা কর্মসূচীতে এই প্রদেশের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়াছিলাম এই দাবী পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণের অকুণ্ঠ দাবী। আমাদের এই দাবী আজও পূরণ হয় নাই। আজও শিল্প, বাণিজ্য আবগারী প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের পূর্ণ দায়িত্ব প্রদেশের নিকট দেওয়া হয় নাই। অথচ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ নেতা জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলিতেছেন যে পূর্ব পাকিস্তানকে না-কি শতকরা ৯৮ ভোগ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৫ সনে শাসনতান্ত্রিক কনভেনশন নিয়া দেশে বিতর্কের সময়ে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজে হাতে লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, মন্ত্রিত্বে থাকাকালে তিনি ২১-দফা মোতাবেক পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য প্রচেষ্টা করিবেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়া শহীদ সাহেব কি তাঁহার নিজ হাতে লিখিত সেই দায়িত্বের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন?

এই প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের ১৯৫৫ সনের অক্টোবর মাসের অধিবেশনে এক প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানে জবরদস্তিমূলকভাবে এক ইউনিট গঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হয় এবং ঘোষণা করা হয়।

''যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যায় এবং যখনই যাইবে তখনই ইহা সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের জনমত সংগ্রহ করিয়া এবং জনসাধারণে মতামতের পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়া এক ইউনিট পুনর্বিচেনা করিবেন।'' এই প্রস্তাব এখানো বলবৎ আছে এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসিয়াছে আজ দশ মাস। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে জনমত সংগ্রহের কোন প্রচেষ্টা করা হয় নাই। হওয়ার কোন লক্ষণও নাই।

আমাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রতি মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলাম চূড়ান্ত উপেক্ষ প্রদর্শন করিয়াছে। সেজন্য দেশবাসী তাহাদিগকে ক্ষমা করে নাই। আমাদের সেই স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারও আজ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছে। দেশবাসী উহা বরদাশত করবেন কি?

প্রসঙ্গত উল্লেখ করিতে চাই যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবীর অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও স্বায়ত্তশাসন আমরা চাই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মিলিত শক্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার শক্তিশালী হউক।

বৈদেশিক নীতি :

বন্ধুগণ!

গভীর উদ্বেগের সহিত আমি লক্ষ্য করিতেছি যে, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার মুসলিম লীগ সরকার মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক অনুসৃত সামরিক চুক্তিগুলিকে সমর্থন করিয়া আমাদের পাকিস্তানের আজাদী ও সার্বভৌমত্বের সামনে এক বিপন উপস্থিত করিয়াছে।

মুসলিম লীগ সরকার আমেরিকা বৃটেন প্রভৃতির সাথে যেসব সামরিক চুক্তি অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেসব চুক্তি যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে হানিকর, শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আমি সে কথা বলিতেছি না। আমরা আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সব সময় মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। ১৯শ' শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আজ পর্যন্ত আরব জাহানে বৃটিশ শাসকবর্গের কার্যকলাপ হইল একমাত্র প্রতিশ্রুতি ভংগ ও বিশ্বাসঘাতকতার কার্যকলাপ। পলাশীর যুদ্ধের সময় হইতে শুরু করিয়া সাম্প্রতিককালে পর্যন্ত আমাদের প্রতি বৃটিশ শাসকবর্গ যে ব্যবহার করিয়াছে তাহা হইল শুধু বঞ্চনা, শোষণ ও অত্যাচারের কাহিনী। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার সময়েও কি বৃটিশ শাসকবর্গের ছলচাতুরীর জন্যই পাকিস্তান ''বিকলাঙ্গ ও কীটদষ্ট'' রাষ্ট্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করে নাই? আর জাহানের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া বৃটিশ ও আমেরিকার শাসকবর্গই কি ইসরাইল রাষ্ট্রের পত্তন করেন নাই?

বলা হইয়া থাকে যে আমাদের দেশের আর্থিক উন্নয়নের জন্য আমেরিকার ডলার সাহায্য প্রয়োজন। শর্তহীন বৈদেশিক আর্থিক সাহায্য গ্রহণে আমাদের কোন আপত্তি নাই। বরং সেরূপ সাহায্য আমরা চাই। শর্তহীন সাহায্যই বন্ধুত্বকে গাঢ় করিতে পারে। কিন্তু আমেরিকার শর্তাধীন ডলার সাহায্যে কোন দেশ উন্নতি করিয়াছে, এরূপ কোন দৃষ্টান্ত কেহ দেখাইতে পারেন কি? পক্ষান্তরে, আমরা দেখিয়াছি যে, শত শত কোটি ডলার সাহায্য সত্ত্বেও চিয়াং শাসিত চীনের আর্থিক অবস্থা অবনতির চূড়ান্ত সীমায় পৌছিয়াছিল। তুরস্ক, ইরাক প্রভৃতি দেশ বহুদিন হইতে ডলার সাহায্য পাইতেছে। অথচ আমেরিকার শাসকবর্গের মুখ হইতেই শোনা যায় যে, ঐ সব দেশের আর্থিক সংকট বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। আমরাও ডলার সাহায্য পাইতেছি ১৯৫৪ সন হইতে। কিন্তু তবুও আমাদের দেশের আর্থিক সংকট দিন দিন গভীর হইতেছে এবং কোটি কোটি সাধারণ মানুষ আজও অনাহারে ও অর্ধহারে থাকিতে বাধ্য হইতেছে।

ডলার সাহায্য দ্বারা কোন দেশের আর্থিক উন্নতি না হওয়ার প্রধান কারণ হইল যে, যেসব চুক্তি মারফত আমেরিকা ঐ সব সাহায্য দান করে সেসব চুক্তিতে এমন সব শর্ত জুড়িয়া দেওয়া হয় যাহাতে সাহায্যপ্রাপ্ত দেশের রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। এর প্রমাণস্বরূপ আমি পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির শর্তাবলীর কিছু উপস্থিত করিতেছি।

১৯৫৪ সনের প্রথম ভাগে ঐ সামরিক সাহায্য চুক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী আমার তারবার্তার জওয়াবে ঐ চুক্তির কতকগুলি শর্ত জানাইয়াছিলেন। সেগুলি তখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সে শর্তাবলীর দুই একটি উদ্ধৃত করিতেছি।

ঐ চুক্তির শর্তাবলীর চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে,

''পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে যেসব কর্মচারী পাইবেন, তাহারা চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানে থাকিয়া যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং চুক্তি অনুযায়ী প্রদত্ত সাহায্য কিভাবে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা পর্যবেক্ষণ করার কর্তৃত্ব ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা পাইবেন। এই চুক্তি অনুযায়ী কর্মচারীরূপে পাকিস্তানে আগত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ পাকিস্তান সরকারের সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসেরই অংশ বলিয়া

গরিগণিত হইবে এবং কূটনৈতিক মিশনের ডিরেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবেন। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের নির্দেশে পাকিস্তান সরকার উচ্চপদস্থ মার্কিনী, বিমান ও স্থল বাহিনীর অফিসারদিগকে কূটনৈতিক মর্যাদা দান করিবেন।''

এই শর্ত অনুযায়ী পাকিস্তানে আগত আমেরিকার অফিসারগণ আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করায় যে ''কর্তৃত্ব ও সবাধ সুযোগ'' লাভ করিলেন, উহার ফলে স্বাভাবতই আমাদের সেনাবাহিনীর উপর তাহাদের প্রভাব বিস্তার হইতেছে। আমাদের দেশে ঐ বিদেশী অফিসাররা হইলেন, 'স্বাধীন'! কারণ তাহারা আমাদের দেশে থাকিয়া ''যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দায়িত্ব পালন করিবেন''; ''কূটনৈতিক মর্যাদা'' ভোগ করিবেন এবং তাহাদের উপর আমাদের দেশের সরকারের কোন এক্তিয়ার থাকিবে না। এমনকি তাহারা সাধারণ অপরাধ করিলেও আমাদের কোর্ট তাহাদের বিচার করিতে পারিবে না। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও কেন্দ্রীয় সরকারকে আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে পাক- মার্কিন সামরিক সাহায্য চুক্তির ঐ শর্তের ফলে যে প্রভাব বিস্তার হইতেছে তাহাতে কি আমাদের সেনাবাহিনীর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতেছে না? ইহাই কি আমাদের দেশরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার নমুনা? আর আমাদের সেনাবাহিনীর সার্বভৌমত্বই যদি ক্ষুণ্ণ হয়; তাহা হইলে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব থাকিবে কি?

কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার আমেরিকার ডলার সাহায্য ও অন্যান্য বৈদেশিক আর্থিক সাহায্য সম্পর্কে যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, আমেরিকার সহিত আর্থিক সাহায্যের যতগুলি চুক্তি আমাদের সরকার অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহারা প্রত্যেকটিতেই শর্ত আছে যে, ঐ ডলার সাহায্যের ব্যবহার তদারক প্রভৃতির জন্য আমেরিকার যেসব অফিসার আমাদের দেশে আসিবেন তাহারা সবাই ''যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কর্মচারী'' বলিয়া গণ হইবেন এবং কূটনৈতিক মর্যাদা ও সুবিধা ভোগ করিবেন তাহাদের উপর আমাদের সরকারের এক্তিয়ার খাটিবে না।

অর্থাৎ আমেরিকার ডলার সাহায্যের সাথে সাথে আমাদের দেশে যে শত শত আমেরিকান অফিসার আসিতেছেন, তাহাদের সমবায়ে প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে একটি 'স্বাধীন' সংগঠন গড়িয়া উঠিতেছে, যে সংগঠন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট দায়ী। ইহার দ্বারা আমাদের রাষ্ট্রের মধ্যে অন্য একটি রাষ্ট্রের কি সৃষ্টি হইতেছে না? ইহার পরিণাম দেশবাসীই বিচার করবেন।

পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির আরও একটি শর্তে পঞ্চম পরিচ্ছেদের ২(ক) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে;

''পারস্পরিক সাহায্যের নীতি অনুসারে পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনে এমন সব কাঁচা মাল বা আংশিকভাবে নির্মিত দ্রব্যাদির উৎপাদন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি বা যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর করিবেন যাহা পাকিস্তানে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব।''

জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আমি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, চুক্তির ঐ শর্ত দ্বারা কি আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিনষ্ট হইতেছে না এবং আমাদের অর্থনীতির উপর আমেরিকার আধিপত্য বিস্তার হইতেছে না? কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মুখে আমি কেন্দ্রীয় অর্থ সচিব জনাব আমজাদ আলীকে সাক্ষ্য হিসেবেও উপস্থিত করিতেছি। কিছুদিন পূর্বে (গত মে মাসের শেষ ভাগে) পেশোয়ারে ও করাচীতে দুইটি বক্তৃতায় জনাব আজমাদ আলী বলিয়াছেন যে, আমাদের অর্থনীতি দ্রুত আমেরিকার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে এবং তজ্জন্য ভাংগিয়া পড়িতেছে। অর্থ সচিবের এই মন্তব্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য কি?

১৯৫৪ সনের প্রথমভাগে পাক-মার্কিন সামরিক সাহায্যচুক্তি অনুষ্ঠানের সময়ে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের নব নির্বাচিত ১৬৭ জন সদস্য এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে ঐ চুক্তি সম্পর্কে বলিয়াছিলেন,

‘‘আমরা মনে করি যে, এই চুক্তির ফলে আমাদের দেশও বিশ্বযুদ্ধ চক্রান্তে জড়াইয়া পড়িবে, আমাদের দেশের ধনসম্পদ ও জনবল আমেরিকার যুদ্ধ ষড়যন্ত্রে ব্যবহৃত হইবে এবং আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হইবে।

এই বিবৃতিতে বহু আওয়ামী লীগ নেতা যথা পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান, পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান শিল্প ও শ্রমমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান, কেন্দ্রের বর্তমান শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব আবুল মনসুর আহম্মদ প্রমুখ নিজ হাতে স্বাক্ষর দিয়াছিলেন।

যাহা হোক, আমি ইহাই বলিতেছি যে, বৃটেন ও আমেরিকার শাসকবর্গের নীতি ও কার্যকলাপ, বিভিন্ন দেশে আমেরিকার ডলার সাহায্যের ফলাফল এবং সামরিক চুক্তিগুলির শর্তাবলী বিচার বিবেচনা করিয়াই আওয়ামী লীগ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করিয়াছিল যে, ঐ চুক্তিগুলো ‘‘দেশের রাজনৈতিক ও স্বাধীনতার পরিপন্থী’’ এবং আওয়ামী লীগ ‘‘সকল প্রকার সামরিক চুক্তির বিরোধিতা করে’’।

কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় যে, জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কিছুকাল পর হইতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত সামরিক চুক্তিগুলিকে প্রকাশ্যে সমর্থন করিতে থাকেন। এই কাজ দ্বারা তিনি যেমন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের নীতি ও আদর্শগত শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়াছেন, তেমনি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নকে ভুলিয়া গিয়াছেন।

আমি এবং আওয়ামী লীগের বহু কর্মী প্রথম হইতে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঐ কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছি। আমরা আশা করিয়াছিলাম, জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজের ভুল বুঝিতে পারিবেন। সেজন্য তাঁহাকে আমরা সময়ও দিয়াছিলাম। কিন্তু, কিছুতেই কোন ফল হয় নাই। তিনি নিজ ইচ্ছা অনুসারে সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিয়াছেন।

কাশ্মীর ও খালের পানি :

মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত সামরিক চুক্তিগুলি সমর্থনে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী একটি প্রধান যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন যে, ইহাতে আমাদের কাশ্মীর লাভ করার পক্ষে সহায়তা হইতেছে। কাশ্মীরে অবোধ গণভোট অনুষ্ঠিত হউক এবং কাশ্মীর পাকিস্তানে আসুক ইহা আমাদের সকলের অকুণ্ঠ দাবী। ভারত সরকারের বাধা এবং একগুয়েমিপূর্ণ নীতি সত্ত্বেও কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান ও আমাদের ঐ দাবী হাসিল করার জন্য যথাযোগ্য পথও আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

বাস্তবে দেখা যাইতেছে যে; মুসলিম লীগ সরকার প্রথমবধি বৃটেন আমেরিকার উপর নির্ভর করিয়া ও পরে সামরিক চুক্তিগুলিতে যোগ দিয়া কাশ্মীরকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার যে প্রচেষ্টা সুদীর্ঘকাল যাবৎ চালাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী আরও দক্ষতার সহিত গত দশ মাস যাবৎ সেই নীতি ও সেই প্রচেষ্টা চালাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু, পর্বত মুষিক প্রসব করিয়াছে। কাশ্মীর যে স্থানে ছিল, সেই স্থানেই আছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গত ১লা জুন করাচীতে এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার বিশেষ সংবাদদাতার সহিত এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলিয়াছেন, ‘‘খালের পানি বিরোধ ও কাশ্মীর সমস্যা আমাদের উপর সাঁড়াশি অভিযানের দুইটি দিক।’’... কিন্তু, ‘‘আমরা কিছুই করিতে পারি না। ভারত এতই শক্তিশালী যে, আমেরিকাসহ প্রত্যেকেই তাহারা বন্ধুত্ব কামনা করে।’’

এই খেদোক্তির ভিতর দিয়া জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজ নীতির ব্যর্থতা নিজে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তবুও কিসের মোহে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই বন্ধ্যা নীতি আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র সফর করিতেছেন। সেখানে গিয়া তিনি প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মার্কিন সিনেটে বক্তৃতা করেন এবং প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সংগে একটি যুক্ত ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দী যেসব উক্ত করিয়াছেন এবং যে যুক্ত ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটিতে তিনি আমেরিকা বৈদেশিক নীতির প্রতি সমর্থন জানাইয়াছেন। কিন্তু প্রতিদানে পাকিস্তান কি পাইয়াছে? পাক-মার্কিন যুক্ত ঘোষণার দেখা যায় যে, কাশ্মীর ও খালের পানি বিরোধের মত পাকিস্তানের জীবন-মরণ সমস্যাকে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার 'আঞ্চলিক সমস্যা' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন মাত্র কিন্তু এসব সমস্যায় পাকিস্তানের সমর্থনে তিনি কোন স্পষ্টোক্তি করেন নাই। অথচ জাতিসংঘ নিরপেক্ষ ভোট গ্রহণ দ্বারা কাশ্মীর সমস্যা সমর্থনের কথা বলিয়াছে।

জনাব সোহরাওয়ার্দী মার্কিন কংগ্রেসে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি কাশ্মীর ও খালের পানি বিরোধ সম্পর্কে উল্লেখ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমেরিকার শাসকবর্গের ''অনুরোধে'' আমাদের প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী নাকি তাহার বক্তৃতা হইতে কাশ্মীর ও খালের পানি বিষয়ক, কতিপয় বিষয় শেষ পর্যন্ত বাদ দিয়া দেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের বক্তৃতায় জনাব সোহরাওয়ার্দী কাশ্মীর ও খালের পানি সম্পর্কে কোন কথা বলেন নাই।

বন্ধুগণ!

আমাদের প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে সফরে গিয়া যদি নিজের কথা অবাধে বলিতে না পারেন, সেখানে যদি তাঁর ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করা হয়, তাহা হইলে কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ''বন্ধুত্বের'' বিনিময়ে আমরা আমাদের সর্বপ্রকারের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতেছি?

কাশ্মীর পাওয়ার জন্য সম্রাজ্যবাদীদের উপর নির্ভর করার যে নীতি মুসলিম লীগ সরকার অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন এবং যে নীতি বর্তমানে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী অনুসরণ করিতেছেন; সেই নীতি আজ বাস্তবে বন্ধ্যা ও দেউলিয়া বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ঐ বন্ধ্যা ও দেউলিয়া নীতিতে যে সুদীর্ঘ সময় নষ্ট করা হইয়াছে তাহার সুযোগে ভারত সরকার কাশ্মীরে তাহার অবস্থানকে সুদৃঢ় করিয়া ফেলিতেছে। আমাদের সরকার কাশ্মীরকে ভারতের হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্য দায়ী। পক্ষান্তরে, কাশ্মীর পাওয়ার যুক্তিতে সরকার যেসব সামরিক চুক্তিকে যোগদান করিয়াছেন তাহার শর্তগুলির ফলে পাকিস্তানের আজাদী ও সার্বভৌমত্ব বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা কাশ্মীরও পাইলাম না এবং আমাদের আজাদী ও সার্বভৌমত্বও বিনষ্ট হইতেছে। ইহাই মুসলিম লীগ সরকার ও জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্র নীতির ফল!

আমাদের চলার পথ

বন্ধুগণ!

পরিশেষে আমি ইহাই বলিতে চাই যে যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের পূর্বপুরুষগণ মুক্তি ও গণতন্ত্রের যে আদর্শ নিয়া সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, যে আদর্শ ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আমরা পাকিস্তান সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম সেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ আজও বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। আমাদের স্বাধীন পাকিস্তান অর্জনের পর দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও মজলুম জনসাধারণের জীবনে স্বাধীনতার ছোঁয়াচ লাগে নাই। পাকিস্তানের কোটি কোটি মজলুম নরনারী আজও নিষ্পেষিত, অত্যাচারিত ও শোষিত।

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতি নিরসনের সওয়াল নিয়াই একদা আওয়ামী লীগ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই আওয়ামী লীগের নেতারাও আজ ক্ষমতায় যাওয়ার পর তাঁহাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি খেলাফ করিতেছেন। এবং আওয়ামী লীগ সংগঠনকে উহার নীতি ও আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিয়াছে।

বার বার প্রতারিত হইয়া দেশের জনসাধারণের মনে সন্দেহ জাগিতেছে এবং তাহারা নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইতেছেন।

উপসংহারে আমি বলিতে চাই যে সত্য ও মিথ্যার লড়াই, শোষক ও শোষিতের লড়াই, জমিদার ও প্রজার, সুদখোর মহাজন ও খাতকের লড়াই, সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্যবাদের লড়াই, ধর্ম-অধর্মের লড়াই, বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন যেখানেই হইয়াছে তাহাতে যে সমস্ত নেতা ও কর্মী অংশগ্রহণ করিত তাহাদের ত্যাগ, কোরবানী, নির্যাতন ভোগের মাপকাঠিতে সেই সংগ্রাম বা লড়াই ততটা সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। উহার নজীর বিশ্বনবী ও তাঁহার ছাহাবদের জীবনের ও বর্তমান নবীন চীনের মুক্তি উন্নতির ইতিহাস আমাদের সম্মুখে মওজুত।

পাক-ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বহু লোকের বহু ত্যাগ ও কোরবানীর ইতিহাসও আমাদের সম্মুখে মওজুত আছে। কিন্তু ঐ সমস্ত ত্যাগী দেশ প্রেমিকদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীনতার পূর্বে অথবা কিছুদিন পরেই আমাদিগকে চিরদিনের জন্য তাহাদের সাধনা ও আদর্শ হইতে বঞ্চিত করিয়া আল্লাহর ইচ্ছায় পরলোক গমন করিয়াছেন। আজ যাহারা পাকিস্তানের কর্ণধার ইহাদের মধ্যে যখনই যে দল ক্ষমতা দখল করিয়াছে তাহাদের মধ্যে খুব কম লোকই আছেন যাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন প্রকারের কোরবানী বা নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। নির্যাতিত নেতা যেরূপভাবে দেশের নির্যাতিত জনসাধারণের প্রতি দরদ রাখে যাহারা জীবনে কখনো জালেমের জুলুমে পতিত হন নাই তাহাদের পক্ষে দেশের লোকের প্রতি সেরূপ দরদ রাখা সম্ভবপর নহে।

তাই আজ আমার মনে হয় যদি মরহুম কায়েদে আজম, মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আলী, হেকিম আজমল খাঁ, মওলানা শওকত আলী, মওলানা আজাদ সোবহানী, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি ত্যাগী মহাপুরুষগণ জীবিত থাকিয়া পাকিস্তানের উভয় অংশের কর্ণধাররূপে শাসন পরিচালনা করিতেন তাহা হইলে আজ দশ বৎসরে আল্লাহর মর্জি পাকিস্তানের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতি বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইত। বিশেষ করিয়া প্রায় দুইশত বৎসরকাল বিদেশী ইংরেজের শাসন ও শোষণের তিক্ত অভিজ্ঞতা স্মরণ করিলে পাকিস্তানের বর্তমান কর্ণধারগণ যেভাবে পুনরায় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও শোষকদের নিকট সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করিবার জন্য সামরিক চুক্তি করিয়া পুনরায় দেশবাসীকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন তাহাতে শঙ্কিত না হইয়া উপায় নাই। উপরোল্লিখিত মরহুমেরা রাজনীতি করিতেন দেশ ও জাতিকে দেশী-বিদেশী সকল শ্রেণীর শোষকদের কবল হইতে মুক্ত করিয়া দেশ ও জাতিকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিবার জন্য। বর্তমানে যাহারা রাজনীতি করেন তাহাদের মধ্যে অধিকসংখ্যক লোকই ক্ষমতা লাভ ও নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য। তাই দেখা যায় ক্ষমতা লাভের পূর্বে যাহাদের বিশেষ কিছু সহায়-সম্পত্তি ছিল না, তাহারাও যখন ক্ষমতায় যান তখন কিছুকালের মধ্যেই নিজের জন্য ২৩ মনজেলা বাড়ী গাড়ী, আত্মীয় স্বজনের চাকুরী, পারমিট, লাইসেন্স ইত্যাদির সাহায্যে নিজ নিজ দলীয় মোসাহেব ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের অবস্থা আমূল পরিবর্তন করিয়া ফেলে। ইহা লক্ষ্য করিয়া পর পর বিভিন্ন দল গদী দখল করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতে থাকে। দেশ জাতি ধ্বংস হইল কিনা তাহা লক্ষ্য করিবার দৃষ্টিভঙ্গি এখন পর্যন্ত যত দলের লোক ক্ষমতা দখল করিয়াছে তাহাদের মধ্যে সমষ্টিগতভাবে কোন দলের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেক দলের নেতারাই প্রতিযোগিতামূলকভাবে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ হাসেল করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে। ইহার প্রতিকার না হওয়ার একমাত্র কারণ পাকিস্তানের মেরুদন্ড পল্লীবাসীদের ভিতর সত্যিকার কর্মসূচী লইয়া আমরা সংগঠন স্থাপন করিতে পারি নাই। বর্তমানে যে কোন রাজনৈতিক দলই হউক না কেন তাহাদের শাখা, সমিতি, সামান্য যাহা কিছু কায়েম হইয়াছে তাহাতে গ্রাম্য প্রতিনিধি নাই বলিলেই চলে। অধিকাংশই শহরের উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি শ্রেণীর লোক। গ্রামে বাস করে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৫ জন লোক, কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলেই তাহাদের সংখ্যানুপাত প্রতিনিধি নাই।

তাই আমার মনে হয় যে, পাকিস্তানের উভয় অংশে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক কৃষক সমিতি অধিক পরিমাণে কায়েম করা প্রয়োজন।

পূর্ব পাকিস্তানের ৬০ হাজার গ্রামের ৪ কোটি কৃষক, ভূমিহীন, মজুর, বিড়ি শ্রমিক, অন্যান্য ছোট ছোট কারখানার শ্রমিক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক, ব্যবসায়ী, প্রাইমারী, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বেসরকারী কলেজ প্রভৃতির শিক্ষক, মৎসজীবী প্রভৃতির হাড়-ভাংগা পরিশ্রমের ফলেই আজও পাকিস্তান টিকিয়া আছে। তাহাদিগকে বাঁচাইতে পারিলেই পাকিস্তান বাঁচিবে, তাহাদের আন্তরিক সহযোগিতা লাভের দ্বারাই কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি গঠনমূলক কাজে উন্নতি লাভ করা সম্ভবপর। উভয় পাকিস্তানের পল্লীতে ভ্রমণ করিলে দেখা যায় একশত টাকার নোট তো দূরের কথা, দশ টাকার একখানা নোট ভাংগাইতে পঁচিশ ত্রিশ বাড়ী ঘুরিয়াও খুচরা টাকা পাওয়া যায় না। ইহার দ্বারাই পরিস্কারভাবে বুঝা যায় দেশের সম্পদ ও অর্থ ক্রমেই বিদেশী শোষক ও দেশীয় চোরাকারবারী, বড় বড় অফিসার, মন্ত্রী, মেম্বার প্রভৃতি কতিপয় অতি অল্প সংখ্যক লোকের নিকট জমা হইতেছে। জীবনে যাহাদের চট্রগ্রাম, লাহোর, ঢাকা, করাচী প্রভৃতি শহর ও বন্দরে ছোট-খাটো বাড়ীও ছিল না তাহাদের মধ্যে অনেকেই আজ ১০/১৫টা বাড়ী উঠাইয়া উচ্চ হারে ভাড়া আদায় করিয়া হাজার হাজার টাকা আয় করিতেছে। ইহাতেও পল্লীবাসীর লোক হিংসার কারণ হইতো না যদি তাহাদের নিকট যে অর্থ আছে সেই অর্থ দ্বারা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া দেশের লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন মজুর ও বেকার যুবকদের কাজের সংস্থান করিয়া দিয়া মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

আমার আন্তরিক বিশ্বাস, আজ সমস্ত পাকিস্তানের চোরাকারবারী ও পারমিট শিকারীদের হাতে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা আছে। এই টাকার কোন হিসাব-নিকাশ সরকারকে দিতে হয় না। ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলা নাই, ঢাকা হইতে করাচী বা করাচী হইতে ঢাকা আনা-নেওয়া করিতে কোন ব্যাংকের ড্রাফট গ্রহণ করিতে হয় না, সুটকেস ভরিয়া প্লেনে বা গাড়ী, স্টীমারে চড়িয়া পারাপার করা যায়। ইহার ফলে আমাদের মতো অনুন্নত দেশের পক্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠান কায়েম করার অপিরহার্য্য কর্তব্যটি ক্রমেই পিছাইয়া পড়িতেছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা যাহারা আমাদের শাসক গোষ্ঠীর পরম বন্ধু তাহাদের তৈরী মাল আমাদের দেশের বাজারে বিক্রি করিয়া কোটি কোটি টাকা মুনাফা লইয়া যাইতেছে। ইহার ফলে দেশ ও জাতির আর্থিক দুরবস্থা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিদেশী মুদ্রা একমাত্র কৃষকদের হাড়ভাঙ্গ পরিশ্রমে উৎপাদিত কাঁচামাল দ্বারাই সংগৃহিত হইতেছে, শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে পৌঁছিয়া ভিন্ন দেশের স্বর্ণ পাকিস্তানের আনার ব্যবস্থা খুবকমই হইতেছে। ইহার জন্য শুধু দুঃখ প্রকাশ করিয়া বসিয়া থাকিলে হইবে না। এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে এবং যখন যে দল জনসাধারণের ভোটে প্রতিনিধি হইয়া গদী দখল করিবে তাহারা যাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও চোরাকারবারী পারমিট শিকারীদিগকে প্রশ্রয় দিতে না পারে এবং দেশের জনগণের ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুযায়ী সুষ্ঠু কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া দেশের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হয় তজ্জন্য সারা দেশময় গণ-আন্দোলন জোরদার করিতে হইবে। এবং দেশের প্রকৃত দেশদরদী ও চরিত্রবান লোকের যাহাতে জনসাধারণের প্রতিনিধি হইতে পারেন তাহার দায়িত্ব জনসাধারণকে গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের দেশে মোটেই ভাল যোগ্য লোক নাই ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। ভাল লোক যাহারা আছেন তাহারা নির্বাচন ও প্রতিদ্বন্দিতায় মোটেই অগ্রসর হইতে চান না। ইহার প্রধান কারণ এ দেশের প্রত্যেকটি নির্বাচনে টাকা খরচের যে ছড়াছড়ি দেখা যায় তাহাতে একমাত্র চোরাকারবারী ঘুষখোরেরাই এরূপ টাকা খরচ করিতে পারে। আদর্শবাদী ও সৎ লোক যাহারা আছে তাহাদের পক্ষে বর্তমানে ছেলেমেয়েসহ জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই কঠিন। তদুপরি নির্বাচনের জন্য ২০/২৫ হাজার টাকা খরচ করা শুধু অসম্ভবই নয় আকাশ কুসুম। তাই চোরাকারবারী ও ঘুষখোর প্রভৃতি শ্রেণীর লোক ২০ হাজার হইতে ৬০ হাজার টাকা খরচ করিয়া যদি জয়লাভ করিতে পারে তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই তাহার খরচের টাকা মুনাফাসহ উশুল করিতে এবং ভবিষ্যতে আর একবার নির্বাচনে প্রার্থী হইলে সে টাকাও অর্জন করিতে সক্ষম হয়। ইহার প্রতিকার করিতে না পারিলে দেশের সৎ ও আদর্শবাদী লোককে আইন সভায় পাঠান কিছুতেই সম্ভব হইবে না।

বন্ধুগণ!

তাই আজ পাকিস্তানের জনসাধারণের মনে নূতন আশা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য এবং আমাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত গণতন্ত্রকামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হইতে আবেদন জানাইতেছি। আমি আবেদন জানাইতেছি যে, কৃষক, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও অন্যান্য মজলুম জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি, সমাজ সংস্কার ও কৃষকের হাতে জমি খাদ্য সংকটের সমাধান শিল্পোন্নয়ন ও শ্রমিকের উপযুক্ত মজুরী দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, যুক্ত নির্বাচন প্রথাকে সুদৃঢ় করা, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সমস্ত প্রকার সামরিক জোট হইতে আমাদের দেশকে মুক্ত করিয়া পাকিস্তানকে একটি পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম ও জনকল্যাণমূলক ফেডারেল রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়া পাকিস্তানের উভয় অংশের গণতন্ত্রকামীগণ একটি মঞ্চে মিলিত হউন। আমি বিশ্বাস করি যে, বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেশ ও জনসাধারণের প্রতি যত বিশ্বাসঘাতকতাই করিয়া থাকুক না কেন পাকিস্তানের উভয় অংশের গণতন্ত্রকামীগণ যদি আজ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হন, তাহা হইলেই পাকিস্তানের মজলুম জনসাধারণের মুক্তি আসিবে এবং আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হইবে এবং আমাদের পাকিস্তান সেদিন দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইবে।

সেই মহান দিনের প্রতীক্ষায় আমি রহিলাম। নাছরুম মেনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারীব।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ

১৫ আগষ্ট, ১৯৪৭ হতে ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত

CENTRAL CABINET OF PAKISTAN SINCE I5TH AUGUST 1947 TO 20TII DECEMBER 1971
(E. P. indicates East Pakistan Minister)

Name	Period	Portfolios
(I) MR. LIAQUAT ALI KHAN		
Prime Minuter		
1. Mr. Liaquat Ali Khan	15-8-47 to 16-10-1951	Defence (15-8-1947 to 16-10-1951) Foreign Affairs and Commonwealth Relations (15-8-1947 to 27-12-1947) Kashmir Affairs (31-10-1949 to 13-4-1950) State and Frontier Regions (12-9-1948 to 16-10-1951)
Ministers		
1. Mr. 1.1. Chundrigar	15-8-1947 to 7-5-1948	Commerce, Industries and Works (15-8-1947 to 7-5-1948)
2. Mr. Ghulam Mohammad	15-8-1947 to 19-10-1951	Finance (15-8-1947 to 19-10-1951), Economic Affairs (12-3-1948 to 19-10-1951). Commerce and Work (18-5-1948 to 29-5-1948)
3. Sardar Abdur Rab Nishtar.	15-8-1947 to 2-8-1949	Communications
4 Raja Ghazantar Ali Khan.	15-8-1947 to 30-7-1948	Food and Agriculture, Health, Refugees and Rehabilitation.
5 Mr. Jogindra Nath Mandal (H. P.)	15-8-1947 to 16-9-1950	Law, Labour and Works.
6 Mr. Fazlur Rahman (E. P.)	15-8-1947 to 24-10-1951	Interior, I & B, Education
7 Sir Mohammad Zafrullah Khan	27-12-1947 to 24-10-1951	Foreign Affairs and Common-wealth Relations.
8 Mr. Abdus Sattar Pirzada	(30-12-1947 to 24-10-1951)	Food, Agriculture, Health, Law and Labour.

	Name	*Period*	*Portfolios*
9.	Khawja Shahabuddin (E.P)	8-5-1948 to 24-10-1951	Interior, Information and Broadcasting, Refugees and Rehabilitation
10.	Mr. M.A. Gurmani	(i)3-1-1949 to 30-10-1949 (ii)13-4-1950 to 24-10-51	(i)Minister withour Portfolio. (ii) Kashmir Affairs
11.	Sardar Bahadur Khan	10-9-1949 to 24-10-1951	Communications, Health and Works
12.	Choudhury Ahmad Nazir Khan	10-9-1949 to 24-10-1951	Industries
13.	Dr. A.Malik (E.P)	20-9-1949 to 24-10-1951	Health, Works and Minority Affairs
	Minsiters of State		
1.	Dr. Mahmud Hussain	24-10-1950 to 24-10-1951	States and Frontier Regions.
2.	Dr. I.H.Qureshi	24-10-1950 to 24-10-1951	Refugees and Rehabilitation
3.	Azizuddin Ahmed (E.P)	23-4-1951 to 24-10-1951	Minority Affairs
	Deputy Ministers		
1.	Dr.Mahmud Hussain	3-2-1949 to 24-10-1950	Defence and States and Frontier Regions.
2.	Sardar Bahabdur Khan	17-2-1949 to 10-9-1949	Foreign Affairs and commonwealth Relations and Communications.
3.	Dr.I.H. Qureshi	17-2-1949 to 24-10-1950	Interior, Information and Broadcasting, Refugees and Rehabilitation.
4.	Sardar Mohamad Nawaz Khan	10-9-1949 to 30-6-1950	Defence and States and Frontier Regions.
5.	Mr. Ghyasuddin Pathan (E.P)	23-4-1951 to 24-10-1951	Finance.

(2)AL-HAJKHAWJA NAZIMUDDIN

	Prime Minister		
	Al- Haj Khawja Nazimuddin (E.P)	19-10-1951 to 17-4-1953	Defence
	Ministers		
1.	Sir Zafrullah Khan	24-10-1951 to 17-4-1953	Foreign Affairs and Commerce, Relations.
2.	Mr. Fazlur Rahman	14-10-1951 to 17-4-1953	Commerce, Education and Economic Affairs.
3.	Mr.Mohammad Ali	24-10-1951 to 17-4-1953	Finance.

	Name	Period	Portfolios
4	Mr. A.S. Pirzada	24-10-1951 to 17-4-1953	Food, Agriculture and Law.
5.	Khawja Shahabuddin (E.P)	24-10-1951 to 26-11-1951	Interior, Information and Broadcasting.
6.	Mr.M.A. Gurmani	24-10-1951 to 17-4-1953	Kashmir Affairs, Interior States and frontier Regions.
7.	Sardar Bahadur Khan	24-10-1951 to 17-4-1953	Communacations
8.	Dr.A.M.Malik (E.P)	24-10-1951 to 17-4-1953	Labour, Health and Works
9.	Sardar Abdur Rab Nashtar	26-11-1951 to 17-4-1953	Industries
10.	Dr. Mahmud Hussain	26-11-1951 to 17-4-1953	Kashmir Affairs
11.	Dr. I.H. Qureshi	26-11-1951 to 26-11-1953	Refugees and Rehabilitation, I&B
	Ministers of State		
1.	Dr. Mahmud Hussain	24-10-1951 to 26-11-1951	Defence, States and Frontier Regions
2.	Dr. I.H. Qureshi	24-10-1951 to 26-11-1951	Refugees and Rehabilitation
3.	Mr. Azizuddin Ahmed	24-10-1951 to 17-4-1953	Minority Affairs
4.	Mr. Ghyasuddin Pathan (E.P)	19-8-1952 to 17-4-1953	Finance and Parliamentary Affairs.
5.	Syed Khanlilur Rahman	19-8-1952 to 17-4-1953	Defence
	Deputy Ministers		
1.	Mr.Ghyasuddin Pathan (E.P)	24-10-1951 to 19-8-1952	Finance

(3) MOHAMMAD ALIBOGRA

	Name	Period	Portfolios
	Prime Minister		
	Mr. Mohammad Ali Bogra (E.P)	17-4-1953 to 24-10-1954	Commerce, Defence and I& B
	Ministers		
1.	Sir Mohammad Zafrullah KHan	17-4-1953 to 24-10-1954	Foreign Affairs and Commonwealth Relations.
2.	Mr. Mohammad Ali	17-4-1953 to 24-10-1954	Finance and Economic Affairs.
3.	Mr.M.A. Gurmani	17-4-1953 to 24-10-1954	Interior, States and Frontier Regious
4.	Sardar Bahadur Khan	17-4-1953 to 24-10-1954	Communications
5	Dr. A.M. Malik (E.P)	17-4-1953 to 24-10-1954	Labour, Health and Works.
6.	Dr.I.H. Qureshi	17-4-1953 to 24-10-1954	Education.

	Name	Period	Portfolios
7.	Mr.A.K. Brohi	17-4-1953 to 24-10-1954	Law. Parliamentary Affairs Monority Affairs and I& B
8.	Khan A.Q. Khan	18-4-1953 to 24-10-1954	Food and Agriculture Industries and Commerce.
9.	Mr. Shoaib Qureshi	18-4-1953 to 24-10-1954	Information and Broadcasting Refugees and Rehabilitation and Kashmir Affairs.
10.	Mr. Tafazzul Ali	7-12-1953 to 24-10-1954	Commerce
	Ministers of State		
1.	Mr. Ghyasuddin Pathan (E.P)	7-12-1953 to 24-10-1954	Agriculture, Minority Affairs and Parliamentary Affairs.
2.	Sardar Amir Azam Khan	7-12-1953 to 24-10-1954	Defence
3.	Mr. Murtaza Reza Ch. (E.P)	7-12-1953 to 24-10-1954	Finance

(4)MOHAMMAD ALIBOGRA (Reconstituted Cabinet)

	Prime Minister		
	Mohammad Ali Bogra (E.P)	24-10-1954 to 11-8-1955	Foreign Affairs Communications and Health
	Ministers		
1.	Mr. Mohammad Ali	24-10-1954 to 11-8-1955	Finance, Economic Affairs, Refugees and Rehabilitation and Kashmir Affairs.
2.	Dr. A.M.Malik (E.P)	24-10-1954 to 11-8-1955	Labour, Health and Commerce.
3.	Mr. M.A.H. Ispahani	24-10-1954 to 11-8-1955	Industries and Commerce.
4.	Maj-Gen, Iskander Mirza	24-10-1954 to 7-8-1955	Interior, States and Frontier Regions and Kashmir Affairs.
5.	General Mohammad Ayub Khan	24-10-1954 to 11-8-1955	Defence
6.	Mr. Ghyasuddin Pathan (E.P)	24-10-1954 to 11-8-1955	Food and Agriculture Affairs and Law.
7.	Mir Ghulam Ali Talpur	24-10-1954 to 18-3-1955	Information and Broadcasting and Education.
8.	Dr. Khan Sahib	24-10-1954 to 11-8-1955	Communications
9.	Mr.H.I.Rahimtoola	20-11-1954 to 11-8-1955	Commerce

	Name	Period	Portfolios
10.	Mr.H.S. Suhrawardy	20-12-1954 to 11-8-1955	Law
11.	Syed Abid Hussain	18-12-1954 to 11-8-1955	Food and Education
12.	Sardar Mumtaz Ali	22-12-1954 to 11-8-1955	Information and Broadcasting and Kashmir Affairs
13.	Mr. Abu Hussain Sarkar (E.P)	4-1-1955 to 6-6-1955	Health
	Ministers of State		
1.	Sardar Amir Azam	24-10-1954 to 11-8-1955	Refugees and Rehabilitation and Defence
2.	Murtaza Reza	24-10-1954 to 11-8-1955	Finance

(5)MR.(CHAUDHURY)MOHAMMAD ALI

	Name	Period	Portfolios
	Prime Minister		
	Mr. Choudhury Mohammad Ali	11-8-1955 to 12-9-1956	Defence, Foreign Affairs and Commonwealth Relations, Finance,Economic Affairs, Kashmir Affairs and State and Frontier Regions
	Ministers		
1.	Dr. Khan Sahib	11-8-1955 to 14-10-1955	Communication and States Frontier Regions.
2.	Mr.A.K.Fazlul Haq (E.P)	12-8-1955 to 9-31956	Interior and Education.
3.	Mr.H.I Rahimtoola	11-8-1955 to 12-9-1956	Commerce and Industries.
4.	Dr.Abid Hussain	11-8-1955 to 14-10-1955	Kashmir Affairs and education
5	Mr.Kamini Kumar Dutta. (E.P)	11-8-1955 to 12-9-1956	Law and Health
6.	Pir Ali Mohammad Rashidi	11-8-1955 to 27-8-1956	Information and Broadcasting.
7.	Mr. Mohammad Noorul Huq Ch. (E.P)	11-8-1955 to 12-9-1956	Labour, Works. and Minority Affairs.
8.	M.A.L. Biswas (E.P)	11-8-1956 to 27-8-1956	Food and Agriculture
9.	Mr. I.I. Chundrigar	31-8-1955 to 12-9-1956	Law
10.	Mr.Hamidul Haq Ch. (E.P)	26-9-1955 to 12-9-1956	Foreign Affairs and Commonwealth Relations.
11.	Syed Amjad Ali	17-10-1955 to 12-9-1956	Finance and Economic Affairs.
12.	Mr.M.R. Kayani	17-10-1955 to 12-9-1956	Communications.

	Name	Period	Portfolios
13.	Mr.Abdus Sattar	17-3-1956 to 12-9-1956	Interior and Education
	Ministers of State		
1.	Sardar Amir Azam	18-8-1955 to 12-9-1956	Refugees and Rehabilitation and Parliamentary Affairs.
2.	Mr.Lutfur Rahman Khan (E.P	11-8-1955 to 12-9-1956	Finance
3.	Mr. Akshay Kumar Das (E.P)	26-9-1955 to 12-9-1956	Economic AFfairs

(6) MR. H.S.SUHRAWARDY

	Prime Minister		
	Mr. H.S Suhrawardy (E.P)	12-9-1956 to 18-10-1957	Defence, Kashmir Affairs, States and Frontier Regions, Economic Affairs, Law, Refugees and Rehabilitation, Eucation and Health.
	Ministers		
1.	Malik Feroze Khan Noon	12-9-1956 to 18-10-1957	Foreign Affairs, Commonwealth Relations.
2.	Mr.Abul Mansoor Ahmed (E.P)	12-9-1956 to 18-10-1957	Commerce and Industries.
3.	Syed Amjad Ali	12-9-1956 to 18-10-1957	Finance
4.	Mr. M.A. Khalique (E.P)	12-9-1956 to 18-10-1957	Labour and Works
5.	Mir Ghulam Ali	12-9-1956 to 18-10-1957	Interior
6.	Mr. A. H Dildar Ahmed (E. P)	12-9-1956 to 18-10-1957	Food and Agriculture
7.	Sardar Amir Azam Khan	12-9-1956 to 5-9-1957	Information and Broadcasting. Parliamentary Affairs and Law.
8.	Main Jaffar Shah	12-9-1956 to 18-10-1957	Communications.
9.	Mr. Zaheeruddin (E. P)	12-9-1956 to 18-10-1957	Education and Health
	Ministers of State		
1.	Mr.Rasa Rasa Raj Mandal (E.P)	26-9-1956 to 18-10-1957	Economic Affairs
2.	Haji Maula Bakhsh Soomro	9-3-1957 to18-10-1957	Rehabilitation.
3.	Mr. Abdul Aleem (E. P)	9-3-1957 to 18-10-1957	Fiance

	Name	Period	Portfolios
4.	Mr.Noorur Rahman	13-3-1957 to 18-10-1957	Commerce

(7) Mr. I.I. CHUNDRIGAR

	Name	Period	Portfolios
	Prime Minister		
	Mr. I.I Chundrigar	18-10-1957 to 16-12-1957	Economic Affairs. Labour Works and Rehabilitation
	Ministers		
1.	Malik feroze Khan Noon	19-10-1957 to 16-12-1957	Foreign Affairs & Commonwealth Relations.
2.	Mr. Fazlur Rahman	18-10-1957 to 16-12-1957	Commerce and Law.
3.	Syed Amjad Ali	18-10-1957 to 16-12-1957	Finance
4.	Mian Mumtaz Mohammad Khan Daulatana	18-10-1957 to 16-12-1957	Defence
5.	Mr. Muzaffar Ali Khan Qizilbash	18-10-1957 to 16-12-1957	Industries
6.	Mr. A. L Biswas (E.P)	18-10-1957 to 16-12-1957	Food & Agriculture
7.	Mr. Ghulam Ali Talpur	18-10-1957 to 16-12-1957	Interior.
8	Syed Misbahuddin Hussain (E.P)	18-10-1957 to 16-12-1957	Communications.
9.	Mian Jaffar Shah	18-10-1957 to 16-12-1957	States & Frontier Regions, Information’s and Broadcasting.
10.	Mr. Abdul Aleem (E.P)	18-10-1957 to 16-12-1957	Rehabilitation and works.
11.	Mr. Yusuf A. Haroon	18-10-1957 to 16-12-1957	Kashmir Affairs and Parliamentary Affairs.
12.	Mr. Lutfur Rahman Khan (E.P)	18-10-1957 to 16-12-1957	Health Education
13.	Mr. Farid Ahmad (E.P)	23-10-1957 to 16-12-1957	Labour
Ministers of State			
1.	Haji Maula Bakhsh Soomro	24-10-1956 to 16-12-1957	Rehabilitation.
2.	Mr.Akshay Kumar Das (E.P)	5-11-1957 to 16-12-1957	Commerce.

	Name	Period	Portfolios
	Prime Minister		
	Malik feroze Khan	16-12-1957 to 7-10-1958	Foreign Affairs and Commonwealth Relations, Defence, Economic Affairs, Rehabilitation, Information, Broadcasting, Kashmir Affairs, Law & Parliamentary Affairs.
	Ministers		
1.	Syed Amjad Ali	16-12-1957 to 7-10-1958	Finance
2.	Mr.Muzaffar Ali	16-12-1957 to 7-10-1958	Industries, commerce ana Parliamentary Affairs
3.	Mir Ghulam Ali Talpur	16-12-1957 to 7-10-1958 8-4-1958 to 7-10-1958	Interior and Supply
4.	Main Jaffar Shah	16-12-1957 to 7-10-1958	Food and Agriculture
5.	Mr. Abdul Aleem (E.P)	16-12-1957 to 7-10-1958	Works and Labour, Minority Affairs and I & B
6.	Mr. Ramizuddin Ahmed (E.P)	16-12-1957 to 7-10-1958	Communication.
7.	Mr. Kamini Kumar Dutta.	16-12-1957 to 7-10-1958	Health, Education and Law.
8.	Haju Maula Bakhsh Soomro	22-1-1958 to 7-10-1958	Rehabilitation
9	Mr. Mahfoozul Haq (E.P)	24-1-1958 to 7-10-1958	Health, Social Welfare and Community Development Division
10.	Mr. Basant Kumar Das (E.P)	7-2-1958 to 7-10-1958	Labour and Education
11.	Sardar Abdur Rashid Khan	29-3-1958 to 7-10-1958	Commerce and Industries
12	Sardar Amir Azam Khan	29-3-1958 to 7-10-1958	Economic Affairs and Parliamentary Affairs.
13	Mr. M.A Khuro	8-4-1958 to 7-10-1958	Defence
14.	Mr. Hamidul Haq Ch. (E.P)	16-9-1958 to 7-10-1958	Finance
15.	Mr. Zaheeruddin (E.P)	2-10-1958 to 7-10-1958	
16	Mr. A. H Dildar Ahmad (E.P)	2-10-1958 to 7-10-1958	
17	Mr. Noorur Rehman (E.P)	2-10-1958 to 7-10-1958	

	Name	Period	Portfolios
	Ministers of State		
1.	Haji Maula Bakhsh Soomro	16-12-1957 to 7-10-1958	Defence, Economic Affairs, Rehabilitation, Information & Broadcasting, Kashmir Affairs, Law and Parliamentary Affairs.
2.	Mr. Akshay Kumar Das (E.P)	16-12-1957 to 7-10-1958	Finance
3.	Khan Mohammad Jalauddin Khan	5-4-1958 to 7-10-1958	Interior and Finance
4.	Syed ahmad Nawaz Shah Gardezi	5-4-1958 to 7-10-1958	Food and Finance
5.	Sardar Mohammad Akbar Khan Bugti	20-9-1958 to 7-10-1958	Interior
6.	Mian Abdus Salam	20-9-1958 to 7-10-1958	Information and Broadcasting
7.	Abdur Rahman Khan	2-10-1958 to 7-10-1958	
8.	Mr. Peter Paul Gozmez (E.P)	2-10-1958 to 7-10-1958	
9.	Mr. Adiluddin Ahmad	2-10-1958 to 7-10-1958	
10.	Syed Alamdar Hussain Shah gilani	2-10-1958 to 7-10-1958	

GENERAL MOHAMMAD AYUB KHAN-CHIEF MARTIAL LAW ADMINISTRATOR
(8-10-1958 TO 26-10-1958)

President

Iskandar Mirza together with advisory council consisting of central Secretaries.

Prime Minister

	Name	Period	Portfolios
	Gen. Mohammad Ayub Khan	27-10-1958	Defence & Kashmir Affairs
	Ministers		
1.	Lt. Gen. Mohammad Azam Khan	27-10-1958	Rehabilitation
2	Lt. Gen. W. A Burki	Do	Health & Social Welfare(Labour)
3.	Mr. Mohammad Ibrahim (E.P)	Do	Law
4.	Lt. Gen. K. M Shaikh	Do	Interior
5.	Mr. Abul Qasim Khan (E.P)	Do	Industries & works, Irrigation & Power.
6.	Khan F.M Khan	Do	Communications
7.	Mr. Z.A Bhutto	Do	Commerce.
8.	Mr. Mohammad Hafizur Rahman (E.P)	Do	Food & Agriculture

Name	Period	Portfolios

GENERAL MOHAMMAD AYUB KHAN-PRESIDENT

1st CABINET

President

General Mohammad Ayub Khan	28-10-1958 to 17-2-1960	Cabinet Division, Defence, Kashmir Afairs, establishment Division

Ministers

1.	Lt. Gen. Mohammad Azzam Khan	28-10-1958 to 17-2-1960	Rehabilitation,Food & Agriculture, Works, Irrigation & Power
2.	Lt. Gen W.A Burki	28-10-1958 to 17-2-1960	Health & Social Welfare.
3.	Mr. Manzoor Qadir	29-10-1958 to 17-2-1960	Foreign Affairs & Commonwealth Relations.
4.	Mr. Mohamad Ibrahim (E.P)	28-10-1958 to 17-2-1960	Law.
5.	Lt. Gen K.M. Shaikh	28-10-1958 to 17-2-1960	Interior (Home Affairs division) States & Frontier Regions, Establishment division.
6.	Mr. Mohammad Shoaib	15-11-1958 to 17-2-1960	Finance
7.	Mr. Abul Qasim Khan (E.P)	28-10-1958 to 17-2-1960	Industries, Works, Irrigation & Power.
8.	Mr. F. M Khan	28-10-1958 to 17-2-1960	Railways & communications
9.	Mr. Habibur Rahman	29-10-1958 to 17-2-1960	Education, I & B and Minority Affairs
10.	Mr. Z.A Bhutto	28-10-1958 to 17-2-1960	Commerce
11.	Mr. Hafizur Rahman (E.P)	28-10-1958 to 17-2-1960	Food, Agriculture and commerce

2ND CABINET

President

Field Marshal M. Ayub Khan	17-2-1960 to 8-6-1962	Kashmir Affairs, Defence, President's Secretarial (cabinet division, Establishment division), S& F R, economic Affairs division, National reconstruction and Information, Planning.

Ministers

1.	Lt. Gen Mohammad Azam Khan	17-2-1960 to 15-4-1960	Rehabilitation, Food & Agriculture, works and Water Resources.
2.	Mr. Manzoor Qadir	17-2-1960 to 8-6-1962	Foreign Affairs and Commonwealth Relations, (External Affairs) Law and Parliamentary Affairs

	Name	Period	Portfolios
3.	Lt. Gen W.A Burki	17-2-1960 to 8-6-1962	Health and Social Welfare. Education and Scientific Research, Kashmir Affairs and Minotiry Affairs.
4.	Mr. Mohammad Ibrahim (E.P)	17-2-1960 to 8-6-1962	Law
5.	Lt. Gen K.M. Shaikh	17-2-1960 to 8-6-1962	Home Affairs, Rehabilitation, food and Agriculture, Works, Housing and Water Resources, States and Frontier Regions and Establishment Division
6.	Mr. Mohammad shoaib	17-2-1960 to 8-6-1962	Finance, Economic Coordination
7.	Mr. abul Qasim Khan	17-2-1960 to 8-6-1962	Industries
8.	Khan F.M. Khan	17-2-1960 to 8-6-1962	Railways & Communication.
9.	Mr. Mohammad Habibur Rahman (E.P)	17-2-1960 to 8-6-1962	Education and Scientific Research, Minority Affairs National Reconstruction and Information
10	Mr. Hafizur Rahman (E.P)	17-2-1960 to 8-6-1962	National Reconstruction and Information, Minority Affairs, Fuel, Power and Natural Resources, Kashmir Affairs, and works.
11.	Mr. Hafizur Rahman (E.P)	17-2-1960 to 8-6-1962	Commerce.
12.	Mr. Akhtar Hussain	1-6-1960 to 1-3-1962	National Reconstruction and Information, Kashmir Affairs, Minority Affairs, Education and Scientific Research
13.	Mr. Zakir Husain (E.P)	14-6-1960 to 8-6-1962	Interior (Ministry of Home Affairs.)
14.	Mr. Abdul Qadir	30-1-1962 to 8-6-1962	Finance and commerce.
15.	Mr. Mohammad Munir	22-5-1962 to 8-6-1962	Law and Parliamentary Affairs.

3RD CABINET

President

Field Marshal M. Ayub Khan	8-6-1962 to 23-3-1965	President’s Secretariat, Cabinet division, S. & F. R Division Economic Affairs division. Planning division Defence, I & B.

Ministers

1.	Mr. Mohammad Munir	8-6-1962 to 17-12-1962	Law and Parliamentary Affairs.

2	Mr. Mohammad Ali (E.P)	13-6-1962 to 23-1-1963	External Affairs
3	Mr. Abdul Qadir	8-6-1962 to 15-12-1962	Finance
4.	Mr. Abdul Monem Khan (E.P)	13-6-1962 to 7-11-1962	Health, Labour and Social Welfare.
5	Mr. Habibullah Khan	13-6-1962 to 23-3-1965	Home Affairs, Kashmir Affairs.
6.	Mr.Wahid-uz-Zaman (E.P)	13-6-1962 to 20-3-1965	Commerce, Health Labour and Social Welfare.
7.	Mr. Z.A Bhutto	13-6-1962 to 23-3-1965	Industries, Natural Resources, Rehabilitation Works, External Affairs.
8.	Mr. Abdus Sabour Khan (E.P)	13-6-1962 to 23-3-1965	Communications.
9.	Mr. A.K.M Fazlul Qadir Choudhry (E.P)	13-6-1962 to 28-10-1963	Food and Agriculture, Rehabilitation I & B Labour and Social Welfare, Health
10.	Sh. Khurshid Ahmad	17-12-1962 to 23-3-1965	Law and Parliamentary Affairs.
11.	Rana Abdul Hamid	17-12-1962 to 23-3-1965	Health, Labour and Social Welfare, Rehabilitation and works, Food and Agriculture
12.	Mr. Mohammad Shoaib	15-12-1962 to 23-3-1965	Finance
13.	Mr. A.T. M. Mustafa (E.P)	4-9-1963 to 23-3-1965	Education, I & B
14.	Mr. Abdullah-al-Mahmood (E.P)	4-9-1963 to 23-3-1965	Industries, Natural Resources.
15.	Abdul Wahid Khan	9-1-1963 to 23-3-1965	Information and Broadcasting
16.	Al-Haj abdullah Zahiruddin Lal Miah (E.P)	20-1-1964 to 22-3-1965	Health Labour and Social Welfare.

4TH CABINET (After Elections)
President

Field Marsha M. Ayub Khan	23-3-1965 to 25-3-1969	Cabinet Division Establishment Division, S and F. R. Division Planning Division, Defence Division, scientific and Technological Research, Home and Kashmir Affairs,

Ministers,

1.	Kh. Shahabuddin (E.P)	24-3-1965 to 25-3-1969	Information and Broadcasting

2.	Mr. Mohammad Shoaib	24-3-1965 to 25-8-1966	Finance
3.	Mr. abdus Sabour Khan (E.P)	24-3-1965 to 25-8-1969	Communications.
4.	Mr. Z. A Bhutto	24-3-1965 to 31-8-1966	Foreign Affairs.
5.	Mr. Ghulam Farooq	29-3-1965 to 15-7-1967	Scientific and Technological Research, Commerce.
6.	Mr. Altaf Hussain (E.P)	29-3-1965 to 15-5-1968	Industries and Natural Resources.
7.	Mr. S.M Zafar	29-3-1965 to 25-3-1969	Law and Paliamentary Affairs
8.	Qazi anwar-ul Haq (E.P)	29-3-1965 to 25-3-1969	Education, Health, Labour and social Welfare.
9.	Ch. Ali Akbar Khan	17-8-1965 to 30-11-1966	Home and Kashmir Affairs
10.	A.H.M.S Doha (E.P)	17-8-1965 to 25-3-1969	Food and Agriculture Rehabilitation and Works.
11.	Syed Sharifuddin Pirzada	20-7-1966 to 01-05-1968	Foreign Affairs
12.	Mr. N.M Uqaili	25-7-1968 to 25-3-1962	Finance
13.	Vice-Admiral A.R Khan	21-10-1966 to 25-3-1969	Decence, Home and Kashmir Affairs.
14.	Nawbzada Abdul Ghafur Khan Hoti	5-7-1968 to 25-3-1969	Commerce
15.	Mr. M. Arshad Husain	7-5-1968 to 25-3-1969	Foreign Affairs
16.	Mr. Ajmal Ali Choudhury (E.P)	6-7-1968 to 25-3-1969	Industris and Natural Resources.

GENERAL A.M. YAHYA KHAN-PRESIDENT

COUNCIL OF ADMINSTRATION
President

Gen. Agha Mohammad Yahya Khan	26-3-1969 to 3-8-1969

1.	Vice-Admiral A.R. Khan	26-3-1969 to 3-8-1969	
2.	Mian Arshad Hussain	26-3-1969 t 4-4-1969	Foreign Affairs
3.	S.Fida Hassan	26-3-1969 to 31-3-1969	General Administration and Coordination.

President and Chief Martial Law Administrator

Gen. Agha Mohammad Yahya Khan	5-4-1969 to 3-8-1969	Cabinet Division, Establishment Division, I & B Law and Parliamentary Affairs, Defence, Foreign Affairs.

	Name	Period	Portfolios
	Duputy Chief Martial Law Administrators and Advisors (Second Martial Law)		
1	Lt.Gen. Abdul Hamid Khan	5-4-1969 to 3-8-1969	Home and Kashmir Affairs, States and Frontier Regions.
2.	Vice-Admiral S.M. Ahsan	5-4-1969 to 3-8-1969	Planning Commission including Planning and Economic Division, Finance, Commerce, Industries, Natural Resources, Food and Agriculture, Scientific and Technological Research Division
3	Air Marshal Noor Khan	5-4-1969 to 3-8-1969	Communications, Health, Labour and Social Welfare, Education, Rehabilitation and Works, Family Planning, Scientific and Technological Research Division.

PRESIDENTIAL CABINET
President

Name	Period	Portfolios
Gen.Agha Mohammad Yahya Khan	4-8-1969 to 20-12-1971	Agriculture and Works Communications (4-8-1969) to (14-8-1969); Cabinet Division (4-8-1969) to (20-12-1971); Defence (4-8-1969) to 20-12-1971); Economic Affairs (4-8-1969) to 20-12-1971); Establishment Division (4-8-1969) to 20-12-1971); Foreign Affairs (4-8-1969)to 20-12-1971); Law (4-8-1969) to 16-9-1969); Parliamentary Affairs (4-8-1969 to 4-8-1969 to 20-12-1971); Ministry of Information and National Afairs (15-12-1970 to 20-12-1971)

Council OF Ministers

	Name	Period	Portfolios
1	Dr. A.M.Malik (E.P)	4-8-1969 to 22-2-1971	Health, Labour and Family Planning, Communications (15-8-1969 to 7-10-1969);
2	Sardar Abdur Rashid	4-8-1969 to 22-2-1971	Home and Kashmir Afairs, Sates and Frontier Regions.
3	Mr. Abdul Khair Mohammad Hafizuddin (E.P.)	4-8-1969 to 22-2-1971	Industries and Natural Resources.

	Name	Period	Portfolios
4	Nawab Muzaffar Ali Qizbilash	4-8-1969 to 22-2-1971	Finance
5	Mr.Mohammad Shamsul Haq (E.P)	4-8-1969 to 22-2-1971	Education and Scientific Research.
6	Nawabzada Mohmmad Sher Ali Khan	4-8-1969 to 22-2-1971	Information and National Affairs.
7	Mr. Ihsanul Haq (E.P)	4-8-1969 to 22-2-1971	Commerce.
8	Mr. Mahmood A. Harron	8-10-1969 to 22-2-1971	Agriculture and Works.
9	Mr. A.R. Cornelius	17-9-1969 to 22-2-1971	Law
10	Dr. Ghulam Wahid Choudhury (E.P)	8-10-1969 TO 22-2-1971	Communications.

PRESIDENTIAL ADVISERS

1	Mr. M.M.Ahmad	8-9-1970 to 20-12-1971	Economic Co-ordination and External Assistance Division, Finance Division
2	Mr. A.R. Cornelius	22-2-1971 to 20-12-1971	Law and Parliamentary Affairs.
3	Mr. M.R. Soofi	13-3-1971 to 29-12-1971	Agriculture and Works, Kashmir Affairs Division
4	Mr. S.Ghyasuddin Ahmed	2-9-1971 to 28-12-1971	Defence

নির্ঘন্ট

'য'

'র'

'ল'

INDEX

"B"

সংযোজন